শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

মহাকবি

৺ ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন

প্রণীত।

চতুর্ব্বিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন'-প্রেসে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

নিবেদন।

ঘনরাম রচিত "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে মূল ও টীকা একত্র করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল; দ্বিতীয় সংস্করণে টীকা বাদ দিয়া কেবল মূল অংশই প্রকাশিত হয়। এবার তৃতীয় সংস্করণে পুনরায় মূল ও টীকা এক সঙ্গে প্রকাশ করা হইল,—কারণ, এইরূপ সংস্করণেই পাঠকগণের অনুরাগ অধিক। প্রথম সংস্করণে স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় এই গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত করা হইল। সেই বিস্তৃত ভূমিকা হইতেই পাঠকগণ এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রাবণ, ১৩১৮।
বঙ্গবাসী কার্য্যালয়;
কলিকাতা।

শ্রীঃ—

ভূমিকা।

আজ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ঘনরাম বঙ্গভূমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস—বর্দ্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে। তিনি কবিকঙ্কণের পরবর্ত্তী, এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। এত দিন এ মহাকাব্য মুদ্রিত হয় নাই—বহুপূর্ব্বে গায়কসম্প্রদায় কর্ত্তৃক জনসমাজে এ কাব্য গীত হইত—লোকে আগ্রহ সহকারে, সংসার ভুলিয়া, মুগ্ধ হইয়া সে কবিতা—সে গান শ্রবণ করিত। এইরূপ মুখে মুখে, বা হস্ত লিখিত পুঁথির আকারে থাকিয়া শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ মহাভারত মুদ্রিত হইল, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কবিকঙ্কণ দিগ্‌দিগন্তে প্রকাশিত হইল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির নাম ডাক উঠিল,—অথচ ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল চিরকালই জরাজীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথির আকারে থাকিবে—এ বিড়ম্বন আমাদের সহ্য হয় নাই। বিগত বৎসর আমরা মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলাম, এক বৎসরের মধ্যে এ মহাকাব্যের মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য শেষ করিব। ছয় খানি হস্ত-লিখিত পুরাণ পুঁথি সংগ্রহ করিলাম; পরস্পরের পাঠ মিলাইয়া, যে পাঠ ভাল বোধ হইতে লাগিল, তাহাই ছাপিতে লাগিলাম। পুস্তক প্রকাশে দুই মাস বিলম্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু পাঠ যত দূর-সাধ্য পরিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সঙ্কল্প ঠিক রাখিবার জন্য, নির্দ্দিষ্ট মাসে ঘনরাম প্রকাশ করিবার জন্য,—অশুদ্ধ, অসংলগ্ন পাঠ দিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া, গোঁজা মিলন দিয়া—ছাপা খারাপ রাখিয়া ঘনরাম বাহির করিবার চেষ্টা করি নাই।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে এক অপূর্ব্ব রত্ন। পূর্ব্বে অনেকেই সন্দেহ করিতেন যে, বাঙ্গালাভাষায় আজও অমুদ্রিত অবস্থায় এরূপ মহাকাব্য বর্ত্তমান থাকা সম্ভব কি? এ মহাকাব্য ২৪ সর্গে বা পালায় বিভক্ত; প্রায় কুড়ি হাজার কবিতা আছে। বাঙ্গালায় কোন্ মহাকাব্য ইহার সমতুল? মহাভারত, রামায়ণ, অনুবাদ মাত্র;—কিন্তু শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় মৌলিক মহাকাব্য বঙ্গের ভাষাভাণ্ডারে আর কি আছে? কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশকুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে,—বাস্তব-ঘটনা এ কাব্যের একাংশীভূত। এ কাব্য ঐতিহাসিক, তবে কবি-কল্পনায় ইতিহাস কাব্য-রসে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল,—পালবংশীয় রাজগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালীবীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত,—সেই সময়—বঙ্গের সেই শুভ সময় এ কাব্যের উৎপত্তি কাল। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে গৌড়েশ্বর বঙ্গভূমি শাসন করিতেছেন, যমদূত সদৃশ নবলক্ষ সেনা বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া বীরদর্পে হুঙ্কার রবে পৃথিবী কম্পিত করিতেছে; এমন সময় অজয়-নদ-তীরবর্ত্তী ঢেকুর রাজ্যের অধীশ্বর ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইল,—গৌড়ের ভূপতিকে আর কর দেয় না, তাঁহার হুকুম মানে না। গৌড়েশ্বরের সহিত ইছাই ঘোষের যুদ্ধ বাধিল,—কিন্তু বঙ্গের ভূপতি এ মহাযুদ্ধে পরাজিত হইয়া গৌড়ে পলায়ন করিলেন,—ইছাই ঘোষের জয়জয়কার হইল। কাব্যের প্রারম্ভেই এই দৃশ্য;—এই ঘটনাই এ মহাকাব্যের মূলসূত্র। গৌড় নগরের ভূপতির মরমে শেল বিঁধিয়া রহিল,—এক জন সামান্য রাজার নিকট গৌড়েশ্বরের পরাজয়,—এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল না,—কিরূপে ইছাই-রাজ্য উচ্ছন্ন যায়, ইহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। ইছাই, ঘোষ মহাশক্তি ভগবতীর সেবক;—প্রচণ্ড গোঁয়ার দুর্দ্ধর্ষ।

এমন সময় ধরাধামে ধর্ম্মের অবতার, শান্ত-মূর্ত্তি, রণনিপুণ, অমিত-সাহস লাউসেন জন্ম-গ্রহণ করিলেন। লাউসেন, গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা-পুত্র। সেনের ভুজবীর্য্য, বুদ্ধিবিদ্যা দেখিয়া ভূপতি ভাবিলেন, এই বীরবরের

দ্বারাই আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে—ইঁহারই হস্তে ইছাই ঘোষের বধসাধন হইবে। লাউসেন, রাজার বড় প্রিয়পাত্র হইলেন। রাজমন্ত্রী মহামদ, সেনের উপর নৃপতির ভালবাসা দেখিয়া ভাবিল, এই লাউসেনই আমার সর্ব্বনাশ করিবে, সম্ভবতঃ শেষে বুঝি মন্ত্রিত্ব কাড়িয়া লইবে; অতএব কলে, কৌশলে, উপায়ে, মন্ত্রণায়—লাউসেনের বধসাধন করিতে হইবে। একদিকে ভূপতির ভালবাসা, অপরদিকে মন্ত্রী মহামদের বধচেষ্টা—একদিকে অমৃতকুণ্ড, অপরদিকে বিষভাণ্ড,—এই সুখ-দুঃখের চক্র-মধ্যে পড়িয়া কাব্যের নায়ক বীরবর লাউসেনের চরিত্র সংগঠিত হইতে লাগিল,—বীর্য্যবহ্নি স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। এইরূপ নায়ক উপনায়কের ঘাতপ্রতিঘাতে ললিতগতিতে অথচ ঘোর-রবে,—কুসুম বরষণে অথচ তরবারির ঝঞ্ঝাঘাতে—এ মহাকাব্য চলিয়াছে। এই মহাকাব্যে কত শত ঘটনা-ঝড় বহিয়া গিয়াছে, সুখশান্তির মলয় মারুত কতবার মন্দ মন্দ বহিয়াছে, প্রণয়রসের লীলা-ঢেউ কতবার উঠিয়াছে, হাস্যরসের তরঙ্গ কতবার খেলিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? বঙ্গের অপর কোন কাব্যে যে দৃশ্য কেহ কখন দেখে নাই, তাহা ঘনরামে আছে।—অশ্বে আরোহণ করিয়া, কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া বাঙ্গালী বীররমণীর ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধে গমন—কোন্ কাব্যে এ নয়নমনোহর দৃশ্য আছে? কুলটা কিরূপে পরপুরুষের মন ভুলায়, সাধু পুরুষ কিরূপে কুলটার মায়া ফাঁদ অতিক্রম করে, অবিবাহিত নবযুবতী মনে মনে আজন্ম-পূজিত মনোমত বর বিনা কেমনে অন্যের গলায় বরমাল্য অর্পণ করে না, অশেষ যন্ত্রণাপ্রাপ্ত সাধ্বী স্ত্রীর পতিপদ বিনা কিরূপে পরপুরুষের পানে মন টলে না, এ সকলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘনরামে আছে।

এই লুপ্তপ্রায় অপূর্ব্ব গ্রন্থের বিষয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণীতে, বান্ধবে, এডুকেশন গেজেটে সমালোচিত হইয়াছিল। সকলেই এক মুখে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। যেমন গ্রীক ভাষায় হোমর, লাটিন ভাষায় বার্জ্জিল,—সেইরূপ বঙ্গভাষায় ঘনরাম। কিন্তু এই পতিত অভিশপ্ত দেশে, এই হতভাগ্য কবির আদর হইবে কি না জানি না। আর একটী কথা বলিব। ঘনরাম তাঁহার কাব্য মধ্যে যাহা বর্ণন করিয়াছেন; তাহা কপোলকল্পিত নহে। মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নানগরে নায়কের জন্ম; রাজবাটীর ভগ্নপ্রাসাদ এখন স্তূপীকৃত, জঙ্গলময়; ময়নাগড়ের এখনও আস্তত্ব রহিয়াছে। ইছাই ঘোষের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও সেই অজয় নদীর অনতিদূরে অবস্থিত—আরাধ্যা-দেবী মহামায়ার মন্দিরচূড়া খসিয়া পড়িয়াছে—প্রস্তরময়ী কালিকাদেবীর লোল রসনা এখনও লহ লহ করিতেছে—তবে এখন আর সে স্থলে মানুষ নাই, শৃগাল, বরাহ, ভল্লুক বিচরণ করিতেছে। পণ্ডিতপ্রবর হণ্টার সাহেব তাঁহার Annals of Rural Bangal নামক পুস্তকে ইছাই ঘোষের কথা সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। আর আজ সেই পালবংশীয় মহারাজের রত্ন-সিংহাসন গৌড়নগরের জঙ্গল মধ্যে লুকায়িত,—ব্যাঘ্র তাহার রাজা; ভল্লুক মন্ত্রী; শৃগাল নকীব। আধুনিক মালদহের নিকট এই গৌড় মহারণ্য অবস্থিত। কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক, এই সকল ভূমি স্বচক্ষে দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিতে পারেন।

কলিকাতা,

১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
১৩ই চৈত্র ১২৯০। } শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

সূচিপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ভূমিকা—	
(ঘনরাম কে ? শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কি ?)	।০—৵০
প্রথম সর্গ—স্থাপনপালা।	
গণেশবন্দনা	১
ধর্ম্মের বন্দনা	২
শক্তির বন্দনা	৩
সরস্বতীর বন্দনা	৩
লক্ষ্মীর বন্দনা	৪
যোগাদ্যার বন্দনা	৪
গীতারম্ভ	৫
২য় সর্গ ঢেকুর পালা	১২
৩য় „ রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা	২২
৪র্থ „ হরিশ্চন্দ্র পালা	৩১
৫ম „ শালে ভর পালা	৪০
৬ষ্ঠ „ লাউসেনের জন্ম পালা	৫০
৭ম „ আখরা পালা	৬১
৮ম „ কলানির্ম্মাণ পালা	৭৩
৯ম „ গৌড়যাত্রা পালা	৮২
১০ম „ কামদল বধ পালা	৯৫
১১শ „ জামতি পালা	১০৬
১২শ „ গোলাহাট পালা	১১৫
১৩শ „ হস্তিবধ পালা	১২৯
১৪শ „ কাঙুর যাত্রা পালা	১৪৩
১৫শ „ বামরূপ যুদ্ধ পালা	১৫৩
১৬শ „ কানড়ার স্বয়ম্বর	১৬৪
১৭শ „ কানড়ার বিবাহ	১৭৩
১৮শ „ মায়ামুণ্ড পালা	১৮৭
১৯শ „ ইছাইবধ পালা	২০১
২০শ „ বাদল পালা	২১৩
২১শ „ পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালা	২২১
২২শ „ জাগরণ পালা	২২৬
২৩শ „ পশ্চিম উদয় পালা	২৫৪
২৪শ „ স্বর্গারোহণ পালা	২৬৪

সূচিপত্র সমাপ্ত।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

প্রথম সর্গ।

স্থাপন পালা

গণেশ-বন্দনা।

অরুণ-বরণ-ধর, মোর বিঘ্ন ঘোরতর
হর, পূর অভিলাষ অণু॥ ১
অবনী লোটায়ে কায়, বন্দি বিঘ্ন-বিনাশায়
হৈমবতী-হরের নন্দন।
সুরাসুর নর নাগে, তপ জপ পূজা যাগে,
আগে সেবে যাঁহার চরণ॥ ২
তনুরুচি জবা ফুল, জিনিয়া রাতুল স্থূল,
গজেন্দ্রবদন লম্বোদর।
সিন্দূর মণ্ডিত শুণ্ডে, মৃগাঙ্ক মণ্ডন মুণ্ডে
মুকুট-মণ্ডল মনোহর॥ ৩
বদন সৌরভে কত, মদমত্ত মধুব্রত,
গুঞ্জরিয়ে করিছে বিহার।
করি-কুম্ভ বেড়ি ভালে, মণ্ডিত মুকুট জালে
গলে দোলে মণিময় হার॥ ৪
অঙ্গে আভরণ আভা, মনমথ-মনোলোভা,
যেখানে যেমন শোভা করে।
বাহু করে টাড় বালা, ভুবন করেছে আলা,
কনক কিঙ্কিণী কটিবন্ধে॥ ৫
রাতুল চরণ-রাজে, অতুল নূপুর বাজে,
হেম হীরা রতনে রঞ্জিত।
যার সুমধুর ধ্বনি, চলিতে চঞ্চল মনি
রাজহংস সুরব-গঞ্জিত॥ ৬
সুচারু অঙ্গুলিদলে নখ বিধু-রুচি-বলে,
দশ আশা করেছে প্রকাশ।
পাপরূপী তমো নিত্য, কেবল আমার চিত্ত,
আশ্রয় করিতে করে আশ॥ ৭
অতেব করেছি আশ, অশেষ পাতক-নাশা,
তব পদ রাতুল চরণ।
সহস্র সবিতা সম, অশেষ আপদ-তম,
পাপরাশি নাশিতে প্রবণ॥ ৮
অসম সাহস ধরি, ক্ষুদ্র মনে সাজি তরী,
সমুদ্রে তরিতে করি আশ।
এ বড় বিচিত্র নহে, তব পদ-সরোরুহে
যদি মতি রহিত প্রকাশ॥ ৯

১। অরুণ বরণধর—নবোদিত সূর্য্যের মত রং বিশিষ্ট, গণেশ। হর—হরণ কর। পূর—পূর্ণ কর। অণু—ক্ষুদ্র, সামান্য। অর্থাৎ গণেশ! আমার বিঘ্ন বিনাশ কর, এবং সামান্য বাসনা মাত্র পূর্ণ কর।

২। বন্দি—বন্দনা করি। বিঘ্নবিনাশায়—গণেশকে।

তনুরুচি—শরীরের শোভা। রাতুল—লাল। স্থূল—ঘন। ঘন লালবর্ণ জবাফুল অপেক্ষাও যাহার শরীর লাল। মণ্ডিত—শোভিত। মৃগাঙ্ক—চন্দ্র।

৪। মধুব্রত—অলি। করিকুম্ভ—হস্তীর মাথার অগ্র অংশে উচু স্থানদ্বয়কে কুম্ভ অর্থাৎ কলস বলে।

৫। মনমথ—মন্মথ, কন্দর্প। বাহুতে টাড়, তাগার মত গহনা; করে—বালা। আলা—আলোকময়। কনক—সোণা।

৭। অঙ্গুলিদল—আঙ্গুলসমূহ। আশা—দিক্। গণেশের অঙ্গুলিসমূহের নখের কান্তি চন্দ্রের ন্যায়। সেই নখের প্রভাবে দশদিক্ আলোকময় হইয়াছে।

৮। অতেব—অতএব। সবিতা—সূর্য্য। প্রবণ—সমর্থ। তোমার চরণ আপদ্রূপ অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ। ৯। সরোরুহ—পদ্ম।

না জানি ভজন ভক্তি, জপ স্তুতি বাক্‌শক্তি
মন্দমতি গতি অতি হীন।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত-রস, যাহাতে জগৎ বশ,
বর্ণিতে বাসনা করে দীন॥ ১০
করপুটে সন্নিকটে, অতেব অনাথ রটে,
উর ঘটে, পূর মনস্কাম।
গানে বিঘ্ন কর নাশ, পূর নায়েকের আশ,
প্রণতি প্রকাশে ঘনরাম॥ ১১

ধর্ম্মের বন্দনা।

বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম, অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম,
বিশ্ববীজ অখিল-আধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন,
নিত্যানন্দ নির্গুণ-নিধান॥ ১২
তব ইচ্ছা পরকাশে, সৃজন পালন নাশে,
তিন তনু ত্রিগুণ তোমার।
ত্রিগুণ শরীরধর, বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বর,
রজঃ সত্ত্ব তমোগুণাধার॥ ১৩
সকল তন্ত্রের তন্ত্রী, জগময়-যন্ত্রে যন্ত্রী,
তুমি মন্ত্র, মন্ত্রী মহাশয়।
অসুর অমর নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
সর্ব্ব ঘটে তোমার আশ্রয়॥ ১৪
স্থাবর জঙ্গম আদি, সপ্তসিন্ধু নদ নদী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবন।
জীব জন্তু চরাচর, নগ নাগ লোকাপর,
যত কিছু তোমার সৃজন॥ ১৫
তোমার মহিমা শেষ, ভব বিধি হৃষীকেশ,
সনক সনন্দ সনাতন।
না পায় নিগম ভেদ, আগম পুরাণ বেদ,
তপে জপ যোগে যোগিগণ॥ ১৬
কি জানি পাতকী দীন, মন্দমতি অতি ক্ষীণ,
মায়ায় মোহিত মিথ্যা-জ্ঞানী।
কোটি কোটি কীট যথা, আমার গণনা তথা,
আছে কি না আছে হীন প্রাণী॥ ১৭
ভাবি তব পদ-দ্বন্দ্ব, দুই এক ভাষা ছন্দ,
কবিতা করিতাম পূর্ব্বফলে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত, বর্ণিতে বলিলা গীত,
গুরুব্রহ্ম বদন কমলে॥ ১৮
নিজ গুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন,
কৃপাময় করুণা-আধান।
শুনি অসম্ভব ভাষে, লোকে পাছে উপহাসে,
তায় তুমি আপনি প্রমাণ॥ ১৯
লঘু নরে গুরুভার, কিরূপে পাইব পার,
দুস্তর সঙ্গীতরস-সিন্ধু।
ইহাতে নিস্তার-বীজ, তব পদ সরসিজ,
স্মরণ ভাবনা দীনবন্ধু॥ ২০
ওপদ পঙ্কজ মাত্র, মনে ভাবি বসি যত্র,
মসী পত্র করিয়া আশ্রয়।
দোষগুণ নাহি দেখি, যে কিছু লেখাও লিখি,
কলমে বসিয়া কৃপাময়॥ ২১
তাল মান যন্ত্র তন্ত্র, শুভাশুভ মূলমন্ত্র,
নাহিক সে সব জ্ঞানলেশ।
ভরসা তোমার পা, তুমি কবি বাপ মা,
কল্পতরু গুরু-উপদেশ॥ ২২
আসরে সজ্জন সভা, আমি অন্ধ গাব কিবা,
গুণহীন ক্ষীণ দীন দাস।
করপুটে এ সঙ্কটে, কাতর কিঙ্কর রটে,
উর ঘটে, পূর অভিলাষ॥ ২৩
যশ অপযশ ভায, ইথে কিবা উপহাস,
লৌকিক সঁপিনু তব পায়।

১১। রটে—নিবেদন করে। উর—আবির্ভূত হও। ঘটে—মঙ্গল-কলসীতে।

১২। পরাৎপর—শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। অনাদি অনন্ত—ঈশ্বর আদি অন্ত রহিত। বিশ্ববীজ—জগতের বীজস্বরূপ, তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি। অখিল আধান—পৃথিবীর স্থিতিকর্ত্তা। নিরঞ্জন—নির্ম্মল। নিধান—আধার।

১৪। জগময়-যন্ত্রে যন্ত্রী—তুমি সংসার যন্ত্রের যন্ত্রিস্বরূপ অর্থাৎ পরিচালক।

১৫। নগ—পর্ব্বত।

১৮। পদ-দ্বন্দ্ব—পা দুইটী। পূর্ব্ব ফলে—পূর্ব্বজন্মের ফলে।

১৯। ইহাতে নিস্তার ইত্যাদি—তোমার চরণকমল স্মরণ এবং ভাবনা আমার নিস্তারের একমাত্র উপায়।

২১। মসী পত্র—কালী কাগজ।

তুমি কাব্য তুমি কবি, তোমার চরণ ভাবি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গায় ॥ ২৪

শক্তির বন্দনা।

অবনী লোটায়ে তনু, শক্তি-পাদ-পদ্ম-রেণু,
ভক্তিযুক্তে বন্দিব সানন্দে।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত নাটে, পূর আশ উর ঘটে,
করপুটে বন্দিব সুছন্দে ॥ ২৫
তুমি বিঘ্ন বিনাশিনী, চতুর্বর্গ-প্রদায়িনী,
দাক্ষায়ণী দনুজ-দলনী।
দেবের দেবতা দুর্গে, দুষ্ট দৈত্য বধি স্বর্গে,
সুরবর্গে স্থাপিলা আপনি ॥ ২৬
প্রচণ্ড নিশুম্ভ শুম্ভ, জম্ভাসুর শূলদম্ভ,
চণ্ডমুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি।
সমূলে ধূম্রলোচনে, রক্তবীজে বধি রণে,
সর্ব্বশক্তি স্বরূপা ঈশ্বরী ॥ ২৭
করিয়া তোমার সেবা বিপত্তে না তরে কেবা,
অন্য থাক্ ত্রিলোকের পিতা।
সসৈন্যে লঙ্কায় আসি, সমূলে রাবণ নাশি,
প্রভু রাম উদ্ধারিল সীতা ॥ ২৮
হয়ে বসুদেব-বংশ, কংসে কৃষ্ণ কৈল ধ্বংস,
তায় তুমি তাঁরে অনুকূল।
গোলোকবিহারী হরি, স্বামী পাইল গোপনারী,
পূজি তব চরণ রাতুল ॥ ২৯
কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধ, বাণপুরে ছিল বদ্ধ,
উষা-সঙ্গে মজাইল মন।
সুখদ সম্পদ প্রদ, তব পদ-কোকনদ,
স্মরণে বিপদ বিমোচন ॥ ৩০
আপনি বৈকুণ্ঠধাম, স্বামী হবে প্রভুরাম,
মনকামে সেবেছিল সীতা।
পিতার প্রতিজ্ঞা তার, হরধনু ভঙ্গভার,
তায় তুমি হলে কৃপান্বিতা ॥ ৩১
আসি বিশ্বামিত্র সঙ্গ, করি হর-ধনুর্ভঙ্গ,
সীতা বিভা করিল শ্রীরাম।

এ তিন ভুবনে কেবা, করিয়া তোমার সেবা,
না পাইল পূর্ণ মনস্কাম ॥ ৩২
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ, জগৎ ধারণ দক্ষ,
তব কৃপাকটাক্ষ যে জনে।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম, পূর মাতা মনস্কাম,
রেখো মাতা এ জনে চরণে ॥ ৩৩

সরস্বতীর বন্দনা।

করিয়া প্রণতি স্তুতি, বন্দি মাতা সরস্বতী,
বিশ্বগতি বিষ্ণুর দুর্লভা।
ধবল কমলাসনা, ধৌত ধূতি পরিধানা,
কুন্দকান্তি কলেবর শোভা ॥ ৩৪
গলে দোলে মণিহার, কি দিব তুলনা তার,
অংশু অন্ধকার করে দূর।
যেখানে যে শোভা পায়, রত্ন আভরণ গায়,
চিত্তচোর চরণে নূপুর ॥ ৩৫
বৈণিক পুস্তক হস্ত, মণ্ডিত মায়ের হস্ত,
অঞ্জনে রঞ্জিত সুলোচনা।
কৃতাঞ্জলি করি কর, বন্দে যাঁরে নিরন্তর,
ব্রহ্মা হরি হর হর্ষমনা ॥ ৩৬
তুমি চতুর্বর্গদাত্রী, সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী,
সুখদাত্রী সংসার-দায়িনী।
বিষ্ণুরূপা ব্রহ্মময়ী, ত্রিজগৎ-গতিময়ী,
কৃপাময়ী কলুষনাশিনী ॥ ৩৭
তোমার চরণ দেবি, আদরে একান্ত সেবি,
মহাকবি ব্যাস আদি যত।
মোক্ষদ পাতক-অন্ত, প্রকাশিলা নানা গ্রন্থ,
বেদাঙ্গ পুরাণ ভক্তিমত ॥ ৩৮

২৫। রেণু—ধূলী।

৩০। বাণপুরে—বাণ রাজার গৃহে। কোকনদ—লালপদ্ম। লালপদ্ম তুল্য তোমার চরণ সুখ ও সম্পদদায়ক।

৩২। বিভা—বিবাহ।

৩৩। জগৎ-ধারণ-দক্ষ—পৃথিবীর ভার ধারণে সমর্থ।

৩৪। কমলাসনা—পদ্ম যাঁহার আসন। কুন্দ—কুঁদ ফুলের ন্যায় শুভ্র।

৩৫। অংশু—প্রভা, রশ্মি।

৩৬। বৈণিক—বীণা সম্বন্ধীয়।

৩৮। মোক্ষদ ইত্যাদি—ব্যাস আদি কবিগণের গ্রন্থ পাঠে মোক্ষ ফল হয় এবং পাপ নাশ হয়।

দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ, আদি যত মহাভাগ,
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
গৃহী যতি বানপ্রস্থ, তোমার চরণ-স্তম্ভ,
মতি মন্ত্রে পুজে পুটপাণি॥ ৩৯
অখিলে অতুল্য ভাগ্য, জন্মিয়া জীবন শ্লাঘ্য,
সেই ধন্য সংসার ভিতরে।
করতলে তার স্বর্গ, অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ,
তুমি কৃপা কর যেই নরে॥ ৪০
তোমার অকৃপা যায়, মূর্খমতি বলি তায়,
সভায় সে শোভা নাহি পায়।
নিবাসে নাহিক সুখ, কুকর্ম্মে পাষাণ বুক,
মান অপমান সম তায়॥ ৪১
হেন মূর্খ মিথ্যাজ্ঞানী, আমি কি তোমারে জানি,
পতিত-পাবনী নাম শুনি।
আসরে আসিয়া উর, দাসের আশায় পূর,
মোর কণ্ঠে বৈস গো জননি॥ ৪২
কলি মান গান যন্ত্র, না জানি লিখন মন্ত্র,
আপনি সু-যন্ত্র করি গাও।
ঘনরাম নিবেদন, ধরি তব শ্রীচরণ,
করুণ নয়নকোণে চাও॥ ৪৩

লক্ষ্মীর বন্দনা।

ত্রিলোক-জননী লক্ষ্মী বনিতা বিষ্ণুর।
চারুচিত্ত চিত্তচোর চরণে নূপুর॥ ৪৪
ঈষৎ কৃপায় যাঁর ভূপতি ভিক্ষুক।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি বাচাল হয় মূক॥ ৪৫
সদা সুখ সম্পদ সভায় সু-সম্মান।
রথাদি গো গজ বাজী নর নৌকা যান॥ ৪৬
ভাগ্যবান্ ভারত ভুবনে সেই ধন্য।
লক্ষ্মীর চরণে যার ভকতি অনন্য॥ ৪৭
সেই ধনী ধার্ম্মিক ধরণী মধ্যে বীর।
যবে যার মন্দিরে কমলা হন স্থির॥ ৪৮
সমর-সুধীর বীর স্থির মতিমন্ত।
গণনীয় গায়ক গভীর গুণবন্ত॥ ৪৯
সে হয় সুকৃতী সৎ সজ্জন সংসারে।
কৃপাবতী শ্রীমতী লক্ষ্মীর কৃপা যারে॥ ৫০
লক্ষ্মীর কৃপার পাত্র জেতে যদি হীন।
দরিদ্র সজ্জন কত তাহার অধীন॥ ৫১
সভায় সম্মান তার সর্ব্বলোকে করে।
বিফল জনম, যার লক্ষ্মী নাই ঘরে॥ ৫২
কিবা সে পণ্ডিত কবি কুলীন উত্তম।
সহসা সভায় তার না করে সম্ভ্রম॥ ৫৩
লক্ষ্মীছাড়া হৈলে কত কুবুদ্ধি সংঘটে।
ঠক, ঠেঁটা, নাবড়, ছেবড় লোকে রটে॥ ৫৪
কুচক্রী চসমখোর চোকলখোর হয়।
পাপিষ্ঠ দুরন্ত সেই পুণ্যবন্ত নয়॥ ৫৫
দশাদোষে ঘটে দুঃখ সজ্জনে অধিক।
তথাপি সে সব লোক হয় অধার্ম্মিক॥ ৫৬
মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে॥ ৫৭
সকল চিন্তার খেল তুমি যারে বাম।
পদ্মালয়া-পাদপদ্মে ভণে ঘনরাম॥ ৫৮

যোগাধ্যার বন্দনা।

অমর-আরাধ্যা, শ্রীমতী যোগাধ্যা,
চরণ-পঙ্কজরেণু।
গানে বিঘ্ননাশ হেতু বন্দে দাস,
অবনী লোটায়ে তনু॥ ৫৯

* * * *

৩৯। গৃহী—গৃহধর্ম্মাবলম্বী। যতি—সন্ন্যাসী। বানপ্রস্থ—তৃতীয়াশ্রমী, অরণ্যবাসী। পুটপাণি—যোড়হস্ত।

৪৫। লক্ষ্মীর কৃপায় ভিক্ষুক ভূপতি হয়, বোবারও বাক্‌পটুতা জন্মে। খোঁড়াও পর্ব্বত ডিঙ্গাইতে সমর্থ।

৪৬। নর-যান—পাল্কী, নৌকা-যান—নৌকা। বাজী—ঘোড়া, গজ—হাতী।

৪৭। ভকতি অনন্য—একান্ত ভক্তি।

৫১। জেতে যদি হীন—যদি হীন জাতীয় হয়।

৫৪। নাবড়—দুষ্ট, যার কথার ঠিক নাই। ছেবড়—ছেবলা।

৫৫। চসমখোর—চক্ষুর্লজ্জাহীন। চোকল্‌খোর—পরনিন্দাকারী।

৫৮। খেল—ক্রীড়াস্থল। বাম—বিরূপ, নির্দ্দয়।

উরগো আসরে আসি ঈশ্বরি অভয়া।
অভয়দায়িনি মা বালকে কর দয়া॥ ৬০
তোমার চরণ বন্দি লোটায়ে অচলা।
ভবের ভাবিনী উমা ভকতবৎসলা॥ ৬১
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত নাটে ঘটে কর ভর।
দাসের আশয় পুর আসর ভিতর॥ ৬২
কাতর কিঙ্কর ডরে ডাকে গো তোমায়।
কি বোল বলিব এই ধর্ম্মের সভায়॥ ৬৩
নিরাময় শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত রসসুধা।
শ্রবণে হয়েছে যত সজ্জনের ক্ষুধা॥ ৬৪
প্রকাশ করিব মাতা হও অনুকূল।
অতেব স্মরণ তব চরণ রাতুল॥ ৬৫
গুণী মাঝে আমার গণনা অতি দূরে।
পূর্ণচন্দ্র প্রকাশে খদ্যোত যায় দূরে॥ ৬৬
তাল মান যন্ত্র তন্ত্র ক্ষণ মাত্রা মা।
কিছু নাহি জানি গো ভরসা রাঙ্গা পা॥ ৬৭
রাধিকা রুক্মিণী রমা সত্যভামা দেবী।
স্বামিভাবে ভজে কৃষ্ণে তুয়া পদ সেবি॥ ৬৮
গোপীগণ গোকুলে গোবিন্দ পেলে কোলে।
যত কিছু বলাবল তব কৃপাফলে॥ ৬৯
তোমার চরণ সেবি মহী মহাতেজা।
কুহর কাঞ্চনপুরে যবে হলো রাজা॥ ৭০
যার মায়া-কটকে ভাঙ্গিল বিভীষণ।
হাতে হাতে রক্ষা আজি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ ৭১
শুনে হনু লাঙ্গুলে অলঙ্ঘ্য গড় বান্ধে।
পবন গমন বিনা গড়াগড়ি কান্দে॥ ৭২
চারি দিকে চৌকী রহিল বানরগণ।
নেহালে রহিল গড় রাজা বিভীষণ॥ ৭৩
শয়নে আছেন রাম সুগ্রীবের কোলে।
হেনকালে দুরন্ত পশিল মায়া-ছলে॥ ৭৪
যত কিছু বলাবল তোমার সরস।
কত শক্তি ধরে মহী সহজে রাক্ষস॥ ৭৫
তুমি যথা উগ্রচণ্ডারূপে অধিষ্ঠান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে আনে দিতে বলিদান॥ ৭৬
বুঝিয়া দারুণ কর্ম্ম তুমি ক্রোধ-মতি।
এতদিনে সমাধান মহীর শকতি॥ ৭৭
সবংশে বধিয়া তারে করিলে সংহার।
তোমা অনুকূলে হল সীতার উদ্ধার॥ ৭৮
কমলা আসনে বন্দি দক্ষিণে কমলা।
বামে সরস্বতী বন্দি লোটায়ে অচলা॥ ৭৯
ময়ূরে কার্ত্তিক বন্দি মুষিকে গণেশ।
বৃষের উপরে বন্দি ঠাকুর মহেশ॥ ৮০
চৌষট্টি যোগিনী অষ্ট নায়িকা চরণ।
আদরে বন্দিয়া গাব যত দেবগণ॥ ৮১
স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেব দেবী।
ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত-আদ্য-কবি॥ ৮২
নগেন্দ্র-নন্দিনি মা নায়েকে কর দয়া।
গান দ্বিজ ঘনরাম দেহ পদ-ছায়া॥ ৮৩

গীতারম্ভ।

সবে বল হরি হরি, সঙ্গীত আরম্ভ করি,
শ্রবণে পাতকী ত'রে যায়।
হাকন্দ-পুরাণ মতে, ময়ূরভট্টের পথে,
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্ম সভায়॥ ৮৪
এক ব্রহ্ম সনাতন, নিরাকার নিরঞ্জন,
নির্গুণ নিদান শূন্যময়।
দেখি সব অন্ধকার, সচিন্তিত কর তাঁর,
নাহি সৃষ্টি কেমনে সঞ্চয়॥ ৮৫
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ, নাহি সুরাসুরবর্গ,
দিবা নিশি, রবি শশী নাই।

৬৪। নিরাময়—নির্ম্মল।
৬৬। খদ্যোত—জোনাকি পোকা।
৬৭। ক্ষণ মাত্রা—সময় এবং পরিমাণ।
৭০। কুহরকাঞ্চনপুর—পাতালে মহীরাবণের বাড়ী।
৭২। পবন ইত্যাদি—লেজে এমন বিষম গড় হইল যে, বায়ুপ্রবেশের পথ বন্ধ হইল।
৭৩। নেহালে—দেখিয়া।
৮৫। কর তাঁর ইত্যাদি—সৃষ্টির পূর্ব্বে নিরাকার একমাত্র ঈশ্বরের কেবল জ্যোতি বা আভা বর্ত্তমান ছিল। সকলই অন্ধকারময় ছিল। সেই ঘোর অন্ধকার দেখিয়া সেই একব্রহ্ম ঈশ্বরের কর অর্থাৎ জ্যোতি সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। নাহি সৃষ্টি ইত্যাদি—সৃষ্টি নাই, কিরূপে সৃষ্টি হয়?

নাহি জল জীব জন্তু, বিষম প্রলয়ে কিন্তু,
এক ব্রহ্ম আছেন গোঁসাই ॥ ৮৬
শূন্যভয়ে সনাতন, মনে হলো ত্রিভুবন,
সৃজন পালন অভিলাষ।
কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম, আপনি হলেন ব্রহ্ম,
বিশ্ববীজ শরীর প্রকাশ ॥ ৮৭
নবীন নীরদশ্যাম, জিনি কত কোটি কাম,
রূপ অনুপম কর তাঁর।
জিনি কত কোটি ভানু, অতিশয় শোভাজনু,
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥ ৮৮
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ, মনোমথ-মানভঙ্গ,
কত রঙ্গ তরঙ্গ কৌতুক।
ভ্রমণ বাসনা চিতে, উপনীত আচম্বিতে,
নাসাপুটে জন্মিল উলুক ॥ ৮৯
জন্মিয়া যুগল হাতে, উলুক বিবিধ মতে,
প্রভু-পাদপদ্মে করে স্তুতি।
করণ কারণ কর্ত্তা, সৃজন পালন হর্ত্তা,
তুমি জ্যোতির্ম্ময় যুগপতি ॥ ৯০
প্রলয় পেয়েছে সৃষ্টি, করিয়া করুণা-দৃষ্টি,
মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
শুনিয়া এতেক স্তুতি, পক্ষিপৃষ্ঠে যুগপতি,
কত যুগ করিলা ভ্রমণ ॥ ৯১
শ্রমযুক্ত হয়ে পক্ষ, বিশ্রাম করিতে লক্ষ্য,
ক্ষণ বাসনা করে নীর।
জানেন ভকতাধীনে, আশ্রয় আহার বিনে,
প্রভু আর না রহে শরীর ॥ ৯২
মহারাজ প্রতি প্রভু, দয়া না ছাড়িবে কভু,
নায়েকের করিবে কুশল।
গুরুপদে হয়ে যত্ন, ঘনশ্যাম কবিরত্ন,
বিরচিল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ৯৩
পক্ষীর প্রার্থনা শুনি, পরম পুরুষ।
পক্ষিমুখে দিলা প্রভু বদন-পীযুষ ॥ ৯৪
কিছু খেতে বাড়ে বল মহা সুখোদয়।
কিছু যে পড়িল তাহা হলো জলময় ॥ ৯৫
নিরাশ্রয়ে হলো এবে সৃষ্টি ইচ্ছামতি।
পরমব্রহ্ম-বামে পরা জন্মিল প্রকৃতি ॥ ৯৬
ত্রিলোকে তরুণী তুলনা নাই তার।
মনোহরা তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥ ৯৭
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংসধ্বনি জিনি নূপুরের রব ॥ ৯৮
মৃগরাজ জিনি মাঝা ত্রিবলী-শোভিত।
লোমলতাবলী নাভি-বিবর-মণ্ডিত ॥ ৯৯
মোহন মন্দার-মাল্য মনোহর গলে।
রূপ দেখি বিশেষ ব্রহ্মার মন টলে ॥ ১
প্রকৃতি হইতে জন্মে ত্রিগুণ-আধান।
বিধি বিষ্ণু মহাদেব জন্মিল মহান্ ॥ ১০১
জন্ম দিয়া নিমিষে মুকাল মহাশয়।
ব্রহ্মা আদি দেখে ঘোর অন্ধকারময় ॥ ১০২
বিস্ময় হইয়া সবে জপ করে জলে।
কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলো ছলে ॥ ১০৩
পচাগন্ধ মৃত-তনু মনে অভিলাষী।
তপস্যা করেন ব্রহ্মা, কাছে গেল ভাসি ॥ ১০৪
দারুণ দুর্গন্ধ হেতু হাত দিলা নাকে।
বাঁ হাতে হেলায়ে জল ভাসালো মড়াকে ॥ ১০৫
তার পর মায়া-তনু গেল বিষ্ণুপুরে।
চিনিতে না পারি বিষ্ণু ভাসাইল দূরে ॥ ১০৬
শঙ্করে ছলিতে তবে হ'লো অনুবন্ধ।
দূর হ'তে মহাদেব পাইল মড়াগন্ধ ॥ ১০৭
আনন্দ বাড়িল বড় বুঝি ব্রহ্ম-তনু।
জীব জন্তু নাই কিন্তু জলে অঙ্গজনু ॥ ১০৮
এত ভাবি সদানন্দ বিহ্বল হইয়ে।
মহেশ নাচেন মৃত মায়া-তনু লয়ে ॥ ১০৯
তুষ্ট হয়ে বামদেবে ব্রহ্মা দিল বর।
তুমি সৃষ্টি সংসার করহ অতঃপর ॥ ১১০
সৃষ্টিকর হৈল হর প্রভুর আজ্ঞায়।
জন্মাল যতেক উগ্র ভয়ঙ্কর কায় ॥ ১১১
ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি দেখি তায়।
সৃষ্টি নিবারণ করি কহেন ব্রহ্মায় ॥ ১১২
সৃষ্টি কর তুমি বিধি আমার আরতি।
এত শুনি কন ব্রহ্মা করিয়া প্রণতি ॥ ১১৩
সৃষ্টি করিবারে নাথ তুমি দিলে ত্বরা।
সৃষ্টি কি করিব নাথ নাই বসুন্ধরা ॥ ১১৪
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ সবার আধান।
ভূত ভবিষ্যৎ নাথ তুমি বর্ত্তমান ॥ ১১৫
পরম দেবতা তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম।
তব অবলীলায় অসাধ্য নাই কর্ম্ম ॥ ১১৬
আপনি উদ্ধার মহী হিরণ্যাক্ষ বধি।
পৃথিবী রেখেছ সপ্ত পাতালের অধি ॥ ১১৭
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী করি অতি ত্বরা।
ধরিলা বরাহমূর্ত্তি উদ্ধারিতে ধরা ॥ ১১৮

দশন ভীষণ বড় বদন বিশাল।
গভীর গর্জ্জনে গুরু প্রবেশে পাতাল ॥ ১১৯
সপ্ত পাতালের পথ প্রভু যান হাঁটি।
ধেয়ে গিয়ে ধরা ধরে দাঁতে করি মাটী ॥ ১২০
দশনে উপাড়ে মহী করিয়া কৌতুক।
হেলায় বালক যেন তুলিল শালূক ॥ ১২১
বুক বিদারিয়া বধি হিরণ্যাক্ষ বীরে।
মহী আনি আরোপিলা প্রলয়ের নীরে ॥ ১২২
হরি-গুরু-চরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১২৩

জলের উপরে মহী করে টল মল।
সৃজিলা বাসুকি কূর্ম্ম অষ্ট কুলাচল ॥ ১২৪
সুমেরু পর্ব্বত হ'ল সকলের মূল।
পরিমাণে পৃথিবী হইল সুপ্রতুল ॥ ১২৫
সপ্ত স্বর্গ পাতাল পৃথিবী সপ্ত দ্বীপ।
ব্রহ্মধাম বৈকুণ্ঠ কৈলাস নগাধিপ ॥ ১২৬
আপনি করিলা সৃষ্টি দেব ভগবান্।
দেখি ব্রহ্ম পদে ব্রহ্মা হন নতবান ॥ ১২৭
বিষ্ণুকে কহেন প্রভু দেব শিরোমণি।
বিধাতা করিবে সৃষ্টি পালিবে আপনি ॥ ১২৮
শূলপাণি সে সকল করিবে সংহার।
হ'ল রজঃ সত্ত্ব তমো ত্রিগুণ আধার ॥ ১২৯
আজ্ঞা করি অন্তর্দ্ধান হইল ঈশ্বর।
সৃষ্টিভার ব্রহ্মার হইল অতঃপর ॥ ১৩০
সমাদরে ব্রহ্ম-আজ্ঞা করি অঙ্গীকার।
প্রজাপতি প্রথমে সৃজিল অহঙ্কার ॥ ১৩১
অহঙ্কার হৈতে পঞ্চ-ভূতের প্রকাশ।
অবনী বরুণ বহ্নি অনিল আকাশ ॥ ১৩২
অতঃপর চারি পুত্র জন্মিল ব্রহ্মার।
সনক সনন্দ আদি সনৎকুমার ॥ ১৩৩
অপরঞ্চ সনাতন মহা জ্ঞানচেতা।
তপস্যা করিতে গেল হয়ে ঊর্দ্ধরেতা ॥ ১৩৪
সৃষ্টি না হইল চিন্তা বাড়িল ব্রহ্মার।
তবে জন্মাইল দশ মানস-কুমার ॥ ১৩৫
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ।
ক্রতু দক্ষ নারদ বশিষ্ঠ ভৃগু সহ ॥ ১৩৬
সবারে দিলেন ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি ভার।
অভিলাষ নাহি করে করিতে সংহার ॥ ১৩৭
তবে শেষে বুঝিলা করিয়া যোগ-দৃষ্টি।
প্রকৃতি পুরুষ বিনা না হইবে সৃষ্টি ॥ ১৩৮

বুঝি নিজ শরীরে জন্মা'ল দুই তনু।
শতরূপা কন্যা আর স্বায়ম্ভুব মনু ॥ ১৩৯
পুরুষ দক্ষিণ অঙ্গে বামাঙ্গে অঙ্গনা।
সুবেশে সবার হইল সংসার-বাসনা ॥ ১৪০
ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তনে ধর্ম্মের উৎপত্তি।
স্বায়ম্ভুব মনু হ'তে জন্মিল সন্ততি ॥ ১৪১
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদ তার দু তনয়।
আকৃতি, প্রসূতি, দু ত দেবকন্যা ত্রয় ॥ ১৪২
রুচিমুনি হ'ল পতি আকৃতি কন্যার।
যজ্ঞ নামে পুত্র তার ঈশ-অবতার ॥ ১৪৩
কন্যা হ'ল দক্ষিণা লক্ষ্মীর অংশ ল'য়ে।
কার শক্তি তার কীর্ত্তি ব্যক্ত করে ক'য়ে ॥ ১৪৪
দেবহুতি-পতি মুনি কর্দ্দম সুশীল।
যার পুত্র যোগাচার্য্য জন্মিল কপিল ॥ ১৪৫
অপরঞ্চ কলা আদি নয় কন্যা তার।
প্রসূতির পতি দক্ষ বহু পুত্র যার ॥ ১৪৬
পুত্রগণে সৃষ্টি-ভার দিলা দক্ষ-পিতা।
তা সবারে নারদ গোঁসাই হ'ল রিপু ॥ ১৪৭
আগে গিয়া জান পৃথ্বী কত পরিমাণ।
তবে সৃষ্টি করিবে যেমন দেখ স্থান ॥ ১৪৮
মুনিবাক্য মানি গেলা পৃথিবী উদ্দেশে।
অন্ত নাহি পাইয়া বৈরাগ্য হ'ল শেষে ॥ ১৪৯
অপর জন্মিলা যত দক্ষের সন্ততি।
ভ্রাতার উদ্দেশে তারা পেলে সেই গতি ॥ ১৫০
এই হেতু ভাই হ'য়ে ভা'য়ের উদ্দেশে।
অদ্যাবধি কোন জন না যায় বিদেশে ॥ ১৫১
কোন পুত্র না হ'ল সংসার উপলক্ষ।
পুত্র ছাড়ি ষাটি কন্যা জন্মাইলা দক্ষ ॥ ১৫২
ভানু আদি দশ কন্যা ধর্ম্মে দান দিল।
অপরঞ্চ ছয়ে তিন ঋষিরে তুষিল ॥ ১৫৩
অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্ত-বিংশতি দুহিতা।
অর্চ্চনা করিয়া দিল চন্দ্রের বনিতা ॥ ১৫৪
অপর দক্ষের সুতা সতী ঠাকুরাণী।
শঙ্কর-গৃহিণী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥ ১৫৫
আর অদিতি দিতি প্রভৃতি অঙ্গনা।
কশ্যপে দিলেন দান করিয়া বন্দনা ॥ ১৫৬
অদিতি-উদরে জন্মে দেবতা সকল।
জন্মে দিতির গর্ভে দৈত্য মহাবল ॥ ১৫৭
যতি সতী যোগ যজ্ঞ যতেক নিয়ম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম স্মৃতি বেদ পুরাণ আগম ॥ ১৫৮

নাহি জল জীব জন্তু, বিষম প্রলয়ে কিন্তু,
এক ব্রহ্ম আছেন গোঁসাই ॥ ৮৬
শূন্যভরে সনাতন, মনে হলো ত্রিভুবন,
সৃজন পালন অভিলাষ।
কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম, আপনি হলেন ব্রহ্ম,
বিশ্ববীজ শরীর প্রকাশ ॥ ৮৭
নবীন নীরদশ্যাম, জিনি কত কোটি কাম,
রূপ অনুপম কর তাঁর।
জিনি কত কোটি ভানু, অতিশয় শোভাতনু,
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥ ৮৮
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ, মনোমথ-মানভঙ্গ,
কত রঙ্গ তরঙ্গ কৌতুক।
ভ্রমণ বাসনা চিতে, উপনীত আচম্বিতে,
নাসাপুটে জন্মিল উলুক ॥ ৮৯
জন্মিয়া যুগল হাতে, উলুক বিবিধ মতে,
প্রভু-পাদপদ্মে করে স্তুতি।
করণ কারণ কর্ত্তা, সৃজন পালন হর্ত্তা,
তুমি জ্যোতির্ম্ময় যুগপতি ॥ ৯০
প্রলয় পেয়েছে সৃষ্টি, করিয়া করুণা-দৃষ্টি,
মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
শুনিয়া এতেক স্তুতি, পক্ষিপৃষ্ঠে যুগপতি,
কত যুগ করিলা ভ্রমণ ॥ ৯১
শ্রমযুক্ত হয়ে পক্ষ, বিশ্রাম করিতে লক্ষ্য,
ভক্ষণ বাসনা করে নীর।
ভাবেন ভকতাধীনে, আশ্রয় আহার বিনে,
প্রভু আর না রহে শরীর ॥ ৯২
মহারাজ প্রতি প্রভু, দয়া না ছাড়িবে কভু,
নায়েকের করিবে কুশল।
গুরুপদে হয়ে যত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
বিরচিল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ৯৩
পক্ষীর প্রার্থনা শুনি, পরম পুরুষ।
পক্ষিমুখে দিলা প্রভু বদন-পীযূষ ॥ ৯৪
কিছু খেতে বাড়ে বল মহা সুখোদয়।
কিছু যে পড়িল তাহা হলো জলময় ॥ ৯৫
নিরাশ্রয়ে হলো এবে সৃষ্টি ইচ্ছামতি।
পরমব্রহ্ম-বামে পরা জন্মিল প্রকৃতি ॥ ৯৬
তিন-লোকে তরুণী তুলনা নাই তার।
মনোহরা তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥ ৯৭
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংসধ্বনি জিনি নূপুরের রব ॥ ৯৮
মৃগরাজ জিনি, মাঝা ত্রিবলী-শোভিত।
লোমলতাবলী নাভি-বিবর-মণ্ডিত ॥ ৯৯
মোহন মন্দার-মাল্য মনোহর গলে।
রূপ দেখি বিশেষ ব্রহ্মার মন টলে ॥ ১
প্রকৃতি হইতে জন্মে ত্রিগুণ-আধান।
বিধি বিষ্ণু মহাদেব জন্মিল মহান্ ॥ ১০১
জন্ম দিয়া নিমিষে লুকাল মহাশয়।
ব্রহ্মা আদি দেখে ঘোর অন্ধকারময় ॥ ১০২
বিস্ময় হইয়া সবে জপ করে জলে।
কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলো ছলে ॥ ১০৩
পচাগন্ধ মৃত-তনু মনে অভিলাষী।
তপস্যা করেন ব্রহ্মা, কাছে গেল ভাসি ॥ ১০৪
দারুণ দুর্গন্ধ হেতু হাত দিলা নাকে।
বাঁ হাতে হেলায়ে জল ভাসালো মড়াকে ॥ ১০৫
তার পর মায়া-তনু গেল বিষ্ণুপুরে।
চিনিতে না পারি বিষ্ণু ভাসাইল দূরে ॥ ১০৬
শঙ্করে ছলিতে তবে হ'লো অনুবন্ধ।
দূর হ'তে মহাদেব পাইল মড়াগন্ধ ॥ ১০৭
আনন্দ বাড়িল বড় বুঝি ব্রহ্ম-তনু।
জীব জন্তু নাই কিন্তু জলে অঙ্গতনু ॥ ১০৮
এত ভাবি সদানন্দ বিহ্বল হইয়ে।
মহেশ নাচেন মৃত মায়া-তনু লয়ে ॥ ১০৯
তুষ্ট হয়ে বামদেবে ব্রহ্মা দিল বর।
তুমি সৃষ্টি সংসার করহ অতঃপর ॥ ১১০
সৃষ্টিকর হৈল হর প্রভুর আজ্ঞায়।
জন্মাল যতেক উগ্র ভয়ঙ্কর কায় ॥ ১১১
ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি দেখি তায়।
সৃষ্টি নিবারণ করি কহেন ব্রহ্মায় ॥ ১১২
সৃষ্টি কর তুমি বিধি আমার আরতি।
এত শুনি কন ব্রহ্মা করিয়া প্রণতি ॥ ১১৩
সৃষ্টি করিবারে নাথ তুমি দিলে ত্বরা।
সৃষ্টি কি করিব নাথ নাই বসুন্ধরা ॥ ১১৪
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ সবার আধান।
ভূত ভবিষ্যৎ নাথ তুমি বর্ত্তমান ॥ ১১৫
পরম দেবতা তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম।
তব অবলীলায় অসাধ্য নাই কর্ম্ম ॥ ১১৬
আপনি উদ্ধার মহী হিরণ্যাক্ষ বধ।
পৃথিবী [illegible] সপ্ত পাতালের অধ ॥ ১১৭
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী করি অতি ত্বরা।
ধরিলা বরাহমূর্ত্তি উদ্ধারিতে ধরা ॥ ১১৮

দশন ভীষণ বড় বদন বিশাল।
গভীর গর্জ্জনে গুরু প্রবেশে পাতাল ॥ ১১৯
সপ্ত পাতালের পথ প্রভু যান হাঁটি।
ধেয়ে গিয়ে ধরা ধরে দাঁতে করি মাটী ॥ ১২০
দশনে উপাড়ে মহী করিয়া কৌতুক।
হেলায় বালক যেন তুলিল শালুক ॥ ১২১
বুক বিদারিয়া বধি হিরণ্যাক্ষ বীরে।
মহী আনি আরোপিলা প্রলয়ের নীরে ॥ ১২২
হরি-গুরু-চরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১২৩

জলের উপরে মহী করে টল মল।
সৃজিলা বাসুকি কূর্ম্ম অষ্ট কুলাচল ॥ ১২৪
সুমেরু পর্ব্বত হ'ল সকলের মূল।
পরিমাণে পৃথিবী হইল সুপ্রতুল ॥ ১২৫
সপ্ত স্বর্গ পাতাল পৃথিবী সপ্ত দ্বীপ।
ব্রহ্মধাম বৈকুণ্ঠ কৈলাস নগাধিপ ॥ ১২৬
আপনি করিলা সৃষ্টি দেব ভগবান্।
দেখি ব্রহ্ম পদে ব্রহ্মা হন নতবান ॥ ১২৭
বিষ্ণুকে কহেন প্রভু দেব শিরোমণি।
বিধাতা করিবে সৃষ্টি পালিবে আপনি ॥ ১২৮
শূলপাণি সে সকল করিবে সংহার।
হ'ল রজঃ সত্ত্ব তমো ত্রিগুণ অধার ॥ ১২৯
আজ্ঞা করি অন্তর্দ্ধান হইল ঈশ্বর।
সৃষ্টিভার ব্রহ্মার হইল অতঃপর ॥ ১৩০
সমাদরে ব্রহ্ম-আজ্ঞা করি অঙ্গীকার।
প্রজাপতি প্রথমে সৃজিল অহঙ্কার ॥ ১৩১
অহঙ্কার হৈতে পঞ্চ-ভূতের প্রকাশ।
অবনী বরুণ বহ্নি অনিল আকাশ ॥ ১৩২
অতঃপর চারি পুত্র জন্মিল ব্রহ্মার।
সনক সনন্দ আদি সনৎকুমার ॥ ১৩৩
অপরঞ্চ সনাতন মহা জ্ঞানচেতা।
তপস্যা করিতে গেল হয়ে ঊর্দ্ধরেতা ॥ ১৩৪
সৃষ্টি না হইল চিন্তা বাড়িল ব্রহ্মার।
তবে জন্মাইল দশ মানস-কুমার ॥ ১৩৫
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ।
ক্রতু দক্ষ নারদ বশিষ্ঠ ভৃগু সহ ॥ ১৩৬
সবারে দিলেন ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি ভার।
অভিলাষ নাহি করে করিতে সংহার ॥ ১৩৭
তবে শেষে বুঝিলা করিয়া যোগ-দৃষ্টি।
প্রকৃতি পুরুষ বিনা না হইবে সৃষ্টি ॥ ১৩৮
বুঝি নিজ শরীরে জন্মা'ল দুই তনু।
শতরূপা কন্যা আর স্বায়ম্ভুব মনু ॥ ১৩৯
পুরুষ দক্ষিণ অঙ্গে বামাঙ্গে অঙ্গনা।
সুবেশে সবার হইল সংসার-বাসনা ॥ ১৪০
ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তনে ধর্ম্মের উৎপত্তি।
স্বায়ম্ভুব মনু হ'তে জন্মিল সন্ততি ॥ ১৪১
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদ তার দু তনয়।
আকূতি, প্রসূতি, দু ত দেবকন্যা ত্রয় ॥ ১৪২
রুচিমুনি হ'ল পতি আকূতি কন্যার।
যজ্ঞ নামে পুত্র তার ঈশ-অবতার ॥ ১৪৩
কন্যা হ'ল দক্ষিণা লক্ষ্মীর অংশ ল'য়ে।
কার শক্তি তার কীর্ত্তি ব্যক্ত করে ক'য়ে ॥ ১৪৪
দেবহূতি-পতি মুনি কর্দ্দম সুশীল।
যার পুত্র যোগাচার্য্য জন্মিল কপিল ॥ ১৪৫
অপরঞ্চ কলা আদি নয় কন্যা তার।
প্রসূতির পতি দক্ষ বহু পুত্র যার ॥ ১৪৬
পুত্রগণে সৃষ্টি-ভার দিলা দক্ষ-পিতা।
তা সবারে নারদ গোঁসাই হ'ল হিতা ॥ ১৪৭
আগে গিয়া জান পৃথ্বী কত পরিমাণ।
তবে সৃষ্টি করিবে যেমন দেখ স্থান ॥ ১৪৮
মুনিবাক্য মানি গেলা পৃথিবী উদ্দেশে।
অন্ত নাহি পাইয়া বৈরাগ্য হ'ল শেষে ॥ ১৪৯
অপর জন্মিলা যত দক্ষের সন্ততি।
ভ্রাতার উদ্দেশে তারা পেলে সেই গতি ॥ ১৫০
এই হেতু ভাই হ'য়ে ভা'য়ের উদ্দেশে।
অদ্যাবধি কোন জন না যায় বিদেশে ॥ ১৫১
কোন পুত্র না হ'ল সংসার উপলক্ষ।
পুত্র ছাড়ি ষাটি কন্যা জন্মাইলা দক্ষ ॥ ১৫২
ভানু আদি দশ কন্যা ধর্ম্মে দান দিল।
অপরঞ্চ ছয়ে তিন ঋষিরে তুষিল ॥ ১৫৩
অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্ত-বিংশতি দুহিতা।
অর্চ্চনা করিয়া দিল চন্দ্রের বনিতা ॥ ১৫৪
অপর দক্ষের সুতা সতী ঠাকুরাণী।
শঙ্কর-গৃহিণী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥ ১৫৫
আর অদিতি দিতি প্রভৃতি অঙ্গনা।
কশ্যপে দিলেন দান করিয়া বন্দনা ॥ ১৫৬
অদিতি-উদরে জন্মে দেবতা সকল।
জন্মিল দিতির গর্ভে দৈত্য মহাবল ॥ ১৫৭
যতি সতী যোগ যজ্ঞ যতেক নিয়ম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম স্মৃতি বেদ পুরাণ আগম ॥ ১৫৮

স্থাবর জঙ্গম আদি নদ নদী সিন্ধু ।
কত সৃষ্টি কৃপায় করিল দীনবন্ধু ॥ ১৫৯
নিমেষ নির্ণয় পল দণ্ড যাম দিবা ।
সৃজিলা তামসী সন্ধ্যা পক্ষ মাস কিবা ॥ ১৬০
বৎসর অয়ন দুই আর ছয় ঋতু ।
সূর্য্যের গমন তায় পরিমাণ-হেতু ॥ ১৬১
যুগ মন্বন্তর সংখ্যা হৈল এইরূপে ।
অতি অল্পমতি আমি কি কব সংক্ষেপে ॥ ১৬২
রাশি ঋক্ষ বারাদি করণ তিথিযোগ ।
নির্ণয় করিয়া দিল যার যত ভোগ ॥ ১৬৩
শিশুমতি সংক্ষেপে সংসার কব কত ।
যথাযোগ্য যতনে জন্মাল সৃষ্টি যত ॥ ১৬৪
যুগে যুগে আছিল তপস্যা দান ধর্ম্ম ।
ঘোর কলিকালে লোক হৈল হীনকর্ম্ম ॥ ১৬৫
ধর্ম্ম বলি পাছে কেহ না করে মাননা ।
আপনি করেন প্রভু এসব ভাবনা ॥ ১৬৬
হরি-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৬৭

শুন সবে সমাদরে, যুগে যুগে ঘরে ঘরে,
করিত ধর্ম্মের আরাধনা
এবে হৈল ঘোর কলি, যুগ-ধর্ম্মে ধর্ম্ম বলি,
পাছে কেহ না করে মাননা ॥ ৬৮
আপনি ঠাকুর চিতে, এত ভাবি পৃথিবীতে
পূজালয়ে বাড়াতে প্রভাব ।
ভাবনা করেন কেবা, কালে প্রকাশিবে সেবা,
লবে কেবা চতুর্বর্গ লাভ ॥ ১৬৯
দেখি এত ভাব্যমান, কাছে ছিল হনুমান,
হাকন্দ-পুরাণ বিজবর ।
নিবেদিল যোড় করে, কলিকালে ঘরে ঘরে,
হবে ধর্ম্মপূজার আদর ॥ ১৭০
বিধিমতে কত কত, পূজিল ভকত যত,
হরিশ্চন্দ্র রাজা আদি কালে ।
কলিকালে পুত্রকামা চাঁপায়ে সেবিবে রামা
রঞ্জাবতী ভব দিয়া শালে ॥ ১৭১
হাকন্দ পুরাণে লেখা, সাক্ষাৎ আমার দেখা,
কলিকালে পশ্চিম উদয় ।
দিবস দ্বাদশ দণ্ডে, হাকন্দেতে নব-খণ্ডে,
হবে যবে রঞ্জার তনয় ॥ ১৭২
নর্ত্তকী চঞ্চলমতি, ইন্দ্রপুরে অম্বুবতী,
অভিশাপে অবনী পাঠাও ।
পাত্রের ভগিনী হয়ে, রঞ্জাবতী নাম লয়ে,
জন্মিলে জগতে পূজা পাও ॥ ১৭৩
কিবা অগোচর তাঁরে, তথাপি ভক্তের তরে,
রত্ন-রথে সাথে দেবগণ ।
সুরলোকে জয় জয়, শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যময়,
প্রবেশিলা ইন্দ্রের ভবন ॥ ১৭৪
আনন্দ-বিভোল মনে, সুরপতি শচী সনে,
সন্নিধানে লোটায়ে অবনী ।
মনোহর মণিহার, মোহন মন্দার আর,
সুরধূনী চরণে নিছুনি ॥ ১৭৫
সকল দেবতাগণে, বসায়ে রতন সনে,
মনেতে জীবন ভাবে শ্লাঘ্য ।
দেবেন্দ্র দেবতা যত, পূজা করি বিধি মত,
কে কবে শক্রের কত ভাগ্য ॥ ১৭৬
রামচন্দ্র পদ-দ্বন্দ্বে, বন্দিয়া ত্রিপদী ছন্দে,
আনন্দ হৃদয়ে ঘনরাম ।

১৬০। যাম—প্রহর; দিন অথবা রাত্রির চতুর্থ ভাগের এক ভাগ। তামসী—রাত্রি।

১৬১। অয়ন—বৎসরার্দ্ধ. সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমন।

১৬৩। ঋক্ষ—নক্ষত্র।

১৬৮। যুগধর্ম্মে—কালমাহাত্ম্যে।

১৭১। পুত্রকামা—পুত্রাভিলাষিণী রঞ্জাবতী। চাঁপায়ে—চম্পাই নগরে।

১৭২। হাকন্দে ইত্যাদি—বেলা দুই প্রহরের সময় রঞ্জাবতীর পুত্র হাকন্দ নামক স্থানে ধর্ম্মপূজার জন্য যখন আপনার শরীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া কাটিবে। পশ্চিম-উদয়—পশ্চিম দিকে সূর্য্যের উদয়।

১৭৩। পাত্রের ইত্যাদি—অম্বুবতী নর্ত্তকীকে শাপ দিয়া মর্ত্ত্যলোকে পাঠাও। পৃথিবীতে তাঁহার নাম রঞ্জাবতী হইবে। তিনি গৌড়েশ্বরের প্রধান পাত্র (মন্ত্রী) মহামদের ভগিনী হইবেন। এইরূপে রঞ্জাবতী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে (তাঁহার সন্তান দ্বারা) মর্ত্ত্যে আপনার পূজার প্রচার হইবে।

১৭৬। শক্রের—ইন্দ্রের।

কবিরর রস ভাবে, শ্রবণে পাতক নাশে,
সুপ্রকাশে পূরে মনস্কাম ॥ ১৭৭
আনন্দে অবধি নাই ইন্দ্রের ভবনে।
বিশ্বপতি বেষ্টিত বসিয়া দেবগণে ॥ ১৭৮
মনে ভক্তি আনন্দে চাপেন দুই পা।
আপনি করেন শচী চামরের বা ॥ ১৭৯
নৃত্য করে অপ্সরা কিন্নরে করে গান।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তিমান ॥ ১৮০
সকল কুসুমাকীর্ণ অবতীর্ণ অলি।
বিশেষ বসন্তকালে ভ্রমরের কেলি ॥ ১৮১
প্রফুল্ল মন্দারগন্ধে আমোদিত আশা।
ইন্দ্র বলে আজি কি প্রসন্ন মোর দশা ॥ ১৮২
তাণ্ডব দেখেন হর্ষে যতেক দেবতা।
হেন কালে কন ইন্দ্র অম্বুবতী কোথা ॥ ১৮৩
নর্ত্তকী আনিতে তবে পাঠান বাসব।
তখন চিন্তেন মনে অনাথ-বান্ধব ॥ ১৮৪
দেবেন্দ্রভবন তায় দেবতা বেষ্টিত।
নটীরে নিঠুর কহা মোর অনুচিত ॥ ১৮৫
পথে অভিশাপ যদি দেবী দেন তারে।
তবে সে অবনী যায় পূজার প্রচারে ॥ ১৮৬
এত যদি মন্ত্রণা করেন ধর্ম্মরাজ।
মনে জানি ভবানী করিল সেই কাজ ॥ ১৮৭
জরাকৃতি ব্রাহ্মণী বেশে গণেশের মা।
যান নটী ছলিতে চলিতে কাঁপে গা ॥ ১৮৮
ইন্দ্রের আদেশে হেতা অম্বুবতী নটী।
সঙ্গে সহচরী লয়ে করে পরিপাটী ॥ ১৮৯
স্নান করি সুরধুনী মন্দাকিনীজলে।
বাট আগুলিয়া ঘাটে বুড়ি বৈসে ছলে ॥ ১৯০
বলক্ষবরণ কেশবেশ শেষবয়ী।
হাতে নড়ী, কাঁখে ঝুড়ী বসে ব্রহ্মময়ী ॥ ১৯১
বদন বিহীন দাঁত আঁত অতি সরা।
শরীর সোণার কান্তি শোভে কিন্তু জরা ॥ ১৯২
ক্ষণে ক্ষণে মায়ের উঠিছে মায়াকাশ।
অহঙ্কারে অম্বুবতী করে উপহাস ॥ ১৯৩
ইন্দ্রের নাচনী তায় যৌবন-গর্ব্বিণী।
বেড়েছে বিশেষ গর্ব্ব দেবসভা শুনি ॥ ১৯৪
উপায় করিব আজি নানা ধন কড়ি।
অহঙ্কার করে কেন বাটে বসে বুড়ি ॥ ১৯৫
বাসনা করেছ আর কত কাল জীবে।
যে বেশে বসেছ বাটে বুড়ুনী বলিবে ॥ ১৯৬
স্নান করি উঠি বলে বুড়ি ছাড় বাট।
দেবসভা বসেছে দেখিতে মোর নাট ॥ ১৯৭
বুড়ি বলে ঠ্যাটা বেটী যা না আন বাটে।
এত যে গঙ্গার ঘাট কারে নাই আঁটে ॥ ১৯৮
যৌবনগরবে ভূমে নাহি পড়ে পা।
ভাল চাস, আপন গৌরবে চলে যা ॥ ১৯৯
নটী বলে বুড়ির বড়াই শুন বা।
এত বলি অভাগী উপরে ফেলে পা ॥ ২০০
লাগিল দেবীর গায়ে চরণের জল।
অভিশাপ দেন দেবী পেয়ে সেই ছল ॥ ২০১
পাপিনী পায়ের জল গায়ে দিলি মোর।
মর্ত্ত্যেতে মানবী হয়ে জন্ম হৌক তোর ॥ ২০২
দেব-সভা মাঝে নাচ করিবি সম্প্রতি।
তায় হবে তালভঙ্গ তবে যাবি ক্ষিতি ॥ ২০৩

১৭৯। চামরের বা—চামরের বাতাস।
১৮১। কুসুমাকীর্ণ—ফুলের দ্বারা ব্যাপ্ত, ফুলময়। অবতীর্ণ অলি—মধুকরের আবির্ভাব।
১৮২। প্রফুল্ল—প্রস্ফুটিত। আশা—দিক্। দশা—ভাগ্য।
১৮৩। তাণ্ডব—নাচ।
১৮৫। নিঠুর কহা—নিঠুর বাক্য বলা, শাপ দেওয়া।
১৮৬। দেবী—ভগবতী।
১৮৮। জরাকৃতি—বৃদ্ধা। গণেশের মা—ভগবতী। ১৯০। বাট—পথ।
১৯১। বলক্ষ—সাদা। কেশ বেশ—চুল ও পরিধানের বস্ত্র উভয়ই সাদা। শেষবয়ী—বৃদ্ধা। নড়ী—যষ্টি, বাড়ি। কাঁখে—কাঁকালে।
১৯২। বদন ইত্যাদি—দাঁত নাই, অন্ন অভাবে যেন উদর শুষ্ক।
১৯৩। উঠিছে মায়াকাশ—ভগবতী ছল করিয়া সর্ব্বদা কাশিতেছেন।
১৯৬। জীবে—বাঁচিয়া থাকিবে। বুড়ুনী—প্রেতিনী, পিশাচী।
১৯৮। বুড়ি বলে ইত্যাদি—মায়াবিনী বৃদ্ধা ভগবতী ঈষৎ কৃত্রিম কোপের সহিত বলিলেন, তুমি অপর রাস্তা দিয়া যাও না, গঙ্গায় এত ঘাট কাহারও কুলায় না।
২০৩। ক্ষিতি—পৃথিবী।

বুড়ি বলে আমারে করিলি উপহাস।
বুড়া ভাতারের সেবা কর বারমাস ॥ ২০৪
এক জন্ম মরে দেখ পুত্রের বয়ান।
এত বলি মহামায়া হো'ল অন্তর্দ্ধান ॥ ২০৫
নর্ত্তকী চঞ্চলচিত্ত চারিপানে চায়।
বুড়িরে না দেখি ঘাটে বলে হয় হায় ॥ ২০৬
মাথায় কঙ্কণ হানি উভরায় কাঁদে।
অভাগী আপন দোষে ঠেকে গেল ফাঁদে ॥ ২০৭
নাজানি দংশিল কার অভিপাপ-অহি।
ছাড়িয়া অমরাবতী যেতে হো'ল মহী ॥ ২০৮
ব্রহ্মার জননী বুঝি বসেছিল ঘাটে।
বুঝিতে নারিনু বিঘ্ন ঘটিল ললাটে ॥ ২০৯
এইরূপ অহঙ্কারে পরীক্ষিত মো'ল।
এত বলি কান্দে রামা সর্ব্বনাশ হো'ল ॥ ২১০
বলিছে প্রবোধ-বাণী সহচরীগণ।
মন উচাটন কর কিসের কারণ ॥ ২১১
কিবা অভিশাপ তায় কেবা সেই বুড়ি।
বয়সের দোষ হয় বচনের ঢেড়ি ॥ ২১২
তবু যে তোমার মনে কিছু হয় তাপ।
তাণ্ডবে তুষিয়া দেবে খণ্ডাইবে পাপ ॥ ২১৩
বিলম্বে নাহিক ফল ঝট চল নাটে।
অম্বুবতী বলে চল যা ছিল ললাটে ॥ ২১৪
ঘরে আসি লাসবেশে দেবসভা যায়।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২১৫

অশেষ বিশেষ, করি লাসবেশ,
নাচিতে চলিলা নটী।
মুনি-মনোহরা, অপর অপ্সরা,
সঙ্গে সহচরী ছটী ॥ ২১৬

সঙ্গে বাদ্যকর, অতি মনোহর,
গরবে না চলে পা।
ঘুরায়ে নিতম্ব, কুচ করি-কুম্ভ,
বামে হেলায়ে মধ্য গা ॥ ২১৭
হেরিলে বদন, মোহিত মদন,
রতন রঞ্জিত অঙ্গে।
গজেন্দ্র-গামিনী, প্রবেশে কামিনী,
দেবসভা নানা রঙ্গে ॥ ২১৮
দেবতা সকলে, বন্দি কুতূহলে,
মৃদঙ্গে দিলেক ঘা।
দেবকন্যা ধাই, চলে রম্ভা যাই,
ঐ নটী নাচে বা ॥ ২১৯
তাল মান তান, আরম্ভিল গান,
মূর্ত্তিমান ছয়রাগ।
রাগিণীর গতি, বুঝি অম্বুবতী,
নাটে বাড়ে অনুরাগ ॥ ২২০
ধিনি ধিনি ধাঁউ, তানাউ তানাউ,
তাথেনে তাথেনে থা।
বাজিছে সরল, নর্ত্তকী সকল,
চঞ্চল ফেলিছে পা ॥ ২২১
হেলায়ে কাঁকালি, কাঁপায়ে অঙ্গুলি,
অঙ্গ রঙ্গ কত ঠাটে।
হাঁকে ঝাঁকে পাকে, দেবতা সবাকে,
নর্ত্তকী তুষিছে নাটে ॥ ২২২
আড় আধ আধ, চলি পদ পদ,
মুখে গদ্গদ বাণী।
নাচিছে গাইছে, নাপানে বলিছে,
তানানা তাথেনি থেনি ॥ ২২৩
নাটে নটী মন, তুষি নানা ধন,
পেয়ে অহঙ্কার বাড়ে।
হেন কালে তাপ, দেবী-অভিশাপ,
পাপ আসি ধরে ঘাড়ে ॥ ২২৪।
থেই থেই বলি, দেয় করতালি,
চলিতে চঞ্চল অঙ্গ।

২০৫। বয়ান—মুখ। ২০৬। পানে—দিকে।

২০৭। হানি—আঘাত করিয়া। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে।

২০৮। না জানি ইত্যাদি—জানি না, কাহার অভিশাপরূপ সর্প আমাকে দংশন করিল। বুঝি আমাকে স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে যাইতে হইল।

২১২। বয়সের ইত্যাদি—বেশী বয়স হইলে লোকে প্রলাপ বকে। ২১৪। ঝট—শীঘ্র।

২১৬। লাস-বেশ—বিলাস-বেশ। ছটী—ছয়জন।

২১৭। ঘুরায়ে ইত্যাদি—নিতম্ব ও করি-কুম্ভসম কুচদ্বয় ঘুরাইয়া এবং মধ্য-অঙ্গ বামদিকে হেলাইয়া নর্ত্তকী গর্ব্বের সহিত আসিতে লাগিল।

২২৩। নাপানে—বিলাস ভাবের সহিত।

চাক ভাঁওরিতে, ফিরিয়ে নাচিতে,
হৈল তার তালভঙ্গ ॥ ২২৫
দেবতা সম্মুখ, হো'ল হেটমুখ,
বিধাতা বিমুখ তায়।
গুরু-পদদ্বন্দ্ব, ভাবি সদানন্দ,
দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২২৬
মনস্তাপে অম্বুবতী রহে অধোমুখে।
গলায় লম্বিত-বাস যোড় হাত বুকে ॥ ২২৭
স্তুতিবাণী বয়ানে নয়নে ধারা গলে।
ধরণী লোটায় ধনী ধর্ম্ম-পদতলে ॥ ২২৮
পতিতপাবন প্রভু তুমি পরাৎপর।
পাপ পুণ্য নহে কিছু তোমা অগোচর ॥ ২২৯
সর্ব্বকাল সভায় তাণ্ডব গানে তু'সে।
আজ যে অভাগী মজে আপনার দোষে ॥ ২৩০
তাল-ভঙ্গ ঠাকুর হয়েছে যে কারণে।
নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে ॥ ২৩১
স্নান করি ঘাটে উঠি নাটে আসি ত্বরা।
বাটে ব'সে আছিল ব্রাহ্মণী এক জরা ॥ ২৩২
তাঁরে হেলা কুরিয়ে পেলাম অভিশাপ।
সেই হেতু সম্প্রতি ফসিল এই তাপ ॥ ২৩৩
মর্ত্ত্যেতে মানবী হব অপরঞ্চ দুখ।
এক জন্ম মরিলে দেখিব পুত্রমুখ ॥ ২৩৪
অভাগীর এই দুঃখ ঘুচাও গোঁসাই।
তোমা বিনা তাপিতে তরা'তে কেহ নাই ॥ ২৩৫
এত বলি কান্দে রামা গড়াগড়ি দিয়া।
আপনি ঠাকুর তারে কন সম্বোধিয়া ॥ ২৩৬
অভিশাপ ঈশ্বরী আপনি দেন যারে।
সেই তাপ কেহ নাহি খণ্ডাইতে পারে ॥ ২৩৭
এইরূপে কান্দ গিয়া অভয়ার ঠাঁই।
শাপান্ত হইবে তব কোন চিন্তা নাই ॥ ২৩৮
এত বলি গেলা প্রভু লয়ে দেবগণে।
অম্বুবতী গেলা চ'লে কৈলাস ভবনে ॥ ২৩৯
ঈশ্বরী চরণে নটী লোটাইয়া কান্দে।
দূরে গেল লাসবেশ কেশ নাহি বান্ধে ॥ ২৪০
চাঁদে গরাসিল যেন সিংহিকা-নন্দন।
অভিশাপে কাল হো'ল অঙ্গের বরণ ॥ ২৪১
শোকাকুলা কহে রামা কৃতাঞ্জলি করি।
চিনিতে না পারে তোমা ব্রহ্মা হর হরি ॥ ২৪২
অভাগিনী পাপিনী জানিবে কোন্ বলে।
ব্রহ্মার জননী যে বসিয়াছিলে ছলে ॥ ২৪৩
সুমতি-কুমতি-দাত্রী তুমি গো জননী।
তবে অভিশাপে কেন ঠেকে অভাগিনী ॥ ২৪৪
আমা সম প্রবল পাপিনী কেহ নাই।
পতিতপাবনী তুমি শুনি সব ঠাঁই ॥ ২৪৫
ইহা জানি কর যে উচিত হয় মা।
বলিতে নয়নে ধারা ভয়ে কাঁপে গা ॥ ২৪৬
স্তুতি শুনি জননী তখন কিছু কন।
কি করিব মোর কথা পাষাণে লিখন ॥ ২৪৭
দূর কর অভিমান দৈবে সব করে।
কেন জয় বিজয় দানবদেহ ধরে ॥ ২৪৮
মহামতি যতি রাজা পরীক্ষিত রায়।
সে হেন ধার্ম্মিক কেন ব্রহ্মশাপ পায় ॥ ২৪৯
হুহু নামে গন্ধর্ব্ব ঠেকিয়ে নিজ পাপে।
কুম্ভীর হইল কেন দেবলের শাপে ॥ ২৫০
পরিণামে সকলে পেয়েছে পরিত্রাণ।
তোমারে সদয় সদা হবে ভগবান্ ॥ ২৫১

২২৫। চাক ভাঁওরিতে—চক্র দিয়া ঘুরিয়া আসিতে।

২২৭। গলায় লম্বিত ইত্যাদি—গলায় কাপড় দিয়া যোড় হাত করিয়া।

২২৮। বয়ানে—মুখে। নয়নে ইত্যাদি—চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

২৩০। সর্ব্বকাল ইত্যাদি—অম্বুবতী সকল সময় দেবসভায় নাচ গান করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। কিন্তু সেই অভাগী আজ নিজের দোষে শাপগ্রস্ত হইল।

২৩৫। তোমা বিনা ইত্যাদি—তোমা ব্যতীত আর কেহ তাপিত ব্যক্তিকে [illegible] করিতে পারে না।

২৪১। সিংহিকা-নন্দন—রাহু। রাহু যেন চন্দ্রকে গ্রাস করিল।

২৪৭। মোর কথা ইত্যাদি—পাষাণে দাগ কাটিলে তাহা যেমন পুঁছিয়া যায় না, সেইরূপ আমি যাহা বলি তাহা কখন লয় হয় না। আমি যা বলি, তাই ঘটে।

২৫২। ভর দিয়া শালে—লোহার ধারাল ঊর্দ্ধমুখ শলাকসমূহ তক্তার উপর সারি দিয়া আঁটা আছে, তাহার উপর পতিত হইয়া তপস্যা করার নাম শালে ভর দেওয়া।

ধর্ম্ম-পূজা প্রকাশিতে যাও কলিকালে।
চাঁপায়ে সেবিবে ধর্ম্ম ভয় দিয়া শালে ॥ ২৫২
তবে পুত্র পাবে কোলে কশ্যপ-তনয়।
যাহা হৈতে হবে কালে পশ্চিমে উদয় ॥ ২৫৩
জন্ম নিতে যাও গৌড় রমতি নগর।
ধার্ম্মিক ভূপতি যার রাজা গৌড়েশ্বর ॥ ২৫৪
জন্মেছে কলির অংশে পাত্র পাপমতি।
সে হবে তোমার ভাই, কর্ণসেন পতি ॥ ২৫৫
বেণুরায় পিতা তোর জননী মহুরা।
শুনিতে শুনিতে তনু ত্যজিল অপ্সরা ॥ ২৫৬
ঋতুমতী আছিলা মহুরা সীমন্তিনী।
তার গর্ভে জন্ম নিল ইন্দ্রের নাচনী ॥ ২৫৭
কাণাকাণি জানাজানি দুই তিন মাসে।
ভূতলে শয়ন সদা অগনে আবেশে ॥ ২৫৮
সোহাগে সুন্দরী তবে খান নানা সাধ।
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ উদর উন্মাদ ॥ ২৫৯
দশ মাসে প্রসবিল দুহিতা পদ্মিনী।
অন্ধকার ঘরে যেন জ্বলে ফণিমণি ॥ ২৬০
আনন্দেতে জাতকর্ম্ম করে একে একে।
ষষ্ঠ দিনে তুষ্ট করে দেবী ষষ্ঠী মাকে ॥ ২৬১
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ-শশী।
আনন্দে বিহ্বল দেখি মহুরা রূপসী ॥ ২৬২
রঞ্জিল সবার চিত্ত দেখি শান্তমতী।
অতেব আনন্দে নাম থুইল রঞ্জাবতী ॥ ২৬৩
তিন মাসে কোলে বুলে সবাকার বাসে।
সাধে অন্নপ্রাশন করাল সাত মাসে ॥ ২৬৪
হরিষে হরিত্রা তৈল মাখান মহুরা।
দিনে দিনে রঞ্জাবতী অতি মনোহরা ॥ ২৬৫
কালে বাড়ে বেশ কেশ বয়েস আকার।
যত্ন করি দিলা কত রত্ন অলঙ্কার ॥ ২৬৬
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীতপালা সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২৬৭

২৬০। দুহিতা-পদ্মিনী—পদ্মিনী জাতীয়া সুন্দরী কন্যা অর্থাৎ খুব সুন্দরী। জ্বলে ইত্যাদি—এমন সুন্দর রূপ যে, আঁধার ঘরে যেন সাপের মাণিক জ্বলিতে লাগিল।

২৬১। জাতকর্ম্ম—ছেলের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে সংস্কারবিশেষ।

২৬৪। কোলে বুলে—কোলে থাকে।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

ঢেকুর পালা।

সমাদরে শুন সবে ধর্ম্ম-সঙ্কীর্ত্তন।
সংসার-সন্তাপ-সিন্ধু-তারণ কারণ ॥ ১
পুণ্যভূমি ভারতে মনুষ্য-দেহ লয়ে।
মিছা মায়া মোহজালে জন্ম যায় বয়ে ॥ ২
শিশুকাল হেলায় খেলায় গোঁয়াইলে।
যুবতী-যৌবন-মদে যুবাকাল নিলে ॥ ৩
চিন্তায় অলসে যদি বৃদ্ধকাল লবে।
বল দেখি কি কথা যমেরে গিয়ে কবে ॥ ৪
পাপ প্রকাশিয়ে যবে পীড়িবে শমন।
কেথা রবে জায়া, পুত্র, পরিবার, ধন ॥ ৫
সেকালে সারথি সবে হবে হরিনাম।
মুখ ভরি বল হরি তর পরিণাম ॥ ৬
রূপে গুণে রঞ্জাবতী দ্বিতীয় উর্ব্বশী।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ-শশী ॥ ৭
সখী সব সঙ্গে খেলে হরষিত হয়ে।
অতঃপর শুন কিছু গৌড়পতি লয়ে ॥ ৮
ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর ॥ ৯
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্য্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর ॥ ১০
রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পূজিত।
কৃষ্ণ-পরায়ণ যেন রাজা পরীক্ষিত ॥ ১১
কলিকালে কর্ণ হেন দানে কল্পতরু।
নিত্য দান অখিলে অক্ষয় অন্নমেরু ॥ ১২

১। সংসার ইত্যাদি—সংসারের দুঃখ-সাগর তরিবার একমাত্র উপায়, ধর্ম্ম-সংকীর্ত্তন শুনা।

২। গোঁয়াইলে—কাল কাটাইলে।

৩। নিলে—অতিবাহিত করিলে।

৪। লবে—অতিবাহিত করিবে।

৯। প্রসঙ্গে—গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের কথা শুনিলে পুণ্যের উৎপত্তি এবং পাপ দূর হয়।

১০। পৃথিবী ইত্যাদি—প্রজা সুপালন করিয়া গৌড়েশ্বর মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতেছিলেন।

১১। অখিলে—পৃথিবীতে।

১২। অক্ষয় ইত্যাদি—পর্ব্বত তুল্য উচ্চ অন্নরাশি দান করেন।

প্রতাপে পতঙ্গ যেন যেন মহাশয়।
দুষ্টের দমনে কাল কেহ কেহ কয়॥ ১৩
এক দিন গেল রাজা করিতে শীকার।
বাজিবরে বেড়ে বীর সিপাই হাজার॥ ১৪
ধানুকী তবকী ঢালী পদাতি অযুত।
আপনি গজেন্দ্রপৃষ্ঠে চলিলা শ্রীযুত॥ ১৫
ধাঁউ ধাঁউ ধামসাধ্বনি উঠে খরশাল।
আগে চলে নিশান ধবল নীল লাল॥ ১৬
ভূপাল চলিল সাজি শীকার করিতে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আসি ঘটে আচম্বিতে॥ ১৭
হাতী হ'তে ভূপাল দেখিল সোমঘোষে।
বিপাকে বৎসর বন্দী আছে কর্ম্ম-দোষে॥ ১৮
বন্ধনে রেখেছে পাত্র দারুণ জটিল।
ডাকিয়া সুধান তারে রাজা দয়াশীল॥ ১৯
এদেশে অকাল নাই অবিচার ঘোর।
কও কোন্ কুকর্ম্মে কপালে কষ্ট তোর॥ ২০
করপুটে কহিছে গোয়ালা সোমঘোষ।
কি কহিব মহারাজ মোর কর্ম্মদোষ॥ ২১
অকৃতি আতুর বহু অন্ন ক'রে খায়।
তোমার দয়ায় দেশে দুঃখ নাহি রায়॥ ২২
অভাগায় হইয়াছে বিধি-বিড়ম্বন।
যমদণ্ডে লণ্ডভণ্ড পরিবার ধন॥ ২৩
সম্প্রতি সামর্থ্য নাই রাজকর দিতে।
গতবর্ষে মহারাজে গোচর করিতে॥ ২৪
কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা।
মফস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দিখানা॥ ২৫

পূর্ব্বাপর পেলেছ পুত্রের প্রায় মোরে।
এবে অপমান এত যেন দুষ্ট চোরে॥ ২৬
দেখে শুনে পাত্রকে কুপিয়া কন ভূপ।
প্রজা প্রতিপালন উচিত এইরূপ॥ ২৭
হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি তোকদড়ি গলে।
প্রজারে না পালি পীড়া দাও মফস্বলে॥ ২৮
অন্য যদি পাত্র হোত পেত্তি খুব দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব॥ ২৯
এতেক আক্ষেপ করি গৌড়ের ঠাকুর।
সেইখানে ঘোষের বন্ধন করে দূর॥ ৩০
শিরপা করিলা শাল সরবন্ধ যোড়া।
সঙ্গে নিল শীকারে চাপায়ে দিব্য ঘোড়া॥ ৩১
কোপে তাপে মহাপাত্র মুচড়ায় দাড়ি।
কহিতে না পারি ফুটে ঘোষে রহে আড়ি॥ ৩১
বাড়ী গেল ভূপাল শীকার করি বনে।
শ্রীধর্ম্মকীর্ত্তন দ্বিজ ঘনরাম ভণে॥ ৩৩
সমাদরে শুন সবে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।
সাদরে শুনিলে সিদ্ধ মনোবাঞ্ছা-ফল॥ ৩৪
মহারাজ মর্য্যাদা বাড়ালো দিনে দিনে।
কোন যুক্তি কার্য্য নাহি সোমঘোষ বিনে॥ ৩৫
বিশ্বাসে গুবাক পান খান তার হাতে।
সম্মানে সতত গোপ থাকে সাথে সাথে॥ ৩৬
তাহে মহাপাত্রের বাড়িল মনস্তাপ।
মনে করে কেমনে এখন ছাড়ে পাপ॥ ৩৭
সতত তাড়াতে তারে করে অনুবন্ধ।
অকস্মাৎ ঘটে আসি দৈবের নির্ব্বন্ধ॥ ৩৮
সোমঘোষে ভূপতি আপনি ডেকে কন।
এখানে তোমার আর নাহি প্রয়োজন॥ ৩৯
বারভূঁয়া মাঝে যার কথা নাহি নড়ে।
হেন কর্ণসেন রায় ত্রিষষ্টির গড়ে॥ ৪০

১৩। পতঙ্গ—সূর্য্য। কাল—যম।

১৪। বাজী—ঘোড়া।

১৫। গজেন্দ্র—হাতী।

১৬। খরশাল—তীব্র।

২১। অকৃতি ইত্যাদি—সোমঘোষ গৌড়েশ্বরকে বলিল "মহারাজ! এদেশে আপনার কৃপায় কাণা খোঁড়া রোগী অকৃতি লোকেরও অন্নের সংস্থান আছে; কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় আমার বন্ধন-দশা হইয়াছে।"

২২। রায়—গৌড়েশ্বর।

২৩। যমদণ্ডে—ছেলে পিলের মৃত্যু হইয়াছে।

২৫। বন্দিখানা—জেলখানা। [illegible] মানা—কর রেহাই দেওয়া।

২৮। তোকদড়ী—বন্ধন-দড়ী। পালি—পালন করিয়া।

কলিকালে ইত্যাদি—মহামদ পাত্রের ভগ্নী গৌড়পতির স্ত্রী। কলিকালে স্ত্রীর ভ্রাতার উপর অনুগ্রহ কিছু অধিক হয়। পেত খুব দাব—ভর্ৎসিত হইত।

৩২। রহে আড়ি—পাত্রের সোমঘোষের উপর আক্রোশ রহিল।

সে মোর পরম বন্ধু বাঘে বীরপনা।
তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা॥ ৪১
মাসে মাসে বেবাক পাঠাবে ইরশাল।
কর্ণসেন-উপরে বাড়াবে ঠাকুরাল॥ ৪২
ঘোষেরে দোশালা দিল সরবন্ধ জোড়া।
বক্‌সিস করেন পুন চন্দনের ঘোড়া॥ ৪৩
নাগরা নিশান দিল লিখন পরয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা॥ ৪৪
কোলে পুত্র বেবল ইছাই-কুলচাঁদ।
অপরঞ্চ যুবতী বনিতা মায়া-ফাঁদ॥ ৪৫
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক।
সাজিয়া ঘোষের সঙ্গে চলে শতাধিক॥ ৪৬
রাখিল সহর গড় গৌড় থাকে দূর।
বড় গঙ্গা পার হ'ল সম্মুখে সন্ধিপুর॥ ৪৭
কত কব যত গ্রাম থাকে ডান বামে।
বীরভূমি উত্তরিল মোকামে মোকামে॥ ৪৮
দিবা দুই যামে পাইল অজয়ের ধার।
রায় কর্ণসেন হেথা পায় সমাচার॥ ৪৯
ছয় পুত্র সঙ্গে তার ঘোড়ায় উপর।
নরযানে কর্ণসেন রায় নৃপবর॥ ৫০
আপনি সজ্জন সেন পরম সন্তোষে।
আদরেতে আগু হয়ে নিল সোমঘোষে॥ ৫১
রাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার।
বসতি গড়ের মাঝে হৈল গোয়ালার॥ ৫২
পুত্র তার ইছাই প্রবল দিনে দিনে।
মুখে নাই ভবানী ভবানী বাণী বিনে॥ ৫৩
জন্মে জন্মে ভক্তি ভাবে সেবেছিল শক্তি।
অনায়াসে ইহার প্রসবে সেই ভক্তি॥ ৫৪
উপদেশ-বাসনা বিশেষ বাড়ে মনে।
দৈবযোগে দেখা এক অবধৌত সনে॥ ৫৫
শিব-তুল্য দেখি তাঁরে করিয়া বন্দনা।
ভক্তি দেখি গোঁসাই করাল উপাসনা॥ ৫৬

পূজা জপ যতনে জানাল মন্ত্র তন্ত্র।
আজ্ঞা দিল বিরলে যতনে জপ মন্ত্র॥ ৫৭
দেবতা প্রসন্ন হবে পূর্ণ অভিলাষ।
আশীর্ব্বাদ করি গুরু গেলা তীর্থবাস॥ ৫৮
হরি-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ৫৯

ইছাই আনন্দ মনে, নানাবিধ আয়োজনে,
সঙ্গোপনে পূজে ভগবতী।
আবাহন তন্ত্রে মন্ত্রে, আরাধিতে হেমযন্ত্রে,
মন্ত্র-বশে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী॥ ৬০
তনু লোটাইয়া ক্ষিতি, করিছে প্রণতি স্তুতি,
ভগবতী দুর্গতিনাশিনী।
তুমি ত্রিলোকের মাতা, শক্তি ভক্তি মুক্তিদাতা
বিশ্বগতি ব্রহ্মার জননী॥ ৬১
প্রলয় পালন সৃষ্টি, প্রসবে তোমার দৃষ্টি,
তুমি মতি গতি সবাকার।
তারিণী ত্বরিতে তার, তাপিত তনয় তোর,
তো বিনা শরণ লবে কার॥ ৬২
ভকত-বৎসলা মাতা, চতুর্ব্বর্গ-ফলদাতা,
মোর নহে ভকতের দশা।
শুনি দীন-দয়াময়ী, পতিতপাবনী অই,
নাম মাত্র আমার ভরসা॥ ৬৩
শুনিয়া এতেক স্তুতি, বলেন গোয়ালা প্রতি,
পরিতুষ্ট হেমন্তের ঝি।
পুরাতে তোমার আশ, ছাড়িনু কৈলাস বাস,
অভিলাষ বর মাগ কি॥ ৬৪
ইছাই বলেন মা, প্রমাণ ও রাঙ্গা পা,
অমার মনের যত তাপ।
অবিচারে অনাহারে, গৌড়ে রঞ্জী কারাগারে,
দুঃখ ভাবে ছিল মোর বাপ॥ ৬৫
সে তাপে তাপিত অতি, অতঃপর কৃপাবতী,
মোরে স্বতন্তর কর সতী।
অপর প্রার্থনা মাতা, গড়ে থাক অধিষ্ঠাতা,
তোমারূপ দেখি দিবারাতি॥ ৬৬

৪১। সানা—প্রধান।
৪২। ঠাকুরাল—প্রাধান্য। ইরশাল—খাজানা।
৪৮। মোকামে মোকামে—আড্ডায় আড্ডায়।
৪৯। দুইযামে—বেলা দুই প্রহরে।
৫০। নর-যান—পাল্‌কী।
৫৩। বিনে—ব্যতীত।
৫৫। অবধৌত—সন্ন্যাসী।

৫৭। জপ—জপ কর।
৬৩। শুনি দীন ইত্যাদি—তোমাকে দীন-দয়াময়ী পতিত-পাবনী বলিয়া শুনিয়াছি—ঐ নামই কেবল ভরসা।
৬৪। হেমন্তের ঝি—ভগবতী।

দেবতা দানব যত, কাহাতে না হব হত,
মানব কি, কৃপাবলে তোর।
সংসারে বৈষ্ণব বৈ, তোমার হাতের ঐ,
অসি বিনা মৃত্যু নাই মোর॥ ৬৭

বিপক্ষ করিলে বল, বাড়িবে নদীর জল,
অরি প্রবেশিতে নারে পুর।
অপর প্রার্থনা শুন, ত্রিষষ্টির গড় পুন,
নাম হবে অজয় ঢেকুর॥ ৬৮

কি কহিব ভাগ্য কত, গোয়ালা বাঞ্ছিল যত,
মহামায়া পূরিল কামনা।
কনকপ্রতিমা করি, শ্যামারূপা মহেশ্বরী,
গড়ে গোপ করিল স্থাপনা॥ ৬৯

নিতি নিতি করে পূজা. দিয়ে মেষ মোষ অজা.
রাজা হ'ল গোয়ালা প্রবল।
ভাবি গুরুপদছবি, ভণে ঘনরাম কবি,
অভিনব শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥ ৭০

রঙ্গিণী-কিঙ্কর, হল নৃপবর,
স্বতন্তর মহাশূর।
ইছাই দুর্ব্বার, করিল রাজার,
দোহাই দস্তর দূর॥ ৭১

চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড়,
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর, বসাল নগর,
রাজার বসতবাটী॥ ৭২

করিয়া আসন, গাড়িল নিশান,
সম্মানে বসান পদ্য।
স্বধর্ম্ম-মণ্ডিত, বিধর্ম্ম-খণ্ডিত,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য॥ ৭৩

৬৬। স্বতন্তর—স্বাধীন।

৬৮। ত্রিষষ্টি—ঢেকুরের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া ত্রিষষ্টি হইবে।

৭০। মোষ—মহিষ।

৭১। রঙ্গিণীকিঙ্কর—ভগবতীর দাস। দোহাই ইত্যাদি—ইছাই ঘোষ, গৌড়েশ্বরের দোহাই দস্তর দূর করিল। সকলে ইছাই ঘোষের দোহাই দিতে লাগিল। ৭২। গহন—বন।

৭৩। পদ্য—নীচজাতীয় লো[illegible]। স্বধর্ম্ম-মণ্ডিত—নিজ ধর্ম্মে ভূষিত; রত। বি[illegible]খণ্ডিত অপরের ধর্ম্মে আস্থাহীন।

সমাদরে তস্ত, বৈসে ক্ষত্র বৈশ্য,
ধন্য ধরা-ধর্ম্মপাল।
সম্মুখ-সমর, মাঝে অকাতর,
বীর বিক্রমে বিশাল॥ ৭৪

করি বন্দোবস্ত, বসিল সমস্ত,
কুলীন কায়স্থ কত।
পবিত্র চরিত্র, ঘোষ বসু মিত্র,
মার্জ্জিত মৌলিক যত॥ ৭৫

সিংহ দাস দত্ত, আদি যে মহত্ব,
বসিল উত্তর-রাঢ়ী।
গোপ-অবতংস কত রাজবংশ,
কুমার করিল বাড়ী॥ ৭৬

তিন কুল রাজ, পুরে সুসমাজ,
মহত্ব মর্য্যাদাবান্।
গণ্য গোপ যত, করিল বসত,
পাল ঘোষ কলে পাণ॥ ৭৭

হয়ে হরষিত, বসিল নাপিত,
তাপিত আছিল যত।
পসারি তাম্বুলি, তাঁতি তেলী মালী,
কুতূহলে বসে কত॥ ৭৮

ধার্ম্মিক বনিক, [illegible] যে বণিক,
যতেক কর্ম্মী কুমার।
উগ্রধর্ম্মধারী, বসিল আগুরি,
শাঁকারি কর্ম্মকার॥ ৭৯

মদক বারুই, আদরে এ দুই,
বসিল সজ্জাতি যত।
এই সবাকার, নাহি ব্যবহার,
হেন হীন জাতি কত॥ ৮০

ধর্ম্ম-কর্ম্ম-লোপ, পল্লবাদ্রি গোপ,
সুবর্ণবণিক্ কলু।
কেওট কৈবর্ত্ত, স্বর্ণকার ধূর্ত্ত,
ছুতার বাইতি জালু॥ ৮১

তাতালে মদক, বসিল রজক,
শুঁড়ি হাড়ি চুড়িকার।
পুরীর প্রান্তরে, বেড়া ঘরে ঘরে,
অন্ত্যজ জাতি অপার॥ ৮২

ডোম হাড়ী শুঁড়ি, বৈসে গড় বেড়ি,
বিশাল কোটাল কোল।

৭৬। অবতংস—ভূষণ।

কিরাত প্রবল, রণ-শিঙ্গা মাদল,
নিনাদে নাগরা ঢোল ॥ ৮৩
পুরীর অন্তর, গড়ে স্বতন্তর,
বসিল যবন যত।
পাইয়া মর্য্যাদা, কত মিরজাদা,
সৈয়দ পাঠান কত ॥ ৮৪
সমরকুশল, বসিল মোগল,
সেখজাদা যত জনা।
পেলে এক রুটী, সবে খায় বাঁটি,
রণে পাশরে আপনা ॥ ৮৫
চৌদিকে চোয়াড়, পুরী রাখিবার,
বীর বিক্রমে বিশাল।
খয়রা খণ্ডাতি, কোল খলজাতি,
অরাতি-দমনে কাল ॥ ৮৬
অপর যতেক, কহিব কতেক,
কত কত শূরবীর।
যথাযোগ্য জনা, রাখে চৌকী থানা,
সম্মুখসংগ্রামে ধীর ॥ ৮৭
চতুরঙ্গ দল, সংগ্রামে কুশল,
প্রবল প্রতাপবান্।
গুরু-পদ-ছবি, ঐকান্তিক ভাবি,
দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৮৮
দিনে দিনে গড়ে গোপ হৈল বলবান্।
ভবানী পূজিল দিয়া লক্ষ বলিদান ॥ ৮৯
প্রণাম করিয়া পুন পার্ব্বতীর পায়।
করপুটে ইছা কয় শ্যামরূপা মায় ॥ ৯০
গৌরবে গড়ের নাম রাখিলে ঢেকুর।
ইহার মহিমা কিছু দেখাও প্রচুর ॥ ৯১
হাসি হাসি হৈমবতী ঈষৎ ইঙ্গিতে।
বীরমাটী আনাইল কৈলাস হইতে ॥ ৯২
ফেলিয়া গড়ের মাঝে দেখান কৌতুক।
ক্ষুধিত ভুজঙ্গে ধায় ধরিতে মণ্ডুক ॥ ৯৩
মহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে সালুর।
বিড়ালে ডুণ্ডুভ দিয়া খেদিছে ইন্দুর ॥ ৯৪
স্থানান্তরে তক্ষক তক্ষক তুল্য সাপ।
সহিতে না পারে ভক্ষ্য ভেকের প্রতাপ ॥ ৯৫
নকুলে আকুল দেখে পন্নগের গণে।
উথলে আনন্দ অতি ইছায়ের মনে ॥ ৯৬
ভজনে ভবানী তার হ'ল পক্ষ-বল।
দিনে দিনে গড়ে গোপ হইল প্রবল ॥ ৯৭
লোহাটা বজ্জর তার সহর-কোটাল।
সংগ্রামে পণ্ডিত বীর বিক্রমে বিশাল ॥ ৯৮
দৈববলে গড়ে গোপ রাজা হৈল পাটে।
দেবতা দানব ভয়ে নাহি চলে বাটে ॥ ৯৯
পুরন্দর প্রভৃতি সভয় সুরবর্গ।
প্রতাপে গোয়ালা বেটা পাছে লয় স্বর্গ ॥ ১০০
শত্রুর সন্তাপ বাড়ে টুটে পরাক্রম।
অধিকার ঢেকুর ছাড়িল প্রায় যম ॥ ১০১
গৌড়েশ্বর রাজার হুকুম হৈল রদ।
রায় কর্ণসেনে বড় ঘটিল আপদ ॥ ১০২
রণে বৃত্রাসুর যেন ইন্দ্রে দিল তেড়ে।
শচীপতি পলাইল অমরাবতী ছেড়ে ॥ ১০৩
সেইরূপে গোয়ালা বাড়িল দৈববলে।
সেনের সম্পত্তি লুটে নিল বলে ছলে ॥ ১০৪
হাতী ঘোড়া উট গাড়ী বাড়ী রাজপাট।
প্রমাদে পালাল রায় হানিয়া ললাট ॥ ১০৫

৮৩। কোল—জাতিবিশেষ।
৮৬। অরাতি—শত্রু।
৯০। মায়—মাতাকে। শ্যামরূপা—ভগবতী।
৯৩। ক্ষুধিত ভুজঙ্গে ইত্যাদি—ক্ষুধিত সাপকে ভেক ধরিতে যাইতেছে।
৯৪। সালুর—ইন্দুর। ডুণ্ডুভ—ঢোঁড়া-সাপ। ইন্দুর, ঢোঁড়াসাপকে সহায় করিয়া বিড়ালকে তাড়াইয়া যাইতেছে।
৯৫। স্থানান্তরে ইত্যাদি—অপরস্থানে তক্ষকের মত তেজস্বী সর্প বেঙের ভক্ষক; কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত।
৯৬। নকুল—নেউল। পন্নগের—সাপের।
৯৭। ভজনে—স্তবে। ১০১। টুটে—কমে, হ্রাস হয়।
১০৩। রণে ইত্যাদি—বৃত্রাসুর যেমন ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সেইরূপ গোয়ালা ইছাই ঘোষ কর্ণসেনের বৃত্রাসুর স্বরূপ হইল। তাঁহার সকল সম্পত্তি ছলে বলে কাড়িয়া লইল। কর্ণসেন বিপদ দেখিয়া পলাইয়া গেল।
১০৫। হানিয়া ললাট—কপালে আঘাত করিয়া।

গৌড়ে আসি বন্ধুবাসে রাখি পরিবার।
পাঁচ পুত্র সঙ্গে গেল রাজ-দরবার॥ ১০৬
বায়-উঁয়া-বেষ্টিত বসেছে নৃপবর।
সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য যত ধরামর॥ ১০৭
পাত্র মিত্র স্বগোত্র সহিত নরপতি।
মহামায়া-মহিমা শুনেন মহামতি॥ ১০৮
দেবাসুর সংগ্রামে শতেক বর্ষ যায়।
প্রবল মহিষাসুর দৈত্যাধিপ তায়॥ ১০৯
নির্জ্জর সবারে জিনি নিল ইন্দ্রপদ।
পশ্চাৎ পার্ব্বতী-হাতে মৈল দুরাসদ॥ ১১০
ঈশ্বরী-মাহাত্ম্য এত শুনেন ভূপতি।
হেন কালে এল রায় অভিব্যস্ত-মতি॥ ১১১
প্রণতি করিয়া ভূপে শির হানে ঘা।
অভিমানে দুঃখে কান্দে মুখে নাই রা॥ ১১২
রাজা বলে কহ বন্ধু কাঁদ কি কারণ।
এস এস ব'স কাছে কহ বিবরণ॥ ১১৩
তবে কর্ণসেন বলে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
সোমঘোষ বেটা হ'তে হ'ল সর্ব্বনাশ॥ ১১৪
পুত্র তার ইচ্ছাই ঈশ্বরী যার সখা।
তার হস্তে ছিল মোর অপমান লেখা॥ ১১৫
তোমার দোহাই রদ, আমি হৈনু দূর।
ত্রিষষ্টী ঘুচায়ে নাম হয়েছে ঢেকুর॥ ১১৬
কোপ রাজা জ্বলে যেন অনলেতে ঘি।
বেত্তে এনে বেটার করিব শাস্তি কি॥ ১১৭
কোপে তাপে প্রতাপে হুকুম হ'ল সাজ।
পাত্র মহামদ বলে শুন মহারাজ॥ ১১৮
কোন্ তুচ্ছ উপরে আপনি যাবে সাজি।
হুকুমে আনাব ধরে সেবা কোন পাজি॥ ১১৯
পরোয়ানা পাঠাই, যদি নাহি আসে কাছে।
তবে যে করিব শাস্তি মোর মনে আছে॥ ১২০

১০৭। ধরামর—পৃথিবীতে অমর অর্থাৎ দেবতা তুল্য। সাক্ষাৎ সূর্য্য—সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী।

১১০। নির্জর সবাকে—দেবতা সকলকে। দুরাসদ—দুষ্ট।

১১২। শিরে হানে ঘা—মাথায় আঘাত করিল। মুখে নাই রা—মুখে কথা নাই।

১১৯। তুচ্ছ—সামান্য ব্যক্তি

গৌড়পতি কন পাতি পাঠাও ত্বরিত।
পাত্র লিখে পত্রিকা পরম প্রতিষ্ঠিত॥ ১২১
ত্রিষষ্টী গড়ের সানা দেবল শ্রীযুত।
সোমঘোষ প্রতি প্রেম শুভাশীঃ বহুত॥ ১২২
অপরঞ্চ কি কব সবল ধরে কালে।
পাশরিলে কিরূপে আছিলে বন্দীশালে॥ ১২৩
ঠাকুরালি মুখে প্রেম বন্ধুর উপর।
শুনি তারে ভাড়ায়ে হয়েছ রাজেশ্বর॥ ১২৪
কি কারণে কর্ণসেন সঙ্গে বিসম্বাদ।
সাক্ষাতে শুনিব সব থণ্ডাব বিবাদ॥ ১২৫
বাঞ্ছা থাকে বাঁচিবে, না হবে লণ্ডভণ্ড।
তবে গৌণ গমনে না কর এক দণ্ড॥ ১২৬
শুনি বলবন্ত তব তনয় ইচ্ছাই।
মোর সঙ্গে করে হন, না মানে দোহাই॥ ১২৭
পূর্ব্বাপর বুঝি, তারে বুঝাহ সম্প্রতি।
দুর্গতি না ঘটে যেন কিমধিকমিতি॥ ১২৮
তারিখ চৈত্র তায় তৃতীয় বাসর।
ভাটে দিয়ে বলে বাটে চলিবে সত্বর॥ ১২৯
ত্রিষষ্টির কর লয়ে এসো সোমঘোষে।
আজ্ঞা পেয়ে ধেয়ে ভাট চলিল সন্তোষে॥ ১৩০
পঞ্চাশ পদাতি ঢালী আগে পিছে ধায়।
ঘোড়ার উপরে ভট্ট গঙ্গাধর রায়॥ ১৩১
মাকামে মোকামে পায় অজয়ের ধার।
সোমঘোষ গোয়ালা পাইল সমাচার॥ ১৩২
পুরস্কার করি ভাটে নিল আগু হয়ে।
প্রণতি করিল পাতি ভূপতির পেয়ে॥ ১৩৩
বিনয় করিয়া কিছু গঙ্গাধরে কন।
গড়েতে গোঁয়ার পুত্র হয়েছে দুর্জ্জন॥ ২০৪

১২২। সানা—প্রধান দেবল—দেবপূজায় অনুরক্ত।

১২৬। বাঞ্ছা থাকে—যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে তবে গৌড়ে আগমন করিতে এক দণ্ডও বিলম্ব করিও না; যদি না আস, তবে তুমি ছারখার হইবে।

১২৭। হঠ—গণ্ডগোল।

১২৮। পূর্ব্বাপর বুঝি ইত্যাদি—আগু পিছু ভাবিয়া ইছাইকে বুঝাইও।

১২৯। বাসর—দিন।

তুমি যে রাজার লোক চাহ ইরুশাল।
এ কথা শুনিলে বড় বাজিবে জঞ্জাল ॥ ২৩৫
সঙ্গোপনে কর দিব যাবে গুপ্ত গনে।
সুধালে বন্ধুতা বলো সোমঘোষ সনে ॥ ১৩৬
এত শুনি কোপে তাপে ভট্ট কম্প হাঁকি।
কি কোস্ বেটাকে তোর থরথরাতে কাঁপি ॥ ১৩৭
বকেয়া বেবাক লয়ে সঙ্গে চল্ মোর।
কি কব কালের ধর্ম্ম, সাধু বাঁধে চোর। ১৩৮
কর্ণসেন ভেঙ্গে দেবে এই অহঙ্কার।
কহিতে কহিতে হেথা ধরিয়া শীকার ॥ ১২৯
ইছাই প্রবেশে পুরী বেষ্টিত লস্কর।
মাথায় ধবল ছাতি হাতীর উপর ॥ ১৪০
ঘোর নাদে নাগারা নিশান উড়ে বায়।
শুনিল রাজার লোক রাজ-কর চায় ॥ ১৪১
কোপে কেঁপে কোটালে হুকুম দিল ধর্।
কোন্ বেটা নিতে চায় ঢেকুরের কর ॥ ১৪২
অধিকার এদেশে করিতে নারে জোরা।
কোন ছার ভূপতি তাহার এত ত্বরা ॥ ১৪৩
মার্ মার কোটালে কহিছে কোপ দৃষ্টে।
ভোটে হ'তে জটে ধরে ভাটে পাড়িপিটে ॥ ১৪৪
নাথা মুথা কিল গুঁতা হিড়িক্ জুতার।
ভাট বলে মরি মরি, গোপ বলে মার ॥ ১৪৫
পরিহার মাগে ভট্ট ছেড়ে দেরে ভাই।
মাতা মুড়ে দেরে ছেড়ে বলিছে ইছাই ॥ ১৪৬
আজ্ঞা লঙ্ঘে কার সাধ্য প্রতাপে রাক্ষস।
পাঁচ-চুলা করে পেঁচ দিল গোটা দশ ॥ ১৪৭
টস্ টস্ পড়ে রক্ত মুখ বুক বয়ে।
সোমঘোষ ব্যাকুলি করিয়ে এল ধেয়ে ॥ ১৪৮
ধরিয়া ইছার হাতে করে উপরোধ।
ভাট গঙ্গাধরে এত অনুচিত ক্রোধ ॥ ১৪৯

১৩৬। গুপ্ত গনে—গুপ্ত বন-পথ দিয়া যাইবে। গন—গহন।

১৪১। নিশান উড়ে বায়—বায়ুভরে পতাকা উড়িতে লাগিল।

১৪৪। ভোট—কম্বলাসন। পিটে—প্রহার করে।

১৪৬। পরিহার—পরাভব স্বীকার, লঘুতা স্বীকার। মুড়ে—মাথা মুড়াইয়া, নেড়া করিয়া।

পূর্ব্বাপর পড়সী পরম বন্ধু মোর।
পুরস্কার করিতে উচিত হয় তোর ॥ ১৫০
পিতার বচনে ভাটে দিল পুরস্কার।
ঘোড়া জোড়া কড়াই কনক কণ্ঠহার ১৫১
সরবন্দ বান্ধিতে স্মরণ করে হরি।
বিদায় হইয়া ভাট চলে ত্বরা করি ॥ ১৫২
রাজসভা যাইয়া মাথার ফেলে পাগ।
দেখায় দুর্গতি যত নরুণের দাগ ॥ ১৫৩
জোড় হাতে কহিল সকল সমাচার।
সোমঘোষ আজ্ঞাকারী কেবল তোমার ॥ ১৫৪
কর দিল; হেনকালে হাতীর উপর।
শীকার করিয়া এল তাহার কুমার ॥ ১৫৫
যমের দোসর দুষ্টে দেখে কাঁপে গা।
সদাই সাক্ষাতে তার শ্যামরূপা মা ॥ ১৫৬
নাম ধরে ইছাই ইন্দ্রের প্রায় ছবি।
কোপে রাজা জ্বলে যেন হুতাশনে হবি ॥ ১৫৭
সাজিতে হুকুম হ'ল নব লক্ষ দল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ১৫৮
ভাটেরে প্রবোধ করি মুচড়িছে দাড়ি।
ইছাই উপরে বড় ভূপতির আড়ি ॥ ১৫৯
কোপে রক্তলোচন বচন বীরদাপে।
এত অহঙ্কার মোরে করে কার বাপে ॥ ৬০
সাজিতে হুকুম দিল দিয়ে হাত নাড়া।
সাজ সাজ সত্বরে শিঙ্গার শুণ্ সাড়া ॥ ১৬১
ঘন রণ-দামামা দগড়ে পড়ে কাটি।
তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটী ॥ ১৬২
ধাঁও ধাঁও ধামসা বাজে ডিগ্ ডিগ্ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি ॥ ১৬৩

১৫০। পড়শী—প্রতিবেশী।

১৫১। কড়াই—বালা। কনক—সোণা।

১৫২। সরবন্দ—পাগড়ী।

১৫৬। যমের দোসর—যমের সহকারী যমের ন্যায়।

১৫৭। ইন্দ্রের প্রায় ছবি—ইন্দ্রের মত আকৃতি। হুতাশনে হবি—আগুনে ঘি পড়িলে যেরূপ জলিয়া উঠে, রাজা সেইরূপ ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন।

১৬৩। তড়বড়ি—শীঘ্র।

কেহ বা আছিল দূরে সমাচার পেয়ে।
রাজার হুকুম দড় সেজে এল ধেয়ে ॥ ১৬৪
রায়রেঁয়া বার ভূঁয়া মীরমিয়াগণে।
তুরগী তুরঙ্গে কেহ, এরাগী বারণে ॥ ১৬৫
হাতী ঘোড়া উট গাড়ি সিপাই ফরিক।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক ॥ ১৬৬
নবঘন বরণ বারণগণ সাজি।
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত বাজী ॥ ১৬৭
তিনলক্ষ তাজা তাজী তুরগী তুরঙ্গ।
উনলক্ষ রণদক্ষ জুঝারু মাতঙ্গ ॥ ১৬৮
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালী ফরিকার।
সমুদায় নব লক্ষ যম অবতার ॥ ১৬৯
চতুরঙ্গ বলে দলে চলে নরপতি।
গতি ধ্বনি ধমকে চমকে বসুমতী ॥ ১৭০
ঘন বাজে ঘন-ঘোর দামামা দগড়।
ঘোড়ার হ্রেষণি শুনি হাতীর দাবড় ॥ ১৭১
বড় গোলা বন্দুক নিনাদে দামদুম।
অবনী অকাশে উঠে একাকার ধুম ॥ ১৭২
ঢাল ঘুরাইয়া কেহ ডাকে হান্ হান্।
হানে হেন দেখিতে অমনি সাবধান ॥ ১৭৩
চলিতে চলিতে চলে উলটি পালটি।
বীরগতি লাফাইয়া কাঁপায়ে চলে মাটি ॥ ১৭৪
একাযুত বেলদার বেগারি আগে ধায়।
উচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায় ॥ ১৭৫
তবে তাম্বু কানাৎ তৈনাৎ চলে ডেরা।
চলিল হাতীর পৃষ্ঠে নিশান নাগরা ॥ ১৭৬
সবার গমন আগে বেগে আসোয়ার।
নিশানী ধাইছে কত ঢালী ফরিকার ॥ ১৭৭
পিছে হাতী পদাতী পশারি পায়ে পায়।
একাকার ধানুকী বন্দুকী গায়ে গায় ॥ ১৭৮
গজ-পৃষ্ঠে ভূপতি-বেষ্টিত বারভূঁয়া।
চোহান্ রাজপুত কত নামজাদা মিয়া ॥ ১৭৯
পার হ'ল গৌড়গড় বেগবন্ত গতি।
পার হ'ল ভৈরবী ভাবিয়া ভগবতী ॥ ১৮০
একে একে কব কত যত রাজ-বাট।
প্রবেশে অজয় তটে ভূপতির ঠাট ॥ ১৮১
তড়ে পার হ'তে নদী প্রবেশিতে জলে।
পাতাল ভেদিয়া জল অকাশে উথলে ॥ ১৮২
দৈববলে বাড়ে নদী কুল কুল শব্দে।
ভেসে গেল কত সেনা ঠেকিয়া বিপদে ॥ ১৮৩
প্রমাদে পড়িয়ে রাজা তীরে আসি উঠে।
মগ্ন হোয়ে মোকাম করিল নদীতটে ॥ ১৮৪
সঙ্কটে পড়িয়া হেথা ইছাই গোয়ালা।
একান্তে করিল পূজা ভকত-বৎসলা ॥ ১৮৫
অচলা লোটায়ে স্তুতি করে মহামতি।
বিপক্ষ বিপদে পক্ষ, রক্ষ, ভগবতী ॥ ১৮৬
নমঃ নারায়ণী নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গাখর্পরধারিণী ॥ ১৮৭
শিবানী সর্ব্বাণী শান্তি সর্ব্বরূপাভূতে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে দেবী নমোস্তুতে ॥ ১৮৮
স্তুতি শুনি শ্যামরূপা সাক্ষাতে সদয়।
কন কেন কি কারণে কায়ে কর ভয় ॥ ১৮৯
লোহাটার রণে সে পলাবে অচিরাৎ।
কোন্ তুচ্ছ উপরে আপনি দিবে হাত ॥ ১৯০
অখিলের নাথ ধর্ম্ম, তার ভক্ত জন।
জগতে জন্মিবে যবে কশ্যপ-নন্দন ॥ ১৯১

১৬৫। তুরগী তুরঙ্গ—তুর্কীস্থানের ঘোড়া। এরাগী বারণ—পারস্য দেশের হাতী।

১৬৭। নবঘন ইত্যাদি—হাতী সমূহের রং নবোদিত মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। অসিত সিত—সাদা ও কালো ঘোড়া।

১৬৮। জুঝারু—যুদ্ধ কার্য্যে সক্ষম।

১৭০। সৈন্যগণের চলনের বিপরীত শব্দে পৃথিবী যেন চমকিত হইয়া (কাঁপিয়া) উঠিল।

১৭১। ঘন-ঘোর—মেঘের ন্যায় গম্ভীর। হ্রেষা—ঘোড়ার কণ্ঠরব।

১৭৩। হান্ হান্—মার্ মার্। হানে হেন ইত্যাদি—আপনাপনি কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া তরবারি চালাইতেছে, চোট্ মারিবার সময় অমনি সাবধান হইতেছে।

১৭৫। একাযুত ইত্যাদি—[illegible] হাজার লোক উচু নীচু কু-পথকে সু-পথ করিয়া যাইতেছে।

১৮২। তড়ে পার ইত্যাদি—নদীতে জল কম থাকায় হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু ভগবতীর বরে, জলস্পর্শ করিবা মাত্র নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি হইল।

১৮৪। মগ্ন হয়ে—জলে হাবুডুবু খাইয়া।

দৈবের ঘটনে রণ [illegible] তার সনে।
লোহাটাকে সম্প্রতি পাঠায়ে দেহ রণে॥ ১৯২
তবু যদিস্যাৎ রাজা রণে হয় দক্ষ।
কুটিল কটাক্ষে মোর কিবা নব লক্ষ॥ ১৯৩
উপলক্ষ লোহাটা আপনি পক্ষ তার।
শুনি গোপ প্রণতি করিল পুনর্ব্বার॥ ১৯৪
তবে দড় দড় আজ্ঞা দিল গোপসুত।
যমদূত সম সাজে কোটালের যূথ॥ ১৯৫
প্রবেশিল প্রবল প্রতাপে পাঁচ পা।
ঘনরোল দামামা দগড়ে পড়ে ঘা॥ ১৯৬
কত মত বাদ্য বাজে ভূপতির দলে।
মার্ মার্ শব্দ করি চলে দৈববলে॥ ১৯৭
পার হয়ে সরিৎ সমরে দিল হানা।
চমকিত চৌদিকে চঞ্চল চৌকী থানা॥ ১৯৮

লোহাটা দুর্ব্বার, হাঁকে মার্ মার্,
রাজার লস্কর মাঝে।
কোপে নৃপবর, কুঞ্জর উপর,
ধর্ ধর্ হুকুম্ গজে॥ ১৯৯
চতুরঙ্গ দল, চৌদিকে চঞ্চল,
প্রবল প্রতাপে রোষে।
অতি আঁটাআঁটি, করি কাটাকাটি,
দু-দলে দ্বন্দ্ব প্রদোষে॥ ২০০

শর শেল গুলি, আথালি পাথালি
সামালি চালিছে ঢাল।
দাদলি দু-হাতে, সেনা সব সাথে,
জুঝে যেন যমকাল॥ ২০১
মাহুতের মুণ্ড, মাতঙ্গের শুণ্ড,
হানিছে এক এক চোটে।
যতেক আবড়া, জড়াইয়া জোড়া,
ঘোড়া সনে ভূমে লোটে॥ ২০২
তবু অকাতর, ভূপতি লস্কর,
দুষ্কর সাহসে লড়ে।
একাকার, ধুম, দুড়ু, দুড়ু, দুড়ুম,
ঘোর নাদে গোলা পড়ে॥ ২০৩
হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে, টাঙ্গি শেল রাগে,
ঝুপ ঝুপ রাখিছে তীর।
কোটালের ঠাট, জুড়ে এক কাট,
সমরে না রহে স্থির॥ ২০৪
রাহুত মাহুত, হানে যূথে যূথ,
কোটাল যম-খণ্ডাতি।
ছাড়ি সিংহনাদ, গণি পরমাদ,
হুতাশে হটারে হাতী॥ ২০৫
শরের নিশান, শুনি স্বন সান,
ঝঞ্ঝান্ ঝাঁকিছে খাঁড়া।
টাঙ্গি টন্ টন্, হানে ঠন্ ঠান্,
সেনাগণে দিয়ে তাড়া॥ ২০৬
কোটালিয়া কাল, বুঝিয়া ভূপাল,
পাত্তর পালাল ছেড়ে।
লোহাটা দুর্জ্জয়, কর্ণসেন-ছয়,
তনয়ে হানিল তেড়ে॥ ২০৭

১৯২। দৈবের ঘটন ইত্যাদি—এখন তোমার নিজে যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন নাই, লোহাটাকে পাঠাইলেই যুদ্ধে জয়ী হইবে। তবে কঞ্জপত্তনয় যখন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে, তখন তাহার সহিত তুমি স্বয়ং যুদ্ধ করিতে যাইও।

১৯৩। কুটিল ইত্যাদি—আমার বক্র কটাক্ষপাতে গৌড়েশ্বরের নবলক্ষ দল কোথায় লাগে? আমি ক্রোধদৃষ্টি করিলেই, তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইতে পারে।

১৯৫। যূথ—দল।

১৯৬ পড়ে ঘা—বাজাইতে লাগিল।

১৯৮। সরিৎ—নদী।

২০০। দ্বন্দ্ব—ঝগড়া, লড়াই। প্রদোষ—সন্ধ্যাকাল।

২০১। আথালি পাথালি ইত্যাদি—শর শেল গুলি চারিদিকে পড়িতেছে; ঢাল সাবধানে চালিতেছে। দাদলি—আঘাত করিয়া।

২০৪। কোটালের ঠাট ইত্যাদি—লোহাটার দল সকলকে কাটিতে আরম্ভ করিল।

২০৫। যম-খণ্ডাতি—খড়্গাধারী যমের ন্যায়। হুতাশে ইত্যাদি—হাতী ভয় পাইয়া পড়িয়া [illegible]ইতেছে।

২[illegible]। পাত্তর মন্ত্রী মহামদ। হানিল—বধ করিল।

হাতে লয়ে প্রাণে, সবে চারি পানে,
পলাইল নিজ বাসে।
লোহাটা নিঠুর, প্রবেশে ঢেকুর,
দ্বিজ ঘনরামে ভাষে ॥ ২০৮

মনস্তাপে রাজা পাত্র প্রাণে পেয়ে ভয়।
দশাদোষে দেশে আশে পেয়ে পরাজয় ॥ ২০৯
ভবানীচরণে ভক্তি বাড়া'ল ইহাই।
পুত্রশোকে সেন হেথা কাঁদে রাওয়ারাই ॥ ২১০
ধাওয়া-ধাই আসি বাসে শিরে হাত হানে।
পুত্র-বধূ বনিতা আছয়ে যেই খানে ॥ ২১১
নয়নে বহিছে ধারা মুখে নাই রা।
হা পুত্র! বলিয়া কাঁদে আছাড়িয়া গা ॥ ২১২
আঁটকুড়া হৈনু বলে ফুকারিয়া কান্দে।
শুনিয়া জননী শোকে, বুক নাহি বান্ধে ॥ ২১৩
ধূলায় লোটায়ে কান্দে শিরে ভাঙ্গে হাঁড়ি।
কেমনে দেখিব ঘরে ছয় বধূ রাঁড়ি ॥ ২১৪
স্বামী মৈল সংগ্রামে সংসার ভাবি বৃথা।
চিতানলে ছয় বধূ হৈল অনুমৃতা ॥ ২১৫
পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল।
সর্ব্ব শোকে কর্ণসেন হইল পাগল ॥ ২১৬
হাতী ঘোড়া ধন-প্রাণ রাজচ্ছত্র দণ্ড।
কর্ম্ম-দোষে বিধাতা করিল লণ্ডভণ্ড ॥ ২১৭
পুত্রশোকে জর্জ্জর হইল তার তনু।
পুত্র বিনা সকল সংসার দেখে শূন্য ॥ ২১৮
অল্পকালে ঘটে আসি অশেষ অভাগ্য।
সংসারবাসনা ছাড়ি বাড়িল বৈরাগ্য ॥ ২১৯
দশা-দোষে হ'ল সে দারুণ দুঃখ-ভাগী।
মুখে ভস্ম মাখে রাজা, হ'ল যেন যোগী ॥ ২২০
পট্টাম্বর ত্যজি রাজা পরিল কৌপীন।
ফকির করিল বিধি দশা হ'ল হীন ॥ ২২১
সেনের বৈরাগ্য দেখে ডাকাইল ভূপ।
করে ধরি প্রবোধ করিল কত রূপ ॥ ২২২

২১০। রাওয়ারাই—উচ্চৈঃস্বরে।
২১১। ধাওয়া ধাই—শীঘ্র।
২১৩। ফুকারিয়া—উচ্চৈঃস্বরে।
২২১। পট্টাম্বর—পাটের কাপড়। কৌপীন—কপনি, লজ্জা আবরণ।

দুখ-সুখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়া টুটা ॥ ২২৩
কর্ম্মফলে কপালে কেবল দুখ-সুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক ॥ ২২৪
দূর কর মনস্তাপ মন দিয়া শুন।
আমি তব সংসার করিয়া দিব পুনঃ ॥ ২২৫
কর্ণসেন বলে হায় আর হবে নারী।
আঁটকুড়া বুড়া তায় নাছের ভিখারী ॥ ২২৬
কন্যা কে ফেলিবে জলে হেন বরে দিয়া।
ভূপতি বলেন ভায়া থাকহ বসিয়া ॥ ২২৭
কালি বিভা দিব তব কোন চিন্তা নাই।
প্রসন্ন হইলে দশা বাড়িবে বড়াই ॥ ২২৮
আজ হ'তে এখানে আপনি অগ্রগণ্য।
কেবল আমার তুমি ইথে নাই অন্য ॥ ২২৯
এত বলি বসন ভূষণ অলঙ্কার।
রায় কর্ণসেনে দিল রাজা পুরস্কার ॥ ২৩০
শিরপা পাইয়ে শিরে করিল বন্দনা।
মনেতে বাড়িল বড় সংসারবাসনা ॥ ২৩১
রাজারে বলেন আমি তোমার নফর।
তুমি সে পরম বন্ধু কন নৃপবর ॥ ২৩২
বাড়িল বিশ্বাস বড় রাজার আদেশে।
সমাদরে থাকে রায় ভূপতির দেশে ॥ ৩৩৩
নিযুক্ত নফর চারি ক'য়ে দিল ভূপ।
বাসা দিল মর্য্যাদা করিয়া কত রূপ ॥ ২৩৪
দরবার ভাঙ্গি রাজা প্রবেশে মহল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ২৩৫

২২৩। সুখ-দুখ ইত্যাদি—পক্ষভেদে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির ন্যায়, দুঃখ-সুখেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। মনুষ্যের অদৃষ্টে কখন দুঃখ, কখন সুখ—এই-রূপই ঘটিয়া থাকে।
২২৪। নাছের ভিক্ষুক—দ্বারে দণ্ডায়মান ভিখারী তুল্য।
২২৮। বড়াই—গৌরব।
২২৯। ইথে—ইহাতে।
২৩১। শিরপা—পারিতোষিক। বন্দনা—স্তবস্তুতি। সংসার-বাসনা—বিবাহ করিবার ইচ্ছা।
২৩২। নফর—চাকর।

মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥ ২৩৬
প্রভু যার কৌশল্যা-নন্দন কৃপাবান্।
ঘনরাম কবিরত্ন মধুরস গান॥ ২৩৭
অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥ ২৩৮

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা।

কর্ণসেনে প্রবোধিয়া গৌড়ের টাকুর।
দরবার ভাঙ্গি রাজা গেল অন্তঃপুর॥ ১
সেন পাত্র বীরভূঁয়া মীরমিয়াগণে।
বিদায় হইয়া গেল নিজ নিকেতনে। ২
রাজা যান যেখানে বসিয়া ভানুমতী।
ছোট ভগ্নী বামেতে বসেছে রঞ্জাবতী॥ ৩
ভুবনমোহন রূপ পরম সুন্দরী।
অপ্সরা উর্ব্বশী কিম্বা স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥ ৪
দেখিয়া রাণীকে রাজা সুধান বিরলে।
মনোহর কার কন্যা আমার মহলে॥ ৫
রাণী বলে ভগ্নী মোর পাঠাইল মা।
অন্য হ'লে এখানে বাড়াবে কেন পা॥ ৬
অনূঢ়া অনুজা এই রঞ্জাবতী নামে।
রাজা বলে এস তবে বৈস মোর বামে॥ ৭
ভালী যদি ডেকে দেয় যৌবনের ডালি।
প্রণতি করিয়া রঞ্জা কয় কৃতাঞ্জলি॥ ৮
মোরে বটে বিবাহ করিবে মহীনাথ।
এখন ত বুড়া গালে দেখি, দুটী দাঁত॥ ৯
আঁতটী শুখান দেখি দাঁত দুটী যায়।
বদনে মদন বসে, বিভা কর রায়॥ ১০
পরিহাসে ভাষে রাজা হাসে খল্ খল।
রাণীকে ডাকিয়ে রাজা বুঝান বিরল॥ ১১
সম্প্রতি সম্বন্ধ বাক্য শুন সীমন্তিনী।
অবিবাহ এত বড় তোমার ভগিনী॥ ১২
পাগল পাত্রের বুদ্ধে পাইল এতদূর।
বাড়া কি বলিব বৃদ্ধ শ্বশুর ঠাকুর॥ ১৩
রায় কর্ণসেনে বিভা দিব রঞ্জাবতী।
এতৎসম্বন্ধে যদি দেহ অনুমতি॥ ১৪
রাণী বলে কর্ত্তা বট নিতে পার মূল্য।
কিন্তু ঐ ভগিনী ভেয়ের প্রাণতুল্য॥ ১৫
কি করে কহিব নাথ! কর্ণসেন বুড়া।
রাজা বলে বুঝি যদি সেই বংশচূড়া॥ ১৬
সকল গুণের গুণী ধনী ধর্ম্মবান।
খুঁজিলে মিলিবে নাহি সেনের সমান॥ ১৭
বুড়া ব'লে কদাচ না ভেবে বলহীন।
শোকে তাপে কর্ণসেন হয়েছে মলিন॥ ১৮
বুড়া নয়, খানিক বয়সে বটে বাড়া!
তবু অন্য যুবক সম্মুখে হয় খাড়া॥ ১৯
আমি যে এমন বুড়া ঘাটিয়াছি কি।
হাসি মুখ হেঁট হ'ল বেণুরায়ের ঝি॥ ২০
কত রঙ্গ রহস্য বহিয়া গেল তায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥ ২১
রাজা বলে সুন্দরী বিশেষ শুন ভাষি।
পুত্র শোকে কর্ণসেন হল বনবাসী॥ ২২
আশ্বাস দিয়েছি তারে করে দিব নারী।
ইঙ্গিতে অনেক কন্যা আনাইতে পারি॥ ২৩

৩। ভানুমতী—গৌড়ের রাজার স্ত্রী। রঞ্জাবতী—ভানুমতীর ভগিনী।

৫। সুধান—জিজ্ঞাসা করেন। মহলে—গৃহে।

৬। বাড়াবে কেন পা—অপর স্ত্রীলোক হইলে এখানে আসিবে কেন?

১০। মদন বসে—তোমার মুখে যেন কন্দর্প বসিয়া রহিয়াছে।

১২। সীমন্তিনী—সুন্দরী।

১৩। পাইল—ঘটিল। বাড়া—অধিক।

১৫। নিতে পার মূল্য—বিবাহের পণস্থির করিতে পারেন।

১৯। তবু অন্য যুবক—অপর সাধারণ যুবালোকের কাছে তিনি দাঁড়াইতে পারেন,—অর্থাৎ সাধারণ যুবক অপেক্ষা হীনবল নহেন।

ঘাটিয়াছি কি—আমার বলের কি কিছু হ্রাস হইয়াছে? বেণুরায়ের ঝি—ভানুমতী।

রঙ্গার বয়স এই সেহ মহাকুল।
এই হেতু ভাবিয়াছি সব সুপ্রতুল ॥ ২৪
বিপদে ব্যাকুল হয়ে যে আসে শরণে।
প্রবল পৌরুষ পুণ্য তাহার পালনে ॥ ২৫
রাণী কন বুঝা গেল, শুনহ প্রাণেশ।
আমি শিরোধার্য্য করি তোমার আদেশ ॥ ২৬
প্রমাদ পাড়িবে পাত্র বুঝ অভিপ্রায়।
রাজা বলে কামরূপে পাঠাইব তায় ॥ ২৭
পরিণাম পারা যাবে বিভা হ'ক আগে।
রাণী বলে কর যে তোমার মনে লাগে ॥ ২৮
রাণীর আশ্বাসবাণী বুঝি নৃপমণি।
পরদিন প্রভাতে পাত্তরে ডেকে আনি ॥ ২৯
ভূপতি বলেন তায় শুন মন্ত্রিবর।
কাঁউর ভূপাল বলে হ'ল স্বতন্তর ॥ ৩০
প্রবল প্রতাপে যেয়ে বেন্ধে আন তায়।
রাজ-আজ্ঞা বন্দি পাত্র হইল বিদায় ॥ ৩১
কাঁউর মহলে পাত্রে দিল পাঠাইয়ে।
পাত্তর চলিল সেনা পাঁচ লক্ষ লয়ে ॥ ৩১
বার দিন পরে গেল ব্রহ্মপুত্র ধারে।
ধলরাজা ভূপতি ভবন যার পারে ॥ ৩৩
কামরূপ ওপারে এপারে দিল থানা।
ধলরাজ অরাতি উপরে দিতে হানা ॥ ৩৪
বিপক্ষ দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।
কুল কুল কুরব কমল কাণেকাণ ॥ ৩৫

২৪। সেহ মহাকুল—সেই কর্ণসেন মহাকুলীন।
২৭। প্রমাদ পাড়িবে—পাত্র মহামদ একথা শুনিলে বড় হাঙ্গাম বাধাইবে।
২৮। পরিণাম ইত্যাদি—শেষে যা হয় হবে, আগেত বিবাহ হইয়া যাক্।
৩০। স্বতন্তর—স্বাধীন।
৩২। কাঁউর-মহলে—কামরূপ রাজার গৃহে।
৩৪। দিল থানা—সৈন্যসমাবেশ করিল। অরাতি—শত্রু। দিতে হানা—আক্রমণ করিতে।
৩৫। কমল—জল। কুরব—ভয়ঙ্কর রব। কাণেকাণ—মুখে মুখে, ছাপে ছাপে। অর্থাৎ নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া নদীর মুখে মুখে জল হইল; তাহার ভয়ঙ্কর কুল কুল শব্দ হইতে লাগিল।

ঘোর রবে ঘুরুলী ঘুরিছে ঘন ঘন।
প্রমাদ পাড়িছে পুরে প্রলয়পবন ॥ ৩৬
তরঙ্গ দেখিয়া শঙ্কা ঘটে মহামদে।
মোকামে রহিল পাত্র ঠেকিয়া বিপদে ॥ ৩৭
রঙ্গার বিবাহে হেথা গৌড়ের ভূপতি।
আনায়ে বান্ধবগণে আনন্দিত-মতি ॥ ৩৮
হরষিত বেণুরায় রাজার শ্বশুর।
মোর কন্যা বিভা দিবে গৌড়ের ঠাকুর ॥ ৩৯
আপনি মন্থরা অতি আনন্দিতমনা।
রাজপুরে হুলাহুলি উল্লাস বাজনা ॥ ৪০
সখিগণ হরিষে হরিদ্রা দিল গায়।
সমাদরে কন্যা বরে ক্ষীরখণ্ড খায় ॥ ৪১
শুভদিনে বেণুরায় বসে অধিবাসে।
রঙ্গার বিবাহ গান ঘনরাম ভাষে ॥ ৪২

বিচিত্র চন্দ্রাতপ, টাঙ্গায়ে, ফেলে সপ,
প্রশস্ত পরম যতন।
কুটুম্ব বন্ধুগণে, আনায়ে নিমন্ত্রণে,
বসান বিচিত্র আসনে ॥ ৪৩
সুপদ্য বাজে বাদ্য, মাদল মুরজাদ্য,
মঙ্গল জয় হুলাহুলি।
নৃপতি-নিকেতনে, যতেক সখীগণে
মঙ্গল তণ্ডুল বিউলি ॥ ৪৪
জয় রঙ্গার বিবাহ উল্লাসে।—
সবিতা সম ছটা, সম্মুখে দ্বিজ ঘটা,
রায় বসিলা অধিবাসে ॥ ৪৫
আরোপি হেম ঘটে, প্রথমে পাণিপুটে,
পূজা প্রণামে কৈল তুষ্টি।
হেরম্ব দিনপতি, হরিহর হৈমবতী,
প্রজাপত্যাদি গ্রহ ষষ্ঠী ॥ ৪৬
ব্রাহ্মণে বেদ রটে, গন্ধাদি হেম ঘটে,
পরশ করি শেষ কালে।
শুভাধিবাসনমন্ত্র, বলিয়ে যত বস্তু,
ছোঁয়াল কন্যার কপালে ॥ ৪৭
মঙ্গল্য মহী আদি, প্রশস্ত যথাবিধি
সুশীলা ধান্য দূর্ব্বাদল।

৩৬। ঘুরুলী—জলের আবর্ত্ত বা পাক্। প্রমাদ পাড়িছে—ভয়ানক ঝড় হইতে লাগিল; তাহাতে মহামদের বিপদ উপস্থিত হইল।

কুসুম ঘৃত দধি, অক্ষিক যথাবিধি,
চন্দনাক্ত সিন্দুর কজ্জল ॥ ৪৮
সিদ্ধার্থ গোরোচনা, তাম্রাদি রূপাসোণা,
হরিদ্রা অলক্তক বাস।
দর্পণ সরষপে, চামর শুভদীপে,
করিলা মঙ্গল অধিবাস ॥ ৪৯
মঙ্গল দ্রব্য যত, বেদের বিধিমত,
ছোয়ায়ে থুল হেম থালে।
করে মঙ্গলসূত্র, বন্ধন করি মাত্র,
অপর রত্নঝারা ভালে ॥ ৫০
মঙ্গল নারীগণে, লইয়া নিকেতনে,
কন্যাসে কনকচন্দ্রিকা।
ভূরি সংকল্প নৃপ, পূজিল গণাধিপ,
গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা ॥ ৫১
বসুধারাদি সুখে, করিলা নান্দীমুখে,
তুষিলা ব্রাহ্মণ সবায়।
আদরে এই বিধি, যে কিছু মঙ্গলাদি,
করিল কর্ণসেন রায় ॥ ৫২
বুঝিয়া শুভ লগ্ন, আনন্দে হ'য়ে মগ্ন,
বরে করিলা পুরস্কার।
বসন নানা রত্নে, বরণ করি যত্নে,
করিতে নিল স্ত্রী আচার ॥
শ্রীরাম পদদন্দ, ভাবিয়া সদানন্দ,
ব্রাহ্মণ ঘনরাম গান।
রাজার বাঞ্ছা পূর্ণ, প্রভু করুন তূর্ণ,
নায়কে হ'য়ে কৃপাবান ॥ ৫৪

উল্লাস বাজনা বাজে আসন উপরে।
শশিমুখী সকলে বরিতে এল বরে ॥ ৫৫
কোন নব নাগরী লাবণ্য দেশ বই।
কপালে চন্দন দিয়ে পায়ে ঢালে দই ॥ ৫৬
কর ভঙ্গী করিয়ে কহিছে কত ভানে।
বরের বদন বিধুবরে ঢাকে পানে ॥ ৫৭
মুখে দিয়ে তাম্বুল সেমের সেকে গাল।
সাত বার বরিল ঘুরায়ে হেম থাল ॥ ৫৮

সাজাল সাতাশ কোটি সখীগণ লয়ে।
মঙ্গল আচার করে প্রদক্ষিণ হয়ে ॥ ৫৯
যতনে আনিল কন্যা রতন রঞ্জিতা।
চিত্রাসনে রত্নদীপ জ্বলে চারি ভিতা ॥ ৬০
দুহাতে ঘুরায়ে পান লাজে হেট-মুখী।
বসনে বরের মুখ ঢাকে সব সখী ॥ ৬১
বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে সাত বার।
দুজনে বদলে মালা পসারিয়া হাত ॥ ৬২
নিছিয়া ফেলিল পান উভ কর তুলি।
বরেরে ফেলিয়া মারে সগুড় চাউলি ॥ ৬৩
চারি চক্ষু চঞ্চল চাহিল কন্যাবরে।
কামিনী সকল তায় কত রস করে ॥ ৬৪
নারীর নাপান তান সদাই নূতন।
বিশেষ বিবাহবাদ্যে বাড়ে দশ গুণ ॥ ৬৫
মন্থরা জননী যত্নে আনিল ঔষধি।
রাণী ভানুমতী রাখে মায়েরে প্রবোধি ॥ ৬৬
কি কাজ ঔষধে আর ঐ একেশ্বরী।
ননদী সতীনী সতা কেহ নাই অরি ॥ ৬৭
এ বিষয়ে এসব ঔষধে অর্থ কি।
কোন পীড়া নাহি পাবে তব প্রিয়া ঝি ॥ ৬৮
নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা।
সহজে হ'বে বলি সোনায় সোহাগা ॥ ৬৯
এত বলি দূর করে ঔষধের ডালা।
খেদায় অসতী নারী ছাউনির বেলা ॥ ৭০
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গল ধ্বনি হুলাহুলি ময় ॥ ৭১
শুভক্ষণে কন্যা বরে করিয়ে ছাউনি।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর বাদ্য উঠে জয়ধ্বনি ॥ ৭২
নিকেতনে নিল কন্যা দিয়ে জলধারা।
মণ্ডপে প্রবেশে বর স্ত্রী-আচার সারা ॥ ৭৩

৫৪। তূর্ণ—শীঘ্র।
৫৫। বরিতে—বরণ করিতে।
৫৭। কর-ভঙ্গী—হস্তের ভঙ্গী।
৫৮। সেকে—উত্তাপ দেয়।

৬২। পসারিয়া—হস্ত প্রসারণ করিয়া; হাত বাড়াইয়া।
৬৫। নাপান তান—বিলাস ভাব।
৬৯। নারী হীন ইত্যাদি—কর্ণসেনের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, নারী বিনা সে বড় কষ্টে আছে, সুতরাং রঞ্জাবতীর অধিকতর আদর হইবে।
৭০। খেদায়—দূর করে।
৭৩। স্ত্রী-আচার সারা—স্ত্রী-আচার শেষ হইলে।

তবে রাজা আদরে আসন জল দিয়া।
সালঙ্কারা কন্যা, বরে দিল সমর্পিয়া ॥ ৭৪
দক্ষিণা যৌতুক দান দিল নানা ধন।
রাজা হ'ল অবসর তুষিয়া ব্রাহ্মণ ॥ ৭৫
সায় হ'ল সম্প্রদান লজ্জা ত্যজি দূর।
সেন দিল সীমন্তিনীর সিঁথায় সিন্দূর ॥ ৭৬
মাথায় বসন দিল, রতন মৌড়লা।
বেদের বিধানে বিপ্র বাঁধে গাঁটছলা ॥ ৭৭
যেন লক্ষ্মী নারায়ণ শচী পুরন্দর।
স্বয়ম্ভু সাবিত্রী কিবা ভবানী শঙ্কর ॥ ৭৮
বেদগান বিপ্রগণ করে উচ্চৈঃস্বরে।
সেইরূপ রঞ্জাবতী কর্ণসেন বরে ॥ ৭৯
লাজহোম করে দিল ঘৃতের আহুতি।
বরকন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী ॥ ৮০
সমাপন সব কর্ম্ম বেদ অনুসারে।
ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে ॥ ৮১
দ্বিজগণে তুষি ধনে নতবান রায়।
ব্রাহ্মণে আশীষ দিল বিভা হ'ল সায় ॥ ৮২
পতি-পুত্রবতী নারী ভূপতির দারা।
বর কন্যা নিল ঘরে দিয়ে বসুধারা ॥ ৮৩
বৈদিক লৌকিক কার্য্য সব করি সায়।
সেই রাত্রে রাজা তারে করিল বিদায় ॥ ৮৪
গৌড়পতি কন শুন কর্ণসেন ভাই।
আজ হ'তে তোমার বিশেষ ভাল চাই ॥ ৮৫
বিবাহ করেছ তুমি পাত্র অগোচরে।
কি জানি কুচক্রী আসি কতখান করে ॥ ৮৬
সত্বর সুযুক্তি তার শুনহ সম্প্রতি।
দক্ষিণ ময়নাভূমে করহ বসতি ॥ ৮৭
লালবন্দি বত্রিশ কাহন কর আঁটা।
হাতে হাতে কর্ণসেনে দিল পান পাটা ॥ ৮৮
জয়পতি মণ্ডলে দিল লিখন পরয়ানা।
রায় কর্ণসেনে যেন আমার তুলনা ॥ ৮৯
মুকেদে মহল তুলে দিব হাতা হাতি।
আজ হ'তে হ'লো সেন ময়নার পতি ॥ ৯০
পান পাটা বন্দি কিছু বলে কর্ণসেন।
নফরে নিঠুর নাথ না হও একক্ষণ ॥ ৯১
রাজা বলে দূর নহে যেবা যার বন্ধু।
দুই লক্ষ যোজন অন্তর দেখ ইন্দু ॥ ৯২
কেমন কুমুদ ফুটে চন্দ্র দরশনে।
সরোরুহ বিকশিত সূর্য্যের কিরণে ॥ ৯৩
মনে ভাব থাকিলে নয়ন কোণে ভাই।
তুমি বন্ধু বিশেষ রঞ্জার মুখ চাই ॥ ৯৪
শুনি কৃতাঞ্জলি রঞ্জা কন ধীরে ধীরে।
মহারাজ! বিস্মৃত না হবে অভাগীরে ॥ ৯৫
পিতা মাতা বৃদ্ধ বাসে, প্রবাসেতে ভাই।
যাঁরে সমর্পিয়া দিলে তাঁর সঙ্গে যাই ॥ ৯৬
কোন চিন্তা নাই রঞ্জা কন নৃপবর।
সকলি তোমার ভাল করিবে ঈশ্বর ॥ ৯৭
তোমার নফর আমি কর্ণসেন বলে।
রঞ্জাবতী লুটায়ে পড়িল পদতলে ॥ ৯৮
রাজা বলে রঞ্জাবতি কোন চিন্তা নাই।
তোমারে সদয় সদা হইবে গোঁসাই ॥ ৯৯
পিতার চরণে তবে হইল বিদায়।
মায়ে করি প্রণতি বুনের পড়ে পায় ॥ ১০০
যে দশায় বিবাহ, বিদায় যে দশায়।
বুঝিয়া বিস্মৃত কভু না হবে আমায় ॥ ১০১
রাণী কন বুন তুমি প্রাণের পুতলী।
কর্ত্তা ভগবান্ কিন্তু করিবে সকলি ॥ ১০২
প্রবোধিয়া বিদায় করিল মহারাণী।
কান্দিয়া কাতরা বড় মমতা জননী ॥ ১০৩
সাধের সাধনি মোর কোথায় যাও মা।
ভানুমতী প্রবোধিছে মায়ের ধ'রে পা ॥ ১০৪
ঘরে একেশ্বরী হবে স্বামী বালাভোলা।
ননদী সতিনী নাই বচনের জ্বালা ॥ ১০৫

৭৪। সালঙ্কারা—গহনায় ভূষিতা।

৮৬। কতখান করে—কত অনিষ্ট সংঘটন করে।

৮৯। যেন আমার তুলনা—আমার সমান জ্ঞান করিও।

৯০। মুকেদে মহল তুলে—খুব সচেষ্টিত হয়ে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। হাতাহাতি—শীঘ্র।

৯১। একক্ষণ—এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিষ্ঠুর হইও না; সদাই অনুগ্রহ দৃষ্টি রাখিবেন।

১০০। বুনের—ভানুমতীর।

১০৫। বালাভোলা—বৃদ্ধ।

কোন দুঃখ কদাচ কখন নাহি পাবে।
গৌরবে গরবে গোঁসাইবে প্রীতিভাবে ॥ ১০৬
ধন পুত্রবতী হবে রাজ্যের ঈশ্বরী।
মন্থরা বলেন বাছা ঐ বাঞ্ছা করি ॥ ১০৭
এত বলি প্রবোধিয়া করিলা বিদায়।
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ১০৮
নানা ধনে বিদায় করিলা প্রিয় ভাষি।
মালিকী কল্যাণী সঙ্গে দিল দুই দাসী ॥ ১০৯
নাগারা নিশান বাদ্য বেড়ে সৈন্যগণে।
বর-কন্যা চলে দিব্য দোলা আরোহণে ॥ ১১০
তরণী সরণী সুখে সেবি শশিচূড়।
পার হ'ল পদ্মাবতী পশ্চাতে রহে গৌড় ॥ ১১১
অবিলম্বে যায় রায় দক্ষিণ অবনী।
শীতলপুরে সত্বরে পাইল সুরধূনী ॥ ১১২
স্নান পূজা তর্পণ তরণী অর্থ দান।
গঙ্গাজলে করিলা যতেক দান ধ্যান ॥ ১১৩
গোলাহাট, জামতি, জলন্দ, তারাদীঘী।
পিঠে রাখি নাগরাধ্বনি উঠে ডিগিডিগি ॥ ১১৪
কত কব যত গ্রাম থাকে ডানি বামে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট মোকামে মোকামে ॥ ১১৫
থাকিতে প্রহর নিশা চলিলা সত্বর।
দুই দণ্ড দিবায় দাখিল দামোদর ॥ ১১৬
স্নান পূজা করি পুনঃ করিলা গমন।
উড়ের গড় এড়াল আমিলা উচালন ॥ ১১৭
পার হয়ে দ্বারিকেশ্বর দিবা দুই যামে।
ময়নাসমীপে এল মোকামে মোকামে ॥ ১১৮
জয়পতি মণ্ডলাদি শুনে শুভক্ষণে।
আদরেতে আগু হয়ে নিল কর্ণসেনে ॥ ১১৯
সানন্দে বন্দিল পেয়ে নৃপতির পাতি।
সমাদরে কর্ণসেনে করিলা প্রণতি ॥ ১২০
হাতাহাতি হুকুমে হইল গড় বাড়ী।
প্রজাগণ প্রণামি দিলেক বহু কড়ি ॥ ১২১
পুষ্প মালা চন্দন চর্চ্চিত দূর্ব্বা ধান।
দ্বিজগণ লয়ে গেল দিতে আশীর্ব্বাদ ॥ ১২২

ভক্তিযুক্ত প্রণতি করিল রায় রাণী।
সবে দিল আশীষ উচ্চহাস বেদধ্বনি ॥ ১২৩
আসন করিয়া গড়ে গাড়াইল বাঁশ।
বসিল অনেক প্রজা করিয়া আশ্বাস ॥ ১২৪
অভিলাষ অনেক বাড়িছে কতমতি।
নিতি নব লাবণ্য করেন রঞ্জাবতী ॥ ১২৫
পরম পীরিতে দোঁহে রহিলা কৌতুকে।
পাত্র হেথা রহিয়াছে কামরূপ-মুখে ॥ ১২৬
অনেক দিবস নদে নাহি টুটে জল।
উঠে এল মহাপাত্র ভাবি অমঙ্গল ॥ ১২৭
রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি ॥ ১২৮
রাজার দক্ষিণে বসি নোয়াইল মাথা।
রাজা বলে কহ পাত্র কাঁউরের কথা ॥ ১২৯
পাত্র বলে কি আর জিজ্ঞাসা কর ভূপ।
ব্রহ্মপুত্র হৈল সিন্ধু, লঙ্কা কামরূপ ॥ ১৩০
আট মাস অবধি আড়ায় উঠে ফেন।
তিন তাল তরঙ্গ না টুটে একক্ষণ ॥ ৩১
অতেব এসেছি উঠে, টুটে যা'ক নদ।
তবে লুটে ইঙ্গিতে আনিবে মহামদ ॥ ১৩২
এত শুনি মহারাজ মনে মনে হাসে।
মহাপাত্র বিদায় হইল নিজবাসে ॥ ১৩৩
হরিষে প্রবেশে পাত্র আপনার পুর।
বৃদ্ধ রায় রাণীর সন্তাপ হল দূর ॥ ১৩৪

১০৯। প্রিয় ভাষি—প্রিয় বাক্য বলিয়া।
১১১। তরণী—নৌকা। সরণী—পথ। শশিচূড়—মহাদেব।
১১৪। পিঠে রাখি—পশ্চাতে রাখি।
১১৭। এড়াল—দূরে রাখিল।

১২৩। রায় রাণী—কর্ণসেন এবং রঞ্জাবতী। আশীষ—আশীর্ব্বাদ।
১২৫। কতমতি—কত রকম।
১২৬। কামরূপ-মুখে—কামরূপের সম্মুখে।
১২৭। টুটে—হ্রাস হয়।
১২৮। তড়বড়ি—শীঘ্র। পাত্র রাজসভা প্রবেশ করিবা মাত্র হিন্দুর প্রণাম ও মুসলমানের সেলামের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। হুড়াহুড়ি—গোলমাল।
১৩০। ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি—পাত্র বলিল, ব্রহ্মপুত্র নদ সাগর তুল্য দুষ্পার হইল,—কামরূপ লঙ্কার ন্যায় দ্বীপ হইল—সুতরাং আমি আসিয়
১৩১। আড়ায়—নদী তটে। ফেন—ফেনা।

ঘরের বারতা পাত্র জিজ্ঞাসিল আগে।
রঞ্জাবতী ভগ্নী বলি ডাকেন সোহাগে॥ ১৩৫
ক্ষণে ক্ষণে সেখানে মনের হতো তাপ।
আইবড় ভগিনী ভবনে বৃদ্ধ বাপ॥ ১৩৬
সদাই ভাবনা বিধি কতখান করে।
মনস্তাপে মহিম রাখিয়া আসি ঘরে॥ ১৩৭
জীবন জুড়াল দেখি জননী জনকে।
বুনের বিবাহ আমি দিব দুই একে॥ ১৩৮
রঞ্জার বিবাহ, ভয়ে কেহ নাহি বলে।
শুনিলে সহসা পাত্র কোপে পাছে জ্বলে॥ ১৩৯
বৃদ্ধা রাণী বলে বাছা ছিলে নাই ঘরে।
রাজা বিভা দিল তার কর্ণসেন বরে॥ ১৪০
দক্ষিণ ময়না কোথা সেথা করে বাস।
শুনি হেঁট মুখে পাত্র ছাড়িল নিশ্বাস॥ ১৪১
হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠি বলে হায় হায়।
এ তাপ বাপের পুত্রে সহা নাহি যায়॥ ১৪২
মাথায় উঠেছে গিয়া চরণের জুতা।
কার বুদ্ধে বাবা এত পেয়েছ লঘুতা॥ ১৪৩
রাজা সে রাজ্যের কর্ত্তা, জ্ঞেতের সে কে?
বৃদ্ধ হ'লে বুদ্ধি নাশে ভয়ে ভুলে সে॥ ১৪৪
ভাল মোর কপালে কলঙ্ক লেখা ছিল।
প্রিয় ভগ্নী রঞ্জাবতী আজ হ'তে মলো॥ ১৪৫
দৈবকী হইলা রঞ্জা, উগ্রসেন তুমি।
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি॥ ১৪৬
এত বলি মহাপাত্র মুচড়িছে দাড়ি।
রায় কর্ণসেনে বড় বেড়ে গেল আড়ি॥ ১৪৭
বাপ বেণুরায় বৃদ্ধ কিছুই না কয়।
কুষ্টমতি দুষ্ট বেটা নাহি ধর্ম্ম ভয়॥ ১৪৮
এইরূপে রহে পাত্র আপনার বাসে।
রঞ্জার প্রসঙ্গ পুনঃ ঘনরাম ভাষে॥ ১৪৯

পড়িয়া পতির পায়, কাঁদে রঞ্জা উভরায়,
মায়ের লাগিয়া হিয়া ফাটে।
এ বড় মনের তাপ, বিভা দিয়া বৃদ্ধ বাপ,
বিদায় করিয়া দিল বাটে॥ ১৫০
তত্ত্ব না করিল পুনঃ, কেন এত নিদারুণ,
কিবা কোন ঘটেছে দুর্গতি।
খাইতে শুইতে নিত্য, বসিতে উঠিতে চিত্ত,
উচাটন আছে দিবা রাতি॥ ১৫১
কামরূপ গেল দাদা, না শুনি নিষেধ বাধা,
বিধাতা বা কি করিল তাঁর।
কিবা অপরাধ হ'ল, অভিমানে নাহি এল,
নাথ যেয়ে জান সমাচার॥ ১৫২
তবে সে পরাণ বাঁচে, তোমা বিনা কেবা আছে,
কার কাছে কব এই কথা।
রাজা বলে শুন রাণি, রাখিলে তোমার বাণী
পরিণামে মনে পাবে ব্যথা॥ ১৫৩
অবলা অবোধ প্রাণে, বলিছে মায়ের টানে,
মেয়ের মনের নাই ক্ষমা।
তত্ত্ব না করিলে হেলে, বিনা নিমন্ত্রণে গেলে,
বাক্‌শেলে বধিবে অধমা॥ ১৫৪
পাত্রের চরিত্র জানি, সে কারণ নৃপমণি,
তখনি বিদায় দিল করি।
শুনিয়া স্বামীর বাণী, ব্যাকুলী করিয়া রাণী,
পুনরপি কন পায়ে ধরি॥ ১৫৫
যত অভিমান থাকে, পাসরি পত্নীর পাকে,
তুমি তারে না হও নিদয়।
সুব্যঞ্জন ঝোল ঝালে, কুটুম্বিতা হাসাহোলে
পরকালে কেহ কার নয়॥ ১৫৬

১৩৭। কতখান করে—ঈশ্বর কি রকম বিপদ্ ঘটায়।

১৩৮। দুই একে—দুই এক দিন মধ্যে।

১৪৪। রাজা সে ইত্যাদি—রাজা রাজ্যের কর্ত্তা—তিনি স্বরাজ্যের শাসনকর্ত্তা বটেন, কিন্তু জ্ঞাতিকুলের তিনি কর্ত্তা নহেন। তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, বুদ্ধির লোপ হইয়াছে—তাই রাজভয়ে ভীত হইয়া এ কর্ম করিয়াছ।

১৫০। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে। বাটে—পথে।

১৫৪। হেলে—হেলা অর্থাৎ তাচ্ছিল্য করিয়া।

১৫৬। পাসরি পত্নীর পাকে—পত্নীর জন্য সমস্ত অভিমান ত্যাগ কর। হাসাহোলে—আমোদ আহ্লাদে। পরকালে কাহার সঙ্গে কাহারও সম্বন্ধ নাই, জীবদ্দশায় সকলের সঙ্গে কুটুম্বিতা পান আহারাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া লও।

বিষম নারীর দায়, এড়াতে না পারি রায়,
যা। করে গৌড়ের সহর
নমস্কারি নানানিধি, ভেট দ্রব্য যথাবিধি,
ল'য়ে সঙ্গে চলিলা সত্বর ॥ ১৫৭
মোকামে মোকামে গিয়া, গৌড়পুর প্রবেশিয়া,
প্রবেশ করিল রাজধান।
বার ভুঁয়া ষোল পাত্র জ্ঞাতি বন্ধু বেড়ে মাত্র
গৌড়পতি শুনেন পুরাণ ॥ ১৫৮
নারদ কহেন কংসে, তোমার ভগিনী বংসে,
বসুদেব রেখেছে গোকুলে।
তোমারে করিতে ধ্বংস, শুনি নিদারুণ কংস,
কুপিয়ে বসুর ধরে চুলে ॥ ১৫৯
কেবল রাখিল প্রাণ, কত কৈল অপমান,
পুরাণ রাখিল সেই স্থানে।
হেন কালে গেল রায়, কবিরত্ন রস গায়,
কীর্ত্তিচন্দ্র রাজার কল্যাণে ॥ ১৬০

রাজা বলে এস এস কর্ণসেন ভাই।
সখা সঙ্গে সাক্ষাৎ অনেক ভাগ্যে পাই ॥ ১৬১
প্রণতি করিয়া তবে কর্ণসেন ভাষে।
কৃপায় যা বল তুমি অনুগত দাসে ॥ ১৬২
সম্ভাষ করিতে পাত্রে রহে অধোমুখে।
সমাদরে বসে সেন রাজার সম্মুখে ॥ ১৬৩
সাদরে সকল ভেট রাখে সারি সারি।
পাত্র বলে আর ত সহিতে আমি নারি ॥ ১৬৪
দূর করি দেশ হতে করি অপমান।
মন্ত্রণা ভাবিয়া ভূপে প্রকারে বুঝান ॥ ১৬৫
আপনি অবনিপতি ঈশ্বরের অংশ।
কিন্তু যে করেছ ধর্ম্ম সব হ'ল ধ্বংস ॥ ১৬৬
পুন্নাম নরক মাঝে হবে যার বাস।
হেন জনে একাসনে করিলা সম্ভাষ ॥ ১৬৭
কি কহিব মহারাজ কহিতে পাতক।
উচিত কহিতে পাছে মোরে বল ঠক ॥ ১৬৮
যার মুখ হেরিলে অশেষ পুণ্য হরে।
তারে তুমি সম্মুখে বসাও সমাদরে ॥ ১৬৯

বন্ধ্যা যার রমণী আপনি আঁটকুড়া।
এজনে আদর এত নৃপতির চূড়া ॥ ১৭০
গৌড়পতি বলে ওহে ইহা কেবা জানে।
শুনি সেন অধোমুখে রহে অভিমানে ॥ ১৭১
এসো কিংবা বস রায় কিছুনাহি বলে।
অন্তঃপুরে নৃপতি আপনি গেল চলে ॥ ১৭২
সবাই বিদায় হ'ল আপনার বাস।
অপমানে উঠে রায় ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥ ১৭৩
ছল ছল নয়ন বয়ানে নাহি রা।
বাক্‌শেলে বিদীর্ণ হইল সর্ব্ব গা ॥ ১৭৪
অবোধ মেয়ের বুদ্ধে হল এতদূর।
কত দিনে পাইল আসি আপনার পুর ॥ ১৭৫
চরণ ধোয়াতে রঞ্জা লয়ে এল জল।
স্বামীর মলিন দেখে বদন কমল ॥ ১৭৬
ছল ছল নয়ন নিরখি হিয়া ফাটে।
রায় বলে তোর বুদ্ধে যা ছিল ললাটে ॥ ১৭৭
করপুটে কন রাণী করিয়া ব্যাকুলি।
মা বাপের বার্ত্তা থাক্ শুনিব সকলি ॥ ১৭৮
আগে কহ কি হেতু তোমার ভার মুখ।
বল নাথ বিলম্বে বিদরে মোর বুক ॥ ১৭৯
রায় বলে অভাগী অদৃষ্ট মোর ফাটা।
ভাই তোর সভাতে করেছে মাথা কাটা ॥ ১৮০
মোরে আঁটকুড়া বলে তোরে বলে বন্ধ্যা।
পাপ বাড়ে বদন দেখিলে তিন সন্ধ্যা ॥ ১৮১
রাজার আদর আগে ঘাটে নাই কিছু।
কু-মন্ত্রী মামুদা মন ভাঙ্গাইল পিছু ॥ ১৮২
কিছু হ'ক আজ হতে ঘুচিল মমতা।
শুনে রঞ্জাবতী বলে মোর ঐ কথা ॥ ১৮৩
আজ হ'তে ও পথে আপনি দিনু কাঁটা।
সোদর বচন বুকে রাজে যেন ষাঠা ॥ ১৮৪
কখন বিধাতা যদি মুখ তুলি চান।
তবে পাসরিব নাথ যত অপমান ॥ ১৮৫

১৫৭। ভেট দ্রব্য—উপঢৌকনের জিনিস।

১৬৬। কিন্তু যে ইত্যাদি—আপনি ঈশ্বরের অংশ বটে, কিন্তু এখন আপনার পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্ম সব নষ্ট হইতেছে।

১৭০। বন্ধ্যা—সন্তানবিহীনা, বাঁজা।

১৭৪। বয়ানে নাহি রা—মুখে কথা নাই।

১৮২। ঘাটে নাই—কমে নাই। মামুদা—মহামদ পুত্র। মন ভাঙ্গাইল পিছু—পরে দুষ্ট মহম্মদের কথায় রাজা আমার উপর অসন্তুষ্ট হইল।

১৮৪। ষাঠা—লাঠি, অস্ত্রবিশেষ।

পুণ্যবান্ সঙ্গীর করেছ তুমি সুখে।
এ শেল রহিল মাত্র অভাগীর বুকে ॥ ১৮৬
মনস্তাপ পেলে নাথ অভাগী কারণে।
অবোধ দাসীর দোষ ক্ষমা দিবে মনে ॥ ১৮৭
শশিমুখী সান্ত্বনা করিল পায়ে ধরি।
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবিয়ে শ্রীহরি ॥ ১৮৮
ভ্রাতার বচনবাণে বিদরিল বুক।
খেতে শুতে বসিতে উঠিতে নাই সুখ ॥ ১৮৯
সম্পদ সম্মান সুখ সংসারের মো।
সকল বিফল দেখি কোলে নাই পো ॥ ১৯০
সদাই সন্তাপ মনে সন্ততির লাগি।
আর কি বিধাতা নাম ঘুচাবে অভাগী ॥ ১৯১
সমান বয়স কার কেহ বাড়া টুটা।
সবা সনে সদাই এ কথা ভানা কুটা ॥ ১৯২
প্রবোধে প্রবীণা যত পরিতোষ বোলে।
কুলের কমল-কলি বাছা পাবে কোলে ॥ ১৯৩
তোমা হতে বিস্তর বয়স যার বাড়া।
ছয়মাস গর্ভিণী হ'ল সেহ ছিল বাঁড়া ॥ ১৯৪
ওগো মা তোমার বাছা খেলাতে গিয়েছে।
না হয় ঔষধ কত প্রতিকার আছে ॥ ১৯৫
কত গুণী গুর্ব্বিণী করিল কতখান।
মাসে মাসে যব অপত্য আশে খান ॥ ১৯৬
শিবার্চ্চনা শান্তি কত ব্রত উপবাসে।
কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে ॥ ১৯৭
ষষ্ঠী দেবী পূজি রামা বর মাগে কেন্দে।
পুত্র হ'লে চিত্র করি তলা দিব বেন্ধে ॥ ১৯৮
কত ঠাঁই বাচা বান্ধে করিয়া মানন।
হবে কিনা জানিতে জানের বাড়ি যান ॥ ১৯৯
ভাল পেয়ে দৈবজ্ঞ দেখান ডেকে হাত।
কত পিঁড়া উঠানে মেয়ের পড়ে যাত ॥ ২০০
দৈববাণী শাস্ত্রমত বুঝিয়া বিশেষ।
কেহ বলে হবে পুত্র পাবে বড় ক্লেশ ॥ ২০১
কেহ বলে উচিত বলিতে কিবা মো।
ম'লে যে জীবন পাও, তবে পাও পো ॥ ২০২

বিস্ময় বাড়িল মনে ভাবে পাঁচ সাত।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আসি ঘটে অকস্মাৎ ॥ ২০৩
উসৎপুরে সুখদত্ত বারুই নন্দন।
করিছে ধর্ম্মের পূজা মজাইয়া মন ॥ ২০৪
গাজন লইয়া এল ময়না-মণ্ডলে।
শিরে ধর্ম্ম পাদুকা সোণার চতুর্দ্দোলে ॥ ২০৫
কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে।
আনন্দে অবধি নাই ময়না ভুবনে। ২০৬
ঢাক ঢোল শিঙ্গা কাড়া একাকারময়।
আনন্দ আবেশে সবে বলে ধর্ম্মজয় ॥ ২০৭
ধর্ম্মজয় ধ্বনি বাণী শুনি অন্তঃপুরে।
পাইল সন্তোষ মনে সন্তাপ গেল দূরে ॥ ২০৮
কি শুনি মঙ্গলধ্বনি মহারাণী কন।
বলিতে বলিতে পুরে প্রবেশে গাজন ॥ ২০৯
রাজার মনের বাঞ্ছা সিদ্ধ হ'ক বলি।
বেত্র হাতে নাচে গায় উভ হাত তুলি ॥ ২১০
কুতুহল রঞ্জারাণী শুনি এত রোল।
রায় কর্ণসেন আদি আনন্দে বিভোল ॥ ২১১
হর্ষ হ'য়ে হেমথালে হীরামনি হেমে।
ভিক্ষা লয়ে এল রঞ্জা পুলকিত প্রেমে ॥ ২১২
রাখিয়া প্রণতি করি দাঁড়াল সম্মুখে।
গলায় লম্বিত বাস জোড়হাত বুকে ॥ ২১৩
স্তুতিবাণী বয়ানে নয়নে বহে ধারা।
পণ্ডিত বলেন ধন্য ভূপতির দারা ॥ ২১৪
প্রভু পূর্ণ করুন তোমার মনস্কাম।
করপুটে রহে রঞ্জা করিয়া প্রণাম ॥ ২১৫
আমা সম সংসারে নাহিক অভাগিনী।
বিদীর্ণ করেছে বুক সোদরের বাণী ॥ ২১৬
বয়স বছর বার, বন্ধ্যা বলি ফেলে।
প্রাণনাথে সভায় বিন্ধেছে বাক্‌শেলে ॥ ২১৭
সেই অগ্নি উঠে নিত্য অন্ন নাহি রুচে।
কাণা খোঁড়া পুত্র হ'ক তবু দুঃখ ঘুচে ॥ ২১৮
এত শুনি কন তবে পণ্ডিত রমাই।
দেবতা আশ্রয় বিনা মনে প্রীতি নাই ॥ ২১৯
রায় বলে পূর্ণ কর মনের বাসনা।
কৃপা করি করাও আপনি উপাসনা ॥ ২২০

১৯০। মো—মোহ। পো—পুত্র।
১৯২। ভানা-কুটা—কথার চালাচা[illegible]; গল্প।
১৯৪। সেহ—সেই রমণী। "হ" [illegible]র।
১৯৯। জানের—গণৎকারের
২০০। যাত—দল।

২১০। উভ হাত—উভয় অর্থাৎ দুই হাত।
২১২। হেমথাল—সোণার থালা।

ভক্তি বুঝি গ্রহণ করাল মহামন্ত্র।
পূজা জপ যতনে জানাল যত তন্ত্র ॥ ২২১
হরি গুরু চরণ সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২২২
উপদেশ বিশেষ বলিল বার তিন।
যে বিধানে পূজিলে প্রসন্ন হয় দিন ॥ ২২৩
ধর্ম্মের মন্দির আগে তুলিবে সহরে।
এইরূপে গাজন করিবে সমাদরে ॥ ২২৪
যত আয়োজন বিধি এই রূপ ঘট।
বিশাষয় বিশেষ গড়াবে শাল কাঁটা ॥ ২২৫
সংঘাত সাজিয়া সব দ্বারিকেশ্বর বেয়ে।
করিবে ধর্ম্মের পূজা চাঁপায়েতে যেয়ে ॥ ২২৬
কঠিন কঠোর সেবা করিবে অনেক।
তবু যদি ঠাকুর না হয় পরত্যক্ষ ॥ ২২৭
কোন চিন্তা নাই বাছা হ'য়ে অকাতর।
ধর্ম্মের উদ্দেশে তুমি শালে দিবে ভর ॥ ২২৮
তপস্যায় তনু যদি ত্যজ শাল বাণে।
দেবের দেবতা বাছা দেখিবে নয়নে ॥ ২২৯
রাণী বলে তনু যদি ত্যজি শালভরে।
নয়নে দেখিবে কেবা, কিবা কাজ বরে ॥ ২৩০
পণ্ডিত বলেন ত্যজ ও ভয় ভাবনা।
মরিলে জীয়াবে ধর্ম্ম পুরিবে বাসনা ॥ ২৩১
পুত্র কাটি হরিশ্চন্দ্র পূজিল সেকালে।
পুত্র মাংস জননী রান্ধিল ঝোলে ঝালে ॥ ২৩২
কোলে পেয়ে সেই পুত্র হয়ে কুতুহলী।
যেরূপ ফলিল দশা কহিল সকলি ॥ ২৩৩
অতঃপর ধর্ম্ম পূজি হবে পুত্রবতী।
পুনরপি কহে রঞ্জা করিয়া প্রণতি ॥ ২৩৪
তুমি মোর গোঁসাই সাক্ষাৎ রূপ ধর্ম্ম।
তোমা বিনা অধিক কি আছে মোর কর্ম্ম ॥ ২৩৫
পণ্ডিত বলেন হব সম্প্রতি বিদায়।
ভাল আমি আসিব, আনাবে যবে রায় ॥ ২৩৬
সামুলা আসিবে সঙ্গে আনন্দে অবধি।
পরমার্থ সম্বন্ধে তোমার হ'ল দিদি ॥ ২৩৭

শুনি আনন্দিত রাণী বন্দিল চরণ।
বিদায় হইয়া গুরু লইয়া গাজন ॥ ২৩৮
শুনিয়া সকল লোক হল হরষিত।
রাণীরে করিল কৃপা রমাই পণ্ডিত ॥ ২৩৯
বৃদ্ধ রায় রাণীর হইল মন স্থির।
নানা ধনে তুলে দিল ধর্ম্মের মন্দির ॥ ২৪০
তবে রায় সাদরে আনা'ল রাজপুরে।
সামুলা সহিত গুরু পণ্ডিত ঠাকুরে ॥ ২৪১
রাজা রাণী আসি দোঁহে করিল প্রণাম।
আশীষ করিল গুরু পূর্ণ মনস্কাম ॥ ২৪২
শুভ কর্ম্ম বিফল বিলম্বে কিবা কাজ।
গাজন আরম্ভ কর পূজি ধর্ম্মরাজ ॥ ২৪৩
পূজহ বলক্ষপক্ষে চতুর্থী অক্ষয়া।
আরম্ভিল গাজন ধর্ম্মের ঘরে গিয়া ॥ ২৪৪
জয়পতি মণ্ডল আদি যত প্রজাগণে।
সবাই সত্বর হল ধর্ম্মের গাজনে ॥ ২৪৫
রাণীর বাসনা পূর্ণ করিবে গোঁসাই।
এত ভাবি আনন্দে অবধি কিছু নাই ॥ ২৪৬
বসন ভূষণ গুয়া মনআপ মালা।
সবাই জোগান রঞ্জা বরণের ডালা ॥ ২৪৭
প্রধান পণ্ডিত আর ভকত সন্ন্যাসী।
বিধিমতে বরণ করয়ে রঞ্জাদাসী ॥ ২৪৮
সঙ্কল্প করিল রামা হয়ে পুত্রকামা।
ভক্তগণ সঙ্গে পূজে ভূপতির রামা ॥ ২৪৯
আরম্ভিলা মহাপূজা করি পরিপাটি।
সত্বরে সাজাল ষোল সন্ন্যাসীর কাটি ॥ ২৫০
অতঃপর পণ্ডিত গোঁসাই দিল ত্বরা।
পূজা আয়োজন যত নায়ে নিল ভরা ॥ ২৫১
বিদায় হইয়া এস রাজার সাক্ষাতে।
মহাস্থান চাঁপায়ে ধর্ম্মের পূজা দিতে ॥ ২৫২
এত শুনি স্বামীর সাক্ষাতে রাণী বলে।
চাঁপায়ে সেবিব ধর্ম্ম তুমি আজ্ঞা দিলে ॥ ২৫৩
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি সায় নাহি দিলে।
প্রসন্ন না হবে প্রভু সহস্র পূজিলে ॥ ২৫৪
শুনিয়া ভূপতি তারে নাহি দেয় সায়।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২৫৫

২২৪। গাজন—দেবের উদ্দেশে উৎসব।
২২৫। বিশাষয়—একশত কুড়ি।
২২৬। দ্বারিকেশ্বর বেয়ে—দ্বারিকেশ্বর নদী বাহিয়া। সংঘাত সাজিয়া—উৎসবার্থ দলবদ্ধ হইয়া।
২২৭। পরত্যক্ষ—প্রত্যক্ষ।
২৪০। তুলে দিল—নির্ম্মাণ করিল।
২৪৩। বলক্ষপক্ষে—শুক্লপক্ষে।
২৪৭। মনআপ—সুন্দর।

সদায় হবে প্রভু নায়কের প্রতি।
এতদূরে পালা সাঙ্গ হইল সম্প্রতি ॥ ২৫৬

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

হরিশ্চন্দ্র পালা।

রায় কর্ণসেনে পুন বলে রঞ্জাবতী।
পায়ে পড়ি প্রাণনাথ দেহ অনুমতি। ১
যুগপতি চাঁপায়ে করিবে আরাধনা।
তবে পূর্ণ হবে নাথ মনের বাসনা ॥২
বা'র হবে বুকের বিষম বাকুশেল।
সোদর বচনে মোর পেটে হ'ল বেল ॥৩
রাজা কন বুঝ না অবোধ তুমি রাণি।
কোন্ বুদ্ধে বল বাড়া বিপরীত বাণী ॥ ৪
বিধাতা ফকির মোরে করেছিল প্রায়।
পুনরপি মায়াজালে তুমি হ'লে তায় ॥ ৫
কার মনে ছিল আর সংসার বাসনা।
ঘটায়ে দারুণ বিধি করে বিড়ম্বনা ॥ ৬
অবলা হইয়া কেন অসম্ভব ভাষ।
দুর্গম চাঁপাই যেতে লাজ নাই বাস ॥ ৭
সহজে অবলা জাতি তায় তুমি চোটো।
অরি হয় নারীর পথের কাঁটাকুটো ॥ ৮
পা'দুটী ধরিয়া পুন রঞ্জাবতী কয়।
ধর্ম্মপথে দাঁড়ালে সংসারে কারে ভয় ॥৯
সংযাত সকল সঙ্গে পণ্ডিত গোঁসাই।
চাঁপায়ে সেবিলে সিদ্ধ, কোন চিন্তা নাই ॥ ১০
পুত্র বিনা গৃহ যেন পদ্মপত্রে জল।
জলবিম্ব যেন নাথ জীবন চঞ্চল ॥ ১১
প্রাণ গেলে, প্রথম বাসরে অনাহার।
রাজা লয় যে কিছু সম্পত্তি থাকে তার ॥ ১২
হাহাকার করে তার পিতৃলোকগণ।
পুত্র বিনা পিণ্ডদান প্রধান তর্পণ ॥ ১৩
জীবন বিফল যার পুত্র নাই রায়।
আঁটকুড়া লোকে বলে মুখ নাহি চায় ॥ ১৪
সংসার সম্পদ্ সুখ সকল বিফল।
শুনি কর্ণসেন বলে সব কর্ম্মফল ॥ ১৫
হরি ভজ তরিবে তরাবে পিতৃলোকে।
বিপরীত বুদ্ধি রামা কেবা দিল তোকে ॥ ১৬
ধর্ম্মপূজি কেবা কোথা পুত্র পাইল কোলে।
একথা প্রত্যয় তুমি কর কার বোলে ॥ ১৭
বিধাতার জ্ঞানগম্য নহে যেই ধর্ম্ম।
নির্গুণ নিদান নিত্য নিরাকার ব্রহ্ম ॥ ১৮
অনাদি অনন্ত সে দেবের দুরারাধ্য।
ধর্ম্মমনা হ'তে নাকি মনুষ্যের সাধ্য ॥ ১৯
চাঁপায়ে সেবিতে যাবে হেন গায়াধর।
লোক মুখে শুনি তুমি শালে দিবে ভর ॥ ২০
বর কে মাগিবে বল যদি ত্যজ প্রাণ।
রঞ্জাবতী বলে নাথ কর অবধান ॥ ২১
ধর্ম্মের উদ্দেশে নাথ যদি যায় প্রাণ।
বাঁচায়ে পুরাবে বাঞ্ছা প্রভু ভগবান্ ॥ ২২
ইহার প্রমাণ প্রভু রাজা লঙ্কেশ্বর।
মাথা কেটে তপস্যা করিল অকাতর ॥ ২৩
বর পেয়ে জিনে সেই ইন্দ্র আদি দেবে।
কোন কর্ম্ম অসাধ্য ঈশ্বরে যদি সেবে ॥ ২৪
অপরঞ্চ অখিলে হয়েছে হর্ষমনা।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ মহিষী মদনা ॥ ২৫
ধর্ম্মপূজা দিল রাজা ছিল আঁটকুড়া।
লুহিশ্চন্দ্র পুত্র যার হ'ল বংশ চূড়া ॥ ২৬
যে পুত্র আপন হস্তে কাটিল রাজন্।
মা হ'য়ে পুত্রের মাংস করিল রন্ধন ॥ ২৭
ব্রহ্ম সনাতন ধর্ম্ম বুঝি ভক্তিবল।
সেই পুত্র দিল দান ভকতবৎসল ॥ ২৮
শুনি কর্ণসেন তবে কন ভক্তিরসে।
আপনি কাটিল পুত্র কেমন সাহসে ॥ ২৯
কোন্ ভক্তি সেবায় সদয় যুগপতি।
শুনিলে সন্দেহ ঘুচে দিব অনুমতি ॥ ৩০
তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন ॥ ৩১

২। যুগপতি—ঈশ্বর।
৩। বা'র—বাহির।
৪। বাড়া—অধিক।
৭। লাজ নাহি বাস—লজ্জা করে
৮। চোটো—নবযুবতী।
১২। প্রাণ গেলে—মৃত্যু হইলে
২৫। অখিলে—পৃথিবীতে।

নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥ ৩২

ধর্ম্ম ইতিহাস মতে, রঞ্জাবতী যোড় হাতে,
প্রাণনাথে করে নিবেদন।
নারী সঙ্গে নরপতি, কাননে ভ্রমণে নিতি
দুঃখমতি পুত্রের কারণ ॥ ৩৩
একদিন দৈবাধীন, প্রসন্ন হইল দিন,
প্রবেশে বল্লকা নদীতীরে।
বধূগণ লয়ে সঙ্গে, সেবিছে সংঘাত রঙ্গে,
শ্রীধর্ম্ম পাদুকা লয়ে শিরে ॥ ৩৪
দেখিয়া প্রণতি স্তুতি, নত হ'য়ে নরপতি,
তুষ্টমতি যত তপস্বিনী।
ধর্ম্মপূজা উপদেশ, দিয়া খণ্ডাইল ক্লেশ,
বিশেষ কৃতার্থ নৃপমণি ॥ ৩৫
আপনি বল্লকাবাসী, হরিশ্চন্দ্র হাসি হাসি,
কন প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে।
জ্যেষ্ঠ যে তনয় হবে, লুহিশ্চন্দ্র নাথ থোবে,
বলি দেবে ধর্ম্মের উদ্দেশে ॥ ৩৬
তবে চতুর্বর্গ ফল, পাবে রাজা করতল,
সফল ভাবেন নৃপবর।
পুত্রের বয়ান হেরি, পুন্নাম নরক তরি,
পরিণামে আছেন ঈশ্বর ॥ ৩৭
এত বলি অঙ্গীকারী, সঙ্গে ল'য়ে নিজ নারী,
অনাহারে করে ধর্ম্মপূজা।
কতেক কঠোর তপে, যাগযজ্ঞ পূজা জপে,
পুত্রবর পাইল মহারাজা ॥ ৩৮
হইল রাজার বংশ, নৃপকুল অবতংস,
লুহিশ্চন্দ্র রাখিল আখ্যান।
আনন্দে নাহিক ওর, পুত্র হইল চিত্তচোর,
দিনে দিনে মহা বলবান্ ॥ ৩৯
সুখে শিশু সব সঙ্গে, খেলে পুত্র নানারঙ্গে,
অঙ্গে শোভা করে রাজা ধূলা।
ফণিমণিহার আর, কত রত্ন অলঙ্কার,
হাতে হেম গুলতাই বাঁটুল ॥ ৪০
একদিন কর্ম্মদক্ষ, ধর্ম্মের বাহন পক্ষ,
বৃক্ষ ডালে বসিয়া উলুক।
পক্ষ পসারিতে পাখ, লুহিশ্চন্দ্র করে তাক,
বাঁটুলে বিদরে তার বুক ॥ ৪১
বাঁটুল বাজিতে বুকে, আকুল হইয়া দুঃখে,
পক্ষী ডাকে বিপরীত রা।
বলে পক্ষী খেয়ে তালি বিনা অপরাধে মেলি,
হরিশ্চন্দ্র নির্ব্বংশ যা ॥ ৪২
উড়ে যেয়ে ক্ষীণ বলে, পড়ে প্রভু পদতলে,
কহিল যতেক অপমান।
শুনি প্রভু প্রিয় বাক্যে, প্রবোধিয়ে কন পক্ষে,
সেই শিশু আমার সমান ॥ ৪৩
করিব ইহার কাজ, শুনে কন পক্ষিরাজ,
তবে প্রভু ব্যাজ অনুচিত।
ধরি সন্ন্যাসীর বেশ, যান ধর্ম্ম ত্রিলোকেশ,
কবিরত্ন রচিলা সঙ্গীত ॥ ৪৪

শুনি সেন সবিস্ময়ে সুধান আবার।
কহ প্রিয়া কিরূপ হইল ভাগ্যে তার ॥ ৪৫
রাজার ভাগ্যের কথা রঞ্জাবতী কন।
ছলিতে চলিলা ভূপে ব্রহ্ম সনাতন ॥ ৪৬
যেমন বামনরূপে ছলিলা বলিরে।
তেমনি পরম মায়া যান ধীরে ধীরে ॥ ৪৭
রূপরাশি প্রকাশি সন্ন্যাসী অনুপম।
কলেবর কান্তি কিবা কলধৌত দাম ॥ ৪৮
মাথায় ধবল ছাতি ঝুলি পুঁথি কাঁধে।
দণ্ডকমণ্ডলুধারী পরব্রহ্ম ডাকে ॥ ৪৯
কপালে উজ্জ্বল ফোঁটা শিরে শোভে জটা।
জলদে জড়িত যেন তড়িতের ছটা ॥ ৫০
পরি, রক্ত বসন আসন বাঘছাল।
চলিলা পুণ্ডরীকাক্ষ গলে অক্ষমাল ॥ ৫১
আবেশে অবনী আইল অখিলের পতি।
হরিশ্চন্দ্র রাজার বুঝিবে সত্যে মতি ॥ ৫২
সহরের শোভা যেন স্বর্গ অবিশেষ।
দ্বিতীয় অমরাবতী ভূপতির দেশ ॥ ৫৩
প্রবেশ করিলা পুর পরিতোষ মনে।
কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে ॥ ৫৪

৩৯। অবতংস—ভূষণ। আনন্দে নাহিক ওর—আনন্দের সীমা নাই।

৪১। পসারিতে পাখ—পাখা প্রসারণ করিতে।
৪২। তালি—আঘাত।
৪৭। পরমায়া—ঈশ্বর।
৪৮। কলধৌত—সুবর্ণ।
৫৩। স্বর্গ অবিশেষ—স্বর্গের সহিত বিভিন্নতা নাই; স্বর্গের সমান।

মন্দার মালতী জাতী মনোহর চাঁপা।
ধূপের সৌরভে ভূপে ধন্য কন বাপা॥ ৫৫
ধর্ম্মপূজা করে যায় যত যাত্রিগণ।
ধর্ম্ম টীকা কপালে সবার নিদর্শন॥ ৫৬
ভুবনমোহন মূর্ত্তি গোঁসাই দেখিয়া।
পথ ছাড়ি দিল সবে প্রণাম করিয়া॥ ৫৭
দেখে হরষিত মনে সুধান ঠাকুর।
হরিশ্চন্দ্র রাজার মন্দির কতদূর॥ ৫৮
রাজপুর যাব আমি ভিক্ষার কারণ।
অনাহুত নহি আমি ব'লে দেহ গন॥ ৫৯
শুনিয়া বিনয়ে বলে যতেক ভকত।
শুভকর গোঁসাই সম্মুখে সোজা পথ॥ ৬০
রাজার মহল ঐ দেখা পাই আগে।
পাও কি না পাও দেখা চাও ভানিভাগে॥ ৬১
পাষাণে রচিত ঐ পরিসর পথ।
দু'সারি দক্ষিণে চাঁপা বামে বারাসত॥ ৬২
আগে যে দু'পথ পাবে যাবে তার বামে।
দক্ষিণে রাখিবে তবে রাজার আরামে॥ ৬৩
আগে তার ঈষৎ ঈশানে ধরে বাট।
দেখে যাবে ধর্ম্মের গাজন গীত নাট॥ ৬৪
বামে রাম কদলী কদম্ব সারি সারি।
মোহন মন্দির আগে দেখিবে মুরারি॥ ৬৫
রাজপুর প্রবেশ করিবে তবে যামে।
পাইবে রাজার দেখা সিদ্ধ হবে কামে॥ ৬৬
এত বলি গেল সবে হ'য়ে নতমান।
পথ পরিচয় পেয়ে প্রভুর প্রয়াণ॥ ৬৭
রাজধানী প্রবেশিলা অখিলের পতি।
ব্রহ্ম আদি দেবতা করেন যাঁর স্তুতি॥ ৬৮
দয়া করি দক্ষিণ দুয়ারে দিল দেখা।
হরিশ্চন্দ্র রাজার ভাগ্যের নাই লেখা॥ ৬৯
রূপরাশি অসীম সন্ন্যাসী অনুপম।
দিব্য দেহ দেখি সবে করিলা প্রণাম॥ ৭০
মনস্কাম সিদ্ধ হোক্ বলে উদাসীন।
অনাথ বান্ধব ধর্ম্ম ভক্তের অধীন॥ ৭১

বাঘছাল বিছায়ে বসিল বিশ্বপতি।
দোয়ারী প্রহরিগণে দিলেন আরতি॥ ৭২
সমাচার শীঘ্রগতি বলগে রাজারে।
সন্ন্যাসী বল্লকাবাসী এসেছি দুয়ারে॥ ৭৩
উপবাসী আছি কাল করিব পারণা।
শুনাতে শুনেন যেন মহিষী মদনা॥ ৭৪
বাসনা সফল তাঁর আমার আশীষে।
শুনে শীঘ্র দূত গিয়া বলিছে বিশেষে॥ ৭৫
বিনয় বচনে বলে বুকে যোড় হাত।
অপূর্ব্ব অতিথি দ্বারে দেবতা সাক্ষাৎ॥ ৭৬
বিশেষ বল্লকাবাসী সন্ন্যাসী গোঁসাই।
রাজা বলে তবে ত ভাগ্যের সীমা নাই॥ ৭৭
কবিবর গৌরীকান্ত সুত ঘনরাম।
কবিরত্নে ভণে প্রভু পুর মনস্কাম॥ ৭৮

বল্লকার সন্ন্যাসী শুনিবামাত্র কাণে।
মহারাণী মদনা মহৎ ভাগ্য মানে॥ ৭৯
রাজা রাণী অমনি সম্ভ্রমে তুলে গা।
সানন্দে সেবিতে চলে সন্ন্যাসীর পা॥ ৮০
হেম ঝারি পরিপূর্ণ জাহ্নবীর জলে।
কত নিধি চরণ নিছনি নিয়ে চলে॥ ৮১
আগে আগে মহারাজ মহিষী পশ্চাৎ।
উত্তরিলা যেখানে সন্ন্যাসী জগন্নাথ॥ ৮২
প্রদক্ষিণ করি কত করেন প্রণতি।
সাক্ষাৎ অনাথনাথে দেখি নরপতি॥ ৮৩
গদ গদ আনন্দে মদনা মহারাণী।
সন্ন্যাসি-চরণ বন্দে লোটায়ে অবনী॥ ৮৪
প্রভু কন পূর্ণ হ'ক মনের বাসনা।
আনন্দিত মহারাজ মহিষী মদনা॥ ৮৫
পাদপদ্ম প্রভুর পাখালে নৃপমণি।
মদনা মাথায় কেশে মোছান আপনি॥ ৮৬
নানাবিধ নিছনি করিল নয়নাথ।
সম্মুখে দাঁড়াল সুখে বুকে যোড় হাত॥ ৮৭
বিনয়ে সুধান তাঁরে ভিক্ষার বিধান।
হাসি হাসি ভাষেন সন্ন্যাসী ভগবান্॥ ৮৮
চিন কিনা চিন রাজা রাজ্য অভিলাষী।
আমি সেই সন্ন্যাসী যে বল্লকানিবাসী॥ ৮৯
উপবাসী আছি কাল কহিনু তোমাকে।
ভুঞ্জিব মনের মত মদনার পাকে॥ ৯০

৫৯। গন—পথ।
৬৩। আরামে—বাগানে।
৬৬। যামে—এক প্রহর বেলায়
৬৭। প্রয়াণ—গমন।
৮৬। পাখালে—ধৌত করা।

তোমাকে আশীষ দিয়ে তবে যাত্রা মোর।
শুনি রায় রাণীর আনন্দ নাহি ওর ॥ ৯১
কি মোর ভাগ্যের দশা দেবতা প্রসন্ন।
ব্রহ্মময় অতিথি আমার চান অন্ন ॥ ৯২
প্রসন্ন হইয়া পুনঃ পাদপদ্মে ভণে।
চিনিতে কে পারে তব অনুগ্রহ বিনে ॥ ৯৩
হবিষ্যান্ন রন্ধনে রাণীকে কন রায়।
সন্ন্যাসী বলেন মোর রুচি নাহি তায় ॥ ৯৪
শুন শেষ আমি হে বিশেষ মাংসভোগী।
ভূপতি বলেন তবে মারি আনি মৃগী ॥ ৯৫
সন্ন্যাসী বলেন বৃথা মাংস নাহি চাই।
খাই যে মনের মত মহামাংস পাই ॥ ৯৬
পঞ্চনখী না ভখি বিশেষ ছাগ মেষ।
রাজা কন তবে আজ্ঞা করহ বিশেষ ॥ ৯৭
কোন মাংস গোঁসাই তোমার প্রীতিকর।
সন্ন্যাসী বলেন শুনে হইবে কাতর ॥ ৯৮
পাছে পুত্র ভোজনে মদনা মিছা কান্দ।
বড় ব্যাটা লুহীশচন্দ্র কেটে কুটে রান্ধ ॥ ৯৯
সেই মাংস ভোজন করিব আমি সুখে।
বোল শুনি শেল বাজে মা বাপের বুকে ॥ ১০০
মুখে না নিঃসরে বাণী শুখাইল জি।
রাজা রাণী বলেন গোঁসাই কৈলে কি ॥ ১০১
সত্বগুণী সাধুর শীলতা নয় এ।
তুমি যদি সন্ন্যাসী ডাকাত দেশে কে ॥ ১০২
বিষকুম্ভ পয়োমুখ কপটে বেড়াও।
গোঁসাই যেমন তুমি জানা গেল যাও ॥ ১০৩
মা বাপে ডাকিয়া বল ব্যাটা কেটে দে।
কালিনী মায়ের প্রাণে ইহা সহে কে ॥ ১০৪
যোগী হ'য়ে মাংস খাবে কোন ধর্ম্মাচার।
সন্ন্যাসী বলেন তায় কি যাবে তোমার ॥ ১০৫
আমার আচার এই মহামাংস খাই।
তেজীয়ান্ যা করে করিতে পারে তাই ॥ ১০৬
অগ্নি যে সকল ভুঞ্জে, কে না পুজে তায়।
দেবের দেবতা শিব কালকূট খায় ॥ ১০৭
বুঝত অতিথি আমি তাহে নহি খাট।
পুত্রের মায়ায় ছি ছি মোর কথা কাট ॥ ১০৮
ঝাট অন্ন দেহ রাজা, না করিহ হেলা।
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে উচাটন বেলা ॥ ১০৯
মহাদানী সত্বজ্ঞানী শুনি মহারাজে।
কথা মাত্র কেবল, কুটিল কিন্তু কাজে ॥ ১১০
দধীচি মুনির দান দশ দিকে ঘোষে।
আপনা কাটিয়ে মুনি দেবগণে তোষে ॥ ১১১
যার অস্থি লয়ে বজ্র সৃজিলা সত্বরে।
সেই বজ্রে বাসব বধিলা বৃত্রাসুরে ॥ ১১২
মুনির এমন শক্তি তুমিত ভূপতি।
অতিথে আশ্বাস দিয়ে সঞ্চয় কুমতি ॥ ১১৩
ভূপতি কহেন আজ্ঞা করহ শ্রীমুখে।
আপনি কাটিয়া দিব মাংস থাবে সুখে ॥ ১১৪
বুক মোর বিদরে বাছার নাম নিতে।
নয়নে বহিছে ধারা বলিতে বলিতে ॥ ১১৫
বনবাসী হ'য়ে এই অভাগা অভাগী।
করেছে কঠোর কত এই পুত্র লাগি ॥ ১১৬
তবে ধর্ম্ম সেবা লয়ে বল্লকার তীরে।
কত ধূনা গোঁসাই পোড়ানু দুই শিরে ॥ ১১৭
কৃপা করি প্রভু তবে দিলা পুত্রদান।
অন্ধকের চক্ষু এই মা বাপের প্রাণ ॥ ১১৮
হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে।
দিবসে ডাকাত তুমি অন্য কেহ রেতে ॥ ১১৯
কহিতে লাগিলা তবে সন্ন্যাসী গোঁসাই।
আমি যে ডাকাত তুমি চিনে চিন নাই ॥ ১২০
যবে ধর্ম্মঠাকুরে সেবিলে বল্লকায়।
দেউল দক্ষিণদিকে দেখেছিলে রায় ॥ ১২১
আমার ও সব কিন্তু ক'হে কিবা ফল।
জুড়াও লুয়ের মাংসে জঠর অনল ॥ ১২২
বিকলা হইল শুনে ভূপতির রামা।
রাজা কন নির্দ্দয় গোঁসায়ের নাই ক্ষমা ॥ ১২৩

১০১। জি—জিহ্বা।

১০৩। বিষকুম্ভ পয়োমুখ—তোমার অন্তর কুটিল, মুখে মিষ্ট কথা কও।

১০৪। কালিনী—চিরদুঃখে কালী বরণ, অতি দুঃখিনী।

১০৮। নহি খাট—কম নহি। কথা কাট—বাক্য লঙ্ঘন কর।

১০৯। ঝাট—শীঘ্র। উচাটন বেলা—অধিক বেলা।

১১০। ঘোষে—ঘোষণা করে।

১১৮। অন্ধকের—অ

দুঃখ পরিচয় মিছা ভিক্ষুকের কাছে।
খাব লব বিনা কি মনের শান্তি আছে ॥ ১২৪
প্রভু কন রাজন কথায় কথা বাড়ে।
কিছু বল কিছু কহ লুয়ে নাহি ছাড়ে ॥ ১২৫
বাজে সে বেদনা বড় মদনার মনে।
কান্দিয়া কহেন পুনঃ ঘনরাম ভণে। ১২৬
দুই চক্ষে বহে নীর, মোহে রামা নহে স্থির,
হরিশ্চন্দ্র নৃপতির দারা
সন্ন্যাসীর সান্নধানে, কপালে কঙ্কণ হানে,
পুত্রবধ বাক্যবাণে জরা ॥ ১২৭
ব্যাকুলি আদুড়চুলী, ধূলায় ধূসর ধূলী,
কৃতাঞ্জলি হয়ে মহারাণী।
সর্ব্বজীবে সমভাব, তুমি প্রভু পদ্মনাভ,
সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী চূড়ামণি ॥ ১২৮
তোমা অগোচর কিবা, পুত্র বিনা রাত্রি দিবা,
জীবার বাসনা নাহি ছিল।
তবে কত তপস্যাতে, বর দিলা বল্লকাতে,
প্রভু বাঞ্ছা সফল করিল ॥ ১২৯
সাত পাঁচ নাই মাত্র, সবে ধন লুহি পুত্র,
গোত্রে জলাঞ্জলি দিতে আছে।
শুনে বুক যায় ফেটে, হেন পুত্র দাও কেটে,
ডেকে বল মা বাপের কাছে ॥ ১৩০
কে আছে এমন দুষ্ট, পুত্র কেটে দিলে তুষ্ট,
নহে রুষ্ট যায় কষ্ট দিয়া।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, তবে কেন হেন কর্ম্ম,
ব্রহ্মময় অতিথি হইয়া ॥ ১৩১
দিয়া চরণের ধূলি, লুহির মাথায় তুলি,
ব্যাকুলিয়ে বাছা দেহ দান।
তবে যে করিলা আড়ি, অন্ধকের নড়ি ছাড়ি,
বধ রাজা-রাণীর পরাণ ॥ ১৩২
দু'জনারে বলি দিয়ে, মজ মহামাংস খেয়ে,
পরম পীরিতি পেয়ে যাবে।

১২৮। আদুড় চুলী—মাথায় কাপড় নাই। ধূলায় ধূসর ধূলী—ধূলা মাখিয়া ধূলার ন্যায় ধূসরবর্ণ হইয়াছেন। ১২৯। জীবার—বাঁচিবার।
১৩২। আড়ি—ক্রোধ। অন্ধকের নড়ি ছাড়ি ইত্যাদি—অন্ধ ব্যক্তির যষ্টির স্বরূপ পুত্র লুহিশকে ছাড়িয়া রাজা রাণীর প্রাণ বধ কর।

সন্ন্যাসী বলেন রাণি, তোর যে কর্কশ বাণী,
আপনি বিকায় তোর ভাবে ॥ ১৩৩
মনে নাই পড়ে পারা, নাবড় নৃপের দারা,
তেঁই তোর এত তোরা ঘটে।
পুত্র বর পেলে যাতে, বলে ছিলে বল্লকাতে,
বড় বেটা বলি দিব বটে ॥ ১৩৪
যবে বর পেলে তুমি, সম্মুখে বসিয়া আমি,
সেই সাক্ষী স্বরূপ সন্ন্যাসী।
ধর্ম্ম সেবা মোর ভার, ধারিলে ধর্ম্মের ধার,
সাধিতে সদয় হ'য়ে আসি ॥ ১৩৫
তাহে আমি হই দুষ্ট, পুত্র কোলে তুমি তুষ্ট,
রুষ্ট হ'লে শোধিতে মানান।
গৌরব রাখিয়া রাণী, অবিলম্বে পুত্র আনি,
ধর্ম্ম পূজা দিয়া বলিদান ॥ ১৩৬
যদি আশা কর ভঙ্গ, এখনি দেখিবে রঙ্গ,
শুনি অঙ্গ শিহরে সকল।
রাজা রাণী পুটপাণি, বলেন বিনয় বাণী,
শুন প্রভু ভকতবৎসল ॥ ১৩৭
অখিলে অতুল কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি যাঁর জয়োন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥ ১৩৮
কাকুতি মিনতি করি কহেন ভূপতি।
বাছারে বাঁচাও মোর বংশে দিতে বাতি ॥ ১৩৯
ধর্ম্মপূজা কর প্রভু মোরে দিয়া বলি।
সন্ন্যাসী বলেন কেন করিছ ব্যাকুলি ॥ ১৪০
আহার বদল-বাক্য কেবা কোথা কয়।
রাজা বলে সুকৃপা করিলে সব হয় ॥ ১৪১
শিবি রাজা সংসারে প্রশংসে যার কর্ম্ম।
যার সত্য বুঝিতে শয়চান হ'ল ধর্ম্ম ॥ ১৪২
কপোত হইয়া ইন্দ্র প্রাণ ভয়ে উড়ে।
তাড়া দিল শয়চান, রাজার কোলে পড়ে ॥ ১৪৩
দাপটে বলিছে পক্ষী ভক্ষ্য দেরে ছেড়ে।
এনেছি অনেক কষ্টে যোজনেক তেড়ে ॥ ১৪৪
ছাড়ি নাহি দিব পক্ষী লয়েছে শরণ।
রক্ষা না করিলে হয় নরক গমন ॥ ১৪৫

১৪২। শয়চান—শিকারী পক্ষী।
১৪৪। যোজনেক—এক যোজন, চারি ক্রোশ।

ভোজন করাব মাংস যত চাও আর।
শয়চান কহিছে বাক্য শুনিয়া রাজার ॥ ১৪৬
তুমি যে ঘুঘুর হ'লে শরণ-পঞ্জর।
আপন অঙ্গের মাংস দেহ নৃপবর ॥ ১৪৭
এত শুনি অকাতরে আপন অঙ্গ কাটি।
সেই মাংস শয়চান তুলিল পরিপাটি ॥ ১৪৮
নিজ মাংস দিয়া রাজা বাঁচাইল অস্থ।
আপনা কাটাল তবু না ছাড়িল হস্ত ॥ ১৪৯
ঠাকুর কহেন সেই ধর্ম্ম রক্ষা দান।
আপন ইচ্ছায় মেগে লয়েছে শয়চান ॥ ১৫০
বিদ্যমান বলি লুয়া, সেকেলে মানান।
তারে ছেড়ে তোমারে বধিব অবিধান ॥ ১৫১
প্রভুর দারুণ পণ বুঝি নরপতি।
লুকায়ে রাখিতে পুত্রে ভাবিলা যুকতি ॥ ১৫২
এমন প্রভুর ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে।
হেন কালে লুহিশ্চন্দ্র এলো আচম্বিতে ॥ ১৫৩
ভুবনমোহন মূর্ত্তি প্রসন্ন বয়ান।
তা দেখি তরাসে উড়ে মা বাপের প্রাণ ॥ ১৫৪
সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বুঝি মহামতি।
প্রদক্ষিণ হয়ে কত করিল প্রণতি ॥ ১৭৫
জননী জনক পদ বন্দিয়া পশ্চাৎ।
দাঁড়াল প্রভুর আগে বুকে যোড় হাত ॥ ১৫৬
নয়ন জুড়াল দেখে বলেন গোঁসাই।
অতঃপর ভূপতি বিলম্বে কাজ নাই ॥ ১৫৭
গোঁসাই আপনি বলি আনান নিকটে।
রাজা রাণী রোদনে মেদিনী-বুক ফাটে ॥ ১৫৮
করপুটে মা বাপে কুমার কিছু কন।
কাতর হইয়া কেন কান্দ অকারণ ॥ ১৫৯
ব্রহ্মসনাতন ঐ বৈসে বিদ্যমান।
ভাগ্যের অবধি নাই হবে সাবধান ॥ ১৬০
মোরে বলিদান দিয়া পূজা কর তাঁর।
কর বাবা কত কোটী কুলের উদ্ধার ॥ ১৬১
আর যে বাসনা আছে হইবে সফল।
অনাথ বান্ধব এই ভকতবৎসল ॥ ১৬২
বুঝিতে তোমার মন এলো মায়াধর।
কৃতার্থ হইবে বাবা পূজ অকাতর ॥ ১৬৩

শ্রীরাম কিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥ ১৬৪
বাছার বচন শুনি বাঁধাইল বুক।
পুত্রে বলি দিয়া রাজা পূজেন বুভুক ॥ ১৬৫
কৌতুক দেখেন প্রভু দেব করতার।
পরিপাটি মহা পূজা ষোল উপচার ॥ ১৬৬
সকল পূজার সার মহা বলিদান।
লুহিশ্চন্দ্র মহাশয়ে করাইল স্নান ॥ ১৬৭
জননী জন্মের সাধে যত অলঙ্কার।
পরাল মনের মত দেখিবে না আর ॥ ১৬৮
রাজার নিকটে নিল ছল ছল আঁখি।
আঁচলে লোচন-লোহ মুছে চাঁদমুখী ॥ ১৬৯
উৎসর্গ করেন রাজা নানা বেদ তন্ত্র।
আপনি গোঁসাই তার কাণে দিল মন্ত্র ॥ ১৭০
পূজা করে ঘাড়েতে ছোয়াল খড়্গখান।
সন্ন্যাসী সম্মুখে আনে দিতে বলিদান ॥ ১৭১
হাসি হাসি সন্ন্যাসী বলেন মহীনাথে।
বলিদান দিবে রাজা আপনার হাতে ॥ ১৭২
মদনা ধরুক পায়ে তুমি ধর খাঁড়া।
রাণী কন বচন ঘুচাও বাড়া বাড়া ॥ ১৭৩
দশ মাস অভাগী ধরেছে যারে আঁতে।
সে কেমনে পুত্র ধরে কাটিবে সাক্ষাতে ॥ ১৭৪
কোন্ হাতে বলি দিবে অভাগিয়া বাপ।
না তুল ত্রিগুণ তুমি আপনার তাপ ॥ ১৭৫
বলিয়া ব্যাকুল হ'ল ভূপতির জায়া।
লুহিশ্চন্দ্র বলে মিছা দূর কর মায়া ॥ ১৭৬
মোরে কাটি পূজ ধর্ম্ম চরণ-পঙ্কজ।
এইরূপে বর পাইল রাজা শিখিধ্বজ ॥ ১৭৭
জায়া পুত্র যার শিরে ধরিল করাত।
অর্দ্ধ অঙ্গ কেটে দিল কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ॥ ১৭৮
দাঁড়ায়ে অর্জ্জুন দেখে সাধুর সাহস।
আপনা নিন্দিয়া তার বাড়াল পৌরুষ ॥ ১৭৯
সাধুর সাহস শুনি খড়্গ নিল হাতে।
পুত্রে বলি দেন রাজা ধর্ম্মের সাক্ষাতে ॥ ১৮০
অসি আঁটি উভ চোট হানে নৃপমণি।
ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে উঠে জয়ধ্বনি ॥ ১৮১

১৪৭। ঘুঘুর—বন-কপোত, পায়রা। শরণ-পঞ্জর—আশ্রয়দাতা; পঞ্জর—পিঁজরা।
১৫১। বিদ্যমান বলি—উপস্থিত আহারের দ্রব্য।

১[illegible]। বুভুক—বুভুক্ষু, ক্ষুধার্ত্ত।
১[illegible]। আঁতে—উদরে।
[illegible]৯। পৌরুষ—গৌরব।

আপনি মদনা মাতা দেন জয় জয়।
ধর্ম্মপুরে ধূপ ধূনা অন্ধকারময়॥ ১৮২
প্রদক্ষিণ প্রণতি করিল মহারাজ।
সন্ন্যাসী বলেন তবে আর কেন ব্যাজ॥ ১৮৩
কেটে কুটে দেহ মাংস ঘুচাইয়া ছাল।
রাণী গিয়া রন্ধন চড়ান বাঁটি ঝাল॥ ১৮৪
কাল হইতে আজ মোর বিপরীত ক্ষুধা।
বিষম বচন তবু শুনি যেন সুধা॥ ১৮৫
আপনি ধরিল রাজা হীরা ধার বঁটী।
হেম থালে যত মাংস রাখে কাটি কুটী॥ ১৮৬
কুঠারে কাটিয়া মজ্জা করিল বাহির।
তা দেখি মায়ের প্রাণ বুক নহে স্থির॥ ১৮৭
আন ছলে মহারাণী ঢাকিয়ে আঁচলে।
লুকায়ে লুয়ের মুণ্ড রাখিল বিরলে॥ ১৮৮
সন্ন্যাসী বিদায় হলে ও চাঁদ বদন।
নিরবধি নিরখিব করিব রোদন॥ ১৮৯
এত বলি মড়া মুখে মাতা দেন চুম।
বিরলে শোয়ায়ে বলে বাছা যাও ঘুম॥ ১৯০
উপবাসী সন্ন্যাসী ত্বরায় যান পাকে।
তখন সন্ন্যাসী কিছু বলেন রাজাকে॥ ১৯১
সব মাংস কুটিলে লুয়ের কই মাথা।
আনত সাক্ষাতে আমি কুটাব সর্ব্বথা॥ ১৯২
ভূপতি চঞ্চল চান মুণ্ড নাই কোলে।
মাথা বিনে না খাব সন্ন্যাসী তাঁকে বলে॥ ১৯৩
রাণীকে বলেন পুনঃ শুন গো মদনা।
এখনও আমার কাছে এত প্রবঞ্চনা॥ ১৯৪
লুকায়ে লুকায়ে মুণ্ড ভাঁড়াস্ আমায়।
অঙ্গহীন মাংসে মোর রুচি নাহি যায়॥ ১৯৫
কি কাজ কলনা এত উঠে নয় যাই।
মাথা দিয়া মহারাণী ডাকে পরিত্রাই॥ ১৯৬
ঠাকুর বলেন বৈস চিন্তা নাই ঝি।
রাজা হে লুয়ের মাথার বার কর বি॥ ১৯৭
শুনিয়া সাক্ষাতে শীঘ্র কাটিল ভূপাল।
লইল মাথার মজ্জা ঘুচাইয়া ছাল॥ ১৯৮
থালে কুটে রাখে মাংস পরম যতনে।
রন্ধনে চলিল রাণী চন্দন ইন্ধনে॥ ১৯৯

শুনি কর্ণসেন কন ধন্য রাজা রাণী।
দ্বিজ ঘনরাম গান মধুরস বাণী॥ ২০০
রন্ধনে বসিল রাণী ক্রন্দন সম্বরি।
তথাপি মায়ের মায়া চক্ষে বহে বারি॥ ২০১
উজ্জ্বল চন্দন কাষ্ঠে জ্বালিল তিউড়ি।
আঁচলে লোচন মুছে চড়াইয়া হাঁড়ি॥ ২০২
মাংসের এসানি মারে ঘৃতে কল কল।
সাড়া শুনি ধন্য কন ভকতবৎসল॥ ২০৩
সফল করিব আজ মনের বাসনা।
ধর্ম্ম ধেয়াইয়া হেথা রান্ধেন মদনা॥ ২০৪
নীরস করিয়া দিল সরস বেসার।
বিবিধ বক্কাল ঝাল সুরসাল তার॥ ২০৫
সুপক্ক সঝোল মাংস রূপার ডাবরে।
ঢালিয়া সোণার থাল ঢাকিল উপরে॥ ২০৬
উড়ি চুর্ণের মাথার মজ্জায় তোলে বড়া
বুকের কলিজা ভাজে চড়াইয়া কড়া॥ ২০৭
নাড়া ঝাড়া দিয়া ভাজে ঘৃত জব জব।
পরিপাটী মাংসের রন্ধন হৈল সব॥ ২০৮
অপর উত্তম অন্ন করিল রন্ধন।
পরিপাটী পাঁচ পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥ ২০৯
ভোজন করহ প্রভু হরিশ্চন্দ্র বলে।
ঠাকুর বলেন খাব বাড় তিন থালে॥ ২১০
এককালে ভোজন করিব তিন জনা।
আমি তুমি মহারাজ মহিষী মদনা॥ ২১১
বেদনা বাড়িল বড় একথা শুনিতে।
কহিতে লাগিল রাণী কন্দিতে কান্দিতে॥ ২১২
কোলে কাঁকে করিনু ধরিনু যাকে বুকে।
এমন বেটার মাংস দিব কোন্ মুখে॥ ২১৩
সকলই মুখের সুখে বলহে গোঁসাই।
সন্ন্যাসী বলেন এত দুঃখে কাজ নাই॥ ২১৪
অন্ন ঠাঁই খেয়ে কিছু প্রাণ রাখি ঝাট।
ক্ষুধায় অন্তর জ্বলে তুমি কথা কাট॥ ২১৫

১৮৮। আন ছলে—অপর কোন ছল করিয়া, লুকাইয়া।

১৯৯। চন্দন ইন্ধনে—চন্দন কাঠে।

২০২। তিউড়ি—উনান।

২০৩। এঁসানি মারে—ঘৃতে ভাজিয়া আঁইস গন্ধ দূর করে।

২০৫। বেসার—বাটনা। তার—আখাদন।

২০৭। উড়ি চুর্ণে—উড়ি ধান গুঁড়া করিয়া।

না দিলে লঙ্ঘিলে রাণি বচন আমার।
বিষম বচন শুনি করে অঙ্গীকার॥ ২১৬
গোঁসায়ে আসন দিল গামারের পীড়ি।
তিন থালে মদনা সাজাল অন্ন বাড়ি॥ ২১৭
কারে দিবে কোন্ থাল সুধান ঠাকুর।
মাংস ঝোল ভাজা দেহ রাজাকে প্রচুর॥ ২১৮
আপনি উত্তম রীতে মাংস দেখে লও।
মোর মাত্র মন্দ ক্ষুধা কিছুমাত্র দাও॥ ২১৯
নাড়িতে সঙ্কট বড় গোঁসায়ের বাণী।
আজ্ঞামাত্র অন্ন লয়ে পাশে বসে রাণী॥ ২২০
জয় জানার্দ্দন বলে জল নিল করে।
মুখে দিতে গণ্ডুষ সন্ন্যাসী করে ধরে॥ ২২১
রাজাকে বলেন ধন্য ধন্য নৃপমণি।
তোমা সম সংসারে কে আছে সত্বজ্ঞানী॥ ২২২
আপনি কাটিলে পুত্র রাঁধিলে মদনা।
কেমনে সহিল প্রাণে দারুণ বেদনা॥ ২২৩
শুনে রাজা রাণীর নয়নে বহে জল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥ ২২৪

২১৫। ঝাট—শীঘ্র। কথা কাট—কথা লঙ্ঘন কর।

২১৭। গামারের—গামার কাঠের।

* ২২৪। যে ত্রিপদী পাঠটি উপরে লিখিত হইল, তাহা ৪ খানি পুঁথিতে আছে। কিন্তু কনকপুরের পুঁথিতে এবং বাবু প্রাণানন্দ কবিভূষণ প্রদত্ত একখানি পুঁথিতে বিভিন্ন পাঠ পয়ারে আছে। স্থানে স্থানে এইরূপ অনেক পাঠের বিভিন্নতা আছে; কিন্তু গ্রন্থ বড় হইবার ভয়ে বিভিন্ন পুঁথির বিভিন্ন পাঠ সকল স্থানে দিতে পারি নাই। পাঠকগণ এই দুটী পাঠ তুলনা করিয়া দেখুন।

শুনি রাজারাণীর নয়নে বহে জল।
ঠাকুর বলেন বাঞ্ছা করিব সফল॥
ভকতবৎসল আমি চিনেছিল লুয়ে।
এত শুনি পড়ে দোঁহে চরণে লোটায়ে॥
ঠাকুর বলেন রাণি বর মেগে লও।
রাণী বলে প্রভু মোরে বাছা কোলে দাও॥
ঠাকুর বলেন বর দিলাম সর্ব্বথা।
অনাথ বান্ধব আমি চতুর্ব্বর্গদাতা॥
যে পুত্র কাটিয়া দিলে আমার সাক্ষাতে।

হইয়া সদয়, কন কৃপাময়,
ধন্য ধন্য রাজা রাণী।
তোমা সম সত্ব জ্ঞানী সুমহত্ব,
না দেখি দারুণ দানী॥ ২২৫
পুত্রে দিলে বলি, নিজ হস্তে তুলি,
ধরি খর খড়্গ খানে।
হেদে গো মদনা, দারুণ বেদনা,
কেমনে সহিলে প্রাণে॥ ২২৬

সে মোর গাজনে নাচে বেত লয়ে হাতে॥
ডাক দিয়া আন গিয়া লুয়ে পুত্র তোর।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় রাণী সুখে নাই ওর॥
কোথারে ও মোর বাছা লুহিশ্চন্দ্র রায়।
অভাগিনী মায়ে ডাকে আয় ওরে আয়॥
দেখহ ধর্ম্মের কৃপা সাক্ষাতে সকলে।
ধেয়ে আসি ধরে লুয়া মায়ের আঁচলে॥
উথলে আনন্দ বড় কোলে লয়ে পো।
নয়নে যুগল ধারা বহে প্রেম লো॥
চুম্বন করিল কত ওচাঁদ বদনে।
বিলাল অনেক ধন পুত্রের কল্যাণে॥
একমনে নিরঞ্জনে করিল অর্চ্চনা।
অন্তর্দ্ধান হইল প্রভু পুরায়ে বাসনা॥
শুনি কর্ণসেনের প্রসন্ন হইল মতি।
নিবেদিল সংক্ষেপে সকল রঞ্জাবতী॥
অনুমতি দেহ যদি যায় যত দুঃখ।
চাঁপায়ে পূজিয়ে ধর্ম্ম দেখি পুত্র মুখ॥
শুনিয়া সন্তোষ মনে রায় কর্ণসেন।
শুভক্ষণে চাঁপায়ে গমনে আজ্ঞা দেন।
পূজা আয়োজন যত করহ সত্বরে।
রাণী বলে সকলি দিয়াছি ন্যায়ে ভ'রে।
কালিন্দীর ঘাটে নাথ সংযাত্র রাখিয়ে।
পণ্ডিত গোঁসাই আছে মোর মুখ চেয়ে।
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি আজ্ঞা নাহি দিলে
সদয় না হবে ধর্ম্ম সহস্র সেবিলে॥
এত বলি প্রণতি করিয়া প্রাণনাথে।
বেত হাতে যান রাণী নাচিতে নাচিতে।
সংযাত্র সহিত রাণী আরোহিল নায়।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥
এত দূরে সম্প্রতি হৈল পালা সায়।
হরি হরি বল সবে দিন বয়ে যায়॥

কাটিয়া নন্দন, কুটিয়ে রন্ধন,
করিলি পোয়ের মাস।
হেন কোন্ ব্যক্তি, ধরে করে শক্তি,
পূর্ণ হবে অভিলাষ ॥ ২২৭
না কর সন্দেহ, বর মেগে লহ,
রাণী কন দেহ নাথ।
সেই পুত্রে দান, দিয়া রাখ প্রাণ,
দয়া হল যদি স্যাৎ ॥ ২২৮
রাণী এত বলি, লোটাইয়া ধূলি,
কৃতাঞ্জলি সন্নিধানে।
দিলাম সর্ব্বথা, কন বর-দাতা,
পুত্রে দেখ গো নয়নে ॥ ২২৯
গাজনে আমার, তনয় তোমার,
ভকত সকল সাথে।
ডাকে ধর্ম্ম জয়, পদ্য বাদ্যময়,
নাচে লুই বেত্র হাতে ॥ ২৩০
আমি কি তোমার, কুমার সংহার,
করিতে আসি মদনা
মায়াবেশে সত্ত্ব, বুঝি নিতে তত্ত্ব,
ক্ষণেক পেলে বেদনা ॥ ২৩১
মাংস সন্তোলন, করিলে যখন,
শব্দ শুনি কল কল।
মোর কোলে শুয়ে, ছিল তোর লুয়ে,
হেসে উঠে খল খল ॥ ২৩২
আমি মায়াধর, তোরে দিনু বর,
লুয়াকে আনগে ডেকে।
শুনি কুতুহলী, বাছা বাছা বলি,
ব্যাকুলি চলিলা হেঁকে ॥ ২৩৩
যাইয়া সত্বরে, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
কোথা ওরে বাছা লুয়ে।
ব্রহ্ম-অনুরাগী, কোথারে অভাগী,
অভাগা মা বাপে থুয়ে ॥ ২৩৪
শুনি হাসি হাসি, লুয়ে ধেয়ে আসি,
ধরে মায়ের আঁচলে।
বদন-কমলে, চুম্ব দিয়ে তোলে,
ভাসে প্রেম আঁখি-জলে ॥ ২৩৫
পরম বিহ্বলে, রাজা করে কোলে,
উথলে আনন্দ কত।
ধেনু ধান্য ধন, ধরণী কাঞ্চন,
দ্বিজে দান দিল কত ॥ ২৩৬
প্রণত সন্ন্যাসী, পাদপদ্মে আসি,
প্রভু পূর মনস্কাম।
হয়ে কৃপাবান, হ'ল তিরোধান,
ভণে দ্বিজ ঘনরাম ॥ ২৩৭
পুত্র পেয়ে অনন্দে বিহ্বল রাজা রাণী।
তনয়ে সুধান সত্য গোঁসায়ের বাণী ॥ ২৩৮
হে বাপু তোমারে আমি খান খান করি।
কেটে কুটে রেন্ধেছি পাপিষ্ঠা প্রাণ ধরি ॥ ২৩৯
কিরূপে বাঁচিলে বাছা কে বাঁচালে বল।
লুহিশ্চন্দ্র বলে সেই ভকতবৎসল ॥ ২৪০
কেটে কুটে মাংস তুমি থালে থুলে সাজি।
যত কিছু সকল ধর্ম্মের মায়া-বাজি ॥ ২৪১
শোকে শুকাইল মুখ বুক নাহি বাঁধ।
আঁচলে লোচনে মুছ, কান্দ আর রাঁধ ॥ ২৪২
মাংসের এঁসানি মারি ঢেলে থুলে থালে।
সন্ন্যাসীর কোলে আমি বসে সেই কালে ॥ ২৪৩
কেঁদে কৈলে সন্ন্যাসীকে যারে সর্ব্বনেশে।
একথা শুনিয়া আমি উঠিলাম হেসে ॥ ২৪৪
রাজা রাণী সত্যবাণী গোঁসায়ের মানে।
একথা আপনি কৈলে ও চাঁদবদনে ॥ ২৪৫
পুত্র বলে, তখনি কহেছি মহাশয়।
সন্ন্যাসী বল্কাবাসী বৈসে ব্রহ্মময় ॥ ২৪৬
তবে কত বলায় বিশ্বাস গেল বোলে।
কৃতার্থ হইলে পুনঃ মোরে পেয়ে কোলে ॥ ২৪৭
সমাপন রন্ধন যখন হইল মা।
বাবা কন গোঁসাই ভোজনে তোল গা ॥ ২৪৮
তখন আমারে আগে রাখিয়া গাজনে।
তবে বাড়াইলা অন্ন, চলিলা ভোজনে ॥ ২৪৯

২২৭। ধরে করে শক্তি—কোন্ ব্যক্তির এরূপ হস্তের তেজ, যে নিজ পুত্রের মাংস কাটিতে ও রন্ধন করিতে পারে?
২২৮। নাথ—প্রভু, সন্ন্যাসী
২৪১। থুলে—রাখিলে।
২৪৫। মানে—জ্ঞান করে।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

ডাকিলে ব্যাকুলি হয়ে চক্ষে দেখ নাই।
শীঘ্র মোরে পাঠাইল সন্ন্যাসী গোসাই ॥ ২৫০
শুনি পুলকিত অঙ্গ লোটায়ে ভূতলে।
আঁচল ভিজিল প্রেম লোচনের জলে ॥ ২৫১
কোলে পুত্র পেয়ে কত করিলে চুম্বন।
শুনি কর্ণসেন বলে ধন্য সে ব্রাহ্মণ ॥ ২৫২
মনে বড় বিশ্বাস বাড়িল বোল শুনি।
রাণীকে বিদায় আজ্ঞা হইল তখনি ॥ ২৫৩
পূজা আয়োজন যত নায়ে লয়ে রামা।
চাপায়ে সেবিতে যায় হয়ে সিদ্ধকামা ॥ ২৫৪
এক শুনি প্রণাম করিয়া প্রাণনাথে।
বিদায় হইল বামা বেত্র লয়ে হাতে ॥ ২৫৫
আসন অঙ্গুরী অলঙ্কার থাল গাড়ু।
পাণগুয়া চুয়া গব্য গঙ্গাজল লাড়ু ॥ ২৫৬
ধূপ ধুনা ধৌত ধুতি পট্টযোড়া খাসা।
শ্রীধর্ম্ম সেবিতে নিল করি পুত্র আশা ॥ ২৫৭
আতব তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পবিত্র প্রচুর প্রফুল্ল পদ্মমালা ॥ ২৫৮
পূজার পদ্ধতি মত যত দ্রব্য চাই।
তরণীতে তপস্বিনী তুলে নিল তাই ॥ ২৫৯
জয় জয় নিরঞ্জন ব'লে ডিঙ্গা বায়।
এতদূরে সংপ্রতি সঙ্গীত পালা সায় ॥ ২৬০

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

শালে ভর পালা।

বাজে যোড়া শঙ্খ কাঁসী, রঞ্জাবতী ব্রত দাসী,
অভিলাষি লভিতে সন্তান।
দিয়া জয় হুলাহুলি, দিলেন কনকাঞ্জলি,
কুতুহলি ডিঙ্গা বয়ে জান ॥ ১
বহিছে কালিন্দী গঙ্গা, প্রবল তরঙ্গভঙ্গা,
বহি পুর রাখে রাজবাটী।
ধর্ম্মজয় বলি ডাকে, রম্যপুর যাম্যে থাকে,
কাম্যদহে বহে জল ভাটী ॥ ২
ব্রহ্মদহ রাখি দূরে, ঝুমঝুম বারিকেশ্বরে,
যেয়ে পাইল চাঁপায়ের ঘাট।
নারদ কপিল তপে, কত কাল ছিল জপে,
মহামুনি দুর্ব্বাসার পাট ॥ ৩
প্রবেশে প্রসন্নমতি, দেখে বলে রঞ্জাবতী,
কোন্ মহাতীর্থ এই স্থান।
শকুনী গৃধিনী উড়ে, খাওয়াখাই জলে প'ড়ে,
ঐ দেখ বিমানে স্বর্গ যান ॥ ৪
ইহারে চাঁপাই বলি, এই মহাপুণ্য স্থলী,
সামুলা বলিল ইতিহাস।
মহিমা দেখিয়ে জলে, অপরঞ্চ এই স্থলে,
পূজ ধর্ম্ম পূর্ণ অভিলাষ ॥ ৫
এই গুপ্ত বারাণসী, সুরঙ্গে সলিল আসি,
ভাগ রথী উপনীত ইথে।
মকরাক্ষ মহামতি, জায়া যাঁর চাঁপাবতী,
চাঁপাই খেয়াতি যাহা হতে ॥ ৬
সেই রাণী মহা যত্নে, ঘাট বান্ধাইল রত্নে,
সেই দিল দেহেরা চত্বরে।
যেকালে পূজিস ধর্ম্ম সেকালে আমার জন্ম,
হয়েছিল কিরাতের ঘরে ॥ ৭
এই ঘাটে যত ঋষি, সবারে সেবায় তুষি,
বর আমি পাই জাতিস্মরা।
সাত জনমের বাণী, ভূত ভবিষ্যত জানি,
এই নদী মহাপাপতরা ॥ ৮
কানন কাটিয়া বিধি, বান্ধায়ে রতন বেদী,
পূজ ধর্ম্ম পূর্ণ হবে আশ।
ভাবি গুরু পদ ছবি, ভণে ঘনরাম কবি,
অভিনব ধর্ম্ম ইতিহাস ॥ ৯
সামুলা এতেক যদি বলিল রঞ্জায়।
পুঁথি দেখি পণ্ডিত প্রমাণ দিল-সায় ॥ ১০
সংযাত রহিল তবে চাঁপায়ের ঘাটে।
আজ্ঞা দিতে রাণী ইহা হাড়ি কন কাটে ॥ ১১

৬। খেয়াতি—খ্যাতি, নাম। সুরঙ্গ-গর্ত্ত, সুড়ঙ্গ।

৭। সেই দিল—তিনি নির্ম্মাণ করিলেন। কিরাত—ব্যাধ। দেহেরা—ডেরা; পূজার স্থান।

৮। জাতিস্মরা—পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত যিনি স্মরণ করিতে পারেন। পাপতরা—পাপীর উদ্ধারকারিণী।

৯। বিধি—যথাবিধি, বিধিমত।

হেতাল বেতাল তাল কাটে কাঁটাকুল।
শাঁই সাড়া কেলে কড়া কেউ কেয়া মূল ॥ ১২
বনবেত বৈঁচি বাবলা বাজি বেলা।
ঝোপ ঝাপ ঝাউ ঝাঁটী ঝিঁটি সর-সলা ॥ ১৩
আকন্দ আঁকড়া কাটে লতা পাতা তৃণ।
ভয়ে ধায় বনবরা ভল্লুক হরিণ ॥ ১৪
মেষ বাঘ পলায় প্রমাদে ছাড়ি রা।
পক্ষিগণ পলায় ছাড়িয়া ডিম ছা ॥ ১৫
সেই বনে ছিল এক রূপী নামে বাঘী।
তাড়া খেয়ে তরাসে পলায় তারাদীঘী ॥ ১৬
বন কাটি কুটী রামা, রাখিল যতনে।
গুয়া নারিকেল কেলি-কদম্ব কাননে ॥ ১৭
কুসুম কাঞ্চন কুন্দ করবী টগর।
জাতী যূথী ওড় জবা অতি শোভাকর ॥ ১৮
মনোহর মল্লিকা মালতী সুমাধবী।
বিকশিত চন্দ্রমালা চাঁপা হেম-ছবি ॥ ১৯
সুরঙ্গ তুলসী কত মনোহর ফুল।
মাটী কাটি কোদালে করিল সমতুল ॥ ২০
বেদের বিধানে দেবী জগতীর ঠাঁই।
আপনি বান্ধাল ব'সে পণ্ডিত রমাই ॥ ২১
মণ্ডিত করিল সব দিয়ে তায় চূণ।
যতনে জ্বালিবে যায় যজ্ঞের আগুন ॥ ২২
সারি সারি চারিদিকে রোপি রামকলা।
তেথরি বেষ্টিত তায় বান্ধে বনমালা ॥ ২৩
হাড়িকে ভূষণে তুষি ভূপতির দারা।
আপনি মার্জ্জনা করে ধর্ম্মের দেহারা ॥ ২৪
চর্চ্চিত করিল চারু চন্দনের ছড়া।
ধর্ম্ম জয় ডাকে সবে ঢাকে পড়ে সাড়া ॥ ২৫

১৪। বন-বরা—বন-বরাহ।
১৫। ছাড়ি রা—চীৎকার করিয়া। ছা—ছানা, শাবক।
১৬। বাঘী—বাঘিনী।
১৮। ওড়—ফুল বিশেষ।
"নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড় ফুল ফুটে।"
কবিকঙ্কণ।
২১। জগতীর ঠাঁই—ঈশ্বর পূজার স্থান।
২৩। তেথরি—তিন সার করিয়া।
২৪। হাড়ি—মেথর বিশেষ। দেহারা—স্থান, মন্দির।

পণ্ডিত বলেন রাশি আর কেন ব্যাজ।
নদী-নীরে করি স্নান পূজ ধর্ম্মরাজ ॥ ২৬
সায় দিতে সামুলা সকল সংযাতে।
নাচিতে লাগিলা সবে বেত লয়ে হাতে ॥ ২৭
বায়েন বিভোল নাচে বাজায়ে রগড়ে।
চাঁপায়ের ঘাটে আসি লোটাইয়া পড়ে ॥ ২৮
পুণ্যদা নদীর নীর শিরে বান্ধি আগে।
জলে নামে সংযাত সহিত শুভ যোগে ॥ ২৯
তবে স্নান তর্পণ তরণী অর্ঘ্যদান।
বৈদিক তান্ত্রিক জপ করে সমাধান ॥ ৩০
ধ্যান করি ধর্ম্মপদ সবে শুদ্ধমতি।
বাহু তুলি বলে রঞ্জা হও পুত্রবতী ॥ ৩১
ধৌত ধুতি পরি সবে উঠিল আড়াতে।
নানা পদ্য বাদ্য বাজে নাচে বেত হাতে ॥ ৩২
নাচিতে নাচিতে ডাকে ধর্ম্ম জয় ধ্বনি।
দেহরা নিকটে আসি লোটায় অবনী ॥ ৩৩
ভ্রূকুটী বাজায়ে ঢাক রাখিল বায়েন।
পূজায় বসিল সবে পেয়ে শুভক্ষণ ॥ ৩৪
সকল সংযাত-সঙ্গে রঞ্জাবতী রামা।
আরম্ভিলা মহাপূজা হয়ে পুত্রকামা ॥ ৩৫
তাম্রপত্রে সজল তুলসী তিল কুশ।
সঙ্কল্প করিয়া স্মরে পরম পুরুষ ॥ ৩৬
পুঁথি হাতে পূজা-বিধি পণ্ডিত প্রকাশে।
আসনাদি ভূতশুদ্ধি বাহ্যবুদ্ধি নাশে ॥ ৩৭
গণেশাদি দেব দেবী সেবি রঞ্জাবতী।
পুত্র অভিলাষে পূজে প্রভু যুগপতি ॥ ৩৮
নানা বিধি উপচার পূজা বিধিরূপে।
ঘৃতের প্রদীপ ধুনা অন্ধকার ধূপে ॥ ৩৯
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীর খণ্ড কলা।
পরিমাণ প্রচুর প্রযুক্ত পদ্মমালা ॥ ৪০
চাঁদমালা চন্দনে চার্চ্চিত চাঁপা ফুল।
পূজেন পরমানন্দে ভক্তি করি মূল ॥ ৪১

২৬। ব্যাজ—বিলম্ব।
২৮। বায়েন—বাদ্যকর, প্রধান ঢুলী। বাজায়ে রগড়ে—সতেজ বাজাইয়া।
২৯। পুণ্যদা—পুণ্যদায়িনী। শিরে বান্ধি—মাথায় ছোঁয়াইয়া।
৩২। আড়াতে—নদীতটে।
৪০। প্রযুক্ত—ফুটন্ত।

স্বর্গ চ'লে গে'ল ফুল অর্ঘ্যদান দিতে।
কঠোর করেন কত ধর্ম্মেরে তুষিতে॥ ৪২
ঊর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
সংযাত-সহিত ডাকে ধর্ম্ম জয় জয়॥ ৪৩
মস্তক উপরে কেহ পুড়াইল ধুনা
নিঠুর ঠাকুর তবু না করে করুণা॥ ৪৪
উজ্জ্বল অনল জ্বলে, অতি উগ্র তপ।
ওষ্ঠ নাহি নাড়ে, জিহবায় করে জপ॥ ৪৫
জ্বালি ধুনা কামনা করেন সবিশেষে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে॥ ৪৬
অনাথ বান্ধব ধর্ম্ম হও কৃপাবান্।
অভাগিনী রঞ্জা মাগে এক পুত্র দান॥ ৪৭
ঊর্দ্ধে বান্ধি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড।
যেখানে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে যজ্ঞকুণ্ড॥ ৪৮
ফেলায়ে প্রচুর তায় দেন ধুনা চূর্ণ।
রঞ্জাবতী বলে প্রভু বাঞ্ছা কর পূর্ণ॥ ৪৯
যাবক পাবক মাঝে পুরট পুত্তলা।
লোটাইয়া রঞ্জা তায় করিছে ব্যাকুলি॥ ৫০
শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল ঘোর বাদ্যময়।
রঞ্জাবতী সেবেন সামুলা দেন জয়॥ ৫১
ঝলকে ঝলকে অগ্নি উঠে ধুনা বায়।
তায় লোটাইয়া রঞ্জা ধর্ম্মকে ধেয়ায়॥ ৫২
ভাই বুক বিদীর্ণ করেছে বাক্-শেলে।
বয়স বৎসর বার বন্ধ্যা বলে হেলে॥ ৫৩
অকৃতী আতুর কিবা সুকৃতী বালক।
পুত্রমুখ হেরি তরি পুন্নাম নরক॥ ৫৪
আঁটকুড়ি ঘুচুক নাম ভারত ভিতর।
পাষণ্ড জনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর॥ ৫৫
শ্রীরাম কিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম ভণে।
প্রভু মোর রামরামে রাখিবে কল্যাণে॥ ৫৬
কতেক কঠোর তপে, যাগ যজ্ঞ পূজা জপে,
এইদিন গেল নিবড়িয়া।
স্নান পূজা বাদ্য নাটে, দশমে গামার কাটে,
নদীতটে জয় জয় দিয়া॥ ৫৭
পণ্ডিত পদ্ধতি কাছে, জাগাল গামার গাছে,
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।
বৃক্ষের বরণ করি, সংযাত-সহিত ধরি,
বান্ধিল সবার হাতে সূতা॥ ৫৮
কামারে গামার কাটি, ঘরে আসি পরিপাটী,
গাঁথিছে সন্ন্যাস-কাটি তায়।
জয় জয় নিরঞ্জন, ডাকে যত ভক্তগণ,
মহোৎসবে গাজনে গোঁয়ায়॥ ৫৯
অপর দাদুর-ঘাটা, পূজিয়া সন্ন্যাসী কটা,
ঘটা করি চাঁপায়ের ঘাটে।
সাজায়ে কদলী-মঞ্চে, কাটারি পাতিয়ে সঙ্গে,
ভর দিয়া এ'ল ধর্ম্ম বাটে॥ ৬০
সমাধিয়ে ধুনা সেবা, ধ্যান করি ধর্ম্ম দেবা,
নবরত্ন জ্বালে তপস্বিনী।
পুলকে প্রমাণ খাটে, পদ্য বাদ্য গীত নাটে,
যোগ যজ্ঞে জাগিল যামিনী॥ ৬১
প্রভাতে প্রসন্ন আশা, প্রকাশ পাইতে পূষা,
পুষ্প তুলি পুণ্য অভিলাষে।
স্নান করি ধর্ম্ম পূজি, ব্রহ্ম মন্ত্রে মনে মজি,
মঞ্চ বান্ধি উঠিল সন্ন্যাসে॥ ৬২
সুমঞ্চে সন্ন্যাস-কাটী, গাড়ে চন্দ্রবান বঁটী,
ঘোরমুখী খুর খরশান।

৫০। যাবক—অলক্তকবর্ণ, রাঙ্গা। পাবক—অগ্নি। পুরট—সুবর্ণ।

৫২। ধুনা বায়—ধুনা এবং বায়ুর সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

৫৩। বন্ধ্যা—বাঁজা, যাহার সন্তান জন্মে না। হেলে—হেলা করে।

৫৭। নিবড়িয়া—শেষ হইয়া। গামার কাটে—দশম দিনে গামার কাঠ কাটিল,—এই কাঠ-কাটা ধর্ম্মের সন্ন্যাসীদের একটা উৎসব। গামার বৃক্ষকে প্রথমে বরণ করিতে হয়, সকলের হাতে সূতা বাঁধিতে হয়।

৫৮। জাগা'ল—সেই কর্ত্তিত গামার কাঠকে জাগ্রত করিয়া রাখিল।

৫৯। গোঁয়ায়—অতিবাহিত করে।

৬০। দাদুর-ঘাটা—উৎসব বিশেষ। কটা—রক্ত। কদলী—কলা-গাছ। মঞ্চ—মাচা।

৬১। প্রমাণ-খাটে—অতি [illegible]ঠাররূপে ধর্ম্মকে প্রণাম বিশেষ করে।

[illegible] পূষা—সূর্য্য।

৬২। আশা—দিক্।

পুত্র অভিলাষে রাণী, জোড় করি পুটপাণি,
অর্ঘ্য দিয়ে সূর্য্যকে ধেয়ান ॥ ৬৩
নিদয় না হবে কভু, পতিতপাবন প্রভু,
পাপিনী প্রণমে ভব পায়।
কহিয়ে কোমর আঁটি, মুদিয়ে নয়ন দু'টি,
ঝুপ্ করে ঝাঁপ দিল তায় ॥ ৬৪
ঘোর বাদ্য জয় রোল, সামুলা দিলেন কোল,
পুনর্ব্বার উঠিল নির্ভয়া।
সঙ্গী শুদ্ধ ভক্ত যত, পুনঃ পুনঃ এই মত,
ঝাঁপ দিল তবু নাই দয়া ॥ ৬৫
ভবে রঞ্জা কন দিদি, প্রসন্ন না হ'ল বিধি,
তনু ত্যজি শালে দিয়া ভর।
সামুলা বলেন তবে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে,
দেখা দিবে দেব মায়াধর ॥ ৬৬
অসার সংসার আশ, পুত্র বিনা গৃহবাস,
ত্রাস না করিহ কিছু মনে।
শালে মর যদিস্যাৎ, বাঁচাবে বৈকুণ্ঠনাথ,
দ্বিজ কবিরত্ন রস ভণে ॥ ৬৭
সামুলা রঞ্জায় যদি এই কথা রটে।
পণ্ডিত বলেন সার এই যুক্তি বটে ॥ ৬৮
সঙ্কটে পড়িয়ে প্রভু স্ত্রী-হত্যার পাপে।
তবে ভক্তে ভাঁড়াতে নারিবে তার বাপে ॥ ৬৯
তাপে যেমন এসেছ তেমতি পাবে ফল।
রাণী কন তবে প্রভু পরম মঙ্গল ॥ ৭০
ভক্তগণে বলে রাণী সবে যাও ঘর।
চাপায়ে ত্যজিব তনু শালে দিয়ে ভর ॥ ৭১
প্রাণনাথে পরার্দ্ধ প্রণতি মোর বলো।
শালে ভর দিয়া রঞ্জা অভাগিনী মলো ॥ ৭২
মহা দুঃখ মরমে মরমে রৈল মোর।
পুনঃ বদ্ধ না হইল প্রভু প্রেমডোর ॥ ৭৩

শুনে দুই দাসীর নয়নে বহে জল।
ভক্তগণ বলে কারু ঘরে নাহি ফল ॥ ৭৪
তোমারে সদয় না হইল করতার।
তোমার যে গতি মা গো সে গতি সবার ॥ ৭৫
করপুটে কহে কেঁদে মালিকী কল্যাণী।
তোমাকে ছাড়িয়া কোথা যাব ঠাকুরাণি ॥ ৭৬
শিয়রে তাড়ায়ে রব মশা মাছি ডাঁশ।
প্রভু নাহি যাবৎ পুরেণ অভিলাষ ॥ ৭৭
এত বলি আনন্দে আনাল শাল কাঁটা।
পরিপাটী শর সে উত্তম গেছে আঁটা ॥ ৭৮
উপরে সূর্য্যের ছটা করে ঝক্‌মক্।
পড়িলে পতঙ্গ কুটা উথলে পাবক ॥ ৭৯
সিন্দুর জড়িত জবা শোভা করে ভাল।
মঞ্চের সম্মুখে নিল মূর্ত্তিমান্ কাল ॥ ৮০
দেখিয়া সবার চিত্ত হইল ব্যাকুল।
রঞ্জাবতী দেখে শাল শিরীষের ফুল ॥ ৮১
সূর্য্য অর্ঘ্য দেন রঞ্জাবতী ব্রতদাসী।
অহে সূর্য্য সহস্রাংশু তেজোময় রাশি ॥ ৮২
অনুগ্রহ কর প্রভু শালে দিব ভর।
অর্ঘ্য কর গ্রহণ ঠাকুর দিবাকর ॥ ৮৩
এত বলি অর্ঘ্য দিতে ধায় ঊর্দ্ধ পথে।
জবা জল ফুল যেয়ে পড়ে সূর্য্য রথে ॥ ৮৪
দু আঁখি মুদিয়া ধনী ধর্ম্মকে ধেয়ান।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভু তোমাতে প্রমাণ ॥ ৮৫
এক পুত্র দান মোরে দেহ পরাৎপর।
নতুবা পরাণ ত্যজি শালে দিয়া ভর ॥ ৮৬
পুনর্ব্বার অর্ঘ্য দিয়ে ধ্যায় ধর্ম্মরূপ।
ঝুপ্ করে ঝাঁপ দিতে শব্দ উঠে ঝুপ্ ॥ ৮৭

৬৩। খুর খরশান—খুরের মত ধারাল।
৬৮। রটে—হয়।
৬৯। ভাঁড়াতে—বঞ্চনা করিতে।
৭২। বলো—বলিও। মলো—প্রাণত্যাগ করিল।
৭৩। পুনঃ বদ্ধ ইত্যাদি—আমি প্রাণত্যাগ করিলাম, স্বামীর প্রেম-ডোরে আর বদ্ধ হইতে পারিলাম না।
৭৪। কারু—কাহারও।
৭৫। করতার—জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ ঈশ্বর।
৭৯। পতঙ্গ কুটা ইত্যাদি—ধারাল কাঁটার উপরে সূর্য্যকিরণ ঝক্‌মক্ করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন পতঙ্গ কিংবা কুটা পড়িলে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।
৮১। দেখে শাল ইত্যাদি—রঞ্জাবতী সেই ভয়ঙ্কর শালকাঁটাকে শিরীষপুষ্পের ন্যায় সুকোমল দেখিতে লাগিলেন।

বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হল ফার।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠে রক্তধার ॥ ৮৮
হাহাকার করে দেখে যত ভক্তগণ।
দেবতা সবার স্বর্গে টলিল আসন ॥ ৮৯
জীবন ত্যজিল রাণী করে ছট্‌ফট্‌।
চাঁপায়ের ঘাটে বড় ঘটিল সঙ্কট ॥ ৯০
রাখিতে না পারে কেহ নয়নের জল।
সামুলা বলেন ত্রাহি ভক্তবৎসল ॥ ৯১
ধূপ ধূনা অন্ধকার ধর্ম্ম-ধ্যান-চিত।
জয় জয় নিরঞ্জন ডাকেন পণ্ডিত ॥ ৯২
মালিকী কল্যাণী দাসী চামর ঢুলায়।
ঊর্দ্ধবাহু করি কেহ ধর্ম্মকে ধেয়ায় ॥ ৯৩
ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় পুত্র তাঁর সংসারে প্রশংসে ॥ ৯৪
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরু পদাক্রান্ত ॥ ৯৫
শাল-ভরে রঞ্জাবতী পরাণ ত্যজিতে।
স্ত্রীহত্যার পাপ যায় সূর্য্যে গয়াসিতে ॥ ৯৬
বরণ বিকট কাল পিঙ্গলাক্ষ কেশ।
করে ভস্ম উগ্রা মতি ভয়ঙ্কর বেশ ॥ ৯৭
মূলাপারা দশন বসনহীন কটী।
ঊর্দ্ধমুখে অমনি আকাশে উঠে ছুটি ॥ ৯৮
পথে আগুলিল পূষা পসারিয়া বাহু।
সূর্য্যবলে এ'ল এবা আর কোন্ রাহু ॥ ৯৯
তাড়া খেয়ে তত্রাসে পলায় দিননাথ।
বিজয় বৈকুণ্ঠপথে বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ॥ ১০০
যেতে না পারিল পাপ বিষ্ণুর নগর।
পাপে পূর্ণ পৃথিবী সহিতে নারে ভর ॥ ১০১
থর থর কাঁপে মহী ভক্তহত্যা পাপে।
অনন্ত অস্থির, অষ্টকুলাচল কাঁপে ॥ ১০২
ভক্ত-নাশে রক্ত-বৃষ্টি ঘন উল্কাপাত।
আপনি অস্থির অতি অখিলের নাথ ॥ ১০৩
হেন কালে প্রভুর নিকটে আইল রবি।
ছল ছল নয়ন মলিন মুখ-ছবি ॥ ১০৪

সূর্য্যে দেখে ঠাকুর সুধান ব্যস্ত হয়ে।
কও কোন্ প্রমাদ পড়েছে তোমা লয়ে ॥ ১০৫
কি কারণে দেখি তব মলিন কিরণ।
..নাম করিয়া তাপে কাঁপিছে তপন ॥ ১০৬
কাজ নাই, গোঁসাই, বিষয় আমি আলি।
অশেষ কলুষে আর কত হব কালী ॥ ১০৭
রঞ্জাকে পূজার হেতু পাঠায়েছু বটে।
সে ধনী চাঁপাই তটে মহা সিদ্ধ-পীঠ ॥ ১০৮
কামনা করিয়া মো'ল শালে দিয়া ভর।
তিন দিন হ'ল তবু নাহি দিলে বর ॥ ১০৯
অতঃপর বিষয়ে আমার দণ্ডবৎ।
ভক্তহত্যার পাপ আসে গয়াসিতে রথ ॥ ১১০
এতেক দুর্গতি যদি মহা ভক্ত জনে।
পতিতপাবন নাম পালিবে কেমনে ॥ ১১১
ঠাকুর বলেন তবে এই হেতু ভানু।
দশনে রসনা চাপে কাঁপে ঘাম তনু ॥ ১১২
অমঙ্গল অশেষ উঠিছে পৃথ্বীময়।
ভক্তের বিপত্তি নাকি মোর প্রাণে সয় ॥ ১১৩
অভিশাপ পাইল সে ঈশ্বরী সম্মুখ।
একজন্ম ম'রে সে দেখিবে পুত্রমুখ ॥ ১১৪
আজ তারে প্রাণ দিয়া হইব সদয়।
রবি কন প্রভু এই উপযুক্ত হয় ॥ ১১৫
বীর হনু বলে তবে ব্যাজ অকারণ।
চল প্রভু বলি সঙ্গে চলে দেবগণ ॥ ১১৬
চাঁপাই চলিল প্রভু-চাপি রত্নরথে।
প্রবেশিয়া পৃথিবী দেখিব মধ্যপথে ॥ ১১৭
ব্রহ্মহত্যা দিতে যায় ধর্ম্মের উপর।
অভিমানে দারুণ দরিদ্র দ্বিজবর ॥ ১১৮
মায়াধর কন তারে কোথা যাও বিপ্র।
দ্বিজ বলে ধর্ম্মদেবে হত্যা দিতে ক্ষিপ্র ॥ ১১৯
আমারে অখিলে সে করেছে অতি দৈন্য।
ভিক্ষা বিনা ভবনে ভরসা নাই অন্ন ॥ ১২০

৮৮। ফার—পৃষ্ঠদেশ বিঁধিয়া এফোঁড় ওফোঁড় হইল।

৯৭। উগ্রা মতি—ক্রোধমতি।

৯৯। পূষা—সূর্য্য।

১০৭। আলি—ভার গ্রহণে অসমর্থ হইলাম।

১১০। বিষয়ে দণ্ডবৎ—পৃথিবীকে আলোক দিবার যে পদ আছে, তাহা ত্যাগ করিলাম।

১১৯। ক্ষিপ্র—শীঘ্র।

সাত ভাই গৃহস্থঘরে গেলাম ঠাকুর।
ভিক্ষা নাহি দিল আর ছোবাল কুকুর ॥ ১২১
ঠাকুর উপর হত্যা দিব একারণে।
শুনে মহাপ্রভু অতি সচিন্তিত মনে ॥ ১২২
এক স্ত্রী-হত্যার পাপে হ'ল এতদূর।
ততোধিক ব্রহ্মহত্যা পাতক প্রচুর ॥ ১২৩
ঠাকুর বলেন ফের মেগে লও বর।
ব্রাহ্মণ বলেন যদি দাও মায়াধর ॥ ১২৪
ঘর বাড়ী সব তার অধিকার জুড়ে।
মোর কোপ-দৃষ্টে তার সব যাক উড়ে ॥ ১২৫
ঠাকুর বলেন ভাল দিনু ঐ বর।
তবে বিপ্র ক্ষিপ্র হয়ে গেল তার ঘর ॥ ১২৬
ক্রোধভরে ব্রাহ্মণ চাহিল চক্ষু জুড়ে।
প্রলয়ের ঝড়ে তার সব গেল উড়ে ॥ ১২৭
ধন কড়ি ঘর বাড়ী ঘটী বাটী থাল।
সাগরে পড়িল উড়ে ধেয়ায় কপাল ॥ ১২৮
কি কাল কুবুদ্ধে কেন ব্রাহ্মণের মস্ত।
সর্ব্বনাশ ঘটিল দারুণ দশা দৈন্য ॥ ১২৯
দেখিয়া দ্বিজের কোপ প্রভু পান ত্রাস।
এই বিপ্র হ'তে পাছে হয় সৃষ্টি নাশ ॥ ১৩০
এত বলি ব্রহ্মতেজ হরি নিরঞ্জন।
সাত ভেয়ে দয়া করে দিল পূর্ব্বধন ॥ ১৩১
চাঁপায়ে চলিল তবে ভক্তের উদ্দেশে।
কতদূরে রাখ রথ সন্ন্যাসীর বেশে ॥ ১৩২
হেন কালে বীর হনু বলেন বিনয়।
সবার সাক্ষাতে যাওয়া উপযুক্ত নয় ॥ ১৩৩
যদি যাও বালিকায় করি কৃপা দৃষ্টি।
মহা ঘোর বাদল চাঁপায়ে কর বৃষ্টি ॥ ১৩৪
পথে মায়া-মন্দির সৃজহ কৃপাময়।
ভয় পেয়ে সবে যেন পালাইয়া রয় ॥ ১৩৫
তবে যেয়ে সদয় হইবে ভক্ত জনে।
উপযুক্ত যুক্তি বড় লেগে গেল মনে ॥ ১৩৬
মায় দৃষ্টি হ'ল সৃষ্টি ঘোর বৃষ্টি বাত।
নির্ঘাত শব্দ দিল বজ্র উল্কাপাত ॥ ১৩৭
হুড় হুড় হুড় হুড় ঘোর গভীর গর্জ্জন
পীড়া পেয়ে প্রমাদে পালায় ভক্তগণ ॥ ১৩৮

পথে মায়াঘর প্রভু করিলা প্রকাশ।
সেই পথে ধায় সবে পেয়ে মহা ত্রাস ॥ ১৩৯
শীতভীত ক্ষুধায় কম্পিত কলেবর।
আশ্রয় লইল সবে পথে পেয়ে ঘর ॥ ১৪০
মালিকী কল্যাণী আর সামুলী সুন্দরী।
শিয়রে রহিলা মাত্র প্রাণপণ করি ॥ ১৪১
তবে মায়া-নিদ্রা প্রভু দিলা তিন জনে।
চক্ষে চাপে ঘোর নিদ্রা রয় অচেতনে ॥ ১৪২
চাঁপায়ে চঞ্চল চিতে যান কৃপাময়।
রঞ্জার নিকটে আসি হইলা বিস্ময় ॥ ১৪৩
শালে জর জর তনু দেখিলা রঞ্জায়।
ছল ছল নয়ন বয়ানে হায় হায় ॥ ১৪৪
সেবা করি কেবা কোথা ম'ল শালভরে।
দেবাসুর-অসাধ্য মানবী হয়ে করে ॥ ১৪৫
মলিন বয়ান-বিধু মুদিত নয়ন।
রক্ত-সিক্ত-তনু ভক্তে হৈল কৃপাবান্ ॥ ১৪৬
শাল হইতে কোলে তারে তুলিলা ঠাকুর।
মুদিল শালের চিহ্ন ঢালিয়া সিন্দূর ॥ ১৪৭
চাঁপায়ের ঘাটে তারে করাইল স্নান।
সঞ্চরিল পঞ্চভূত রাণী পাইল প্রাণ ॥ ১৪৮
পদ্মহস্ত বুলাইতে হ'ল সচেতন।
প্রাণ দিয়ে নিমিষে লুকাল নিরঞ্জন ॥ ১৪৯
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৫০

রঞ্জাবতী বাঁচি প্রাণে, চেয়ে চিন্তি চারিপানে,
কৃপাবানে দেখিতে না পায়।
মরেছিনু শালভরে, যে জন জীয়াল মোরে,
তিঁহ প্রভু হও বরদায় ॥ ১৫১
নহে পুনর্ব্বার আজি, প্রকারে পরাণ ত্যজি,,
বাঁচিয়ে বলিল বার তিন।
ঝাঁপ দিতে যায় শেষে, প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে,
হাতে ধরে ভক্তের অধীন ॥ ১৫২
রাণী কন ছাড় যতি, বলেন বৈকুণ্ঠপতি,
ত্যজ বাছা দারুণ সাহস।
তনু ত্যজ কিবা কাজে, কেন পূজ ধর্ম্মরাজে,
কালা কে করেছে কোথা বশ ॥ ১৫৩
আমি ধর্ম্ম অভিলাষী, হয়েছি চাঁপাইবাসী,
সন্ন্যাসি-আশ্রয়ে চিরকাল।
তথাপি না হ'ল দয়া, বিষম ধর্ম্মের মায়া,
কেন মিছা বাড়াও জঞ্জাল ॥ ১৫৪

১২১। ছোবাল কুকুর—কুকুর [illegible]লাইয়া দিল, সেই কুকুর কামড়াইয়া দিয়াছে।

সেব অন্ত দেব দেবী, সফল হইবে সেবি,
কেবা দিল হেন উপদেশ।
নাহিক নিয়ম যাঁর, গুণহীন নিরাকার,
কেন তায় লাগি এত ক্লেশ॥ ১৫৫
রাণী কন ধর্ম্ম ভিন্ন, প্রভু নাহি জানি অন্য,
শুনি হস্ত কন কৃপাময়।
আমি ধর্ম্ম মায়াধর, লও বাঞ্ছা মেগে বর,
রাণী কন না হয় প্রত্যয়॥ ১৫৬
এই মৃত নিম্বতরু, ফল ফুলে দেখি চারু,
বাঞ্ছা-কল্পতরু তবে জানি।
শুনি কৃপা দৃষ্টে চান, ফল ফুলে বিদ্যমান,
বৃক্ষ দেখি কন পুনঃ রাণী॥ ১৫৭
দেখি যদি চতুর্ভুজে, তবে প্রভু পদাম্বুজে,
মজে চিত্ত মেগে লব বর।
শুনি স্নেহে মায়াধারী, হ'ল ভক্ত-মনোহারী,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর॥ ১৫৮
বৈকুণ্ঠ-নিবাসি-বেশ, হ'ল ব্রহ্মা ত্রিলোকেশ,
দেবতা সকলে করে স্তুতি।
প্রেমে গদ গদ বাণী, অবনী লোটায়ে ধনী,
রঞ্জাবতী করেন প্রণতি॥ ১৫৯
কে কহিবে কতভাগ্য, জগতে জীবন শ্লাঘ্য,
প্রভু আগে মাগে পুত্র বর।
প্রভু কন এই বর, দিনু বাছা যাও ঘর,
পুত্র পাবে কশ্যপ-কুমার॥ ১৬০
ঋতু স্নানে যাবে যবে, যুগ্ম নারিকেল পাবে,
নদী বেয়ে আসিবে উজান।
ঝাঁপ দিয়ে লয়ে যাবে, ছোটটী আপনি খাবে,
বড় দিবে সূর্য্যে অর্ঘ্যদান॥ ১৬১
নারিকেল গর্ভধান, লাউসেন অভিধান,
থোবে পুত্র হইলে ভূমিষ্ঠ।
রাণী কন কৃতাঞ্জলি সরম খাইয়ে বলি,
বৃদ্ধপতি আমার অদৃষ্ট॥ ১৬২
ঠাকুর কহেন তবে, বাসরে বসিবে যবে,
তুমি মোরে করিবে স্মরণ।
মদনে পাঠাব ক'য়ে, রাজার শরীরে থেয়ে,
সাধিবে তোমার প্রয়োজন॥ ১৬৩
শুনি আনন্দিত রামা, হইল সফল-কামা,
ঠাকুর হইল তিরোধান।
দ্বিজ ঘনরাম ভাষে কাতর কল্যাণ দাসে,
প্রভু সদা হবে কৃপাবান॥ ১৬৪

প্রভু গেলা রাণীকে করিয়া কৃপাদৃষ্টি।
চাঁপায়ে ঘুচিল ঘোর মহা ঝড়-বৃষ্টি॥ ১৬৫
সংঘাত সকল পুনঃ জড় হ'য়ে আসি।
শিয়রে সামুলা উঠে আর দুই দাসী॥ ১৬৬
জয়ধ্বনি করে সবে দেখিয়া মঙ্গল।
রাণী লোটাইয়া পড়ে পণ্ডিতের পায়॥ ১৬৮
সামুলারে সম্ভাষে বলিয়া দিদি দিদি।
সামুলা বলেন বুন উঠ গুণনিধি॥ ১৬৮
বিধি সে মুখের কালী ঘুচাল হরিষে।
রঞ্জাবতী বলে সব তোমার আশিষে॥ ১৬৯
প্রাণদান দিল প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে।
তবে চতুর্ভুজ হরি দেখা দিল শেষে॥ ১৭০
শেষে বলে যেরূপে সদয় যুগপতি।
পণ্ডিত বলেন তুমি বড় ভাগ্যবতী॥ ১৭১
সম্প্রতি সম্পূর্ণ পূজা চাঁপায়ের ঘাটে।
পণ্ডিত গোঁসাই দিল বিসর্জ্জন ঘটে॥ ১৭২
হরিহর দিল আসি বাদ্যের ধুমুল।
গাজনে সন্ন্যাসী সব উড়'ইল ধূল॥ ১৭৩
পণ্ডিত সবার ভালে দিল যজ্ঞ-ফোঁটা।
দক্ষিণান্ত করি রাণী খোলে যোগ-পাটা॥ ১৭৪
ঘটা করি প্রসাদ ভোজন সবে করি।
ত্বরা করি ভর দিয়ে বেয়ে চলে তরী॥ ১৭৫
দ্বারিকেশ্বর বেয়ে ভাটি ধরিল উজান।
ব্রহ্মদহ ছাড়ি পুনঃ ভাটি ব'য়ে যান॥ ১৭৬
অবিলম্বে এ'ল সবে ঝুমঝুমি বেয়ে।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে উত্তরিল গিয়ে॥ ১৭৭
তরিবরে নানা বাদ্য বাজে শঙ্খ-কাঁসি।
ব্রহ্মজয় ডাকে যত ধর্ম্ম-অভিলাষী॥ ১৭৮
আসি উত্তরিল তরি নিকটে ময়না।
মহারাণী এ'ল ব'লে উঠিল ঘোষণা॥ ১৭৯
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ আনন্দে আসিয়া।
সংঘাত-সহিত নিল জয় জয় দিয়া॥ ১৮০
চাঁপায়ে সেবিল ধর্ম্ম শালে দিয়া ভর।
শুনি আনন্দিত সবে পাইল পুত্রবর॥ ১৮১
ঘরে এ'ল মহারাণী রাজার সাক্ষাৎ।
নাথের চরণ বন্দে হয়ে প্রণিপাত॥ ১৮২
পুত্রবতী [illegible] প্রিয়ে! আশীর্ব্বাদ ব'লে।
উঠ উঠ [illegible]লে রাজা হাতে ধরে তুলে॥ ১৮[illegible]
মঙ্গল-ব[illegible] চাঁপাই সেবায়।
রাণী [illegible] সব সিদ্ধ তোমার কৃপায়॥ ১৮[illegible]

কতেক কঠোর করি সেবি মায়াধর।
জীবন ত্যজিনু শেষে শালে দিয়া ভর॥ ১৮৫
প্রাণ দান দিল ধর্ম্ম সন্ন্যাসীর বেশে।
তবে চতুর্ভুজ হরি দেখা দিল শেষে। ১৮৬
পুত্রবর দিয়া গেল অখিলের পতি।
রায় বলে প্রিয়া তুমি বড় ভাগ্যবতী॥ ১৮৭
পণ্ডিত প্রভৃতি রাজা যত ভক্তগণে।
সকলে বিদায় দিল বসন-ভূষণে॥ ১৮৮
নিতি নব লাবণ্য ধরেন রঞ্জাবতী।
শুভ দিনে সুন্দরী হইল ঋতুমতী॥ ১৮৯
তিন দিন পতি সঙ্গে রহিল বিচ্ছেদ।
পরশে পাতক বাড়ে মুনি বাক্য বেদ॥ ১৯০
চারি দিনে শুদ্ধ নারী স্বামীর পরশে।
সকল পবিত্র হয় পঞ্চম দিবসে॥ ১৯১
চাঁপায়ে প্রভুর আজ্ঞা সদা মনে অই।
ঋতুস্নানে যান রাণী তিন দিন বই॥ ১৯২
হরিষে হরিদ্রা তৈল আমলকী লয়ে।
সখীসঙ্গে স্নানে যায় হর্ষচিত্ত হয়ে॥ ১৯৩
প্রবেশ করিলা আসি কালিন্দীর জল।
অন্তরে জানিল প্রভু ভকতবৎসল॥ ১৯৪
যুগ্ম নারিকেল প্রভু হনুমানে দিয়ে।
বিশেষ বলিল বাপু বসুমতী যেয়ে॥ ১৯৫
কালিন্দী গঙ্গার জলে ভাসাবে উজান।
রঞ্জাবতী যে ঘাটে করেন ঋতুস্নান॥ ১৯৬
চাঁপায়ে বিধান তারে ক'হেছি সকল।
সূর্য্য-অর্ঘ্য দান দিবে এই বড় ফল। ১৯৭
আদরে বলিবে তারে ছোটটী খাইতে।
শুনি শীঘ্র বীর হনু এ'ল অবনীতে। ১৯৮
স্নান করি মহারাণী ধর্ম্মকে ধেয়ান।
বীর ভাসাইল ফল খাইল উজান॥ ১৯৯
তা দেখি প্রভুর আজ্ঞা মনে ক'রে সতী।
দুই ফল কৌতুহলে ধরে রঞ্জাবতী॥ ২০০
বড় নারিকেল দিল সূর্য্য-অর্ঘ্য দান।
ছোট নারিকেল খাইল লভিতে সন্তান॥ ২০১
ধ্যান করি ধর্ম্মপদ প্রবেশিল পুর।
মনে হ'ল সন্তোষ, সন্তাপ গেল দূর॥ ২০২
চিন্তিলা পরম পদ উরি বহু যত্ন।
মৃত্যুঞ্জয় গান দ্বিজ কবিরত্ন॥ ২০৩

নিজ বাসে রহে রামা
অন্তঃপুর শুন কিছু মহাপ্রভু লয়ে। ২০৪

বীরহনু এ'ল যদি দিয়ে দুই ফল।
দেবসভা-মাঝে যান ভকতবৎসল॥ ২০৫
সকল দেবতা আজি পূর মোর কাম।
পৃথিবীতে পূজা লব ধর্ম্মরাজ নাম॥ ২০৬
কোন্ দেব করিবে রঞ্জার গর্ভে বাস।
কে মোর মঙ্গল-পূজা করিবে প্রকাশ॥ ২০৭
কে মোরে মর্ত্ত্যেতে গিয়া দিবে পুষ্প-পানি।
শুনিয়া দেবতাগণে করে কাণাকাণি॥ ২০৮
হেন কালে পবননন্দন ফুটে কন।
পূজা প্রকাশিতে যাক্ কশ্যপ-নন্দন॥ ২০৯
তখন আপনি ফুটে কন মায়াধর।
আমি রঞ্জাবতীকে দিয়াছি সেই বর॥ ২১০
এত শুনি কশ্যপ-কুমার শোকে কান্দে।
প্রভু মোরে কি পাপে ফেলাও মায়া-ফাঁদে॥ ২১১
জগতে জন্মিতে বল মানবী-উদরে।
বলিতে বদন কাঁপে শোকে আঁখি ঝরে॥ ২১২
আঁখি ঠারে ঠাকুর হনুর পানে চান।
প্রবোধে পবনপুত্র মুছায়ে বয়ান॥ ২১৩
হাকন্দ পুরাণে লেখা শুন মহামতি।
তোমা হতে পূর্ণ হবে ধর্ম্মের উন্নতি॥ ২১৪
প্রচারিবে পূজার পদ্ধতি পৃথ্বীময়।
তোমা হ'তে পূর্ণ হ'বে পশ্চিম-উদয়॥ ২১৫
মহাপুণ্য ভূমি সেই ভারত অবনী।
ত্রিলোকের নাথ যেথা জন্মিলা আপনি॥ ২১৬
দেবকন্যা রঞ্জা, যা'রে প্রভু দিলা দেখা।
দেবগণ কন সে মনুষ্যে নয় লেখা॥ ২১৭
আপনি প্রবোধি পুনঃ বলেন ঠাকুর।
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য কর দূর॥ ২১৮
তখন কহেন কিছু কশ্যপ-কুমার।
জন্ম নিতে গোঁসাই করিনু অঙ্গীকার॥ ২১৯
কিন্তু নিবেদন এক এখন বাজাই।
জন্মিলে রাজার ঘরে রাজকার্য্য চাই॥ ২২০
পাছে পরাভব নাই মানুষের হাটে।
প্রভু কন রণে বনে রাখিব সঙ্কটে॥ ২২১
যমের দোসর কালু বীর মহামতি।
অনুগত কত কত হবে সেনাপতি॥ ২২২
দেবকন্যা রমণী তোমার চারিজন।
জন্মিবে সূর্য্যের বাজি তোমার কারণ॥ ২২৩

২২০। বাজাই—জিজ্ঞাসা করি।

রাণী রঞ্জাবতী হেথা করিয়া রন্ধন।
স্বামীকে দিলেন অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥ ২২৪
পরিপাটী ভোজন করেন পাঁচ রস।
রাণী পানে চেয়ে কিছু কহেন সরস ॥ ২২৫
রসকর ভোজনেতে সুখ অঙ্গমাঝ।
* * * * * ॥ ২২৬
লাজ পেয়ে বসনে ঢাকিল মুখ আধা।
হাসি হাসি বলেন বচন মাখা সুধা ॥ ২২৭
সুধাসিক্ত হ'লে নাথ সব সুধাময়।
তোমা লয়ে রস নাথ কোন্ কালে নয় ॥ ২২৮
মকরন্দ পূর্ণ যদি অরবিন্দ ফুটে।
তায় অতি অকৃতী অলির মন ছুটে ॥ ২২৯
লুঠিতে নিষেধ মধু যদি হয় যোগ।
তবু না নিষেধে পদ্ম ভ্রমরের ভোগ ॥ ২৩০
রসিকা-রসিক-রসে উপজিল হাসি।
রহসে দিবস গেল প্রবেশে তামসী ॥ ২৩১
দাসী পানে তখন সঙ্কেতে রাণী চায়।
বাসর বঞ্চিব রাত্রি নিদ্রাতুর রায় ॥ ২৩২
হাসিয়া হরষে দাসী আসি লঘুগতি।
বাসরে যতনে জ্বালে রতনের বাতী ॥ ২৩৩
কিবা শোভা করে সেই শয়নের শালা।
মাঝে যায় কাঞ্চন বরণ কাঁচ ঢালা ॥ ২৩৪
চারুচিত্র চৌপল-চামরে গেছে ছেয়ে।
অনিমিখ রহে চক্ষু যদি দেখে চেয়ে ॥ ২৩৫
যতনে ছাউনি চারু চামরের চাল।
বিচিত্র বসন কত রতন-মিশাল ॥ ২৩৬
চারি ভিতে বিরাজে বিনোদ বনমালা।
পুরট পালঙ্কে তথি পড়িল প্রবলা ॥ ২৩৭
মেঝে জুড়ে ফেলে সপ দিয়া ফুলবাঁটী।
কেলিল পালঙ্ক তায়, পাতাইল পাটী ॥ ২৩৮
গুজরাটী-ছিট ভোট যোট তার খাসা।
দুদিকে বালিস রাখে আলিস-বিনাশা ॥ ২৩৯
লসিত অসিত হেম রচিত শিয়র।
শোভিত তাড়িতযুত যথা জলধর ॥ ২৪০
দু'পাশে পরট-পথ পাটের খোপনা।
পালঙ্ক-চৌদিকে চিত্র দোথরি দোলনা ॥ ২৪১
রচিত মল্লিকা তায় চাঁপা চন্দ্রমালি।
সৌরভ-গৌরবে কত গুঞ্জরিছে অলি ॥ ২৪২
রচিল সুখদ শয্যা যেন পয়ঃফেন।
শয়ন করিবে তায় রায় কর্ণসেন ॥ ২৪৩
আচ্ছাদন দিল তায় পাটের পাছড়া
দু'পাশে পূর্ণিত পানে পুরট বাপুড়া ॥ ২৪৪
লবঙ্গ কর্পূর আদি সুরসাল গুয়া।
বাটা-পূর্ণ পরিমল সকস্তুরী চুয়া ॥ ২৪৫
খেতে রাখে ক্ষীর-সর খাসা চিনি খণ্ড।
শয়ন করিল রায় নিশা দশ দণ্ড ॥ ২৪৬
হবিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২৪৭
মালিকী কল্যাণী হেতা অশেষ বিশেষ।
শশিমুখী রাণীর রচিল নাস বেশ ॥ ২৪৮
রতন-মুকুরে রাণী দেখে মুখ-ছবি।
কপালে সিন্দুর-শোভা প্রভাতের রবি ॥ ২৪৯
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয়, অর্দ্ধ ইন্দু ॥ ২৫০
বিন্দু বিন্দু গো-রোচনা শোভে তায় অতি।
অলকা-মণ্ডিত মণি মুকুতার পাতি ॥ ২৫১
নানা পারবন্দ করি বেন্ধেছে কবরী।
নিরখিতে বদন মদন মন-চুরি ॥ ২৫২
বুকে বান্ধা কাঁচলি সঙ্কেত অভিলাষে।
পরশে রাজার হস্ত খসে অনায়াসে ॥ ২৫৩
চরণে ভূষণ পরে পায়ে গোটা মল।
গরব গমনে কত পুরুষ পাগল ॥ ২৫৪
বিচিত্র বসন পরে কমলা-বিলাস।
সুন্দরী সহজরূপে তিমির-বিনাশ ॥ ২৫৫
অঙ্গে শোভে অপূর্ব্ব অনেক অলঙ্কার।
বিরচিতে বাহুল্য তুলনা নাহি তার ॥ ২৫৬
দাসী-হস্তে জল-ঝারি গমন মন্থরা।
প্রবেশে শয়নশালা সাক্ষাৎ অপ্সরা ॥ ২৫৭
আইস আইস সুন্দরি সঘনে সেন ডাকে।
মুচকি হাসিয়া রামা অধোমুখ ঢাকে ॥ ২৫৮
হাসি হাসি শশিমুখী বৈসে প্রাণনাথে।
ছেঁচা গুয়া তাম্বুল যোগান হাতে হাতে ॥ ২৫৯

২৪০। শিয়র—বালিস। তড়িতযুক্ত—বিদ্যুৎযুক্ত।

২৪৩। পয়ঃফেন—দুগ্ধফেনের ন্যায় সাদা।
২৫৫। তিমির বিনাশ—এত আধিক রূপ যে অন্ধকার নাশ করে।

খেতে খেতে রাজার নয়নে এলো ঘুম।
চিয়ায় চাপায়ে গায় চন্দন কুঙ্কুম ॥ ২৬০
চাপে দুই চরণ চামরে করে বাও।
রাজা বলে হেদে বা খানিক ঘুম যাও ॥ ২৬১
এত শুনি বিধুমুখী সুধা করে পান।
সুগন্ধি শীতল রাত্রি সুখে নিদ্রা যান ॥ ২৬২
কপাল খেয়ান রাণী মনে পেয়ে খেদ।
আশাভঙ্গ দুঃখ বড় করে মর্ম্ম-ভেদ ॥ ২৬৩
দাসী বলে ওষা পান গুঁজে দেহ গালে।
ঘুমে মাটি হয়, ভাটী বয়সের কালে ॥ ২৬৪
নাড়া চাড়া দিতে তবে উলটিয়া পাশ।
হুঙ্কারি ঘুমান ঘোরে ঘন বহে শ্বাস ॥ ২৬৫
নিশ্বাস ছাড়িয়া রামা বলে হায় হায়।
নাশ হৈল আশা নাথ! নিশা বয়ে যায় ॥ ২৬৬
উঠিতে বসিতে চিন্তে কত উঠে ক্লেশ।
বার হয়ে দেখে দাসী নিশি পরিশেষ ॥ ২৬৭
শালে ভর দিয়া বর পেয়ে কোন্ কাজ।
ধিক্‌রে দারুণ বিধি তোর মুণ্ডে বাজ ॥ ২৬৮
লাজ হইল রাজ্য যুড়ে কার্য্য অতি দূরে।
এত বলি ধ্যায় ধনী শ্রীধর্ম্ম ঠাকুরে ॥ ২৬৯
অনাথ-বান্ধব কোথা ভকত-বৎসল।
প্রভু হে তোমার বাক্য হয় যে বিফল ॥ ২৭০
গরল ভখিয়া তবে ত্যজিব পরাণে।
স্মরণে জানিয়া প্রভু আনান মদনে ॥ ২৭১
প্রভু কহে যাও মহী ময়না নগরে।
রাজারে করিবে ভর রঞ্জার বাসরে ॥ ২৭২
আজ্ঞা শুনি কামদেব আইল বেগবন্ত।
মলয়-মারুত সঙ্গে সুখতু বসন্ত ॥ ২৭৩
বৃদ্ধরাজ শরীরে করিল আকর্ষণ।
নানা পুষ্প সুগন্ধি শঙ্করে সমীরণ ॥ ২৭৪
সহযোগে বসন্ত সুন্দরী বসে বামে।
যুবক জিনিয়া রাজা জর জর কামে ॥ ২৭৫
মোহিত হইয়া ধরে যুবতীর হাত।
রাণী বলে উহু না না কি করহে নাথ ॥ ২৭৬

২৬০। চিয়ায়—সচেতন করে।
২৬১। বাও—বাতাস করে।

ভুলিল পুরুষ যদি যৌবনের হাটে।
কত খান নাপান করিতে তায় খাটে ॥ ২৭৭
রাজা বলে আজ মেনে আলিঙ্গন দে।
রাণী বলে শুয়ে সুখে নিদ্রা যাও হে ॥ ২৭৮
বুঝিতে বিরল বড় বচনের ছলা।
কহিতে কহিতে কত কামিনীর কলা ॥ ২৭৯
মদনে মাতিয়া রাজা পসারিল পাণি।
নানাকার করিয়া পালান পাটরাণী ॥ ২৮০
অমনি আবেশে রায় বান্ধে ভুজ-পাশে।
ঢল ঢল রসের সাগরে দোঁহে ভাসে ॥ ২৮১
প্রকাশে বদন-বিধু ঘুচায়ে বসন।
পুন পুন পিয়ে মধু মাতিলা মদন ॥ ২৮২

* * * *

সুসময় সুতিথি সুযোগে শুভ নিশি।
কশ্যপ-নন্দন তায় জন্ম নিল আসি ॥ ২৮৯
বাসনা করিয়া পূর্ণ প্রভুর আজ্ঞায়।
মদন বিদায় হৈল, উঠে বসে রায় ॥ ২৯০
উঠে বসে রঞ্জাবতী মুখে ক্ষীণ রা।
রতিশ্রমে অলসে এলায়ে পড়ে গা ॥ ২৯১
ভেসেছে অপাঙ্গ-কোলে ভালের ভূষণ।
নাসা কোণে গালে গলে চক্ষুর অঞ্জন ॥ ২৯২
কেশ বেশ বিশেষ কাঁচলি গেছে খসি।
দাসী আসি হাসিয়া মুছাল মুখশশী ॥ ২৯৩
বদন-শোধন করে সুগন্ধি জীবনে।
দূরে গেল সন্তাপ সন্তোষ হইল মনে ॥ ২৯৪
প্রকাশ হইল রবি বেলা দণ্ড ছয়।
স্নান পূজা করে দোহে আনন্দ-হৃদয় ॥ ২৯৫
হরি-গুরু-চরণে মজুক নিজ চিত।
দ্বিজ কবিরত্ন গান শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥ ২৯৬
এত দূরে পালা সাঙ্গ শুন সর্ব্বজন।
মুখ ভরি বল হরি পাপ বিমোচন ॥ ২৯৭

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

২৭৭। নাপান—বিলাসভাব।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

লাউসেনের জন্ম পালা।

সমাদরে শুন সবে ধর্ম্ম সংকীর্ত্তন।
সংসার-সন্তাপ-সিন্ধু তারণ কারণ ॥ ১
পুণ্য-ভুমি তায় মনুষ্য-দেহ লয়ে।
মিছা মায়া-মোহ-জালে জন্ম যায় বয়ে ॥ ২
শিশুকালে হেলায় খেলায় গোঁয়াইলে।
যুবতী-যৌবনমদে যুবা কালে গিলে ॥ ৩
চিন্তায় অলসে যদি বৃদ্ধকাল লবে।
বল দেখি কি কথা যমেরে যেয়ে কবে ॥ ৪
পাপ প্রকাশিয়া যবে পীড়িবে শমন।
কোথা রবে জায়া পুত্র পরিবার ধন ॥ ৫
সেকালে সারথি মাত্র হবে হরিনাম।
মুখ ভরি বল হরি তর পরিণাম ॥ ৬
দেবতা প্রসন্ন হ'লে চতুর্ব্বর্গ ফল।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ হয় করতল ॥ ৭
ভকত-বৎসল বাঞ্ছা পুরালে রঞ্জার।
শুভ দিনে হৈল তার গর্ভের সঞ্চার ॥ ৮
করতার প্রসন্নে পুজেন রঞ্জারাণী।
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি ॥ ৯
কাণাকাণি করে লোক দুমাসের কালে।
গর্ভবতী হৈল রাণী ভর দিয়া শালে ॥ ১০
তিনমাসে কেমন কেমন করে গা।
ঘুমে আঁখি ঢুলু ঢুলু মুখে ক্ষীণ রা ॥ ১১
অলসে এলায় অঙ্গ অন্ন নাহি রুচে।
ভাজা গুয়া ভোজনে অরুচি মুখে ঘুচে ॥ ১২
চারিমাসে চন্দ্রমুখী চঞ্চল চেতনা।
নূতন গার্ভিণী কিছু জানে না যন্ত্রণা ॥ ১৩
দিনে দিনে বাড়ে রূপ বদনের ছবি।
ভুমে করে শয়ন সহিতে নারে রবি ॥ ১৪
কুল কাসন্দি করন্দা জোন্দাকে যায় সাধ।
পুরুষে আবেশ বাড়ে মদন উন্মাদ ॥ ১৫
পাঁচে পঞ্চামৃত খেতে হৈল মনস্থির।
জন্মিল ছ মাসে পূর্ণ শিশুর শরীর ॥ ১৬
মুখ চক্ষু নাসা কর্ণ হস্ত পদাঙ্গুলি।
নখ লোমাবলি অঙ্গে জন্মিল সকলি ॥ ১৭
সাত মাসে হইল জীবের অধিষ্ঠান।
ধরণী-মণ্ডলে ধনি ধর্ম্মকে ধেয়ান ॥ ১৮
মহা পুণ্যোদয় হইল ময়না-মণ্ডলে।
ভাজা-ভুজা নানা দ্রব্য ভুঞ্জে কুতুহলে ॥ ১৯
আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে।
সাদরে সাধের দ্রব্য এসে ঘরে ঘরে ॥ ২০
ক্ষীরখণ্ড ছেনা ননি চিনি চাঁপাকলা।
পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাতখোলা ॥ ২১
মজামত্তমান মিছরি মিশাইয়া দই।
কাছে বাস হরিয়ে খাওয়ায় কোন সই ॥ ২২

১। কোটালপুরের পুঁথিতে এইরূপ বন্দনা আছে,—

জয় ধর্ম্ম পরমব্রহ্ম প্রভু পরাৎপর।
দনুজারি দীনবন্ধু দয়ার সাগর ॥
তুমি জান সবারে, তোমারে জানে কে।
মরিয়া না মরে তুয়া নাম জপে যে ॥
তুমি যারে কৃপা কর তার নাহি দুখ।
সুমেরু ঠেলিতে পারে হেলাইয়া বুক ॥

৯। করতার প্রসন্নে ইত্যাদি—অনুগ্রাহক ঈশ্বরকে পুজা করিলেন।

১০। কোটালপুর এবং চাকুড়ের পুঁথিতে এইরূপ আছে,—

কালে করে সকল, উঠিতে অঙ্গ ঘোরে।
খেতে উঠে বমন, বেদনা বাড়ে শিরে ॥

১২। কো, চা, পুথিতে,—
দিনে দিনে কালিমা যুগল মুক্ত ফুটে।

১৩। কো, চাকুড় ;—
রোচে পাঁচ ভাজা ভাল ভুজা-সাধ খেতে।
ঘুচে মাত্র অরুচি অবলনী বাড়ে ॥
চারি মাসে চন্দ্রমুখী চঞ্চল চেতনী।
না জানে এ সব ব্যথা নূতন গর্ভিণী ॥
গার্ভিণী সকলে বলে নারবে এ দুখ।
ছুয়ে চোরে শয়নে ভোজনে পাবে সুখ ॥
মুখ হেরি মদন মোহিত হবে রূপে।
করি ভুবন ভুলাবে গুরু ভূপে ॥

২২। চাকুড় এবং কোটালপুরের পুঁথিতে বেশী আছে ;—
মি[illegible] সাজে মালা মত্ত অলঙ্কার।
[illegible] মিটায় আনন্দে তার ॥

ন মাস প্রবেশে গর্ভ নিবড়ে অষ্টম।
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ গুরুতর শ্রম ॥ ২৩
প্রসব বেদনা এসে আকর্ষিল কূঁখ।
দুঃখানলে মরমে মলিন চাঁদমুখ ॥ ২৪
দুঃখ পায় শুনি ধাই ধাওধাই আসি।
গায়ে দিল চন্দনাদি বাও করে দাসী ॥ ২৫
ঘনঘাস ছাড়ে রাণী ভূমে পাতে পা।
মরি মরি আর গো সহিতে নারি মা ॥ ২৬
পিরুদাই প্রবোধে কথার দিয়া লেঠা।
এখনি প্রসব হবে চাঁদপারা বেটা ॥ ২৭
আঠা বাজে বচনে, বিরস চিনি দই।
মা মরিগো সহিতে নারি, সইগো সই ॥ ২৮
এমন জানিলে কেন শালে ভর দিব।
জিউ যায় দিদিগো আর নাহি জীব ॥ ২৯
বেগ দিয়া বুনগো বিধাতার ছারমুখ।
এখনি প্রসব হবে আর নাহি দুঃখ ॥ ৩০
দাসী বলে হাতে ধরে, উঠে হেঁটে বুলো।
বসে থাকা ভাল নহে দাই কেন ভুলো ॥ ৩১
তেল জল কূঁখে মুখে, দুখে দেয় শী (সি) তা।
থু থু ক'রে ফেলে রাণী সব লাগে তিতা ॥ ৩২
ত্রিলোকের নাথ প্রভু জানিলা কারণ।
যোগবলে আছে শিশু না মেলে নয়ন ॥৩৩
রঞ্জাবতী রাণী অতি কষ্টব্যথা খান।
কৃপাদৃষ্ট আপনি করিলা ভগবান ॥৩৪
নয়ন মেলিল শিশু হলো ধ্যানে ভঙ্গ।
জননী জঠরে এত বিধাতার রঙ্গ। ৩৫

প্রসব মারুতে শিশু হইল ভূমিষ্ঠ।
দেবতা সবার পূর্ণ হইল অভীষ্ট ॥৩৬
সৃষ্টি হইল শীতল অরিষ্ট হৈল নাশ।
শুভযোগ জগতে জন্মিলা ধর্ম্মদাস ॥৩৭
পুরবাসী পড়শী পড়িল ধাওয়াধাই।
শুঁড়িঝালে রাণীকে চেতন করে দাই ॥ ৩৮
পুরট-পঙ্কজ হেন প্রসবিল পোয়।
দাই লয়ে হরিষে রাজার কোলে থোয় ॥ ৩৯
চাঁপায়ে প্রভুর আজ্ঞা আছিল রাজায়।
পুত্র হলে নাম থুবে লাউসেন রায় ॥ ৪০
দূর গেল অন্ধকার প্রসন্ন হ'ল অহ্নি।
সাবধানে সূতিকাসদনে জ্বালে বহ্নি ॥ ৪১
সানন্দে সূতিকাকর্ম্ম করে সব দাই।
ময়নানগরে উঠে আনন্দ বাধাই ॥ ৪২
পূরিল রাজার আশা ভকতবৎসল।
দ্বিজ কবিরত্ন গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ৪৩

শুভবার সিতপক্ষে, সুতিথি অদিতি-ঋক্ষে,
সুলক্ষণে জন্মিল কুমার।
হেম-কান্তি কুল-পদ্ম, রূপে প্রকাশিল সদ্ম,
যাঁরে অনুকূল করতার ॥ ৪৪
রবি রাহু গুরু তুঙ্গি, শশি-সুত সিত সঙ্গি,
সুত-গৃহে শনি শুক্র রাশে।
কর্ম্মে গুরু জন্মে চাঁদ, বিনাশে বিপদ ফাঁদ,
অষ্টবর্গ কুজ রুদ্র নাশে ॥ ৪৫
আনন্দে নাহিক ওর, পুত্র হইল চিত্ত-চোর,
চাঁদমুখ চান রাজরাণী।
বেদ-বিধি কুল-ধর্ম্ম, যত্নে যত জাত-কর্ম্ম,
করে কর্ণসেন নৃপমণি ॥ ৪৬
ছেদন করিয়া নাড়ী, সপুরট পাট সাড়ী,
ধাত্রী পাইল কতেক সম্মান।
চিন্তিয়া পুত্রের ক্ষেম, মহারাজ কত হেম,
দুঃখী দ্বিজ দেখি দিল দান ॥ ৪৭
ভাটে বিলাইল ঘোড়া, নাপিত রজকে জোড়া,
জরিশাল শরবন্দ চিরে।

২৩। নিবড়ে—গত হয়।

২৮। এই কি উদরে শেল সান্ধাইল লো।
ভাল বলি বুড়া[illegible] কাল হলো গো ॥ ক,

২৯। এমন জানিলে কেন বাসর বঞ্চিব। ক, চ,

৩১। ধলপা নড়িল উঠে উঠাতে হাঁটাতে॥
হু হু আহা মরি বলে হাঁপাতে হাঁপাতে॥
বসিতে বিষম ব্যথা ভূমে পাতে গা।
দাসী বলে দেখ শিশু দেখা দিলে [illegible]॥
উঠে হেঁটে বুলো—চলিয়া বেড়াও। [illegible]ভুলো—অনভিজ্ঞ।

৩২। শীতা—ঔষধবিশেষ। সিতা—সর্কর চিনি।

। সিতপক্ষে—শুক্লপক্ষে। সদ্ম—গৃহ।

৪৭ জাতকর্ম্ম—দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কার বিশেষ। ৪৭। ক্ষেম—মঙ্গল।

ভূমিতে সকল রাজ্যে, তৈল মৎস্য দধি আর্য্যে,
ঘরে ঘরে বিলাইল ফিরে ॥ ৪৮
কুটুম্ব বান্ধব জ্ঞাতি, সবারে মঙ্গল পাতি,
পাঠান ভূপতি কর্ণসেন।
গৌড়ে না পাঠালে বাণী, শুনি তাপে রঞ্জারাণী,
আপনি মাথার কিরা দেন ॥ ৪৯
শালে ভর দিয়া যদি, কোলে নাথ পেলে নিধি,
শুনে সবে হইবে সন্তোষ।
ভাই বন্ধু পিতা মাতা, ভূপতি রাজ্যের ছাতা,
বারতা না দিলে পাবে দোষ ॥ ৫০
রাণী সবিনয়ে ভাষে, নাপিত নৃসিংহ দাসে,
রজক রাজীবে দিল পাতি।
প্রণতি ভূপতি পায়, বিদায় হইয়া যায়,
গৌড়মুখে ধায় দিবারাতি ॥ ৫১
কালিন্দী পেরিয়া দূর, ধূলাডাঙ্গি ব্রহ্মপুর,
পিঠে রাখি পাইল পদ্মমা।
কাশিজোড়া কৃষ্ণপুরে, ডানি বামে রাখি দূরে,
বিষ্ণুপুরে সেবে শিব-উমা ॥ ৫২
দারিকেশ্বর নদী নায়, পেরিয়া পীরের পায়,
সেলাম করিয়া বামে ধায়।
উচালন রাখি দূর, আমিলা বারাকপুর,
দামোদর পার হ'ল নায় ॥ ৫৩
দামোদর হয়ে পার, দেবী সর্ব্বমঙ্গলার,
পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম।
বর্দ্ধমান রাখি ছুটে, কর্জ্জনা মঙ্গলকোটে,
রেখে চলে মোকামে মোকাম ॥ ৫৪
পার হ'ল ভাগীরথী অপরঞ্চ পদ্মাবতী,
লঘুগতি গৌড়ে উপনীত।
প্রবেশিলা রাজধান, দ্বিজ কবিরত্ন গান,
আভনব শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত ॥ ৫৫
বারভূঁয়ে বেষ্টিত বসেছে নৃপবর।
সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য যত ধরাধর ॥ ৫৬
পাত্র মিত্র সগোত্র সহিত সরগুণে।
বাল্মীকি গোঁসাই গ্রন্থে রামায়ণ শুনে ॥ ৫৭
আদ্যকাণ্ড পণ্ডিত প্রকাশে ভক্তিমতে।
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র জন্মিলা জগতে ॥ ৫৮
আনন্দে অবধি নাই অযোধ্যা নগরে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু দশরথ ঘরে ॥ ৫৯
কি জানি কৌশল্যা রাণী কত পুণ্যফলে।
ত্রিলোকের নাথ রাম পুত্র পাইল কোলে ॥ ৬০
শুনিয়া রামের জন্ম পুলকিত প্রেমে।
পণ্ডিতে পূজিল রাজা সহস্রেক হেমে ॥ ৬১
হর্ষ হয়ে তখন পণ্ডিত বান্ধে পুঁথি।
হেন কালে আসি দোঁহে করিল প্রণতি ॥ ৬২
পাতি দিয়া কন কিছু রাজার সম্মুখে।
গলায় লম্বিত বাস যোড়হাত বুকে ॥ ৬৩
এতকালে ঠাকুর হ'লেন পয়স্তেক।
কর্ণসেন রায়ের বালক হ'ল এক ॥ ৬৪
মহারাজ আপনি করিবে আশীর্ব্বাদ।
রাজা বলে ঘুচিল মনের অবসাদ ॥ ৬৫
এতকালে পোহাইল রঞ্জার রজনী।
নৃপতি মঙ্গল পাতি পড়েন আপনি ॥ ৬৬
যে কিছু শুনিল মুখে পত্রে দেখে তাই।
রাজপুরে উঠে অতি আনন্দ বাধাই ॥ ৬৭
নাপিত রজকে রাজা করিল খোষাল।
বক্সীস্ করিল জোড়া সরবন্ত শাল ॥ ৬৮
সোনা দানা বাজুবন্দ পাইল পুরস্কার।
পাটরাণী আপনি পাঠাল কণ্ঠ-হার ॥ ৬৯
সখীগণে কন বাণী আনন্দে উথলি।
এত দিনে ঠাকুর চাহিল মুখ তুলি ॥ ৭০
ভাগ্যবতী ভগ্নী মোর ভর দিয়া শালে।
কোলে পুত্র কারল স্বামীর বৃদ্ধকালে ॥ ৭১
হকু বাছা বেঁচে থাকুক, কোলজোড়া হয়ে।
অতঃপর শুন কিছু মহাপাত্র ন্যয়ে ॥ ৭২
রঞ্জার কুমার শুনি সবার আনন্দ।
পামরি পটুকা পাগ দিল পাঁচ বন্দ ॥ ৭৩
কেহ বা সোনার সিকি কেহ আধ টাকা।
মহাপাত্র কেবল করিল মুখ বাঁকা ॥ ৭৪

৫২। কাশিযোড়া কোতলপুরের। ক, চ।
৫৩। নায়—নৌকা করিয়া।

৬০। তবাবিধি ভবানী ভাবেন য[illegible] পায়।
[illegible]ভাবে, শালে [illegible]রে রাজা দশরথ। ক, চ,
[illegible] পয়স্তেক—প্রভাক।

হর্ষ হয়ে বোঝা বান্ধে নাপিত রজক।
রমতি যাইতে পাত্র করিল আটক ॥ ৭৫
কি কাজ সেখানে যেয়ে পেন্থ সমাচার।
পথে যেয়ে দাঁড়াও পাঠাব পুরস্কার ॥ ৭৬
বিদায় হইল তবে হয়ে নতমান ।
কতদূর যেয়ে তবে ফিরে ফিরে চান ॥ ৭৭
কি ধন পাঠান পাত্র তাই পানে চিত।
সহজে সে লুব্ধ জাতি রজক নাপিত ॥ ৭৮
কুণ্ঠিত হইয়া ভাবে পাত্র মহামদ।
জন্মিল রঞ্জার পুত্র আমার আপদ ॥ ৭৯
তারে বধ করিব প্রকার দুই একে।
আজি ধোপা নাপিত কেমনে পাড়ি ঠেকে ॥ ৮০
এত ভাবি রাজধানে হইয়া বিদায় ।
পথ হৈতে রণমাতা কোটালে পাঠায় ॥ ৮১
এই দুই ভেড়ের ভেড়ের সব লও কেড়ে।
দড় দড় হুকুম করিল হাত নেড়ে ॥ ৮২
যেমত ঠাকুর তার নফর তেমতি ।
ধেয়ে ধোবা নাপিতে ধরিল শীঘ্রগতি ॥ ৮৩
লাথি চড় হুড়া কিল দিয়া ঘাড়-ধাক্কা।
কেড়ে লয় নগদ জিনিষ সিকি টাকা ॥ ৮৪
কান্দিতে কান্দিতে দোঁহে গেল নিজ দেশে।
রায় কর্ণসেনে যেয়ে বলিল বিশেষে ॥ ৮৫
রায় বলে রাণীকে ডাকিয়া কও সব।
শুনুন ভেয়ের গুণ ভাগিনা উৎসব ॥
অবোধ মেয়ের বোলে মনে পাই দুখ ।
শুনি মনস্তাপে রাণী করে হেঁট মুখ ॥ ৮৭
আপনি ভূপাল পুনঃ করিল সান্ত্বনা।
ঘরে আসি পাত্র হেথা ভাবেন মন্ত্রণা ॥ ৮৮
দলুজে বসিয়ে দুঃখ ভাবে মহামদ।
কোন যুক্তে ভাগিনা বধিব দুরাসদ ॥ ৮৯
হেঁট মাথা হয়ে এত ভাবিতে ভাবিতে ॥
অসতে অসৎ যুক্তি আসে আচম্বিতে ॥ ৯০

উপায়ে বধিব তারে চোর পাঠাইয়া।
মিছা ম'লো রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া ॥ ৯১
ইন্দ্রজাল কোটালে বিশ্বাস আছে বাড়া।
ডাকিতে আইল ইন্দ্র হাতে ঢাল খাঁড়া ॥ ৯২
হরি গুরু-চরণ সরোজে করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৯৩
পাত্র বলে ইন্দ্রজাল কর অবগতি।
ভাগিনা মোর সংসারে জন্মিল দুর্ম্মতি ॥ ৯৪
ভূপতির প্রিয় সে আমার কিন্তু অরি।
কংসরাজে দৈবকী-নন্দন যেন হরি ॥ ৯৫
রোগ ঋণ রিপু না রাখিব অবশেষে।
দিবসে দিবসে বেড়ে পীড়া দেয় শেষে ॥ ৯৬
এই কালে অতেব করিব তার নাশ।
তুমি সে আমার তেঁই করিনু বিশ্বাস ॥ ৯৭
চুরি করি ধরি আন রঞ্জার নন্দন।
শম্বর কৃষ্ণের সুতে হরিল যেমন ॥ ৯৮
প্রসবি রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণের বনিতা।
শ্রম জন্য ঠাকুরাণী ছিল অলসিতা ॥ ৯৯
অসুরে হরিল শিশু সূতিকা-মন্দিরে।
অমনি ফেলিল নিয়া সমুদ্রের নীরে ॥ ১০০
কৃষ্ণের নন্দন পেয়ে গরাসিল মীন।
রতিপতি হ'ল সে বাঁচিল দৈবাধীন ॥ ১০১
তেমতি বসেছি আমি ভাগিনা সংহারে।
অবিলম্বে এনে দেহ রঞ্জার কুমারে ॥ ১০২
না পার আনিতে যদি বাধবে জীবনে।
দ্বিগুণ মাহিনা পাবে রবে মোর মনে ॥ ১০৩
পাণ্ডবনন্দনে যেন মেলে অশ্বথামা।
সেইরূপ রঞ্জ কে করিবে হতকামা ॥ ১০৪
সঙ্গোপনে এসো হে অবশ্য দিব ঘোড়া।
এত বলি খসায়ে গায়ের দিল যোড়া ॥ ১০৫
বিনয়ে বন্দন করি বলে ইন্দে চোর।
কোন্ কর্ম্ম মহাপাত্র। লুন খাই তোর ॥ ১০৬
অতি শিশু আসে ত আনিয়া দিব আগে।
নয় বা কালীরে বলি দিব নিশাভাগে ॥ ১০৭

৭৫। রমতি—পাত্রের বাড়ী। পাত্র, নাপিত ধোবাকে আর রমতি যাইতে দি না,—বলিল, আ তে এই খানেই সম চার প গাম,—পথে তো া অপ্রসন্ন হও, আমি পুরস্কার ঠাইতেছি।

৮০। পাড়ি ঠেকে—জব্দ করি

৮৯। দলুজে—বৈঠকখানা

৯২। বাড়া—অধিক।

১০৬। কোন্ কর্ম্ম ইত্যাদি—আমার পক্ষে এ কোন্ সামান্য কর্ম্ম? এখনি ইহা সম্পাদন করিব।

১০৭। অতি শিশু ইত্যাদি—অতিশয়

এত যদি ইন্দে-মেটে বলে ভয়োগুণে।
পাত্রবলে ধৈর্য্য হও রাজা পাছে শুনে। ১০৮
সঙ্গোপনে বিদায় করিয়া দিল তায়।
দক্ষিণ ময়না মুখে ইন্দা-মেটে ধায়। ১০৯
সঙ্গে অনুচর চোর চলে চারিজনা।
লাউসেনে করিতে চুরি চলিল ময়না। ১১০
রাখিল সহর গৌড় গঙ্গাবাটী বামে।
পার হ'ল পদ্মাবতী দিবাদুই যামে ১১১
পাঁচপাড়া প্রবেশে প্রদোষে গোলাহাটে।
জামতি জলন্দা রাখি চলে রাজঘাটে। ১১২
দিবারাত্তি অতি বেগে চলে ইন্দ্রজাল।
প্রবেশি মঙ্গলকোটে হ'ল সন্ধ্যাকাল। ১১৩
পিছে রাখে বর্দ্ধমান সলাই সহর।
দিগনগু দিবায় দাখিল দামোদর। ১১৪
উড়োর গড় এড়াল, অমিলা উচালন।
মান্দারণ রেখে ধরে ময়নার গন। ১১৫
পবন-গমনে চোর হইল দাখিল।
পার হ'ল পরিসর পদুমার বিল। ১১৬
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে ঢেলে দিল গা।
পেরুল ভবানী ভাবি ঘাটে নাই না। ১১৭
চোর বলে রাজঘরে দিতে যাই সিঁদ।
নিছুটি লাগিবে যেন লোকে যায় নিদ। ১১৮
ভবানী-পদারবিন্দ আগে পূজা করি।
বিপত্তি সাগরে ভাই নামে যায় তরি। ১১৯
শুনি আনন্দিত সদা সব সঙ্গি চোর।
আয়োজন আনিল আনন্দে নাই ওর। ১২০
বালির কালিকা-মূর্ত্তি কালিন্দীর তটে।
প্রকাশ করিয়া পূজে ভাবিয়া শঙ্কটে। ১২১
চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত রক্ত জবা দিয়া।
আগমোক্ত পূজে চোর চিত্ত মজাইয়া। ১২২
কুমুদ কলিকা কুন্দ করবী কাঞ্চনে।
চাঁপা চন্দ্রমালি চুয়া চর্চ্চিত চন্দনে। ১২৩
একমনে পূজা করে ভকতবৎসলা।
নৈবেদ্য আতপ দিল ক্ষীরখণ্ড কলা। ১২৪
উপহার অপরঞ্চ পঞ্চ উপচার।
ঘৃতের প্রদীপ ধূনা ধূমে অন্ধকার। ১২৫
কাল ধল যুগল ছাগল দিল বলি।
মন্ত্র জপ করিতে উঠিলা ভদ্রকালী। ১২৬
বর মাগ বাছারে বলেন বিশ্বমাতা।
অভয়-দায়িনী আমি চতুর্বর্গ দাতা। ১২৭
এত শুনি ইন্দামেটে লোটায়ে অবনী।
করিছে প্রণতি স্তুতি করি যোড়পাণি। ১২৮
নিশুম্ভনাশিনি নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনি।
নৃমুণ্ডমালিনি খড়্গ-খর্পরধারিণি। ১২৯
করালবদনা কালি কৃপা কর মা।
কেবা নাহি পার পেলে পূজি ঐ পা। ১৩০
অকালে আপনি বিধি করিল বোধন।
তোমা পূজি রাম রণে বধিলা রাবণ। ১৩১
আগম পুরাণ বেদ শুনি সব ঠাঁই।
তোমা বিনা তাপিত তরাতে কেহ নাই। ১৩২
প্রমাদে পাত্রের আজ্ঞা অঙ্গীকার করি।
এসেছি রঞ্জার সুতে লয়ে যাব হরি। ১৩৩
সহরে রাজার ঘরে দিতে যাব সিন্দ।
অতেব স্মরণ রাঙ্গা চরণারবিন্দ। ১৩৪
নগরে না হবে বিঘ্ন লাগরে নিছুটী।
কেহ যেন না জাগে নির্ভয়ে সিঁধু কাটি। ১৩৫
তথাস্তু বলিয়া মাতা হৈল তিরোধান।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান। ১৩৬
বর পেয়ে অভয়ে আনিল ইন্দুরমাটী।
মন্ত্র পড়ি জাগায়ে হোঁয়াল সিঁদকাটী। ১৩৭

ছোট, যদি আনিতে পারি আনিব; না হয়, কালীর কাছে বলি দিব।

১১৫। এড়াল—পার হইল। গন—পথ।

১১৭। পেরুল—পার হইল। না—নৌকা।

১১৮। নিছুটী—ডাকাইতি করিবার নিমিত্ত গৃহস্থকে ঘুমঘোরে সংজ্ঞাহীন করিবার জন্ত মন্ত্রপূত ধূলা পড়া দিয়া, গৃহস্থকে অচেতন করা। নিদ—নিদ্রা।

১১৯। ভকত বৎসলাপদ পূজা আগে করি। ঈশ্বরী সহায় হইলে সংহারিব অরি। [illegible] [illegible]।

১২৬। কাল ধল যুগল ছাগল—সাদা, কাল রঙের [illegible]টী ছাগল।

১৩৭। মন্ত্রজপে পড়িয়ে হোঁয়াল সিঁদকাটী। প্রাণানন্দ [illegible]।

জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ্ নিদ্রা ঘোর ॥ ১৩৮
আগম ডাখিনাতন্ত্রে মন্ত্রে প'ড়ে মাটী।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ্‌রে নিছুটী ॥ ১৩৯
লাগ্ লাগ্ নগর যুড়ে গড় বেড়ে লাগ্।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীরভাগ ॥ ১৪০
খাটে বাটে ভূমে প'ড়ে যেজন ঘুমায়।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা আগে লাগে তায় ॥ ১৪১
শয্যায় আসনে শুয়ে ব'সে যেবা জাগে।
ঘোর নিদ্রা নিছুটী নয়নে তার লাগে ॥ ১৪২
চৌকিতে প্রহরী জাগে আগে লাগে তায়।
কণ্ঠরে কামিক্ষা দেবী চণ্ডীর আজ্ঞায় ॥ ১৪৩
মাটী প'ড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াইতে সহরে সবার উঠে হাই ॥ ১৪৪
হাটিনা বাজারি কুন্দু কাবারি কুজুড়া।
কিবা বা যুবতী যুবা কিবা বাল্য বুড়া ॥ ১৪৫
সুখবাসী চাষী কিবা প্রবাসী চাকর।
নয়নে নিছুটী লেগে নিদ্রায় কাতর ॥ ১৪৬
জীবজন্তু যত আছে অচেতন গড়ে।
থাকুক্ অন্তের কথা পাতা নাহি নড়ে ॥ ১৪৭
তবে মন্দগতি চোর প্রবেশিল পুর।
পাড়া পাড়া সাড়া বুঝে সবে নিদ্রাতুর ॥ ১৪৮
রাজপুর পেয়ে তবে মারি মালসাট।
ফলঙ্গে প্রাচীর লঙ্ঘি ঘুচা'ল কপাট ॥ ১৪৯
এইরূপে গেল সাত মহলের পার।
তবে এসে পেলে চোর সূতিকা দোয়ার ॥ ১৫০
দড় দেখি কপাট দারুণ তায় খিল।
থাকুক্ অন্তের কথা অচল অনল ॥ ১৫১
চিত্তেতে চিন্তিয়া চণ্ডী চরণারবিন্দ।
সামাতে সূতিকাগারে চোর কাটে সিন্দ ॥ ১৫২
কাঁখে পরিমাণ তাঁকে দিয়া পড়া মাটী।
ভামাপদ স্মরণে ফুটাল সিঁদকাটী ॥ ১৫৩
চোরে আছে কালিকা দেবীর কৃপাদিঠ।
ছড় ছড় আপান ঘরের খসে ইট ॥ ১৫৪

দ্বার পরিসর হ'ল প্রবেশিল ঘর।
রাণী রঞ্জাবতী তায় নিদ্রায় কাতর ॥ ১৫৫
ঘর আলো করি শিশু খেলে সচেতন।
রুক্মিণীর কোলে যেন আছিল মদন ॥ ১৫৬
কনক-মুকুর কিবা কলেবর কান্তি।
রূপ দেখি ঘুচিল চোরের মনভ্রান্তি ॥ ১৫৭
মনে হ'ল এই শিশু পরম পুরুষ।
মহী মাঝে মূর্ত্তিমান মায়ার মানুষ ॥ ১৫৮
অহো। ভাগ্যবতী রঞ্জা ভজে ভক্তাধীন।
পুত্র পেলে পদ্মিনী প্রসন্ন হ'ল দিন ॥ ১৫৯
দরশনে দূর হ'ল অজ্ঞান অন্ধকার।
চোর বলে মোর ভাগ্যে সীমা নাই আর ॥ ১৬০
শ্রীনন্দকুমারে নিতে যেমন অক্রূর।
প্রবেশিল গোকুলে পাঠাল কংসাসুর ॥ ১৬১
প্রচুর আমার ভাগ্য, নিষ্ঠুর পাত্তর।
সেরূপ পাঠালে মোরে ময়নানগর ॥ ১৬২
কুমারে হরিতে কিন্তু নাহি আসে হাত।
দীপ্তমান দিব্য দেহ দেবতাসাক্ষাৎ ॥ ১৬৩
পাত্র লুটে লয় লউক জাতিকুলধন।
করিতে নারিনু চুরি রঞ্জার নন্দন ॥ ১৬৪
সঙ্গি চোর সব ব'লে বসে থাক ভাই।
হুকুমে বাপের মাথা কাটিবারে চাই ॥ ১৬৫
নুন খাই রাজার, অধর্ম্ম জানে সে।
দূর করি দয়া মায়া কোলে করি নে ॥ ১৬৬
সবংশে বধিবে নয় পাত্র নিদারুণ।
ফিরিল চোরের মতি ছাড়ে সত্ত্বগুণ ॥ ১৬৭
ইন্দা বলে ঐ বটে মোর কি রে ভাই।
পাত্র জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম ধ'রে লয়ে যাই ॥ ১৬৮
এত বলি কোলে নিল রঞ্জার নন্দনে।
চুরি করি চলে চোর চরণে চরণে ॥ ২৬৯
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৭০

১৪[illegible]। মহল—মহল।
১৫[illegible]। সামাতে—সাক্ষাইতে, প্রবেশ করিতে।
১৫৩। পড়া-মাটী—মন্ত্রপূত মাটী।

১৫৬। ঘর আলো ক'রে শিশু খেলে কুতুহলে।
কৃষ্ণের নন্দন যেন রুক্মিণীর কোলে। ধারাপ, কো,
১৫৭। কনক-মুকুর—সোনার দর্পণ।
১৫৮। মনে মনে চোর কত করে অনুভব।
এই শিশু মহীমাঝে মায়ার মানব। ত্র, কো.

নগরে নিছুটী নিশা হয়েছে নিঝুম।
ঘরে ঘরে সহরে সবাই যায় ঘুম ॥ ১৭১
পাড়া পাড়া ছাড়ায়, কপাটে দিল কাটি।
নগরে না জাগে কেহ লেগেছে নিছুটী ॥ ১৭২
পিঁড়া-ঘরে ঝারি খুরি ঘটি বাটী থালা।
উঠানে উলঙ্গ ঘুমে ঘরে জ্বলে আলা ॥ ১৭৩
দোকানি দোকান ছাড়ি প'ড়ে নিদ্রা যায়।
চঞ্চল চোরের চিত মজে গেল তায় ॥ ১৭৪
চিঁড়া মুড়ি লাড্ডু কলা সুরা সিদ্ধি পোস্ত।
দেখে বলে কেলেসোনা ফের দেখ দোস্ত ॥ ১৭৫
ব্যস্ত হয়ে কালচিতা বিছাল পাছড়ি।
লুঠ করি মোট বান্ধে চিঁড়া লাড্ডু মুড়ি ॥ ১৭৬
আনন্দে অপর যত নিল চাঁদা চয়ে।
কালিন্দী গঙ্গার জল গে'ল পা'র হ'য়ে ॥ ১৭৭
গৌড়মুখে ধায় সবে স্মরি শিব উমা।
পিছে রাখি ব্রহ্মপুর পেরুল পদ্মমা ॥ ১৭৮
কাশীজোড়া কৃষ্ণপুর কত দূরে রাখি।
বেগবন্ত ধায় চোর যেন বাজপাখী ॥ ১৭৯
শিশুকোলে কুতুহলে চলে চোরগণ
রাতারাতি বৈ হৈল গড়মান্দারণ ॥ ১৮০
দ্বারিকেশ্বর পার হ'ল দিবা দণ্ড দুই।
ইন্দে বলে শিশুরে এখানে তবে থুই ॥ ১৮১
সব দোস্ত আইস পোস্ত সুরা সিদ্ধি খাই।
কালচিতা বলে মিতা এই বটে ভাই ॥ ১৮২
মিছা দুঃখ পাই কেন চিঁড়া মুড়ি বয়ে।
সারা রাতি ম'রে আসি শ্রমযুক্ত হয়ে ॥ ১৮৩
নদীজলে স্নান ক'রে গাত্রে পাব বল।
পরিপাটী পাঁচভাজা খেয়ে পিয়ে জল ॥ ১৮৪
আগে পিছে পৌঁছিব লয়ে দিব ডালি।
না বাঁচে ত বলি দিয়া পূজা যাবে কালী ॥ ১৮৫
এত বলি একযুক্তি যত চোরগণ।
বেনা বনে বার পুরু বিছাল বসন। ১৮৬
রঞ্জার জীবন-ধন শোয়াইল তায়।
স্নান পূজা করি সবে উঠিল আড়ায় ॥ ১৮৭
ভাঙ্গ পোস্ত ভাজা ভুজা ভুঞ্জে পাঁচ জন।
মেটে বলে মদ খাব যেয়ে কোশ দশ ॥ ১৮৮
পৌরুষ বাড়ালে কেহ পান করি পোস্ত।
খেয়ে বলে খোয়ালে খানিক খাও দোস্ত ॥ ১৮৯
এইরূপে ভোজনে মজিল চোরগণ।
ক্ষুধায় আকুল হেথা রঞ্জার নন্দন ॥ ১৯০
রোদন করয়ে শিশু আছাড়িয়া পা।
আপনি করেন কোলে বসুমতী মা ॥ ১৯১
অন্তরে জানিয়া প্রভু দেব ধর্ম্মরায়।
রঞ্জার জীবন-ধন চোরে লয়ে যায় ॥ ১৯২
ত্বরায় কহেন প্রভু পবননন্দনে।
কালি হইতে এই হেতু সুখ নাই মনে ॥ ১৯৩
রঞ্জার নন্দনে মোর চোরে লয়ে যায়।
বেনা বনে রাখি সবে ভাজা ভুজা খায় ॥ ১৯৪
ক্ষুধায় কান্দিছে শিশু করিয়া বিকুলি।
ধরণী ধরিছে কোলে ধর্ম্ম-ভক্ত বলি ॥ ১৯৫
আনি যাই এলতো রাখিতে লাউসেনে।
না হয় আপনি যাত্রা কর এইক্ষণে ॥ ১৯৬
কালে কালে করেছ কতেক উপকার।
যখন জগতে জন্ম রাম অবতার ॥ ১৯৭
মায়া-বলে মহীরাজ করিয়া চাতুরী।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যবে করে নিল চুরি ১৯৮
পাতালে রাখিল দুষ্ট দিতে বলিদান।
সে কথা তোমার মনে পড়ে হনুমান ॥ ১৯৯
আপনি পাতাল-ভূমি করিলে প্রবেশ।
সবংশে বধিলে তারে না রাখিতে শেষ ॥ ২০০
কান্ধে করি দু ভায়ে রাখিলে সিন্ধুতটে।
সীতা উদ্ধারিলে তুমি বিষম সঙ্কটে ॥ ২০১
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে আপনি দিলে প্রাণ।
তোমার তুলনা কিবা বীর হনুমান ॥ ২০২
এবার তোমার ভার লাউসেনে রাখা।
আপনি চোরের ঘরে দিয়ে এস ডাকা ॥ ২০৩
এত শুনি প্রভুপদে কন বীর হনু।
যত প্রতাপের মূল ঐ পদরেণু ॥ ২০৪

১৮১। বৈ হৈল—পার হৈল। থুই—রাখি।
১৮২। দোস্ত—বন্ধু।
১৮৩। ম'রে আসি—মৃতপ্রায় হয়ে আসি।
১৮৬। বারপুরু ইত্যাদি—বারখানা কাপড় উপরি উপরি রাখিল।
১৮৮। ভুঞ্জে—ভোগ করে।
১৯৫। বিকুলি—ব্যাকুল হইয়া।
২০৩। রাখা—রক্ষা করা। দিয়ে এস ডাকা—চোরের ঘরে ডাকাতি করিয়া লাউসেনকে লইয়া আইস।

তনু লোটাইয়া পুনঃ প্রণতি করিয়া।
বায়ুবেগে বীরহনু উত্তরিয়া গিয়া॥ ২০৫
নদীতটে শঙ্কটে যেখানে লাউসেন।
মায়া-বেশে বীরহনু দরশন দেন॥ ২০৬
চিত্ত মজাইয়া চোর ভুঞ্জে হালাহোলে।
হরিষে দেখিল শিশু বসুমতীকোলে॥ ২০৭
বীরে দেখি বসুমতী বুঝিয়া কারণ।
সঁপিল হনুর হাতে রঞ্জার নন্দন॥ ২০৮
বসুধারে বিনয়ে বলেন বীরবর।
তোমা হৈতে রক্ষা পেলে ধর্ম্মের কিঙ্কর॥ ২০৯
অতঃপর যাও মা, আসি গো বসুমতী।
আশীর্ব্বাদ কর যে রাঘবে রয় মতি॥ ২১০
ধরণী কহেন ধন্য তুমি তার সখা।
শিশু হ'তে শুভোদয় সাধু সঙ্গে দেখা॥ ২১১
এত শুনি প্রণতি করিল হনুমান্।
বিদায় হইল বীর ঘনরাম গান॥ ২১২

কৃপা করি কুতুহলে, লাউসেন করি কোলে,
গেলা বীর ধর্ম্মের সাক্ষাৎ।
এথানে নদীর তটে, চোরে অমঙ্গল ঘটে,
ঝড় বৃষ্টি ঘন উল্কাপাত॥ ২১৩
ঘুচিল গাঁজার ঘোর, চঞ্চল সকল চোর,
চারিপানে শিশু চেয়ে বুলে।
এথানে আনন্দ মনে, রঞ্জার জীবনধনে,
আপনি ঠাকুর নিলা কোলে॥ ২১৪
উথলে পরম সুখ, হেরিয়া ভক্তের মুখ,
কৌতুক বাড়িল অতিশয়।
হাসিতে অমৃত রসে, অধরে কর্পূর খসে,
তায় জন্ম লভিল তনয়॥ ২১৫
তনু-রুচি অনুপাম, কনক-চম্পক-দাম,
নাম তার রাখিল কর্পূর।
সকল দেবতাগণ, সবে আনন্দিত মন,
হর্ষ হৈল আপনি ঠাকুর॥ ২১৬
হেথা নদী-তটে চোর, ছাওয়াল খুঁজিয়া ঘোর,
ঝঙ্কার কানন ঝোপঝাপ।
হাতে লয়ে ভ্রমে ইষু, কোথাও না পায় শিশু
ভবে সবে করে মনস্তাপ॥ ২১৭
কেহ বলে খেলে শিবা, খা কঙ্ক শার্দ্দুল কিবা,
কিবা চাঁদ ভ্রমে চকোর।
কালচিতা বলে মিতা, বনবাসে যেন সীতা,
হ'রে নিল লঙ্কাপতি চোর॥ ২১৮
সেইরূপ শিশুবরে, আসিয়া চোরের ঘরে,
কোন্ বীর করেছে ডাকাতি।
মিছা কেন মরি খুঁজে, পাত্তরে বলিব বুঝে,
বধে এনু তোমার অরাতি॥ ২১৯
এত ভাবি দ্রুতগতি, চোরগণ দিবারাতি,
প্রবেশিল রমতি নগরে।
পাত্তর দিয়াছে বার, চোর কহে সমাচার,
প্রণতি করিয়া যোড় করে॥ ২২০
তব আজ্ঞা শিরে ধ'রে, শিশু লয়ে আসি হ'রে,
দুগ্ধ বিনে পথে ম'রে যায়।
তোমার কল্যাণ ভাবি, পূজিনু কালিকা দেবী,
নদীতটে বলি দিয়া তায়॥ ২২১
শুনিতে পরমানন্দ, জোড়া শাল সরবন্দ,
শিরপা করিল মহামদ।
চোরগণ হর্ষমতি, অতঃপর রঞ্জাবতী,
রাণী লয়ে পড়িল আপদ॥ ২২২
রামচন্দ্র-পদদ্বন্দ্বে, রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে,
আনন্দহৃদয় ঘনরাম।
কবিরত্ন রস ভাষে, শ্রবণে পাতক নাশে,
সুপ্রকাশে পূরে মনস্কাম॥ ২২৩
জগতে যামেক হল উদয় পতঙ্গ।
তবে হ'ল নগরে লোকের নিদ্রাভঙ্গ॥ ২২৪
অঙ্গ এলাইয়া পড়ে অলসে অবশ।
উঠিতে উঠিতে বেলা হৈল দণ্ড দশ॥ ২২৫

২০৭। হালাহোলে—আমোদ-প্রমোদে।
২০৯। বসুধারে—পৃথিবীকে।
২১৪। শিশু চেয়ে বুলে—ছেলের অন্বেষণ করিতে লাগিল

২১৭। ছাওয়াল—ছেলে। ইষু—বাণ।
২১৮। শিবা—শেয়াল। খা—কুকুর। কঙ্ক—মাংসপ্রিয় পক্ষী, বক। শার্দ্দুল—বাঘ। কিবা চাঁদ ইত্যাদি—সন্তানকে চাঁদ ভ্রম করিয়া বুঝি চকোর গ্রাস করিয়াছে।
২১৯। অরাতি—শত্রু।
২২৪। যামেক—একপ্রহর বেলা। পতঙ্গ—সূর্য্য।
২২৫। হিয়া বিদরিয়া কান্দে রঞ্জাবতী রাণী।
মোর কাছে প্রাণ তার, ধড় আছে প্রাণী॥

লাজ পেয়ে মেয়ে যত ধেয়ে করে পাট।
এত বেলা বাসি ঘরে নাহি পড়ে ঝাঁট ॥২২৬
অন্ত দিন গা-তুলে গগনে দেখি তারা।
আজি কেন এত বেলা মরেছিনু পারা ॥ ২২৭
নিজ নিজ কাজে সবে ভাবে এইরূপ।
তখনো পালঙ্কে পড়ে ময়নার তূপ ॥ ২২৮
কতক্ষণে ভূপতি উঠিল নিদ্রা থাকি।
রাণী রঞ্জাবতী উঠে কচালিয়া আঁখি ॥ ২২৯
মালিকী কল্যাণী দাসী শেষে ব'সে ঢুলে।
নিদ্রাঘোরে রঞ্জাবতী বাছা খুঁজে বুলে ॥ ২৩০
লেপ তুলি শয্যার হাতাড়ে খুঁজে কোল।
না পেয়ে বল্লিছে বুঝি ফুরাইল বোল ॥ ২৩১
কপালে কি আছে কাল বিধাতার লেখ।
উঠ গো হেদে বা দাসী কি হলো গো দেখ ॥২৩২
বুক কাঁপে দাসীর তরাসে গেল নিন্দ।
দ্বারে দেখে কপাট দেয়ালে দেখে সিন্দ ॥ ২৩৩
সেই বাটে সূর্য্যের কিরণে ঘর আলা।
কপাট ঘুচায়ে দেখে দশ দণ্ড বেলা ॥ ২৩৪
ক্ষেপা কালা হল রাণী বুক নাহি বান্ধে।
ব্যাকুলী আছুড়চুলী শোকাকুলী কাঁন্দে ॥ ২৩৫
পড়িয়া স্বামীর পায় বলে নাথ হে।
হিয়ার পুতলি মোর হ'রে নিল কে ॥ ২৩৬
গা আছাড়ী পড়ে রাজা ঠেকি মায়াফান্দে।
ফকীর হইনু বলি ফুকারিয়া কান্দে ॥ ২৩৭
চান্দে গরাসিল আসি কোথাকার রাহু।
পুত্রশোকে কান্দে রাজা উভ তুলি বাহু ॥ ২৩৮
ধাওয়াধাই আইল সবে শুনি মহারোল।
রাণী বলে ফুরাইল অভাগীর বোল ॥২৩৯
কোল শূন্য করি মোর কে হরিল বাছা।
কলিঙ্ক স্বপন সত্য সাক্ষী পেনু সাঁচা ॥ ২৪০
সব রাজ্য থাকিতে আমার ঘরে সিন্দ।
কালসাঁজি হতে কাল, কাল হলো নিন্দ ॥ ২৪১
নগরে যতেক লোক শোক তুলি কান্দে।
বিষাদে ব্যাকুল বড় বুক নাহি বান্ধে ॥ ॥ ২৪২
আয় রে আমার বাছা খোকা বাই ডাকে।
কোথা ছেড়ে গেলি বাপু অভাগিনী মাকে ॥ ২৪৩
আন্ধার-মাণিক বাছা অন্ধনীর নড়ি।
লোচনের তারা বাছা! কৃপণের কড়ি ॥ ২৪৪
গড়াগড়ি কান্দে রাণী লোটায়ে ধূলায়।
মু-খানি মুছিয়া কত প্রবীণা বুঝায় ॥ ২৪৫
কেন্দো না গো মহারাণী মনোকথা নাই।
তোমারে সদয় সদা আপনি গোঁসাই ॥ ২৪৬
বাছা যদি তোমার হয় ব'সে পাবে ঘরে।
পুরাণে যেমন কালি শুনিলে দ্বাপরে ॥ ২৪৭
দ্বারিকানগরে যেন কৃষ্ণের নন্দনে।
শম্বর হরিল শিশু সূতিকাসদনে ॥ ২৪৮
কান্দেন রুক্মিণীদেবী হয়ে শোকাকুলি।
সেই পুত্র পেয়ে পুনঃ হলো কুতূহলী ॥ ২৪৯
বাড়িল পরম প্রেম পুত্রবধূ পেলে।
সেইরূপ পুত্র তুমি পাবে আজকেলে ॥ ২৫০
না মানে প্রবোধ রামা বৃদ্ধার প্যাতানে।
অবোধ মায়ের প্রাণ বোধ নাহি মানে ॥ ২৫১

২২৭। মরেছিনু পারা—বুঝি মরিয়াছিলাম।

২২৯। কচালিয়া আঁখি—হস্তের দ্বারা চক্ষু মর্দ্দণ করিয়া।

২৩১। হাতাড়ে খুঁজে কোল—কোলে শিশু আছে কি না দেখিল। ফুরাইল বোল—বুঝি সকল কথা, লাউসেনের কথা ফুরাইল।

২৩২। লেখ—লিখন।

২৩৩। তরাসে গেল—ত্রাসে নিদ্রাভঙ্গ হইল। ২৪০। সাঁচা—যথার্থ।

২৪১। কালসাঁজি ইত্যাদি—কল্য সন্ধ্যা না হইতে হইতেই কালস্বরূপ নিদ্রা আসিয়াছিল।

২৪২। শোকতুলি—শোকান্বিত হইয়া।

২৪৪। অন্ধনীর—নয়ন-হীনার। মুখানি—মুখটী।

২৫১। প্যাতানে—সান্ত্বনা বাক্যে।

২৫১। কোটালপুর এবং টাছুড়ের পুথিতে এইটুকু অধিক আছে ;—
প্রসবি রুক্মিণীদেবী কৃষ্ণের নন্দনে।
শ্রমযুক্তা ঠাকুরাণী ছিল নিদ্রাসনে॥
শম্বর হরিল শিশু সূতিকামন্দিরে।
সহসা ফেলিল দুষ্ট সাগরের নীরে॥
কৃষ্ণের নন্দনে পেয়ে গরাসিল মীন।
মৎস্যের উদরে শিশু ছিল কত দিন॥
[illegible] সেই মৎস্য ধররে ধীবরে।
ভেটোয়ে সঁপিলা সেই শম্বরের ঘরে॥

শালে ভর দিয়া যত্ন কোলে পুত্র পেনু।
কার ভাগে অভিশাপে কি পাপে হারানু ॥ ২৫২
রঞ্জার ব্যাকুলি ধর্ম্ম সকলি জানিয়া।
বীর হনুমানে প্রভু কহেন ডাকিয়া ॥ ২৫৩
মহাবলী বীরহনু যাও বাপু যাও
দুই পুত্র দিয়া রঞ্জাবতীরে পেতাও ॥ ২৫৪
আগে দিও কর্পূরে কি কয় রঞ্জাবতী।
চিনিতে পারে কি নারে আপন সন্ততি ॥ ২৫৫
শেষে দিয়া লাউসেনে কহিবে প্রচুর।
এই লও নিজ পুত্র দ্বিতীয় কর্পূর ॥ ২৫৬
ঠাকুর ঘটা'ল তোর পুত্রের দোসর।
দুই পুত্র লয়ে রঞ্জা সুখে কর ঘর ॥ ২৫৭
আজ্ঞা অঙ্গীকার করি প্রণতি করিয়া।
বায়ুবেগে বীরবর উত্তরিল গিয়া ॥ ২৫৮
প্রবেশে ময়না মধী মালীর মালঞ্চে।
কুসুম-শয্যায় শিশু শোয়াল সুসঞ্চে ॥ ২৫৯
লাউসেন কর্পূরে রাখিল দুই ঠাঁই।
আজ্ঞা আছে প্রভুর সহসা দিব নাই ॥ ২৬০
মায়া-মূর্ত্তি মহাবীর হইল দৈবজ্ঞ।
শ্রীরাম-কিঙ্কর নাম আপনি সর্ব্বজ্ঞ ॥ ২৬১
হাতে নিল পঞ্জিকা রচিত হেমপাটা।
কাঁধে যজ্ঞোপবীত কপালে শোভে ফোঁটা ॥ ২৬২

শিব-কোপানলে যবে ভস্ম কৈল কামে।
কামকান্তা রতি সতী ছিল সেই ধামে ॥
মৎস্য কাটিবারে ভার তারে দৈবগতি।
কাটিতে কুমার কোলে পেলে পূর্ব্বপতি ॥
কালগতে জায়াপতি হইল সকলি।
তখনও পুত্রের শোকে রুক্মিণী ব্যাকুলী ॥
কেন্দে কেন্দে মায়ায় মলিন মুখশশী।
কতদিনে পুত্রবধূ পেলে ঘরে বসি ॥
হর্ষ হলো হারা পুত্র বধূ সঙ্গে পেলে।
সেইরূপী বাছা তুমি পাবে আজি কোলে
২৫৩। হাপুত্র বলিয়া রাণী কান্দে রাঙ্গামাই।
বাছুর হারায়ে যেন বেগে ধায় গাই
২৫৩। নাচে বাটে হাটে কান্দে ব্যাকুল
হয়ে।
ঘরে ঘরে খুঁজে বুলে বাউড়ি হইয়ে ॥
২৫৪। পেতাও—সান্ত্বনা কর।

আজানুলম্বিত জটা মাথায় যুগল।
প্রবেশ করিল আসি রাজার মহল ॥ ২৬৩
নূতন মঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান।
মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥ ২৬৪
গ্রহ বিপ্র গুড়ি গুড়ি, প্রবেশি রাজার বাড়ী,
খুড়ি খুড়ি বসি ঘন ডাকে।
কোথা গো আমার ঝি, অমঙ্গল শুনি কি,
তুমি নাকি ঠেকেছ বিপাকে ॥ ২৬৫
মনে ত্যজ বৈরাগ্য, তোমার বাপের ভাগ্য,
আমি যদি হনু উপনীত।
পঞ্জিকা সম্প্রতি শুন, গণনা করিব পুনঃ,
আজি পুত্র পাইবে ত্বরিত ॥ ২৬৬
শুনিয়া এতেক বাণী, পায়ে ধরে রঞ্জারাণী,
ব্যাকুলি করিয়া কিছু কন।
পাঁজি পড়া থাকু বাপ, আগে মোর মনস্তাপ,
দূর কর করিয়া গণন ॥ ২৬৭
যদি বাছা দেহ দান, তবে দিব দশ বাণ,
বাছারে খুঁজিয়া কাঁচা সোণা।
মায়াধারী গ্রহবিপ্র, ঈষৎ হাসিয়া ক্ষিপ্র,
খড়ি পাতি করিছে গণনা ॥ ২৬৮
খড়ি পাতি বলে খুড়ি, যে কিছু বাড়ীর ডেড়ী,
খড়ি পাতি বুঝিনু বিস্তর।
দুষ্টমতি ভাই তোর, হরিল পাঠায়ে চোর,
তোর ভাগ্যে রাখিল ঈশ্বর ॥ ২৬৯
পুরীর পশ্চিম পাশে, পুষ্পবন পূর্ব্ব আসে,
পুত্র পাবে চম্পক-তলায়।
মালঞ্চ আছিল জীর্ণ, হয়েছে কুসুমাকীর্ণ,
শুনি তুষ্ট রাজরাণী ধায় ॥ ২৭০
মায়ারূপী গ্রহ-বিপ্র, আপনি আসিয়া শীঘ্র
কর্পূরে দেখায়ে আগে দেন।
আপাদ-মস্তকখানি, নিরখিয়া কন রাণী,
এ নহে আমার লাউসেন ॥ ২৭১
সেই মূর্ত্তি শোভা শান্তি, কনক-মুকুর-কান্তি,
কলেবর কিছু নহে ভিন্ন।
দেখিল সকল গাত্র, কেবল নাহিক মাত্র,
শি ধর্ম্মপাদুকার চিহ্ন ॥ ২৭২

২৬৮। ক্ষিপ্র—শীঘ্র।
২৬৯। ডেড়ী—বিপদ, অমঙ্গল।
২৭০। আসে—দিক্।

বৈদজ্ঞ বলেন ভাল, এই পুত্র লয়ে পাল,
প্রভু দিল কায় নাহি দায়।
রাণী বলে মহাভাগ্য, এ পুত্র পরম শ্লাঘ্য,
তবু মোর প্রাণ পড়ে তায়॥ ২৭৩
এত বলি নৃপদারা, দুই চক্ষে বহে ধারা,
মায়াধারী হইল সদয়।
লাউসেনে কুতুহলে আনি পুন দিয়া কোলে,
বলে বীর আনন্দ-হৃদয়॥ ২৭৪
এই লাউসেন রায়, উদরে ধ'রেছ যায়,
এই লও উহার দোসর।
কর্পূর ইহার নাম, অশেষ গুণের ধাম,
আপনি পাঠালে মায়াধর॥ ২৭৫
রাণীর আনন্দ বাড়ে, নিমিষে আঁখির আড়ে,
মহাবীর হৈল তিরোধান।
গুরুপদ ভাবি যত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
নূতন মঙ্গল রস গান॥ ২৭৬
পুত্র পেয়ে আনন্দে বিভোল রাজরাণী।
উল্লাস বাজনা বাজে উঠে জয়ধ্বনি॥ ২৭৭
নৃপমণি দৈবজ্ঞে দেবতা বুদ্ধি করে।
দেখিতে না পেলে পুনঃ চক্ষের গোচরে॥ ২৬৮
অন্তরে একান্ত রাণী জানিল সকল।
আপনি দৈবজ্ঞরূপী ভকতবৎসল॥ ২৭৯
সফল করিল আজি এ অভাগীর আশা।
সন্তোষে সবাই বলে ভাল শুভ দশা॥ ২৮০
কোলে পেলে দুই পুত্র পরমপুরুষ।
জানকী-জীবন-ধন যেন লব-কুশ॥ ২৮১
হারায়ে অমূল্য মণি রাণী পেলে কোলে।
চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া চলে হালালোলে॥ ২৮২
ধন যে হারালে পায়, ম'লে পায় প্রাণ।
তার সম সংসারে কে আছে ভাগ্যবান্॥ ২৮৩
পুত্রের কল্যাণে রাণী আনি বিপ্র যত।
গোধন ধরণীধন বিলাইল কত॥ ২৮৪
ভক্তি মত নিয়ত পুজেন নিরঞ্জন।
যতনে করেন দুই পুত্রের পালন॥ ২৮৫
হরিষে হরিদ্রা-তৈল মাখায়ে কৌতুকে।
দুলালে দুলান কোলে চুম্ব দেন মুখে॥ ২৮৬
সুখে সাধে সুন্দরী বালকে করি কোলে।
তিন মাসে অভিলাষে বসুধাসে বুলে॥ ২৮৭
সাধে অন্নপ্রাশন করিল ছয় মাসে।
নানা অলঙ্কার দিল মনের উল্লাসে॥ ২৮৮
আট মাসে ঠাঁটে বুলেন হামাগুড়ি।
একাদশে দেখা দিল দশন দু-যুড়ি॥ ২৮৯
অঙ্গ-আভা মুখশোভা দিনে দিনে বাড়ে।
রাজরাণী কদাচ না করে চক্ষু-আড়ে॥ ২৯০
মালিকী কল্যাণী দাসী কোলে ক'রে থাকে।
আয় মোর বাছা বলি রঞ্জাবতী ডাকে॥ ২৯১
এস মোর বাপের ঠাকুর দুলালিয়া।
হাসিয়া মায়ের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া॥ ২৯২
হাসি হাসি অমনি গলায় ধ'রে ছাঁদে।
চাঁদমুখে চুম্বন করেন মুখ-চাঁদে॥ ২৯৩
বুকে আরোপিয়া পদ করেন উল্লাল।
বাপধন বাছা মোর দুখিনী-দুলাল॥ ২৯৪
স্তন মুখে দিয়া হস্ত বুলাইছে গায়।
দিবসে দিবসে হর্ষে বাড়ে দুই রায়॥ ২৯৫
বৎসরেক বৈ চলে দুই চারি পা।
বদনের বাণী যেন কোকিলের রা॥ ২৯৬
চলন-বলন-ঠাটে হইল দামাল।
সঙ্গে সহচর সব সহর-ছাওয়াল॥ ২৯৭
কুতুহলে খেলে বুলে হ'য়ে হরষিত।
শান্তশীল সদাই উদ্ধত নহে চিত॥ ২৯৮
অল্পকালে আবেশে গোবিন্দ-গুণ-গানে।
দ্বিতীয় প্রহ্লাদ বলি কেহ কেহ মানে॥ ২৯৯

২৭৩। পাল—প্রতিপালন কর। প্রাণ পড়ে তায়—তথাচ লাউসেনের জন্য প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে।

২৭৮। দৈবজ্ঞ ইত্যাদি—দৈবজ্ঞকে দেবতা বলিয়া বুঝিল।

২৮৬। দুলালে—পুত্রে।

২৮৭। বুলে—যায়।

২৮৯। দশন দুযুড়ি—দুই যোড়া দাঁত।

২৯০। আড়ে—আড়ালে।

২৯৩। ধরে ছাঁদে—জড়াইয়া ধরে।

২৯৪। উল্লাল—এক রকম ক্রীড়া বা আমোদ।

২৯৫। দুই রায়—লাউসেন এবং কর্পূর।

২৯৬। বৎসরেক বৈ—একবৎসর অতীত হইলে। রা—রব।

২৯৭। দামাল—দুরন্ত।

বালির মন্দির গড়ি মুক্তিকার রথ।
মনে মনে করে দান ভাবি ধর্ম্মপদ ॥ ৩০০
দুই বিপ্র বালকে সাজায়ে অনুপাম।
মনে ভক্তি করি ভাবে কৃষ্ণ বলরাম ॥ ৩০১
আপনি শ্রীদাম হয়ে করি পদসেবা।
দু-ভেয়ের চরিত্র কহিতে পারে কেবা ॥ ৩০২
শিশু ভাবে সদানন্দ করেন বিহার।
অন্তরে জানিল প্রভু দেব-অবতার ॥ ৩০৩
দেবকন্তা জগতে জন্মিল চারিজন।
জন্মিল সূর্য্যের বাজী ভক্তের কারণ ॥ ৩০৪
কাঙুর মঙ্গল কোট সহর সিমুলা।
চারি ঠাঁই চারিকন্তা শুভ জন্ম নিলা ॥ ৩০৫
বিমলা অমলা আর কলিঙ্গা কানড়া।
আভীর পাথর নামে গৌড়ে হৈল ঘোড়া ॥ ৩০৬
রায় কর্ণসেন হেথা আনন্দিতমনে।
বিদ্যারম্ভ করি পুত্রে পড়ান যতনে ॥ ৩০৭
বিবিধ বিধান্ বিপ্রে ক'রে দিল গুরু।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জ্ঞানে কল্পতরু ॥ ৩০৮
প্রণতি করিয়ে দোঁহে গুরুর চরণে।
পড়েন পড়ান গুরু প্রসন্নবদনে ॥ ৩০৯
অকারাদি ককারান্ত জানা হৈল স্বর।
ককারাদি ক্ষকারান্ত হল বর্ণাপর ॥ ৩১০
অভিলাষে আঙ্ক আঙ্ক ফলাদি বানান।
তিন দিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখ'ন ॥ ৩১১
অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধি সুবন্ত অমর।
পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি তর ॥ ৩১২
ধাতু নাম শব্দ ভেদ পড়িল অপর।
পরম সুবেশ দোঁহে সুশীল সুন্দর ॥ ৩১৩
বেদবাণী জানিতে পারি নি পড়ে রায় ॥
এতদূরে সম্প্রতি জন্মপালা সায় ॥ ৩১৪
গায় দ্বিজ বনরাম অনাদি-মঙ্গল।
পুর নায়কের বাঞ্ছা ভকতবৎসল ॥ ৩১৫

লাউসেনের জন্মপালা সমাপ্ত।

৩০৬। অমলা বিমলা ইত্যাদি—লাউসেনের স্ত্রী হইবার জন্ত ইহারা জন্ম গ্রহণ করিলেন। অভীর-পাথর এই নামধেয় বর্তমান ঘোড়া লাউসেনের জন্ত জন্মিল।

সপ্তম সর্গ।

আখড়া পালা।

বল-বুদ্ধে লাউসেন বাড়ে প্রতিদিন।
বেদবাণী-বিজ্ঞ হন পড়িয়া পাণিনি ॥ ১
কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যার, ঘুচে মনোভ্রম ॥ ২
নানা গ্রন্থ দুই ভাই পড়ে অল্প দিনে।
উথলে আনন্দ অতি মা-বাপের মনে ॥ ৩
জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যায় বাড়িল দুই ভাই।
অতঃপর মল্লবিদ্যা শিখাইতে চাই ॥ ৪
সদাই সবল শত্রু দেয় মনস্তাপ।
সেকালে সারথি সবে প্রবলপ্রতাপ ॥ ৫
একা বীর অর্জ্জুন জিনিল সব রথী।
কাতর বিরাট-পুত্র কেবল সারথি ॥ ৬
ভীম মারে সাহসে কীচক দুরাচারে।
যখন অজ্ঞাত-বাসে বিরাটের ঘরে ॥ ৭
অন্ত থাক্ ঢেকুরে ইছাই হৈল বীর।
নিঠুর গোয়ালা বেটা করেছে ফকীর ॥ ৮
ঐ অগ্নি অন্তরে উথলে ক্ষণে ক্ষণে।
মল্লবিদ্যা অতেব শিখাব লাউসেনে ॥ ৯
এত ভাবি আনা'ল অনেক মল্লগুরু।
লাউসেন সাক্ষাতে সবার কাঁপে উরু ॥ ১০
সবে ভাবে লাউসেন সাক্ষাৎ দেবতা।
ইহারে করিতে শিষ্য কাহার যোগ্যতা ॥ ১১
মল্লবিদ্যা শিখাতে বাজিবে পায় পায়।
প্রণতি করিয়া পায়ে পলাইয়া যায় ॥ ১২
রাজা রাণী দুজনে ভাবেন মহা দুখ।
খেতে শুতে উঠিতে বসিতে নাহি সুখ ॥ ১৩
এই হেতু শ্রীধর্ম্মে ভাবেন রাত্রিদিন।
অন্তরে জানিল প্রভু ভক্ত-পরাধীন ॥ ১৪
হনুমানে পাঠাইলা বাঞ্ছাকল্পতরু।
মহাবীর আইল মহী হয়ে মল্লগুরু ॥ ১৫
দু'কাণে কনক-কড়ি বড়ি শোভা পায়।
বিনোদ-বলয় করে, বীর বৃদ্ধকায় ॥ ১৬

২। কোষ—অভিধান।

১৬। কনককড়ি—সোণার কড়ি, অলঙ্কার বিশেষ। বড়ি—বড়, অত্যন্ত। বিনোদ-বলয় করে—হাতে সুন্দর বালা।

বীর-মাটীভূষিত ভূষণ হেমপাটা।
উরু গুরু চলিতে চরণে বাজে ঘাটা ॥ ১৭
মল্লডোর-মণ্ডিত মাথায় বীরটুপি।
রাজসভা প্রবেশিল রাম নাম জপি ॥ ১৮
সম্ভ্রমে উঠিল রায় দেখি মল্লগুরু।
রঞ্জাবতী বলে ধন্য বাঞ্ছাকল্পতরু ॥ ১৯
শুভক্ষণে সেন তারে বসান বিশেষ।
সাদরে সুধান তারে ঘর কোন্ দেশ ॥ ২০
কোন্ কুলে উৎপত্তি কি নাম কোথা যাও।
বীর বলে পরিচয় কি মোরে সুধাও ॥ ২১
জাতি-কুল-নিবাস-নিয়ম নাহি বায়।
এ মাথা বেচেছি রাম-জানকীর পায় ॥ ২২
না মানি অন্যের আজ্ঞা প্রতাপ পৌরুষ।
অনুগত জনের কেবল আমি বশ ॥ ২৩
অনেক দিবস ছিল অযোধ্যা নিবাস।
অখিলে আমার নাম প্রভু রাম-দাস ॥ ২৪
যেখানে সেখানে থাকি মনের আনন্দে।
সুখ বাসি সংপ্রীতি সতত সেতুবন্ধে ॥ ২৫
চিরদিন সুচিত্ত চাকর আমি যার।
সে জনে লেগেছে তব তয়নের ভার ॥ ২৬
মল্লবিদ্যা বিশেষ নিপুণ বুঝি মোরে।
শিখাতে পাঠান বিদ্যা তোমার কুমারে ॥ ২৭
শুনি লাউসেন মনে বাড়িল ভকতি।
কর্ণসেন বুঝিল পাঠাল গৌড়পতি ॥ ২৮
অতিশয় আদরে মল্লেরে করে সেবা।
রঞ্জার আনন্দ যে কহিতে পারে কেবা ॥ ২৯
দুই পুত্রে রাজরাণী সঁপে হাতে হাতে।
কৃপা করি বীর-বিদ্যা শিক্ষা হয় যাতে ॥ ৩০
মোর ভাগ্যে মহাশয় তুমি মল্লগুরু।
করিল কামনা-সিদ্ধি বাঞ্ছাকল্পতরু ॥ ৩১
এত বলি দিল দোঁহে করি সমর্পণ।
দু-ভেয়ে আনন্দে বন্দে গুরুর চরণ ॥ ৩২
আশীস্ করিল বীর হও মহাবলী।
দু-ভাই দাঁড়ায় তবে হয়ে কৃতাঞ্জলি ॥ ৩৩
মহাবলী বীর হনু দুই শিষ্য সনে।
আখড়া প্রবেশে দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ৩৪
অতঃপর আখড়া প্রবেশি শুভক্ষণে।
মল্লবিদ্যা আরম্ভ করিল দুই জনে ॥ ৩৫
উভ কর-চরণে মাখিয়া বীর-মাটি।
শিখা'ল সরল শূন্য উ... টি পালটি ॥ ৩৬
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধায় ধর্ম্মরাজ।
অমনি মালট মারে নাহি করে ব্যাজ ॥ ৩৭
ভূতলে আছড়ে ভুজ মারে মালসাট।
বীরদাপে ধূলায় ধূসর কৈল বাট ॥ ৩৮
বাট বাটী উলটী পালটী মুহুর্ম্মুহু।
করে করে হেলাহেলি ঠেলাঠেলি বহু ॥ ৩৯
চঞ্চল চরণে চাপি ঘন কসাকসি।
মহাযুদ্ধে মাথায় মাথায় চুসাচুসি ॥ ৪০
চরণে চরণে ছাঁদে অবনী আছাড়ে।
দিনে দিনে বিশেষ বিক্রম-বুদ্ধি বাড়ে ॥ ৪১
কাছাড়ে পাছাড়ে পড়ে ছাড়ে সিংহনাদ।
গুরু-শিষ্য-বিক্রমে বাড়িল বিসম্বাদ ॥ ৪২
প্রমাদ বীরের দন্তে পর্ব্বতের চূড়া।
ভাঙ্গি আনি অমনি বাঁ-হাতে করে গুঁড়া ॥ ৪৩
ভাল বুড়া মল্লগুরু কহেন কর্পূর।
দাদা হে গোঁসাই গুরু আপনি ঠাকুর ॥ ৪৪
পূর্ব্বের পুণ্যের ফলে দেখিনু ও পদ।
প্রণতি করিল দোঁহে প্রেমে গদগদ ॥ ৪৫
সদয় হইয়া বীর পরিচয় দিলা।
বীর হনুমান্ আমি, প্রভু পাঠাইলা ॥ ৪৬
শিখিলে বিশেষ বিদ্যা পূরিবে বাসনা।
এত বলি পুনশ্চ করা'ল উপাসনা ॥ ৪৭
প্রকাশিল প্রভু-পদ-পূজার পদ্ধতি।
নিজ পরিচয় কভু না দিবে সম্প্রতি ॥ ৪৮
প্রণতি করিলা দোঁহে ক্ষিতি লোটাইয়া।
আশীস্ করিলা গুরু শিরে হাত দিয়া ॥ ৪৯
তবে বীর দু-ভেয়ে লইয়া সাথে সাথে।
করাইলা মহলা ময়নার মহীনাথে ॥ ৫০
রাজরাণী আনন্দসাগরে দোঁহে ভাসে।
বীর বলে বিদায় হইব নিজ বাসে ॥ ৫১

৩৯। করে করে—হাতে হাতে।

৪৮। প্রভু-পদ ইত্যাদি—ধর্ম্ম পূজার প্রকরণ।

৪৯। করাইল মহলা ইত্যাদি—ময়নার অধীশ্বর কর্ণসেনের নিকট দুই ভেয়ের শিক্ষার পরিচয় দি...

এত শুনি চরণে লোটায় রঙ্গ. তী।
কৃপা করি কিছুকাল কর অবস্থিতি ॥ ৫২
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মোর ভাগ্যে মায়ায় মানুষ ॥ ৫৩
যদি দিলে আমার বালকে পদছায়া।
ময়না ছাড়িলে প্রভু পাছে ছাড়ে দয়া ॥ ৫৪
বীর বলে মোর যে মনের ভাব আছে।
স্মরণ করিলে মোরে দেখা পাবে কাছে ॥ ৫৫
অবস্থিতি হেতু যত্ন মোর প্রতি ছাড়।
বহুদিন বাড়ী ছাড়া ব্যস্ত আছি বড় ॥ ৫৬
এত শুনি রাজরাণী প্রবেশি ভাণ্ডার।
হেমথালে রচিল মল্লের পুরস্কার ॥ ৫৭
রত্নহার হীরা মণি বসন ভূষণ।
ইন্দুবিন্দু বাণ দিল দ্বাদশ কাঞ্চন ॥ ৫৮
রাখিল মল্লের আগে বৃদ্ধ রাজরাণী।
গলায় লম্বিতবাস বলে পুটপাণি ॥ ৫৯
এ নহে তোমার যোগ্য যত কাল জীব।
ভাগ্যে থাকে ভূষা করি চরণ সেবিব ॥ ৬০
এত শুনি হাসি হাসি কন মহাবীর।
কি কার্য্য ওসব ধনে আপনি ফকীর ॥ ৬১
মনে রেখো, নহি কিছু ধনের অধীন।
রাম নামে একান্ত আপনি উদাসীন ॥ ৬২
তবে মল্লবেশ ধরি দুষ্টের দলনে।
শিখিলে শিখাতে চাই অনুগত জনে ॥ ৬৩
রাক্ষসের সনে রণে কড়া সব গায়।
বিবরে ওসব কথা কব কত রায় ॥ ৬৪
এই গায়ে কতেক পর্ব্বত হৈল গুঁড়া।
সম্প্রতি সেনের হনু মল্লগুরু বুড়া ॥ ৬৫
শুনে শুনে সেনের শিহরে সব তনু।
আঁখি-আড়ে তিরোধান হৈল বীর হনু ॥ ৬৬
অনুতাপ করে সবে না দেখিয়া বীরে।
রত্নার বসন ভিজে নয়নের নীরে ॥ ৬৭
শরীরে সফরে প্রেম লাউসেন বলে।
সে গুরুর কৃপা গো তোমার পুণ্যফলে ॥ ৬৮
আপনি পাঠালে তারে বাঞ্ছাকল্পতরু।
কত করে কৃতার্থ করিয়া গেল গুরু ॥

৬৩। বিবরে—বিবরণ করিয়া।
৬৬। হনু—হইলাম।

কুরু-উরু ভাঙ্গে যার জনক-ঔরস।
হেন প্রভু কৃপা করি বাড়ালে পৌরুষ ॥ ৭০
রাজরাণী জন্ম নিজ মানিল সফল।
সন্তোষে রহিল দেশে বাড়িল মঙ্গল ॥ ৭১
নিত্য নিত্য দুই পুত্র প্রবেশে আখড়া।
সরল সাধিয়া শূন্যে খেলে মালাপাড়া ॥ ৭২
বেড়াবেড়ী মালক মারিতে কাঁপে মহী।
চঞ্চল চরণ-চাপে চমকিত অহি ॥ ৭৩
মারি বজ্র মুঠকি পাষাণ করে গুঁড়া।
বীর বাহু-ঠেলায় হেলায় বৃক্ষ মুড়া ॥ ৭৪
মুঠা করি সরিষা বাহির করে তেল।
জানু পাতি নিপাতে লোহার নারিকেল ॥ ৭৫
উভ করি চরণ দুহাতে বহে বাট।
পাষাণে মারিয়া মুণ্ড মারে মালসাট ॥ ৭৬
দিবসে দিবসে বাড়ে বিক্রম বিশাল।
অনুগত শিষ্য কত নগর-ছাওয়াল ॥ ৭৭
এইরূপে আখড়া খেলেন সদানন্দ।
ঐকান্তিক পূজেন প্রভু-চরণারবিন্দ ॥ ৭৮
শ্রীগুরু-পদারবিন্দ বন্দ্য অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥ ৭৯
গত ঋতু বরষা, শরত উপনীত।
আদরে অমল ইন্দু আকাশে উদিত ॥ ৮০
বিকশিত কমল প্রকাশে পতি পূষা।
শরত-কুসুমে কত কাননের ভূষা ॥ ৮১
তিন লোকে জয়ধ্বনি মজাইয়া মন।
আশ্বিনে অর্চ্চনা করে অম্বিকা-চরণ ॥ ৮২

৭০। কুরু-উরু—কুরুকুলোদ্ভব দুর্য্যোধনের উরু। যার জনক ঔরস— যাহার (হনুমানের) পিতার পুত্র—অর্থাৎ ভীম।
৭৩। অহি—সর্প, বাসুকি।
৭৫। নিপাতে—ভাঙ্গিয়া ফেলে।
মুঠে পীড়ে সরিষা সরিষা পড়ে তেল।
জানুজোরে নিপাতে যুগল নারিকেল।—চাঁদুজের পুঁথি।
৭৬। উভকরি ইত্যাদি—পা দুইটী উঁচা করিয়া মাটীতে হাত দিয়া চলিয়া যায়।
৭৭। ছাওয়াল—বালক।
৮০। অমল ইন্দু—নির্ম্মল চন্দ্র।
৮১। পতি পূষা—সূর্য্য।
৮২। ভূষা—ভূষণ, অলঙ্কার।

অকালে বোধন বিধি করিল যাহার।
রাবণ সংহার আর সীতার উদ্ধার॥ ৮৩
স্বর্গে পূজে দেবতা পাতালে পূজে নাগ।
মহীমাঝে মহেন্দ্র পূজিল মহাভাগ॥ ৮৪
নিজ পূজা দেখিতে নেয়ের কূলে যেতে।
বিদায় মাগেন মাতা মহেশ-সাক্ষাতে॥ ৮৫
যোড়করে কন দেবী যদি আজ্ঞা পাই।
তিন দিন নাথ হে নেয়ের ঘর যাই॥ ৮৬
অন্ন জল সম্বল সকলি যাই দিয়া।
আজ্ঞা কর আপনি অবনী আসি গিয়া॥ ৮৭
ঠাকুর কহেন দেবি জানি রঙ্গ তোর।
মোরে দিয়ে যাবে কি কাঙ্গাল ঘর মোর॥ ৮৮
সিদ্ধিগুঁড়া খেয়ে বুড়া প’ড়ে রব ঘরে।
তোর কি উচিত হয় ছেড়ে যেতে মোরে॥ ৮৯
ভবানী বলেন নাথ ছাড়হ ও রঙ্গ।
আসুক কোঁচের মেয়ে এখনি উলঙ্গ॥ ৯০
ভঙ্গ না করিও আশা ধরি রাঙ্গা পা।
যাও তবে এস শীঘ্র গণেশের মা॥ ৯১
হেদে গৌরি গেলে যদি বিলম্বে গোঁয়াও।
মোর দিব্য লাগে তবে ভেয়ের মাথা খাও॥ ৯২
এত যদি বচন বলিল শূলপাণি।
নিজ জন সহিত সাজিল ঠাকুরাণী॥ ৯৩
পুনঃপুনঃ প্রণতি করিয়া প্রাণনাথে।
শীঘ্র হ’ল বিদায় চাপিয়া সিংহরথে॥ ৯৪
রতনে রঞ্জিত রথ মরকত তায়।
পাঁচ বর্ণে পতাকা উড়িছে মন্দ বায়॥ ৯৫
ঘন ঘণ্টা বাজে ঘোর ঘুঙ্গুরের রব।
নানা পদ্যে বাদ্য বাজে শুনি মহোৎসব॥ ৯৬
গণপতি গুহ জয়া বিজয়া সহিত।
ব্রহ্মলোকে হইল ঈশ্বরী উপনীত॥ ৯৭

বিবিধ বিধানে ব্রহ্মা করিয়া বোধন।
চিত্ত মজাইয়া পূজে অম্বিকা-চরণ॥ ৯৮
স্তব করে বিবিধ বিধাতা বেদমুখে।
পূজা ভক্তি দেখি দেবী চলিলা কৌতুকে॥ ৯৯
তবে সুখে বৈকুণ্ঠে প্রবেশি দশভুজা।
দেখিল পুরট-পদ্মে পরিপাটী পূজা॥ ১০০
প্রতি ঘরে প্রতিমা পরম প্রীতিভাব।
মহোৎসব করেন আপনি পদ্মনাভ॥ ১০১
গেয়ে ভবানীর গুণ পরম উল্লাসে।
আপনি শঙ্কর পূজা করিলা কৈলাসে॥ ১০২
সে পূজা অন্তরে দেখি আনন্দিতমতি।
তবে গেলা যেখানে সেবেন সুরপতি॥ ১০৩
দেববাদ্য দুন্দুভি আনন্দ নাটগীত।
দেবী পূজে সুরপতি মজাইয়া চিত॥ ১০৪
এই রূপে দেখি দেব-দানবের পূজা।
তবে মহীমণ্ডলে প্রবেশে দশভুজা॥ ১০৫
আগে আইল দ্বিতীয় কৈলাস, কামরূপ।
দেখিল একান্ত পূজে কাঁউরের ভূপ॥ ১০৬
বারাণসী প্রবেশ করিল কুতূহলে।
মনোহর পূজা দেখি আইল উৎকলে॥ ১০৭
গীত বাদ্য আনন্দ উৎসব ঘরে ঘরে।
দেখে যেতে, দৃষ্টি হয় ময়না নগরে॥ ১০৮
সহরের শোভা দেখি স্বর্গ-অবিশেষ।
পার্ব্বতী বলেন পদ্মা এই কোন্ দেশ॥ ১০৯

৮৬। যোড়করে—যোড়হাতে।

৯০। হাসি হাসি হৈমবতী প্রণতি করিয়া।
সিংহরথে চাপি সঙ্গে নিজগণ লৈয়া।—কোটালপুরের পুঁথি।

৯২। গোঁয়াও—কাল কাটাও। বিলম্বে গোঁয়াও—দেরি কর।

৯৫। মন্দ বায়—মন্দ মন্দ বায়ুতে উড়িতেছে।

—

বারাণসী বিরাট বিশেষ আনামুখে।
মনোহর পূজা দেখি চলিল কৌতুকে।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আনন্দে নাই সীমা।
কেহ ঘট পাতি কেহ এনেছে প্রতিমা॥
প্রণতি ভকতি স্তুতি স্তবগীতি পাঠ।
দেখিল শুনিল কত পদ্য বাদ্য নাট।
হিঙ্গুলাটে গুজরাটে কালীঘাটে দেবী।
দেখিল সকল পুরে পাদপদ্মসেবী।
মল্লপাট মগধ মাগধ মালজ্যাটে।
পূজা করি যাতে চিত্ত মজাইয়া রহে।—চাচুড়ের পুঁথি

১০৬। দ্বিতীয় কৈলাস, কামরূপ—কামরূপ আসামের অন্তর্গত; দ্বিতীয় কৈলাস, অর্থাৎ কামরূপ [illegible]

রথভরে রঙ্গিণী নিরখে ঘরে ঘরে।
না দেখি শারদী পূজা কন ক্রোধভরে ॥ ১১০
মোর আরাধনা করে বিধি বিষ্ণু হর।
এত কেন এদেশে আমার অনাদর ॥ ১১১
এমন সময়ে উঠে ধর্ম্ম-জয়-ধ্বনি।
পদ্মাবতী বলে ঐ শুন গো জননি ॥ ১১২
নিবেদন করি মাতা পরিহর ক্রোধ।
কবিরত্ন বলে পদ্মা করেন প্রবোধ ॥ ১১৩
পার্ব্বতী-চরণে, পদ্মাবতী ভণে,
মোরে ক্ষমা দিবে মা।
ত্রিভুবনে কেবা, ঐকান্তিক সেবা,
না পূজে ও রাঙ্গা পা ॥ ১১৪
তব মহোৎসব, দেবতা-দানব,
মানবে না করে কেবা।
এ দেশে বিশেষে, সবে কায়ক্লেশে,
সেবা করে ধর্ম্ম দেবা ॥ ১১৫
ধন্য রঞ্জারাণী, ধন্য তপস্বিনী,
তনু ত্যজে শালভরে।
পাইল বরপুত্র, পালে ধর্ম্মসূত্র,
লাউসেন নাম ধরে ॥ ১১৬
নিরঞ্জনে ভক্তি, বিনা শিব-শক্তি,
সেই ব্যক্তি নাহি বুঝে।
ধরে ধর্ম্মটীকা, আশ্বিনে অম্বিকা,
সেই হেতু নাহি পূজে ॥ ১১৭
হাসি দাসী প্রতি, কহেন পার্ব্বতী,
কারে কব এই খেদ।
না সেবিয়া শক্তি, মিথ্যা বিষ্ণু-ভক্তি.
কে কোথা পেয়েছে ভেদ ॥ ১১৮
হরি-হর-বিধি, পূজা দিব যদি,
সেন কেন করে আন।
সত্য সাধুজন, অনন্ত-ভজন,
বুঝিলে বাড়ায় মান ॥ ১১৯
ধরি যেত্তা-বেশ, অশেষ বিশেষ,
লাস-বেশ করি যাব।
যদি চিনে যায়, না ভুলে
যাচিয়া যা চায় দিব ॥ ১২০

বচন ইঙ্গিতে, নয়ন-ভঙ্গীতে,
সঙ্গ হলে যদি ভুলে।
হবে ভস্মরাশি, শুন পদ্মা দাসী,
চিন্তি পদ্মা কিছু বলে ॥ ১২১
ও রূপ-লাবণ্য, দেখি থাক্ অন্য,
ধেয়ান ছাড়িবে মুনি।
তেজিবে তপস্যা, দেখি হেন যেত্তা,
লাউসেনে কিসে গণি ॥ ১২২
কহেন অভয়া, হইব সদয়া,
বারেক বুঝিব তায়।
গুরু-পদারবিন্দ, ভাবি সদানন্দ,
দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ১২৩
ইঙ্গিতে অম্বিকা হইল ত্রিলোক-মোহিনী।
যেই বেশে মহেশে মোহিলা চক্রপাণি ॥ ১২৪
কামরূপ, দেখিয়া কামিনী-রূপচ্ছটা।
বিগলিত বাঘছাল ভূমে লোটে জটা ॥ ১২৫
ধর্ ধর্ বলিতে মোহিনী দিল ধাই।
খসিল অক্ষয় তেজ লজ্জিত শিবাই ॥ ১২৬
হৈমবতী হইল হেন মোহিনীর বেশ।
দেখে শুম্ভে ত্রাসযুক্ত যত ত্রিদিবেশ ॥ ১২৭
রতনে রঞ্জিত যত পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব ॥ ১২৮
রাম-রম্ভা জিনি উরু গুরু আ-নিতম্ব।
যে রূপ শুনিয়া মতি মজাইল শুম্ভ ॥ ১২৯
মৃগরাজ জিনি মাঝ ত্রিবলি-শোভিত।
লোম-লতা-বলি নাভি-বিবরে মণ্ডিত ॥ ১৩০
কুচযুগ হেম-গিরি হর-মনোহর।
বিচিত্র কাঁচলি তায় বিশ্ব-অগোচর ॥ ১৩১

১১৯। করে আন—অন্যথা ক
১২০। লাস—বিলাস।

১২৫। কামরূপ—নানা—মূর্ত্তি, মহাদেব। কামিনী-রূপ-ছটা—কামিনীর রূপের বাহার।
১২৬। ধাই—ধাবন, দৌড়। শিবাই—শিব।
১২৮। জিনি—জয় করিয়া।
১২৯। রাম-রম্ভা—রামকলার গাছ, সুন্দরী-দিগের উরুর উপমা-স্থল। আনিতম্ব—নিতম্ব অর্থাৎ কটিদেশ পর্য্যন্ত। মতি—মন। শুম্ভ—নিশুম্ভ-সহোদর অসুর।
১৩০। মৃগরাজ—সিংহ; মাঝ—মাঝা; ত্রিবলি—সৌন্দর্য্য চিহ্ন-বিশেষ। লোম-লতা-বলি—লোমরূপ লতাশ্রেণী, লোমাবলি।

মনোহর কান্তি কিবা কত বর্ণ ভেদে।
ওরূপ লাবণ্য তার অন্ধকার খেদে ॥ ১৩২
খঞ্জন-গঞ্জিত আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কোটী কাম বিমোহিত ॥ ১৩৩
সহিত যুগল ভুরু যিনি কামধনু।
কপালে সিন্দুর-বিন্দু প্রভাতের ভানু ॥ ১৩৪
চন্দন-চন্দ্রিমা-কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভ্রূযুগল উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু ॥ ১৩৫
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভে তায় অতি।
অলকা-মণ্ডিত মণি মুকুতার পাঁতি ॥ ১৩৬
কবরী মণ্ডিত মালা মল্লিকার ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল ॥ ১৩৭
পৃষ্ঠে দোলে পট্টজাত পুরটের ঝাঁপা।
অনুগত কত তায় গন্ধরাজ চাঁপা ॥ ১৩৮
যাঁহার সহজ রূপে খণ্ডে অন্ধকার।
সে দেবী পরেছে কত রত্ন অলঙ্কার ॥ ১৩৯
গজমতি-হার, পুঁতি দোমতি তেমতি।
কেয়াপাতা গলায় গরব করে অতি ॥ ১৪০
কর্ণপুর-কিরণে করবী-কান্তি করে।
বেড়েছে নাপান বড় নাসার বেসরে ॥ ১৪১
কনক-কঙ্কণ করে শঙ্খ বাজু-বন্দ।
রতন-অঙ্গুরি তায় যতন প্রবন্ধ ॥ ১৪২
ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন-উজর।
কটিতে কিঙ্কিণী-ধ্বনি শুনি মনোহর ॥ ১৪৩
কমলা-বিলাস বাস পরি অভিলাষে।
কত খান নাপান ভুলাতে ধর্ম্মদাসে ॥ ১৪৪
সর্ব্ব গায়ে সুগন্ধি চন্দন চারু চুয়া।
বসিয়া নাপান করি খান পাণ গুয়া ॥ ১৪৫
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি গান ঘনরাম।
প্রভু পুর শ্রীরাম রামের মনস্কাম ॥ ১৪৬
লাসবেশ নাপানে আপন পানে চেয়ে।
মনে হলো কটাক্ষে মোহিব মাত্র যেয়ে ॥ ১৪৭
কৌতুকে দেখিল কুচে কাঁচলির ছাঁদা।
চাইতে অচল চক্ষু চিত্ত রয় বাঁধা ॥ ১৪৮
কত চিত্র কৌশলে করেছে কত ঠাঁই।
তিন লোকে তার ত তুলনা দিতে নাই ॥ ১৪৯
বর্ণভেদে বেদব্রহ্ম বুঝি মজে মন।
হৈমকান্তি কৃষ্ণলীলা কাঁচলি-লিখন ॥ ১৫০
সুদাম শ্রীদাম সঙ্গে যত ব্রজ-বাল।
বিহারে বালকবেশে ব্রজের রাখাল ॥ ১৫১
সমান বয়স বেশ বেণু লয়ে করে।
অধরে অমিয়া হাঁসি শিখি-পুচ্ছ শিরে ॥ ১৫২
যশোদা-জীবন-ধন কৃষ্ণ বলরাম।
গোপ গোপী বাছুর বালক অনুপাম ॥ ১৫৩
আভীর বালক মাঝে গোপাল বিজয়ী।
বৎস-পুচ্ছ ধরি উচ্চে ডাকে হৈ হৈ ॥ ১৫৪
ঐরূপে গোঠে কত গোবিন্দ বিহরে।
কৃষ্ণের কৌশল লীলা লেখা তার পরে ॥ ১৫৫
কানাই কদম্বতলে ছলে দান সাধে।
বদনে বিনোদ বংশী বলে রাধে রাধে ॥ ১৫৬
ডানিভাগে নৌকাখণ্ড কানু যার নেয়ে।
বামে বস্ত্র-হরণ হরির মুখ চেয়ে ॥ ১৫৭
যমুনার জলে গোপী হয়ে কৃতাঞ্জলি।
কদম্বের ডালে কৃষ্ণ বাজান মুরলি ॥ ১৫৮

১৩২। খেদে—খেদায়, তাড়ায়।
১৩৬। অলকা-মণ্ডিত—ঝাঁপটা-শোভিত।
১৩৭। কবরী—খোঁপা। মকরন্দ—ফুলের মধু।
১৩৮। পট্টজাত—রেশমে গাঁথা; পুরটের সোণার।
১৩৯। সহজ—স্বাভাবিক, অকৃত্রিম।
১৪০। পুঁতি দোমতি তেমতি—দুই তিনটা মুক্তাযুক্ত পুঁতির মালা। কেয়াপাতা—এক-প্রকার গহনা।
১৪১। কর্ণপুর—একপ্রকার কাণের গহনা। কবরীকান্তি—খোঁপার শোভা। বেসর—এক-প্রকার নাকের গহনা, এখনও খোটা ও মারহাটা-মহিলারা পরিয়া থাকেন।
১৪২। বাজু-বন্দ—উপর হাতের একপ্রকার গহনা।
১৪৩। ভুবন-উজর—ভুবন-উজ্জ্বল, ভুবন-শোভাকর।
১৪৪। কমলা-বিলাস—উৎকৃষ্ট বস্ত্রবিশেষ; এখনও যেমন কাপড়ের নানা নাম আছে, তখনও সেইরূপ ছিল।
১৪৭। অনুপাম—অনুপম, উপমারহিত।
১৫৪। আভীর—গোপ, আহীরী।
১৫৭। নেয়ে—নাবিক, মাঝি।

ব্যাকুল বসন মাগে যত ব্রজাঙ্গনা।
কৌতুকে কহেন কৃষ্ণ করিয়া কল্পনা॥ ১৫৯
কূলে উঠি কৃতাঞ্জলি ভুলি দুটি হাত।
বেছে লও বসন বলেন ব্রজনাথ॥ ১৬০
অপর কৌতুক কত কাঁচুলি প্রকাশ।
কুচগিরি-বেষ্টিত লিখিত পূর্ণরাস॥ ১৬১
কত চিত্র কল্পিত কালায় কুঞ্জবন।
রসময় মন্দির রতন-সিংহাসন॥ ১৬২
ছয়-ঋতু-প্রফুল্ল ফুটেছে নানাফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥ ১৬৩
রসবতী রাধিকা রসিক-শিরোমণি।
রাস-রসে চল ঢল গোবিন্দ গোপিনী॥ ১৬৪
শ্রীরাসমণ্ডলে বসি আবেশ হইয়ে।
গোপীনাথ নাচেন গোপিনী-মুখ চেয়ে॥ ১৬৫
দুপাশে গোপীর কাঁধে দিয়া দুটি হাত।
রসের আবেশে মধ্যে নাচে গোপীনাথ॥ ১৬৬
ডমরু রবাক বীণা মুরলির তান।
দোঁহে আধবয়ানে দোঁহার গুণ গান॥ ১৬৭
কোকিল উগারে মধু ভ্রমর গুঞ্জরে।
ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য মহোৎসব করে॥ ১৬৮
ডালে বসে ডাকে শুক প্রেমে পুলকিত।
ভ্রমর ভ্রমরীগণে গানে বিমোহিত॥ ১৬৯
নিকুঞ্জ-কানন-শোভা কার শক্তি বলি।
হরি-মহোৎসব হইল লিখন কাঁচলি॥ ১৭০
দেখিতে দেখিতে দেবীর বাড়ে বড় প্রেম।
মনে মনে কামিনী করেন কত ক্ষেম॥ ১৭১
চারিভিতে তরুলতা পশুপক্ষিগণ।
সমাকুল শতদলে খঞ্জনী-খঞ্জন॥ ১৭২
চকোরী চকোর নাচে চাহিয়া চপলা।
চিত্তচোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥ ১৭৩
রাজহংস সহিত নাচিছে সারী-শুক।
চক্রবাক বকী বক বিহরে উলুক॥ ১৭৪
কাক কঙ্ক কোকিল করিছে কলরব।
সবে শব্দ না শুনি সাক্ষাৎ চিত্র সব॥ ১৭৫

১৬৪। উগারে—বর্ষে।
১৭৫। সবে—কেবল। কেবল ডাক শোনা যায় না, কিন্তু চিত্র সব যেন সাক্ষাৎ অর্থাৎ সজীব।

ঘোরনাদে ঘুঘু যেন ঘন ঘন তানে।
গদগদ গরুড় গোবিন্দ-গুণ-গানে॥ ১৭৬
হাঁটি যায় গরুড় গমন গুড়িগুড়ি।
গায় গোদা ভারুই গগনমার্গে উড়ি॥ ১৭৭
টেটারি টোটক টিয়া চটকা চটকী।
ধানসাধি ধানফুলি ধাতক ধাতকী॥ ১৭৮
ডাহুক ডাহুকী নাচে ডিমে দিয়া তা।
তপস্বী বাদুড় ঝোলে উলকরি পা॥ ১৭৯
মীনমুখে মাছরাঙ্গা মানায় মহত।
প্রিয়ামুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত॥ ১৮০
বাবুই বসন্ত বউ রান্ধা রায়মণি।
হরিগুণ গানেতে ময়না মহামুনি॥ ১৮১
চঞ্চলচেতন চিত্র চায় চর্ম্মচিল।
কূর্ম্ম-কোলে কাঁক কঙ্ক করে কিল কিল॥ ১৮২
জলপিপি ফিঙ্গা কামি চাঁস বাঁশপাতা।
প্রবল কুবলপক্ষ চঞ্চু যার রতা॥ ১৮৩
তাতারা তিতির তোতা তাতেলে বিহগ।
রামসর শালিক শালিকী চিত্র খগ॥ ১৮৪
চারি ভিতে বেষ্টিত বিহরে বনচারী।
সারি সারি তেথরী কেশরী হরি করী॥ ১৮৫
অনুপম বামরম্ভা ফেলে চিত্র বালি।
বৃক্ষডালে সবৎস বানরে খেলে ঝালি॥ ১৮৬
চিত্রকূট পতঙ্গ প্রচুর চারিভিতা।
হেরি হেরি হৈমবতী হৈলা হরষিতা॥ ১৮৭
ছলিতে চলিল ভবে রঞ্জার নন্দনে।
মনে হল দেখা যেয়ে দিব কতজনে॥ ১৮৮
ক্ষুধারূপে মহামায়া পীড়িয়া সবায়।
ঘরে গেল কর্পূর অন্তের থাক্ দায়॥ ১৮৯
কেবল রহিল ঘরে রঞ্জার নন্দন।
অলসে আখড়া ঘরে করিল শয়ন॥ ১৯০

১৭৬। তানে—তান দেয়, ডাকে।
১৮০। মানায়—শোভা পায়।
১৮২। চর্ম্মচিল—চামচিকা।
১৮৩। রতা—রক্তবর্ণ।
১৮৫। তেথরী—তিনসারি। হরি—অশ্ব।
১৮৯। ঘরে গেল ইত্যাদি—যাহারা আখড়া ঘরে ছিল, সকলেই ক্ষুধিত হইয়া নিজ নিজ ঘরে গেল, এমন কি ভাই কর্পূর পর্য্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া ঘরে গেল।

নিদ্রা আসি প্রবেশিল যুগল নয়নে।
হেন কালে যান মাতা করিয়া নাপানে ॥ ১৯১
রতি-জয় স্মর-ধনু করে নিল মা।
গরব গমনে ভূমে নাহি পড়ে পা ॥ ১৯২
প্রদোষ পশ্চাৎ করি প্রবেশে রজনী।
সেনের শিয়রে বৈসে বিশ্বের জননী ॥ ১৯৩
শরীর সোণার কান্তি সুলক্ষণ সব।
মুখ হেরি মায়ের মনেতে মহোৎসব ॥ ১৯৪
কত ধর্ম্ম তপস্যা করিয়া রঞ্জাবতী।
কুলের কমল কোলে পেয়েছে সন্ততি ॥ ১৯৫
চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত কিবা বিল্বপাতে।
কখন পূজেছে রঞ্জা মোর প্রাণনাথে ॥ ১৯৬
অতেব এমন দেহ দেবতা সমান।
জ্ঞান বুঝিবারে দেবী যুড়িলা নাপান ॥ ১৯৭
চেয়ান চেতন-রূপে রঞ্জার নন্দনে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ১৯৮
গা তোল গা-তোল রায় নিদ্রা যাও কত।
যুবাকালে যেন বৃদ্ধ পুরুষের মত ॥ ১৯৯
ভাগ্যের উদয় যত উঠে দেখ রায়।
শিয়রে সুন্দরী বসি, পরিতোষ তায় ॥ ২০০
নিদ্রায় আকুল রাজা নাহি নাড়ে গা।
কঙ্কন ঝঙ্কারে ঘন ত্রিলোকের মা ॥ ২০১
শ্রবণ নিকটে দেন নূপুরের ধ্বনি।
যে রব শুনিলে সিদ্ধ যোগ ছাড়ে মুনি ॥ ২০২
শুনি সত্বগুণে রায় সম্ভ্রমে উঠিয়ে।
অনুপমা সুন্দরী শিয়রে দেখে চেয়ে ॥ ২০৩
হেন কালে হর-জায়া হেমন্তের ঝি।
ঈশ্বরী কহেন ওহে চেয়ে দেখ কি ॥ ২০৪
তোমার ভাগ্যের কথা কত কব রায়।
আমি ভাগ্যবতী সতী ভেটিনু তোমায় ॥ ২০৫
কোন্ সুখে শয়ন সুন্দরী নাই কোলে।
কহিতে লাগিল মাতা মকরন্দ বোলে ॥ ২০৬
বিধি যে তোমার সনে কর্যা'ল ঘটনা।
আজি হইতে পূর্ণ হবে মনের বাসনা ॥ ২০৭
কস্তুরী চন্দন চুয়া লেপি সব অঙ্গে।
রঙ্গরসে রায় হে রহিব এক সঙ্গে ॥ ২০৮
ভঙ্গ না হইবে রায় দোঁহাকার মান।
আজি হইতে দুইজনে একই পরাণ ॥ ২০৯
বচনে বচনে সুধা বরিষয়ে যত।
না জানি লাবণ্য তায় উপজিল কত ॥ ২১০
দেবী এত বচন বলিল যদিস্যাৎ।
রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত ॥ ২১১
বিনয়ে বলেন কেন বিপরীত বাণী।
এমন সময়ে তুমি ভ্রম একাকিনী ॥ ২১২
অঙ্গ-আভা উদয়ে আঁধার করে আল।
উঠ বলি এখানে বসিলা নহে ভাল ॥ ২১৩
কি কার্য্য আমার কাছে ও সব সরস।
জনমে যুবতী আমি না করি পরশ ॥ ২১৪
সরসে কহেন পুনঃ হেমন্তের ঝি।
কেন রায় যুবতী পরশে দোষ কি ॥ ২১৫
যুবক যুবতী যত জগত জুড়িয়া।
তবে বিধি সৃজন করেছে কি লাগিয়া ॥ ২১৬
সেন বলে নিজনারী লইয়া আলাপ।
পরদারা পরশে প্রবল ঘটে পাপ ॥ ২১৭
অধরে অমিয়া হাসি অশেষ লাবণ্য।
দেবী কহে রায় হে তোমার কথা ধন্য। ২১৮
এ রসে বঞ্চিত এত ইহা কেবা জানে।
না পড় আগম কিন্তু শুনেছ ত কাণে ॥ ২১৯
পরদারে থাকু, পাপ ফলোদয়ে ঘটে।
সেন বলে সাধকে বাধক নাই বটে ॥ ২২০
কিন্তু মোর সংসারে সে সব শক্তি কৈ।
একান্ত জানি না ধর্ম্ম এক ব্রহ্ম বৈ ॥ ২২১
ভব বিধি ভবানী সকল সেই জন।
এখানে তোমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ ২২২
বচন রাখিয়া যাও আপনার বাস।
প্রভাত হইলে লোকে গাবে অপভাষ ॥ ২২৩
দেখিতে উত্তম জাতি কুলবতী ধন্যা।
আপনি জানহ তুমি কার বধূ কন্যা ॥ ২২৪
কিবা অনুরাগে আইলে হয়ে ঘর ছাড়া।
এত শুনি কন দেবী দিয়ে হাত নাড়া ॥ ২২৫
বাড়া কি বলিব ওহে দুঃখ উঠে যায়।
দুকুল মজাইয়া এবে সুখে আছি রায় ॥ ২২৬
নিবাস নিয়ম নাই যথা তথা থাকি।
কোন [illegible]তি জগতে যজাদে[illegible] নাই বাকী ॥ ২২৭
যে ডাকে আদর ভাবে থাকি তার কাছে।
হেন [illegible] যৌবন আপনি এসে যাচে ॥ ২২৮
কে [illegible] হে সংসারে আর হেন অপযশ।

২০০। পরিতোষ—সন্তুষ্ট কর। বসি—বসিয়া রহিয়াছে।

বড় সাধ তোমাসনে আমি করি ঘর ॥ ২২৯
যেখানে সেখানে রব মহাপ্রীত মনে।
নিতি নব বিলাস করাব নিজ ধনে ॥ ২৩০
মনেতে বাসনা যে যখন কর রায়।
তখনি করিব পূর্ণ কত বড় দায় ॥ ২৩১
হরিদ্বার মথুরা গোকুল নীলাচল।
অযোধ্যা প্রয়াগ কাশী মোর করতল ॥ ২৩২
যেতে চাও লয়ে যাব লোচনের তারা।
যত কিছু দেখ সব মোর নয় হারা ॥ ২৩৩
অঙ্গ ভঙ্গ মৃদু হাস্য কটাক্ষ নিপাতে।
কহিতে কহিতে কলা কত খান তাতে ॥ ২৩৪
যোড় হাতে তখন কহেন লাউসেন।
'অনুচিত রহিতে এখানে একক্ষণ ॥ ২৩৫
পতি বিনা রমণীর ভবে নাই গতি।
ঘরে গিয়া ভক্তি ভাবে ভজ নিজ পতি ॥ ২৩৬
কুলবতী হয়ে কেন কুলটা চরিত।
দেবী বলে হোক হে! বুঝাও পাছু নীত ॥ ২৩৭
এসেছি অনেক আশে শুনে রূপ গুণ।
নয়ন জুড়াল দেখে বচন দারুণ ॥ ২৩৮
এসব আশ্বাস মনে মিছে ভাব পাছে।
যে ডাকে আদর ভাবে যাই তার কাছে ॥ ২৩৯
অপ্সরাগে ভ্রমণ করেছি দেশে দেশে।
ইচ্ছাবতী এখানে এসেছি অবশেষে ॥ ২৪০
ঘড় বাড়ী সকল সংসার যুড়ি মোর।
সংপ্রতিক আপনি হয়েছ চিত্ত-চোর ॥ ২৪১
রতন যৌবন-ডালি কোলে উপস্থিত।
রাখিলে আমায় ভাবে পাবে মহাপ্রীত ॥ ২৪২
বচন ইঙ্গিতে কত নয়ন ভঙ্গীতে।
কত গণ্ডা কলা তায় কহিতে কহিতে ॥ ২৪৩
তব চিত্ত কদাচ চঞ্চল নহে রায়।
প্রবোধ করিল পুনঃ ঘনরাম গায় ॥ ২৪৪

লাউসেন বলে শুন, আর কেন পুনঃ পুনঃ,
নিদারুণ বল কুলবালা।
হয় পরকাল নষ্ট, জাতি কুল শীল ভ্রষ্ট,
দুষ্ট কর্ম্মে কলঙ্কের ডালা ॥ ২৪৫
ত্যজ তুমি হেন মতি, ভজ নিজ প্রাণপতি,
সতী পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা।
স্বামিসেবা সব ধর্ম্ম, সংসারে কি আছে কর্ম্ম,
শুন শুন ওগো কুলবালা ॥ ২৪৬
সেই সাধ্বী কুলকন্যা সেই সে সংসারে ধন্যা,
পতি অন্যা মতি নাই যার।
মনোবাঞ্ছা হয় সিদ্ধি, পতি পরমায়ু বৃদ্ধি,
সাবিত্রী প্রমাণ সাধ্বী তার ॥ ২৪৭
অল্প আয়ু তার পতি, নিকট মরণ অতি,
বুঝি সতী বসিল শিয়রে।
যমদূত বসি আছে, যাইতে না পারে কাছে,
সেই সাধ্বী সাবিত্রীর ডরে ॥ ২৪৮
আপনি আইল যম, ধ'রে নিতে করে শ্রম,
নারীমন ভ্রম তেয়াগিয়া।
তুষ্টমতী হ'ল সতী, ফিরে গেল প্রেতপতি,
শতপুত্রবতী বর দিয়া ॥ ২৪৯
অপরঞ্চ ভিক্ষা আশে, এল পতিব্রতা পাশে,
বকওষ্ম নামে এক যতি।
তার সেবা পতিব্রতা, করিতে এলেন হেথা,
হেনকালে আইল তার পতি ॥ ২৫০
পাসরিয়া যতি-সেবা, করিতে স্বামীর সেবা,
কোপে যতি দিল অভিশাপ।
সে পতিব্রতার কিছু, না ফলে আপনি পিছু,
স্বধর্ম্ম নাশিয়া পাইল তাপ ॥ ২৫১
যে শুনিলে তেজোময়, স্বামিসেবা বিনা নয়,
অতএব ওসব ধর্ম্ম রাখ।
আশীর্ব্বাদে হয় ভূপ, অভিশাপে শিলারূপ,
আপনি ঈশ্বর ঐ দেখ ॥ ২৫২
সকল তীর্থের ফল, ঘরে বসি করতল,
পতিপদে ভক্তি বল যার।
পৃথিবী পবিত্র যার, পায়ের ধূলায় আর,
আমি কি মহিমা কব তার ॥ ২৫৩
শুনি মনে মনে ধনী, ধন্য ধন্য সেনে মানি,
মুখে মাতা কন মৃদু হাসে।
ঈশ্বরী বলেন হায়, কেবা এত পালে রায়,
কবিরত্ন গায় অভিলাষে ॥' ২৫৪
দেবী কন যে কিছু কহিলে মোর কাছে।
ও কথার উত্তর অনেক আজি আছে ॥ ২৫৫
কহিলে কি জানি পাছে মনে ভাব দুঃখ।

২৩৭। পাছু নীত—পশ্চাতে অর্থাৎ ইহার পরে আমাকে নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিও।

২৫৪। পালে—পালন করে, নিয়ম রক্ষা করে।

হয়েছি চাতকী রায় চেয়ে চাঁদ মুখ ॥ ২৫৬
কিবা মোর জাতি কুল যশ অপযশ ।
সর্ব্বকালে স্বতন্তরা পীরিতির বশ ॥২৫৭
যে মোরে মনের ভাবে প্রীত ক'রে ডাকে ।
কোন জাতি হউক সে ছাড়িতে নারি তাকে ॥ ২৫৮
বদনে বচন সুধা লোচন চঞ্চলা ।
কহিতে কহিতে তার কত খান কলা ॥ ২৫৯
বিশেষ বঙ্কিম দিঠে অশেষ লাবণ্য ।
দেখিলে দেবতা ভোলে লাউসেন ধন্য ॥ ২৬০
সেন বলে ত্যজ তানা তনু দেখি ক্ষীণ ।
শ্রীধর্ম্মদাসের দাস আমি অতি দীন ॥ ২৬১
পরনারী দেখিলে বিমুখ হয়ে চলি ।
ঈশ্বরী বলেন তবে এতক্ষণে বলি ॥ ২৬২
বড় ভট্টাচার্য্য যার পুঁথি তারে ভারে ।
সে মোরে আদরে রাখে হিয়ার মাঝারে ২৬৩
দেখিতে না পায় কেহ কত ভাগ্য ধরি ।
যাচিলে যৌবন আল ঐ তাপেতে মরি ॥ ২৬৪
হরি হরি এমন পুরুষ কেবা জানে ।
তবে কি শিমুল ফুল তুলে পরি কাণে ॥ ২৬৫
এস মেনে আর হে রহিতে নারি রায় ।
যুবতী যাচিঞা হলে দোষ নাহি তায় ॥ ২৬৬
হেঁটমাথা হও কেন মোর মাথা খেয়ে ।
খানিক খোঁপার রূপ দেখ না হে চেয়ে ॥ ২৬৭
নয়নে না চেয়ে মাতা এত যদি কন ।
যোড় হাতে কহে সেন শুন নিবেদন ॥ ২৬৮
কদাচিৎ এখানে না রবে এক তিল ।
আমি নই তেমন পুরুষ ভ্রষ্টশীল ॥ ২৬৯
বুঝাহ যতেক তায় পাষাণ দরবে ।
তথাপি কেমন তুমি মতি দাও পাপে ॥ ২৭০
শুনি মন্দ মন্দ হাসি ভাষেন ভবানী ।
যে যেমন বটে রায় আমি কি না জানি ॥ ২৭১
যত কিছু বুঝালে পুরাণে বটে আছে ।
কত রঙ্গ লেখা দেখ তার কাছে কাছে ॥ ২৭২
পরের পুরুষে যদি কেহ নাহি ভজে ।
তবে কেন গোবিন্দে গোপিকা মন মজে ॥ ২৭৩
পবন পুরুষে কেন ভজিল অঞ্জনা ।
কে কোথা সে সব লোকে দিয়াছে গঞ্জনা ॥ ২৭৪
তারা মন্দোদরী কেন ভজিল দেবরে ।
কি কর্ম্ম না হল মুনি গৌতমের ঘরে ॥ ২৭৫
পঞ্চ পতি লইয়া দ্রৌপদী করে কেলি ।
এত কথা আপনি বলাও তাই বলি ॥ ২৭৬
কুন্তীর সমান কে সংসারে আছে সতী ।
অবিবাহ কালে কেন হ'ল গর্ভবতী ॥ ২৭৭
সংসারে সবার বটে ঐ নায়েতে ভরা ।
বিশেষ আমার প্রাণ পীরিতেতে মরা ॥ ২৭৮
তুমি বল পরদারা পরশে পাতক ।
একথা অর্জ্জুন বলে হ'ল নপুংসক ॥ ২৭৯
আর দেখ অজামিল মুনির নন্দন ।
বেশ্যা-ভোগ করি অন্তে পেলে নারায়ণ ॥ ২৮০
রেণুকা বেশ্যার সহ পঞ্চাশ বৎসর ।
বিশ্বামিত্র তপস্যা ত্যজিয়া কৈল ঘর ॥ ২৮১
বল দেখি তবে তার খাটে কোন্ কর্ম্ম ।
সবে মাত্র সংসারে তোমার আছে ধর্ম্ম ॥ ২৮২
স্বর্গের যে সব বেশ্যা ভোগ করে কে ।
তুমি মাত্র বুঝ মেনে নাহি বুঝে সে ॥ ২৮৩
গণে দিতে পারি রায় গগনের তারা ।
সবার বারতা জানি কিছু নাই হারা ॥ ২৮৪
অতএব ওসব কথা পুঁতে রাখ পাঁকে ।
যতকাল জগতে যৌবন-দশা থাকে ॥ ২৮৫
বৃদ্ধ হলে, বনে বসে বল হরি হরি ।
আপনার কিরা যদি তায় মানা করি ॥ ২৮৬
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২৮৭
হাসি হাসি ভাষিতে খসিছে মুখে মধু ।
সেন বলে সবিনয়ে শুন কুলবধূ ॥ ২৮৮
সব জান তবে কেন হেন বুদ্ধি মনে ।
দেবতা সমান কর মনুষ্যের সনে ॥ ২৮৯
গৌরবে গৌরবি বলি চলে যাও ঘর ।
দেবী বলে রায় হে তুমিও কি হলে পর ॥ ২৯০
মমতা না কর পিতা পাষাণ শরীর ।

২৬০। দিঠে—দৃষ্টিতে।
২৬৩। হিয়ার মাঝারে—বক্ষে; অথবা অন্তরে।
২৬৪। আল—ছাড়।
২৬৯। না রবে—না রহিবে, তিলার্দ্ধ সময়ও থাকিবে না।
২৭০। দরবে—দ্রব হয়।
২৮৬। কিরা—মাথার দিব্য।

সতিনী চপলা আর কি কব পতির ॥ ২৯১
ভিক্ষুক ভক্ষণ ভাজ ভস্ম গুলা গায়।
অন্নদুঃখে আমি কি এখানে আসি রায় ॥ ২৯২
হেন হেন রতন যৌবন তুমি আল।
মোরে প্রীত করিলে সকল কাল ভাল ॥ ২৯৩
কত যোগী যতীন্দ্র সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
বুকে তুলে রাখে রায় আমা হেন নারী ॥ ২৯৪
পুনঃ পুনঃ তুমি মোরে যেতে বল ঘর।
সংসার আমার আমি কারও নই পর ॥ ২৯৫
ঘর করি দোঁহে সুখ-সম্পদে বাড়িব।
তুমি কিছু বল কিন্তু আমি না ছাড়িব ॥ ২৯৬
এতেক কহিল যদি ত্রিলোকের মা।
শুনে শুনে সেনের শিহরে সর্ব্ব গা ॥ ২৯৭
মনে নিল মায়াবতী নহেন মানবী।
ধ্যানবলে জ্ঞান হলো মাতা মহাদেবী ॥ ২৯৮
গলায় লম্বিত বাস যোড় হাত বুকে।
কহিতে লাগিল কিছু দেবীর সম্মুখে ॥ ২৯৯
মায়াবতী ত্রিলোক-তারিণী তুমি মাতা।
চিনিতে না পারে তোমা হরি হর ধাতা ॥ ৩০০
কি সাধনে কি তপে তোমায় আমি জানি।
মায়ায় মোহিত মূর্খ-মতি মিথ্যাজ্ঞানী ॥ ৩০১
তোমার মায়ায় কত সংসার মোহিত।
অজ্ঞান বালকে মাতা এত অনুচিত ॥ ৩০২
ও পদ-দর্শন-ফলে প্রবোধিছি মন।
ঈশ্বরী বলেন বাছা তুমি মহাজন ॥ ৩০৩
দূরে গেল যত কিছু ভাবনা সাত পাঁচ।
চারু চিন্তামণি কি কখন হয় কাঁচ ॥ ৩০৪
আগমে আমায় বলে অমর-আরাধ্য।
যত দেখ জগতে মায়ায় মোর বদ্ধ ॥ ৩০৫
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে মোর ত্রিভুবন ভুলে।
তুমি সে ধরেছ চিত্ত ধর্ম্ম-অনুকূলে ॥ ৩০৬
ধন্য ধন্য অনন্ত ধর্ম্মের বট দাস।
বর মাগ বাছারে পুরিব অভিলাষ ॥ ৩০৭

৩০১। মিথ্যাজ্ঞানী—জ্ঞানহীন।
৩০৩। প্রবোধিছি—প্রবোধ দিয়াছি।
৩০৪। চারু—মনোহর; চিন্তামণি—যে মণি কাছে থাকিলে চিন্তামাত্র অভিলষিত লাভ হয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি।
৩০৬। ধর্ম্ম-অনুকূলে—ধর্ম্মের [illegible]।

প্রণতি করিয়া কিছু কন লাউসেন।
মনের বাঞ্ছিত মূর্ত্তি দেখি একক্ষণ ॥ ৩০৮
জনম সকল লিখি দেখি দশভুজা।
যেরূপে আশ্বিন মাসে ইন্দ্র করে পূজা ॥ ৩০৯
মনোহরা মূর্ত্তি দেখি হরে মন ভ্রান্তি।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে শোভা করে অতি ॥ ৩১০
সেরূপ লাবণ্য, কয় কাহার শকতি।
যেরূপ দেখিয়া ভোলে ঋষি মুনি যতি ॥ ৩১১
দশ অস্ত্র মায়ের শোভিছে দশভুজে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত রায় পড়ে পদাম্বুজে। ৩১২
প্রেমে অঙ্গ গদগদ উঠে করে স্তব।
আমি শিশু জানিব কি তোমার বিভব ॥ ৩১৩
বিধি বিষ্ণু বামদেব বাসব বরুণ।
ধ্যানে জ্ঞানে না জানে মহিমা কত গুণ ॥ ৩১৪
বিষ্ণু-মায়া ছায়া নিদ্রা তুমি সর্ব্বভূতে।
দুর্গতি-নাশিনি দুর্গে দেবি নমোস্তুতে ॥ ৩১৫
ক্ষুধা তৃষ্ণা জাতি লজ্জা শান্তি তুষ্টি দয়া।
সর্ব্বঘটে শক্তিরূপা তুমি মা অভয়া ॥ ৩১৬
শ্রান্তি ক্লান্তি কান্তি তুমি ভ্রান্তি সর্ব্বভূতে।
ভগবতি ভকত-বৎসলা নমোস্তু তে ॥ ৩১৭
নমঃ নারায়ণি নমঃ নগেন্দ্র-নন্দিনি।
মহামায়া মহাদেবি মহিষ-মর্দ্দিনি ॥ ৩১৮
নমঃ জয়া যশোদা-নন্দিনি জয়যুতে।
জগন্ময়ি জগত জননি নমোস্তুতে ॥ ৩১৯
স্তুতি শুনি জননী যাচেন তারে বর।
ভক্তিযুক্তে কন সেন জুড়ি দুটি কর ॥ ৩২০
ইন্দ্র আদি অমর ওপদ আশা করে।
যেরূপ না পায় দেখা চক্ষুর গোচরে ॥ ৩২১
ব্রহ্মা-অগোচর পথ দেখিনু সাক্ষাতে।
কি আর অধিক বর আছে ত্রিজগতে ॥ ৩২২
ইষ্টপদে জননি রাখিবে নিষ্ঠামতি।
ওরসে একান্ত বটে বলেন পার্ব্বতী ॥ ৩২৩
আমার নিশান কিছু বর মেগে লও।
সেন বলে যদি মা করুণাময়ি দেও ॥ ৩২৪
অরিজয়ী অক্ষয় হাতের ঐ অসি।

৩১১। কয়—বর্ণনা করে।
৩১৩। বিভব—মহিমা।
৩১৭। কান্তি—ক্ষমা।
৩২৪। নিশান—চিহ্ন।

মোর চিত্ত হয়েছে চাহিতে ভয় বাসি ॥ ৩২৫
হাসি হাসি হৈমবতী বলেন তখন।
তোমাকে অদেয় কিছু নাহি বাপধন ॥ ৩২৬
কিন্তু এই অসির অসীম গুণ আছে।
শঙ্কায় সবল শত্রু নাহি আসে কাছে ॥ ৩২৭
দিলে পাছে বাড়ে বাপু দৈত্যের জঞ্জাল।
যার ভয়ে দিলা মোরে ঐ খড়্গ কাল ॥ ৩২৮
বলবন্ত দুরন্ত মহিষাসুর যবে।
পুরন্দর প্রভৃতি পালান পরাভবে ॥ ৩২৯
তবে মোরে ঐ অস্ত্র দিলা দেবগণ।
এই খড়্গখানি আমি পেয়েছি তখন ॥ ৩৩০
অতেব অপর বর মাগ যুবরাজ।
সেন বলে মাতা মোর বরে নাহি কাজ ॥ ৩৩১
তবে মাতা ভক্তের এড়াতে নারি দায়।
হাতে হাতে দিলা খড়্গ ঘনরাম গায় ॥ ৩৩২
লাউসেনে দিলা অসি ভকত-বৎসলা।
প্রণতি করিল রায় সোটায়ে অচলা ॥ ৩৩৩
আশিষ করিল দেবী হয়ে কৃপাদৃষ্টি।
আকাশে দেবতাগণ করে পুষ্পবৃষ্টি ॥ ৩৩৪
পদ্মাবতী দেন ঘন জয় জয় ধ্বনি।
কৈলাসে গেলেন মাতা জগত-জননী ॥ ৩৩৫
এস এস বলি শিব বসান উল্লাসে।
হয় হৈমবতী হর্ষে রহিলা কৈলাসে ॥ ৩৩৬
নিজবাসে গেলা সেন মহা প্রীত পেয়ে।
দীপ্ত অসি দেখিয়া কর্পূরে আইল ধেয়ে ॥ ৩৩৭
জিজ্ঞাসা করেন দাদা কোথা পেলে অসি।
সেন বলে দিলা এক পরম রূপসী ॥ ৩৩৮
হাসি হাসি কর্পূর কহেন বিপরীত।
কামিনী সহিত কোথা বাড়ালে পিরীত ॥ ৩৩৯
চিত্ত মজাইলা পারা ব্রহ্মচর্য্য হয়ে।
এই কথা এখনি ভাল মায়ে দিব কয়ে ॥ ৩৪০
রায় বড় রসিক সাধেন হাত ধরি।
ভাই মোর বলোনা বালাই লয়ে মরি ॥ ৩৪১
তিন লোক মোহিত করেছে যার মায়া।
সে দেবী দিলেন অসি মোরে করি দয়া ॥ ৩৪২
ধরিয়া মোহিনী-বেশ অশেষ বিশেষ।
লাবণ্য দেখিয়া যার মোহিত মহেশ ॥ ৩৪৩
সে পদ দর্শনে ফলে মন নাহি টলে।
শুনিয়া কর্পূর তার পায়ে ধরি বলে ॥ ৩৪৪
এমনে কেমনে চিত্ত ছিল সত্ত্বগুণে।
রামের ভগিনী দেখি ভুলিল অর্জ্জুনে ॥ ৩৪৫
তোমা সম সংসারে পুরুষ নাহি শুনী।
সামান্য বেশ্যার ভোলে অজামিল মুনি ॥ ৩৪৬
ত্রিলোকমোহিনী তায় আইল ছলিতে।
নয়নে বহিছে ধারা বলিতে বলিতে ॥ ৩৪৭
ধন্য ধন্য ধৈর্য্য ধরিলে সাবধানে।
করেছ জনম শ্লাঘ্য দেখছ নয়নে ॥ ৩৪৮
বলিতে বলিতে প্রেমে পরম বিভোল।
সাধু সাধু বলে সেন ভেয়ে দিল কোল ॥ ৩৪৯
হালা হোলে দুই ভাই পরম কৌতুকে।
সকলি কহিলা যেয়ে জননী জনকে ॥ ৩৫০
অভিলাষে দেখাইল অভয়ার অসি।
কিরণে পূর্ণিমা ভ্রম কুহর তামসী ॥ ৩৫১
দেখে শুনে রায়ের আনন্দে নাহি ওর।
রঞ্জাবতী বলে ধন্য ধন্য বাছা মোর ॥ ৩৫২
করেছে কতেক কোটী কুলের উদ্ধার ॥
সংসারে অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে তোমার ॥ ৩৫৩
আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে।
কর্ণসেন লাউসেন নিবেদন করে ॥ ৩৫৪
কৃপা করি দিলা অসি ভকত-বৎসলা।
বাবাগো ইহার যোগ্য আনি দেহ ফলা ॥ ৩৫৫
কর্ণসেন বলে বাপু ফলা কত ধনে।
কালি দেখো ভাণ্ডারে যেমন লাগে মনে ॥ ৩৫৬
সংপ্রতি নূতন কত গড়া আছে ফলা।
পুরাণ যতেক ছিল লুটিল গোয়ালা ॥ ৩৫৭
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৫৮
অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিত্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥ ৩৫৯
সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥

৩২৫। ভয় বাসি—ভয় পাই।
৩৪০। পারা—প্রায়। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের লোকেরা এখনও এ কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। ভাল—আচ্ছা।
৩৪৫। রামের ভগিনী—বলরামের ভগিনী সুভদ্রা। ৩৫০। হালা হোলে—আহ্লাদে।
৩৫৪। ওর—শেষ।

অষ্টম সর্গ।

কলা নির্ম্মাণ পালা।

নত হয়ে লাউসেন পিতা প্রতি কন।
কালি কত সাক্ষাতে করেছি নিবেদন ॥ ১
আপনি করেছ আজ্ঞা এনে দিব ফলা।
তোমার সাক্ষাতে বাপা করিব মহলা ॥ ২
বোল শুনি আনন্দে বিভোল হয় রায়।
ধরিয়া পুত্রের হাতে ভাণ্ডারে সান্ধায় ॥ ৩
ষোলগণ্ডা ফলা আছে ঘর করি আল।
বেছে লও বাছারে যে খানা হয় ভাল ॥ ৪
একে একে সকল দেখিল রায় এঁটে।
ফলা কাড়ি কলঙ্গ মারিতে যায় ফেটে ॥ ৫
আছাড়িতে কেহ বা অমনি মুঁড়ে রয়।
পোয়ের প্রতাপ দেখি রাজার বিস্ময় ॥ ৬
লাউসেন বলে বাপা আর ফলা কই।
দিতে পার দেহ, নয় দেশান্তরী হই ॥ ৭
রায় বলে বাপু তোর বুঝিনু মহলা।
এখনি গড়িয়া দিব অসি-যোগ্য ফলা। ৮
প্রবোধ করিয়া পোয়ে করেন ভাবনা।
জয়পতি মণ্ডলে ডেকে করেন মন্ত্রণা ॥ ৯
লাউসেনে দিল অসি ভকতবৎসলা।
ভাণ্ডারে না হল যত তার যোগ্য ফলা ॥ ১০
কোথা আছে কামার কেমন কর্ম্ম করে।
ফলা বিনা বাছা মোর নাহি রহে ঘরে ॥ ১১
রঞ্জাবতী বলে পুনঃ শুন ওহে ভাই।
যত দুঃখ পাই পুত্রে জান ত সবাই ॥ ১২
সে বাছা তুলেছে তাপ ফলার কারণ।
আপনি গড়িয়া দেহ দিব যত ধন ॥ ১৩
গৌড়েতে আছিল কর্ম্মী বিশ্বকর্ম্মদাস।
অনেক গুণের গুণী আছিল বিশ্বাস ॥ ১৪
সে কোথা আপনি কোথা সম্প্রতিক চাই।
আপনি উদ্বেগ মোর দূর কর ভাই ॥ ১৫
মণ্ডল বলেন আজ্ঞা হলো যে তোমার।
তিন দিনে তের ফলা করাব তৈয়ার ॥ ১৬

[illegible]। সান্ধায়—সেঁধোয়, প্রবেশ ক[illegible]।
১৩। তুলেছে তাপ—তাপ, [illegible]ায়না

এত বলি ধর্ম্মদাস কর্ম্মী কর্ম্মকারে।
আনিয়া রাজার কাছে ভার দিল তারে ॥ ১৭
রাজরাণী দুজনে বলেন বারে বার।
আন লঘুগতি ফলা পাবে পুরস্কার ॥ ১৮
সম্প্রতি সুবর্ণ তিন দিল তার হাতে।
নত হয়ে বলে কর্ম্মী দিব দিন সাতে ॥ ১৯
বিদায় হইয়া যেয়ে পাথুরা কুঠার।
করে নিল কালমুখী হীরা-বাঁধা ধার ॥ ২০
কাটিতে ফলার কাষ্ঠ প্রবেশে কানন।
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত মন ॥ ২১
প্রফুল্ল কুসুমাকীর্ণ গন্ধে আমোদিত।
মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমরী গায় গীত ॥ ২২
নূতন পল্লবে ফলে সুশোভিত বন।
পক্ষিগণ সুরব সঙ্গীতে হরে মন ॥ ২৩
মন্দ মন্দ বহে তায় বসন্তের বা।
বিশ্বকর্ম্মে বন্দি কর্ম্মী গাছে দিল ঘা ॥ ২৪
আগে এঁটে আসলে হানিল ছোট আট।
কদাচ না হল সে ফলার যোগ্য কাট ॥ ২৫
প কুড়ি পেয়াল সাল পারুল পলাশ।
কাটিল তথাপি নৈল ফলার প্রকাশ ॥ ২৬
মনে করে বনেতে যত বৃক্ষ আছে।
একে একে কাটিয়া বুঝিব সব গাছে ॥ ২৭
এত বলি কাটিতে চলিল যত বন।
বনস্পতি দেবতা আকাশবাণী কন ॥ ২৮
কোন্ প্রয়োজনে মূর্খ কর চোট্ পাট্।
বনে নাই কদাচ ফলার যোগ্য কাট ॥ ২৯
ফলার কারণে যেই হয়েছে বিষণ্ণ।
সেজনে সদাই ধর্ম্ম ঠাকুর প্রসন্ন ॥ ৩০
সেই ধর্ম্মে ভাব যে ফলার পাবে গাছ।
শুনি মনে ভাবনা বাড়িল সাত পাঁচ ॥ ৩১
দেখিতে না পাই কারে কেবা কয় কথা।
ভূত প্রেত দানা কিবা না জানি দেবতা ॥ ৩২
দেবতা ভাবিতে বনে দৈববাণী রটে।
ভাবিতে ভাবিতে ভক্তি সঞ্চরিল ঘটে ॥ ৩৩
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি লাগিল কাঁদিতে।
শয়ন করিতে নিদ্রা আইল আচম্বিতে ॥ ৩৪
অন্তরে জানিয়া প্রভু হনূমানে কন।

২৬। নৈল—না হৈল।
৩৩। ঘটে—মাথায়।

আপনি অবনী বাছা করহ গমন ॥ ৩৫
ময়নাতে মল্লবিদ্যা শিখাইলে যারে।
আপনি অভয়া আসি অসি দিল তারে ॥ ৩৬
ফলা-যোগ্য কাষ্ঠ নাই অবনীমণ্ডলে।
কাননে কাতর কর্ম্মা পড়িয়া ভূতলে ॥ ৩৭
স্বর্গবৃক্ষে লয়ে মহী করহ পয়ান।
আজ্ঞাবন্দী এল বীর কবিরত্ন গান ॥ ৩৮
আজ্ঞাবন্দী বীর হনু দেববৃক্ষ আনি।
আরোপিলা কর্ম্মা কাছে কন স্বপ্ন-বাণী ॥ ৩৯
গাভোল গাভোল কর্ম্মা গায়ের ঝাড় ধূলা।
শিয়রে স্বর্গের বৃক্ষ কেটে কর ফলা ॥ ৪০
নিদ্রা ভঙ্গ হলো কর্ম্মা চারি পানে চান।
স্বপনেতে গাছ পেলে দেখে বিদ্যমান ॥ ৪১
নতমান প্রভুপদে লোটায়ে অচলা।
কেটে নিল তরুবরে নির্ম্মাইতে ফলা ॥ ৪২
চারিখণ্ড করিয়া চৌরস কারে চাঁচে।
ঘরে লয়ে কামার বরাত বুঝে আঁচে ॥ ৪৩
দেবীর অসির আগে মনুষ্যের ফলা।
অসম্ভব কারণ করিতে নারে তলা ॥ ৪৪
পিতা পুত্র আপনি অপর ভাই তিনে।
সূতা ধরি অসাধ্য বুঝিল সারাদিনে ॥ ৪৫
নিশ্বাস ছাড়িল কর্ম্মা মহাত্রাস গণি।
অহি যেন মহীলতা পরিহরি মণি ॥ ৪৬
নাবুঝি করিছি হাতে ভূপতির কড়ি।
দেবীর অসির ফলা কার বাপে গড়ি ॥ ৪৭
যার কাষ্ঠ কাটিতে দেবতা ডেকে বলে।
স্বর্গ হৈতে এলো বৃক্ষ নাছিল ভূতলে ॥ ৪৮
না জানি এমন ফলা রাজার সাক্ষাতে।
অভাগ্য এসেছে কয়ে দিব দিন সাতে ॥ ৪৯
অতেব ঘুচিল দেশে বসতির আশ।
যাহার পুরুষ ছিল ময়না নিবাস ॥ ৫০

এত বলি শাল ঘরে তাথে সেই কাট।
মনস্তাপে রহে ঘরে টানিয়া কপাট ॥ ৫১
ধর্ম্মপদ ধ্যান করে কাঁদে কর্ম্মা দীন।
অন্তরে জানিল ধর্ম্ম ভক্ত-পরাধীন ॥ ৫২
দেব-কর্ম্মিরাজে প্রভু কহিলা আপনি।
যাও বিশ্বকর্ম্মা তুমি ময়না-অবনী ॥ ৫৩
লাউসেনে অভয়া আপনি দিল অসি।
তুমি গড়ে দিলে ফলা মনে প্রীত বাসি ॥ ৫৪
ময়না উত্তর অংশে কামারের বাড়ী।
শালঘর-ঈশানে রেখেছে কাষ্ঠ কাটি ॥ ৫৫
ধর্ম্মের আদেশ কর্ম্মা বন্দি সমাদরে।
প্রবেশে ময়নামহী কামারের ঘরে ॥ ৫৬
যতনে জালিয়া দিল রত্নের বাতি।
কারখানা পাতিল শালে সাত ঘটী রাতি ॥ ৫৭
দেখিল চৌরস কাট হেন চাঁপা ফুল।
হানি হাত-করাতে বরাতে সমতুল ॥ ৫৮
ইন্ধন অভেদ যোড় যুড়িল যতনে।
যড়িত করিল কত রজত রতনে ॥ ৫৯
হুতাশনে বায় হবি বাঁহাতে হাতিলা।
কত নিধি পাবকে পোড়ায়ে করে খিলা ॥ ৬০
কত কাঁচা কাঞ্চন করিয়া কুচি কুচি।
করিল কতেক চিত্র মনোহর রুচি ॥ ৬১
লিখিল ভারতবর্ষ হর্ষ হয়ে মনে।
যাহাতে জন্মিতে বাঞ্ছা করে দেবগণে ॥ ৬২
শুক্ল রক্ত তথা পীত কৃষ্ণবর্ণ ভেদে।
দশ অবতার লিখে অনুপম বেদে ॥ ৬৩
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ অবতার।
বেদ বসুমতী দৈত্য যাহাতে উদ্ধার ॥ ৬৪
বলির মস্তকে পদ বামন মুরারি।
প্রকাশে পরশুরাম ক্ষেত্রিকুল-অরি ॥ ৬৫
তবে লিখে পূর্ণব্রহ্ম প্রভু পরাৎপর।
দনুজারি দীনবন্ধু দয়ার সাগর ॥ ৬৬

৩৮। পয়ান—প্রয়াণ, গমন। আজ্ঞাবন্দী—আজ্ঞায় বাঁধা।
৪০। অভেদ পলাশ দল ফুল ফল রাজা।
সকণ্টক তরুবর যাম্য ডাল ভাজা ॥ চাঁহড়।
৪১। চারি পানে—চারিদিকে; পানে—দিকে।
৪৩। চৌরস—সমান।
৪৬। অহি—সর্প, মহীলতা কেঁচো; মণি-হারা সর্প যেন কেঁচোর মত হয়।

৫৩। দেবকর্ম্মিরাজ—দেবতাদের বড় মিস্ত্রী।
৫৪। প্রীত বাসি—প্রীতি পাই।
৫৬। বন্দি-বন্দনা করিয়া।
৫৭। সাত ঘটী—সাত ঘটিকা, সাত ঘড়ী।
৫৮। হেন চাঁপা ফুল—ঠিক চাঁপার বর্ণ মত বর্ণ।
৫৯। ইন্ধন—কাষ্ঠ।

রামচন্দ্র ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন।
তবে লিখে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন॥ ৬৭
কৃষ্ণবলরাম সঙ্গে যত ব্রজ-বাল।
বিহরে বালক-বেশে মদনগোপাল॥ ৬৮
তার পর বৌদ্ধ কল্কি করিল নকস।
অবতার অসংখ্য, লিখিল মাত্র দশ॥ ৬৯
পূর্ণ অবতার লীলা লিখে তার পর।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবর॥ ৭০
বাল্মীকি গোঁসাই গ্রন্থ অনুভবে দেখা।
রামলীলা প্রথমে কলায় গেছে লেখা॥ ৭১
ভূভার হরণে প্রভু রাম অবতারে।
রাখিল মুনির যজ্ঞ তাড়কা সংহারে॥ ৭২
অভিশাপে অহল্যা পাষাণ ছিল তনু।
তারে উদ্ধারিল রাম দিয়া পদরেণু॥ ৭৩
হরধনু হেলায় ভাঙ্গিল বাহুবলে।
জানকী করিল বিভা লিখে কুতূহলে॥ ৭৪
মিথিলায় বিভা করি রাম এলো দেশে।
রাজা হব হরিষে বিষাদে লেখে শেষে॥ ৭৫
কান্দিতে কান্দিতে কর্ম্মী করিল প্রকাশ।
সীতা রাম লক্ষ্মণ সহিত বনবাস॥ ৭৬
শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান।
বলিতে বিদরে বুক ব্যাকুল পরাণ॥ ৭৭
রাখিয়া অযোধ্যাকাণ্ড লিখিল অরণ্য।
সীতার হরণ হেরি হরিল চৈতন্য॥ ৭৮
লিখিতে নারিল কর্ম্মী হয়ে শোকে অন্ধ।
সীতার উদ্দেশ লিখে আর সেতুবন্ধ॥ ৭৯
লিখিতে নারিয়া রাখে যত দুঃখ তার।
রাবণ বধিয়া লিখে সীতার উদ্ধার॥ ৮০
চৌদ্দ বৎসরের পর রাম এলো ঘরে।
আনন্দে অবধি নাই অযোধ্যা নগরে॥ ৮১
লিখিয়া রাজাধিরাজ রত্ন সিংহাসনে।
উথলে আনন্দসিন্ধু বিশাইয়ের মনে॥ ৮২
লিখিতে লিখিতে কত ভক্তি উপজিলা।
তার পর দেব-কর্ম্মী লিখে কৃষ্ণলীলা॥ ৮৩

গোবর্দ্ধন গোপগোপী বাছুর বালক।
গোকুলে গোবিন্দ-লীলা ছাড়িয়া গোলোক॥ ৮৪
বিহরে বালকবেশে দেব-শিরোমণি।
ঘরে ঘরে খান কৃষ্ণ চুরি করি ননি॥ ৮৫
গোপিনী সকল নাম ননিচোরা থোয়।
যশোদা নিষেধে ধরে দাগাদারী পোয়॥ ৮৬
রাণীরে গোহারি গোপী বলে যোড় করে।
ভীত হইলা গোবিন্দ লিখিতে আঁখি ঝরে॥ ৮৭
ব্রহ্মা অগোচর কৃষ্ণ বিনা ভক্তি বলে।
হেন কৃষ্ণে যশোদা বান্ধিল উদূখলে॥ ৮৮
কুতূহলে দেবকর্ম্মী করিল লিখন।
হেলায় ধরিল হরি গিরি গোবর্দ্ধন॥ ৮৯
ব্রহ্মার মোহন লিখি বাড়ে প্রেমভক্তি।
কৃষ্ণের কৈশোর লীলা লিখে যথাশক্তি॥ ৯০
এক পাশে নৌকাখণ্ড কানু যায় নেয়ে।
আর পাশে গোপিকা ব্যাকুলা বস্ত্র চেয়ে॥ ৯১
কালিয়াদমন মাঝে করিল প্রকাশ।
তার মধ্যে বেষ্টিত লিখিল পূর্ণরাস॥ ৯২
রসবতী রাধিকা রসিক-শিরোমণি।
রাস-রসে ঢল ঢল গোবিন্দ গোপিনী॥ ৯৩
দুপাশে গোপীর কাঁধে দিয়া দুটি হাত।
রসের আবেশে মধ্যে নাচে গোপীনাথ॥ ৯৪
নূতন-যৌবনী নব নাগরীর সঙ্গ।
রসবতী রাধিকা শ্যামের হৈল অঙ্গ॥ ৯৫
ডম্বুর রবাব বিনা মুরলীর তান।
দোঁহে আধ বদনে দোঁহার গুণ গান॥ ৯৬
লিখিয়া গোবিন্দ-কীর্ত্তি আনন্দিত মন।
তার পর বিশ্বকর্ম্মা করিছে লিখন॥ ৯৭
চন্দ্র-সূর্য্যবংশে যত রাজা ছিল কালে।
পুরাণ প্রমাণ কর্ম্মী লিখিছে এ ঢালে॥ ৯৮
মান্ধাতাদি মহীপতি রঘুবংশে যত।
কত কত সংক্ষেপে লিখিল ভক্তিমত॥ ৯৯
যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ কুরু মহাবল।
পরীক্ষিৎ অশ্বপতি উগ্রসেন নল॥ ১০০
ধর্ম্মপাল লিখে আর রাজা গৌড়পতি।
মহুয়া বিমলা আদি রাণী ভানুমতী॥ ১০১

৬৯। নকস—[illegible]সা, চিত্র।
৭৮। অরণ্য—অরণ্যকাণ্ড।
৮২। উথলে—উত্তলিয়া উঠে। [illegible]ইয়ে বিশ্বকর্ম্মার।

৮৬। দাগাদারী—চোর।
৮৮। উদূখল—উখ্‌লি, হিন্দুস্থানীর ঢেঁকির বদলে যাহাতে ধান ভানে, চাউল কাড়ায়।

ময়না মণ্ডলপতি কর্ণসেন রায়।
রঞ্জাবতী লিখিল ধর্ম্মের কৃপা যায়॥ ১০২
লাউসেন কর্পূর লিখে ধর্ম্মের কিঙ্কর।
ধর্ম্মভক্ত জনা কত লিখিল অপর॥ ১০৩
সবশেষে কালু ডোম, সুখে ডুমনি লিখি।
পাত্রকে লিখিল তার পদতল দেখি॥ ১০৪
পাঁচচুলা করে দিল পেঁচ গোটাদশ।
মুখ বুক বেয়ে রক্ত পড়ে টস্ টস্॥ ১০৫
গাঁথিয়া জুতার মালা দিলেক গলায়।
মতির মাফিক গতি লিখিল ফলায়॥ ১০৬
এক গালে কালী তার আর গালে চুণ।
দেখে কোপে জলে যেন জলন্ত আগুন॥ ১০৭
গদগদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।
গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায়॥ ১০৮
ঘোর রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।
চঞ্চল চঞ্চুই চিল লিখে চক্রবাকে॥ ১০৯
চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা॥ ১১০
কুহু কুহু কোকিল ছাড়িছে যেন রা।
শিখী পুচ্ছ করে উচ্চ পেয়ে মেঘ রা॥ ১১১
অসুর অমর নর করিয়া লিখন।
চারিভিতে তরুলতা লিখে পক্ষিগণ॥ ১১২
কাক কঙ্ক কোকিল কৌতুকে কালপেঁচা।
খঞ্জনী খঞ্জন লিখে আর কাদাখোঁচা॥ ১১৩
সারীশুকে সুস্বরে পড়িছে যেন পাঠ।
মাছরাঙ্গা মীনের মিলনে করে নাট॥ ১১৪
ঝালি খেলে বানরী চাপিয়া চিত্র তরু।
মৃগেন্দ্র মাতঙ্গ মোষ মৃগ বন-গরু॥ ১১৫
সারি সারি শশক শার্দ্দূল শ্যাল শিবা।
কত চিত্র লিখিল সংক্ষেপে কব কিবা॥ ১১৬
নির্ম্মাণ করিল ফলা অবসান রাতি।
আপনি নির্ব্বাণ হ'ল রতনের বাতী॥ ১১৭
যতনে ঢাকিল ফলা বিমল বসনে।
বিশাই বিদায় হৈল আপন ভবনে॥ ১১৮

হরিগুরু চরণ হৃদয়ে করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গান ঘনরাম গান॥ ১১৯
প্রভাতে কামার উঠে ধ্যান করি ধর্ম্ম।
শালঘরে দেখে দিব্য দেবতার কর্ম্ম॥ ১২০
বসন ভেদিয়া উঠে ফলার কিরণ।
হরিষে দেখিছে কর্ম্মী হয়ে হৃষ্ট মন॥ ১২১
প্রসন্ন দেবতাগণে দেখিল সাক্ষাৎ।
প্রদক্ষিণ প্রণতি করিল বার সাত॥ ১২২
অনাথ-বান্ধব ধর্ম্ম বুঝিল নিদান।
বিশ্বকর্ম্মা এই ফলা করিল নির্ম্মাণ॥ ১২৩
অনুপম যত চিত্র মনোহর দেখি।
সেনের সহায় ধর্ম্ম মনে নিল সাক্ষী॥ ১২৪
প্রেমে অঙ্গ গদগদ গোষ্ঠীর সহিত।
শ্রীধর্ম্ম পদারবিন্দে মজাইল চিত॥ ১২৫
ফলা লয়ে হরিষে ভূপতি আগে দেন।
দেবী আনন্দিত অতি রায় কর্ণসেন॥ ১২৬
ধর্ম্মের আদেশ তায় কর্ম্মী বিশ্বকর্ম্ম।
নির্ম্মাণ করেছে যত চুয়াইয়া ঘর্ম্ম॥ ১২৭
চিত্র দেখে মজে চিত্ত চেয়ে চারি পাশে।
পাত্র অপমান দেখি কর্ণসেন হাসে॥ ১২৮
পাশে কি করেছ কর্ম্মী বলেন ভূপতি।
কামার কহেন তবে করিয়া প্রণতি॥ ১২৯
কি মোর শকতি ফলা গড়ি মহাশয়।
না জানি দেবতা কোন্ তোমার তনয়॥ ১৩০
তারে ত সতত তুষ্ট ত্রিলোকের পতি।
দেবকর্ম্মী গড়ে ফলা নিশাভাগ রাতি॥ ১৩১
শুনিয়া ভূপতি অতি আনন্দ বিভোল।
কর্ম্মিবরে আপনি উঠিয়া দিল কোল॥ ১৩২
এসে বলে দুই ভাই হয়ে হৃষ্টমন।
পরিপূর্ণ হলো বলে মনের বাসনা॥ ১৩৩
যে চিত্র দেখিল তার চিত্ত রয় বাঁধা।
দেখে শুনে রঞ্জার ঘুচিল মন-ধাঁধা॥ ১৩৪
গুণিগণ ফলা দেখে গুণ করে শিক্ষা।
কত কত কর্ম্মার হইল গুরু দীক্ষা॥ ১৩৫
কবিগণ দেখে করে কাব্যের সন্ধান।
দেখিয়া পুরাণে বাড়ে পণ্ডিতের জ্ঞান॥ ১৩[illegible]
ফলা দে[illegible] ভাবুক মজলে [illegible] ভাব।

১১০। চপলা—বিদ্যুৎ।
১১১। শিখী—ময়ূর। রা—রব।
১১৪। নাট—নৃত্য।
১১৫। ঝালি—ঝাঁপাঝাপি ক্রীড়া বিশেষ।
[illegible]। নিদান—মূল।
[illegible]৪। সাক্ষী—প্রমাণ।

কত পুরস্কার হৈল কামারের লাভ ॥ ১৩৭
করে দিল কনক বলয় বাজুবন্দ।
শ্রবণে সোণার টাপা শিরে সরবন্দ ॥ ১৩৮
কত নিধি কনক-কড়াই কণ্ঠহার।
পট্টযোড়া জরিশালে নেহারে কামার ॥ ১৩৯
কামারে বিদায় করি পোয়ে দিল কলা।
আনন্দে বন্দেন রায় লোটায়ে অচলা ॥ ১৪০
মহলা করিল পুত্র অসি কলা ধরি।
মা বাপের মনে উঠে আনন্দলহরী ॥ ১৪১
অসি-যোগ্য কলা রায় পেয়ে কুতুহলে।
দু ভেয়ে বিশেষ যুক্তি বসিয়া বিরলে ॥ ১৪২
লাউসেন বলে হে কর্পূর শুন ভাই।
অতঃপর দুই ভেয়ে গৌড়ে চল যাই ॥ ১৪৩
রাজা সনে চল যেয়ে করিব আলাপ।
কত কাল কুলাবে কেবল বৃদ্ধ বাপ ॥ ১৪৪
বিনা করে অবশ্য আনিব এই দেশ।
সবা সনে পরিচয় পরম সন্দেশ ॥ ১৪৫
মহারাণী মাসী মোর মামা ত পাত্তর।
মেসো বটে মহীপতি কেহ নহে পর ॥ ১৪৬
দু ভেয়ে দেখিয়া সব হবে হরষিত।
কর্পূর কহেন দাদা এই সে উচিত ॥ ১৪৭
কেবা ধরে সংসারে তোমার সম গুণ।
আমি জানি দাদা তুমি দ্বিতীয় অর্জ্জুন ॥ ১৪৮
যার অস্ত্র প্রতাপ বলিতে নারে আনে।
ভীষ্ম কর্ণ সুধন্বা সংহারে যার বাণে ॥ ১৪৯
যে কিছু প্রতাপ শুন কৃষ্ণ তার মূল।
সেই প্রভু দাদা হে তোমারে অনুকূল ॥ ১৫০
আপনি পাঠালে কলা বাঞ্ছাকল্পতরু।
মায়াতে মরুত-পুত্র মল্লমহাগুরু ॥ ১৫১
আপনি অভয়া যাকে যেচে দিল অসি।
কেমনে এমন জন ঘরে রবে বসি ॥ ১৫২
নিজগুণ প্রকাশিলে প্রকাশে পৌরুষ।
যশ কীর্ত্তি জাগিবে জগত হবে বশ ॥ ১৫৩
লাউসেন বলে তবে বিলম্বে কি ফল।
কর্পূর বলেন ভাল পরম মঙ্গল ॥ ১৫৪
পিতা মাতা চরণে বিদায় চল লই।
সেন বলে ভাই হে বিষম কথা অই ॥ ১৫৫
জানিলে জননী যেতে না দিবে সর্ব্বথা।
না কয়ে কেমনে যাব সাক্ষাৎ দেবতা ॥ ১৫৬
এত শুনি রাণীর জীবনে বাজে শাল।
কবিরত্ন ভণে ধর্ম্ম সঙ্গীত রসাল ॥ ১৫৭
এতেক বলিল পিতা-মাতার চরণে।
গৌড় গমনের বড় সাধ আছে মনে ॥ ১৫৮
লোকে বলে মাকে চেয়ে মোহ করে মাসী।
আজ্ঞা দিলে দিবস দশেক দেখে আসি ॥ ১৫৯
শোকে শুখাইল হিয়া সমাচার শুনি।
কোমল শরীর বাছা জিনি কাঁচা ননি ॥ ১৬০
দুর্গম গৌড় যাবে মানা নাহি করি।
দেখ বাপু দাঁড়ায়ে অভাগী আগে মরি ॥ ১৬১
হরি হরি প্রাণ গেল করি বেটা বেটা।
সে বেটা মায়ের বুকে মেরে যায় আঠা ॥ ১৬২
বলিতে বলিতে চক্ষে বহে দশধারা।
দিবসে আন্ধার হ'ল কোলে পুত্র হারা ॥ ১৬৩
কর্ণসেন বলে বাপু কোন বুদ্ধে কও।
ষোল বল বিষম বালক বৈ ত নও ॥ ১৬৪
গৌড় দুর্গম দূর কত দিব লেখা।
ক্রোশ অর্দ্ধ ক্রোশ নয়, পূর্ব্ব পানে দেখা ॥ ১৬৫
মগধরাজ দশরথে ঘোষে সর্ব্বলোকে।
শ্রীরামে পাঠায়ে বনে মলো পুত্রশোকে ॥ ১৬৬
খদ্যোত পতঙ্গে বাপু তুলনা না করি।
তোমা না দেখিয়া পাছে সেইরূপ মরি ॥ ১৬৭
কত কষ্টে নামটী ঘুচেছে আঁটকুড়া।
একালে উচিত বাপু ছেড়ে যাবে বুড়া ॥ ১৬৮
পিতা-মাতা চরণ ধরিয়া দুই করে।
লাউসেন বলেন বচনে আঁখি ঝরে ॥ ১৬৯
দোঁহার আশীষে ধরি দেবী-অসি কলা।
মেসোর সাক্ষাতে যেয়ে করিব মহলা ॥ ১৭০
তোমার পুণ্যের প্রভা জানাব সভায়।
জয়যুক্ত হয়ে আমি আসিব ত্বরায় ॥ ১৭১

১৩৪। কুলাবে—যোগাইবে।
১৩৯। সরবন্দ—সংবাদ।
১৪১। বাঞ্ছাকল্পতরু—কৃষ্ণের বিশেষণ। মরুত-পুত্র—পবন-তনয়, হনুমান। মল্লমহাগুরু—তৃতীয় ওস্তাদ।
১৫৬। সাক্ষাৎদেবতা—মাতা সাক্ষাৎ দেবতা।
১৫৯। মোহ—স্নেহ।
১৬২। আঠা—অস্ত্র বিশেষ।
১৬৪। বুদ্ধে—বুদ্ধিতে।

খাওয়ালে মাখালে কোলে পড়ালে শুনালে।
ভাল মন্দ জানা যায় সন্ধ্যা এলে গেলে ॥ ১৭২
কোলে বসে কেবল কুণ্ডুতো হয়ে রই।
তোমার কলঙ্ক বাপা হবে দেশ বই ॥ ১৭৩
রাণী বলে ওরে বাপু লাউসেন রায়।
না যাও না যাও ছেড়ে অভাগিনী মায় ॥ ১৭৪
না দেখিয়া তিলে তিলে তোমাতেই হারা।
পরাণ পুতলি তুমি লোচনের তারা ॥ ১৭৫
সম্মান সম্পদ্ সব সংসারের সুখ।
সকল বিফল দেখি না দেখিলে মুখ ॥ ১৭৬
তোরে আমি পেয়েছি অভাগী বড় দুখে।
এখনও শালের দাগ ঘুচে নাই বুকে ॥ ১৭৭
মুখে চুম দিয়া যত দুঃখ গেছে বাপ।
তুল না ত্রিগুণ তুমি তাপিনীর তাপ ॥ ১৭৮
পথে ব্যাঘ্র ভল্লুক ভূতলে চোর খাট।
যেতে চাহ কেমনে এমন দুর্গম বাট ॥ ১৭৯
পাঠ যত পড়েছ পড়াও বসে রায়।
মল্লবিদ্যা শিখেছ নিপুন হও তায় ॥ ১৮০
পরাভব করাও আনিয়া অন্য মাল।
গৌড়েতে অবশ্য যাবে আছে তার কাল ॥ ১৮১
সেন বলে তোমার জঠরে যার জন্ম।
কর্ণসেন পিতা আর প্রভু যার ধর্ম্ম ॥ ১৮২
তার কর্ম্ম সংসারে অসাধ্য নাই মা।
আজ্ঞা না করিলে বাড়াতে নারি পা ॥ ১৮৩
বিদায় করিলে কিন্তু রব এক চাঁদ।
ভাল বলি ভুলায়ে রাখিতে চিন্তে ফাঁদ ॥ ১৮৪
দাসী-সনে যুকতি কেমনে রয় পো।
প্রবোধিছে মালিকী নয়নে মুছে লো ॥ ১৮৫
ঔষধ করিয়া রাখ আপন নন্দন।
রাণী বলে কে আছে এমন গুণী জন ॥ ১৮৬
দাসী বলে গোলাহাটে সুরিক্ষার চেড়ি।
গুয়াপানে মাখাইয়া ঔষধের গুঁড়ি ॥ ১৮৭
মেড়েড়ে করে মানুষ দিবসে করে অজা।
রাণী বলে দূর কর হেন ছার গুজা ॥ ১৮৮
বরঞ্চ এমন কেহ মহামল্ল থাকে।
বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া করি রাখে ॥ ১৮৯
চরণ ভাঙ্গিলে ঘুচে গমনের আশ।
ঘরে বসে চাঁদ মুখ দেখি বারমাস ॥ ১৯০
কল্যাণী কহিছে কেন এ কোন্ অসাধ্য।
রমতির মাল যেন তোমার বটে বাধ্য ॥ ১৯১
তোমার দাদার মল্ল নামজাদা শূর।
মল্ল শারঙ্গধর নাম, আকৃতি অসুর ॥ ১৯২
মনে নিল, মহারাণী ডাকে শিঙ্গাদারে।
বিবরণ বাচায়ে বলিল বারে বারে ॥ ১৯৩
বলো, মল্লবিদ্যা তব ভাগিনা শিখিবে।
শুনিলে সানন্দে দাদা সেইক্ষণে দিবে ॥ ১৯৪
না জানে এসব তত্ত্ব কর্ণসেন রায়।
বিদায় হইল শিঙ্গা কবিরত্ন গায় ॥ ১৯৫

সাজি শীঘ্র শিঙ্গাদার, কালিন্দী হইল পার,
শিরে বান্ধি রঙ্গার আরতি।
দিবা রাতি অতি দ্রুত, একে একে পথ যত,
রাখি পিছে প্রবেশে রমতি ॥ ১৯৬
দরবার হৈতে পাত্র, দলুজে বসেছে মাত্র,
শিঙ্গা বলে লোটায়ে অবনী।
নিবেদন কর-যুড়ি, দক্ষিণ ময়না বাড়ী,
পাঠাইল তোমার ভগিনী ॥ ১৯৭
বায়ু-যুত কাষ্ঠরতে, যেন জলে অগিনিতে,
কোপ মনে বলে দুষ্ট খল।
কিরে বেটা সমাচার, কে ভাই ভগিনী কার,
ভালরে কারণ শুনি বল ॥ ১৯৮
বুকে নাই ডর ভয়, দূত বলে মহাশয়,
তোমার ভাগিনা মহাবল।
মল্লবিদ্যা শিখাইতে আদরে এসেছি নিতে,
যদি দেহ মল্ল শারঙ্গ ধল ॥ ১৯৯

১৭৩। কুণ্ডুতো—কুণ্ডুল্লে। দেশ বই—দেশ বিদেশে চালিত।

১৭৮। তুল না—তুলিও না, উত্তেজিত করিও না।

১৭৯। বাট—পথ।

১৮৪। এক চাঁদ—এক পক্ষ, ১৫ দিন। চিন্তে—চিন্তা করে; ফাঁদ—ফিকির।

১৮৫। লো—লোহ, চক্ষের জল। পো—পুত্র।

১৮৭। চেড়ী—দাসী।

১৮৯। মহামল্ল—বড় কুস্তিগীর।

১৯১। মাল—মল্ল, কুস্তিগীর।

১৯৩। বাচায়ে—স্পষ্ট করিয়া।

১৯৬। দলুজে—ঘরের [illegible]।

এত শুনি ঘুচে রুষ্ট, মন্দমতি মহাতুষ্ট,
দুষ্টমতি কৃষ্ণে যেন কংস।
সেইরূপই ভাবে তূর্ণ, মনোবাঞ্ছা হবে পূর্ণ,
মল্ল হাতে ভাগিনার ধ্বংস ॥ ২০০
এত ভাবি এককালে, আনাইল পাঁচ মালে,
যমদূত দোসর দুরন্ত।
সভামাঝে কয় দম্ভে, আমার ভাগিনা-রম্ভে,
মল্লবিদ্যা শিখাবে তুরন্ত ॥ ২০১
কাণে কাণে কয় কাছে, আছাড়ে মারিবে গাছে,
পাছে ভাব পাত্রের ভাগিনা।
ও দুষ্ট আমার অরি, আসিবে সংহার করি,
তিন গুণ বাড়িবে মাহিনা ॥ ২০২
যে আজ্ঞা বলিয়া চলে, তবে পাত্র কুতূহলে,
শিক্ষাদারে সঁপে দেন মাল।
প্রণতি করিয়া শিক্ষা ধায় ধাড়ায়ের ফিক্কা,
মল্লগণ বিক্রমে বিশাল ॥ ২০৩
শিক্ষা বলে আইল মাল, শুনি রঞ্জা দিল শাল,
সোণালি শিরপা সরবন্দ।
বাড়ালে দূতের আশা, মল্লগণে দিল বাসা,
ঘনরাম রচিল সুছন্দ ॥ ২০৪

প্রভাতে সাজিয়া মল্ল রাজধানে চলে।
পথে হতে রঞ্জাবতী ডাকালে বিরলে ॥ ২০৫
রাঙ্গা-মাটী-মণ্ডিত প্রণত পাঁচ মাল।
বিষম ব্যাপক বপু বিক্রমে বিশাল ॥ ২০৬
ভূতলে আছাড়ে ভুজ ভূষিত ধূলায়।
পাষাণে আছাড় মারি কড়া সব গায় ॥ ২০৭
বীর-ধটী সাপাটি সবার কটি আঁটা।
উরু চারু চলনে চলিতে বাজে ঘাঁটা ॥ ২০৮
মল্লডোর মাথায় মণ্ডিত বীর-আনা।
কলজে লঙ্ঘিতে পারে ত্রিশ হাত খানা ॥ ২০৯
ভাবনা করেন রঞ্জা দেখি সব মালে।
নাজানি কি আছে আজি অভাগী-কপালে ॥ ২১০
আপনি প্রবোধে পুনঃ আপনার মন।
যেরূপ কহিব মালে করিবে তেমন ॥ ২১১

রাণী বলে বলে বাপু মল্ল শারঙ্গধল।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু বাড়ির কুশল ॥ ২১২
না পাই অনেক দিন মঙ্গল বারতা।
মা মোর করম-দোষে ছাড়িল মমতা ॥ ২১৩
পথে পাঠাইয়া পিতা দিল জলাঞ্জলি।
কোন্ দোষে দাদার চক্ষের হনু বালি ॥ ২১৪
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে মল্ল শারঙ্গধল।
ঘরের নফরে এত করে নাই ফল ॥ ২১৫
সব জানি কিছু তো কহিতে নারি তাঁকে।
রাণী বলে ও দুঃখ পুতেছি সব পাঁকে ॥ ২১৬
আপনি ঘুচাব মোর নয়নের লো।
সদাই দূরদেশে যেতে চায় দুটি পো ॥ ২১৭
অভাগীর ভাড়া অই কৃপণের কড়ি।
অন্ধার মাণিক অই অন্ধকের নড়ি ॥ ২১৮
আখড়া খেলাতে যায় হয়ে অভিলাষী।
তিলে তিলে হই হারা মনে হেন বাসি ॥ ২১৯
বার হৈছে বুকের বচন শেল-পাটা।
আঁটকুড়া বলি দাদা সদাই দিত খোঁটা ॥ ২২০
সকলি থাকিবে শুনে যত দুখের পো।
দক্ষিণ চরণ ভেঙ্গে খোঁড়া করে থো ॥ ২২১
পোয়ের উপায় যত হতো গৌড় যেয়ে।
লক্ষগুণ পাব ঘরে চাঁদ মুখ চেয়ে ॥ ২২২
মাল বলে মহারাণি কিবা এই ভার।
ব্যাকুলি করিয়া রঞ্জা কহে পুনর্ব্বার ॥ ২২৩
দেখ বাপু অন্ত ঠাঁই পাছে লাগে ব্যথা।
মাল বলে মহারাণি নাই মন-কথা ॥ ২২৪
রাজা সনে সম্প্রতি সাক্ষাৎ করা নয়।
কি কহিতে কি জানি কি কয় মহাশয় ॥ ২২৫
রঞ্জাবতী রাণী বলে এই যুক্তি বটে।
লাউসেন কর্পূর খেলে কালিন্দীর তটে ॥ ২২৬
বাসার খরচ দিল দ্বাদশ কাঞ্চন।
পাণ ফুল দিয়া বলে সাধ প্রয়োজন ॥ ২২৭
পাণ বন্দি প্রণতি করিয়া গেল মাল।
যেখানে খেলেন সেন বিক্রমে বিশাল ॥ ২২৮
মালসাট মারিয়া ফলাফে দশ বিশ।
সঘনে গগনে দিতে, মল্লে লাগে রিষ ॥ ২২৯
শিহরিয়া সম্মুখে দাঁড়াল পাঁচ মাল।
কৃষ্ণ কলেবর-কান্তি মূর্ত্তিমান কাল ॥ ২৩০

২০০। তূর্ণ—শীঘ্র।
২০১। তুরন্ত—শীঘ্র।
২০৩। ধাড়ায়ের ফিক্কা—ক্রতগামী কিন্তু বিশেষ
২০৯। কলজে—ডেঙে গিয়ে

২২৩। ব্যাকুলি করিয়া—ব্যাকুল হইয়া।

যেমন কংসের মল্ল মুষ্টিক চাণুর।
দেখিয়া সম্বোধি কন লাউসেন কর্পূর॥ ২৩১
কেরে ভাই তোমরা কি নাম কোথা ঘর।
কি কাজে কোথাকে কও কসেছ কোমর॥ ২৩২
এত শুনি অহঙ্কারে কয় মত্ত মাল।
দিগ্বিজয়ী হই মোরা বিক্রমে বিশাল॥ ২৩৩
মল্ল শারঙ্গধল মাল শকে যাই লেখা।
দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরি সঙ্গে সব সখা॥ ২৩৪
প্রতাপেতে সব দেশ জয় করি যাই।
সবে বলে ইহারা পাণ্ডব পঞ্চ ভাই॥ ২৩৫
বাহুবলে বুঝে বুলি বলবন্ত নয়ে।
পাত্রের নফর ঘর রমতি নগরে॥ ২৩৬
তার আজ্ঞা ছিল নিতে তোমার মহলা।
সাক্ষাৎ দেখিনু যে তোমার ছেলে খেলা॥ ২৩৭
হেলায় মহলা তবু লয়ে যেতে চাই।
পাত্রের হুকুম রাখি রণে বধি ভাই॥ ২৩৮
শুনিয়া সেনের সুত মনে মনে হাসে।
বলি বড়, বায়স বিনতা সুতে শাসে॥ ২৩৯
মালে সম্বোধিয়া কন লাউসেন রায়।
হেলায় মহলা থাকু প্রাণপণে আয়॥ ২৪০
বৃহৎ শরীর তুমি দিগ্বিজয়ী মাল।
আকার বয়স বুঝে বলিলে ছাওয়াল॥ ২৪১
ক্ষণতনু কেশরী, পর্ব্বত প্রায় হাতি।
তবুতো পরাণ ছাড়ে মেলে এক লাথি॥ ২৪২
শকে লেখা যাও তুমি মল্ল শারঙ্গধল।
একে একে আয় ত আগেতে বুঝি বল॥ ২৪৩
মল্ল বলে এক চড়ে প্রাণ পারি নিতে।
সেন বলে তবে যদি ক্ষমা দিস্ চিতে॥ ২৪৪
কটু দিব্য তোতকে তালাক তিন তিন।
মল্ল বলে সামাল সামাল তোর দিন॥ ২৪৫
বড় বড় দুজনে যুদ্ধের আড়ম্বরি।
দ্বিজ ঘনরাম গায় ভাবিয়া শ্রীহরি॥ ২৪৬
বচনে বচনে বড় বাড়িল বিবাদ।
ভূতলে আছাড়ি ভুজ ছাড়ে সিংহনাদ॥ ২৪৭
আড়ম্বরি করি দোঁহে মাথে বীর-মাটী।
অমনি উঠিয়া লম্ফ উলটি পালটি॥ ২৪৮
মালসাট মারি দোঁহে হাতা হাথি মুখে।
ঘোর শব্দ উঠিছে আছাড়ে ভুজে ভুজে॥ ২৪৯
মত্ত গজে গজে যেন বাজে মহাযুদ্ধ।
রণ-ধূলে অবনী আকাশ হ'ল রুদ্ধ॥ ২৫০
সেই রূপ সমরে সমান যোঝাযুঝি।
মহাযুদ্ধে মাথায় মাথায় চুসা-চুসি॥ ২৫১
বাহু কসাকসি করি ঠেলাঠেলি যায়।
চঞ্চল চরণ গতি ছান্দে পায় পায়॥ ২৫২
অমনি আছাড়ে ফেলে সিংহনাদ ছাড়ি।
পাছাড়ি পাছাড়ি ভূমে যায় গড়াগড়ি॥ ২৫৩
সেন মহাপ্রতাপে মালের বসে বুকে।
মুটকি মারিতে তার রক্ত উঠে মুখে॥ ২৫৪
তবে মল্ল অপর্ম্ম অন্যায় যুদ্ধ করে।
আসিয়া সকল মালে লাউসেনে ধরে॥ ২৫৫
অনেক কর্পূর সনে করে হাতাহাতি।
তিন মালে লাগিয়া ছাড়াতে নারে ছাতি॥ ২৫৬
আপনি কেশরী যেন ছাড়িল মাতঙ্গ।
সেইরূপ ঝেড়ে রায় মারিয়া ফলঙ্গ॥ ২৫৭
মালসাট মারি মল্ল মার্ মার্ ডাকে।
সাহস সেনেরে তবু তুচ্ছ করি ডাকে॥ ২৫৮
মালকে মারিয়া সেন ভয়ে শূন্ত ভরে।
গগনে ঘণ্টার ধ্বনি শুনি মন হরে॥ ২৫৯
মল্লগণ সালুর, সেনের দেখে অহি।
উলটি পালটি লাফে কাঁপাইছে মহী॥ ২৬০
মালক মারিয়া ধেয়ে সেনে ধরে তেড়ে।
বিক্রমে বিশাল রায় বেগে ফেলে ঝেড়ে॥ ২৬১
কোপে পুন লাফায়ে ঝাঁপায়ে ধরে ঘাড়ে।
বজ্র চড় চাপড়ে সকলে ডাক ছাড়ে॥ ২৬২
বজ্র মুটকি মারিতে মালের মাথা ফুটে।
নাকে মুখে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে॥ ২৬৩
কোপেতে তাপেতে লাফে প্রতাপে অসুর।
পাঁচ মালে ধরে তেড়ে ছাড়িয়া কর্পূর॥ ২৬৪
ধরাধরি পাড়াপাড়ি পাছড়া পাছড়ি।
তবু রায় ঝেড়ে উঠে সিংহনাদ ছাড়ি॥ ২৬৫

২৩২। কোথাকে—কোথায়, মল্লিনা-অঞ্চলের ভাষা।

২৩৪। শকে যাই লেখা—শকে অর্থাৎ শতাব্দীতে যাহা লেখা (ইতিহাসে) আছে। নামটা এত বিখ্যাত।

২৩৬। বুঝে—পরীক্ষা করিয়া; বুলি—ফিরি।

২৬০। সালুর—ভেক। মল্লগণ ভেকের মত ... সেনকে অহির মত দেখিতেছে। ... মুটকি—মুষ্টি।

বেগগতি মেরে সবে একই দাপটে।
সাপটিয়া ধরি সেনে পাড়িল সঙ্কটে ॥ ২৬৬
চরণে ধরিয়া পাক গগনে ফিরায়।
বদনে রুধির উঠে চমকিত রায় ॥ ২৬৭
আড়ম্বরি করি ধরি, রাখিতে ভূতলে।
ধর্ম্মপুত্র বুঝিয়া ধরণী ধরে কোলে ॥ ২৬৮
পাত্রের পোষিত তবে বলে মল্লগণ।
গাছে আছাড়িয়া যাই করিয়া নিধন ॥ ২৬৯
ভাঙ্গি থুতে তরণ রাজার আছে কথা।
খণ্ডালে পাত্রের কথা কাটা যাবে মাথা ॥ ২৭০
সম্প্রতি পাথর চগ চাপাইয়া যাই।
বাঁচে তো বধিব পিছু আগে কিছু খাই ॥ ২৭১
এত বলি বুকেতে চাপা'ল শিলা-পাট।
সমর জিনিয়া চলে যারে মালসাট ॥ ২৭২
রন্ধন ভোজন করে সবে বাসা গিয়া।
শিয়রে কর্পূর কাজে শিরে হাত দিয়া ॥ ২৭৩
লাউসেন বলে ভাই ধিয়াও গোঁসাই।
অনাথ বান্ধব বিনে আর কেহ নাই ॥ ২৭৪
অশেষ বিশেষ ভেয়ে প্রবোধ করিয়া।
অনাদি একান্ত ভাবে একান্ত হইয়া ॥ ২৭৫
মনোহর মনাপূজা মানসিক করে।
মন রাখি প্রভুপদ-পঙ্কজ-পঞ্জরে ॥ ২৭৬
স্তুতি করি মহামতি ভাসে আঁখি জলে।
পরিত্রাহি ডাকে রায় ভকতবৎসলে ॥ ২৭৭
হরি-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২৭৮

হরি হরি হেন ছিল অভাগা কপালে।
কৈলে তুমি হেন জন্ম, কিছু না জানিনু ধর্ম্ম,
মল্ল হাতে মরি অল্পকালে ॥ ২৭৯
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরু, ব্রহ্মা বাঞ্ছাকল্পতরু,
পূজিব পালিব বাপ মায়।
মনে ছিল বড় সাধ, বিধাতা ঘটাল বাদ,
প্রভু হে, প্রমাদে প্রাণ যায় ॥ ২৮০
শিলা-পাটে বুক ফাটে, যাইতে যমের বাটে,
সঙ্কটে রাখিবে যদি স্যাৎ।
তবে ... নি মৃত্য ..., পতিতপা... রাম,
... অনাথ-বা... দীননাথ ॥ ২৮১
সুধন্বা রাখিলে তৈলে, ক... ...,
দৌঃ... পাণ্ডবে ... ...।
সে সব তোমার ভক্ত, আমি মূঢ় পাপাসক্ত,
নিজ নামে কর পরিত্রাণ ॥ ২৮২
করিতে এতেক স্তুতি, ব্যাকুল বৈকুণ্ঠ-পতি,
পাঠাইলা বীর হনুমানে।
বীর আসি মহীতলে, আখড়া প্রবেশ ছলে,
সেনে তোলে কেলিয়ে পাষাণে ॥ ২৮৩
উঠে সেন ধ্যান-বলে বিশেষ বুঝিয়া বলে,
উঠাইয়া মুছিল নয়ন।
তুমি যে বিপদ্ গ্রস্ত, ইহাতে অধিক ব্যস্ত
আপনি আছেন ভগবান ॥ ২৮৪
অতেব এসেছি বাপু, অবহেলে বধ রিপু,
দূরে ত্যজ যত মন-ব্যথা।
সেন বলে মহাশয়, আর কি আমার ভয়
সদয় লক্ষণ-প্রাণদাতা ॥ ২৮৫
এত বলি নতশির, আশীষ করিয়া বীর,
মল্লের নিধনে দিল বল।
বর দিয়া গেল হনু, তৎপদে প্রণত তনু,
ভণে দ্বিজ নূতন মঙ্গল ॥ ২৮৬
মার্ মার্ বলি উঠে লাউসেন রায়।
শুনিয়া বিস্ময় ভাবি মল্লগণ ধায় ॥ ২৮৭
আসি দেখে লাউসেন ভূমে হাঁটু পাড়ে।
বীরমাটী মাখি ভুজে ভূতলে আছাড়ে ॥ ২৮৮
ঝাড়ি উঠি উলটি পালটি লম্ফ দেন।
মল্ল হৈল করিণী, কেশরী হৈল সেন ॥ ২৮৯
রায় বলে আয় বেটা আজ যাবি কোথা।
ঐ পাথরে আছাড়ে ভাঙ্গিব তোর মাথা ॥ ২৯০
জেনেছি যোগ্যতা তোর বলে মল্লবর।
এখনি আমার হাতে যাবি যমঘর ॥ ২৯১
এত শুনি রুষে বলে মল্ল মহাশূর।
দৈবকী-নন্দনে যেন মুষ্টিক চানূর ॥ ২৯২
আড়ম্বরি করি দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ।
নগর নিবাসী যত গণিল প্রমাদ ॥ ২৯৩
কোপে তাপে লাফে ঝাঁপে জেড়ে ধরে রায়।
ঝেড়ে ফেলে মহাবীর ভর করি পায় ॥ ২৯৪
শূন্যে মারি মালক মল্লের মাঝে পড়ে।
বজ্রমুষ্টি লাথি কিল মারে বজ্র চড় ॥ ২৯৫
ধবড়ে দুজনে বড় বাজাল বাহিম।
শারঙ্গ কীচক্ কইল লাউসেন ভীম ॥ ২৯৬
বাহু কসা-কসি আর ঢুসা-ঢুসি শিরে।
হাতাহাতি জড়াজড়ি চাক যেন ফিরে ॥ ২৯৭

চলিতে চরণ চোটে চমকিত মহী।
মল্ল সব সালুর, সেনের দেখে অহি ॥ ২৯৮
প্রতাপে প্রধান মল্লে আছাড়িয়া বীর।
হাঁটু দিয়া মুখে বীর নিকলে রুধির ॥ ২৯৯
পায়ে ধরি পাক দিয়া মারিল আছাড়।
পাষাণে ভাঙ্গিল মাথা চূর্ণ হৈল হাড় ॥ ৩০০
পাঁচের প্রধান মৈল মত্ত মাল দুটা।
অপর পলায়ে ধরি দাঁতে করি কুটা ॥ ৩০১
মরা মালে টেনে ফেলে কালিন্দীর জলে।
যুদ্ধ জিনি দুই ভাই চলে কুতূহলে ॥ ৩০২
মল্ল ডোর গলায় বান্ধিল মহাশয়।
দেখিয়া সকল লোকে লাগিল বিস্ময় ॥ ৩০৩
রাজরাণী বারতা শুনিয়া লোকমুখে।
আনন্দে ভাসিয়া দোঁহে পুত্র করে বুকে ॥ ৩০৪
মুখে করি চুম্বন আশীষ করে কত।
পিতা মাতা চরণে দু ভাই হৈল নত ॥ ৩০৫
বিশেষ মল্লের কথা শুনি কর্ণসেন।
রাণীরে অবোধ বলি অনুযোগ দেন ॥ ৩০৬
কু-যুদ্ধে এনেছে দুষ্ট পাত্তরের মালে।
প্রভু রক্ষা করিল তোমার পুণ্যবলে ॥ ৩০৭
যত মল্ল ভেক মাঝে শারঙ্গধর সর্প।
লাউসেন গরুড় নাশিল তার দর্প ॥ ৩০৮
রাণী বলে যে কিছু তোমার পুণ্যফলে।
দেখে শুনে সেনে সবে ধন্য ধন্য বলে ॥ ৩০৯
কেহ বলে লাউসেন পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ায় মানুষ ॥ ৩১০
কর্ণসেন বলে যত দূরে গেল ভয়।
যেখানে পাঠাব পুত্র সেই খানে জয় ॥ ৩১১
রাণী বলে তবু কি আঁখির আড় করি।
এত বলি আনন্দে প্রবেশ করে পুরী ॥ ৩১২
পুত্রের কল্যাণে কত বিলাইল ধন।
আনন্দে করিল রাজা দ্বিজ-দেবার্চ্চন ॥ ৩১৩
মল্লের নিধন পাত্র শুনিল বারতা।
হতাশ ভাবিয়া মনে হেঁট করে মাথা ॥ ৩১৪
অতঃপর দুই ভাই বিরলে যুক্তি করে।
চল বেনে যাই দাদা গৌড় নগরে ॥ ৩১৫
এত দূরে সম্প্রতি হৈল পালা সায়।
হরি হরি বল সবে ধর্ম্মের সভায় ॥ ৩১৬

মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা ॥ ৩১৭
প্রভু যার কৌশল্যা-নন্দন কৃপাবান্।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান ॥ ৩১৮
কলা নির্ম্মাণ পালা সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

গৌড় যাত্রা পালা। *

প্রথমে প্রণতি করি দেব নিরঞ্জনে।
সাজিয়া চলিল তবে পিতা সম্ভাষণে ॥ ১

* নিধন করিয়া মল্লে লাউসেন রায়।
নিকেতনে নিরপক্ষে কতদিন যায় ॥
কর্পূর কহেন দাদা শুন নিরূপণ।
অতঃপর উচিত নৃপতি সম্ভাষণ ॥
অল্পকালে আপনি অশেষ গুণধাম।
বিদেশে বিখ্যাত নাহি হলো যশোনাম ॥
ঘরে বসি কেবা কার পরিচয় জানে।
গুণ প্রকাশিলে যশ জগতে বাখানে ॥
যাতায়াত আলাপে জগৎ হয় বশ।
অবনী-মণ্ডলে দাদা এ বড় পৌরুষ ॥
মামা মেসো ভিন্ন নয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।
দরশনে দশগুণ বাড়িবে আনন্দ ॥
এতশুনি কর্পূরে কহেন লাউসেন।
গৌড়-গমনে গৌণ নাহি একক্ষণ ॥
করপুটে কর্পূর কহেন সবিনয়।
কিরূপে গৌড় যাব কহ মহাশয় ॥
সেন কন কোলাহলে কিছু কার্য্য নাই।
গুপ্তবেশে গুপ্তপথে যাব দুটী ভাই ॥
অশ্ব থাক্ পদব্রজে রাখিয়া বাহন।
নফর চাকরে কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
দুরন্ত কৃতান্ত সম মামা মহাশয়।
ব্যক্তবেশে অতেব যাইতে ভাবি ভয় ॥
কর্পূর কহেন দাদা কহিলে প্রমাণ।
কিন্তু রাজপুত্রে এই অতি অবিধান ॥
সেন[illegible]ন ইতিহাসে কর [illegible]বগতি।
রঘু[illegible]শে রাম রাজা ত্রিজগৎ-পতি ॥
রা[illegible]র্ত্তী রাম রাজ্যের ঈশ্বর।
[illegible]রাগে মনে কেন না জিজ্ঞাসা ॥

২৯৯। নিকলে—বাহির করে।

উপনীত হৈল দোঁহে রাজার সাক্ষাত ।
লক্ষ্মণের সহিত যেমন রঘুনাথ ॥ ২
পিতারে প্রণতি করি বলেন বিনয় ।
রাজ-সম্ভাষণে আজ্ঞা দেহ মহাশয় ॥ ৩
কর্ণসেন বলে বাপু নাহি করি মানা ।
সহিতে নারিব তব মায়ের গঞ্জনা ॥ ৪
নাছে ঘাটে বাটে মাগী তোর মুখ চেয়ে ।
আমি কত নিবারিব মন্দবুদ্ধি মেয়ে ॥ ৫

অপরূপ ধর্ম্মরূপ ধর্ম্মের নন্দন ।
ভ্রাতৃভেদে পঞ্চভাই প্রবেশে কানন ॥
নাছিল নকর, কালি শুনেছ পুরাণে ।
অপরূপ শুনিলে যে নলউপাখ্যানে ॥
সেইরূপে গুপ্তবেশে যাওয়া যুক্ত হয় ।
কর্পূর বলেন ভাল চল মহাশয় ॥
এত বলি সাজনি করিছে সবিশেষ ।
অধবস্ত্র ইজার উজার অধদেশ ॥
পায়ে পরে পট্টযোড়া পুরটে রচিত ।
কতবর্ণে কাদম্বিনী তড়িৎ-জড়িত ॥
কোমরকসনী করে কুরঙ্গীর ছালে ।
পরিসব পুরট পট্টকা তার কোলে ॥
দুপাশে সুরঙ্গ-পট্ট পরিমল খাসা ।
উরুদেশে লম্বিত গমনে শুনি ভাষা ॥
শিরে বান্ধে সরবন্দে সুবর্ণের চীরা ।
বিন্দু বিন্দু হেম তার মাঝে পঞ্চ হীরা ॥
চন্দন-চর্চ্চিত চুয়া চৌরস্ কপালে ।
শোভে যেন শশি-কলা সদা শিবভালে ॥
যতনে রতন-মণিরাজ আভরণ ।
নানাবর্ণ পরে কর্ণসেনের নন্দন ॥
অঙ্গুরি অক্ষয় হেম হীরা মণি গলে ।
চল চল কুণ্ডল দুলিছে গণ্ডস্থলে ॥
বাহুমূলে বাজুবন্দ বিরাজিত বেশ ।
ধর্ম্মের কবচ তায় বিম্ন করে শেষ ॥
কত কাঁচা কাঞ্চন, কল্পিত কণ্ঠমাল ।
আভরণ পড়িয়ে উজিল গায়ে শাল ॥
হর্ষ হয়ে হেতের বান্ধিল কসাকসি ।
বিশাল নির্ম্মাণ কত অত্যার অসি ॥
পথের সম্বল কিছু লাউসেন বান্ধে ।
গাঁতা কলা কর্পূর কুমার করে কান্ধে ।
রথানি পুঁথিতে এইরূপ অতিরিক্ত আছে।

পুত্রের প্রতাপে হয় পৌরুষ পিতার ।
গোবিন্দ হইতে গোপ-কুলের উদ্ধার ॥ ৬
কি করিল ভগীরথ জন্মে সূর্য্যবংশে ।
সুপুত্র হইলে গোত্রে সবাই প্রশংসে ॥ ৭
সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন ।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন ॥ ৭ ক
কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে ।
কুবৃক্ষ কোঠরে অগ্নি উঠে বন দহে ॥ ৭ খ
সিংহের প্রতাপ ধরে, হ'লে সিংহের ছা ।
এ কথা না শুনে তোর অভাগিনী মা ॥ ৮
পিতা পুত্রে সম্ভাষে শুনিয়া রঞ্জারাণী ।
নয়নে গলিছে ধারা গদগদ বাণী ॥ ৯
আসিয়া ধরিল লাউসেনের গলায় ।
কোথা কারে ছেড়ে যাবে অভাগিনী মায় ॥ ১০
শুনিয়া রাজার যুক্তি প্রাণ মোর ফাটে ।
এইকালে এখনি এতেক দুঃখ উঠে ॥ ১১
ভেয়ের বচন-শেলে জর জর হিয়া ।
শালে ভর দিনু বাপু ইহার লাগিয়া ॥ ১২
চাঁপায়ে সেবিয়া ধর্ম্ম ত্যজিনু জীবন ।
এক জন্ম ম'রে পাইনু তোমা পুত্র ধন ॥ ১৩
পাসরিনু সব দুঃখ চাঁদ-মুখ চেয়ে ।
তোমার বাপের যুক্তি বৃদ্ধকাল পেয়ে ॥ ১৪
শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ ।
পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজি গেলে স্বর্গ-পথ ॥ ১৫
জানিয়া শুনিয়া বুড়া না বুঝে বিশেষ ।
বচন সরস ভাবে যাও দূর দেশ ॥ ১৬
নত হয়ে লাউসেন নিবেদন করে ।
বড় সাধ যাব মামা মেসোদের ঘরে ॥ ১৭
লোকে বলে মাকে চেয়ে মোহ করে মাসী ।
আজ্ঞা দিলে দিবস দশেক দেখে আসি ॥ ১৮
কালে কালে কতেক রাজারে দিব কর ।
সদাস সাদরে হব রাজার চাকর ॥ ১৯
রাজপুরে পুরস্কার কত ধন পাব ।
ইনামে ময়না মহী অবশ্য আনিব ॥ ২০
রাণী বলে কোন ধনে আমি নই হারা ।
দূর দেশে যাবে কেন দরিদ্রের পারা ॥ ২১
রাজকর খরচ খয়রাৎ হেন জানি ।
পরাধীন পরাণ বিফল হেন গণি ॥ ২২

২১ । হারা—হীন ।

বসিয়া বিরাজ কর বাপের ঠাকুর।
এত শুনি 'আগুসার কহেন কর্পূর ॥ ২৩
সগুণ হইলে পুত্র সন্তাতে উজ্জ্বল।
নিগুণ জনায় মাতা সকলি বিকল ॥ ২৪
কেবা কোথা রাজার চাকর নাহি হয়।
নিষেধ করহ কেন কারে কর ভয় ॥ ২৫
তুমি যার জননী, জনক যার রায়।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অপায় ॥ ২৬
রাণী বলে সব সত্য সাক্ষী পেনু মনে।
না মানে প্রবোধ পাপ মায়ের পরাণে ॥ ২৭
বিদেশ গমনে বাপু বড় বুক চাই।
নবনী অধিক তনু তোরা দুটি ভাই ॥ ২৮
ইহার কারণ বাপু কহি মন-কথা।
কেবা না বাসনা করে পুত্রের যোগ্যতা ॥ ২৯
রাজ-সঙ্গে আলাপে অনেক অর্থ লাভ।
যাইলে জানিবে যত মাতুলের ভাব ॥ ৩০
লাউসেন বলে মাতা না ভাবিও ভয়।
জননীর আশীষে জগতে হয় জয় ॥ ৩১
কৌশল্যার আশীষে ঠাকুর রঘুনাথ।
সবংশে রাবণ-রাজে করিল নিপাত ॥৩২
ভাসাইল সাগর-সলিলে গুরু শিলা।
সে কেবল জননী আশীষে তার কৈলা ॥৩৩
লবকুশে আনন্দে আশীষ কৈল সীতা।
সেই তেজে জিনে তারা রাম হেন পিতা ॥ ৩৪
কুন্তীর আশীষে দেখ অর্জ্জুন অজয়।
আজ্ঞা দেও বিদেশে গমনে নাই ভয় ॥ ৩৫
প্রবোধ পাইয়া রাণী বাড়িল বিষাদ।
শিরে হাত দিয়া কত কৈল আশীর্ব্বাদ ॥ ৩৬
কল্যাণে থাকিয়া রবে তোমরা দুজন।
রাণী বলে সঙ্কটে সহায় নিরঞ্জন ॥ ৩৭
রিপুগণ দলনে হইবে কালান্তক।
যশ কীর্ত্তি জগতে জাগিয়া যা'ক সব ॥ ৩৮
চরাচর চত্বরে চণ্ডিকা হবে সখা।
অবিলম্বে আসিবে রাজায় করি দেখা ॥৩৯
এতেক কহিয়া কহে কর্পূর পুত্তরে।
উপদেশ অনেক বুঝালে পরস্পরে ॥ ৪০

দূরদেশে দুজনে থাকিবে কাছে কাছে।
ছোট ভাই বলিয়া বিরূপ বল পাছে ॥৪১
বড় বলে বড় ভাব বাড়াবে কর্পূর।
রামে অনুগত যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥৪২
তথাচ তোমার আজ্ঞা নহে অন্যমত।
এত বলি দুই ভাই করে দণ্ডবত ॥ ৪৩
হরি-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৪৪
বিদায় হইয়া সেন করিলা গমন।
কালিন্দী নদীর ঘাটে দিল দরশন ॥ ৪৫
তরণী-শরণে সুখে নদী হ'ল পার।
দুকূলে আকুল লোক করে হাহাকার ॥৪৬
গোবিন্দ গমনে যেন যশোদা বিকল।
অবিরত রঞ্জার নয়নে বহে জল ॥৪৭
যাদুমণি জীবন জনম দুখিনীর।
যার লাগি শত শেলে ভেদিল শরীর ॥ ৪৮
হেন পুত্র যায় দূর মায়ে দিয়া দুখ।
রাখরে ময়নার লোক দেখি চাঁদ মুখ ॥ ৪৯
শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
অবনী লোটায়ে কান্দে নাহি দেখে পথ ॥ ৫০
পুত্রশোকে সমাকুল সেই অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া কাঁদে কর্ণসেন রায় ॥ ৫১
গোবিন্দ ছাড়িয়া যেন যাইতে গোকুল।
গোপিনী সকল শোকে কান্দিয়া ব্যাকুল ॥ ৫২
সেইরূপ কান্দে যত ময়নার মেয়ে।
যেন চিত্রপুতুলি সেনের মুখ চেয়ে ॥ ৫৩
শোকাকুলি রঞ্জাবতী বুক নাহি বান্ধে।
অবনী লোটায়ে রঞ্জা ফুকারিয়া কান্দে ॥ ৫৪
প্রবোধিয়া কয় যত নগরের লোক।
পুত্র যায় মাসি বাড়ী কেন কর শোক ॥৫৫
প্রবোধ করিয়া নিজ নিজে ঘরে যায়।
ধূলা-ডাঙ্গায় উপনীত লাউসেন রায় ॥ ৫৬
রাখিয়া বিক্রমপুর কতদূরে যায়।
পদ্মমা পশ্চাৎ করি কালীঘাট পায় ॥ ৫৭
অবিলম্বে মোকামে মোকামে [illegible]
লঘুগতি প্রবেশ করিল [illegible] ॥ ৫৮
ঘারিকেশ্ব[illegible] পার [illegible]।
সেলাম [illegible] প্রবেশিল [illegible] ॥ ৫৯
রাখিয়া [illegible] পশ্চাতে [illegible]
সৈয়াদ [illegible]

২৬। অপায়—অমঙ্গল।
৪০। পুত্তরে—পুত্রে।

খরাকপুরের খাল পশ্চাতে রাখিয়া।
উত্তরে উলার গড়ে শ্রমযুক্ত হইয়া॥ ৬১
তরণী সরণি হেরি মলিন বদন।
তরুতলে তখন বসিল দুই জন॥ ৬২
শুন দাদা তপনে তাপিত হল তনু।
কি কব বিশেষ তায় মেঘমুক্ত ভানু॥ ৬৩
অতিশয় পুণ্যোদয় আগে এই নদ।
যার জলপানে খণ্ডে অশেষ পাতক॥ ৬৪
ভুবনে বিখ্যাত নদ দামোদর কয়।
স্নান পূজা ইহাতে উচিত মহাশয়॥ ৬৫
শ্রীধর্ম্মে স্মরণে রায় কর স্নান দান।
পথে কর আহ্নিক তান্ত্রিক ব্রতবান্॥ ৬৬
এত বলি স্নান পূজা প্রসাদ-ভোজন।
সত্বরে করিলা দোঁহে করিয়া গমন॥ ৬৭
বর্দ্ধমানে বন্দি চলে ভকত-বৎসলা।
সঙ্কট-নাশিনী শিবা সর্ব্বমঙ্গলা॥ ৬৮
গুরুগতি কজ্জলা রাখিয়া দুই জনে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট রজনী-বদনে॥ ৬৯
বিশ্রাম-বাসনা হেতু নগর নেহালে।
প্রবেশ করিতে পুরি পথে হেন কালে॥ ৭
হরিদাস তাম্বুলি সনে পথে হ'ল দেখা।
মিলিল বিদুর যেন গোবিন্দের সখা॥ ৭১
রূপরাশি অসীম দেখিয়া দুই জনে।
কতখান অনুমান তাম্বুলির মনে॥ ৭২
অত্যন্ত দীর্ঘল নহে, নহে অতি খর্ব্ব।
রূপ দেখি অনুভব করিল গন্ধর্ব্ব॥ ৭৩
অথবা দেবতা দুই দানবের ডরে।
মানব মূরতি হয়ে মহীমাঝে ফিরে॥ ৭৪
তবে যদি মনুষ্য অবশ্য শাপভ্রষ্ট।
ইন্দ্রের নন্দন কিবা ছিল মুনিশ্রেষ্ঠ॥ ৭৫
মনে করে এমন অতিথি যদি পাই।
সেবায় বাড়াই পুণ্য পাতক এড়াই॥ ৭৬
বুঝি মোর আছে ভাগ্য নহে রাজপথে।
কেন দেখা হবে মোর মহাজন সাথে॥ ৭৭
অনুমানি বিনয়ে কহেন ধীরে ধীরে।
এস মহাশয় আজি আমার মন্দিরে॥ ৭৮

৬৯। রজনী-বদনে—সন্ধ্যাবেলা।
৭০। নেহালে—দেখে।

উপযুক্ত কাল, তায় বুঝি পুণ্যবান্।
ভাল ভায়া চল বলি করিল পয়াণ॥ ৭৯
নিরঞ্জন-চরন স্মরণ ভাব্য চিত।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত॥ ৮০
মিছে মায়া-মধুলোভে জড়াইয়া জীব।
জন্ম যায় অজ্ঞানে না ভজে সদাশিব॥ ৮১
বদনে না বল রাম নাম সুধাময়।
কুকর্ম্ম করেছ কত পাতক সঞ্চয়॥ ৮২
যম-ভয় মহাঘোর নরক-যন্ত্রণা।
তখনি তরিবে তার শুনহ মন্ত্রণা॥ ৮৩
পার পাবে পাপের সংসার ঘোর সিন্ধু।
বদনে গোবিন্দ-গুণ গাও গাও বন্ধু॥ ৮৪
নিজবাসে আসি ভাবে জীবন সফল।
আদরে আসন দিয়া যোগাইল জল॥ ৮৫
পরিবার সহিত সেবক হয়ে সেবে।
জ্ঞানবান্ গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে॥ ৮৬
পরিপাটী ভোজন করায়ে পাঁচ রসে।
দুই চারি বচন সুধান ভক্তিবশে॥ ৮৭
কত জ্ঞানতত্ত্ব কথা তাহারে বুঝাই।
অলস এড়ায়ে নিদ্রা যান দুটি ভাই॥ ৮৮
নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রা-মায়া।
উপনীত গোবিন্দ-তনয় সুত-যায়া॥ ৮৯
রাতুল বরণ রুচি অরুণ উদিত।
নিরখিয়া নিশাপতি হইল লজ্জিত॥ ৯০
উডুগণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গ।
যতি সতী জনার হইল নিদ্রা ভঙ্গ॥ ৯১
হেন কালে ধর্ম্মপুত্র লাউসেন রাজা।
সরোবর-সলিলে করিল স্নান পূজা॥ ৯২
বিদায়ের বিষয় বলিতে হরিদাসে।
তাম্বুলি-তনয় তবে সবিনয়ে ভাষে॥ ৯৩
মহাশয় পরিচয় কর অতঃপর।
কি কাজে কোথাকে যাবে কোন দেশে ঘর॥ ৯৪
পুণ্যবতী পুণ্যবান্ কেবা পিতা মাতা।
এত শুনি হ'ল রায় পরিচয়দাতা॥ ৯৫

৭৯। পয়াণ—প্রয়াণ, যাত্রা।
৮৯। অর্থাৎ উষা।
৯১। উডু—নক্ষত্র।
৯৪। কোথাকে—কোথায়, আজও বলা যায়।

ময়না নগর বাড়ী দক্ষিণ-অবনী।
পিতা মোর কর্ণসেন মাতা রঞ্জারাণী ॥ ৯৬
নিজ নাম লাউসেন অনুজ কর্পূর।
ভূপতি-সম্ভাষ হেতু যাব গৌড়পুর ॥ ৯৭
পরম পুরুষ বটে পিতামহ মোর।
হরিপদ-নখ-বিধু-সুধায় চকোর ॥ ৯৮
মোর জন্ম তপস্বিনী জননী-জঠরে।
ধর্ম্ম পূজি তনু যে ত্যজিল শাল ভরে ॥ ৯৯
শুনিয়া প্রণতি করি কন কর যুড়ি।
পদরজ পরশে পবিত্র মোর বাড়ী ॥ ১০০
পুনরপি যখন এখানে হবে বাস।
তখনি জানিব মোর পূর্ণ অভিলাষ ॥ ১০১
ঘৃণা না করিও তুমি ভৃত্য হরিদাসে।
বিজ্ঞ বট বাল্মীক পুরাণ ইতিহাসে ॥ ১০২
রঘুবংশে রাম রাজা রাজীবলোচন।
নিত্যানন্দ পরম পুরুষ সনাতন ॥ ১০৩
পালিতে পিতার সত্য বনবাসে গেলা।
গুহক চণ্ডাল সঙ্গে পথে হলো মেলা ॥ ১০৪
সরণি আগুলি কহে করি যোড় হাত।
আজি আয় আমার মন্দিরে রঘুনাথ ॥ ১০৫
পালিতে পিতার সত্য কালি যাস্ বন।
আশয় বুঝিয়া প্রভু নিল নিমন্ত্রণ ॥ ১০৬
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু-সেবিত।
হেন রাম. গুহক-মন্দিরে উপস্থিত ॥ ১০৭
ফল-মূল খান প্রভু গুহক- আদরে।
জানকী উদ্ধারি প্রভু এলো তার ঘরে ॥ ১০৮
আপনি সকল জান কি কব বিশেষ।
তোমার তুলনা তুমি পুরুষ পরেশ ॥ ১০৯
তুমি যে পুরুষ আর যার গর্ভে জন্ম।
কি কব মহিমা তার প্রভু যার ধর্ম্ম ॥ ১১০
এত শুনি লাউসেন আনন্দে বিভোল।
মৈত্র-ভাবে তাম্বুলি-তনয়ে দিল কোল ॥ ১১১
শুন বন্ধু এদেশে আমার তুমি সখা।
যাতায়াতে এখানে আমার পাবে দেখা ॥ ১১২
এত বলি হরিদাসে করিল বিদায়।
লঘুগতি ভূপতি ভেটিতে দোঁহে যায় ॥ ১১৩
কর্পূর পশ্চাতে আগে লাউসেন বীর।
অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির ॥ ১১৪

৯৬। দক্ষিণ অবনী—দক্ষিণ দেশ।

সমান বয়েস বেশ বিধাতার লেখা।
রামে অনুগত যেন হরিসুত সখা ॥ ১১৫
গুরুপদ ভাবি যান পরম কৌতুকে।
কতদূরে সরণি দেখেন তিন মুখে ॥ ১১৬
লাউসেন কন ভায়া এবে চল আগে।
পথে দাঁড়াইতে নারি যাব কোন দিগে ॥ ১১৭
এতেক কহিল যদি সরস চাতুরী।
কর্পূর কহেন দাদা নিবেদন করি ॥ ১১৮
অগ্রগামী তোমার কখন আমি নই।
ভাল মন্দ পথের বিশেষ কথা কই ॥ ১১৯
যদি যাব মহাশয় পশ্চিম সরণি।
দেখিবে দ্বারকা পুরী অযোধ্যা-অবনী ॥ ১২০
মথুরা গোকুল গয়া গোবর্দ্ধন গিরি।
মধুর শ্রীবৃন্দাবন কাশী বিশ্বপুরী ॥ ১২১
এ সকল পুণ্যস্থান করিয়া ভ্রমণ।
ছমাসের পরে পাবে গৌড় ভুবন ॥ ১২২
ঈশান অখিল খণ্ডে যদি যাও ভাই।
তিন মাসে তরণি-সরণি সুখে যাই ॥ ১২৩
বিরাট-তনয় মুখে যদি কর ভর।
ছদিনে পাইবে রাজা গৌড়ের সহর ॥ ১২৪
এই পথে চল ভায়া লাউসেন কন।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন ॥ ১২৫

কর্পূর কহেন দাদা শুন নিবেদন।
এক যোগে দুই ফল ত্যজ কি কারণ ॥ ১২৬
তীর্থভূমি ভ্রমিয়া ভূপতি ভেট গিয়া।
লাউসেন কন ভাই শুন মন দিয়া ॥ ১২৭
এদেশে এমন বেশে কভু আসি নাই।
বক্রগতি ইহাতে উচিত নহে ভাই ॥ ১২৮
অবিলম্বে চল যাই রাজ সম্ভাষিয়ে।
শোকে জরা জননী সরণি-মুখ চেয়ে ॥ ১২৯
হরিদ্বার মথুরা গোকুল বৃন্দাবন।
কোন তীর্থ নহে দূর দাঁড়াইলে মন ॥ ১৩০
বিজ্ঞ বট বুঝে দেখ বচন বিশেষ।

১২২। গৌড় ভুবন—গৌড় দেশ।
১২৩। ঈশান অখিল খণ্ডে—ঈশানকোণের দিকে। তরণি-সরণি—নৌকাপথে।
১২৪। বিরাট-তনয়-মুখে—উত্তরমুখে। বিরাট তনয়—উত্তর।
১৩০। [illegible]ইলে মন—মন [illegible]।

যে তত্ত্ব জানে না যোগে ঠাকুর গণেশ ॥ ১৩১
সুরপতি শঙ্কর পূজিল যেই কালে।
পারিজাত মালা দিল সদাশিব-গলে ॥ ১৩২
মালা গলে কৈলাসে আইল সদানন্দ।
কার্ত্তিক গণেশ দেখি আরম্ভিল দ্বন্দ্ব ॥ ১৩৩
বিবাদ ভাঙ্গিল শিব বিষম বচনে।
সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমি আগে তাই দুইজনে ॥ ১৩৪
যে জন ভ্রমণ করি আসিবে সকালে।
পারিজাত মালা আমি দিব তার গলে ॥ ১৩৫
এত শুনি আনন্দে বিভোল ষড়ানন।
শিখি-আরোহণে শূন্যে করিল গমন ॥ ১৩৬
শুনিয়া চিন্তিত বড় গণেশ ঠাকুর।
গমনে শকতি নাই বাহন ইন্দুর ॥ ১৩৭
যোগাসনে গজানন বুঝিয়া বিশেষ।
রাম নামে নাই কোন তীর্থ অবশেষ ॥ ১৩৮
রাম নাম অখিল মন্ত্রের বীজময়।
নীর বাত তরণি সরণি সুখোদয় ॥ ১৩৯
আশ্রয় করিলে তবে যোগাসনে বসি।
মুহূর্ত্তেকে পেলে তত্ত্ব তীর্থ-অভিলাষী ॥ ১৪০
বুঝি গলে মালা দিল দেব পুরহর।
কার্ত্তিক আসিয়া পিছে হইল ফাঁপর ॥ ১৪১
হেন রাম নামে যদি রতি মতি হয়।
তাকে চেয়ে তীর্থ-যাত্রা ফল বাড়া নয় ॥ ১৪২
বিলম্বে নাহিক কার্য্য শী চল ভাই।
ছমাস ছাড়িয়া ছদিনের পথে যাই ॥ ১৪৩
তরাসে তখন ফুটে কহেন কর্পূর।
ও পথের নামে প্রাণ করে দুর দুর ॥ ১৪৪
লাউসেন বলে কেন কিবা বল ভয়।
কর্পূর কহেন শুন দাদা মহাশয় ॥ ১৪৫
আগে ঐ অন্ধকার জুলন্দার গড়।
গৌড়পতি প্রাণ ভয়ে যার দিল রড় ॥ ১৪৬
অই পথে ভূপতি শার্দ্দুল কামদল।

যার পরাক্রমে টুটে দেবতার বল ॥ ১৪৭
জল্লাদ শিখরে বধি বাঘ হলো রাজা।
সদাই সদয় তারে দেবী দশভুজা ॥ ১৪৮
অন্ধকের চক্ষু তুমি দরিদ্রের হীরা।
না যাও ও পথে দাদা চল যাই ফিরা ॥ ১৪৯
সামান্য শার্দ্দুল নয় শুন মহাভাগ।
ইন্দ্রের নর্ত্তক ছিল অভিশাপে বাঘ ॥ ১৫০
কও কেন কিবা দোষে কেবা দিল শাপ।
কর্পূর কহেন শুন তার মনস্তাপ ॥ ১৫১
বলিতে বাহুল্য বাক্য বৈস দণ্ড দুই।
গুরুতর ভার স্কন্ধে অসি ফলা থুই ॥ ১৫২
রাখিয়া বিব'রে কন শার্দ্দুলের জন্ম।
দ্বিজ ঘনরাম গান ধ্যান করি ধর্ম্ম ॥ ১৫৩

কর্পূর কহেন তত্ত্ব, শুন দাদা সুমহত্ত্ব,
বাঘ জন্ম করি নিবেদন।
নর্ত্তক শ্রীধর নামে, ছিল সুরপতি-ধামে,
ব্যাঘ্র হইল দৈবের ঘটন ॥ ১৫৪
একদিন সুরপুরে, শ্রীধর তাণ্ডব করে,
দেব-সভা দেখেন হরিষে।
তাণ্ডবে ভুবিল সভা, হেন কালে হেম-আভা
ঈশ্বরী আইল অবশেষে ॥ ১৫৫
বাঘ-পৃষ্ঠে ভর করি, প্রবেশিল সুরপুরী,
মহেশ গণেশ গুহ সঙ্গ।
দেখিয়া বাঘের ঠাট, বিচলিত হৈল নাট,
নর্ত্তক করিল তাল ভঙ্গ ॥ ১৫৬
বুঝিয়া তাহার মতি, কোপে তাপে ভগবতী,
অভিশাপ দিলেন অরিষ্ট।
দেখিয়া যাহার রঙ্গ, তাণ্ডব করিলি ভঙ্গ,
সেই কুলে জন্মাগে পাপিষ্ঠ ॥ ১৫৭
শুনি এই অভিশাপ, নটপতি পায় তাপ,
কহে চণ্ডী-পদে করি শোক।
মন্দমতি জনে জয়া, কে জানে তোমার মায়া,
যাহাতে মোহিত তিন লোক ॥ ১৫৮
তোমারি নর্ত্তক হয়ে, মহী-মণ্ডলেতে যেয়ে,
কাননে কেমনে হব বাঘ।
পতিতপাবনী নামা, কোন্ দোষে অগো শ্যামা,
বালকে এতেক হলো রাগ ॥ ১৫৯
পোহাল নিশি, কোন দোষে নহি দোষী
কান্দে নট করি মনস্তাপ।

১৩৪। আগে—আগুসিয়ে, আসুগে।
১৩৮। রাম নাম করিলে আর কোন তীর্থ বাকি থাকে না।
১[illegible]। পুর[illegible]—পুরান্তক, [illegible]হাদেবের নামা[illegible]।
১৪৪। ফুটে—স্পষ্ট করিয়া।
১৪৬। রড়—দৌড়, পলায়ন

তুমি যে আপনি মাতা, সুমতি-কুমতি-দাতা,
তবে কেন মোরে অভিশাপ ॥ ১৬০
তোমার মহিমা শেষ, ভব, বিধি, হৃষীকেশ,
শনক সনন্দ সনাতন।
বিশেষ না পেলে ভেদ, আগম পুরাণ বেদ,
তপে জপে যোগে যোগিগণ ॥ ১৬১
আমি মন্দমতি ভ্রান্ত, কি জানিব শাপ অন্ত,
কৃপা করি কহ মহেশ্বরী।
জন্ম যেয়ে জলন্দাতে, সংগ্রামে সুজন-হাতে,
মুক্ত হয়ে পাবে সুরপুরী ॥ ১৬২
অভিমান ত্যজ দূরে, এইরূপে সুরাসুরে,
অভিশাপ দৈবের ঘটন।
মৃগারি-ভবন-দ্বারী, সুরপতি দনুজারি,
দুঃখ পেলে যাহার কারণ ॥ ১৬৩
নিবৃত্ত হইয়া নাটে, চম্পক নদীর তটে,
রূপী বাঘের গর্ত্তে কর বাস।
আমি না ছাড়িব দয়া,* দিব চরণের ছায়া,
স্মরণে পুরাব অভিলাষ ॥ ১৬৪
নর্ত্তক কহেন জয়া, তুমি যদি কর দয়া,
কিবা দুঃখ পাতাল অবনী।
সুরাসুর নর যক্ষ, জীব জন্তু পশুপক্ষ,
তুমি মাত্র ভুল না জননী ॥ ১৬৫
দৈবযোগে ভ্রমে বনে, বাঘিনী বাঘের সনে
ঋতুমতী চম্পকের তীরে।
অভিশাপে সুরপুরী, ত্যজি ধরা অবতরি,
জন্ম নিলা বাঘিনী-উদরে ॥ ১৬৬
এইরূপে শাপভ্রষ্ট, গল জন্ত বাঘ দুষ্ট,
গর্ত্তে বাড়ে বাঘ কামদল।
গুরুপদ-সরসিজ, ভাবি ঘনরাম দ্বিজ,
বিরচিল শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল ॥ ১৬৭
নর্ত্তকে করিল বাঘ হেমন্তের কি।
লাউসেন বলে, বল তার পর কি ॥ ১৬৮
কর্পূর কহেন দাদা সেই রূপী বাঘী।
গর্ত্ত করে আশ্রয় করিল তারা দ্বিঘী ॥ ১৬৯
লাউসেন কন ভায়া কবে পরিচয়।
গর্ভবতী হয়ে কেন ছাড়িল আশ্রয় ॥ ১৭০

১৬১। না পেলে—পাইল না।
১৬২। জন্ম—(ক্রিয়া), জন্মগ্রহণ।
১৭০। কবে—কহিবে।

এমন সময়ে পক্ষ নাহি ছাড়ে বাসা।
কর্পূর কহেন দাদা শুন তার দশা ॥ ১৭১
যে কালেতে জননী পূজিল নিরঞ্জন।
চাঁপায়ের তটে খেলা লইয়া গাজন ॥ ১৭২
কানন কাটিতে কত মনে পেয়ে ভয়।
ত্বরা করি তারা দিঘী করিল আশ্রয় ॥ ১৭৩
কত দিন কাননে আছিল অভিলাষ।
কালে প্রসবিলা পুত্র পার্ব্বতীর দাস ॥ ১৭৪
ললাটে লিখন তার ছিল দৈববাণী।
পুত্র প্রসবিতে প্রাণ তেজিল বাঘিনী ॥ ১৭৫
ব্যাকুল বাঘের পুত্র চায় চারি ভিতে।
অশেষ অভাগ্য বাঘা অবনী আসিতে ॥ ১৭৬
সহজে চঞ্চল শিশু ক্ষুধায় অজ্ঞান।
মৃত মাতা কোলে সেই করে দুগ্ধ পান ॥ ১৭৭
মৃত্যু কথা শুনি রায় দয়ায় তরল।
কর্পূর কহেন দাদা সব কর্ম্ম-ফল ॥ ১৭৮
বিব'রে বলেন এই শার্দ্দূলের জন্ম।
পুনরপি শুন তায় নিদারুণ কর্ম্ম ॥ ১৭৯
আনন্দে অবনী-পতি জল্লাদ শিখর।
শিকার করিতে রাজা সাজিল লস্কর ॥ ১৮০
দলে বলে বিপিনে বেড়িল নরপতি।
সে দিবস শিকার না পেলে দৈবগতি ॥ ১৮১
তিন যামে তপন, তৃষায় তপ্ততনু।
বাড়িল বিশেষ ক্লেশ মেঘগত ভানু ॥ ১৮২
নফরে ভূপতি বলে জল আন ভাই।
বিধাতা বিমুখ আজি ফিরে ঘরে যাই ॥
শুনিয়া সত্বরে ধায় রাজার আরতি।
হরিদাস নফর অপর ধনপতি ॥ ১৮৪
হাতে লয়ে হেম ঝারি তারা দিঘী-তটে।
সম্মুখে শার্দ্দূল-সুতে দেখিল নিকটে ॥ ১৮৫
মানুষের সাড়া পেয়ে বাঘা দিল লম্ফ।
হরিদাস বলে ভাই দেখে দেখ রঙ্গ ॥ ১৮৬

১৭১। পক্ষ নাহি ছাড়ে বাসা—পাখীও গর্ভাবস্থায় বাসা ছাড়ে না, তবে বাঘিনী কেন ছাড়িল?
১৭৮। তরল—গলিয়া [illegible]লেন।
১৭৯। বিব'রে—বিবরিয়া, বিস্তারি[illegible]।
১৮[illegible]। তিন যামে—বেলা তিন প্রহরে, যেবেলা [illegible] অধিক পীড়াদায়ক।

তরাসে তরল তনু পলাইতে চায়।
ধাওয়াধাষি নরপতি ধরে যেয়ে তায়॥ ১৮৭
ঝারি ভরি বারি নিল বস্ত্রে বান্ধি বাঘে।
ভেট দিয়া তাযে আসি ভূপতির আগে॥ ১৮৮
শিকার সফল আজি শার্দ্দূলের ছা।
অল্প কালে মৈল অই অভাগার মা॥ ১৮৯
মৃত মাতা কোলে দুগ্ধ খেতেছিল রায়।
শুনি অতি হর্ষমতি নরপতি তায়॥ ১৯০
চারিদিগে চঞ্চল নয়নে বাবা চায়।
করুণা করিয়া লেজ মাথায় ফিরায়॥ ১৯১
দেখাইতে হেতের হাঁপালে ধরে থাবা।
তা দেখি ভূপতি বলে ভাল মোর বাবা॥ ১৯২
কড় মড় করে দন্ত, দন্তী দেখে রুটে।
লেজটা নাচায়ে লম্ফ দিতে চায় উঠে॥ ১৯৩
বাঘের বিক্রম দেখি বাড়িল আনন্দ।
নফরে বকসীস দিল জোড়া শালবন্দ॥ ১৯৪
দুর্দ্দশা ঘটিবে তায় তেঁই প্রিয় করি।
লয়ে গেল পাপ পশু পরাণের অরি॥ ১৯৫
ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় সুত তার সংসারে প্রশংসে॥ ১৯৬
তস্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরুপদে শ্রান্ত॥ ১৯৭
মুখভরি বল হরি নাম মনোরম।
বলিতে যে শব্দ অব্দ হলো কলি যম॥ ১৯৮
পাতক পলায় দূরে রা শব্দ কারতে।
মকারে কপাট পড়ে পুনঃ প্রবেশিতে॥ ১৯৯
এমন রামের নাম থাকিতে নিগূঢ়।
কেন ঘোর নরকে নিবাস করে মূঢ়॥ ২০০
দুস্পার সংসার ঘোর বিস্তার সাগর।
নিস্তার পাইবে সুখে ভজ রঘুবর॥ ২০১
নিযুক্ত করিল চারি বাঘের চাকর।
দিনে দিনে অতিশয় বাড়িল আদর॥ ২০২
করুণা লাবণ্য দেখি রাজা হ'ল মুগ্ধ।
রোজ করি দিল সাত মহিষের দুগ্ধ॥ ২০৩

সোণার জিঞ্জির দিল কাণে দিল সোণা।
নগর চত্বর ঘর দ্বার নাহি মানা॥ ২০৪
শিশু সব সহিত সতত করে খেলা।
থাবা দিয়া কেড়ে খায় লাড়ু মুড়ি কলা॥ ২০৫
না জানে মাংসের রস তেঁই প্রাণ বাঁচে।
ভাব কি দেখায়ে ব্যাঘ্র ভ্রমে নাচে নাচে॥ ২০৬
তাহা দেখে রাজার বাড়িল অভিলাষ।
শিকার করিয়া দেন হরিণের মাস॥ ২০৭
মাস দিয়া বাড়ালে বাঘের আশা বল।
লাউসেন বলে রাজা বড়ই পাগল॥ ২০৮
অবিশ্বাসে বিশ্বাস অবশ্য মন্দ ফলে।
মরিবার ঔষধ ভূপতি বান্ধে গলে॥ ২০৯
বিশেষতঃ না বুঝিলে বিপরীত ফল।
বনজন্তু বিষয়ে বিশেষ বাঘ খল॥ ২১০
কহ কহ কিরূপে ভূপতি পেলে নাশ।
করপুটে কর্পূর কহেন ইতিহাস॥ ২১১
এই রূপে দিনে দিনে বাড়ে কামদল।
জেতের স্বভাব দোষে বড় হ'ল খল॥ ২১২
সহর বাজার পাড়া বেড়ায় বিরম।
দিবসে দিবসে বড় বাড়িল বিক্রম॥ ২১৩
কবুতর কতেক কুক্কুট রাজহাঁস।
বিড়াল ইন্দুর খেয়ে বেড়ে গেল আশ॥ ২১৪
ছাগল শূকর মেষ মহিষের ছা।
ধরে ধরে ঘাড় ভাঙ্গে বিপরীত রা॥ ২১৫
নগুরে ছওয়াল যত নগরে খেলায়।
মড়ামত থাকে পড়ে মিশায়ে ধূলায়॥ ২১৬
কেহ নাই দেখে কোথা থাকে আড়ে ওড়ে।
ঝপ করে ঝাঁপ দিয়া ঘাড় ভেঙ্গে পাড়ে॥ ২১৭
তরাসে তরল যত নগরের লোক।
মহারোল গণ্ডগোল পেয়ে পুত্রশোক॥ ২১৮
জাহির করিল যেয়ে ভূপতির আগে।
যত নগরের লোকে ধরে খেলে বাঘে॥ ২১৯
বাঘ লয়ে মহারাজ সুখে কর ঘর।
আজি হৈতে আমরা চিন্তিব দেশান্তর॥ ২২০

১৮৭। তরল তনু—চঞ্চল শরীর। ধাওয়াধাষি—দৌড়াদৌড়ি।
১৯৩। দন্তী—হাতী; রুটে—রুষ্ট।
১৯৫। প্রিয় করি—ভাল বাসি।

২১৫। রা—রব, শব্দ।
২১৭। আড়ে ওড়ে—খোঁজে খাঁজে, ভগ্ন স্থানে।
২১৯। জাহির—প্রকাশ।

বনজন্তু বাঘ হলো নৃপতির পো।
প্রজায় কি কাজ দেশে ছাড় মায়া মো॥ ২২১
শুনিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে কন নৃপবর।
আজি মোরে ক্ষমা কর সবে যাও ঘর॥ ২২২
প্রতিফল দিব আমি ইহার উচিত।
এত বলি সত্বর ডাকালে মৃগাবিৎ॥ ২২৩
বারতা বলিতে ব্যাধ বারজন ধায়।
জোহার জানায় যেয়ে ভূপতির পায়॥ ২২৪
রাজা বলে তলব তোমারে এ কারণে।
বাঘ-জালে বেন্ধে আন শার্দ্দূল দুর্জ্জনে॥ ২২৫
বাঘ বন্দী হলে তোর বাড়াব সম্মান॥
এত বলি মহারাজ হাতে দিল পাণ॥ ২২৬
সাজন করিয়া ব্যাধ করিল জোহার
গজপৃষ্ঠে ভূপতি হইল আগুসার॥ ২২৭
শ্রীগুরু চরণ সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ২২৮
শুনিয়া ধাইল যত নগরের লোক।
হাতে হেতালের বাড়ি পেয়ে পুত্রশোক॥ ২২৯
দলে বলে গড় দিয়া বেড়িল ভূপাল।
ওড় আড় বুঝিয়া সন্ধানে পাতে জাল॥ ২৩০
তাড়া দিতে সহসা, সাহস নাই ডরে।
সবাই সভয় তবু বাঘ পাছে ধরে॥ ২৩১
বন বেড়ে দুড়দুম শব্দে ছুটে গুলি।
নিদ্রা ভঙ্গ হলো বাঘা উঠে খায় তালি॥ ২৩২
চারিদিগে চেয়ে দেখে নৃপতির ঠাট।
পাপ পশু পলাতে তখন খুঁজে বাট॥ ২৩৩
তড়বড়ি তাড়ায় তরাসে বাঘে দেখি।
ফুলে ফাঁপরিয়া বাঘ ফিরাইল আঁখি॥ ২৩৪
বিটকাল বদন দেখি ধড়ে প্রাণ উড়ে।
কড়মড়ি দশন আসন করে ঝোড়ে॥ ২৩৫
ঝোড়ে বন্দী হইল তবু নাহি টুটে দম্ভ।
ডাক ডাকে ডাগর ডামারে মারে লম্ফ॥ ২৩৬

তিন দিগে তাড়াইতে সবাই এক কালে।
অনেক প্রবন্ধে বাঘ বন্দী হৈল জালে॥ ২৩৭
হনুমানে যেমন বান্ধিল মেঘনাদ।
যখন লঙ্কায় বীর পড়িল প্রমাদ॥ ২৩৮
ভাঙ্গিয়া অশোক বন কারণ লণ্ড ভণ্ড।
বীরের বিক্রম দেখি কাঁপে দশমুণ্ড॥ ২৩৯
ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল বান্ধিতে বানরে।
কতেক যতনে সে বান্ধিল বীরবরে॥ ২৪০
সেইরূপে হাতে গলে বেঁধে নিল বাঘে।
লোহার পিঞ্জরে বন্দী থুইল অনুরাগে॥ ২৪১
অনুবন্ধ কয়ে বাঘা ভাঙ্গিতে পিঞ্জর।
কোপে কাঁপে কলেবর করে গরগর॥ ২৪২
লোহার পিঞ্জর তাহে বিশাই-নির্ম্মাণ।
অবোধ বাঘের ছেলে নাহি পরিত্রাণ॥ ২৪৩
এইরূপে অনেক দিবস অনাহার।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু অস্থি চর্ম্ম সার॥২৪৪
বিষম বন্ধনে বন্দী রহে বাঘবর।
রায় বলে বল ভায়া বল তার পর॥ ২৪৫
গুরু-পদ-কোকনদ-সম্পদভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥ ২৪৬
শুন দাদা সম্প্রতি সে ভূপতির তাপ।
দৈব দোষে দেবের দেবতা দিল শাপ॥ ২৪৭
অহঙ্কার অধিকে অধিক অধোগতি।
যেই দোষে দুঃখ পেলে অর্জ্জুনের নাতি॥ ২৪৮
রায় বলে বিবরে বলিবে মন তোষে।
সেবকে শঙ্কর শাপ দিল কোন দোষে॥ ২৪৯
কর্পূর বলেন কই শুন মহারাজা।
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী শঙ্করের পূজা॥ ২৫০
এই ব্রত অসুর অমর নরলোকে।
ভবিষ্য পুরাণ কথা শুনি কবিমুখে॥ ২৫১
পার্ব্বতী প্রকাশ কৈল উদ্ধারিতে জীব।
এই ব্রতে সর্ব্বথা সদয় সদাশিব॥ ২৫২
তিথির মহিমা কিছু নিবেদন করি।
ঘুণাক্ষর-ন্যায় ব্রতে ব্যাধ গেলা তরি॥ ২৫৩
বারাণসী নিবাসী মৃগারি তার নাম।
ধর্ম্মকর্ম্মে বিবর্জ্জিত দুরাশয়কাম॥ ২৫৪

২২৩। মৃগাবিৎ—মৃগা অর্থাৎ মৃগয়া জানে যে শিকারী।

২২৭। আগুসার—অগ্রসর।

২২৯। হেতালের বাড়ি—হেতাল গাছের লাঠী।

২৩৬। টুটে—ভাঙ্গে।

২৪২। অনুবন্ধ—ক্রমাগত চেষ্টা।

২৫৩। ঘুণাক্ষর ন্যায়—দৈবাৎ, যেমন ঘুণ কীট না জানিয়া অক্ষর নির্ম্মাণ করে সেইরূপ।

দৈবযোগে দূর বনে গেলা একদিন।
শিকার-আবেশে অতি অধর মলিন ॥ ২৫৫
ঘর যেতে দিন নাই ঘোরতর নিশা।
খেতে নাই সম্বল দেখিতে লাগে দিশা ॥ ২৫৬
রহিতে দুর্গমে বাঘ ভালুকের ভয়।
ভাবি চিন্তি বিম্ববৃক্ষ করিল আশ্রয় ॥ ২৫৭
দৈবযোগে সেই দিন শিবচতুর্দ্দশী।
সম্বল বিহনে ব্যাধ রহে উপবাসী ॥ ২৫৮
শীতে ভীতে ক্ষুধায় কম্পিত কলেবর।
অঙ্গ পরশিতে পত্র খসে ঝড় ঝড় ॥ ২৫৯
শিবলিঙ্গ ছিল সেই তরুর তলায়।
শিশির সহিত পত্র পড়ে তার গায় ॥ ২৬০
এই ধর্ম্মে খণ্ডিল অশেষ অপরাধ।
শঙ্কর বলেন ভাল সেবা করে ব্যাধ ॥ ২৬১
পরিণামে প্রতাপে জিনিল কালান্তকে।
হেন মহাব্রত দাদা করে তিন লোকে ॥ ২৬২
জাগরণ যাগ যজ্ঞ পূজা উপবাস।
পার্ব্বতী সহিত শিব ছাড়িয়া কৈলাস ॥ ২৬৩
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত দেবা।
দেখিল সকল পুরে পরিপাটী সেবা ॥ ২৬৪
এইরূপে দৈত্যকুলে দয়া করি শিব।
পশ্চাৎ অবনী এলো উদ্ধারিতে জীব ॥ ২৬৫
হরিদ্বার গোকুল মথুরা বারাণসে।
ভ্রমিয়া জলন্দা-বন আইল অবশেষে ॥ ২৬৬
রাজ্যের সহিত রাজা পূজে পশুপতি।
শঙ্কর কহেন আজি এই খানে স্থিতি ॥ ২৬৭
বসিয়া বিরলে যুক্তি পার্ব্বতীর সনে।
ক্ষণেক বিশ্রাম কর কুরঙ্গলোচনে ॥ ২৬৮
অনেক দিবস মোরে পূজে নরপতি।
আজি আমি বিশেষ বুঝিব তার মতি ॥ ২৬৯
দেখি না কেমন রাজা করে সমাদর।
ভাব ভক্তি ভূপে বুঝি দিতে চাই বর ॥ ২৭০
ঈশ্বরী কহেন প্রভু আসিহ সত্বরে।
বিলম্ব না সহে নাথ প্রাণ পড়ে ঘরে ॥ ২৭১
গণেশ কার্ত্তিক ঘরে কি করে না জানি।
শুনিয়া সান্ত্বনা-বাণী কন শূলপাণি ॥ ২৭২
এখনি অবশ্য আমি আসিব ত্বরায়।
এত বলি যান শিব ঘনরাম গায় ॥ ২৭৩
ভাবি ভবানীর পদ ভুলনা রে জীব।
সঙ্কট-তারিণী শিবা সেব সদাশিব ॥ ২৭৪
মিছা মায়া-মোহ-জালে জন্ম জন্ম যায়।
ঘোর কলিকালে কত কুকর্ম্ম করায় ॥ ২৭৫
তার কত ঘটে ঘোর নরক-যন্ত্রণা।
এড়াবে অবশ্য কর শিব-শিবার্চ্চনা ॥ ২৭৬
প্রকাশ নরক-নাশ কৈলাস-নিবাস।
অনায়াসে পাবে রে পার্ব্বতী কৃত্তিবাস ॥ ২৭৭
বুঝিতে রাজার মতি চলিলা মহেশ।
উন্মত্ত জটিল যোগী ভিক্ষুকের বেশ ॥ ২৭৮
লাঙ্গট ভাঙ্গট ভালে শোভে শশিকলা।
বিভূতিভূষিত অঙ্গ গলে হাড়মালা ॥ ২৭৯
দেখা দিল দক্ষিণ দুয়ারে দয়াময়।
সঘনে শিঙ্গার শব্দ সদাশিব জয় ॥ ২৮০
ডিমি ডিমি সুমধুর বাজান ডমরু।
ভ্রূকুটী করিয়া নাচে ত্রিজগত-গুরু ॥ ২৮১
আবেশে অবশ শিব নাচিতে নাচিতে।
রাজার দোয়ারিগণে লাগিল কহিতে ॥ ২৮২
উপবাসী আছি আজি করিব পারণা।
রাজার সাক্ষাত পেলে পূরাব বাসনা ॥ ২৮৩
বলহ বিশেষ বাক্য ভূপতির আগে।
বারাণসী-নিবাসী সন্ন্যাসী ভিক্ষা মাগে ॥ ২৮৪
শুনিয়া সত্বরে বাক্য শুনান রাজায়।
বাড়ি বারাণসী বুড়া যোগী ভিক্ষা চায় ॥ ২৮৫
পারণা করিতে মাগে পরমান্ন ভাত।
তোমায় তৎপর বলে করিতে সাক্ষাৎ ॥ ২৮৬
রাজা বলে গবাক্ষ-দুয়ারে দেখা পাই।
দূর কর ওসব জঞ্জালে কার্য্য নাই ॥ ২৮৭
যোগীর জঞ্জাল নাহি ছাড়ে এক তিল।
বাড়ি বারাণসী বলে যতেক জটিল ॥ ২৮৮
ভাল নহে ভিখারীর বাড়াইতে আশা।
সময় সামগ্রী কার্য্য নাই বুঝে দশা ॥ ২৮৯
ভিক্ষুকের সাক্ষাতে সংবাদ নাই কাজ।
বল যেয়ে মহলে নাহিক মহারাজ ॥ ২৯০

শিকার আবেশে—শিকা[illegible] জন্ত বনে।

২৫৭। দুর্গমে—দুর্গম বনে।

২৭৭। কৈলাস-নিবাস—কৈলাসে নিবাস যাঁর—মহাদেব।

২৮৬। তৎপর—শীঘ্র।

তবে যদি সহসা প্রবেশ করে পুর।
দ্বার দিয়া দূর কর ছোবাইয়া কুকুর ॥ ২৯১
শুনিয়া সত্বরে আসি বলিল বিনয়।
নিকেতনে নরপতি নাহি মহাশয় ॥ ২৯২
জগন্ময় যোগী বলে যাব অন্তঃপুরে।
দূতমুখে ভেটে রাজা বসে থাকে ঘরে ॥ ২৯৩
দূতগণে বলে যোগী বড় না কুটিল।
রাজপুরে কাজ কিরে পাগল জটিল ॥ ২৯৪
নিষেধ না মানে কোপে চলিল ঠাকুর।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে দুষ্ট ঠেকালে কুকুর ॥ ২৯৫
ছোবাইতে কুকুর কুটিল কোপে ধায়।
বেড়াবেড়ি দিয়া শিব ঠাকুরে ঠেকায় ॥ ২৯৬
চারিদিকে চন্দ্রচূড় চাহিয়া চঞ্চল।
দূরে থাকি ঈশ্বরী হাসেন খল খল ॥ ২৯৭
শিবের সেবক হয়ে করে এত দূর।
অতি কোপে অভিশাপ দিলেন ঠাকুর ॥ ২৯৮
গ্রাম্য পশু কুকুর নাশিল মোর আশ।
বনজন্তু বাঘে তোর হবে সর্ব্বনাশ ॥ ২৯৯
বিধি বাম হলে বুদ্ধি যায় রসাতল।
লাউসেন বলেন মনের মত ফল ॥ ৩০০
হেন পাপে অভিশাপ অবশ্য উচিত।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্ম-সঙ্গীত ॥ ৩০১
বিবরে বলিনু শুন রাজ অভিশাপ।
তারপর শুন পুনঃ বাঘের বিলাপ ॥ ৩০২
গৌরীর গমন গড়ে জানিয়া শার্দ্দূল।
হৃদে আরোপিয়া কান্দে চরণ যুগুল ॥ ৩০৩
কোথা মা করুণাময়ি কমললোচনি।
অভিশাপ অবশেষে বলিছ আপনি ॥ ৩০৪
বিপত্তে স্মরণে তোরে করিব উদ্ধার।
তবে গো জননি কেন এ গতি আমার ॥ ৩০৫
দেবতা অসুর কিবা পশু পক্ষী ফণী।
তুমি গো তারিণী তারা ত্রিলোকজননী ॥ ৩০৬
কিবা বা পণ্ডিত মূর্খ সজ্জন দুর্জ্জন।
বালকে মায়ের দয়া না ছাড়ে কখন ॥ ৩০৭
বাসুকি বাসব বিষ্ণু বিধাতা বরুণ।
বামদেব বিবরে বলিতে নারে গুণ ॥ ৩০৮
মহিমা না জানে অষ্টলোকপাল বসু।
কি জানি মহিমা আমি বনজন্তু পশু ॥ ৩০৯

বাঘের বদনে স্তুতি শুনি কৃপাবতী।
শঙ্করে বলেন মাতা শুন প্রাণপতি ॥ ৩১০
ভাবভক্তি বুঝে এলে ভক্ত ভূপতির।
মোর ভক্ত আছে এক শার্দ্দূল শরীর ॥ ৩১১
বিপত্তে পড়িয়া সে স্মরণ করে মোরে।
আজ্ঞা দিলে দণ্ড দুই দেখে আসি তারে ॥ ৩১২
ঠাকুর বলেন চল যাব ঐ পথ।
পরিপূর্ণ করিয়া বাঘের মনোরথ ॥ ৩১৩
পার্ব্বতী কহেন তবে পরম মঙ্গল।
দেখিতে আইলা দোঁহে বাঘ কামদল ॥ ৩১৪
পিঞ্জর নিকটে আসি পাসরিতে পা।
বাঘ বলে বিপদনাশিনি এলে মা ॥ ৩১৫
ভবানী বলেন ভয় না ভাবিহ মনে।
এসেছি অখিল-গুরু ঈশ্বরের সনে ॥ ৩১৬
শব্দ শুনি আনন্দিত শার্দ্দূলনন্দন।
পিঞ্জরে বন্দিল হর-গৌরীর চরণ ॥ ৩১৭
দেবী কন দুঃখ এত কিসের কারণ।
বাঘ বলে সিদ্ধ বটে তোমার চরণ ॥ ৩১৮
আমারে জন্মালে তুমি খল জন্তু করি।
জেতের স্বভাব দোষ পাসরিতে নারি ॥ ৩১৯
ঈশ্বরী কহেন সেই রাজা নিজ পাপে।
আজি পেলে অভিশাপ ঈশ্বরের তাপে ॥ ৩২০
বুঝিবা তোমার হাতে পরাভব ভূপ।
এত বলি মহামায়া ঘুচালে কুরূপ ॥ ৩২১
দুর্গতি করিয়া দূর দেবী দিলা বর।
বল বুদ্ধি বিক্রমে হইল স্বতন্তর ॥ ৩২২
দৈব দোষে দিবস দশেক গেল দুখে।
আজি হইতে আমার আশীষে থাক সুখে ॥ ৩২৩
বর পেয়ে বার হইল বাঘ বীরবর।
বাড়িল বিক্রমে কোপে কাঁপে গুর্ গুর্ ॥ ৩২৪
শঙ্কর কহেন দেবি থাক সাবধানে।
বৃত্রাসুর বিক্রম সদাই পড়ে মনে ॥ ৩২৫
অনেক দিবস উগ্র তপস্যা করিয়া।
বর মাগে অসুর আমারে ভুলাইয়া ॥ ৩২৬
অজি হতে আমি যার শিরে দিব হাত।
অবনীমণ্ডলে তার অবশ্য নিপাত ॥ ৩২৭
না বুঝিয়া বর দিয়া ঠেকিনু বিপাকে।
পরীক্ষা করিতে চায় আমার মস্তকে ॥ ৩২৮
তাড়া দিয়া তিনলোক করালে ভ্রমণ।
আপনি কৃষ্ণনাথ রাখিল জীবন ॥ ৩২৯

২৯১। ছোবাইয়া—লেলাইয়া।

সেইরূপ বর পেয়ে বাঘা বলবান।
বলিতে বলিতে বড় শিহরিল কাণ ॥ ৩৩০
শঙ্করের সাজ দেখি তাড়া দিয়ে যায়।
কাঁকালি ভাঙ্গিল দেবী বামপদ ঘায় ॥ ৩১
তথাপি বিক্রম করে ধরিবারে আশে।
তিরোধান হয় গৌরী গেলেন কৈলাসে ॥ ৩৩২
হরিগুরু চরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৩
চারিদিকে দেখি বাঘা কেহ কোথা নাই।
কোপে তাপে ভোখে রোকে কয়ে হাঁই হাঁই ॥৩৩৪
ডাক ডাকে ডাগর ডাগর গোটা চারি।
শব্দ শুনি গর্ভের বালক হয় বারি ॥ ৩৩৫
নগর প্রবেশ করি লাগে যারে পায়।
বলে ছলে ধ'রে ধ'রে ঘাড় ভেঙ্গে খায় ॥ ৩৩৬
আশা বৃদ্ধি হলো বাঘা ফিরে নাছে নাছে।
তরাসে তরল লোক প্রাণ উড়ে পাছে ॥ ৩৩৭
যুবতী ধরিয়া খায় যুবকের কোলে।
শিশু কান্দে জননী ছাড়িয়া কোথা গেলে ॥ ৩৩৮
রমণী রাখিয়া কারও ধরি খায় পতি।
কোথা গেলে প্রাণনাথ ফুকারে যুবতী ॥ ৩৩৯
কেহ কান্দে মামা মেসো খুড়া জেঠা ভাই।
হাপুতির পুত খেলে সাধের জামাই ॥ ৩৪০
এইরূপ ঘরে ঘরে বাঘের ভাঙ্গান।
দেখে শুনে ভয়ে উড়ে রাজার পরাণ ॥ ৩৪১
কোপে তাপে সেজে এল ধরিতে শার্দ্দূল।
অভয়া আশীসে বাঘা করিল নির্ম্মূল ॥ ৩৪২
রাজারে সংগ্রামে জিনি সহর প্রবেশে।
ঠাড় মোড় হ'ল লোক তরাসে হুতাশে ॥ ৩৪৩
হাটিনা বাজারি কান্দে কাবারি কুজুড়া।
ধ'রে ধ'রে ঘাড় ভাঙ্গে কিবা বাল্য বুড়া ॥ ৩৪৪
প্রাণ লয়ে কেহ যদি পালাইতে চায়।
সকলে ছাড়িয়া আগে তারে ধরে খায় ॥ ৩৪৫
তরাসেতে তাঁতির তনয় তাঁত ঘাড়ে।
লুকাইতে লাফ দিয়া বাঘা ধরে ঘাড়ে ॥ ৩৪৬
কামার কুমার মালি তাম্বুলি বাউরি।
খিশে[illegible] সজ্জন য[illegible]পর আগুরি ॥ ৩৪৭

মীর মিয়া মোগল মহলে দিল দাগা।
বাঁদী বলে ফতমা বিবি ফুপায় খেলে ঘ ঘা ॥ ৩৪৮
আই উই খরাপে পাছে আসে অন্তঃপুরে।
দেখত ভাগা গাজি মিঞা বাঘটা কতদূরে ॥ ৩৪৯
বলিতে বলিতে বাঘা দাগা দিল গিয়া।
লেজটা নাচায়ে লম্ফে নাকসাট দিয়া ॥ ৩৫০
ভয়ে মিয়াগণ কত হুটারে হুতাশে।
বোবা হলো তোবা তোবা কেহ কহে ত্রাসে ॥৩৫১
হাম্মাম আদম বা খোদায় কদম।
হুতাশে একিদা হারা হইল বেদম ॥ ৩৫২
প্রাণভয়ে ভাবুকে পালালো কত লোক।
শেষ বাঘা ভূপতি-ভবনে দিল শোক ॥ ৩৫৩
রাজপুরে প্রবেশি রাজার পরিবার।
দাস দাসী আদি বাঘা করিলা সংহার ॥ ৩৫৪
পালঙ্কে বসিয়া খায় রাজার যুবতী।
ভূপাল পালালো পেয়ে প্রবল দুর্গতি ॥ ৩৫৫
শঙ্করের শাপে শীঘ্র সংশয় সঙ্কটে।
অভয়া আশীষে বাঘা রাজা হলো পাটে ॥ ৩৫৬
হাতে প্রাণ করিয়া পালালো নৃপবর।
প্রবেশ করিল রাজা গৌড়ের সহর ॥ ৩৫৭
বার-ভূঁঞা বেষ্টিত বসিয়া নরপতি।
হেন কালে কাতর ভূপতি কৈল নতি ॥ ৩৫৮
আছাড় খাইয়া পড়ে মুখে নাই রা।
কাছে বসাইল রাজা তোয়াইল গা ॥ ৩৫৯
রাজা বলে কি কারণে কহ মন-কথা।
সর্প হয়ে দর্প কেন হইল মহীলতা ॥ ৩৬০
জল্লাদ-শিখর কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
প্রতিপাল্য শার্দ্দূল করিল সর্ব্বনাশ ॥ ৩৬১
সকলি সংহারি সেই রাজা হলো পাটে।
বৃদ্ধকালে এত দুঃখ আছিল ললাটে ॥ ৩৬২
এত শুনি ভূপতি করেন হায় হায়।
দারুণ দেবের দাগা দয়া নাহি তায় ॥ ৩৬৩
বিধাতার শেল বাক্য বড়ই আশ্চর্য্য।
দূর কর মিছা মায়া মন কর ধৈর্য্য ॥ ৩৬৪

৩৩১। বামপদ ঘায়—বাঁ পায়ের [illegible]তে
৩৪১। ভা[illegible]ন—আক্রমণ, আহা[illegible]

[illegible]। ভাবুকে—হুমকি, ভয়প্রদর্শক ভঙ্গী বিশে[illegible]।
[illegible]৬০। সর্প তুল্য তেজস্বী হয়ে, কেন কেঁচোর মত হইলে।

কেবা কার জননী জনক জায়া যশ।
যত কিছু দেখ শুন সব দিন দশ ॥ ৩৬৫
এত বলি প্রবোধ করিয়া মহারাজ।
দড় দড় হুকুম হইল সাজ সাজ ॥ ৩৬৬
শার্দ্দূল শিকারে যাব নবলক্ষ দলে।
শুনিয়া সিফাই সব সাজে বীর-বলে ॥ ৩৬৭
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৬৮
শার্দ্দূল শিকারে সাজে সাহসে সত্বর।
তাজি বাজি তুরকী টাঙ্গনে করে ভর ॥ ৩৬৯
আগুদলে মাতোয়ালা মাতঙ্গের যুথ।
শমন সমান সাজে রাহুত মাহুত ॥ ৩৭০
তিন লক্ষ তাজা তাজি তুরকী তুরঙ্গ।
উনলক্ষ রণ-দক্ষ জুঝাড় মাতঙ্গ ॥ ৩৭১
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালি ফরিকার।
চতুরঙ্গ দলে চলে যম অবতার ॥ ৩৭২
নিনাদে হাতির কান্ধে দগড় দামামা।
গজপৃষ্ঠে সেজে চলে ভূপতির মামা ॥ ৩৭৩
আগে পিছে ধানুকী বন্দুকী ধায় ঢালি।
তড় বড়ি গমনে গগনে উঠে ধূলি ॥ ৩৭৪
পার হৈল ভৈরবী পশ্চাৎ গোলাহাট।
প্রবেশ জলন্দা-ভূমি ভূপতির ঠাট ॥ ৩৭৫
নগরে -া শুনি নৃপ, মনুষ্যের শব্দ।
বাঘের বিক্রম সত্য শুনে হলো স্তব্ধ ॥ ৩৭৬
প্রতাপে সহর গড় বেড়িল ভূপাল।
ওত-আত সন্ধান বুঝিয়া এড়ে জাল ॥ ৩৭৭
তাড়া দিতে তথাপি তরাসে তনু কাঁপে।
সবে মনে করে আসে বাঘ পাছে ঝাঁপে ॥ ৩৭৮
বন-বেড়ি বড় গোলা বন্দুকে ছুটে গুলি।
ধূম দাম শব্দ শুনি বাঘা খায় তালি ॥ ৩৭৯
হেন কালে মদমত্ত মাতঙ্গে বুঝায়।
বেগে বাঘ বিদ্যুৎবেগে ফলঙ্গে এড়ায় ॥ ৩৮০
চৌদিকে চঞ্চল চাপি চতুরঙ্গ দলে।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে বাঘা কামদলে ॥ ৩৮১
টাঙ্গি শেল সঘনে সিফাই সব কোপে।
অভয়া আশীষে বাঘা উভ উভ লোফে ॥ ৩৮২
নবলক্ষ সেনা দেখে নাহি মানে হেঁট।
বাঘা বলে বাসুলি বাড়ায়ে দিল ভেট ॥ ৩৮৩
কোপে তাপে উলটি পালটি মারে লম্ফ।
বাঘের বিক্রম দেখে রাজা হলো স্তম্ভ ॥ ৩৮৪
হাঙ হাঙ হাঁকাসে হাথির ঘাড়ে চড়ে।
কামড়ায়ে মাহুত সহিত ভূমে পাড়ে ॥ ৩৮৫
এইরূপ কত কত তুরঙ্গ মাতঙ্গ।
নখে দাঁতে রাজার লস্কর দিল ভঙ্গ ॥ ৩৮৬
করিযূথ হরিবৃন্দ দেখিয়া বাঘায়।
হুতাশে হুটরে পড়ে গড়ে ঠায় ঠায় ॥ ৩৮৭
বড় বড় বীর পড়ে খেয়ে থাবা থোবা।
হিন্দু ভাবে শ্রীহরি যবন ভাবে তোবা ॥ ৩৮৮
একা বাঘে রাজসেনা দেখে কত লক্ষ।
ভাব বুঝি বাঘের বাসুলি দেবী পক্ষ ॥ ৩৮৯
বাঘের বিক্রমে বুক করে দুর দুর।
সাপিনী সম্মুখে যেন সভয় শালুর ॥ ৩৯০
ঘালি খেয়ে ঘরপানে পলায় লস্কর।
দূরে থাকি ডর নাই ডাকে নৃপবর ॥ ৩৯১
এইরূপে উঠে বাঘা দিলেক দাঁদাল।
ভূপাল পালাল পিছে ফেলাইয়া ঢাল ॥ ৩৯২
ভাব কী লাগিল সবে পলাইয়া যায়।
হুতাসে হুটারে হাথী পড়ে ঠায় ঠায় ॥ ৩৯৩
কেহ কেহ তরাসে তর্খন ত্যজে তনু।
ঘালি খেলে ঘরে যেয়ে কেহ মল অনু ॥ ৩৯৪
ভয় ভাবি ভাবুকে ভূপতি দিল ভঙ্গ।
কলিল যতেক সব রঙ্গিণীর রঙ্গ ॥ ৩৯৫
শার্দ্দূলের জন্ম কর্ম্ম কহিনু সংক্ষেপে।
অভয়া আশীষে বাঘা আছে এইরূপে ॥ ৩৯৬
অতেব না যাব দাদা বাঘে পাছে গিলে।
করতলে কত নিধি পরাণ বাঁচিলে ॥ ৩৯৭
লাউসেন বলে নহি জল্লাদ শেখর।
মোরে অভিশাপ নাহি করিল শঙ্কর ॥ ৩৯৮
গৌরপতি নহি যে পলায়ে যাব দূর।
ত্রিলোকের নাথ ধর্ম্ম আমার ঠাকুর ॥ ৩৯৯

৩৭৭। ওত-আত—অন্ধি সন্ধি। এড়ে জাল—জাল পাতে বা ফেলে।

৩৮৩। নাহি মানে হেঁট—পরাজয় স্বীকার করে না। ভেট—উপহার ...; মানুষ ...দের আহারের জিনিস। বাসুলী—ভগবতী।

৩৯৪। ঘালি খেয়ে—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে। অনু—...

কর্পূর কহেন সব স্বপ্ন হেন গণি ।
আমি ত না যাব ঐ সঙ্কট সরণি ॥ ৪০০
আমার সহিত তুমি সত্য কর আগে ।
মোরে থুয়ে লুকায়ে বধিতে যেও বাঘে ॥ ৪০১
হাসিয়া কহেন সেন ভাল মোর ভাই ।
বিদেশে ভরসা ভাল এইরূপই চাই ॥ ৪০২
ভাল এস জগদম্বা নিকটে জানি তত্ত্ব ।
তবে তব বচন পালিব এই সত্য ॥ ৪০৩
এতক্ষণে প্রাণ পেয়ে কহেন কর্পূর ।
ভাল কালি যেও দাদা আছেন ঠাকুর ॥ ৪০৪
এত বলে আনন্দে উত্তরে সেই গ্রামে ।
সমাদরে বেদ-বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ধামে ॥ ৪০৫
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায় ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায় ॥ ৪০৬

গৌড়যাত্রা পালা সমাপ্ত ।

দশম সর্গ ।

কামদল বধ ।

মুখ ভরি বল হরি ধর্ম্মের সভায় ।
বিফল বাসনা-বশে বৃথা জন্ম যায় ॥ ১
আশী লক্ষ যোনি আগে করিয়া ভ্রমণ ।
পশ্চাৎ মানব দেহ কৃষ্ণের সাধন ॥ ২
পেয়েছ প্রচুর পুণ্যে আর পাবে নাই ।
ধর্ম্মপথে রাখ মতি ভুল না রে ভাই ॥ ৩
রাতুল চরণ রুচি অরুণ প্রভাত ।
নিরখিয়া লজ্জায় মলিন নিশানাথ ॥ ৪
উড়ুগণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গে ।
যতি সতী জনার হইল নিদ্রা ভঙ্গ ॥ ৫
শিরসি সহস্রদলে ভাবি গুরু ব্রহ্ম ।
সরোবরে স্নান পূজা সারি নিত্য কর্ম্ম ॥ ৬
ধর্ম্ম ধ্যান করি পুন বান্ধিয়া কোমর ।
শার্দ্দূল শীকারে চলে সাহসে সত্বর ॥ ৭
হাতে প্রাণ করিয়া কর্পূর পিছে ধান ।
ত্রাসে বিকল চিত্ত হরি পানে চান ॥ ৮

৪। রাতুল—লাল ।
৫। উড়ুগণ—নক্ষত্রসমূহ ।
৬। সহস্রদল—পদ্ম ।

গড়ের নিকটে কিছু কন করপুটে ।
পুনঃ পুনঃ বলি শুন না যেও সঙ্কটে ॥ ৯
দেখিলে দুর্জ্জয় বাঘা পাছে এসে গিলে ।
করতলে কত নিধি পরাণ বাঁচিলে ॥ ১০
লাউসেন কয় ভায়া ভয় ভাব কিসে ।
সঙ্গে এস বধি বাঘা ধর্ম্মের আশীষে ॥ ১১
প্রত্যয় না হয় মনে বেড়েছে বিরাগ ।
প্রতি ঝাড়ে ঝোড়ে বলে দাদা ঐ বাঘ ॥ ১২
বায়ে যত উড়ায় পথের ধূলা বালি ।
তা দেখে তরাসে বলে বাঘ খায় তালি ॥ ১৩
কাঁকালি ধরিয়া পথ চলে কাছে কাছে ।
তরাসে তরল তনু প্রাণ উড়ে পাছে ॥ ১৪
গুখান শালের শাখা উড়ে মন্দ বাতে ।
দেখে বলে এল ঐ নিতে হাতে হাতে ॥ ১৫
কত দূরে হুতাশে ছুটায়ে পড়ে ভূমে ।
চেতন করান সেন জল দিয়ে মুখে ॥ ১৬
হেসে বলে হুঁসার হুঁসার বট ভাই ।
বিদেশে ভরসা ভাল এইরূপ চাই ॥ ১৭
কতেক কাতর উক্তি কহেন কর্পূর ।
কালি সত্য করে কেন আজি কর দূর ॥ ১৮
মহারাজ দশরথ সত্যের কারণে ।
ত্রিলোকের নাথ রামে পাঠাইল বনে ॥ ১৯
বিভীষণ সুগ্রীবের রাজত্ব, সত্য পালি ।
কোথা গেল দুর্জ্জয় বানররাজ বালী ॥ ২০

১৫। বাতে—বাতাসে ।
১৭। হুঁসার—হুঁসিয়ার ।
১৮। পশ্চিমে উদয় যদি হয় দিবাকর ।
ফুটে যদি পদ্মফুল পর্ব্বত উপর ॥
অগ্নি যে শীতল হয় প্রচলে পর্ব্বত ।
তথাপি সজ্জন বাক্য নহে অন্য মত ॥
যে বচন পালিতে পাতালে গেল বলি ।
জরাসন্ধ প্রাণ দিল অঙ্গীকার পালি ॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ পুরাণে প্রমাণ ।
সত্য পালি সংসারে দাঁড়াতে নাহি স্থান ॥
সপ্তদ্বীপা দান দিল দক্ষিণার তরে ।
। বালক বন্দী ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
হইলা রাজা ব্রাহ্মণের দাস ॥
অঙ্গীকার বচন লঙ্ঘন ভাব ত্রাস ॥
(দুইখানি পুঁথিতে এইটুকু অধিক আছে ।)

বলি যে পাতালে গেল প্রমাণ পুরাণ।
হেন সত্য করি দাদা কেন কর আন্ ॥ ২১
এই বনে বড়বৃক্ষে রাখ লুকাইয়া।
বাঘা যেন নাহি দেখে আড়ি উড়ি দিয়া ॥ ২২
বুঝি সময়ের গতি শিমূলের গাছে।
কপূ রে রাখিল বান্ধি, বাঘ দেখে পাছে ॥ ২৩
চক্ষু যুড়ি অঙ্গে দিল আচ্ছাদন শাখা।
পাণ্ডবের অস্ত্র যেন গাছে ছিল ঢাকা ॥ ২৪
যে কালে অজ্ঞাত-বাসে লুকাইয়া বেশ।
পাঁচ ভাই পাণ্ডব ছাড়িল নিজ দেশ ॥ ২৫
বৎসর বঞ্চিতে গেলা বিরাটের ঘরে।
বন্ধনে রাখিয়া অস্ত্র বৃক্ষের উপরে ॥ ২৬
সেইরূপ বন্ধনে যতনে রাখি তায়।
বাঘ অন্বেষণ করে লাউসেন রায় ॥ ২৭
তখন কপূর কিছু লাউসেনে কয়।
সাবধানে যেও বনে বাঘটায় ভয় ॥ ২৮
মোরে মাত্র ভাল করে বান্ধি থুইও গাছে।
শুনিলে বাঘের সাড় পড়ে মরি পাছে ॥ ২৯
শুনে হাসি কন রায় সুখে আছ ভেয়ে।
ভাল যে ভরসা দিলে বাঘ বধি যেয়ে ॥ ৩০
এত বলি বিজয়ী বাঘের অন্বেষণে।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত দ্বিজ শ্রীরাম ভণে ॥ ৩১
গহনে গহনে গড় ভ্রমি বার তিন।
দেখিতে না পান রায় শার্দ্দূলের চিন্ ॥ ৩২
ঝোপ ঝাপ কানন কুহর বুলি চেয়ে।
চঞ্চল চরিত্র বড় বাঘেরে না পেয়ে ॥ ৩৩
সন্ধান করেন পুনঃ প্রবেশি সহর।
ধর্ম্মের আশীষে ফেরে বুকে নাহি ডর ॥ ৩৪

দাঁড়ায়ে দণ্ডেক দেখে নগরের ঠাট।
সুচারু চত্বর কুলি পরিসর বাট ॥ ৩৫
ঘর বাড়ী নগর সকল সৌধময়।
কত দেখে দেউল দোহারা দেবালয় ॥ ৩৬
কত কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায়।
মঠ কোঠা মন্দিরে সহর শোভা পায় ॥ ৩৭
এ হেন সহরে নাই মনুষ্যের সাড়া।
সহর করেছে নষ্ট বাঘে দিয়া তাড়া ॥ ৩৮
দেবতা না চলে বাট জলন্দার পথে।
মন্দগতি পবন পরাণ লয়ে হাতে ॥ ৩৯
দানবে দহিছে যেন দেবতার পুর।
সত্য মানে যত কথা কহিল কহিল কপূর ॥ ৪০
উপর গগণ গড়ে নাহি উড়ে পক্ষী।
বাঘ বড় বলবান মনে নিল সাক্ষী ॥ ৪১
তথাপি কাতর নহে বীর বিনা শ্রমে।
বাঘের উদ্দেশে ফিরে বিশাল বিক্রমে ॥ ৪২
সহর বাজার পাড়া তাড়া দিয়া ফিরে।
শার্দ্দূলে না পেয়ে চিন্তা বাড়িল অন্তরে ৪৩
প্রতি ঘরে প্রবেশি সন্ধান নাহি পায়।
রাজপাটে শুয়ে বাঘা সুখে নিদ্রা যায় ॥ ৪৪
যখন হইল দোষাসুরের সময়।
দেবমানে পরিপূর্ণ শতেক বৎসর ॥ ৪৫
প্রবল মহিষাসুর দৈত্যের ঠাকুর।
প্রতাপে জিনিল যত দেবতার পুর ॥ ৪৬
অসুর হইল ইন্দ্র দেবতা পলান।
পশ্চাতে পার্ব্বতী হাতে পায় পরিত্রাণ ॥ ৪৭
সেইরূপ জলন্দা জিনিল কামদল।
দনুজ-দলনী দুর্গা দেবী পক্ষবল ॥ ৪৮
হেন বাঘা উদ্দেশে উদ্বেগ পেয়ে রায়।
অন্তরে অনাদি-পদ একান্ত ধেয়ায় ॥ ৪৯
ইষ্টদেব স্মরণে সন্তাপ গেল দূর।
নিদ্রাভঙ্গ হলো বাঘা ত্যজে রাজপুর ॥ ৫০
জল খেয়ে পুনরপি কদম্বতলায়।
অচেতন হয়ে পড়ে সুখে নিদ্রা যায় ॥ ৫১

---

২০ বিভীষণ ইত্যাদি—সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া বিভীষণ ও সুগ্রীব রাজত্ব পাইল।

২১। আন্—অন্যথা।

২২। আড়ি উড়ি দিয়া—উঁকি ঝুঁকি মারিয়া।

২৯। থুইও—রাখিও।

৩২। চিন্—চিহ্ন।

৩৩। ঝোপ ঝাপ—গুল্ম নিবিড় বন। কুহর—গর্ত্ত। বুলি—ভ্রমণ করিয়া।

৩৪। ফেরে—ভ্রমণ করে।

৩৬। মৌময়—চূণকাম করা বাড়ী।

৪৪। রাজপাটে—রাজতক্তে।

৪৫। দেবমানে—দেবতার মানে, গণনায়।

৪৮। পক্ষবল—সহায়।

অবনী লুটায়ে অঙ্গ আগে দুটা মুলা।
নাকের নিশ্বাসে উড়ে নগরের ধূলা। ৫২
সমীর সঞ্চার বিনা সমাকুল রেণু।
সেন বড় সুবুদ্ধি সন্ধান করে অনু। ৫৩
দেখিলে দুর্জ্জয় বাঘে প্রাণ যায় উড়ে।
কাননে পত্রের যেন কিরাতের কুঁড়ে। ৫৪
প্রবল গায়ের লোম প্রাদেশ প্রমাণ।
গোঁক দুটা গোটা ঝাঁটা লোটা দুটা কাণ। ৫৫
বিটকাল বদন বড় বিকট দশন।
নাটা পারা দুটা আঁখি তারার বরণ। ৫৬
গোটা দশ বার হাত লেজটা দীঘল।
দেখিয়া চিন্তেন সেন দেবতার বল। ৫৭
সাহসে সম্মুখে সেন দর্প করি কন।
ওঠ রে পাপিষ্ঠ দুষ্ট হারাতে জীবন। ৫৮
তোর ভয়ে কতেক পেয়েছি দুখচয়।
আজি তোরে বধিয়ে ঘুচাব দেশে ভয়। ৫৯
বীরদর্পে বাঘেরে বলেন বাক্য যত।
উত্তর না দেয় বাঘা আছে নিদ্রাগত। ৬০
ফলা-ঠেলা দিয়া যত চিয়াইতে চান।
কাঁচা ঘুমে ঘোর আঁখি না মিলে নয়ান। ৬১
লেজ ধরি পাক মারি ফিরাইল পাশ।
উলটি ঘুমায় ঘোরে সঘনে নিশ্বাস। ৬২
উপরে মালক ছাড়ে করি বীরদাপ।
তথাপি না উঠে হেন ছার জন্তু পাপ। ৬৩
সুচিন্তিত লাউসেন ভাবে মনে মনে।
কেমনে হানিব ছোট জীব অচেতনে। ৬৪
এ বড় প্রবল পাপ পছে ঘটে আমা।
এই ঠেকে ঠেকিল ঠাকুর অশ্বত্থামা। ৬৫
দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ছিল নিদ্রাগত।
কুরুবংশে কার্য্য সাঙ্গ তারে করি হত। ৬৬

৫২। মুলা—সম্মুখের পদদ্বয়।
৫৩। সমীর সঞ্চার ইত্যাদি—বাতাস না বহিলেও, বাঘের নিশ্বাসের জোরে ধূলা উড়িতেছে।
[illegible]—পশ্চা[illegible]গে থাকিয়া।
[illegible] কাম[illegible]—বাঘটা যেন ঠি[illegible] ব্যাধের [illegible] ঘরের মত।
৫৬। তারার বরণ—নক্ষত্রের মত [illegible]ল।
৫৭। দীঘল—লম্বা।

এই পাপে ঠেকে গেল অর্জ্জুনের হাতে।
হাতে গলে বান্ধি দিল দ্রৌপদী সাক্ষাতে। ৬৭
একে সে ব্রাহ্মণ তাহে গুরুর নন্দন।
দ্রৌপদী ইহার হেতু রাখিল জীবন। ৬৮
ব্রাহ্মণে উচিত নহে শরীরের দণ্ড।
দেশ হতে দূর কর মুড়াইয়া মুণ্ড। ৬৯
তথাপি অর্জ্জুন শোকে কোপে কম্পবান্।
মুড়াউতে মস্তক কাটিল অর্দ্ধখান। ৭০
অপর প্রমাণ তার পেয়েছি পুরাণে।
মুচুকুন্দ মহারাজ জিনি দৈত্যগণে। ৭১
দেবতা আশীষ লয়ে পর্ব্বত গুহায়।
চিরকাল নরপতি সুখে নিদ্রা যায়। ৭২
কালযবনের ভয়ে আপনি শ্রীহরি।
রণে ভঙ্গ দিয়া প্রভু প্রবেশিলা গিরি। ৭৩
পিছে পিছে আছে কালযবন দুর্জ্জয়।
মুচুকুন্দে মারি লাথি হলো ভস্মময়। ৭৪
যার ভয়ে যদুপতি জলে করে বাস।
নিদ্রাভঙ্গ করি হেন জনের বিনাশ। ৭৫
যোগনিদ্রা এলো যবে প্রলয়ের জলে।
দুই দৈত্য জন্মিল বিষ্ণুর কর্ণমূলে। ৭৬
মধু আর কৈটভ দানব দুরাশয়।
চারিদিকে চেয়ে দেখে সব জলময়। ৭৭
নাভিপদ্মে বিষ্ণুর বিধাতা করে বাস।
তাঁরে দেখে যায় দুষ্ট করিতে বিনাশ। ৭৮
ত্রাস পেয়ে প্রজাপতি প্রণতি প্রার্থনা।
করিতে পার্ব্বতী প্রতি খণ্ডাল যন্ত্রণা। ৭৯
হেন নিদ্রাতুর বাঘ, এ সব প্রসঙ্গ।
ভাবিতে ভাবিতে হেথা হলো নিদ্রাভঙ্গ। ৮০
অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠে বাঘা কামদল।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। ৮১
শ্রীধর্ম্ম সভায় সবে বল হরি হরি।
পাপরাশি নাশি সবে সুখে যাবে তরি। ৮২
অসার সংসার তায় ব্যাপক মায়ায়।
[illegible]ত্ব ত্যজি চিত্তে কেন সদা মত্ত তায়। ৮৩
[illegible]র্ম্মফলে কপালে কেবল দুখ সুখ।
[illegible] লক্ষপতি কেহ নাচেন্ন ভিক্ষুক। ৮৪
কা[illegible] করি বহে কেহ, কেহ চাপে কান্ধে।
যত[illegible] কেহ শুভাশুভ সব কর্ম্মফান্দে। ৮৫
লা[illegible] আশে আসি কেহ মূল নাশি যায়।
তরি যাবে ভবসিন্ধু কহে উপায়। ৮৬

নিদ্রাভঙ্গ হলো বাঘা আলস্য এড়াই।
অঙ্গমোড়া হুহুঙ্কার ঘন ছাড়ে হাই ॥৮৭
চারিদিকে চঞ্চল লোচনে ফিরে চায়।
সাক্ষাৎ শমন সম সেনে দেখা পায় ॥ ৮৮
দেখি অভয়ার অসি অস্থির অন্তর।
বিশেষ বুঝিল এই রঞ্জার কোঙর ॥ ৮৯
দেখিল সংসার চিত্র ফলার উপর।
বাম হলো বাসুলি বুঝিল ব'ঘবর ॥ ৯০
শান্তমূর্ত্তি দেখি সেনে শার্দ্দূলনন্দন।
বলে পৃথিবীতে পরম পুরুষ এই জন ॥ ৯১
সাধুসঙ্গ সাক্ষাতে সকল সিদ্ধি লাভ।
ভাবিতে ভাবিতে ভুলে জাতির স্বভাব ॥ ৯২
লেজ কাণ সাটে সে পাকল দিঠে চায়।
লাউসেন বলে তোর প্রাণ নিব ঠায় ॥ ৯৩
শার্দ্দূল কহেন রাজা জল্লাদ-শিখর।
বারে বারে মোরে কত বধেছ বিস্তর ॥ ৯৪
নব লক্ষ দল বলে গৌড়ের ভূপাল।
প্রাণ লয়ে পলা'ল পশ্চাতে ফেলে ঢাল ॥ ৯৫
বুঝেছি সবার বল এই খানে থাকি।
সবাই বধেছে মাত্র তুমি আছ বাকি ॥ ৯৬
এত শুনি লাউসেন দর্প করি কয়।
আমি নহি জল্লাদ-শিখর ভয়াশয় ॥ ৯৭
গৌড়পতি নহি যে পলা'য়ে যাব দূর।
ত্রিলোকের নাথ ধর্ম্ম আমার ঠাকুর ॥ ৯৮
তোরে ব'ধে ঘুচাইব পথের কণ্টক।
জগতে জাগিয়া যেন রয়ে যায় সক ॥ ৯৯
বাঘা বলে তোমার বুঝিব বীরপণা।
এখন পলাও প্রাণ লইয়া আপনা ॥ ১০০
বর দিতে এসে মোরে বুঝে গেল রুদ্র।
শশকের শক্তি নাই শুষিতে সমুদ্র ॥ ১০১
আহার যোগা'ল ভাল দেবী সর্ব্বজয়া।
তোমার মায়ের দুঃখ দেখে লাগে দয়া ॥ ১০২
অনেক দিবস আমি আছি এই গড়ে।
অভয়া-আশীষে তিন কাল মনে পড়ে ॥ ১০৩
তে মার মায়ের দুঃখ শুন মন দিয়া।
ভেয়ের বচনে যার জরজর হিয়া ॥ ১০৪
বন্ধ্যা-বাদ দিল বারবৎসরের কালে।
তোমা পুত্র লাগি রঞ্জা ভর দিল শালে ॥ ১০৫
তপস্বিনী হয়ে শালে ত্যজিল জীবন।
তবে ধর্ম্ম দিল তারে তোমা পুত্র ধন ॥ ১০৬
পাসরে সে সব দুঃখ তোমা মুখ চেয়ে।
প্রাণ দিতে এলে কেন কার যুক্তি লয়ে ॥ ১০৭
স্তের নয়ন তুমি দরিদ্রের হীরা।
ধর্ম্মপথে ছেড়ে দিনু, ঘর যারে ফিরা ॥ ১০৮
সেন বলে এ কথা কহিলি কোন্ লাজে।
তোর যত ধর্ম্ম ভয় বুঝা গেছে কাজে ॥ ১০৯
হেদে রে পাপিষ্ঠ জন্তু দুরন্ত শার্দ্দূল।
পোষ্য হয়ে পোষ্টাবরে করিলি নির্ম্মূল ॥ ১১০
পুত্রের অধিক তোমা পালিল ভূপতি।
ভারতে না খুলি তার বংশে দিতে বাতি ॥ ১১১
এখন আমার আগে এত অহঙ্কার।
জীবন হারায়ে যাবি যমের দুয়ার ॥ ১১২
অহঙ্কারে কে কোথা বেড়েছে সর্ব্বকাল।
কোথা গেল হিরণ্যকশিপু শিশুপাল ॥ ১১৩
কোথা গেল কুরুবংশ কেশী কংসাসুর।
অহঙ্কার অধিকে অধিক দর্পচূর ॥ ১১৪
এইরূপে সকল দানব দুরাচার।
মুনিগণে দিত দুঃখ বিবিধ প্রকার ॥ ১১৫
সূতে বধ করিয়া ঠাকুর বলরাম।
তীর্থযাত্রা করিয়া চলিল অবিশ্রাম ॥ ১১৬
মুনি সব বিশিষ্ট বলিল বলরামে।
বধিয়া দুরন্ত বস্তে রাখহ আশ্রমে ॥ ১১৭
দুরন্ত অনন্ত তারে করিল সংহার।
এইরূপে বেড়েছিল তার অহঙ্কার ॥ ১১৮
আজ আমি তোরে বধি রাজধানে যাব।
পথের নিশান তোর লেজ কাণ নিব ॥ ১১৯
শুনিতে শুনিতে শিহরিল লেজ কাণ।
কপালে কুটিল আঁখি কোপে কম্পমান ॥ ১২০
অবনী কাঁপায় কোপে আছাড়ি লাঙ্গুড়ে।
বিশাল বদন দেখি দূরে প্রাণ উড়ে ॥ ১২১
তর্জ্জন গর্জ্জন করে কোপে ঘন পাক।
ঘূর্ণিত লোচন যেন কুমারের চাক ॥ ১২২

৮৭। এড়াই—ত্যাগ করিয়া
৮৯। কোঙর—পুত্র।
৯০। বাসুলি—ভগবতী। বাম—নির্দ্দয়, বিরূপ।
৯৩। দিঠে—দৃষ্টিতে। ঠায়—এখনি।
। পাসরে—ভুলিয়াছে।

কোপে করে বিকট দশন কড়মড়।
লেজসাটে নাসিকা-নিশ্বাসে বহে ঝড় ॥ ১২৩
দর্প করি কহে কিছু কশ্যপনন্দনে।
ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাব রাখে কোন জনে ॥ ১২৪
লাউসেন বলে বাঘা আপনা সামাল।
মরণ নিকট তোর কোলে দেখ কাল ॥ ১২৫
বাঘ বলে বধ'রণে বুঝি বীরবর।
বলিতে বলিতে কোপে করিছে গর্ গর্ ॥ ১২৬
বচনে বচনে বাড়ে বিবাদের মূল।
অমনি উঠিয়া রায়ে রুষিল শার্দ্দূল ॥ ১২৭
লাউসেন ভাবে ইষ্ট দেবতার বল।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ১২৮

কোপে বাঘবর, করিছে গর্ গর্,
ফর্ ফর্ করিয়া গুম্ফ।
কড় মড় দন্ত, করে বেগবন্ত,
দুরন্ত মারিছে লম্ফ ॥ ১২৯
আগুলিয়া বাটে, লেজ কাণ সাটে,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে তাড়ে।
প্রতাপে পতঙ্গ, মারিয়া ফলঙ্গ,
ফলায় ফেলিল ঝেড়ে ॥ ১৩০
দেখায় ফাপরি, থাবা দিয়া ধরি,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে যায়।
মালকে সামালি, ফিরি ফলা চালি,
শার্দ্দূলে রুষিল রায় ॥ ১৩১
চৌদিকে চঞ্চল, ঢালি চালে ঢাল,
বিক্রম বিশাল বীর।
আড়ম্বর করি, বুলে ফিরি ফিরি,
শার্দ্দূল না রহে স্থির ॥ ১৩২
তবে বীরবর, বায়ে করি ভর,
ফলঙ্গে লঙ্ঘিল তায়।
ফিরি ফলা সারি, হুঙ্কারে হাঁকারি,
হটে চোট হানে রায় ॥ ১৩৩
চমৎকার চোটে, লম্ফ মারি উঠে,
দপটে না টুটে বল।
কোপে তারে লাফে, থাবা মারি ঝাঁপে,
লাউসেনে কামদল ॥ ১৩৪

বলবন্ত রায়, হেলায় বাঘায়,
ফলায় ফেলায় ঝেড়ে।
উলটি দাদলি, অসিতে হাঁফালি,
সেন পুন ফেলে তেড়ে ॥ ১৩৫
ঘালি খেয়ে তায়, ঘায়ের জ্বালায়,
ঘুরে ঘুরে পড়ে ধোঁকে।
ভর করি বায়, তেড়ে আসি রায়,
ফলা হানে তার বুকে ॥ ১৩৬
লোটাইয়া লেজ, হলো হত-তেজ,
নখে অবনী আঁচড়ে।
বিপদ-নাশিনী, তখন তারিণী,
দেবী তার মনে পড়ে ॥ ১৩৭
হেন কালে রায়, চোট হানে তায়,
মাথাটা লোটে অবনী।
কাটা মাথা ডাকে, দয়াময়ী মাকে,
বলে রক্ষ দাক্ষায়ণি ॥ ১৩৮
মরিল শার্দ্দূল, স্মরণে ব্যাকুল,
কৈলাসে দেবীর প্রাণ।
গুরুপদ-দ্বন্দ্ব, ভাবি সদানন্দ,
দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৩৯

সর্ব্বাণী-স্মরণে যদি মরিল শার্দ্দূল।
কৈলাসে পার্ব্বতী-চিত্ত হইল আকুল ॥ ১৪০
পার্ব্বতী কহেন শুন পদ্মাবতি দাসি।
এবে কেন অমঙ্গল অতি ভয় বাসি ॥ ১৪১
কেন বা বসিতে শুতে খেতে নাই সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥ ১৪২
চিন্তিয়া পার্ব্বতীপদে পদ্মাবতী বলে।
ইন্দ্রের নর্ত্তকে তুমি অভিশাপ দিলে ॥ ১৪৩
বাঘকুলে জন্মাইল জলন্দার বনে।
রঞ্জার নন্দন তার প্রাণ নিল রণে ॥ ১৪৪
এই হেতু কাটা মাথা করিল স্মরণ।
দেবী কন অভিশপ্ত বটে দুই জন ॥ ১৪৫
রঞ্জার নন্দন সেই কশ্যপ বালক।
মোর অভিশাপে সেই ইন্দ্রের নর্ত্তক ॥ ১৪৬
বাঘের শাপান্ত আছে সাধু-হস্তে মরি।
অল্প দিনে মুক্ত হয়ে পাবে সুরপুরী ॥ ১৪৭
ধর্ম্মের সেবক সেই রঞ্জার নন্দন।
অবশ্য তাহার হাতে বাঘের মরণ ॥ ১৪৮

১৩০। পতঙ্গ—সূর্য্য।
১৩২। বুলে—ভ্রমণ করে।
১৩৩। বায়ে—বায়ুতে।
১৪১। ভয়-বাসি—ভীত হই, ভয় করি।

কিন্তু বাঘে আপনি করেছি অঙ্গীকার।
বিপত্তে স্মরণে তোরে করিব উদ্ধার ॥ ১৪৯
এত বলি পদ্মার সহিত সিংহরথে।
অভয়া উরিল মরা বাঘের সাক্ষাতে ॥ ১৫০
সর্ব্বকাল শার্দ্দূলে দেবীর অছে দয়া।
কাটা মুণ্ড স্কন্ধে দিয়া কান্দেন অভয়া ॥ ১৫১
পরাণ ত্যজেছে বাঘা বার করে জি।
তা দেখে ব্যাকুলে কহে হেমন্তের ঝি ॥ ১৫২
উঠ শিশু সাধের শার্দ্দূল কামদল।
পড়েছ বাঘাই যে পাথর জগদল ॥ ১৫৩
তা দেখে মায়ের আঁখি করে ছল ছল।
বাঘের মরণে মাতা হইল বিকল ॥ ১৫৪
পার্ব্বতী বলেন পদ্মা জিয়াইব বাঘে।
করিব কামনা সিদ্ধ যে বর এ মাগে ॥ ১৫৫
পদতলে কন কিছু পদ্মাবতী দাসী।
দুর্জ্জনে এ সব যুক্তি দিতে ভয় বাসি ॥ ১৫৬
বচনে বাড়ায়ে যাবে হবে বিপরীত।
দেখে শুনে পাসরিলে রাবণের রীত ॥ ১৫৭
বর পেয়ে রাবণ যে করিলেক কাজ।
কত দুঃখ নাহি দিলে কংস মহারাজ ॥ ১৫৮
কি করিল মত্ত মহী দুর্য্যোধন রায়।
বৃত্রাসুর-বিক্রম বলিতে হাসি পায় ॥ ১৫৯
তুমি হর হরি বিধি দেবী দেবরাজ।
বচন বজ্রের রেখা, বুঝি কর কাজ ॥ ১৬০
জননী বলেন যদি জীয়ে নাহি দিব।
পতিতপাবনী নাম কিরূপে রাখিব ॥ ১৬১
কাটা মুণ্ড কাননে ডাকিল উচ্চৈঃস্বরে।
কিছু বল কহ পদ্মা বাঁচাব উহারে ॥ ১৬২
এতবলি বাঘে দেবী দিলেন জীবন।
প্রাণ পেয়ে বন্দে বাঘা চণ্ডীর চরণ ॥ ১৬৩
নিশুম্ভনাশিনি নমো নগেন্দ্রনন্দিনি।
নরসিংহনিস্তারকারিণি নারায়ণি ॥ ১৬৪
শুভানি সর্ব্বাণি শান্তিরূপে সর্ব্বভূতে।
দুর্গতিনাশিনি দুর্গে দেবি নমোস্তুতে ॥ ১৬৫
বাসুকি বাসব বিষ্ণু বিধাতা বরুণ।
বামদেব বিবরে বলিতে নারে গুণ ॥ ১৬৬
মহিমা না জানে অষ্টলোকপাল বসু।
কি জানি জননি আমি বনজন্তু পশু ॥ ১৬৭
বাঘের বদনে স্তুতি শুনি হর্ষযুতা।
বলেন অমর বিনা বর মাগ সুতা ॥ ১৬৮
বাঘ বলে তোমার হাতের খড়্গখান।
দেখে মাতা থর থর কাঁপে মোর প্রাণ ॥ ১৬৯
অতঃপর মাগি বর চরণকমলে।
না মরিব অস্ত্রে শস্ত্রে অনল গরলে ॥ ১৭০
তথাস্তু বলিয়া মা কৈলাসে উপনীত।
পদ্মাবতী বলে মাতা এই সে উচিত ॥ ১৭১
মায়ায় ভুলালে ভাল ভগবতী বাঘে।
প্রহ্লাদ-পিতার পারা বাঘ বর মাগে ॥ ১৭২
জলে স্থলে অনলে পর্ব্বতে চরাচরে।
দানব মানব হাতে সৃষ্টির ভিতরে ॥ ১৭৩
অস্ত্র-শস্ত্রে দিবায় নিশায় মৃত্যু নাই।
তুষ্ট হয়ে হেন বর দিলেন গোঁসাই ॥ ১৭৪
নিদানে নিধন কালে নরসিংহ রূপে।
এইরূপে বর দিয়া আইল চুপে চুপে ॥ ১৭৫
কংসরাজে যেমন ভাঁড়াল ত্রিপুরারি।
রাবণে ব্রহ্মার যেন বচনচাতুরী ॥ ১৭৬
হেন বর পেয়ে বাঘা অতিশয় মত্ত।
আড়ম্বরি করিয়া সেনের করে তত্ত্ব ॥ ১৭৭
কর্পূরে আনিতে সেন গিয়াছিল বনে।
বাঘ বড় বিক্রমে বিস্ময় বাড়ে মনে ॥ ১৭৮
আসিয়া বুঝিল বড় দেবতার বল।
রাবণ সমান শক্তি ধরে কামদল ॥ ১৭৯
কাটা মাথা কান্ধে লাগি বলে মার্ মার্।
চঞ্চল হইল সেনে লাগে চমৎকার ॥ ১৮০
করতারে ভাবিয়া ভরসা বাড়ে মনে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভণে ॥ ১৮১

বাঘা অতি কোপে আসি আগুলিল বাট।
বদন বিস্তার করি মারে লেজসাট ॥ ১৮২
কোপে দুটা কপালে কুটিল আঁখি ফিরে।
দর্প করি কয় কিছু লাউসেন বীরে ॥ ১৮৩
বলি শুন এখনো অভয় দিনু দান।
ঘরে যা রাজার বেটা রঞ্জার

১৫২। জি—জিহ্বা। হেমন্তের ঝি—গৌরী। ঝি—কন্যা।

১৬০। বচন ইত্যাদি—তোমার কথা অযথা হইবার নহে।

১৮১। পারা—মত।

করতারে—কর্ত্তারে, ঈশ্বরে।

নতুবা দেবীর প্রীতে প্রাণ তোর লব।
চিবাব মাথার খুলি ঘাড়ের রক্ত খাব ॥ ১৮৫
লাউসেন বলে তুষ্ট গর্ব্ব কর দূর।
এক দণ্ডে মুণ্ড নিব দর্প হবে চূর ॥ ১৮৬
রুষিয়া শার্দ্দূল ঘন তা দেয় গোঁফে।
নিশুম্ভ সমান দর্প লম্ফ মারে কোপে ১৮৭
ডাক ডাকে ডাগর ডাগর চমৎকার।
শব্দ ভেদে আকাশ পাতাল বলিদ্বার। ১৮৮
দেবতা সকল শুনে করে অনুভব।
কোথা হতে অবনীতে উঠিল দানব। ১৮৯
দর্প দেখি দারুণ দুরন্তে নাহি ভয়।
সাহসে সংগ্রামে বীর স্থির হয়ে রয় ॥ ১৯০
বাঘা দিল বীরদাণ্ড বিস্তার করি মুখ।
ফলা ফরকাইয়া সেন হইল সম্মুখ ॥ ১৯১
থাবা দিয়া চলিল গর গর করি কোপে।
হাফালিয়া ঝাঁপাইতে লাফাইয়া লোফে ॥ ১৯২
ফলা ঝেড়ে অমনি ফেলায় কতদূরে
দুটা আঁখি কুমার-চাকের প্রায় ঘুরে ॥ ১৯৩
বাসুকি ঝাড়িতে ফণা, যেন ভূমিকম্প
আড়ম্বরি করি কোপে উঠে মারে লম্ফ ॥১৯৪
রুষিয়া শার্দ্দূল সেনে মারিল হাঁফাল।
সবল সাধিয়া শূন্যে এড়াল ভূপাল ॥ ১৯৫
বিশাল বিক্রমে বাঘে দিলেন দাবড়।
দাদালে দুরন্ত দন্ত করে কড় মড় ॥ ১৯৬
রুষিয়া যতেক চোট হানে বীর দাপে।
বাঘ রণপণ্ডিত এড়ায় লাফে লাফে ॥ ১৯৭
চারিদিকে চঞ্চল ফিরিয়া চালি ঢাল।
উভ পাশে মারে চোট মারিতে হাঁফাল। ১৯৮
একে দুষ্ট জন্তু তায় দেবতার বর।
ভাবকি দেখায় ফিরে করে গর গর ॥১৯৯
যোগী যারে যোগবলে জপে অবিরত।
হেন দেবী বাড়াইল বাঘের মহত্ত্ব ॥ ২০০
যাঁর বলে পাতালে প্রবল হৈল মহী।
যেই শক্তি সাধিয়া ধরণী ধরে অহি ॥ ২০১
হেন দেবী করুণা করিলা কামদলে।
বেড়েছে বিক্রম বড় বাসুলির বলে ॥ ২০২

১৮৮। ভেদে—ভেদ করে।
২০১। ফলা ফরকাইয়া—ঢাল চা।

তাড়া দিয়া তিনদিকে আড়ি উড়ি চায়।
থাবা দিতে থোবনা ভাঙ্গিল ফলাখায় ॥ ২০৩
ঘালি খেয়ে ঘুরে ঘুরে বাঘা বান্ধে রিষ।
ফুলিয়া ফলঙ্গ মারে দশ বিশ ত্রিশ ॥ ২০৪
অমনি উঠিয়া লম্ফ উলটী পালটী
লাফায়ে কাঁপালো কোপে কুড়িহাত মাটী ॥ ২০৫
হাঙ হাঙ হাঁকালে ধরিতে যায় ঘাড়ে।
সমর-পণ্ডিত রায় রয় ফলা-আড়ে ॥ ২০৬
ফিরাইতে ফলাখানা ফেরে কোপে তাপে।
লুপ করে ঝাঁপ দিয়া ঝুপ করে ঝাঁপে ॥ ২০৭
ভাবকি লাগিল সেনে ডেড়ী হইল পা।
হুতাশে হুঠারে পড়ে মুখে নাই রা ॥ ২০৮
ধূলায় ফলায় ঢাকা পড়ে ধরাতলে।
ধর্ম্মপুত্র দেখিয়া ধরণী ধরে কোলে॥ ২০৯
ঠেলা দিয়া ফলা তুলে ফেলাইতে চায়।
অধিক অচলগিরি গোবর্দ্ধন প্রায় ॥ ২১০
বাঘ বলে মহীতলে শুখাইয়া মর।
ফলায় রহিব আমি দ্বাদশ বৎসর ॥ ২১১
এখন ছাড়িয়া দিব দাঁতে কর কুটা।
বলিতে বচন বাঘা নাহি বল-টুটা ॥ ২১২
লাউসেন বলে মিছা প্রতাপে কি কাজ।
বধিব দুরন্ত দণ্ড চারি কর ব্যাজ ॥ ২১৩
মুখে মাত্র প্রতাপ অন্তরে নাই সুখ।
বিদেশে বিপত্য বড় বিধাতা বিমুখ ॥ ২১৪
সুখময় অনাদি অনন্ত নিরঞ্জনে।
একান্ত ভাবেন দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ২১৫

২০৩। আড়ি-উড়ি—উঁকি-ঝুঁকি।
২০৪। ঘালি খেয়ে—আঘাত পাইয়া। বান্ধে রিষ—আক্রমণ করে। ফুলিয়া ফলঙ্গ ইত্যাদি—অঙ্গ ফুলাইয়া লম্ফ মারিতে লাগিল।
২০৬। রয় ফলা-আড়ে—ঢালের আড়ালে থাকে।
২০৮। ডেড়ী হইল পা—পা আর চলে না। রা—কথা।
২১০। অধিক ইত্যাদি—অচল গিরি গোবর্দ্ধনের মত ভারি হইল।
২১২। বল-টুটা—কম বল নহে।
২১৩। দণ্ড চারি ইত্যাদি—কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।

মনে মনে নিরঞ্জনে ধ্যান করি রায়।
কান্দেন কাতর হয়ে ধূসর ধুলায়॥ ২১৬
অনাথবান্ধব ওহে কর পরিত্রাণ।
বিদেশে বাঘের হাতে হারাই পরাণ॥ ২১৭
মা মোর কাতর হয়ে কয়েছিল যত।
সঙ্কট সঙ্ঘটে এই, আর আছে কত॥ ২১৮
নিষেধিলা সঙ্গের সর্ব্বস্ব সেই ভাই।
কর্পূরের কথা কাটি কত কষ্ট পাই॥ ২১৯
দুর্জ্জয় দেবীর দাস বাঘ কামদল।
দনুজদলনী দুর্গা দেবী পক্ষবল॥ ২২০
ধুলায় ফলায় ঢাকা ঠেকেছি বিষম।
উপরে দুর্জ্জয় বাঘ করে পরাক্রম॥ ২২১
ভকতবৎসল প্রভু পেয়েছি প্রমাণ।
কুন্তী-সঙ্গে জৌঘরে পাণ্ডবে দিলে প্রাণ॥ ২২২
অনলে গরলে জলে শৈলে যে প্রমাদে।
দনুজ-তনুজ ভক্তে রাখিলে প্রহ্লাদে॥ ২২৩
সমরে সাজিতে শীঘ্র সুধন্বার ব্যাজে।
তার পিতা ফেলে তপ্ত-তৈলকুণ্ড মাঝে॥ ২২৪
চতুর্ভুজ তুমি তারে রেখেছো গোঁসাই।
ধ্রুবে যে দিয়াছ পদ যার পর নাই॥ ২২৫
যুধিষ্ঠিরে পাশায় হারায়ে দুর্য্যোধন।
দ্রৌপদীরে সভামাঝে করে বিবসন॥ ২২৬
বস্ত্ররূপী হয়ে লজ্জা রেখেছ হে তাতে।
পুনরপি বনবাসে দুর্ব্বাসার হাতে॥ ২২৭
তারা সব ভক্ত তুমি ভকতবৎসল।
অনাথ-বান্ধব নামে ভরসা কেবল॥ ২২৮
মোরে বাঘা ধ'রে খায় না করি বিষাদ।
পতিত-পাবন নামে পাছে পড়ে বাদ॥ ২২৯
অতেব কাতরে কৃপা কর কৃপাসিন্ধু।
দনুজারি দুঃখহারী দেব দীনবন্ধু॥ ২৩০
সঙ্কটে সেবকে স্তুতি জানিয়ে কারণে।
ডাকিয়া পাঠান প্রভু পবননন্দনে॥ ২৩১
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত।
শ্রবণে পাতক দূর অঙ্গ পুলকিত॥ ২৩২
শ্বেতমক্ষীরূপে আসি দেখা দিল হনু।
পরিচয় দিলা প্রেমে পুলকিত তনু॥ ২৩৩
পদতলে প্রণতি করিতে পুনঃপুন।
বীর বলে ভয় নাই বলি যা তা শুন॥ ২৩৪
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু নারদ।
ভক্তিভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ॥ ২৩৫
তোমা হেতু হেন প্রভু হলো ব্যস্তচিত।
অতেব এখানে আসি আমি উপস্থিত॥ ২৩৬
যে তুমি আমার শিষ্য, আমি মন্ত্রগুরু।
কি করিতে পারে তার কেশী কংস কুরু॥ ২৩৭
কোন ছার শত্রু তার বিপিনের বাঘ।
ভয় দিনু ভুজেতে ভাবনা কর ত্যাগ॥ ২৩৮
এত বলি বসিল সেনের বাহুমূলে।
বীরদর্পে ঝেড়ে ফেলে দুরন্ত শার্দ্দূলে॥ ২৩৯
উলটী বিক্রমে বাঘা পাড়া দিয়া যায়।
কোপে তাপে লাফে লাফে ঝাঁপাইতে চায়॥ ২৪০
দন্ত করি লম্ফ মারি খেদে লাউসেনে।
ফিরাইয়া ফলা উড়ে উপর গগনে॥ ২৪১
তপন-তনয়ে যেন রুষিল অর্জ্জুন।
সেইরূপ বাঘে বড় বীর নিদারুণ॥ ২৪২
পাশে পাশে ফিরাফিরি বল কষাকষি।
উভ উভ উড়ি ফলা, অধ অধ অসি॥ ২৪৩
হেঁটে ঢাল পেতে ওতে খুঁচে মারে খোঁচা।
মাথায় মারিতে চোট কাণ হইল বোঁচা॥ ২৪৪

২১৮। সঙ্কট-সঙ্ঘটে—বিপদ্ উপস্থিত হয়।

২১৯। কথা কাটি—কথা লঙ্ঘন করি; কথা না শুনিয়া।

২২৫। যার পর নাই—ধ্রুবকে যে দিয়াছ, তদপেক্ষা আর অধিক উচ্চপদ নাই।

২২৯। পাছে পড়ে বাদ—পাছে কলঙ্ক হয়।

২৩৩। শ্বেতমক্ষী—সাদা মাছি।

২৩৮। বিপিনের বাঘ—বনের পশু বাঘ।

২৪১। খেদে—আক্রমণ করে। ফলা উড়ে—আকাশ পানে ঢাল রাখিয়া আক্রমণ উড়িয়া লইল, অর্থাৎ বাঘের আক্রমণ ব্যর্থ করিল।

২৪২। রুষিল—ক্রোধভরে আক্রমণ করিল। তপন-তনয়—সূর্য্যপুত্র কর্ণ।

২৪৩। উভ উভ ইত্যাদি—ঊর্দ্ধে ঢাল দিয়া রক্ষা করিতেছে, নিম্নে তরবারি চালাইতেছে।

২৪[illegible] তে—সন্ধান বা সুবিধা করিয়া হেট [illegible] ঢাল পাতিল।

কোপে বৃথা কামদল কামড়ায় ভূমে।
বীরদর্পে সেন পুন চোট হানে মুখে ॥ ২৫৫
চোট খেয়ে লাফায়ে থাবাইয়া ধরে উরু।
কি করিতে পারে যার হনু মল্লগুরু ॥ ২৪৬
যম ইন্দ্র কুবের বরুণ হুতাশন।
পবন প্রভৃতি দেবে জি ল বারণ ॥ ২৪৭
হেন জন ঘুরে যার গে এক চড়।
অচেতন হয়ে ভূমে করে ধড় ফড় ॥ ২৪৮
হেন মহাবীর হনুমান অনুকূলে।
প্রতাপে হানিল রায় দুরন্ত শার্দ্দূলে ॥ ২ ৯
কাটা মাথা যোড়া লাগে বাসুলির বরে।
রাবণের প্রায় বাঘা দৈব-বল ধরে ॥ ২৫০
গোঁফে তা দিয়া কোপে করে গর্‌গর্‌।
বলরামে রোষে যেন দ্বিবিদ বানর ॥ ২৫১
দ্বারিকা দলিল দুষ্ট দারুণ দুরন্ত।
বিক্রমে বধিলা তারে ঠাকুর অনন্ত ॥ ২৫২
সেইরূপ বাঘের বিক্রম বুঝি বাড়া।
আড়ম্বরি করি পুন সেনে দেয় তাড়া ॥ ২৫৩
কাণে কাণে সেনে তবে কন হনুমন্ত।
বাসুলির বরে খড়্গে না মরে দুরন্ত ॥ ২৫৪
যেমন যাইয়া আমি পাতাল নগরে।
বধিনু মহীর পুত্রে অহি নিশাচরে ॥ ২৫৫
পাষাণে পরাণ নিনু মারিয়া আছাড়।
সেইরূপ শার্দ্দূলের চূর্ণ কর হাড় ॥ ২৫৬
উপদেশ পেয়ে বন্দে বীরের চরণে।
রুষিল যেমন ভীম কীচকের রণে ॥ ২৫৭
তাড়াতাড়ি পাছাড়ি আছাড়ি ফেলে ভূমে।
মাথায় মারিতে মুষ্টি রক্ত উঠে মুখে ॥ ২৫৮
উপর গগনে ঘন ঘুরাইয়া পাক।
পাষাণে আছাড় মারি বলে ধর্ম্ম রাখ ॥ ২৫৯
খসিয়া পড়িল যেন পর্ব্বতের চূড়া।
ভাঙ্গিল মাথায় খুলি হাড় হ'ল গুঁড়া ॥ ২৬০
শাপে মুক্ত হ'ল সেই দিব্য দেহ ধরি।
বিমান চাপিয়া গেল সুররাজপুরী ॥ ২৬১
শার্দ্দূল সংহার করি সেনের আনন্দ।
বীরবর হনুর বন্দিল পদদ্বন্দ্ব ॥ ২৬২
নিশুম্ভ পড়িতে যি জম্ভের তনয়।
শুম্ভ নিধনে যেন দেবতার জয় ॥ ২৬

২৪৬। খাবাইয়া—থাবা দি আঘাত করিল।

সেইরূপ অবনী হইলা সুপ্রকাশ।
সেন বলে প্রভু কর ক্ষণেক আশ্বাস ॥ ২৬৪
কর্পূরে আনিগে যেয়ে করুন প্রণতি।
মহাবীরে রাখি রায় এল লঘুগতি ॥ ২৬৫
বায়ে কিবা পায় পায় পেয়ে পত্র-সাড়া।
দাদাকে খাইয়া মোরে দিতে এল তাড়া ॥ ২৬৬
দৈববল লয়েছি রয়েছি আমি গাছে।
বলিতে বলিতে রায় আইল তার কাছে ॥ ২৬৭
কি কর কর্পূর ভায়া দেখসিয়া আগে।
বধেছি একান্ত হে দুরন্তবন্ত বাঘে ॥ ২৬৮
চক্ষু ছাড়ি-আড়ি উড়ি সেনে দেখে চেয়ে।
অন্ত বুদ্ধি গেল তবু কন ভয় পেয়ে ॥ ২৬৯
বাঘ বধ সত্য হয় শিরে হাত দেও।
কিরা করি গিরা তবে আলাইয়া লও ॥ ২৭০
প্রবোধ করিয়া নিল আলাইয়া গাছে।
মুখানি মুছায়ে বলে এস কাছে কাছে ॥ ২৭১
তথাপি চলিতে নারে পরাণ চঞ্চল।
আগে দেখে মৃততনু বাঘ কামদল ॥ ২৭২
তথাপি তরাস তার, পাছে দেয় তাড়া।
আড়ি-উড়ি দিয়া চিন্তে শার্দ্দূলের সাড়া ॥ ২৭৩
নাসিকা বয়ান বাটে না বহে অনিল।
তবু ভূমে হাঁটু পেড়ে উভ হানে কিল ॥ ২৭৪
কিলিয়া বধিনু বাঘে দেখসিয়া ভাই।
সেন বলে ভাই তোর বলিহারি যাই ॥ ২৭৫
ভাল হলো মেলে বাঘে সম্প্রতি সাক্ষাত।
গুরুদেব-পাদপদ্মে হও প্রণিপাত ॥ ২৭৬
দেখি ব্যস্ত সমস্ত প্রণতি করি তায়।
করপুটে কন সব তোমার কৃপায় ॥ ২৭৭
দাদা মাত্র উপলক্ষ আপনি বধিলে।
দয়া করি দুই দাসে দরশন দিলে ॥ ২৭৮

২৬৫। লঘুগতি—শীঘ্র।

২৬৬। বায়ে ইত্যাদি—বায়ুতে গাছের পাতা নড়িতেছে, কিংবা লাউসেনের গমনে শুষ্ক পাতা নড়িতেছে—ভীরু কর্পূর এই শব্দ শুনিয়া ভাবিল, বুঝি বাঘ আসিতেছে।

২৬৯। চক্ষু ছাড়ি—চোক চাহিয়া। অন্ত বুদ্ধি—বাঘ আসিতেছে, এ ধারণা দূর হইল।

২৭০। কিরা—দিব্য। গিরা—বন্ধন। আলাইয়া—খুলিয়া।

বীর কন সকলি ত করেন গোঁসাই।
অতঃপর বিদায় বিলম্বে কাজ নাই॥ ২৭৯
আমি কহি যাই কোন চিন্তা কর পাছে।
স্মরণ করিবা মাত্র দেখা পাবে কাছে॥ ২৮০
কেটে লও নখ লেজ শার্দ্দূলের কাণ।
খুলে দেহ আমারে গায়ের ছালখান॥ ২৮১
পথের নিশান তুমি দিবে রাজপুরে।
আসন যোগাব আমি লইয়া ঠাকুরে॥ ২৮২
দ্বীপিচর্ম্ম ধর্ম্ম হেতু খুলে দিলা রায়।
প্রণতি করিল রায় ধূলায় লোটায়॥ ২৮৩
আশীর্ব্বাদ করি হনু হলো তিরোধান।
কহিল যে কিছু হনু পুন বিদ্যমান॥ ২৮৪
শুনিয়া ভক্তের জয় দেখি দ্বীপিচর্ম্ম।
বাঘে বিপরীত বুদ্ধি করিলা শ্রীধর্ম্ম॥ ২৮৫
বাঘের নিশান কাটি বান্ধিয়া ফলায়।
কর্পূরে কহেন কিছু লাউসেন রায়॥ ২৮৬
নির্ভয় হইল পুরী পরম মঙ্গল।
তৃষ্ণায় আকুল বড় এনে দেহ জল॥ ২৮৭
শুনিয়া কর্পূর চলে জল অন্বেষণে।
তরুতলে ভ্রমে রায় রহিলা শয়নে॥ ২৮৮
মুদিত নয়ন তাঁর, উদিত প্রচণ্ড।
সূর্য্যতেজ বারণে বাসুকি ধরে দণ্ড॥ ২৮৯
নিদ্রা হলো মন্দ মন্দ বসন্তের বায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায়॥ ২৯০

কর্পূর কাতর মনে, সরোবর অন্বেষণে,
চারিপানে চাহিয়া চঞ্চল।
বিরাট-তনয়-মুখে, উড়ে পক্ষ ঝাঁকে ঝাঁকে
বহে মন্দ বাত সুশীতল॥ ২৯১
তা দেখি প্রসন্ন-চিত, অনুভবে উপনীত,
ত্বরাত্বরি তারা দীঘীতীর।
দীঘীর দক্ষিণ ঘাটে, দেখিয়া রজক-পাটে,
প্রাণ কাঁপে ভাবিয়া কুম্ভীর॥ ২৯২
শ্যামল কমল ভব, লহরীনিকর সব,
হেরিতে বয়ান প্রীতিময়।
বিপুল কমল-দলে, জলবিন্দুচয় দোলে,
গরল ভরমে ভাবে ভয়॥ ২৯৩
নীল পীত শ্বেত রক্ত, সলিলে সরোজ ব্যাপ্ত,
হেলিছে দুলিছে মন্দ বাতে।
কি ফণা ধরেছে ফণি, এত মনে অনুমানি,
তরাসে পরাণ হলো হাতে॥ ২৯৪
দীঘী যুড়ে যত সাপ, কি হলোরে ওরে বাপ,
জানিলে কে বাড়াইত পা।
পরশে পরাণ যেতো, কুম্ভীরে ধরিয়া খেতো,
কোথা বা রহিত বাপ মা॥ ২৯৫
কালিদহে এই মত, আভীর বালক হত,
হয়েছিল বিষ-জল পানে।
গোবিন্দ করুণাসিন্ধু, জিয়াইতে সব বন্ধু,
ঝাঁপ দিল দুষ্টের দমনে॥ ২৯৬
সেইরূপ হলাহল, দীঘী যুড়ে যত জল,
কল নাই এখানে আমার।
এত বলি বেগে ধায়, ভয়ে ফিরি ফিরি চায়,
লাউসেনে দিতে সমাচার॥ ২৯৭
নিকটে আসিয়া দেখে, বাসুকি পঙ্কজ-মুখে,
দণ্ড করি তপনের তাপে।
কেন্দে শোকে কন দুখে, বাঁচিয়া বাঘের মুখে,
দাদারে খেয়েছে কালসাপে॥ ২৯৮
যে সর্প দেখিনু জলে, অভাগ্য কর্ম্মের ফলে,
সেই সর্প দাদার নিকটে।
যখন বিধাতা লাগে, দূর্ব্বা বলি ধরে বাঘে,
অশেষ আপদ আসি ঘটে॥ ২৯৯

২৮২। নিশান—চিহ্ন।

২৮৩। দ্বীপিচর্ম্ম—বাঘের চামড়া। ধর্ম্ম হেতু—ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য।

২৮৯। বারণে—নিবারণার্থ। সূর্য্য-রশ্মি ঢাকিবার জন্য বাসুকি ছাতার স্বরূপ ফণা ধরিয়া রহিল।

২৯১। বিরাট-তনয় মুখে—উত্তর মুখে। বাত—বায়ু।

২৯২। রজক পাটে—ধোবার কাপড় কাচিবার পাট।

২৯৩। জলবিন্দু ইত্যাদি—[illegible] জলবিন্দু [illegible] পদ্ম ফুল দুলিতেছে, কর্পূর সেই [illegible] বিন্দু দেখি[illegible]। গরল মনে করি[illegible]ল।

২[illegible]। জিয়াইতে—বাঁচাইতে।

[illegible] দূর্ব্বা বলি—দূর্ব্বা ঘাষ ধরিলে তাহা বাঘ[illegible] হইয়া পড়ে।

কর্পূর কাতর-রবে, নিদ্রাভঙ্গ হলো তবে,
লাউসেন উঠিয়া চেতনে।
কর্পূরে জন্মিল ত্রাস, সর্প গেল নিজ বাস,
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে। ৩০০
লাউসেন কন কেন কান্দিয়া কাতর।
কর্পূর কহিল দাদা রাখিল ঈশ্বর। ৩০১
সলিল-সন্ধানে গেনু তারাদীঘী-তীর।
ভবনে ভুজঙ্গভয়, ঘাটেতে কুম্ভীর। ৩০২
দেখিনু দীঘীর জল কেবল গরল।
পলাইয়া প্রাণ পেনু ছিল পুণ্যবল। ৩০৩
সেই সর্প ঢেকেছিল তোমার বয়ান।
দেখি যত পেনু পীড়া ঈশ্বর প্রমাণ। ৩০৪
শুনে লাউসেন মনে না করে প্রতীত।
দোঁহে আসি দীঘীর দক্ষিণে উপনীত। ৩০৫
রজকের পাট কালো, কমল তরঙ্গ।
দেখাইয়া বলে এই কুম্ভীর ভুজঙ্গ। ৩০৬
তাড়া দিতে পালালো প্রবল পেয়ে ত্রাস।
সেন বলে ভাগ্যে ভায়া না করিল গ্রাস। ৩০.
রজকের পাট দেখে কুম্ভীরের ভ্রম।
শ্যামল কমল-অঙ্গ ভুজঙ্গের সম। ৩০৮
পদ্মপাতে দেখি জল বলিলে গরল।
না বুঝে এতেক কেন তরাসে তরল। ৩০৯
স্নান পূজা উচিত অবশ্য এই স্থলে।
চিন্তিয়া চয়ন করে কমল কমলে। ৩১০
পাঁচ পিণ্ড পরিহরি মৃত্তিকা দীঘীর।
স্নান হেতু সলিলে প্রবেশে মহাবীর। ৩১১
নির্ম্মল করিল অঙ্গ করিয়া মার্জ্জনা।
মাস পক্ষ তিথি গোত্র করে বিবেচনা। ৩১২
নিজ নাম তীর্থ কাম ধর্ম্ম আবাহন।
বৈদিক তান্ত্রিক স্নান করি সমাপন। ৩১৩
কমলে কেবল পূজা করিল সাত্বিক।
উপচার অপরক দিলা মানসিক। ৩১৪
পূজা জপ করি মন্ত্র সমাপিলা রায়।
হেন কালে দারুণ কুম্ভীর ধরে পায়। ৩১৫
কি বি বলি চঞ্চল চরণে ফেলে ঝেড়ে।
কুপিয়া কুম্ভীর পু সেনে ধরে তেড়ে। ৩১৬
ঝেড়ে ফেলে উঠিতে আড়ায় তেড়ে ধরে।
ঝাঁপ দিয়া জলে লয়ে আড়ম্বর করে। ৩১৭
দাদলে ঝপটে নক্র পায়ে ধরে ঝাঁকে।
আড়ম্বরি কন্ধি লেজ নামাইল পাঁকে। ৩১৮
পরাক্রমে চলে জলে যুঝে দুই বীর।
বিক্রমে তরঙ্গ বাড়ে পাড়ে পড়ে নীর। ৩১৯
মাড়নে মরিল মৎস্য দীঘীর সলিলে।
সফরী লাফাতে নেচে, লুপে লয় চীলে। ৩২০
হুড়াহুড়ি কমলে কমল হ'ল কাদা।
কূলে কান্দে কর্পূর কি হ'ল ওগো দাদা। ৩২১
কালি-নাগে কৃষ্ণে যেন করেছিল গ্রাস।
সেইরূপ কর্পূর কুম্ভীরে ভাবে ত্রাস। ৩২২
তুল্য রণে জলে মত্ত যুঝে দুই বীর।
কখন সবল সেন, কখন কুম্ভীর। ৩২৩
অস্ত্র বিনে জলে যুদ্ধ জলজন্তু সনে।
কুম্ভীর ব্যাপক বড় বধিব কেমনে। ৩২৪
বাঘে মারি নক্রবর করে বা ভক্ষণ।
বিপদে স্মরেন সেন গজেন্দ্র-মোক্ষণ। ৩২৫
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ-ঋষি ছিলো যে নরেন্দ্র।
অগস্ত্যের অভিশাপে হইল গজেন্দ্র। ৩২৬
গিরিবর ত্রিকূট সুখদ সরোবরে।
পরিবার সহিত সলিলে খেলা করে। ৩২৭
হুহু নামে গন্ধর্ব্ব ঠেকিয়া নিজ পাপে।
কুম্ভীর হইয়াছিল দেবলের শাপে। ৩২৮
কোপে সে কুম্ভীর ধরে কুঞ্জরের পায়।
দুই জনে জল-যুদ্ধে বহুকাল যায়। ৩২৯
জলে টানে কুম্ভীর, কুঞ্জর টানে স্থলে।
কাতর হইল হস্তী হ'ল হীন বলে। ৩৩০
পরিণামে পদ্মনাভ পঙ্কজ-লোচনে।
চিন্তেন গোবিন্দ-গতি গরুড়-বাহনে। ৩৩১
বিষ্ণু বিনে বিপদে বান্ধব নাহি অন্য।
ভাবিয়া একান্ত ভক্তি করিল অনন্য। ৩৩২
শুঁড়ে ধরি শতদল করী কোকনদে।
আরাধিলা অনন্ত রাতুল বিষ্ণুপদে। ৩৩৩

। কমল কমলে—জল হই পদ্ম
ফুলিতে লাগিল।

৩১৭। আড়ায়—ডাঙ্গায়, তীরে।
৩১৮। নক্র—কুম্ভীর।
। মাড়নে—মর্দ্দনে। সফরী—পুঁটী মাছ।
। হল হীন বলে—বল হীন হইল।
৩৩৩। রাতুল—লাল।

বিপদে গোবিন্দ গজে দিল দিব্য গতি।
এই ধ্যান স্মরেন সেন করিয়া ভকতি॥ ৩৩৪
পাইল প্রবল শক্তি প্রভুর কৃপায়।
বীরদাপে কুম্ভীর সহিত উঠে রায়॥ ৩৩৫
আড়ায় আছাড় মারি বেগে ফেলে ছুড়ে।
হতমান হয়ে পড়ে কত দূর যুড়ে॥ ৩৩৬
খড়্গো খণ্ড খণ্ড করি বা'র করে আঁত।
যত্নে মিল নক্রের নিশান নখ দাঁত॥ ৩৩৭
সাধুহস্তে ম'রে মুক্ত হইল কুম্ভীর।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর॥ ৩৩৮
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥ ৩৩৯
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান॥৩৪০

কামদল বধ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

জামতি পালা।

কুম্ভীর বধিয়া বীর লাউসেন রায়।
লঘুগতি ভূপতি ভেটিবা হেতু যায়॥ ১
কত দূরে জামতি নগর দেখে আগে।
চালে চালে বসতি অসতী অনুরাগে॥ ২
আম জাম পলাশ পিপুল থরে থরে।
সারি সারি পুরীর প্রান্তরে শোভা করে॥ ৩
কর্পূর কুমারে সেন করিল জিজ্ঞাসা।
আগে কোন গ্রামে চল, করি গিয়া বাসা॥ ৪
অরুণ মুদিত কাল ত্বরান্বিত নিশা।
কর্পূর কহেন এই পুরী ধর্ম্মনাশা॥ ৫
প্রকৃতি প্রবল যার পুরুষ পাগল।
কুহকে কামিনী করে কন্দর্পের বল॥ ৬
ও পথ বিপথ যত অসতের পুর।
লাউসেন বলে ভায়া শুনহ কর্পূর॥ ৭
আপনি হইলে সৎ অসতে কি করে।
ভয় নাই ভায়া চল ভাবি মায়াধরে॥ ৮
রাজা বলে ধর্ম্মপদ-পঙ্কজ-পিঞ্জরে।
মনোরাজহংস বন্দী, কি করিতে পারে॥ ৯

যোড় করে কর্পূর কহেন পুনঃপুন।
এ দেশের বিশেষ বারতা বলি শুন॥ ১০
নটী দারী নহে সব গৃহস্থের মেয়ে।
লাজ খেয়ে নগরে নাগরে বুলে চেয়ে॥ ১১
না যাব জামতি যায় যুবতী প্রবলা।
পথিক পুরুষ পেলে পায় পদ্মমালা॥ ১২
দেখিয়া তোমার তায় রূপের প্রকাশ।
ভুলিয়া ভুলাবে দাদা বলিয়া খালাস॥ ১৩
সেন বলে শুন যদি মন হয় দড়।
নারীর লাবণ্য জন্য ভয় নয় বড়॥ ১৪
কর্পূর কহেন দাদা যা বল সে বটে।
পাছে জানি বিশেষে বিপদ্ আসি ঘটে॥ ১৫
রসবতী যুবতী রভস অনুকূলে।
মৃদু হাস্যে কটাক্ষে নারীর মন ভুলে॥ ১৬
ইহাতে প্রমাণ পরাশর মহামুনি।
মোহিলা যাহার মতি ধীবর-নন্দিনী॥ ১৭
মীনগন্ধা সঙ্গে সম্ভোগ হ'ল রতি।
যাহাতে জন্মিল বেদব্যাস মহামতি॥ ১৮
ঘৃতের কলস নারী পুরুষ অনল।
এক যোগে থাকিলে অবশ্য করে বল॥ ১৯
কৃষ্ণের ভগিনী দেখি ভুলিল অর্জ্জুন।
তাকে চেয়ে দাদা তুমি কত ধর গুণ॥ ২০
মোহিনী দেখিয়া কেন মোহিত শঙ্কর।
দেবতা দানব যবে মথিলা সাগর॥ ২১
দেখে শুনে ভরসা না হয় এক তিল।
বল দেখি কি দোষে ঠেকিল অজামিল॥ ২২
জনক জননী অন্ধ, জায়া ধর্ম্মশীলা।
ঘর ত্যজি দারী-সঙ্গে মন মজাইলা॥ ২৩
সেন বলে শুন সব ঈশ্বরের মায়া।
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য ত্যজ ভায়া॥ ২৪
মন-হংস প্রভু পদ-পঙ্কজ-পিঞ্জরে।
রেখে চল চিন্তা নাই যাব জামতিরে॥ ২৫
আখড়ায় ঘরে যবে জগতের মাতা।
জেনে গেল মোর মতি আনে কোন্ কথা॥ ২৬

৫। অরুণ মুদিত—সূর্য্য অস্ত।

১১। দারী—বেশ্যা। [illegible]—ভ্রমণ করে।
১২। পদ্মমালা—পুরু[illegible] পদ্মমালা। তার গলায় [illegible]ছে।
১[illegible]। ধীবরনন্দিনী—মৎস্যগন্ধা।
[illegible] আনে—অপর নারী।

ঘুচাব পথের কাঁটা রেখে যাব সক।
মুখে বলে ভাল চল মনে ধক্ ধক্ ॥ ২৭
যামার্দ্ধ থাকিতে দিবা প্রবেশে জামতি।
হেনকালে জলে চলে যতেক যুবতী ॥ ২৮
বাঁধা ঘাট পাষাণে বিচিত্র পরিসর।
দেখিল দক্ষিণ দিকে দিব্য সরোবর ॥ ২৯
চারি ঘাটে শোভা করে চম্পক বকুল।
সরোবর কমলে গুঞ্জরে অলিকুল ॥ ৩০
বকুল বৃক্ষের ছায়া সুশীতল বায়।
বিশ্রাম-বাসনা-বশে বসিল ছায়ায় ॥ ৩১
বসিতে বকুলতলে লাউসেন রায়।
দশ দিক্ শোভা করে অঙ্গের আভায় ॥ ৩২
কাঁচা সোণা বরণ বদন পূর্ণশশী।
দেখিয়া মোহিত হ'ল যতেক রূপসী ॥ ৩৩
জলের গাগরি কাঁখে নাগরী সকল।
মনোহর মূর্ত্তি দেখি মদনে পাগল ॥ ৩৪
কামবাণে সবার অন্তর জরজর।
মদনে মজিল চিত পাসরিল ঘর ॥ ৩৫
পরস্পর নারীগণ করে অনুমান।
রাজপুত্র হবে মূর্ত্তি দেবের সমান ॥ ৩৬
অনুপম সুঠাম নাগর দেখি দুই।
মনে করে রাত্রি দিন হিয়া মাঝে থুই ॥ ৩৭
বলিতে বলিতে বাড়ে মদন-তরঙ্গ।
লাজ ত্যজি বলে কেহ যাই ওর সঙ্গ ॥ ৩৮
কেহ কহে হায় হায় বঞ্চিলা বিধাতা।
আইবড় কালে হেন বর ছিল কোথা ॥ ৩৯
খাইয়া চক্ষের মাথা পিতা মাতা অরি।
বেঁটে বরে দিল বিয়া লোকলাজে মরি ॥ ৪০
পরস্পর পতি-নিন্দা করে নারীগণে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভণে ॥ ৪১

দেখি রূপ-ছটা, যতেক কুলটা,
পরস্পর কহে মর্ম্ম।
অধোগতি, নিন্দা করে পতি,
ত্যজে লোক-ভয় ধর্ম্ম ॥ ৪২
একা টাটী ব[illegible] মোর কর্ম্মফলে,
পতি [illegible]শয় বুড়া।

দুর্দ্দিনের কালে, ফেলাইল জলে,
ঢিপে-শোকা মোর খুড়া ॥ ৪৩
শয়নের কালে, স্বামী কাঁপে হালে,
মোর কি এ দুখ টুটা।
যদি কিছু বলি, করয়ে ব্যাকুলি,
দশনে ধরয়ে কুটা ॥ ৪৪
ভজিব নাগরে, কিবা পাপ ঘরে,
স্বামীটা জীয়ন্তে মরা।
কহে চন্দ্রকলা, শুন গো বিমলা,
আমার ঐ নায়ে ভরা ॥ ৪৫
করি কাটাকাটি, বেটী দিয়া মাটী,
রাখিল আমার বাপ।
স্বামীটা দুঃশীলে, প্রাণ গেল কীলে,
তার্ বুকে থাক্ সাপ ॥ ৪৬
সাধুর নন্দিনী, বলে সাঙ্গাতিনী,
স্বামীটা বিদেশী মোর।
সে যে থাকে দূরে, তবে নাকি মোরে,
লোকে বলে ভাতার-খোর ॥ ৪৭
তুমি আছ ভালে, পতি পাবে কালে,
বলে কলাবতী নারী।
সেবি স্বামী অন্ধ, সদা করে দ্বন্দ্ব,
ভোজন কালে খুমারি ॥ ৪৮
রান্না ঝোল ঝালে, পরিপূর্ণ থালে,
অন্ন এনে দিই কোলে।
কাছে থাকে পড়ে, হাতাড়ে হাতাড়ে,
চারিপানে খুঁজে বুলে ॥ ৪৯
লীলা বলে ফুল, বরঞ্চ ও ভাল,
মোর দুখ শুন সই।
স্বামীটা অবোধ, পায়ে কুড়া গোদ,
অনেক দুঃখেতে কই ॥ ৫০
দশন পোনের, তৈল লাগে মোর,
খরচ কি এক গোদে।
ঘটী বাটী থালা, বন্ধকে বিকিলা,
কলুর কড়ির শোধে ॥ ৫১

৩৪। গাগরি—কলসী।

৪৩। ঢিপে-শোকা—মন্দ লোক।
৪৬। বেটী দিয়া মাটী—কন্যা বিক্রয় করিয়া বাসগৃহের ভূমি রাখিল। ৪৮। খুমারি—ভর্ৎসনা।
৫১। দশন পনের—১৫ পণ কড়ি।

এনে কোঁথা জর, কাঁপে থর থর,
সদা কয়ে কাঁজি কাঁজি।
এ নব নাগরে, পেলে পাপ ঘরে,
আগুন লাগাব আজি ॥ ৫২
হীরা বলে অবা, হাবা গোবা বোবা,
বিধাতা ঘটালো মোরে।
সেবি সেই স্বামী. বোবা হই আমি,
কথা কহি ঠারে ঠোরে ॥ ৫৩
অধিক অবুঝা, পিট ভরা কুঁজা,
শুতে গেলে করে উঃ।
ঘাড়ে কুঁজ বুড়ে, ভুমে যায় গড়ে,
মিনসে রাজ্যের কু ॥ ৫৪
কেহ কহে আলো, তোর ভর্ত্তা ভালো,
বচন শুনিতে পায়।
মোর পতি বুড়া, কালা কাণা খোঁড়া,
খেপা ঢিপেশোকা তায় ॥ ৫৫
বামা বামী রটে, স্বামী যুবা বটে,
কিন্তু সে জীয়ন্তে মরা।
না করে পরশ, অলসে অবশ,
ভাবে ভাস্থরের পারা ॥ ৫৬
অশেষ বিশেষ, করি লাসবেশ,
ফিরিয়া না চায় কাণা।
করিয়া চাতুরী, বারুয়ের নারী,
নয়ানী করিছে মানা ॥ ৫৭
নিজ পতি সোণা, মহাগুরু-জনা,
নিন্দে দেখি পরবেটা।
এতো নহে ভাল, জল লয়ে চল,
লোকে শুনি করে ঠাটা ॥ ৫৭
প্রকারে সবারে, তাড়ায়ে নাগরে,
আঁখি ঠারি গেল ঘরে।
মনে কুতুহলি, যৌবনের ডালি,
সাজায়ে দিব নাগরে ॥ ৪৯
মথুরা-নাগরী, দেখিয়া শ্রীহরি,
যেমতি মজালে মন।
তেমতি আমতি, যতেক
ঘনরাম বিরচন ॥ ৬০
কলসী রাখিয়া রামা পিয়ে পুষ্প মৌ।
নয়ানী শিখাই মত্ত বারুয়ের বৌ ॥ ৬১

বিরচিয়া বিরলে বিবিধ চিত্রপাটী।
নাগর ভুলাতে নানা বেশ করে ঠাটী ॥ ৬২
আঁচড়িয়া চাঁচর চিকুর চিত্রবেণী।
বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁদিকে টাল্পুনি ॥ ৬৩
কবরী রচিয়া দিল চন্দনের রেখ।
মেঘমালা তড়িত জড়িত পরতেক ॥ ৬৪
গলায় লম্বিত মাল্য মনোহর ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে আলিকুল ॥ ৬৫
কপালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাতের রবি।
চন্দন চন্দ্রিমা কোলে কজ্জলের ছবি ॥ ৬৬
তায় চিত্র গোরোচনা চন্দনের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ-ইন্দু ॥ ৬৭
আরোপে অলকা-কোলে মুকুতার পাঁতি।
সীমন্তে রচিয়া দিলা সুবর্ণের সিঁথি ॥ ৬৮
অঙ্গে পরে অপূর্ব্ব অনেক অলঙ্কার।
প্রবলে পুরট পাঁতি গজমতি হার ॥ ৬৯
দোস্থতি তেস্থতি মতি কেম কণ্ঠমাল।
গোরা গায় গজমতি গর্ব্ব করে ভাল ॥ ৭০
নাসায় বেশর পরে করিয়া লাবণ্য।
পরের পুরুষে ভ্রষ্টা ভুলাবার জন্য ॥ ৭১
কাণে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
সহজে সুন্দরী তায় বেশ করে বড়ি ॥ ৭২
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ বাজুবন্ধ ছড়া।
নাগর ভুলাতে চায় দিয়ে হাতনাড়া ॥ ৭৩
পরিল পুরট টাড় বিচিত্র বাউলী।
কটীতে কিঙ্কিণী পরে পাদাগ্রে পাসুলি ॥ ৭৪
অপর যে পদভূষা পাতা গোটা মল।
গরব-গমনে কত পুরুষ পাগল ॥ ৭৫
ফুরাইল লাসবেশ মদনে ব্যাকুলি।
বসিয়া ভক্ষণ করে কর্পূর তাম্বুলি ॥ ৭৬
রসের দর্পণে রামা মুখ দেখে চেয়ে।
মনে হলো নাগরে মোহিব মাত্র যেয়ে ॥ ৭৭
চলিতে গলিতে কুচ-যুগ যাবে ছুলে।
তিন ছেলের মা মাগি কাঁচুলি বান্ধে তুলে ॥ ৭৮
মুখে মাখে তৈলপড়া, নয়নে কজ্জল।
চাহিতে চক্ষের কোণে পুরুষ [illegible]ল ॥ ৭৯
[illegible]
বসিয়া [illegible]পান করি খান [illegible] গুয়া ॥ ৮[illegible]
খিড়[illegible] দুয়ার দিয়া বাড়ি হলো বারি।
লা[illegible]ন।বৈরা রাখী সজে মনোহারী ॥ ৮১

৫২। কাঁজি—আমানি।

বাহু নাড়া দিয়া চলে গমন মন্থরা।
জিতেন্দ্র ছলিতে যেন চলিল অপ্সরা॥ ৮২
যান যেন গোপিনী গোবিন্দসম্ভাষণে।
অভিমত যায় রামা চঞ্চল চরণে॥ ৮৩
কান্দিতে কান্দিতে শিশু পাছু পাছু ধায়।
মদনে মাতিয়া মাগী ফিরে নাহি চায়॥ ৮৪
ধেয়ে যেয়ে কেন্দে ছেলে ধরিল কাপড়।
কোপে তাপে বলে মাগী গালে মারি চড়॥ ৮৫
ফিরে যারে সাপেখেকো বাপের মাতা খাগা।
হেথা কি আসিস্ মোর আগে দিতে দাগা॥ ৮৬
চড়ের চোটে ভূমে ভ্রমে লোটায়ে ধূলাতে।
ফিরে নাহি চেয়ে, গেল নাগর ভুলাতে॥ ৮৭
পাগল পুরুষ যত রূপ হেরে বাটে।
বিকালো সবার মন যৌবনের হাটে॥ ৮৮
সেনের নিকটে রামা উত্তরিল গিয়া।
রূপ হেরি অভাগী ধরিতে নারে হিয়া॥ ৮৯
আগে কিছু নাহি কয় করিয়া চাতুরী।
মনে ক[illegible] কটাক্ষে করিব মন চুরি॥ ৯০
অসতী মেয়ের মতি এইরূপই ছুটে।
মনে পূর্ণ অভিলাষ মুখ নাহি ফুটে॥ ৯১
বিচলিত করে বায়ে কুচের বসন।
লাসবেশ লাবণ্যে হরিতে চায় মন॥ ৯২
নাভিদেশ দেখায় উদর-বস্ত্র ঝাড়ে।
মহাশয় তথাপি না চান চক্ষু-আড়ে॥ ৯৩
কহিছে কুলটা কামে কাতর হইয়া।
শূর্পণখা রাক্ষসী শ্রীরাম সম্ভাষিয়া॥ ৯৪
বচনে মিশাল মধু মন্দ মন্দ বলে।
কোন্ দেশে ঘর বঁধু কেন তরুতলে॥ ৯৫
এসো এসো আমার মন্দিরে উত্তরিবে।
যে কিছু বাসনা কর সকলি পাইবে॥ ৯৬
আপনি করিব সে[illegible]া শোয়াইয়া খাটে।
রাখিব রভস রঙ্গে যৌবনের হাটে॥ ৯৭
[illegible]নি রাম শব্দে সেন কাণে দিল হাত।
ঘ[illegible]াম ভণে যায় সখা রঘুনাথ॥ ৯৮
নয়[illegible]া কহিল কেন কাণে হাত দিলে।
লা[illegible]সেন [illegible]মা তুমি কি কহিলে॥ ৯৯
কুল[illegible]তী হয়ে [illegible] কুলটার কথা।
[illegible] পূজ প[illegible] পরম দেবতা॥ ১[illegible]
নয়ানী বলিছে নাথ কি আর কহিতে[illegible]
তোমারে মজিল মন আন্ নাহি চি[illegible] [illegible]০১

কুলবতী বটি কিন্তু শীল স্বতন্তরা।
না করি নিয়ম প্রাণ পীরিতিতে মরা॥ ১০২
রায় বলে ত্যজ তানা তনু মোর ক্ষীণ।
কাম কোপ লোভ মোহ হিংসা দম্ভ হীন॥ ১০৩ (ক)
মোরে মন ত্যজহ ভজিবে কোন গুণে।
ভাল যেয়ে ভজ ভব্য পুরুষ তরুণে॥ ১০৪ (খ)
পরনারী সহিত আলাপ নাহি করি।
আপনার ঘরে যাও পরম সুন্দরি॥ ১০৫ (গ)
নয়ানী বলিছে তুমি বিজ্ঞ বট রায়।
যুবতী যাচিঞা হলে দোষ নাহি তায়॥ ॥ ১০৬
নিদারুণ নয়ো নাথ নিকেতনে চল।
মোর মাথা খাও যদি আর কিছু বল॥ ১০৭
তবে যদি নাহি যাও আমার বাসর।
আজি হতে আমি হে ছাড়িনু বাড়ি ঘর॥ ১০৮
আজ্ঞা কর এখনি তোমার সঙ্গে যাই।
ঘর দ্বার ভাতার পুতের মুখে ছাই॥ ১০৯
একথা শুনিয়া সেন ব'ল রাম রাম।
না জানি কি গতি তোর হবে পরিণাম॥ ১১০
পরের পুরুষ আশে নিন্দ নিজ পতি।
যা শুনি ত্যজিল প্রাণ শিব-জায়া সতী॥ ১১১
যে কারণে দক্ষ-যজ্ঞ হইল বিনাশ।
নয়ানী বলিছে সব জানি ইতিহাস॥ ১১২
স্বামী যে না দিল সুখ, সে মৈলে কি দুখ।
তুমি মাত্র প্রাণনাথ না হয়ো বিমুখ॥ ১১৩
হেঁট মাথা কর কেন মোর মাথা খেয়ে।
খানিক খোঁপার রূপ দেখ না হে চেয়ে॥ ১১৪
ছেলে পিলের মা বলে না হয়ো অসন্তোষ।
বয়স বিস্তর নয় বৎসর ষোড়শ॥ ১১৫
প্রেম কর পরশ পরম প্রীতি পাবে।
অৰ্দ্ধ দণ্ডে এখনি অক্ষম স্বর্গ যাবে॥ ১১৬
ব্যিচারিণী মেয়ের কথায় কত ছলা।
কহিতে কহিতে করে কতগণ্ডা কলা॥ ১১৭
লাউসেন বলে শুন অবলা অবোধ।
আমি কি তোমায় দিব এ কথার শোধ॥ ১১৮
প্রবোধ বচন বলি শুন যায় ভাল।
মহা দুর্লভ জন্ম বৃথা কেন টাল॥ ১১৯

১০৭। নয়ো—না হয়ো।
১১৯। টাল—কাটাও।

স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি।
ঘরে যেয়ে ভক্তি ভাবে ভজ নিজ পতি ॥ ১২০
পতিব্রতা সম ধর্ম্ম কহা নাহি যায়।
পৃথিবী পবিত্র যার পায়ের ধূলায় ॥ ১২১
ঘরে বসে পায় সেই চতুর্ব্বর্গ ফল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার করতল ॥ ১২২
অপরঞ্চ শুন সতী সাবিত্রীর কথা।
যম তারে আপনি আসিয়া বর দাতা ॥ ১২৩
নিকট দেখিয়া তার পতির মরণ।
প্রথমে প্রখর দূতে পাঠালে শমন ॥ ১২৪
নিকট না হয় দূত সাবিত্রীর ডরে।
যমরাজ আপনি আইল তার পরে ॥ ১২৫
তথাপি না পারে নিতে সাবিত্রীর পতি।
তুষ্ট হয়ে দিল বর শত পুত্রবতী ॥ ১২৬
অতেব স্ত্রীলোক সবে করে আশীর্ব্বাদ।
পুত্রবতী ভব সতি সাবিত্রী-সমান ॥ ১২৭
অপর ভারতকথা কর অবগতি।
বকভস্ম নামেতে ভিক্ষায় এক যতি ॥ ১২৮
উপনীত হ'ল পতিব্রতার বাসরে।
হেন কালে তার প্রাণপতি এলো ঘরে ॥ ১২৯
পতির সেবায় হ'ল সতীর বিলম্ব।
যতির হইল ক্রোধ অভিমান দম্ভ ॥ ১৩০
শেষে আসি সেবিতে যতির হ'ল কোপ।
সতীরে সম্পাত দিতে নিজ ধর্ম্ম লোপ ॥ ১৩১
ধর্ম্ম-ব্যাধ নিকটে পশ্চাৎ পেলে জ্ঞান।
হেন পতিব্রতা-ধর্ম্ম কেন কর আন ॥ ১৩২
যার আশীর্ব্বাদে হয় পৃথিবীর ভূপ।
অভিশাপে আপনি ঈশ্বর শিলারূপ ॥ ১৩৩
তোমার সহিত কথা কহা অনুচিত।
তবু আমি অনেক বুঝানু ধর্ম্মনীত ॥ ১৩৪
কুলবধূ কুলটা-চরিত্র ত্যাগ করি।
সংসারসাগর তর স্বামী সেবা করি ॥ ১৩৫
হরিগুরু-চরণ সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৩৬
এত শুনি নয়ানী হাসিয়া বলে হায়।
এই রূপে সংসারে মজিয়া গেছ রায় ॥ ১৩৭
বুঝালে বিস্তর বটে পুরাণপ্রসঙ্গ।
বুঝে দেখ তার কাছে আছে কত রঙ্গ ॥ ১৩৮
কুন্তী সম সংসারে সুন্দরী কেবা সতী।
অবিবাহ কালে কেন হ'ল গর্ভবতী ॥ ১৩৯
বিধুমুখী বধূ তার ভজে পাঁচ পতি।
বুঝে দেখ মন্দোদরী কিবা তার গতি ॥ ১৪০
কি কর্ম্ম করিল নাথ অজামিল মুনি।
মেয়ে হয়ে কহিনু পণ্ডিত-মুখে শুনি ॥ ১৪১
সংসারে সবার বটে ঐ নায়েতে ভরা।
বিশেষ আমার প্রাণ পীরিতিতে মরা ॥ ১৪২
যুবা হয়ে কেন বল বুড়ার বচন।
যুবতী-যৌবন লুঠ, উঠ প্রাণধন ॥ ১৪৩
দিনে দিনে যৌবন-বিলাস যায় বয়ে।
ভুঞ্জহ সংসার-সুখ কত কাল রয়ে ॥ ১৪৪
বৃদ্ধ হ'লে বনে বসে জপ' হরি হরি।
তোমার পায়ের কিরা যদি মানা করি ॥ ১৪৫
রতিরঙ্গ অনঙ্গ-আবেশে রবে সুখে।
আপনি সাজিয়া পাণ তুলে দিব মুখে ॥ ১৪৬
কামিনী-কোমল কথা শ্রবণমধুর।
অন্তর কঠিন বড় খরশান খুর ॥ ১৪৭
সেন বলে দূর কর ও সব সরস।
জনমে যুবতী আমি না করি পরশ ॥ ১৪৮
অনুচিত এখানে থাকিতে এক তিল।
আমি নই তেমন পুরুষ ভ্রষ্টশীল ॥ ১৪৯
বুঝানু যতেক তায় পাষাণ দরবে।
পুরুষ-পাগলী তবু মতি দিস্ পাপে ॥ ১৫০
পরের পুরুষ পিতা পুত্র সম মানি।
অপরঞ্চ পরজায়া যেমন জননী ॥ ১৫১
পরনারী পরের পুরুষে যার মতি।
হেন নর-নারী করে নরকে বসতি ॥ ১৫২
কি আর ও সব ভাব তুমি মোর মা।
কাজ নাই ও সব কথায় ঘর যা ॥ ১৫৩
নিশ্বাস ছাড়িয়া থেয়ে যেয়ে ঐরূপে।
পুত্রে এনে পাপিনী ডুবায়ে ফেলে কূপে ॥ ১৫৪
কলা করি কুলটা কান্দিছে উভরায়।
শুনিয়া নগর-লোক উভ-মুখে ধায় ॥ ১৫৫
ভয় পেয়ে কর্পূর পলায়ে রয় বনে।
প্রমাদ পড়িল বড় রাজার নন্দনে ॥ ১৫৬
নির্ম্মমতা মাগী মিছে শোকে কেঁদে [illegible]।
হেদে ও শালার বেটা বধিলে [illegible] ॥ ১৫৭
একা [illegible]পেয়ে পথে বল [illegible]।
ডাক দিয়ে কূপেতে ডুবালে [illegible] পো ॥ ১[illegible]

১[illegible] উভ মুখে—বিস্ময়ে

রায় বলে ঐ মেয়ে, মিছা করে রোল।
নগরে নাবড় লোক না বুঝিল বোল॥ ১৫৯
কূপ হতে তোলে মৃত নয়ানীর সুত।
সহসা সেনেরে বান্ধে যেন যমদূত॥ ১৬০
নাথা নোথা কিল গুঁতা ধাবুতা করিয়া।
রাজার নিকটে সেনে লইল ধরিয়া॥ ১৬১
অবিচারে নরপতি দিল কারাগার।
ভাল মন্দ কিছু নাহি করিল বিচার॥ ১৬২
জলা করি কান্দে মাগী কোলে মরা পো।
রাজআজ্ঞা হলো লয়ে কারাগারে থো॥ ১৬৩
আপনি বিচার কালি বুঝিব সকালে।
সেনেরে বন্ধন দিয়া রাখিল কোটালে॥ ১৬৪
হাতে পায়ে বন্ধন নিগড় গলে তোক।
ধর্ম্ম-ধ্যান করি লাউসেন করে শোক॥ ১৬৫
তখন নয়ানী নারী বলে আঁখি ঠারি।
কথা রাখ এখনো ছাড়ায়ে দিতে পারি॥ ১৬৬
বেটা মলো তোমার বালাই লয়ে গেল।
বঁধু হে ছাড়াই, যদি নিকেতনে চল॥ ১৬৭
রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুনাথ॥ ১৬৮

হরি হরি এই ছিল আমার ললাটে।
মিছা অপবাদে প্রাণ, কত সহে অপমান,
বিষম বন্ধনে বুক ফাটে॥ ১৬৯
মায়ের নিষেধ বাণী, বেদ আজ্ঞা নাহি মানি,
বিদেশে বিধাতা দিল দুখ।
এই তাপে পোড়ে হিয়ে, পুনরপি দেশে যেয়ে,
না দেখিব মা-বাপের মুখ॥ ১৭০
শালে হয়ে খানি খানি, তপস্যাতে ত্যজি প্রাণী,
আমা পুত্র কোলে পেলে মা।
আমি অভাগিয়া তার, কিছু না শোধিনু ধার,
দরিয়ায় [illegible]বাহু ভরা না॥ ১৭১
কাতর হইয়া কত, কর্পূর কালের মত,
জামতির যত ব্যবহার।
করিল মানা, না শুনি সে সব তানা,
[illegible]বন্ধন কারাগার॥ ১৭২
সেইরূপ মায়াধারী,
কর্পূর [illegible]ণের মোর সাথী।
[illegible]াসর মে[illegible] ভয়ে তারা [illegible]রে ভর,
কোথাবা রহিল এত রাতি॥
কান্দে সেন রঞ্জার কুমার।
দারুণ বন্ধনে পড়ে, প্রাণ মোর যায় ছেড়ে,
ওহে প্রভু করহ উদ্ধার॥ ১৭৪
তুমি হে অনাদি ধর্ম্ম, পরাৎপর পরম ব্রহ্ম,
অভাগা আনিবে কোন্ বলে।
দীন হীন ক্ষীণমতি, তাহাতে মানব জাতি,
বিশেষ জনম কলিকালে॥ ১৭৫
চারি বেদে অনুপম, পতিতপাবন নাম,
শুনিয়া ভরসা আছে মনে।
পতিত আমার সম, কেবা আছে নরাধম,
কেন না উদ্ধার নাম গুণে॥ ১৭৬
প্রহারে পরাণ যায়, আমি নাহি কান্দি তায়,
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসীর পুত্র, মিছা বাদে মলো মাত্র,
ধর্ম্ম মিথ্যা বলি জানে লোকে॥ ১৭৭
করিতে এতেক স্তুতি, জানিয়া অখিলপতি,
জামতির যত বিবরণ।
হনুমান্ মহাবীরে, পাঠাইল জামতিরে,
রক্ষা হেতু রঞ্জার নন্দন॥ ১৭৮
প্রভু এত আদেশিতে, অবিলম্বে অবনীতে,
মহাবীর করিল পয়ান।
প্রবেশিতে কারাগার, খসিল বন্ধনভার,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥ ১৭৯

বন্ধন খসিতে প্রেমে পুলকিত তনু।
ধ্যান-বলে বুঝিলা আইল বীর হনু॥ ১৮০
তনু লোটাইয়া রায় করে দণ্ডবত।
কৃপা করি কোলে বীর করিল ভকত॥ ১৮১
বীরবরে বিবরে বলিছে পুনঃপুনঃ।
হনু বলে ভয় নাই বলি কিছু শুন॥ ১৮২
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু নারদ।
ভক্তিভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ॥ ১৮৩
হেন প্রভু তোমার লাগিয়া ব্যস্তচিত।
অতেব এখানে বাপু আমি উপস্থিত॥ ১৮৪
যার দর্পে কম্পমান রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন তুচ্ছ শত্রু তার রায় গদাধর॥ ১৮৫
আগে আমি রাজাকে স্বপন-কথা কয়ে।
না [illegible] যে হয় হবে কালি দেখ রয়ে॥ ১৮৬
এত [illegible]লি উপনীত ভূপতির আগে।
শিয়[illegible] স্বপন কন কাল-নিশা জাগে॥ ১৮৭
অ[illegible]চারে কারাগারে ধর্ম্মের কিঙ্কর।
অপরাধ বিনা বান্ধ বুকে নাই ডর॥ ১৮৮

বামন হইয়া হাত বাড়াইলে চাঁদে।
ভক্তে বাস্ত ভ্রষ্টা নারী-বচনের ফাঁদে ॥ ১৮৯
ছেড়ে দেহ তৎকাল বিলম্বে নাই ফল।
স্বপন শুনিতে তনু তরাসে তরল ॥ ১৯০
এত বলি বীর হনু হলো তিরোধান।
ভূপতি পোহাল নিশা হাতে ক'রে প্রাণ ॥ ১৯১
বার দিল প্রভাতে করিয়া রাজ-ঘটা।
বিপ্রগণসম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য-ছটা ॥ ১৯২
পাত্র মিত্র ইষ্ট বন্ধু বসেছে বেষ্টিত।
ভূপতি পুরাণ শুনে প্রকাশে পণ্ডিত ॥ ১৯৩
বাণকন্যা সঙ্গে রঙ্গে কামের নন্দন।
অনিরুদ্ধ উষায় হইল আলিঙ্গন ॥ ১৯৪
স্বপ্নে হলো সম্ভোগ তৎপর নিদ্রাভঙ্গ।
শুনিলা সবাই এই পুরাণপ্রসঙ্গ ॥ ১৯৫
উষার বিষাদ, পরে পেলে প্রাণনাথে।
বাণ পরাজয় যুদ্ধ অনিরুদ্ধ হাতে ॥ ১৯৬
নাগপাশে শেষে বদ্ধ হ'ল অনিরুদ্ধ।
এই হেতু হরিহরে হৈল মহাযুদ্ধ ॥ ১৯৭
স্বপ্নে উষাহরণ যে কিছু বিবরণ।
শুনিতে স্বপন-কথা হইল স্মরণ ॥ ১৯৮
পড়ি এই প্রসঙ্গ পণ্ডিত পুঁথি রাখে।
রাজা বলে বন্দি কে হাজির কর তাকে ॥ ১৯৯
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল আনিয়া দিল আগে।
শুভ বাক্যে তারে রাজা পরিচয় মাগে ॥ ২০০
লউসেন কন আমি নষ্ট ভ্রষ্ট জন।
মোর পরিচয়ে আর কোন্ প্রয়োজন ॥ ২০১
বিচার করিয়া অগে দোষ বুঝ মোর।
পিছে পাবে পরিচয় কিবা সাধু চোর ॥ ২০২
এত শুনি কোটালে কহেন ত্বরমাণ।
শিবদত্ত বারুই বধূরে সনে আন ॥ ২০৩
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল আনিল সেইরূপ।
সভা সম্বোধিয়া বলে জামতির ভূপ ॥ ২০৪
প্রবাসী পুরুষ এই পতি-যুক্ত মেয়ে।
বুঝহ বিচার সবে ধর্ম্মপানে চেয়ে ॥ ২০৫
সবে বল জ্ঞানগম্য করিব বিচার।
আগে দত্ত শিবায়ে শুধান সমাচার ॥ ২০[illegible]
দত্ত বলে কোন তত্ত্ব আমি নাহি জানি।
খণ্ডর করিয়া পাছু এগুলা নয়ানী ॥ ২০৭

লাউসেনের ধর্ম্মসাক্ষী।

লাজ খেয়ে বলে মাগী পথে পেয়ে একা।
হেদেরে শালার বেটা জেতে দিল ডাকা ॥ ২০৮
গা কাঁপে তরাসে তবে ডাকি তোমার দূতে।
কূয়ায় ডুবায়ে মেলে মোর সোণার পুতে ॥ ২০৯
মিছা বলি ও কথা লুকাইতে নাই পথ।
নয়নে নিশান এই চেয়ে দেখ যত ॥ ২১০
এত বলি মৃত শিশু ফেলায়ে সভায়।
আছাড় খাইয়া মাগী কান্দে উভরায় ॥ ২১১
নয়ানীরে প্রবোধ করিয়া সভাজন।
লাউসেনে শুধান বিশেষ বিবরণ ॥ ২১২
সবারে কহেন সেন সব কথা মিছা।
আপনি মারিয়া ছেলে দোষে মোর পিছা ॥ ২১৩
বাহু পসারিয়া মাগে আলিঙ্গন দান।
আশা- ভঙ্গ হেতু এত করে আপমান ॥ ২১৪
বচনে প্রত্যয় নয় বলে সভাজন।
সেন বলে তবে সাক্ষী দেব নিরঞ্জন ॥ ২১৫
সবে বলে ধর্ম্ম সাক্ষী কিরূপেতে রটে।
রায় বলে বলাইব বালকের ঘটে ॥ ২১৬
প্রাণ দিয়া তার মুখে প্রমাণ বলাই।
রাজা বলে শত্রুমুখে তবে পড়ে ছাই ॥ ২১৭
আপন ইচ্ছায় তার কাট নাক কাণ।
সবাই বিস্ময় ভাবে মরা পাবে প্রাণ ॥ ২১৮
গান দ্বিজ ঘনরাম অনাদি মঙ্গল।
চিন্তি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের কুশল ॥ ২১৯
কূপতটে কাপড়ে কাণ্ডার করি রায়।
বারুয়ের মৃত শিশু শোয়াইল তায় ॥ ২২০
স্নান পূজা করি রায় হয়ে শুদ্ধমতি।
ধ্যানে সমর্পিয়া ধর্ম্মপদে করে স্তুতি ॥ ২২১
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু আগম পুরাণে।
নাম শুনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি রাজধানে ॥ ২২২
কয়েছি সভার আগে দেব ধর্ম্মরাজ।
বালকে বলাব সাক্ষী প্রভু রাখ লাজ ॥ ২২[illegible]
প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা-বচন রক্ষা [illegible]।
দেখা দিল-ফাটিকে নৃসিংহ [illegible] ॥ ২২[illegible]
সংগ্রামে [illegible]রিল পণ সুধন্বা [illegible]ন।
প্রতিজ্ঞা রাখিতে [illegible]দারুণ ॥ [illegible]
রেখেছ [illegible]ধবের পণ আপনি গোঁসাই।
[illegible]র্য্য হেন যার পর নাই ॥ ২২৬

২০৭। এগুলা—অগ্রসর হইল।

না করি তুলনা তার তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাম পতিতপাবন ॥ ২২৭
করিয়া এতেক স্তুতি মৃত শিশুশিরে।
অর্ঘ্যদান দিতে প্রাণ আইল শরীরে ॥ ২২৮
গায়ে হস্ত বুলাইতে তপস্যার বলে।
উঠে শিশু লোটায় সেনের পদতলে ॥ ২২৯
রাজ্যের সহিত রাজা হইল বিস্ময়।
হরিধ্বনি উঠে বাদ্য বাজিছে বিজয় ॥ ২৩০
শুনিয়া কর্পূর রায় আইল নিকটে।
লাউসেন বলে ধর্ম্ম রাখিল সঙ্কটে ॥২৩১
কান্দিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা।
কালি কোথা ছিলে ভাই হায় কিবা দশা ॥ ২৩২
কর্পূর বলেন যবে বন্দি হ'ল ভাই।
রাতারাতি গৌড় গিয়াছিনু ধাওয়া-ধাই ॥ ২৩৩
রাজারে আশ্বাস করি জামতি লুঠিতে।
লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে ॥ ২৩৪
পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই।
লাউসেন বলে তোরে বলি হারি যাই ॥ ২৩৫
যেমন সাহসে মেলে কামদল বাঘে।
সেইরূপ গৌড় গিয়াছিলা নিশাভাগে ॥ ২৩৬
কিছু হক্ মুখ দেখে দুঃখ গেল নাশ।
এত শুনি উপজে মধুর মন্দ হাস। ২৩৭
সেনের চরিত্র দেখে চিন্তিত সবাই।
এখনি আছিল এক, হলো দুই ভাই ॥ ২৩৮
সাধু সাধু বলে সবে করে দিব্যজ্ঞান।
শিশু দেখে শুখাইল নয়ানীর প্রাণ ॥ ২৩৯
বালকে বলাতে সাক্ষী বৈসে ঘটা করি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি ॥ ২৪০
সূর্য্যমুখে রয় শিশু সভায় বেষ্টিত।
বালকে বুঝান ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ॥ ২৪১
সাবধানে শুন শিশু এই ধর্ম্মসভা।
ইহাতে সঙ্কট বড় সত্য কথা কবা ॥ ১৪২
গোবিন্দ গণ্ডকী শিলা গব্য গঙ্গাজল।
সম্মুখে তুলসীতলা তাম্র তীর্থ স্থল ॥ ২৪৩
ব্রাহ্মণ বিগ্রহ এই দেখ বিষ্ণু-অংশ।
সভা মাঝে বল মিথ্যা হবে কুলধ্বংস ॥ ২৪৪
যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
প্রকাশে একাশি মিথ্যা মনস্তাপ পায় ॥ ২৪৫
অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলে শেষে।
ধর্ম্মপুত্র তথাপি ঠেকিল কার্য্যদোষে

সপ্ত পিতৃ তোর ভয়ে আছে ভাব্য মতি।
আজি বা অক্ষয় স্বর্গ, কিম্বা অধোগতি ॥ ২৪৭
সুপুত্র হইলে হয় গোত্রের উদ্ধার।
সূর্য্যবংশ ভগীরথ প্রমাণ ইহার ॥ ২৪৮
মা বলে যে মিথ্যা ব'ল মনস্তাপ পাবে।
সত্য কথা কহিলে সংসারে তরে যাবে ॥২৪৯
বল বাপু কে তোরে ডুবায়ে মেলে কূপে।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি শিশু কহেন স্বরূপে ॥ ২৫০
বুঝান সবার ঘটে বসি মায়াধর।
সরস্বতী শিশুর বদনে করে ভর ॥ ২৫১
বাক্যই বালক বলে শুন সত্য ভাষা।
জননী জগতে মোর জাতি-কুল-নাশা ॥ ২৫২
বিদেশী কেবল ধর্ম্ম পুরুষ প্রধান।
কুলটা মায়ের কথা কব কোন খান ॥ ২৫৩
লাসবেশ লাবণ্যে মাগিল আলিঙ্গন।
না চান নয়নকোণে দুই তপোধন ॥ ২৫৪
বুঝান বিশেষ যত জ্ঞান ধর্ম্মবাণী।
শুনিয়া না শুনে কানে পুরুষ-ডাকিনী ॥ ২৫৫
পুণ্যবান পুরুষ না ভুলে কোন রূপে।
তবে মাগী আমারে ডুবায়ে মেলে কূপে ॥ ২৫৬
হাঁপানে হারানু প্রাণ দণ্ড দুই বই।
ধর্ম্মময় মহাশয় ভ্রষ্টা মাগী অই ॥ ২৫৭
এত শুনি হরিধ্বনি জয় জয় রোল।
আনন্দে বিভোল সবে বাজে জয়ঢোল ॥ ২৫৮
বিচার করিতে নৈল বিদেশীর দোষ।
ঘনরাম ভণে যার গুরুপদ কোষ ॥ ২৫৯
সাধু সাধু বলি সবে লাউসেনে কয়।
কেহ কয় কুমার মনুষ্য মেনে নয় ॥ ২৬০
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত পুরুষ যে প্রাণী।
সাপেখেকো মিছে কয় কহিছে নয়ানী ॥ ২৬১
পেটের বেটা ছোঁড়া সভায় হলো বাদী।
গদাধর বলে ভাল থাকলো হারামজাদী ॥ ২৬২
মাগী বলে মিছামিছা মজায়ে মোর জাতি।
তাপে তবে কর্পূর কুপিয়া ধরে কাতি ॥ ২৬৩
রাবণ-ভগিনী যেন শ্রীরামের পাশে।
রূপসী রাক্ষসী এলো সম্ভোগের আশে ॥ ২৬৪
নাক কাণ কাটে তার লক্ষ্মণ ঠাকুর।
সেইরূপ ক'রে তারে ক'রে দিল দূর ॥২৬৫
রায় গদাধর বলে ঐ বটে মোর বাপ।
মনের মত হলো শাস্তি ঘুচলো মনের তাপ ॥২৬৬

সে সব রঙ্গের মেয়ে শুনি নিদারুণ।
ভয়েতে হইল যেন জোঁকের মুখে চুণ ॥ ২৬৭
নাচে বাটে ঘরে ঘাটে স্ত্রীলোকের তান।
আই আই হরে'র মায়ের একি অপমান ॥ ২৬৮
কেহ বলে ভাল হলো মনের গেল দুখ।
ছেলে মেয়ে পথিক বান্ধে মাগীর এত বুক ॥২৬৯
সব দিন ছিল মাগীর ঐ মতিটা আস্ত।
পরপুরুষে পীরিতরসে পর কিতাটা খাস্ত ॥ ২৭০
গর্ব্বিণী সে গরবথাকি তিন ছেলের মা।
পরের পুরুষ দেখে ধরিতে নারে গা ॥ ২৭১
তেমন সুজন, স্বামী ছোঁড়া লাজে না বেরোয়।
যত ছেলে ডাকে তাকে খেন্দীর ভাতার যায় ॥
আই আই অভাগী মাগী কি করিল কাজ।
এক মেয়ের লাজ হলে সকল মেয়ের লাজ ॥ ২৭৩
এইরূপ নারীগণ কতখান কয়।
হেথা লাউসেনে নৃপতি শুধান পরিচয় ॥ ২৭৪
কোন দেশে নিবাস কহিবে তপোধন।
কি নাম তনয় কার কোথায় গমন ॥ ২৭৫
সেন বলে পরিচয় শুন নরাধিপ।
ময়না নগর বাড়ী সাগরসমীপ ॥ ২৭৬
পিতা মহাশয় মোর কর্ণসেন রায়।
রঞ্জাবতী জননী মোর ধর্ম্মের কৃপায় ॥ ২৭৭
নাম মোর লাউসেন কর্পূর অনুজ।
অর্জ্জুন-সারথি যেন দেব চতুর্ভুজ ॥ ২৭৮
মাতামহ বেণু রায় নিবাস রমতি।
মামা মোর মহাপাত্র, মেসো গৌড়পতি ॥ ২৭৯
সম্প্রতি গৌড়েতে যাব রাজার সাক্ষাৎ।
শুনিয়া ভূপতি কন করি যোড় হাত ॥ ২৮০
শুনেছি সংসারে তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
সাক্ষাতে দেখিনু, জন্ম সফল আমার ॥ ২৮১
পদরজ পরশে পবিত্র হলো পুর।
শুনি সবিনয়ে কন লাউসেন কর্পূর ॥ ২৮২
তুমি ধন্য ধার্ম্মিক ধরণীপতি রাজা।
মোর নিবেদন দেশে কর ধর্ম্মপূজা ॥ ২৮৩
পুরী শুদ্ধ ধরালে ধর্ম্মের আরাধনা।
দূর গেল পাপ তাপ জঞ্জাল যন্ত্রণা ॥ ২৮৪
ঘরে ঘরে বাড়িল ধর্ম্মের প্রতি ভাব।
দেশ-নষ্ট নাবড় লোকের হল দাব ॥ ২৮৫
জগতে জাগিল যশ জিনিয়া জামতি।
লঘুগতি যান দোঁহে ভেটিতে ভূপতি ॥ ২৮৬

ডানি বামে পিছে রাখে যত গ্রাম বাট।
অনুপাম সুঠাম সম্মুখে গোলাহাট ॥ ২৮৭
তা দেখিয়া কর্পূরে সুধান গুণধাম।
অবন্তী নগর সম আগে কোন্ গ্রাম ॥ ২৮৮
সারি সারি নারিকেল রাম রম্ভা গুয়া।
নিজ বোলে ডাকে পিক, পড়ে সারীশুয়া ॥ ২৮৯
সৌধময় সকলি সহরময় যুড়া।
দেউলে ধবল ধ্বজা কলধৌত চূড়া ॥ ২৯০
সুচারু চত্বর কুল পরিসর বাট।
কর্পূর কহেন দাদা ঐ গোলাহাট ॥ ২৯১
এ বড় বিষম ঘাট বামে রাখ দূরে।
নারী রাজা দারী তায় বৈসে ঐ পুরে ॥ ২৯২
নানা গুণগ্রাম জানে, জানে নানা যোগ।
নাট গীতে লক্ষের বিলাস করে ভোগ ॥ ২৯৩
কামরূপে কামনা করেছে সিদ্ধপীঠে।
সংসার মোহিতে পারে চেয়ে দিঠে দিঠে ॥ ২৯৪
তার চেড়ী গুরিক্ষা মুনির মনমজা।
গুয়াপাণ-পড়ায় পুরুষে করে অজা ॥ ২৯৫
কোন জনে করে অধি রবি যতক্ষণ।
প্রকাশে যামিনী যোগে যেমন মদন ॥ ২৯৬
কল্যাণ কুশল কৃষ্ণ কেশব কিঙ্কর।
ক্ষেমানন্দ নগেন্দ্র ঘোষাল গণেশ্বর ॥ ২৯৭
গঙ্গাধর গোবিন্দ গঙ্গেশ গঙ্গারাম।
স্বরবাস ঘোষাল ঘসীরাম ঘনশ্যাম ॥ ২৯৮
চাস চতুর্ভুজ চণ্ডীচরণ চম্পতি।
চন্দ্রচূড় চৈতন্যচরণ চূড় ভাতি ॥ ২৯৯
ছকুরাম ছকুড়ি ছাওয়াল সিংহ ছয়।
জয় হরিজীবন জানকীরাম জয় ॥ ৩০০
ঝাড়া বার ঝাপড়া ঝাকড়া বিমোচন।
ঈশ্বর ঈশ্বরীদাস ইন্দ্র নারায়ণ ॥ ৩০১
অকিঞ্চন অনন্ত অচ্যুত অভিরাম।
দৈবকীনন্দন দুর্গাদাস শুভারাম ॥৩০২
তুলসী তিলক তুলা রামশব্দ-আর।
অর্জ্জুন অযোধ্যা রাম অদিতি অনন্ত ॥ ৩০
চৈতন্যচরণ চতুর্ভুজ চক্রপাণি
ভবভাতি ভীম রায় ভারতভা[illegible] ॥ ৩০৪
মুরারি [illegible]াধব মধু মদন মুকু[illegible]
ঔষধে[illegible]গুণে দিবা কেহ [illegible]ত্রে অন্ধ ॥ ৩[illegible]
কত [illegible] ছকুড়ি নাগর একে একে।
প[illegible] ও পার্ব্বতী প্রভৃতি রয় ঠেকে ॥ ৩০৬

নাগর সবার দাদা কি কব আদর।
মাহিনা বিহনে নিত্য নটীর নফর ॥ ৩০৭
ছড়া ঝাঁটি দেয় কেহ, কেহ জল বয়।
অজা অজী রাখে কেহ, কেহ রাখে হয় ॥ ৩০৮
পাগল হইয়া কেহ রয় কাছে কাছে।
তাল মান গানেতে নাচায় কেহ নাচে ॥ ৩০৯
তাম্বুল জোগায় কেহ কেহ চাপে পা।
কেহ কেহ চামরে করিছে মন্দ বা ॥ ৩১
পরম সুন্দর পেলে নানা দ্রব্য ঠাটে।
আপনি সুরিকা সেবে সুবর্ণের খাটে ॥ ৩১১
পরম সুন্দর তুমি এই বেলা বলি।
সে পাছে কমল হয়, তুমি হও অলি ॥ ৩১২
ফিরে চল ফের পথে রাখিয়া মর্য্যাদা।
দারীর দরবার গিয়া কাজ নাই দাদা ॥ ৩১৩
সেন বলে দারীর দর্শনে মহাফল।
দেখে যাব দারীর কেমন দল বল ॥ ৩১৪
চিত্তেতে চিন্তিলে ধর্ম্ম কোন চিন্তা নাই।
শুন তার পুরাণে প্রমাণ কত ঠাঁই ॥ ৩১৫
তার সাক্ষী নরনারায়ণ মহা ঋষি।
যার উরুদেশ হ'তে জন্মিল উর্ব্বশী ॥ ৩১৬
উগ্র তপ দেখে যার ইন্দ্র পাইল ভয়।
পাছে আসি ইঙ্গিতে অমরাবতী লয় ॥ ৩১৭
তপ ভঙ্গ হেতু ইন্দ্র পাঠা'ল অপ্সরা।
নাটে গানে লাবণ্যে মুনির মনোহরা ॥ ৩১৮
যোগবলে যত তত্ত্ব জানি মহা ঋষি।
সৃজিল অপ্সরা কত প্রধানা উর্ব্বশী ॥ ৩১৯
বার ক'রে দিল ঋষি উরুদেশ চিরে।
ইন্দ্রের অপ্সরা যত লাজে গেল ফিরে ॥ ৩২০
উর্ব্বশী পাঠা'ল ঋষি ইন্দ্র আগে ভেট।
দেখিয়া মোহিত সবে মাথা করে হেঁট ॥ ৩২১
পাপাধীন স্বধর্ম্ম বিহী[illegible] যত লোক।
লঘু গুরু না মেনে [illegible] হয় পুণ্যশ্লোক ॥ ৩২২
সে [illegible]ব জনার কা[illegible] বেশ্যার বড়াই।
স্বধ[illegible] রাখিলে [illegible] গতি সর্ব্ব ঠাঁই ॥ ৩২৩
কর্পূর [illegible]লেন দা[illegible]যে বল সে সত্য।
বুঝা [illegible]হি যায় [illegible] এ দেশের তথ্য ॥ ৩২৪
ছেদে [illegible]াগী হয়ে গৃ[illegible]স্থের বউ ঝি।
নয়াগী [illegible]মন করে [illegible]ন কব কি ॥ ৩২৫
ও জানি কালান্ত বটে লাজ ভয় খেয়ে।
কিরূপে গড়েছে বিধি এদেশের মেয়ে ॥ [illegible]
সেন বলে কি করিল তার সে নাপান।
ধর্ম্মবলে জিনে এলে কেটে নাক কাণ ॥ ৩২৭
কতবার এ পথে আসিতে যেতে চাই।
ঘুচাব পথের কাঁটা সঙ্গে এস ভাই ॥ ৩২৮
কর্পূর বলেন ভাল চল মহাশয়।
আমার ভরসা আছে পালাব না-হয় ॥ ৩২৯
সভয় সরস ভাষ শুনি সেন হাসে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে ॥ ৩৩০

জামতি নগরের পালা সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

গোলাহাট পালা।

অবনী লোটায়ে অঙ্গ অখিল উজ্জ্বল।
বন্দিব চৈতন্যচন্দ্র চরণ-কমল ॥ ১
জগতে জন্মিয়া যত জীবের উদ্ধারে।
করিলা করুণা-সিন্ধু গৌর-অবতারে ॥ ২
কাল-কলুষ-কালকূট কলিকাল সর্প।
হরি-নাম মন্ত্রেতে হরিলা তার দর্প ॥ ৩
তপ জপ যাগ যজ্ঞ যত কিছু কৈল।
সর্ব্বসিদ্ধ হয় হরিনামে মতি হৈল ॥ ৪
ইহা জানি আপনি অধম উদ্ধারিতে।
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু এলেন অবনীতে ॥ ৫
ভব-ব্যাধি খণ্ডাইতে ঔষধ হরিনামে।
ভক্তরূপী ভিক্ষা ছলে ভ্রমেণ আশ্রমে ॥ ৬
বিষম সংসারে সন্তাপ সিন্ধু ঘোর।
হরিনাম তরণী কাণ্ডারী প্রভু মোর ॥ ৭
আপনি অখিল গুরু অকিঞ্চন বেশে।
জীব লাগি জগন্নাথ ভ্রমে দেশে দেশে ॥ ৮
অধিক আনন্দ মনে নিত্যানন্দ সঙ্গে।
ভক্তিরস-সুধাসিন্ধু-প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৯
গৌরাঙ্গ গোবিন্দ-গানে গদগদ হয়ে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যজ্য, ভক্তিবিন্দু লয়ে ॥ ১০
হরি ব[illegible]লি বাহু তুলি আনন্দে বিভোল।
নাচি[illegible]য়া নাচিয়া জীবে যেচে দেন কোল ॥ ১১
যে না[illegible] জপিয়া যোগী দেব পঞ্চানন।
শুক[illegible]র সনক সনন্দ সনাতন ॥ ১২
ব্রহ্মা[illegible] বাঞ্ছিত ঐ হরিনাম ধন।
প্রকাশিলা মহাপাপ-নিস্তার কারণ ॥ ১৩

খণ্ডাতে জগতে যত জীবের যন্ত্রণা।
গোবিন্দ-কীর্ত্তন নাম রচিল রসনা॥ ১৪
সর্ব্বজীবে সম ভাব ভেদবুদ্ধি নাই।
দীন-দয়াল আমার শ্রী চৈতন্য গোঁসাই॥ ১৫
ভারতে মনুষ্যজন্ম করহ সফল।
চিন্তিয়া চৈতন্য-চন্দ্র-চরণকমল॥ ১৬
ধন জন যৌবন জনক পুত্র জায়া।
যেন জোয়ারের জল সব মিছা মায়া॥ ১৭
শচী ঠাকুরাণী বন্দি মিশ্র পুরন্দর।
কেশব ভারতী বন্দি অভেদ ঈশ্বর॥ ১৮
অদ্বৈত গোঁসাই বন্দি আচার্য্য ঠাকুর।
যাহার প্রসাদে পুণ্য, পাপ যায় দূর॥ ১৯
দ্বাদশ গোপাল বন্দি চৌষট্টি মোহন্ত।
প্রভু সঙ্গে যেই সব ভ্রমে অবিশ্রান্ত॥ ২০
সদানন্দে বন্দি শত সনাতন রূপ।
ভাগবত বন্দি আর ভক্ত-রস-কূপ॥ ২১
বিপ্রবন্ধু বৈষ্ণব জগতে যত জন।
অবনী লোটায়ে বন্দি সবার চরণ॥ ২২
কৃপা কর প্রভু হে চৈতন্য চন্দ্র হরি।
দ্বিজ ঘনরাম মাগে চরণমাধুরী॥ ২৩
প্রবেশ করিলা সেন মধ্য-গোলাহাটে।
প্রথমে মালিনী সঙ্গে দেখা রাজবাটে॥ ২৪
সুরিক্ষা ভেটিতে যায় লয়ে মালা ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥ ২৫
অস্ত যেতে আদিত্য আছিল দণ্ড তিন।
হেন কালে পথে দেখা হইল মালিন॥ ২৬
রূপরাশি অসীম দেখিয়া দুই জনে।
কতখান অনুমান মালিনীর মনে॥ ২৭
জন্ম জন্মে ভক্তিভাবে ভজি মায়া-ধরে।
কোন্ পুণ্যবতী পুত্র ধরেছে উদরে॥ ২৮
মোহ করে মালিনী মলিন দেখি মুখ।
পরিচয় মাগে সেনে হইয়া সম্মুখ॥ ২৯
মালিনী বুঝিয়া সেন অতি ধর্ম্মশীলা।
সদয় হৃদয়ে নিজ পরিচয় দিলা॥ ৩০
পরিচয় পেয়ে শেষে বলে প্রিয়ভাষী।
এসো বাপ লাউসেন আমি তোর মাসী॥
ব্রতদাসী আমার ভগিনী রঞ্জাবতী।
সখীভাব ছিলো যবে নিবাস রমতি॥ ৩২
মনেতে বুঝিল রায় মালী শুদ্ধ জাতি।
পুত্রভাব ছিল তায় ধর্ম্মের সেবাতি॥ ৩৩
মথুরা গমনে যবে কৃষ্ণ বলরাম।
দেখিতে চলিল মালী নবঘনশ্যাম॥ ৩৪
সাজি শুদ্ধ দিল যত ছিল মালা ফুল।
সেই হেতু মালাকারে কৃষ্ণ অনুকূল॥ ৩৫
এত ভাবি দোঁহে গেলা মালাকারপুরে।
মালিনীর মনের মালিন্য গেল দূরে॥ ৩৬
আদরে আসন দিয়া যোগাইল জল।
মালী বলে এত কালে জনম সফল॥ ৩৭
পরিবার সহিত সেবকরূপে সেবে।
জ্ঞানবান গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে॥ ৩৮
পরিপাটী ভোজন করালে ছয় রসে।
দুই চারি বচন বলেন ভক্তিবশে॥ ৩৯
কপালে চন্দন দিলা চাঁদমালা গলে।
দূর হতে ভাজন বুড়ী দেখে আন্ ছলে॥ ৪০
রূপে গুণে অনুপাম ধর্ম্মের সেবক।
দেখিয়া বুড়ীর প্রাণ করে লকপক॥ ৪১
মনে করে সাজিতে সামাল যদি পাই।
এখনি ইঙ্গিতে চেয়ে নাগরে ভুলাই॥ ৪২
মায়া করি মালিনী এনেছে ভুলাইয়া।
কেমনে আনিব তার চক্ষে ধুলা দিয়া॥ ৪৩
কুলে ভুলাইতে পারি যদি দেখে শোভা।
ভজিতে ভাজন বুড়ী ভাবে হ'ল যুবা॥ ৪৪
লাসবেশ নাপান করিতে চায় মন।
কামানলে দহে তনু হাতে নাই ধন॥ ৪৫
হেন কালে এলো তথা মালাকারনারী।
বুড়ী বলে এসো এসো ব'স মা ঝিয়ারী॥ ৪৬
কোথা পেলে এমন নাগর অনুপাম।
মালিনী বলিছে আই বল রাম রাম॥ ৪৭
বেণু রায়ের নাতি ছুটি রঞ্জা দিদির পো।
গ্রামের সম্বন্ধে মোর হয় বহিনপো॥ ৪৮
বুড়ী বলে ঝিয়ারি যুড়ানু তো[illegible] বোলে।
অষ্ট আভরণ তবে গড়ে দেহ [illegible]লে॥ ৪৯
তবে আমি নাতিরে যাইয়া মা[illegible] ভেটি।
বিশেষ ব্যাকুল চিত্ত ব্যাজ নাই যেটি॥ ৫০
শুনিয়া মালিনী এত হাসে মনে [illegible]।
এ ছার মাগীকে কেন পাসরে [illegible]ন॥ ৫১
আজ কাল মধ্যে বুড়ী যাবে [illegible] ঘরে।

৪২ সামাল—আড়াল।
৪৯ শোলে—শোলার।

এখন এমন সাধ নাগরের তরে ॥ ৫২
বিশেষ বুঝিয়া কেন করি আশা ভঙ্গ।
দেখি না এ বুড়ী মাগী করে কত রঙ্গ ॥ ৫৩
মালিনী বলেন যদি মোরে দিলে ভার।
দশ বুড়ি পেলে করি দিব অলঙ্কার ॥ ৫৪
বুড়ী বলে বাড়া বেটী দিল বুকদাপ।
মা বাপের পুণ্যে কিছু কড়ি কর মাপ ॥ ৫৫
ভুলায়ে রাখিতে যদি পারি যুবরাজে।
আখেরে আসিবে তোর বৌঝিয়ের কাজে ॥৫৬
মোর ভাড়া ভাঙ্গা পাথর, জল খাই ভাঁড়ে,
বিশাশয় বৎসর বয়স গেল রাঁড়ে ॥ ৫৭
বান্ধা দিয়া আনি কড়ি চরকা খাউই।
মালী বলে পাঁচ গণ্ডা ছাড়িনু মাউই ॥ ৫৮
ভাল বলি চরকা খাউই ভাড়া পুঁজি।
মজাইতে চলিল ভাজন বুড়ী কুঁজি ॥ ৫৯
এত দিনে বুড়ীরে বিধাতা হৈল বাম।
মিছা মরে ভাজন বুড়ী ভণে ঘনরাম ॥ ৬০
নিরখিয়া নাগরে পাগল হলো বুড়ী।
সূতা কাঁথা বেচে পেলে তের বুড়ি কড়ি ॥ ৬১
চরকা খাউই বান্ধা কেহ নাহি লয়।
প্রতিবাসী বণিকের যুবতীরে কয় ॥ ৬২
দুই দ্রব্য রেখে কড়ি দাও তিন পণ।
তবে রাখি ভুলাইয়া নাগর সুজন ॥ ৬৩
অনেক তোমারে দিব ভুলে যদি যায়।
কড়ি দিব বলিয়া ধরিল বুড়ীর পায় ॥ ৬৪
এসো এসো মোর দশা সব জান তুমি।
জীয়ন্ত ভাতারে বাড়ী যেন শবভূমি ॥ ৬৫
নিরখিয়া নাগরে পাগল এ যে বুড়ী।
শাঁখা কাঁথা বেচে পেলে কড়ি চোদ্দ বুড়ি ৬৬
বুড়ি বুড়ীর কড়ি মজিল শোলায়।
দেড় বুড়ি দিয়ে ধরে ধুবনীর পায় ॥ ৬৭
নিজ বিবরণ কয়ে নিল মুড়া সাড়ী।
চুয়া চন্দনে ফুরাল সব কড়ি ॥ ৬৮
সকল হাটে ব'সে করে বেশ।
হাতে নিল চি... মাথায় নাই কেশ ॥ ৬৯

নাপানে রচিল কেশ কালি মেখে শোনে।
সাজিল পিশাচী যেন ছিল কেয়া-বনে ॥ ৭০
পরিল শোলার শঙ্খ অষ্ট আভরণ।
তুলিয়া তোবড়া গাল রচিল দশন ॥ ৭১
সিন্দুর অভাবে পরে পাটকেল গুঁড়ি।
দুই চক্ষু কোটরে, কাজল দিল বুড়ী ॥ ৭২
কালি চুণ দিয়া মরা আঁতটা পূরায়।
কুঁজের ভরে উজন চলে প্রাণ বেগে ধায় ॥ ৭৩
মালিনী বলেন সাজ হয়ে গেল আচ্ছা।
উলুবন হতে যেন বার হ'ল পেঁচা ॥ ৭৪
মালিবাড়ী নিকটে বকুল-বৃক্ষ-তলে।
বাতাসে বসিয়া রায়, বুড়ী হেন কালে ॥ ৭৫
নাগর নিকটে গেলা মনে অভিলাষী।
কর্পূর বলেন দাদা শ্মশান-পিশাচী ॥ ৭৬
ঐ দেখ চেয়ে দাদা চল যাই উঠে।
তখন সকল কথা বুড়ী কয় ফুটে ॥ ৭৭
আইস ব'লে ইঙ্গিত করিলে বটে নাতি।
সমাচার তোমার শুনিনু এত রাতি ॥ ৭৮
তুমি যদি রঞ্জাবতী ঝিয়ারীর বেটা।
তবে কেন মোরে ছেড়ে অন্য ঘরে লেঠা ॥ ৭৯
না জেনে যা হবার হ'ল এখন এস নাতি।
শিখে যাবে রতিরস রয়ে এক রাতি ॥ ৮০
এত শুনি লাউসেন হাসে মনে মনে।
এছার মাগীকে কেন পাসরে শমনে ॥ ৮১
আজ কাল মধ্যে বুড়ীর মাথা ভাঙ্গে যমে।
বুড়ী বলে কেন দুখ বাড়াও মরমে ॥ ৮২
বয়স বলিয়া বাড়া ঠেলো না হে রায়।
কত নব যুবতী নিছনি মোর পায় ॥ ৮৩
সেন বলে ত্যজ বুড়ী পাপে অভিলাষ।
সময় উচিত বলি কর গঙ্গাবাস ॥ ৮৪
যাহাতে সগরবংশ তরে ব্রহ্মশাপে।
হেন গঙ্গা পরশে পবিত্র হবে পাপে ॥ ৮৫
তুলসী কাষ্ঠের মালা গেঁথে পর গলে।
গোবিন্দ-গারমা-গুণ গাও গঙ্গাজলে ॥ ৮৬
অসার সংসার মিছা তায় শেষ দশা।
সকল ছাড়িয়া কর গোবিন্দ ভরসা ॥ ৮৭
বুড়ী বলে ধরম করমে নাহি মন।
অক্ষয় যে স্বর্গ হয় দিলে আলিঙ্গন ॥ ৮৮
এস নাতি এক রাতি রতিরসে থাকি।
সেন বলে দূর বুড়ী অধম নারকী ॥ ৮৯

৫৭। বিশাশয় বৎসর বয়স গেল রাঁড়ে— একশ কুড়ী বৎসর বৈধব্যে গেল।
৫৮। মাউই—আয়ী।

হেসে হেসে ধরে তবু সেনের কাপড় ।
কুপিয়া কর্পূর তার গালে মারে চড় ॥ ৯০
চড়ের চোটে রক্ত উঠে দশন গেল দূর ।
খসে পড়ে শোনার শাঁখা ভেঙ্গে গেল চুর ॥ ৯১
কান্দিয়া চলিল বুড়ী সুরিক্ষা সাক্ষাৎ ।
বিনয়-বচনে বলে বুকে যোড় হাত ॥ ৯২
প্রবাসী পথিক তুই সুরূপ দেখিয়া ।
ভুলিয়ে ভোলাতে গেনু আপনা খাইয়া ॥ ৯৩
অকালের ভাড়া পুঁজি মজাইলাম হায় ।
ভুলাইতে নারিল্যাম, ভুলায়ে সেই যায় ॥৯৪
মনে ছিল তোমায় নাগর দিব ডালি ।
মনের সাধ মনে রৈল মুখে হৈল কালি ॥ ৯৫
সু-নাগর সংবাদ শুনিয়া শশিমুখী ।
দাসীরে পাঠায়ে দিল পরম কৌতুকী ॥৯৬
চলিল শুরিক্ষা চেড়ী সুরিক্ষা-আদেশে ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে ॥ ৯৭
নাসবেশ পাণ ফুলে সাজায়ে পাসরা ।
সহচরী সঙ্গে বসে ভিতর বাজরা ॥ ৯৮
কৃষ্ণ আশে কুঞ্জ যেন শোভে গোপিকার ।
সেইরূপ সারি সারি দারীর পসার ॥ ৯৯
বিদায় মাগিল সেন মালাকার-বাসে ।
বিদায় বলিতে মালী সবিনয়ে ভাষে ॥ ১০০
ঘর দ্বার পরিবার সকল তোমার ।
নিজ পুণ্যে অবশ্য আমার লাগে ভার ॥১০১
যাতায়াতে অবশ্য অতিথি হবে রায় ।
লাউসেন বলে মাসী নহে অন্যথায় ॥ ১০২
এত বলি বিদায় হইল করপুটে ।
গুরুগতি উত্তরিল শুরিক্ষা নিকটে ॥ ১০৩
কপালে চন্দন শোভে গলে চাঁদমালা ।
অঙ্গের আভায় দশ দিক্ করে আলা ॥ ১০৪
কটাক্ষ করিয়া মাগী তাকিছে সম্ভ্রমে ।
এস এস মহাশয় বৈস পথশ্রমে ॥ ১০৫
মুক্তা সম বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ইন্দুমুখে ।
দেখে দয়া লাগে রায় বৈস এস সুখে ॥ ১০৬
সুবাসিত কর্পূর তাম্বূল ব'সে খাও ।
তরুণ তপনতাপে খানিক যুড়াও ॥ ১০৭
কহিতে কাহিতে কলা করে কত তানে ।
ধর্ম্মের সেবক সেন কি করে নাপানে ॥ ১
সেন বলে শরীর ধরিলে সব সয় ।
কার্য্য বশে যাই রামা কিবা রৌদ্র-ভয় ॥ ১০৯
বিশ্রাম বাসনা হ'লে বৃক্ষতলা আছে ।
বসিতে উচিত নয় যুবতীর কাছে ॥ ১১০
শুরিক্ষা বলেন রায় দোঁহে যদি রাজী ।
কি করিতে পারে তবে মীর মিঞা কাজী ॥ ১১১
কর্পূর বলেন দাদা শুন ঐ তানা ।
অতেব এ পথে যেতে করেছিনু মানা ॥১১২
এখন এমন হলো আর কত আছে ।
ধর্ম্ম বিনা মনে নাই চিন্তা কর পাছে ॥ ১১৩
শুরিক্ষা বলেন শুন নাগর রসিক ।
তোমারে মজেছে মন কি কব অধিক ॥ ১১৪
নিকেতনে চল নাথ নিবেদন করি ।
সুরিক্ষা হইবে দাসী দেশের ঈশ্বরী ॥ ১১৫
আজি হ'তে অতিথি প্রভাতে যেও যথা ।
সেন বলে ছাড় নটী পরিপাটী কথা ॥ ১১৬
জগতে না দেখি জন্মে যুবতীর মুখ ।
কি কাজ ও সব কথা আমার সম্মুখ ॥ ১১৭
পথ ছাড় পাপের প্রসঙ্গ কর দূর ।
লাউসেন এত যদি কহিল নিঠুর ॥ ১১৮
শুরিক্ষা বলেন কেন সাধিব বিশেষ ।
পড়া পাণ পরশে আপনি হবে মেষ ॥ ১১৯
মনোহর মালা পর মলয়জ মাখ ।
মনকথা নাহি রায় মোর কথা রাখ ॥ ১২০
রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত ।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুনাথ ॥ ১২১
থাক বা না-থাক ব'সে খাও গুয়া পাণ ।
নারীর বচন ব'লে না করো হেয়জ্ঞান ॥ ১২২
মেয়ে মুক্তি জগত-জননী যারে লিখ ।
বিজ্ঞ বট ও কথা আপনি বুঝে দেখ ॥ ১২৩
লাউসেন রামাকে করিল নিবেদন ।
কি কাজ ও সব কথা ছেড়ে দে[illegible] গণ ॥ ১২৪
শুরিক্ষা বলেন রায় কথা মিথ্যা না ।
এ পথে পথিক এলে পসারীর ব্যয় ॥ ১২৫
কোন দ্রব্য নাহি নিলে নিন্দা হয় [illegible]শ ।
অন্য মত করিলে পথে পাবে ব[illegible]ক্লেশ ॥ ১২
এত বলি [illegible]াসি হাসি ঘেঁসে [illegible] কাছে ।

১০৩ । গুরুগতি—মন্দগতি, লঘুগতি নহে ।

১২ । [illegible]এখন এমন হ'ল কত আছে আর ।
[illegible]নে বলে তরাইবে প্রভু কর তার ॥

সেন ভাবে পাপিনী পরশ করে পাছে ॥ ১২৭
পায়ে ভর করিতে আগলে বেড়া বেড়ী।
চারি চক্ষু চাপিয়ে চঞ্চল চায় চেড়ী ॥ ১২৮
বুঝিয়া দারীর মতি মহামতি রায়।
বাজারে বালক ডাকি পসরা লুটায় ॥ ১২৯
দোহাই দাবড়ি দারী দেয় দড় দড়।
রাজপথ আগুলি প্রমাদ পাড়ে বড় ॥ ১৩০
দেখয়ে সকল লোক বিদেশীর তান।
সহস্র কাহন ধন লুটালো দোকান ॥ ১৩১
বেশ্যার বচন বুক মুখ নয় খাট।
সেন বলে কেমন ভাড়ায়ে যাই ঝাট ॥ ১৩২
দড় দড় বিবাদ বাধালো যদি চেড়ী।
রায় বলে পথ ছাড় বুঝে দিব কড়ি ॥ ১৩৩
লুটা গেল তোমার যতেক পাণ ফুল।
গণে দিব দ্বিগুণ উচিত বল মূল ॥ ১৩৪
এত শুনি পঞ্চাশ কাহণ চায় দারী।
দারীরে ভুলান সেন করিয়া চাতুরী ॥ ১৩৫
ভাঙ্গা পাঁচ কাণা কড়ি করিয়া কল্পনা।
ধর্ম্মবলে করিলা কেবল কাঁচা সোণা ॥ ১৩৬
সুরিক্ষার হাতে দিল পসরার মূল।
দেখিতে ভুলিল দারী ধর্ম্ম অনুকূল ॥ ১৩৭
ধরিতে যুগল হ'তে যোড় লাগে তায়।
কত গুণ-গ্রাম করে ছাড়া নাহি যায় ॥ ১৩৮
বিনয় বচনে নটী পরাজয় মাগে।
সেন বলে ছেড়ে যাবে সুরিক্ষার আগে ॥ ১৩৯
শুনিয়া সুরিক্ষা গেল সুরিক্ষা সাক্ষাৎ।
বিনয় বচনে বলে বুকে যোড় হাত ॥ ১৪০
এত দিনে এদেশের আদর গেল দূর।
দেশ ভাঁড়ি যায় দুই নাগর চতুর ॥ ১৪১
পূর্ব্বাপর পরের পুরুষ প্রাণ-প্রভু।
হেন নাগর বর নাহি দেখি কভু ॥ ১৪২
আগে করে ভাজন বুড়ীর অপমান।
তার আজ্ঞায় গেনু লুটাল দোকান ॥ ১৪৩

দড় দড় তোমার দোহাই দিতে দৌড়ে।
কাঞ্চনের কড়া কড়ি ক'রে দিল মোরে ॥ ১৪৪
দুহাত পাতিয়ে নিতে হাত হলো জড়।
সুরিক্ষা বলেন বঁধু গুণবান বড় ॥ ১৪৫
কামাখ্যার পদ সেবি ছাড়াইতে কর।
খসে পড়ে কাণা কড়ি দেখিল ফাঁপর ॥ ১৪৬
বাড়া বাড়া গুণ বুঝি বাড়িল বিস্ময়।
মনে করে কেমনে নাগর ভুলে রয় ॥ ১৪৭
দেখে যদি না থাকে ত জনমাবচ্ছিন্ন।
কাজে কাজে পরিচয় পুরুষার্থ-চিহ্ন ॥ ১৪৮
ফিরায়ে রাখিতে বড় বাড়িল বাসনা।
নাগর সাজিল সঙ্গে বিশাশয় জনা ॥ ১৪৯
খমক খঞ্জনী বীণা পিনাকের তানে।
লাসবেশ নাপান সুগান তান মানে ॥ ১৫০
অবিলম্বে আপনি নাগর সঙ্গে চলে।
অর্দ্ধ পথে আগুলিয়া প্রথমে চলে ছলে ॥ ১৫১
অভিনব মদনমোহন মূর্ত্তি দেখি।
অচল চঞ্চল চিত্ত চেয়ে চাঁদমুখী ॥ ১৫২
অতিদীর্ঘ নহে অঙ্গ নহে অতি খর্ব্ব।
রূপ দেখি অনুভব করিল গন্ধর্ব্ব ॥ ১৫৩
অথবা দেবতা দুই দানবের ডরে।
মানবমূরতি লয়ে মহীতলে ফিরে ॥ ১৫৪
তবে যদি মনুষ্য অবশ্য শাপভ্রষ্ট।
ইন্দ্রের নন্দন কিবা ছিল মুনিশ্রেষ্ঠ ॥ ১৫৫
রসময় রসিক নাগরবর দুই।
ভবানী ভুলান যদি হিয়া মাঝে থুই ॥ ১৫৬
কহিলে কোমল কথা পাছে করে হেলা।
এত ভাবি বচন বলিছে কাঠ-চেলা ॥ ১৫৭
হেদেরে লুটাতি তোর কোন দেশে ঘর।
বিদেশে বিক্রম এত বুকে নাই ডর ॥ ১৫৮
পসরি লুটায়ে কর জুয়াচুরি পণা।
যুবতীর হাত যোড় কড়ি কর সোণা ॥ ১৫৯
কোথা গুরু সেবে এত হ'লে গুণবান।
ভাল এস দুজনে বুঝিব গুণজ্ঞান ॥ ১৬০

ঝাট—শীঘ্র। ১৩৩। দড় দড়—শীঘ্র শীঘ্র।
গুণগ্রাম—নানাপ্রকার তুক তাক।
১২৮। এ কথা শুনিয়া কোপে লাউসেন রায়।
বাজারে ডাক ডেকে পসরা লুটায় ॥
১২৯। লুটিয়ে দোকান সব শিশু হয়ে বড়।
দোহাই দাবড়ি দারি দেয় দড় দড় ॥
১৪৪ দৌড়ে—দৌড়ায়।
১৫৭। বচন করিছে কাঠ-চেলা—কাঠের চেলার মত কঠোর নীরস শব্দ।
১৫৮। লুটাতি—যে লোটে।

জগতে জাগিবে যশ জিনে যাও যদি।
পরাজয়ে পাবে পীড়া পরাণ অবধি ॥ ১৬১
গোলাহাট দিয়া বাট না চলে দেবতা।
বলে ছলে জিনে যাবে বড় না যোগ্যতা ॥ ১৬২
তবে যদি যাবে রায় মোর কথা রাখ।
না কর নিবাস যদি দিন দশ থাক ॥ ১৬৩
নতুবা পসরা লুটে পীড়া পাবে বাড়া।
লাউসেন বলে রামা ছাড় হাতনাড়া ॥ ১৬৪
বচনের দোষে লুটে গেল পাণ ফুল।
তবু দিমু হিসাবে হাজার গুণ মূল ॥ ১৬৫
তথাপি আমারে তুমি দোষ দাও কি।
সোণার নিয়ম বলি শুন নটীর ঝি ॥ ১৬৬
দশবাণ সোণা সেই সতীহস্তে থুলে।
কাণা কড়ি রূপ হয় ভ্রষ্টা নারী ছুঁলে ॥ ১৬৭
শুনিয়া সুরিক্ষা বলে ধ'রে লয়ে চল।
শুনি সেনে বেড়ে যত নাগর সকল ॥ ১৬৮
কর্পূর বলেন দাদা হলো কোন্ কর্ম্ম।
সেন বলে চিন্তা নাই আছেন শ্রীধর্ম্ম ॥ ১৬৯
বৃথা কেন বিবাদ বাড়াব মধ্যবাটে।
প্রভু পার করিবে প্রমাদে গোলাঘাটে ॥ ১৭০
এত বলি সুরিক্ষা সহিত দুই রায়।
নাগরে বেষ্টিত নটীনিকেতনে যায় ॥ ১৭১
মনে আশা করে বাসা দিব অন্তঃপুরে।
সেনের সরস হৈল উত্তরিব দূরে ॥ ১৭২
বাহির বৃহন্দে বাসা দিল এত শুনি।
আদরে আসন জল যোগায় আপনি ॥ ১৭৩
ফল নাই জলে কিছু বলে লাউসেন।
গুরুগতি গৌড় যাব গৌণ এতক্ষণ ॥ ১৭৪
বুঝে লও আপন বিষয় বেলা যায়।
সুরিক্ষা বলেন বসে সব পেনু রায় ॥ ১৭৫
দরশন দিয়া দিলে দশ লক্ষ টাকা।
ভস্মে যাক দেখে যেবা মুখ করে বাঁকা ॥ ১৭৬
করপুটে বিশেষ বিনয় বাণী বলে।
কাবরত্ন ভণে মহারাজার কুশলে ॥ ১৭৭
সুরিক্ষা বলেন রায় করি নিবেদন।
পাকে পোত' যত কিছু চাতুরী বচন ॥ ১৭৮
শুনেছিনু যত গুণ জানা গেল এবে।

মোরে জেনে থাক ভাল, না জান জানিবে ॥ ১৭৯
অল্প লোক সহিত আলাপ নাহি করি।
দারী হয়ে দেবতা সমান দর্প ধরি ॥ ১৮০
কাজে কাজে বিশেষ বিরস বুঝা যায়।
নিবেদন নিকটে নিদান করি রায় ॥ ১৮১
যদি তুমি আমার মন্দিরে কর বাস।
আমি দাসী, ছকুড়ি নাগর তব দাস ॥ ১৮২
গুণবতী গুরিক্ষা তোমার ভেয়ের যোগ।
কিবা কাজে গৌড় যাবে, ব'সে কর ভোগ ॥ ১৮৩
সাদরে সেবিব সদা শোবে স্বর্ণখাটে।
নানা সুখ সম্পদে থাকিবে গোলাহাটে ॥ ১৮৪
তবে যবে যাবে রায় থোব বৈ করে।
না করিলে নিবাস রাখিতে নারি ধ'রে ॥ ১৮৫
লাউসেন বলে ত্যজ ওসব প্রলাপ।
দারীর দর্শনে পুণ্য, স্পর্শে মহাপাপ ॥ ১৮৬
শ্মশান কুসুম সম বর্জ্জনীয়া বেশ্যে।
নটী বলে এখনো চাতুরী আমা ঘেঁসে ॥ ১৮৭
উর্ব্বশীকে অর্জ্জুন ঐরূপ কথা কয়ে।
বৎসরেক বঞ্চেছিল নপুংসক হয়ে ॥ ১৮৮
আর দেখ অজামিল মুনির নন্দন।
বেশ্যা ভোগ করি অন্তে পেলে নারায়ণ ॥ ১৮৯
রেণুকা বেশ্যার সহ পঞ্চাশ বৎসর।
বিশ্বামিত্র তপস্যা ত্যজিয়া কৈল ঘর ॥ ১৯০
মনে কর এ ছার অধম জাতি মেয়ে।
গগনে গণিতে তারা শক্তি আছে চেয়ে ॥ ১৯১
এ সব সংবাদে সেন সায় নাহি দিলা।
ঠেকিল বুড়ির হাতে গণ্ডকীর শিলা ॥ ১৯২
কাণে কাণে সেনেরে কর্পূর কিছু বলে।
সাবধানে সব কথা কবে বাক্ছলে ॥ ১৯৩
তোমারে ভেবেছে বড় বলিয়া চতুর।
চাতুরী করিতে যাও, যে করে ঠাকুর ॥ ১৯৪
শঠে শাঠ্য করিতে অধর্ম্ম নাই তায়।
জরাসন্ধ বধে তার সাক্ষী পাওয়া যায় ॥ ১৯৪
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ভীম ব্রাহ্মণের বেশে।
রাজাকে মাগিল ভিক্ষা চাতুরী বিশেষে ॥ ১৯৬
অঙ্গীকার করিতে মাগিল মহাশয়।
অঙ্গীকার অপালনে স্বর্গ হয় [illegible] ॥ ১৯৭
এই হেতু ভীমের সহিত কৈল রণ।
কৃষ্ণের [illegible]ণা বশে হয়েছে নিধন ॥ ১৯৮
সুচাতু[illegible] দক্ষিণা উপায়ে শত্রু জিনি।

১৭০। মধ্যবাটে—মাঝ পথে।
১৭৩। বৃহন্দ—মহল।

প্রমাণ কীচক-বধে দ্রুপদনন্দিনী ॥ ১৯৯
কুচাতুরি কুমন্ত্রণা আপন অকার্য্য।
কেকয়ী কর্য়ালে যেন ভরতের রাজ্য ॥ ২০০
কৈকেয়ীর বুদ্ধিবশে কৈল সর্বনাশী।
বলিতে বিদরে বুক রাম বনবাসী ॥ ২০১
সঙ্কটে সারথি নাই সুমন্ত্রণা বিনে।
বলে যারে নারে, তারে মন্ত্রণাতে জিনে ॥ ২০২
মন্ত্রণায় অর্জ্জুন জিনিল কুরুসৈন্ত।
ভীম কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতি থাক্ অন্ত ॥ ২ ৩
লাউসেন বলে ভায়া এই যুক্তি বটে।
দেখ কত চাতুরী সঙ্করে মোর ঘটে ॥ ২০৪
সেন বলে সুরিক্ষা শুনহ সত্য কথা।
ভোজন করাতে পার, ভজিব সর্ব্বথা ॥ ১০৫
যে হয় সে হবে আজি অন্ন পেলে খাই।
হর্ষ হয়ে বলে নটী রন্ধনেতে যাই ॥ ২০৬
সেন বলে রন্ধনেতে নিয়ম দড় দড়।
নটী বলে আমার অসাধ্য নয় বড় ॥ ২০৭
আজ্ঞা কর যে কিছু করিব উপস্থিত।
সুরিক্ষা-সাহস দে৺ সেন সচিন্তিত ॥ ২০৮
চাতুরী কহেন ধর্ম্ম-পদ-ভাবি ভেলা।
রন্ধনে ইন্ধন চাই জলের শেয়ালা ॥ ২০৯
শুখান বালির চুলা নূতন নির্ম্মাণ।
উদখল এরণ্ডে ভানিবে উড়ি ধান ॥ ২১০
কাঁচা কুম্ভ কেবল-কুমার চাকে লবে।
তারা দিখী গমনে দাড়ুকা পায়ে দেবে ॥ ২১১
সাতখানি পরে কানি ঝাঁট আন জল।
পার কি না পার, মোর বসে নাই ফল ॥ ২১২
রন্ধন করিতে লবে নব আমা হাঁড়ি।
রাত্রি মধ্যে রান্ধিলে অতিথি তোর বাড়ী ॥ ২১৩
এ সব নিয়মে অন্ন পাইব নিশায়।
সেন বলে প্রভাত হইলে নাহি দায় ॥ ২১৪
বলেন সব অসম্ভব রায়।
বলে সব ত[illegible] যাসাকে বিদায় ॥ ২১৫
দেবতা[illegible]মান দর্প ধরি।
তবে [illegible]কান ছা[illegible]গর এই কর্ম্ম হরি ॥ ২১৬
দৈববা[illegible] হইতে [illegible]ন্ কার্য্যের অসাধ্য।
এই মু[illegible]খ আমাকে [illegible]রিতে চাও বাধা ॥ ২১৭
বাজিল [illegible]চন-বাণ [illegible]ক্ষার বুকে।
দেবী-[illegible]-কোকনদ ভাবে হেঁট মুখে ॥ ২[illegible]
ভয় গেল ভাবিতে ভরসা বাড়ে মনে।

পূরিল সকল সাধ সেনের চরণে ॥ ২১৯
এই সে নিয়মে অন্ন যোগাব নিশায়।
সেন বলে প্রভাত হইলে নাহি দায় ॥ ২২০
ভাল বলি ভবানী পূজিতে রামা যায়।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ২৩১

লয়ে শত কোকনদ, প্রেমে অঙ্গ গদগদ,
সুরিক্ষা কামাখ্যা-পদ পূজে।
মনে হয়ে মহোৎসবা, চন্দনাক্ত রক্ত জবা,
ভক্তিযুক্ত দেন পদাম্বুজে ॥ ২২২
কুমুদ কমল-কলি, চারু চুয়া চন্দ্রমালি,
মল্লিকা মালতী যাতি যুতি।
চন্দনে চর্চ্চিত চাঁদ, মালা মনোহর ফাঁদ,
দিয়ে প্রেমে পূজিল পার্ব্বতী ॥ ২২৩
নানাবিধ উপচার, অপূর্ব্ব আমায় আর,
উপহার মনোহর ফুল।
খাসা মধু ক্ষীর খণ্ডা, বি মধু অমৃত মণ্ডা,
চাঁপা কলা চিনি গঙ্গাজল ॥ ২২৪
কুঙ্কুম কস্তূরী চুয়া, কর্পূর তাম্বুল গুয়া,
ধূপ দীপ ধুনা ধৌত বাসে।
পূজা করি কুতুহলী, দিলেক দ্বাদশ বলি,
জয় হুলা হুলীর উল্লাসে ॥ ২২৫
শেষে জপি মহামন্ত্রে, সমর্পিতে হেমযন্ত্রে,
উপলক্ষে উরিলা ঈশ্বরী।
লাউসেন-লাভ-কামা, অবনী লোটায়ে রামা,
স্তুতি করে সুরিক্ষা সুন্দরী ॥ ২২৬
গোপিনী রুক্মিণী রমা, তোমা সেবি সত্যভামা,
স্বামী কৃষ্ণ পাইল পুণ্যফলে।
পদরেণু করি ভূষা, অনিরুদ্ধে পেলে উষা,
মৃত পতি রতি পেলে কোলে ॥ ১২৭
জন্মা'লে বেশ্যার বাসে, পরের পুরুষ আশে,
বহু যত্নে পেয়েছি নাগরে।
যায় অপমান করে, বলে ছলে থুহু ঘরে,
ভোজন করালে ভজি তারে ॥ ২২৮
ভক্ষণ-সম্বল যত, সব অসম্ভব মত,
নাগরের ছল যত বাক্।
ভে[illegible]া ছেয়ায় উড়ি, ধান্ত ভানি আমা হাঁড়ি,
বালির তিহড়ি তায় পাক ॥ ২২৯
পা[illegible] বেড়ি পরে কানি, আনিব দ্বিতীয় পানি,
কাঁচা কুম্ভ কাঁকে করে মা।

অন্ন এই রাত্রি কালে, জলের শিয়ালা জ্বালে,
অতেব স্মরণ রাঙ্গা পা। ২৩০
শুনি কিঙ্করীর কথা, হাসিয়া কহেন মাতা,
ভয় ভাব কোন্ ছার ভারে।
অশেষ আপদ খণ্ডি, হাতে হাতে সঁপি চণ্ডী,
দুই নায়িকারে দিলা তারে। ২৩১
যখন যে কিছু চাই, নায়িকা যোগাবে তাই,
আমি যাই নাথ নাই বাসে।
এত বলি গেলা দেবী, ভাবি গুরুপদ ছবি,
কবিরত্ন গায় অভিলাষে। ২৩২
উপলক্ষ সুরিক্ষা-নায়িকা সব আনে।
বৈশাখে তেরাগুা ছেয়া উড়ি দিল ভেশে। ২৩৩
সাতখানি পরে কানি চরণে নিগড়।
কাঁকে কাঁচা কলসী গমনে বহে ঝড়। ২৩৪
ত্বরাত্বরি উপনীত তারা দিঘী ঘাটে।
সেন বড় সচিন্তিত ঠেকিয়া সঙ্কটে। ২৩৫
জগতে জানেন ধর্ম্ম সবাকার মূল।
সঙ্কটে সকল দেব তার অনুকূল। ২৩৬
ধর্ম্মের সেবক সেনে দেখিয়া চিন্তিত।
বরুণ বাড়ালে বাদ বেশ্যার সহিত। ২৩৭
ঠেকাইল কচ্ছপ কুম্ভে কুম্ভীর হেঁড়াল।
তা দেখি দেবীর দাসী আশু হইল টাল। ২৩৮
তথাপি তরঙ্গ বাড়ে ভাঙ্গিতে কলসী।
গর্জ্জিয়া বলিছে কিছু অম্বিকার দাসী। ২৩৯
মনে নাহি পড়ে কি হে মহিষাসুর বধে।
নিজ পাশ দিয়া যার পড়েছিলে পদে। ২৪০
তার দাসী সাধি আমি সুরিক্ষার কাজ।
এত বলি নিল জল দিয়া মহা লাজ। ২৪১
পবনের পুত্র হনু তার শিষ্য ছটি।
মাঝপথে পেয়ে তারে সুখ দিল লুটি। ২৪২
পথ মাঝে পবন প্রলয় করে ঝড়।
উড়াতে আশয় করে অঙ্গের কাপড়। ২৪৩
ধূলা বালি অবনী আকাশ একাকার।
নিবারে নায়িকা সব দাসী চণ্ডিকার। ২৪৪
হাসিতে হাসিতে আসি উপনীত নিশা।
একাল দেবীর দাসী পথ করে দিশা। ২৪৫
সেনের নিকট দিয়া প্রবেশিল পুরী।
কর্পূর কহেন দাদা ভাঙ্গিল চাতুরী। ২৪৬
অতি অসম্ভব সব হলো প্রায় সারা।
গোলাহাটে জাতিকুল মজাইছু পারা। ২৪৭

সেন বলে চিন্তা নাই ধর্ম্ম বড় ধন।
বিপত্তিসাগরে নৌকা আছে সেই জন। ২৪৮
যম ইন্দ্র রবি চন্দ্র বরুণ বিধাতা।
যার আজ্ঞা বশে বিশ্ব যতেক দেবতা। ২৪৯
সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ধর্ম্ম সত্য হয়।
উপস্থিত হলে অন্ন তবু হবে লয়। ২৫০
এত বলি বৈসে রায় ভাবি নিরঞ্জন।
সুরিক্ষা নায়িকা সাধি কৈল আয়োজন। ২৫১
নির্ম্মাণ বালির চুলা চাপাইল হাঁড়ি।
দেবীর দোহাই দিয়া জ্বালিল তিহড়ি। ২৫২
মনে ছিল ব্রহ্মার করিব সব ধ্বংস।
নায়িকা বসিল কাছে ঈশ্বরীর অংশ। ২৫৩
শুনিলে করিবে ক্রোধ ভকত-বৎসলা।
অতেব জ্বলিছে কাঁচা জলের শিয়ালা। ২৫৪
নায়িকা যোগান নটী করিছে রন্ধন।
কবিরত্ন ভণে সীতা সন্তীর নন্দন। ২৫৫
রন্ধনে বসিল মনে ভবানী ভাবনা।
প্রথমে রান্ধিল শাক সূপ মুগ চণা। ২৫৬
জলের শিয়ালা জ্বালে জ্বলে দূর দূর।
ব্যঞ্জন রন্ধনে জীরা-মরিচ কর্পূর। ২৫৭
সুরসাল দিয়া ঝাল হেম-থালে ঢালে।
তবে রান্ধে বেসারু ব্যঞ্জন ঝোল ঝালে। ২৫৮
মন্দ মন্দ জ্বালে ঝালে ব'সে ভাজে ভাজা।
কদলী পটল ওল ব্যঞ্জনের রাজা। ২৫৯
কুটে রাখে নায়িকা লবণ মাখি থালে।
নির্জ্জল করিয়া রামা তপ্তঘৃতে ঢালে। ২৬০
কল কল সস্বরে ঘৃতের শুনি সাড়া।
নীরস করিয়া ভাজে দিয়া নাড়া ঝাড়া। ২৬১
মানকচু কুন্দরকী হবিষ্যান্ন সব।
ফল মূল ভাজে কত ঘৃতে জব জব। ২৬২
ভাজিল বেগুণ শিম নিম দি[illegible] ফোড়।
মূল আদা বটিকা করলা গর্ভ [illegible]াড়। ২৬৩
নারিকেল অপক্ক পনস
বিশেষ যতির ভক্ষ হবিষ্য নি[illegible] ৬৪
ফুল মূল অপর অনেক ভেজে [illegible]।
তিক্ত রসে সুক্তা রামা রান্ধে [illegible] ঝালে। ২৬৫
বার তিন তিক্ত হাঁড়ী ধুয়ে

২৬৩ [illegible] ফোড়—ফোড়ন।
২৬৪ [illegible] —কাঁঠাল।

আমের অম্বল রান্ধে দিয়া দধি চিনি। ২৬৫
সম্বাল বকাল কত মিছরি মিশাইয়া।
দুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া। ২৬৭
উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।
ক্ষীর খণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা। ২৬৮
ঘৃতপক্ক লুচি পুরি নাগর উদ্দেশে।
অপূর্ব্ব উড়ির অন্ন রান্ধে অবশেষে। ২৬৯
পরিপাটী পাঁচ রস করিয়া রন্ধন।
স্নান করি সেনে আসি করে নিবেদন। ২৭০
ঘনরাম কবিরত্ন ভাবি দীনবন্ধু।
বিরচিল শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত-রসসিন্ধু। ২৭১
এসো রায় ক্ষুধায় অনেক পেলে দুখ।
মরি মরি মলিন হয়েছে চাঁদ মুখ। ২৭২
উঠে এস অপর বিলম্বে নাই ফল।
শুনি কর্পূরের হত হৈল বুদ্ধি বল। ২৭৩
কিছু নাহি কন সেন বড়ই লজ্জিত।
হেন কালে মন্ত্রণা হইল উপস্থিত। ২৭৪
সেন বলে শুন রামা তেঁতুলের পাত।
সিঞাইয়া সকল দিবস খাই ভাত। ২৭৫
প্রবাসে বিশেষ পালি এ সব নিয়ম।
দাসী বলে আমারে দ্বিগুণ দিলে শ্রম। ২৭৬
তখনি করিলে আজ্ঞা হৈত সেই কালে।
হওয়া ভাতে দণ্ড দুই মিছা দুঃখ পেলে। ২৭৭
এত বলি গেল রামা নায়িকার আগে।
নিবেদন করিতে যোগা'ল নিশাভাগে। ২৭৮
সুক্ষ্মতর তৎপর আনিয়া খড়িকা।
হাতাহাতি পত্র সিঞে সুরিক্ষা নায়িকা। ২৭৯
হেন কালে মহা ঝড় করিল পবন।
উড়াইতে পত্রপাত উপর গগন। ২৮০
আনিয়া অপর পত্র স্তম্ভ করি বাত।
দর্পিতে দেবীর দাসী বসে সিঞে পাত। ২৮১
দেখি শুনে ভয়যুক্ত লাউসেন রায়।
অন্ধকারে অর্দ্ধ নিশা দিশা নাহি পায়। ২৮২
তারা দেখে তরাসে দুই জনে।
এখন উপর রাখি গাঁয়াব কেমনে। ২৮৩
কর্পূর হেন দ্রো ম লাজ ধর্ম্ম।
যে জন করিল রক্ষা ব সেই ব্রহ্ম। ২৮

প্রহ্লাদ ধ্রুবের পণ রাখিয়াছে যে।
তিন লোকে তারিতে অপর আছে কে। ২৮৫
এত শুনি ভেবে সেন সাধুবাদ দিয়া।
অনাদি অনন্ত ভাবে একান্ত হইয়া। ২৮৬
মনোহর মহাপূজা মানসিক করে।
মন রাখি ধর্ম্ম-পদ-পঙ্কজ-পঞ্জরে। ২৮৭
স্তুতি করে, নমো নিরাকার নিরঞ্জন।
প্রভু পরাৎপর পুণ্য পতিত-পাবন। ২৮৮
জ্যোতির্ম্ময় জগত প্রধান জগৎপতে।
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিদান নমোস্তুতে। ২৮৯
করিয়া প্রণতি স্তুতি নিবেদন রটে।
অনাথ অখিল বন্ধু উদ্ধার সঙ্কটে। ২৯০
পতিতপাবন নাম করিয়া প্রকাশ।
রাখহ নটীর হাতে, হয় সর্ব্বনাশ। ২৯১
রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব বন্দ অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী। ২৯২
সঙ্কটে শুনিয়া দেব সেবকের স্তব।
হনূমানে কন কিছু অনাথবান্ধব। ২৯৩
গৌড় যেতে রঞ্জার নন্দনে মধ্যবাটে।
বল করে সুরিক্ষা গণিকা গোলাহাটে। ২৯৪
ভেঁড়ে যেতে যতেক মন্ত্রণা করে রায়।
সুরিক্ষা কাটিল সব দেবীর কৃপায়। ২৯৫
চাতুরী অশেষ রামা করিয়া বিশ্বাস।
রন্ধন করিয়া দিল, লাউসেনে গ্রাস। ২৯৬
মোর ভক্ত জনে কি বেশ্যার অন্ন রুচে।
রজনী প্রভাত হলে সব দুঃখ ঘুচে। ২৯৭
অতেব আপনি বাপু অবিলম্বে চল।
সূর্য্যদেবে এখনি উদয় দিতে বল। ২৯৮
তোমা বই বিপদে বান্ধব নাই আন।
রাম অবতারে তার পেয়েছি প্রমাণ। ২৯৯
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার।
স্বর্ণপুরী লঙ্কারে করিলে ছার খার। ৩০০
সিন্ধু বন্ধ করি ধন্ধ দশকন্ধে দিলে।
লক্ষ্মণের প্রাণ শক্তিশেলে বাঁচাইলে। ৩০১
বীর বলে বনের বানর বৈত নই।
আমার ভরসা সব পাদপদ্ম ঐ। ৩০২
যত কিছু পরাক্রম প্রভু তার মূল।
এত বলি বলে চলে চরণ রাতুল। ৩০৩
আজ্ঞা পেয়ে ধেয়ে যেয়ে হয়ে কৃতাঞ্জলি।
বিনয়বচনে সূর্য্যে বলিল সকলি। ৩০৪

২৭৪। মন্ত্রণা—যুক্তি।
২৭৫। সিঞাইয়া—সেলাই করিয়া।

রাত্রিমধ্যে ভারতে উদয় কেহ পাটে।
ধর্ম্মের সেবক রক্ষা পায় গোলাহাটে ॥ ৩০৫
সূর্য্য বলে অকালে উদয় দিতে নারি।
বীর বলে তবে পূর্ব্ব পরাক্রম ধরি ॥ ৩০৬
যখন আমার দশা ছিল অতি ছেলে।
প্রভাতে তোমাকে পাকা তেলাকুচা বলে ॥ ৩০৭
ধ'রে খেতে যেতে পথে ইন্দ্র হ'ল হতা।
তুমি কোন্ না জান সে সব পূর্ব্ব কথা ॥ ৩০৮
পড়ে কি না পড়ে মনে রাবণের রণে।
শক্তিশেলে যখন লক্ষ্মণ অচেতনে ॥ ৩০৯
ঔষধ আনিতে যেতে পথে মোর সঙ্গ।
মনে বুঝে দেখ দেখি হৈল কোন্ রঙ্গ ॥ ৩১০
সেই হনুমান আমি এখন বাঁচাই।
সূর্য্য বলে কার্য্য নাই চল বাপু যাই। ৩১১
এত বলি সূর্য্যদেব বিমান ফিরায়।।
সুরিক্ষা নটীর পত্র সিঞা হলো সায়। ৩১২
পরিসর পাত্রের রচিল দুই থ'ল।
খুরি বাটী ব্যঞ্জন যোগাতে ঝোল ঝাল। ৩১৩
নানা চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ পরিপাটী।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজে শতাধিক বাটী। ৩১৪
অন্নে মাখে ঔষধ ব্যঞ্জনে পড়ে মন্ত্র।
পরপুরুষে ভ্রষ্টা নারী করিছে কুতন্ত্র ॥ ৩১৫
বেষ্টিত ব্যঞ্জন বাটী পাতে ঢালে ভাত।
তারাগণ বেড়ে যেন শোভে নিশানাথ। ৩১৬
আসন ঈষৎ আগে ডানি ভাগে ঝারি।
রচিত তেঁতুল পত্রে পরিপূর্ণ বারি। ৩১৭
সাধিয়া সকল কর্ম্ম মনে অভিলাষী।
বিদায় হইয়া গেল চণ্ডিকার দাসী ॥ ৩১৮
প্রণতি করিয়া তারে করিয়া বিদায়।
সেনে সম্বোধিয়ে বলে উঠে এসো রায় ॥ ৩১৯
কত কষ্টে সিঞা গেল তেঁতুলের পাতা।
আর কেন কর ব্যাজ খেয়ে মোর মাথা ॥ ৩২০
উপস্থিত অন্নে কেন মিছা দুঃখ পাও।
আর কিছু ভেবো নাহে মোর মাথা খাও। ৩২১
পাখালিতে পদযুগে যোগাইল জল।
লাউসেন ভাবে ইষ্ট দেবতার বল ॥ ৩২২
হেন কালে অরুণ উদয় অনুকূল।
ধন্য ধর্ম্মসেবায় সকল সুপ্রতুল ॥ ৩২৩
দেখি প্রেমে পুলকিত সেনের শরীর।
ঘুচিল চঞ্চল চিত্ত মন হৈল স্থির ॥ ৩২৪
সত্য সত্য সংসারে কেবল কর্ত্তার।
এত ভাবি উঠে সেন ব্যাজ নাহি আর ॥ ৩২৫
৫ রামা ভোজন করিব দুই জনে।
উথলে আনন্দ অতি সুরিক্ষার মনে ॥ ৩২৬
কোলে দিল জল ঝারি পাখালিতে পা।
হেন কালে কপোত কোকিল করে রা ॥ ৩২৭
লাউসেন কহে নিশা হইল প্রভাত।
সুরিক্ষা কহেন কিছু করি যোড় হাত ॥ ৩২৮
কোকিল কপট কাল পেচকের জাতি।
নিতি নিতি রয়ে রয়ে ডাকে সারা রাতি ॥ ৩২৯
বিশেষ বসন্ত কালে কোকিলের সাড়া।
ভোজন করহ রায় রাত নয় বাড়া ॥ ৩৩০
নিবড়িয়া সাতঘটি বৈসে মাত্র আটে।
ভোজন করিয়া সুখে শোও স্বর্ণ খাটে ॥ ৩৩১
সাজিয়া যোগাই পান বসিয়া শিয়রে।
দাসী হয়ে সেবা করি দুই সহোদরে ॥ ৩৩২
সেন বলে খাব অন্ন রাত্রি যদি থাকে।
কহিতে কহিতে কাক ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥ ৩৩৩
তথাপি তখন বলে রাত্রি আছে রায়।
আড়ি উড়ি দিয়া নটী পূর্ব্বদিকে চায় ॥ ৩৩৪
আচ্ছাদিত অরুণ কিরণ অতি রাঙ্গা ॥
অনুমানি তরুণী কপাল ভাবে ভাঙ্গা ॥ ৪৩৫
বলিতে বলিতে রবি উঠে রথ ভরে।
দেখিয়া সুরিক্ষা নটী হেঁট মাথা করে ॥ ৩৩৬
রেখে বেড়ে যত দুঃখ হলো অসার্থক।
সেন বলে তবে আর কিসের [illegible]াটক ॥ ৩৩৭
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া ক[illegible]্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান ॥ ৩৩৮
সুরিক্ষা বলেন রায় ভেড়ে [illegible]লে বটে
কিন্তু নিবেদন এক তোমার নি[illegible] ॥ ৩৩৯
তুমি বড় নাগর চতুর শিরোম[illegible]
বলি কিছু হেঁয়ালি সমস্যা ব[illegible]ুনি ॥ ৩৪০
জিনে [illegible]তে পার ত মাগি[illegible] পরাজয়।
নয় যে[illegible]শ্চাৎ হবে পাবে পরিচয় ॥ ৩৪১
লাউ[illegible] বলে রামা বচনের ফাঁদে।

৩০৮। হতা—হত্যা, বাধাকাতা।
৩১২। সিঞা—সেলাই করা। সায়—[illegible]ায়।
৩১৬। বেড়ে—বেষ্টন করিয়া।
৩২২। পাখালিতে—প্রক্ষালন করিতে।

কে কোথা রেখেছে ধরে আকাশের চাঁদে ॥ ৩৪২
বৈস বেনে বিফল বিলম্ব নাহি সয়।
সুরিক্ষা বলেন ওহে সে হবার নয় ॥ ৩৪৩
কর্পূর কহেন কহ আছে যত শিক্ষা।
ভবানী ভাবিয়া বলে গণিকা সুরিক্ষা ॥৩৪৪
কটীতে ঘাঘর ঘন রুণু ঝুনু বাজে।
কান্দে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে ॥ ৩৪৫
সুরিক্ষা বলেন রায় শুনে লাগে ধান্দা।
আপনি প্রবেশে বনে জট থুয়ে বান্ধা ॥ ৩৪৬
বন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে।
অনেক পুরুষ তার জটে ধরে টানে ॥ ৩৪৭
সুরিক্ষা কহেন, কহ হেঁয়ালির সন্ধি।
বিরল-বাটে বন পালা'ল জলজন্তু বন্দি ॥ ৩৪৮
কর্পূর কহেন এই ধীবরের জাল।
ভাঙ্গিল নটীর ভ্রম বুকে বাজে শাল ॥ ৩৪৯
অপর বলিছে নটী বচন প্রবন্ধ।
যতন করিয়া জীব গৃহ করে বন্ধ ॥ ৩৫০
গৃহস্থ জনার মৃত্যু গৃহ সাঙ্গ হলে।
তসর গুটীর কৃমি লাউসেন বলে ॥ ৩৫১
কমলে কমল-রিপু জন্ম লয়ে উঠে।
দেবতার মাথার মুকুটে বৈসে ছুটে ॥ ৩৫২
সেন বলে সিন্ধুভব সেই অর্দ্ধচাঁদ।
কাটিল নটীর বক্র বচনের ফাঁদ ॥ ৩৫৩
যার গর্ভে জন্ম লয়, নাহি তারে মায়া।
জন্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কায়া ॥ ৩৫৪
বাসি না সম্বল রাখে দরিদ্র লক্ষণ।
আশ্রয় জনার পীড়া করে অনুক্ষণ ॥ ৩৫৫
সবার সে হিত করে নয় দুষ্ট ঠক।
কর্পূর কহেন এই অনন্ত পাবক ॥ ৩৫৬
সুরিক্ষা কহেন শুন পুনঃ ওহে রায়।
জীবজন্তু নহে কিন্তু তপ্ত তপ্ত খায় ॥ ৩৫৭
না পাইলে শান্ত হয়ে চুপ করে থাকে।
খেতে দিলে কান্দে শিশু পরিত্রাহি ডাকে ॥ ৩৫৮
পেটের ভরে ব[illegible]ন করে গুঁজে নাকে মুখে।
নারী গলা গ[illegible] গোলায় বসে বুকে ॥ ৩৫৯
যদি তায় নাহি[illegible] য করয়ে প্রহার।
কর্পূর কহেন অ[illegible]র কণ্ঠহার ॥ ৩৬০
নাহি[illegible]খ মস্তকাদি[illegible]স্তি হস্ত পা।
নাস্তিতু আকার ভূমে নাস্তি বাপ মা ॥ ৩৬১*
নহে সেই জীবজন্তু কিন্তু অতি শক্ত।
আবেশে আহার করে মনুষ্যের রক্ত ॥ ৩৬২
কর্পূর কহেন রামা এই চিন্তানল।
বারে বারে হারি নটী বলে বাক্ছল ॥ ৩৬৩
খায় সে সহস্রমুখে পাক নাহি পায়।
উদরে আহার ভরে অন্ধিরে বেড়ায় ॥ ৩৬৪
তায় প্রহারের ঘায় পরিত্রাহি ডাকে।
আহার উগরে ফেলে তবে ছাড়ে তাকে ॥ ৩৬৫
তাঁতির তাঁতের সাণা লাউসেন বলে।
হেঁট মাথা করে নটী হারি বাক্ছলে ॥ ৩৬৬
ভাঙ্গিয়া বেশ্যার ভ্রম ছেড়ে যান সেন।
সুরিক্ষা তথাপি বলে রবে এক ক্ষণ ॥ ৩৬৭
কর্পূর কহেন রামা এখনও চাতুরি।
বাকি কিছু থাকে বল প্রাণপণ করি ॥৩৬৮
বিষম বচন-বাণে জর জর হিয়া।
সমস্যা বলিছে রামা ভবানী ভাবিয়া ॥ ৩৬৯
বল দেখি আদিরস অঙ্গনার অঙ্গে।
কোন খানে বৈসে ধাতু সুরতি প্রসঙ্গে ॥ ৩৭০
সর্ব্বকাল থাকে কোথা ধরে কোন্ গুণ।
শুনি সুচিন্তিত সেন বচন দারুণ ॥ ৩৭১
রতিকলা নাহি জানে লাউসেন রায়।
কর্পূর সহিত যুক্তি ভেবে নাহি পায় ॥ ৩৭২
মন দেখি অপর মলিন মুখ চাঁদে।
মনে করে গণিকা পেড়েছে মায়া-ফাঁদে ॥ ৩৭৩
দর্প করে কহে নটী ওহে নাগর-চাঁদা।
বলিতে বিলম্ব কেন, বুঝি রবে বাঁধা ॥ ৩৭৪
সেন বলে দূর কর বচনের ছলা।
অনেক বলেছি এক নাহি গেল বলা ॥ ৩৭৫
নটী বলে এই কথা সকলের সার।
বল ভাল নতুবা বন্ধন কারাগার ॥ ৩৭৬
কপালে ঘটালে তোরে হেমন্তের ঝি।
কর্পূর কহেন দাদা তবে হবে কি ॥ ৩৭৭
নটী বলে শুন কথা সব পুঁতি পাঁকে।
যদি কেহ এখন আমার কথা রাখে ॥ ৩৭৮
ঠা[illegible]লী করিয়া থাকহ দিন দশ।
রতি[illegible]ঙ্গ সন্ধান শিখাব পাঁচ রস ॥ ৩৭৯

৩৬০। অবীরায় কণ্ঠহার—পাঁং[illegible]ন-হীনা

যন্ত্রের ধন—অর্থাৎ কাট্না কাটিবার বা চরকা।

তবে সে যখন যাবে, খোর বৈ করে।
না করিলে নিবাস রাখিতে নারি ধরে ॥ ৩৮০
বুঝিতে সেনের মতি কহেন কর্পূর।
সঙ্কট দেখিলে দোষ, না লবে ঠাকুর ॥ ৩৮১
যে বাগে পড়য়ে জল সেই বাগে ছাতা।
ধরিয়া সুবুদ্ধি লোক রক্ষা করে মাথা ॥ ৩৮২
বিদেশে বন্ধন পীড়া বুঝ মহারাজ।
সেন বলে চিন্তা নাই চিন্ত ধর্ম্মরাজ ॥ ৩৮৩
বিষম বন্ধন-ভয়ে, বিষ চাও খেতে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতি কুল শীল মজাইতে ॥ ৩৮৪
কর্পূর কহেন দাদা তুমি ধর্ম্মময়।
জগত-জননী যার পেলে পরিচয় ॥ ৩৮৫
মায়ের নিষেধ বেদ আজ্ঞা নাহি মানি।
বিদেশে বেশ্যার হাতে হারাই পরাণি ॥ ৩৮৬
আপনি অভয় দিলে গৌড় আগমনে।
প্রথমে রাখিলে বাদ্র কুন্তীর বদনে ॥ ৩৮৭
জামতিতে রাখিয়াছ মিছা অপবাদে।
গোলাহাটে বুক ফাটে প্রভু হে প্রমাদে ॥ ৩৮৮
অপরাধ বিনা এই বেশ্যা হাতে বন্দি।
বলিতে না পারি ধাতু বিবরণ সন্ধি ॥ ৩৮৯
ভকত-বৎসল তুমি শুনেছি সংসারে।
পেয়েছি প্রমাণ তার প্রহ্লাদ উদ্ধারে ॥ ৩৯০
বিষ বহ্নি জলে শৈলে রক্ষা কৈলে যার।
যার লাগি প্রভু হে নৃসিংহ অবতার ॥ ৩৯১
সময়ে সাজিতে শীঘ্র সুধর্ম্মার ব্যাজে।
পিতা হৈয়া ফেলে পুত্র তপ্ততৈল মাঝে ॥ ৩৯২
বেদবহ্নি জলে কুণ্ড অধিক উথলে।
ফেলাইতে প্রভু হে আপনি নিলে কোলে ॥ ৩৯৩
জৌঘরে পাণ্ডবে পঞ্চ কুন্তীর সহিত।
তুমি প্রভু প্রাণদাতা পুরাণে বিদিত ॥ ৩৯৪
সে সব তোমার ভক্ত তুমি হে তাহার।
ভজন পূজন লেশ নাহি অধিকার ॥ ৩৯৫
মন্দমতি মানব দারুণ দীন দশা।
পতিতপাবন নাম, কেবল ভরসা ॥ ৩৯৬
বিদেশে বন্ধন ভয়ে না করি বিষাদ।
পতিতপাবন নামে পাছে পড়ে বাদ ॥ ৩৯৭
অতেব কাতরে কৃপা কর কৃপাসিন্ধু।
দমুজারি দুঃখহারী দেব দীনবন্ধু ॥ ৩৯৮
সেবক স্মরণে প্রভু হইলা অস্থির।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর ॥ ৩৯৯

* * *

সঙ্কট-সরসে ভাসে বুঝিনু সাহস।
নটী বলে ভাল থাক বুঝিব পৌরুষ ॥ ৪০২
ধাতুতত্ত্ব কয়ে যা প্রবাসী ভণ্ড তুই।
নতুবা বন্ধন দিয়া কারাগারে থুই ॥ ৪০৩
সেন বলে কে জানে ধাতুর বিবরণ।
বলে ছলে উঠে নাহি উপায় লক্ষণ ॥ ৪০৪
ছকুড়ি নাগরে নটী কহে আঁখি ঠারে।
লঘুতা করিয়া বেন্ধে রাখ কারাগারে ॥ ৪০৫
এত শুনি ছকুড়ি নাগর হয়ে যড়।
দুই ভায়ে দারুণ বন্ধন দিল দড় ॥ ৪০৬
ঘোর অন্ধকার ঘরে থুল নিয়া বান্ধে।
কারাগারে কর্পূর কাতর বড় কান্দে ॥ ৪০৭
লাউসেন বলে ভায়া নাহি কান্দ আর।
এখনি অনাথবন্ধু করিবে উদ্ধার ॥ ৪০৮
আগম পুরাণ বেদে বুঝে দেখ চিতে।
তিন লোকে কেবা আছে অধীনে তরাতে ॥ ৪০৯
বিপত্যে সাহস বিনা বিষাদ বিফল।
একান্ত চিন্তেন চিত্তে ভকতবৎসল ॥ ৪১০
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥ ৪১১
সঙ্কটে শুনিয়া কিছু সেবকের স্তব।
হনুমানে কন তবে অনাথ বান্ধব ॥ ৪১২
দশনে রসনা চাপে কাঁপে বাম অঙ্গ।
অমঙ্গল চিহ্ন সেন মনে মান-ভঙ্গ ॥ ৪১৩
কেন বা বসিতে খেতে শুতে নাহি সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥ ৪১৪
যোগবলে পদতলে বলে হনুমান।
লাউসেনে দুরিক্ষা করিছে অপমান ॥ ৪১৫
ভাসুরে পাঠায়ে মান ভেঙ্গেছে তাহার।
ধাতুতত্ত্ব জিজ্ঞাসি বন্ধেছে পুনর্ব্বার ॥ ৪১৬
ঠাকুর কহেন থাকু সেবকের দায়
আমি নাহি জানি ইহা কি হবে [illegible] পার ॥ ৪১৭
ধাতুতত্ত্ব আপনি অমর সভামা[illegible]।

৩৮০। বৈ করে—বহন করে।
৩৮২। বাগে—দিকে।
৪০[illegible]। সঙ্কট-সরসে—বিপদ্ সরোবরে।
৪[illegible]। উঠে নাহি—উপস্থিত হয় না।

শুধান সকল দেবে সেবকের কাজে ॥ ৪১৮
দেবতা সকল কহে শুন ওহে প্রভু।
জানিতে বিলম্ব আছে, শুনি নাই কভু ॥ ৪১৯
তখন নারদ ফুটে কয় হনূমানে।
একথা ঈশ্বরী বিনে অন্যে নাহি জানে ॥ ৪২০
প্রভু কন তবে তত্ত্ব কেবা যেয়ে জানে।
নারদ দেখান ঠারে শঙ্করের পানে ॥ ৪২১
ঠাকুর কহেন শুন দেব সর্ব্বেশ্বর।
ধাতুতত্ত্ব জানিতে আপনি যাও ঘর ॥ ৪২২
জিজ্ঞাসি জগত-মায়ে আসিবে ত্বরায়।
ভক্ত রক্ষা পায় যেন, তোমার কৃপায় ॥ ৪২৩
শিব কন তোমার আজ্ঞায় যাই ধেয়ে।
ভরসা না দিতে পারি, খল জাতি মেয়ে ॥ ৪২৪
এত বলি উপনীত আপন ভবনে।
হর-হৈমবতী হর্ষে বৈসে একাসনে ॥ ৪২৫
কত যোগ আগম নিগম তত্ত্ব কয়ে।
অপর সরস রস কত গেল বয়ে ॥ ৪২৬
সব-শেষে শঙ্কর শুধান পার্ব্বতীরে।
কোন্ খানে বৈসে ধাতু নারীর শরীরে ॥ ৪২৭
এ কথা আমারে আজি অবশ্য কহিবে।
শুনিয়া ইঙ্গিতে দেবী আরম্ভিল শিবে ॥ ৩২৮
কার শক্তি এখানে একথা কওয়া যায়।
এই তত্ত্ব জানিতে যাও কুচনী-পাড়ায় ॥ ৪২৯
বুড়া ছেড়ে যুবা হও, পেলে যার সঙ্গ।
সেই খানে এই কথা উচিত প্রসঙ্গ ॥ ৪৩০
হর বলে এই হেতু হইনু বৈরাগী।
কখন কথায় সুখ নাহি দিল মাগী ॥ ৪৩১
এ সব ইঙ্গিতে খোঁটা সকল কথায়।
এ ঘর করিতে চিতে মোরে না জুয়ায় ॥ ৪৩২
বিফল জীবন যায় স্বতন্তরা নারী।
[illegible]বলা প্রবলা হৈলে [illegible]ষ্ট হয় গারি ॥ ৪৩৩
দেবতা ব[illegible] বেদে মোরে কয়।
মেয়ের কা[illegible]হ কথা নাহি রয় ॥ ৪৩৪
কাঁপেন [illegible] অভিমান ক্রোধে।
অচ্চিত [illegible] ধরিয়া প্রবোধে ॥ ৪৩৫
কমহ[illegible]াসীর [illegible] ধাতুতত্ত্ব কই।
শঙ্কর কহেন তবে [illegible]ারো ছুটা সই ॥ ৪৩৬
ত্রিলো[illegible]ারিণী তা[illegible] তুমি সে চণ্ডিকা।
লিখেছে আগমে বেদ পুরাণের টীকা ॥ [illegible]
কি আর অধিক কব তোমার সাক্ষাতে।

দেবী কন অসাধ্য কি তুমি যার নাথ ॥ ৪৩৮
শুন নাথ বৈসে ধাতু নারীর নয়নে।
পুরুষে পাগল করে কটাক্ষ সন্ধানে ॥ ৪৩৯
রতিকালে পতির সহিত হয় মেলা।
শুনিয়া সত্বর শিব দেবসভা গেলা ॥ ৪৪০
কহিলা সকল তত্ত্ব ধর্ম্মের গোচরে।
ঠাকুর কহিলা হনূমান্ বীরবরে ॥ ৪৪১
আজ্ঞা দিল অবিলম্বে চল মোর বাপ।
ভক্ত মুক্ত হৈলে মোর ঘুচে মনস্তাপ ॥ ৪৪২
প্রভু পাদপদ্ম বন্দি বীর হনূ হাটে।
উপনীত ইঙ্গিতে অবনী গোলাহাটে ॥ ৪৪৩
অন্ধকার কারাগার প্রবেশিতে হনূ।
খসিল বন্ধন প্রেমে পুলকিত তনূ ॥ ৪৪৪
ধ্যানযোগে জানিলা আইলা হনূমান্।
এস প্রভু বলি পদ নিকটে লোটান ॥ ৪৪৫
করপুটে প্রণতি করিতে পুনঃপুনঃ।
বীর বলে ভয় নাই বলি কিছু শুন ॥ ৪৪৬
শিব শুক সনকাদি স্বয়ম্ভূ নারদ।
ভক্তি ভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ ॥ ৪৪৭
হেন প্রভু তোমার লাগিয়া ব্যস্তচিত।
অতেব এখানে বাপু আমি উপস্থিত ॥ ৪৪৮
জেনেছি কারণ তার এনেছি সন্ধান।
ধাতুর নিবাস নিত্য নারীর নয়ান ॥ ৪৪৯
রতিকালে কত গতি প্রাণপতি সঙ্গ।
এই কথা কয়ে তার কয় মান ভঙ্গ ॥ ৪৫০
আমি আছি তাবৎ লুকায়ে নিজবাসে।
অপমান মাগীর দেখিয়া যাব শেষে ॥ ৪৫১
পরম মঙ্গল প্রভু লাউসেন বলে।
পোহাইল রজনী, কোমর বেন্ধে চলে ॥ ৪৫২
হনূপদে পরাদ্ধ প্রণতি করে রায়।
প্রবেশে দারীর সভা ঘনরাম গায় ॥ ৪৫৩
দ্বারদেশে দারীর বাজালে জয় ঘণ্টা।
শুনিয়া বেশ্যার বড় বুকে বাজে জাঠা ॥ ৪৫৪
দূতগণে দেবে বলে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে।
দুই বন্দী বিদেশী বিটলে দিলি ছেড়ে ॥ ৪৫৫
কহি[illegible] কহিতে কোপে আইলা বাহিরে।
কপ[illegible] চাতুরী কিছু কন ধীরে ধীরে ॥ ৪৫৬
পিতৃ[illegible]ণ্যে ছেড়ে দেহ শুন নিবেদন।

৪৫৫। দেবে—দাবিয়া, তিরস্কার করিয়া।

দারী বলে দিব পুনঃ দ্বিগুণ বন্ধন। ৪৫৭
সেন বলে যার যে কপালে থাকে হবে।
কহিলে ধাতুর তত্ত্ব বুঝে কেবা লবে ॥ ৪৫৮
আমি যত জিনিনু, সকল হৈল নাস্তি।
এক কথা না কয়ে এতেক পেনু শাস্তি ॥ ৪৫৯
অন্য কথা কহিতে উচিত নহে আর।
প্রতিজ্ঞা করহ আগে সাক্ষাৎ সভার ॥ ৪৬০
পরাজয়ী হই যদি দ্বিগুণ বন্ধন।
জয়ী হই কেটে ল'ব নাসিকা লোচন ॥ ৪৬১
সুরিক্ষা কহেন সত্য প্রতিজ্ঞা সর্ব্বথা।
সভা মাঝে সেন কন ধাতুতত্ত্ব কথা ॥ ৪৬২
নারীর বদন-বিধু মদন আলয়।
তথা নিত্য নয়ন-যুগলে ধাতু রয় ॥ ৪৬৩
রতিকালে পতি সনে গতি যায় কত।
শুনে করে হেঁট মাথা মান হৈল হত ॥ ৪৬৪
প্রাণ লয়ে পালাতে পদ্ধতি খুঁজে বুলে।
তাপে তবে ত্বরিত কর্পূর ধরে চুলে ॥ ৪৬৫
কাটিল লোচন নাক ষবাড়িল ভূঞে।
দয়ার ঠাকুর সেন জল দিল মুঞে ॥ ৪৬৬
শূর্পণখা সমান মলিন হয়ে রয়।
আচরিল অধর্ম্ম অবশ্য আছে ক্ষয় ॥ ৪৬৭
হর্ষ হৈল হনুমান্ অপমান দেখে।
যশ কীর্ত্তি জগতে সেনের গেল লিখে ॥ ৪৬৮
শ্রীধর্ম্মে কহিল গিয়া আনন্দে বাধাই।
গোলাহাট ভাঁড়ায়ে চলিল দুই ভাই ॥ ৪৬৯
বন্দিগণে মুক্ত করে দিলেন অভয়।
রাজ-আজ্ঞা ফিরে বাদ্য বাজিছে বিজয় ॥ ৪৭০
নটীর লোচন নাক বান্ধিয়া কলায়।
লঘুগতি ভূপতি ভেটিবা হেতু যায় ॥ ৪৭১
প্রবেশে ভৈরবী গঙ্গা কতদূর যেয়ে।
বিনা করে সমাদরে পার করে নেয়ে ॥ ৪৭২
কর্পূর কহেন দাদা চল এক দৌড়।
আগে ঐ রমতি নগর ঐ দৌড় ॥ ৪৭৩
দেখ ঐ সারি সারি গুয়া নারিকেল।
কদম্ব কুসুম চাঁপা বকুল শ্রীফল ॥ ৪৭৪
আম জাম পলাশ পিপুল তরুবরে।
সারি সারি পুরীর প্রান্তরে শোভা করে ॥ ৪

পক্ষিগণ বদনে সঘনে সুধারব।
নিজ ভাব ত্যজে করে কুক মহোৎসব ॥ ৪৭৬
হস্তিনানগরে হেন হয় অনুমান।
পরিসর পাষাণে রচিত পুরীখান ॥ ৪৭৭
মঠ কোটা মন্দির সকল সৌধময়।
কত ঠাঁই দেউল দোহারা দেবালয় ॥ ৪৭৮
কত কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায়।
ঐ দেখ পাতকা উড়িছে মন্দ বায় ॥ ৪৭৯
মাতুল-মন্দির যেতে ভানি ভাগে পথ।
সেন কন কি কাজ উদ্দেশে দণ্ডবত ॥ ৪৮০
যে মামা মায়ের মোর দিল বন্ধ্যা বাদ
হেন মামা মন্দিরে গমনে নাহি সাধ ॥ ৪৮১
দেখা পাই ঈষৎ মেসোর বাটী আগে।
পাও কি না পাও দেখা চাও ভানিভাগে ॥ ৪৮২
বলিতে বলিতে বেলা হইল অবশেষ।
রমতি নগরে এসে করিল প্রবেশ ॥ ৪৮৩
দৈবগতি লাউ দত্ত কর্ম্মকার সনে।
প্রবেশ করিতে পুরী দেখা হইল গণে ॥ ৪৮৪
অতি অনুপম মূর্ত্তি দেখে দোহাকার।
কত খান অনুমান করে কর্ম্মকার ॥ ৪৮৫
পাঁচ ভাই পাণ্ডব ছাড়িয়া নিজদেশ।
বঞ্চিলা বিরাট বাসে লুকাইয়া বেশ ॥ ৪৮৬
সেইরূপ এই দুই দেবতাতনয়।
ভূতলে ভ্রমেন দোঁহে ভাবি দৈত্যভয় ॥ ৪৮৭
বিশেষ বিশাই কলা অভ্যাস অসি।
তা দেখি বুঝিল মনে স্বর্গপুরবাসী ॥ ৪৮৮
যদিবা মনুষ্য দুই রাজার কুমার।
কোন্ দেব দয়া করি দিয়াছে হেতার ॥ ৪৮৯
কৃপা করে এ হেন অতিথি পুণ্যফলে।
সেবি চতুর্ব্বর্গ ফল পাই করতলে ॥ ৪৯০
অপর অধিক নিত্য করি কর্ম্মশিক্ষা।
এই খড়্গ ফলা মোর হৈল [illegible]দীক্ষা ॥ ৪৯১
জিজ্ঞাসিল পরিচয় বিনয় বচনে।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ৪৯২
গোলাহাট প্রসঙ্গ সম্প্রতি হৈল শেষ।
হরি হরি বল সবে শ্রীধর্ম্ম সভায় ॥ ৪৯৩

গোলাহাট পালা সমাপ্ত।

৪৬৫। পদ্ধতি—পথ। বুলে—ফেরে, বেড়ায়। তাপে কোপে।

৪৮৪। গণে—পথে।
৪৮৯। [illegible]হেতার—হেতিয়ার; অস্ত্র।

ত্রয়োদশ সর্গ।

হস্তিবধ পালা।

সুশীল সজ্জন সভ্য বুঝি কর্ম্মকারে।
পরম পীরিতে পরিচয় দিল তারে॥ ১
ময়না নগর বাটী সাগর সমীপ।
পিতা মহাশয় মোর যার নরাধিপ॥ ২
পিতামহ ঠাকুর কনক সেন রায়।
যার যশ কীর্ত্তি হে জগত যুড়ে গায়॥ ৩
ধন্য পিতা কর্ণসেন রায় নৃপমণি।
মহা সাধ্বী মাতা মোর ধর্ম্ম-তপস্বিনী॥ ৪
সন্ন্যাসে শরীর ত্যজেছিল শালভরে।
মোর জন্ম সেই রঞ্জা জননী-জঠরে॥ ৫
ধর্ম্মের কিঙ্কর আমি লাউসেন নাম।
এই মোর অনুজ অবনী-মণ্ডু নাম॥ ৬
গৌড়পতি মেসো মোর যাব তার ঘর।
শুনি কর্ম্মকার কহে করি যোড় কর॥ ৭
আমি পরিচয় করি শুন সুমহত্ব।
কর্ম্মকারকুলে জন্ম নাম লাউদত্ত॥ ৮
এত শুনি মিতা বলি রায় দিল কোল।
মত্ত হয়ে কহে দত্ত আনন্দে বিভোল॥ ৯
শুনেছি সংসারে তুমি পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ায় মানুষ॥ ১০
কৃপা করি আমারে কহিলা তুমি মিতা।
গুহক চণ্ডালে যেন অখিলের পিতা॥ ১১
পুরুষে পুরুষে পুণ্য করিয়াছি কত।
সে ভাগ্যে পেলাম দেখা কহেন প্রণত॥ ১২
যোড়হাতে কহে কালি যেয়ো রাজপুরে।
কৃপা করি আজি এস আমার মন্দিরে॥ ১৩
সংসার সফল হোক তরি ভবাসিন্ধু।
সেন বলে তুমি মিতা মোর মহাবন্ধু॥ ১৪
অভিলাষ ভাবে [illegible] গেলা তার বাস।
স্বগোষ্ঠী সহিত [illegible] পূর্ণ অভিলাষ॥ ১৫
পরিবার সহিত [illegible]ক হয়ে সেবে।
জ্ঞানবান গৃহস্থ যে [illegible] গুরুদেবে॥ ১৬
পরিপাটী ভোজন করায়ে পাঁচ রসে।
দুই চারি বচন সুধান ভক্তিবশে॥ ১৭
দক্ষিণ দলুজে দিব্য আসন উপরে।
বার দিল বেষ্টি দুই ভেয়ে যত নরে॥ ১৮
যেন কৃষ্ণ বলরাম দর্শন-আশায়।
মথুরার লোক যত ঊর্দ্ধমুখে ধায়॥ ১৯
অপর অস্তক চলে গোবিন্দ দেখিতে।
সেই রূপে ধায় সবে সেনের সাক্ষাতে॥ ২০
রাজসভা হতে পাত্র যায় নিজধামে।
সহর বাজার পাড়া রয় ডানি বামে॥ ২১
শুনে চলে চঞ্চল চাহিয়া চারি ভিতে।
কর্ম্মকার পুরে দৃষ্ট হৈল আচম্বিতে॥ ২২
দিব্যদেহ দুই ভাই দলুজে দেখি বসি।
দেবতার সম্মুখে বিচিত্র কলা আসি॥ ২৩
কুহোর তামসী যায় পূর্ণিমার ভ্রম।
কলা চিত্রে দেবকর্ম্মার রয়েছে বিক্রম॥ ২৪
কত কাঁচা কাঞ্চন করিয়া কুচি কুচি।
করেছে কতেক চিত্র মনোহর রুচি॥ ২৫
লিখেছে ভারতবর্ষ হর্ষ হয়ে মনে।
যাহাতে থাকিতে বাঞ্ছা করে দেবগণে॥ ২৬
বলক্ষ লোহিত পীত সিত বর্ণ ভেদে।
দশ অবতার লেখা অনুমানি বেদে॥ ২৭
বাল্মীকি গোস্বামী গ্রন্থ অনুভব দেখা।
রামলীলা কলার উপরে গেছে লেখা॥ ২৮
মিথিলায় বিভা করি রাম এলো দেশে।
রাজা হব হারবে বিষাদ লেখে শেষে॥ ২৯
কান্দিতে কান্দিতে বুঝি করেছে প্রকাশ।
সীতা রাম লক্ষ্মণ সহিত বনবাস॥ ৩০
লিখিতে না পারে বুঝে যত দুঃখ তার।
লিখেছে রাবণ-বধ সীতার উদ্ধার॥ ৩১
শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান।
বলিতে বিদরে বুক ব্যাকুল পরাণ॥ ৩২
জানকী-হরণ-দুঃখ লিখিতে নারিয়া।
সীতার উদ্ধার লেখে রাবণ বাঁধিয়া॥ ৩৩

১৪। সংসার সফল—পৃথিবীতে জন্ম সার্থক হউক।

১৮। দলুজে—দাওয়ায়।
২৪। কুহোর—ঘোর। তামসী—অন্ধকার রাত্রি। দেবকর্ম্মা—বিশ্বকর্ম্মা।
২৫। রুচি—কান্তি, শোভা।

লিখিয়া রাজাধিরাজ রত্ন সিংহাসনে।
উঠেছে আনন্দ কত বিশায়ের মনে ॥ ৩৪
এইরূপে কৃষ্ণলীলা লিখিল কতেক।
একদৃষ্টে একে একে দেখে পরতেক ॥৩৫
চন্দ্র সূর্য্যবংশ যত রাজা ছিল কালে।
পুরাণে শুনেছে যত, দেখে চিত্র ঢালে ॥৩৬
যুধিষ্ঠির আদি দেখি পাণ্ডব বিজয়।
কুরুবংশ ধ্বংস আর যদুবংশ ক্ষয় ॥ ৩৭
গুণিগণ কলা দেখে করে গুণশিক্ষা।
কত কত কর্ম্মীর হইল গুরুদীক্ষা ॥ ৩৮
কবিগণ দেখে করে কাব্যের সন্ধান।
দেখি পণ্ডিতের বাড়ে পুরাণের জ্ঞান ॥ ৩৯
কলা দেখে ভাবুক সকল করে ভাব।
অধর্ম্মতা কেবল পাত্রের হইল লাভ ॥ ৪০
পুণ্যের উদয় যায় পাপ তাপ হরে।
এত চিত্র নাই ধরে পাত্রের অন্তরে ॥ ৪১
বিশেষ বিষয়-মদে মত্ত যেই হয়।
কোন কালে নাহি তার ভক্তির উদয় ॥ ৪২
একে এক দেখি সব অবনিমণ্ডল।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ গৌড় উৎকল ॥ ৪৩
গৌড়-মহীমণ্ডলে দেখিল গৌড়পতি।
বৃদ্ধ পিতা বেণুগায় নিবাস রমতি ॥ ৪৪
ময়না-নিবাসী কর্ণসেন মহামুনি।
ধন্য সতী রঞ্জাবতী ধর্ম্ম-তপস্বিনী ॥ ৪৫
শালে ভর দিয়া তনু ত্যাগ করে রামা।
ঈশ্বরে আনায়ে কাছে, হলো সিদ্ধকামা ॥ ৪৬
কোলে পেলে দুই পুত্র লাউসেন কর্পূর।
কি কর্ম্ম অসাধ্য যারে প্রসন্ন ঠাকুর ॥ ৪৭
রমতি গৌড়ন্তে যত নানা বন্ধু জনা।
দেখিল সকল লোকে, না দেখে আপনা ॥ ৪৮
অবশেষে কেলো ডোম, ডোমনীকে লেখে।
পাত্রকে লিখেছে তার পদতলে দেখে ॥ ৪৯
মুড়ান মস্তকে তার প্যাঁচ গোটা দশ।
মুখ বুক বেয়ে রক্ত পড়ে টস টস ॥ ৫০
গাঁথিয়া জুতার মালা দিয়াছে গলায়।
মুক্তির মাফিক গতি লিখেছে কলায় ॥ ৫১
এক গালে কালি তার আর গালে চূণ।
দেখি কোপে জ্বলে যেন জ্বলন্ত আগুন ॥ ৫২
দ্বিগুণ উথলে কোপ দেখিয়া ভাগিনা।
কলেবর-কান্তি কত কলধৌত সোনা ॥ ৫৩

কি কাজে মাহিনা খায় ইন্দ্রে মেটে চোর।
এ দু ছোঁড়া অবশ্য ভাগিনা বটে মোর ॥ ৫৪
চোর অপবাদে আজি বধিব পরাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান ॥ ৫৫
নিজ অপমানে পাত্র, হাতী হ'তে দেখি মাত্র,
কোপে তাপে কাঁপে গাত্র তার।
দোঁহে দেখি বাড়ে আড়ি, সঘনে মোচড়ে দাড়ী,
ভাবে যুক্তি করিতে সংহার ॥ ৫৬
জন্মিতে রঞ্জার বংশ, চোর পাঠাইয়া ধ্বংস,
করিতে নির্ব্বংশ কর্ণসেন।
সে দুই কিরূপে কালে, বেঁচে, মেলে মত্তমালে,
পুনশ্চ এখানে আইসে কেন ॥ ৫৭
ভাঁড়ায়ে যেমন কংসে, দৈবকী দেবীর বংশে,
বসুদেব করেছিল বই।
সেই ভগ্নীবংশে কংস, দৈত্যরাজ হ'ল ধ্বংস,
আমি পাছে সেইরূপী হই ॥ ৫৮
ভয়ে ভাবি এত উক্তি, অসতে অসৎ যুক্তি,
এসে উপস্থিত অকস্মাৎ।
চোর নহে যে যাব ভেড়ে, ফলার অরিষ্ট ফেড়ে,
দু ছোঁড়ারে বধিব সাক্ষাৎ ॥ ৫৯
এত বলি দ্রুতগতি, হটে হাঁকাইয়া হাতী,
বলে ছলে চলে মহামদ।
দেখে সবে বলে পাপ, কারে দিবে মনস্তাপ,
ফিরে আইল দেশের আপদ ॥ ৬০
রাজার সম্মুখে দুখে যুড়ি যোড়হাত বুকে,
কহে পাত্র পাপ অভিলাষী।
শুন নিবেদন মোর, সাধুরূপে দুই চোর,
সহরে সান্ধায়ে আছে আসি ॥ ৬১
লঙ্কা প্রবেশিতে সীতা, পাঠালে ত্রিলোক-পিতা,
রাক্ষসের মায়া[illegible] ছলে।
রাবণের পুত্র পঞ্চ, [illegible] মহী অহি অপর[illegible],
বালি রাজা মৈল [illegible] দুর্ব্বলে ॥ ৬২
সেইরূপে চুপে চুপে, মৈল এই[illegible]প,
পাছে ভূপে কোন [illegible] ধরে।
বিদায় হইয়া যেয়ে, [illegible] সন্ধান [illegible]পেয়ে,
না করে কেমনে [illegible] বরে ॥ ৬৩
সাবধা[illegible]ন বিনাশ নাই, [illegible] সঙ্গে পঞ্চ ভাই,
[illegible] পাণ্ডুরা [illegible]গে ভয়।
রা[illegible] বলে শুন তত্ত্ব, [illegible] শত্রু যদি হয় সত্য,
দেখ পাত্র অধর্ম্ম [illegible] ॥ ৬৪

রাজ-আজ্ঞা উপলক্ষ, কহিছে কুকর্ম্ম-দক্ষ,
সহর কোটালে হাত নেড়ে ॥
প্রবাসী পুরুষ যার, ঘরে পাবে, দুষ্টি তার,
মজাবে, না হয় দেও তেড়ে ॥ ৬৫
কাণে কাণে কয় তার, তুই দুষ্ট দুরাচার,
কামার মন্দিরে মোর অরি।
তাড়া খেয়ে তরুতলে, থাকে যদি বিলে ছলে,
শিয়রে বান্ধিবে তার করী ॥ ৬৬
হাতী-চোর বলে এঁটে, বুক যেন যায় ফেটে,
বান্ধ কসে তারে কারাগারে।
ও যবে সুতিকা-ঘরে, বধিতে নারিলি তারে,
কালি পাঠাইব যমদ্বারে ॥ ৬৭
খেঁতালে না মারে হাতী, যোগাইবি এক রাতি
কালি জাতি ভাঙ্গিব নাথিতে।
এ কর্ম্ম সাধিলে মোর, সম্মান বাড়াব তোর,
আজ্ঞা করি চলিল হাতীতে ॥ ৬৮
পাত্র গেল নিজ ধাম, ভণে দ্বিজ ঘনরাম,
রামচন্দ্র-চরণ-কমলে।
ধার্ম্মিক ধরণী মাঝে, কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজে,
রঘুবীর রাখিবে কুশলে ॥ ৬৯

কোটাল বিশাল কাল ইন্দ্রজাল মেটে।
সহর বাজারে কয়, হাঁক ডাকে এঁটে ॥ ৭০
নাগরা বিশাল বাদ্য বাজায় সহরে।
প্রবাসী পুরুষ আজি পাব যার ঘরে ॥ ৭১
না দেখি নিস্তার তার রাজার হুকুম।
এত বলি নাগরা নিনাদে ধুম ধুম ॥ ৭২
যবনে মজাব জাতি ধন নিব লুটে।
বারে বারে এখন বাঁচায়ে বলি ফুটে ॥ ৭৩
যদি থাকে তাড়ায়ে [illegible]না কর পার।
[illegible]নে সিঙ্গার শব্দ [illegible]সার হুসার ॥ ৭৪
বে[illegible]য়া কামার পাড়া বাড়া বড়া হাঁকে।
শুনি লাউসেন [illegible]কে, কহেন মিত্রাকে ॥ ৭৫
কাড়া [illegible]সারে [illegible] কথা কোটাল কয় ফুটে।
তুমি কেন যা[illegible]টে, আমি যাই উঠে ॥ ৭৬
ঘর দ্বার তোমা[illegible] জাতে নারি মিছা।
পাতর পড়েছে বড় [illegible]বাসীর পিছা ॥ ৭৭
অতিথি আশ্রয় দিলে [illegible] দেশের টুট।
পাছে রাজা থাকিতে কোটালে করে লু[illegible] ॥ ৭৮
অবিচারে দুর্নিক্ষে রহিতে নারী ভাই।
ঐ শুন সিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই ॥ ৭৯
যুড়ি দুই হাত বুকে কহে কর্ম্মকার।
পাত্র লুটে লয় ল'কৃ জাতি কুল আমার ॥ ৮০
তথাপি তোমাকে আমি দিতে নারি ছেড়ে।
চরণ আশ্রিত জনে না ফেলিহ ঝেড়ে ॥ ৮১
গৃহস্থ জনার ধর্ম্ম অতিথির সেবা।
যত ধর্ম্ম ইহাতে কহিতে পারে কেবা ॥ ৮২
অতিথিসেবায় খণ্ডে অশেষ পাতক।
অনাদরে অতিশয় সঞ্চরে নরক ॥ ৮৩
যথাকালে অতিথি বিমুখ যায় যার।
নিজ পাপ দিয়া পুণ্য হরে লয় তার ॥ ৮৪
তোমার এমন আজ্ঞা আমা অভাগায়।
পাপের পাথারে পড়ে পরকাল যায় ॥ ৮৫
তোমার সাক্ষাতে কি কহিতে মোর শক্তি।
সেন বলে ঘাটি কি তোমার সেবা ভক্তি ॥ ৮৬
রেখেছ স্বধর্ম্ম কেন মিছা যাবে লুটা।
শুনি কর্ম্মকার কাঁদে দাঁতে করি কুটা ॥ ৮৭
জীউ যায়, জাতি যদি যজায় যবনে।
আমি না ছাড়িব, তুমি ঠেলো না চরণে ॥ ৮৮
অশেষ বিশেষ ভাব বুঝিয়া আশয়।
কর্পূর কহেন দাদা ভুলিবার নয় ॥ ৮৯
দু ভাই চাতুরী চিন্তি চক্ষে চক্ষে চেয়ে।
কর্পূর কহেন দত্ত দাদা গেল রয়ে ॥ ৯০
তুমি যেয়ে যথা সুখে করহ শয়ন।
বিধুমুখী বধূ আছে চাহিয়া বদন ॥ ৯১
দত্ত বলে ও তত্ত্ব তোমার বটে ভার।
ঈষৎ হাসিয়া কন রঞ্জার কুমার ॥ ৯২
তোমার শ্রদ্ধায় বদ্ধ হয়ে রয়ে যাই।
পরিণামে প্রভু যা করেন হবে তাই ॥ ৯৩
অমৃত বচন-বশে গেল কর্ম্মকার।
সেন বলে অতঃপর কি করি বিচার ॥ ৯৪
কর্পূর বলেন লাউদত্তে দিলে টেলে।
এই কালে চল পাছে আসে বা কোটালে ॥ ৯৫
অনিবার অন্ধকার ঘন ঘোর নিশা।
বার হতে ঘরের প্রবেশে লাগে দিশা ॥ ৯৬
শরচ[illegible] দীপ্তিমান দিব্য অসি করা।
আগে আগে কর্পূর দেখায় চলে আলা ॥ ৯৭
রমতি রাখিয়া গৌড়ে প্রবেশিলা রায়।
সত্বরে উত্তরে যেয়ে অশ্বখতলায় ॥ ৯৮
বৃক্ষমধ্যে অশ্বথ ঈশ্বররূপী শুনি।

পুরাণে কৃষ্ণের আজ্ঞা লিখে মহামুনি ॥ ৯৯
এমন উত্তম স্থলে বসে যাও রঙ্গে।
না যাব অন্যের বাড়ী গেলে পাছে মজে ॥ ১০০
সাধুর শরীর শুদ্ধ সত্যের উদয়।
পর পাছে পায় পীড়া, এই বড় ভয় ॥ ১০১
ভূতলে বিছায়ে বস্ত্র করিল শয়ন।
নানা পুষ্প সুগন্ধি সঞ্চরে সমীরণ ॥ ১০২
নিদ্রা এলো মন্দ মন্দ বসন্তের বায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায় ॥ ১০৩
যদি দোঁহে শয়ন করিল তরুতলে।
ইন্দ্রজাল কোটাল মাহুতে ডেকে বলে ॥ ১০৪
শুন ওহে মাহুত মালিকরাজ হাতী।
প্রবাসী-শিয়রে বান্ধ রাজার আরতি ॥ ১০৫
হাতি যেন পদচোটে, চোট নাহি মারে।
দুখ দিব চোর বাদে বান্ধি কারাগারে ॥ ১০৬
শুনি গদা মাহুত মালিক পাট হাতি।
প্রবাসী শিয়রে বান্ধে নিশাভাগে রাতি ॥ ১০৭
ভূ-তেরে দেখিয়া হাতী পরম পুরুষ।
শিয়র ছাড়িয়া চলে না মানে অঙ্কুশ ॥ ১০৮
লাউসেন কর্পূরে করিয়া প্রদক্ষিণ।
হাঁটু পাতি প্রণতি করিয়া বার তিন ॥ ১০৯
সেনের শিয়র ছাড়ি রহে পদতলে।
মাহুত রাখিয়া হাতী কহিল কোটালে ॥ ১১০
শুনিয়া সব কোটাল সহরে মারে হাঁক।
শিঙ্গা কাড়া শব্দে সহরে পড়ে ডাক ॥ ১১১
জাগরে নগরে লোক নিশাভাগ রতি।
রাজার মহলে হারা হৈল পাট-হাতি ॥ ১১২
চোর আসি প্রবেশিল গৌড়ের সহর।
ধাঁও ধাঁও শব্দে সঘনে ধর্ ধর্ ॥ ১ ৩
ডাক ডাকি কোটাল এতেক যদি কয়।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল সেনে শুনে করে ভয় ॥ ১১৪
উঠে দেখে মহামত্ত সম্মুখে কুঞ্জর।
ভয়ে কাঁপে কর্পূর কুমার থর থর ॥ ১১৫
লাউসেন কন শদা অনলের ডরে।
বন ছাড়ি আশ্রয় করিনু সরোবরে ॥ ১১৬
হিমরূপী সেই বহ্নি পোড়ায় কমলে।
সেইরূপ ফলিল আমার কর্ম্মফলে ॥ ১১৭
ছাড়িনু মিতার ঘর মনে ভাবি ভয়।
পাইনু অখল-তরে তেঁতুল আশ্রয় ॥ ১১৮
হেন কালে বেড়িলা কোটাল পঞ্চ ভাই।
ধর্ ধর্ বলিতে কর্পূর দিল ধাই ॥ ১১৯
প্রাণ লয়ে পলাইল মদক ভবনে।
লুকাতে আশ্রয় খুঁজে অন্ধকার কোণে ॥ ১২০
মশক ভিতরে রহে শশকের পারা।
হুড় হুড় সাড় শুনে তাড় দিল তারা ॥ ১২১
তখন তরাসে বলে, আমি নই চোর।
শরণ লয়েছি ভাই। প্রাণ রাখ মোর ॥ ১২২
দারুণ দৈবের গতি দুর্দ্দশা আমার।
প্রভু যে করেন কালি পাবে সমাচার ॥ ১২৩
কাতর উক্তি শুনি সবাকার মনে।
দেখিল উদয় চাঁদ আন্ধার ভবনে ॥ ১২৪
রূপ হেরি দৈব বুদ্ধে রাখিল যতনে।
প্রমাদ পড়িল বড় রঞ্জার নন্দনে ॥ ১২৫
হাতী চোর বলে হেথা কোটালের মুখ।
সহসা সেনের বান্ধে যেন যমদূত ॥ ১২৬
সহর কোটাল ইন্দে দিলেক হুকুম।
সেনের উপরে কিল পড়ে দুম দুম ॥ ১২৭
নাথি নোথা কিল গুঁতা ঠেঙ্গা নড়ি হুড়া।
অন্য কার হলে হাড় হয়ে যেতো গুঁড়া ॥ ১২৮
কোটালে কাতরে রায় করে নিবেদন।
প্রহারে পরাণ যায় রাখহ জীবন ॥ ১২৯
শুন হে ইন্দ্রজাল আমি নহি চোর।
মনে জান, মিছা কেন প্রাণ বধ মোর ॥ ১৩০
পিতা মাতা দোসর সাক্ষাত বন্ধু ভাই।
অভাগার নাহি কেহ, কব কার ঠাঁই ॥ ১৩১
ভরসা কেবল ধর্ম্মদেব চূড়ামণি।
তার সাক্ষী পাবে কাল প্রভাত রজনী ॥ ১৩২
ইন্দ্রমেটে বলে হায় অপরূপ বাণী।
শোন রে চোরের মুখে ধরম কাহিনী ॥ ১৩৩
ইঙ্গিত করিয়া যত হাতে গলে বাঁধে।
সিংহিকা-তনয় যেন গরাসিল চান্দে ॥ ১৩৪
যমদ্বার সম ঘোর অন্ধকার ঘরা।
নির্দ্দয় কোটাল লয়ে সেনে বন্দী করে ॥ ১৩৫
দু'পাশে করাত শেল শিলা দিল বুকে।
চূলে বেন্ধে চালে টাঙ্গে বিষ দিল মুখে ॥ ১৩৬
ধর্ম্মের সেবক বন্দি এইরূপে রয়।
ভক্তজন পীড়া পায় প্রভু অন্তরে রহে ॥ ১৩৭
কাতর হইয়া কান্দে লাউসেন রায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায় ॥ ১৩৮
[illegible]এই ছিল আমার কপালে।

নাহি কোন অপরাধ, মিছা চোর অপবাদ,
অপমান করিছে কোটালে ॥ ১৩৯
মাথা মুখা গুঁতা কিলে, প্রহারে পরাণ নিলে,
বেন্ধে থুলে শমনে বাটে।
নাড়িতে না পারি পাশ, ফুটে গেল কাটে মাস,
বিষম বন্ধনে বুক ফাটে ॥ ১৪০
তরিয়া বিপদ নদ, জননী জনক পদ,
দেশে যেয়ে না দেখিব আর।
প্রাণের পুঁটলি ভায়া, বিপত্তে পলান ধেয়া,
হরি হরি কি হ'ল আমার ॥ ১৪১
মোর কেহ নাহি বন্ধু, পার করে শোকসিন্ধু,
দীনবন্ধু ভরসা কেবল।
পড়িয়া সঙ্কট কূপে, জন্ম যায় এইরূপে,
রাখ প্রভু ভকত-বৎসল ॥ ১৪২
চারি বেদে অনুপাম, পতিতপাবন নাম,
শুনি সদা সাধুর বদনে।
পতিত আমার সম, কেবা আছে নরাধম,
কেন না উদ্ধার নাম-গুণে ॥ ১৪৩
প্রহারে পরাণ যায়, আমি নাহি কান্দি তায়,
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস, চোর বাদে কলে নাশ,
ধর্ম্ম মিথ্যা বলি জানে লোকে ॥ ১৪৪
অতেব তনাপে আসি, দয়া কর দুখ নাশি,
ওহে ধর্ম্ম অখিল-আধান।
করিতে এতেক স্তুতি, ব্যাকুল বৈকুণ্ঠপতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥ ১৪৫
সেবকের সঙ্কটে সন্তাপ পেয়ে মনে।
ঠাকুর কহেন কিছু বীর হনুমানে ॥ ১৪৬
দশনে অধর কাঁপে,কাঁপে বাম অঙ্গ।
অমঙ্গল চিহ্ন দেখি মনে মান-ভঙ্গ ॥ ১৪৭
কেন বা বসিতে শুতে শুতে নাই সুখ।
বা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥ ১৪৮
পুটে বীর হনু কন ধ্যানবলে।
র নন্দন ঘেড়ে বান্ধি হলো ছলে ॥ ১৪৯
কুমতী পাত্রে বলে হাতি-চোর বলে।
প্রহার করিয়া ন, বেন্ধেছে কোটালে ॥ ১৫০
ঠাকুর কহেন ত ঝাট আন রথ।
আপনি অবনী যা রাখিতে ভকত ॥ ১৫১
অপরাধ বিনা যদি সেনে করে বল।
মুখা নাম ধরি কেবে ভকত-বৎসল ॥ ..

সুধন্বা রেখেছি তৈলে, প্রহ্লাদে সাগরে।
সেইরূপ সেজে যাব সেনের উদ্ধারে ॥ ১৫৩
বীর হনু কন কিছু করিয়া প্রণাম।
তিন লোক তরে যে তোমার হয়ে নাম ॥ ১৫৪
সমুদ্র লঙ্ঘিনু আমি যে নামের তেজে।
বড় বড় পর্ব্বত বেন্ধেছি এই তেজে ॥ ১৫৫
নামগুণে সাগরে ভাসিল গুরু শিল
যে নামে তরিল পাপী দ্বিজ অজামিল ॥ ১৫৬
প্রহ্লাদে রাখিলে যবে ছল এলে বলি।
বরঞ্চ সেকাল ভাল, বে হৈল কলি ॥ ১৫৭
আজ্ঞা দেহ, আপনি সাজিবে কেন কাজে।
ঠাকুর কহেন তবে যাও ন ই ব্য জে ॥ ১৫৮
অবিলম্বে আপনি অবনী যাও বাপ।
ভক্ত মুক্ত হলে মোর ঘুচে মনস্তাপ ॥ ১৫৯
আজ্ঞা বন্দি বীর হনু করিল প্রণতি।
গৌড় মহীমণ্ডলে প্রবেশে বায়ুগতি ॥ ১৬০
অন্ধকার কারাগারে করিতে প্রবেশ।
সেনের বন্ধন ঘুচে, দূরে গেল ক্লেশ ॥ ১৬১
ধ্যান-বলে জানিলা আইলা হনুমান্।
এস প্রভু বলি পদ নিকটে লোটান ॥ ১৬২
স ত শে কহন্ত যে লক্ষ্মণ প্রাণদাতা।
কোলে লয়ে কন কিছু নাহি মনে কথা ॥ ১৬৩
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু নারদ।
ভক্তিভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ ॥ ১৬৪
হেন প্রভু পাঠাইলা তোমার কারণে।
অতেব এসেছি আমি চিন্তা ত্যজ মনে ॥ ১৬৫
আগে দেখি রাজাকে স্বপন কথা কয়ে।
না হয় যে হয় হবে কালি দেখ রয়ে ॥ ১৬৬
এত বলি উপনীত ভূপতির আগে।
শিয়রে স্বপন কন কাল-নিশাভাগে ॥ ১৬৭
অবিচারে কারাগারে ধরের কিঙ্কর।
অপরাধ বিনা বান্ধ, বুকে নাই ডর ॥ ১৬৮
সাধ করে সাক্ষাৎ করিতে এলো চোর।
রঞ্জার নন্দন দুই, নয় হাতী চোর ॥ ১৬৯
ভাল চাও ছাড়ি দেও, ভক্ত লাউসেনে।
নতু । ইহার ফল দিব এইক্ষণে ॥ ১৭০
মহোদধি মহী আদি অক্ষয় কুমার।
রাবণ তখন তেজ জেনেছে আমার ॥ ১৭১
বলে যাং বিশেষ আমার নাম হনু।
স্বপন শুনিতে কাঁপে ভূপতির তনু ॥ ১৭২

নিদ্রাভঙ্গ হতে বীর হইল তিরোধান।
ভূপতি পোহা'ল নিশা হাতে ক'রে প্রাণ ॥ ১৭৩
স্নান পূজা করিয়া প্রভাতে দিল বার।
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবি করতা'র ॥ ১৭৪
বার দিয়া ভূপতি বসেছে ভব্য মনে।
নানা রত্ন-বিরাজিত বিচিত্র আসনে ॥ ১৭৫
অতুল রাতুল ভোট, ভালে দিব্য ফোঁটা।
সম্মুখে সাক্ষাত সূর্য্য বসে বিপ্র-ঘটা ॥ ১৭৬
ষোল পাত্র বৈসে বামে বুদ্ধে বিশারদ।
ভূপতি দক্ষিণ ভাগে পাত্র মহামদ ॥ ১৭৭
রায় রেঞা রায়ভূঞা বৈসে সারি সারি।
কোলে করি কাগজ যতেক কর্ম্মচারী ॥ ১৭৮
মীর মিঞা মোগল পাঠান খোরাসান।
বাহির মহলে বৈসে বিছায়ে সাহান ॥ ১৭৯
রণদক্ষ ক্ষত্রিয় চোহান রাজপুত।
রাজসভা বেড়ে বৈসে যেন যমদূত ॥ ১৮০
আঁটনি করিয়া বৈসে হাঁটুপাতি ভূঞে।
শিরে শরবন্দ টেড়ি, চাপদাড়ি মুঞে ॥১৮১
তার কাছে তীরগুলি কামান বন্দুক।
বাম করে ধরে ঢাল আচ্ছাদিয়া বুক ॥ ১৮২
কনক বলয় করে, গরদ গা-দোলা।
কারুপট্য জরদ সহ'ন মোম ঢালা ॥ ১৮৩
রাজসভা বসন ভূষনে ঝলমল।
আদ্য যামে হংস যেন অংশুতে উজ্জ্বল ॥ ১৮৪
এইরূপে বসে বন্ধু-বান্ধব-বেষ্টিত।
ভূপতি ভারত কথা শ্রবণে মোহিত ॥ ১৮৫
প্রসেনে বধিয়া মণি হরে নিল হরি।
জাম্ববান্ নিল বলে ধরিয়া কেশরী ॥ ১৮৬
সুরঙ্গ সরণি-মুখে পাতাল প্রবেশে।
মণিচোর মিথ্যাবাদ হৈল হৃষীকেশে ॥ ১৮৭
তার তাপে ত্রিলোক তারক ত্রিবিক্রম।
প্রবেশিয়া পাতালে প্রচুর পেলে শ্রম ॥ ১৮৮
ভক্ত বড় ভল্লুক ভজনে রঘুবীর।
রণরক্তে সিক্ত করে কৃষ্ণের শরীর ॥ ১৮৯
স্মরণে যাঁহার নাম ত্রিলোকের জয়।
হেন প্রভু ভক্তের বিক্রমে পাইল ভয় ॥ ১৯০
রাম-ভক্ত জাম্ববান্ বুঝি পরিণাম।
ধরিলা শ্রীরামমূর্ত্তি দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥ ১৯১
প্রণাম করিতে হস্ত হানেন মস্তকে।
প্রভু অঙ্গে আঘাত করিল বজ্রনখে ॥ ১৯২

ঠাকুর কহেন কিছু না ভাবিহ ভয়।
আমি সে ভক্তের হাতে মাগি পরাজয় ॥ ১৯৩
শুনি শ্যমন্তক মণি কন্যা জাম্ববতী।
কৃষ্ণে সমর্পণ করি করিলা প্রণতি ॥ ১৯৪
মণি লয়ে মুকুন্দ সভায় দিল ডালি।
তবু মিথ্যা কৃষ্ণের কলঙ্ক রৈল কালী ॥ ১৯৫
মণি-চোর মিছা বাদ পুরাণে প্রসঙ্গ।
শুনিতে স্মরণ হইল স্বপন তরঙ্গ ॥ ১৯৬
এ অধ্যায় পড়ে পুথি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
ভূপতি সভার মাঝে কন আচম্বিত ॥ ১৯৭
গত রাত্রে কেবা হাতী হরে নিল মোর।
কেবা বন্দি বিদেশী হাজির কর চোর ॥ ১৯৮
যোড় করে কয় ইন্দে নোয়াইয়া শির।
যে আজ্ঞা আনিয়া তারে করিব হাজির ॥ ১৯৯
আঁখি ঠারে দুরাচার পাত্র হেন কালে।
সঙ্কেত নাবুড়ি কিছু বলিছে কোটালে ॥ ২০০
ফলা অসি বসন ভূষণ ধন লুটি।
বর্ণচোরা করে চোরে ধরে আন ঝাটি ॥ ২০১
আঁখি ঠারে হুকুম বন্দিয়া আঁখি-ঠারে।
শীঘ্রগতি সেনে যেয়ে ধরে কারাগারে ॥ ২০২
কেড়ে নিল বসন ভূষণ ফলা অসি।
মিশায়ে মসিনা তৈল মাখাইল মসী ॥ ২০৩
মলিন করিয়া নিল রাজার সমাজ।
হাতী-চোর হুজুরে হাজির মহারাজ ॥ ২০৪
চোর শুনি ভূপতি চঞ্চল দিঠে চায়।
দ্বিজ-নৃপ-সভা বন্দি দাঁড়াইল রায় ॥ ২০৫
সভাসদ্ সব কহে সেন-মুখ দেখে।
এ নহে কদাচ চোর সাধু গেছে ঠেকে ॥ ২০৬
রবির কিরণে ঘামে কাঁচা সোণা গায়।
গলিছে কালার ভোরা কত শোভা পায় ॥ ২০৭
রূপে গুণে অনুপাম ধর্ম্মের সেবক।
নিরীক্ষণ করে রাজা আপাদ মস্তক ॥ ২০৮
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত অঙ্গ।
উপনীত অবনীতে আকার অনঙ্গ ॥ ২০৯
পরিসর কপালে বিরাজে রাজ-[illegible] ॥
নয়ন কমলদল, প্রভাতে প্রচণ্ড ॥ ২১০
ধর্ম্মের স্মরণ-চিহ্ন শিরে শোভে অতি।
তখন স্বপ্ন সত্য বুঝিলা ভূপতি ॥ ২১১
চোরের বিচিত্র চিহ্ন চঞ্চল চাহনি।
কোন [illegible] না দেখি, সদয় নৃপমণি ॥ ২১২

তুষ্ট হয়ে ভূপতি মাগেন পরিচয়।
দ্বিজ কবিরত্ন গায় শুরুপদাশ্রয় ॥ ২১৩
লাউসেনে নৃপতি সুধা'ন সবিশেষ।
কি নাম তনয় কার, বাড়ী কোন দেশ ॥ ২১৪
এবেশ বয়সে এই এদেশে আসিয়ে।
কি সাহসে পাট-হাতী নিলে চোর হয়ে ॥ ২১৫
ঈষৎ হাসিয়া সেন কন করপুটে।
হাতী চোর না হলে কি এত দুঃখ ঘটে ॥ ২১৬
পাটে রাজা থাকিতে কোটাল লয় লুটে।
মুখে বৈসে সরস্বতী দুঃখ কয় ফুটে ॥ ২১৭
কলিকালে তুমি কর্ণ কুন্তীর কুমার।
অসাক্ষাতে কে জানে এতেক অবিচার ॥ ২১৮
পাত্র বলে বড়না আঁটুনি করে চোরা।
মরণ নিকটে বুঝি বাড়ে এত তোরা ॥ ২১৯
সেন বলে শুন পাত্র সব জানা যাবে।
কিবা সাধু চোর পিছে পরিচয় পাবে ॥ ২২০
চোরা মোরা তোরা করি, কি করিতে পারি।
ধর্ম্ম কিন্তু আছেন অখিল অধিকারী ॥ ২২১
যে হ'বার সে হলো এবে রাজার সাক্ষাত।
আর কার যোগ্যতা আমারে তুলে হাত ॥ ২২২
পাত্র বলে পাপিষ্ঠ চোরের বড় বুক।
সেন বলে সব সত্য তোমার সম্মুখ ॥ ২২৩
হাতীটা করিয়া চুরি বান্ধিলা সিথানে।
সহরে ঘুমায় চোর সান্ধায়ে সকালে ॥ ২২৪
চোরের উচিত বটে এইরূপ কাজ।
পাত্র বড় পণ্ডিত পেয়েছ মহারাজ ॥ ২২৫
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা রাজ্যের ঈশ্বর।
তোমার মন্ত্রণাযোগ্য নহে নৃপবর ॥ ২২৬
ইঙ্গিত শুনিয়া এত পাত্র করে ক্রোধ।
স্বপ্ন ভাবি রাজা তারে করেন প্রবোধ ॥ ২২৭
[illegible]মারে কহেন কও কত গেছে লুটা।
[illegible]ন বলে কি কার কথায় বাড়া টুটা ॥ ২২৮
স[illegible] চোর সহরে আনিয়া দেখ সাজ।
সে[illegible] সব বসন [illegible] মহারাজ ॥ ২২৯
অম্বু[illegible]মা অপ[illegible] [illegible]নাও ফলা অসি।
কিরণে পূর্ণিমা [illegible] কুহর তামসী ॥ ২৩০
সরবন্দ শিখরে [illegible] [illegible]র মুখচিরা।
তাহে রাজা আছে [illegible] পর পঞ্চ হীরা ॥ [illegible]১
অপর যে কিছু পাওয়া না যায় জানাবে
ভূপতি বলেন বন্ধু সব ধন পাবে ॥ ২[illegible]
কোটালে কহেন পূর্ণ প্রবল প্রতাপে।
এনে দেরে যে কিছু পাত্তর চক্ষু চাপে ॥ ২৩৩
দেখি কোপে তাপে রাজা কন ইন্দ্রজালে।
কালে কালে বিশেষ বুঝিনু এত কালে ॥ ২৩৪
মফস্বলে আমার এইরূপ তজবিজ।
ভাল বলি এসব আমার লোক নিজ ॥ ২৩৫
স্বপ্ন শুনি শঙ্কায় শরীর কাঁপে মোর।
বিশেষ না বুঝি বাছ কেবা সাধু চোর ॥ ২৩৬
ভয় পেয়ে ভূপতি চরণে হয়ে নত।
এনে দিল ইন্দেমেটে লয়ে ছিল যত ॥ ২৩৭
রাজা বলে কুমার সকল দেখে লও।
সেন বলে সব পেনু সঙ্গী চোর দেও ॥ ২৩৮
ভাল বলি ভূপতি কোটাল পানে চান।
সঙ্কেতে কোটাল যুথ ধায় বেগবান্ ॥ ২৩৯
সহরে অভয় ঢোল বাজাইয়া হাঁকে।
প্রবাসী কুমার কোথা এস বলি ডাকে ॥ ২৪০
নৃপতি করেছে ভুষা তার ভব্য ভয়ে।
এত শুনি কর্পূর এগুয়ে এলো বেয়ে ॥ ২৪১
কোটাল ক'রল লয়ে রাজার হুজুর।
দ্বিজ-নৃপ-সভা বন্দি দাঁড়াল কর্পূর ॥ ২৪২
রাজার আজ্ঞায় পরি বসন ভূষণ।
দাঁড়াল যেমন দুই মাদ্রির নন্দন ॥ ২৪৩
পুনঃপুনঃ পাবকে পুরট পায় দ্যুতি।
ততোধিক তনু রুচি কাণে দোলে মতি ॥ ২৪৪
দেখিয়া ভূপতি অতি আনন্দে মোহিত।
কন্যা অসি দেখি মজে সবাকার চিত ॥ ২৪৫
দুজনে পরিচয় মাগে মহীনাথ।
কহিতে লাগিলা সেন যোড় করি হাত ॥ ২৪৬
অবনী অনল অংশে উদধি সমীপ।
নিবসতি ময়না নগর নরাধিপ ॥ ২৪৭
রায় কর্ণসেন, যায় স্থাপিত তোমার।
এই অভাগিয়া দুই তনয় তাহার ॥ ২৪৮
মুখ্য হাতী-চোর নাম লাউসেন মোর।
ছোট ভাই কর্পূর আমার সাঙ্গ-চোর ॥ ২৪৯
শালে যে শরীর ত্যজি পূজিল শ্রীধর্ম্ম।
সে[illegible] রাজা-জননী জঠরে মোর জন্ম ॥ ২৫০
মো[illegible] মহারাজ সঙ্গে সাধ ছিল দেখা।
সিদ্ধ হইল, দুঃখ কিন্তু কপালের লেখা ॥ ২৫১
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল।
[illegible]াহে মহারাজার নয়নে বহে জল ॥ ২৫২

চিত্তের পুত্তলি যেন সভাজন রহে।
নফরে মোছায় মুখ নৃপতির যোগে ॥ ২৫৩
দু ভায়ে বসাইয়ে কাছে করিল সম্মান।
রাজা বলে কহ বাপু বাড়ীর কল্যাণ ॥ ২৫৪
পিতা মাতা দেশের মঙ্গল সব বল।
সেন বলে তোমার আশীষে সব ভাল ॥ ২৫৫
দু ভেয়ে ভূপতি আত করিল আদর।
তা দেখি পাত্রের মুণ্ডে পড়িল বজ্জর ॥ ২৫৬
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
ভণে কবিরত্ন মহারাজের কল্যাণ ॥ ২৫৭
মূঢ় মতি মহামদ মনে মনে করে।
এ দু' ছোড়া কেমনে যাইবে যমঘরে ॥ ২৫৮
অধোমুখ করি এত ভাবিতে ভাবিতে।
অসতে অসৎ যুক্তি এল আচম্বিতে ॥ ২৫৯
কথার প্রবন্ধ ছলে করে খোষ খাট।
না হয় যুঝায়ে হাতী প্রাণ নিব ঝাট ॥ ২৬০
কুচক্র ভাবিয়া এত কোপে যায় উঠে।
অভিমান অনেক ইঙ্গিত কয় ফুটে ॥ ২৬১
মহারাজ বিদায় বাসায় দেখি কার্য্য।
এবে আগু অনেক আনন্দে কর রাজ্য ২৬২
দড় দড় যখন পড়িল পরমাদ।
রক্ষা পে'ত তখন আমার যুক্তিবাদ ॥ ২৬৩
যেখানে পাত্রের কথা রক্ষা নাহি পায়।
ধিক্ থাক্ তাকে সেই রাজার সভায় ॥ ২৬৪
পাত্র যত আক্ষেপ করিয়া যান চুপে
আপনি বসান রাজা উপরোধ-রূপে ॥ ২৬৫
অন্য যে পাত্তর হতো পে'ত খুব দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব ॥ ২৬৬
ভূপতি কহেন পাত্র মিছা কর ক্রোধ।
পাত্র বলে মহার জ মনে দেহ বোধ ॥ ২৬৭
আমার ভাগিনা হ'লে আমি নাহি চিনি।
সভাটা ভুলালে চোরা জানে কি মোহিনী ॥ ২৬৮
রঞ্জাসুত সত্য যদি কহ রে ত্বরিতে।
কোন পথে এলি গৌড়ে ময়না হইতে ॥ ২৬৯
সেন বলে আসি ব্যস্ত হস্তিনার পথে।
একে একে বিস্তার করিয়া কব কতে ॥ ২৭০
বিরাট-তনয়-মুখে আরোহিয়া রথে।
অবিলম্বে বর্দ্ধমান পেনু দিন ছয়ে ॥ ২৭১
তারাদাঘী জাজপুর জ মাত গোলাহাট।
ত্বরা আসি সঙ্কট এ সব দুর্গ-বাট ॥ ২৭২

পাত্র বলে ওকথা নিশ্চয় হ'তো চোরা।
জলন্দার বাঘ যে তোমার হতো জোরা ॥ ২৭৩
নব লক্ষ দলে যারে নাহি গেল আঁটা।
বৃথা বাক্য, পাগল-বুকের বড় পাটা ॥ ২৭৪
কুলটা যুবতী যত জাম ত নগরে।
তারা কেন ছেড়ে দিবে এমন নাগরে ॥ ২৭৫
সুরিক্ষ ছাড়িবে কেন এ দুই সুন্দরে।
জুয়াচুরী কথায় ভুলালো নৃপবরে ॥ ২৭৬
এত শুনি ভূপতি সেনের পানে চান।
কর্পূর যোগান আনি পথের নিশান ॥ ২৭৭
সেন বলে শ্রীধর্ম্ম প্রভুর কৃপাবলে।
মেপে মারি মত্তমালে, পথে কামদলে ॥ ২৭৮
এত বলি মল্ল-ডোর দিল বিদ্যমান।
অপরঞ্চ নখ লেজ শার্দ্দূলের কাণ ॥ ২৭৯
জামতির বারত বিষয়ে বলি রায়।
মৃত শিশু প্রাণ পেলে ধর্ম্মের কৃপায় ॥ ২৮০
গোলাহাটে যত দুঃখ করি নিবেদন।
দেন নক লাটন নটীর নিদর্শন ॥ ২৮১
গড়ের নিশান কি দেখাব সভা মাঝে।
রাজা বলে বাপু আর কত ফেল লাজে ॥ ২৮২
সারি সারি জয় চিহ্ন যত দিল ভেট।
সবে হয় যত দেখে, পাত্র হয় হেঁট ॥ ২৮৩
ধন্য ধন্য বলে রাজা পরম সন্তোষে।
পাত্র মহামদ বলে, চোরা চণ্ড পোষে ॥ ২৮৪
মন্ত্রবশে চণ্ডেতে যে গায় এনে সাজি।
কত শত এমন ভোজের আছে বাজী ॥ ২৮৫
তবে যে নিশ্চয় হয় রঞ্জার নন্দন।
হাতাহাতি হাতীর সহিত দেহ রণ ॥ ২৮৬
সেন বলে শক্তি নয়ে রণ অসম্ভব।
পাত্র বলে চোরের চরিত্র শুন সব ॥ ২৮৭
কৃষ্ণহাতে মৈল কেন কংসের কুঞ্জর।
সেন বলে এই বটে উচিত উত্তর ॥ ২৮৮
আপনি ঈশ্বর তাহে অখিলের নাথ।
কোন্ ছার কুবলয় কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ॥ ২৮৯
মাতঙ্গ-মানবে যুদ্ধ বচন বিচিত্র।
পাত্র বলে শুনে রাজা চোরের চরিত্র ॥ ২৯০
দুর্জ্জয় দেবীর দাস, বাঘ কাটে [illegible]।
তাকে [illegible] হাতীটা কতক্ষণে বল ॥ ২৯১
এখনি [illegible] বটে, মেলে মন্ত্র-মাল।
জুয়াচোর [illegible] তার সকল কথা পাল ॥ ২৯২

তবু তুমি কি বুঝে চোরের কথা ধর।
ইহার উচিত শাস্তি এই খানে কর॥ ২৯৩
তুলিল ভূপতি ভব্য, অভব্য বচনে।
আপনি বলেন রাজা যুঝ হাতী-সনে॥ ২৯৪
তবে চিত্ত প্রবোধে, পরম প্রীতি পাই।
ধর্ম্ম ভাবি কন সেন ভাল চল যাই॥ ২৯৫
তবে পাত্র যেয়ে কন মাহুতের কাণে।
মদমত্ত করি, হাতী নিবি সাবধানে॥ ২৯৬
বধিয়া পাপিষ্ঠ দুই দূর কর তাপ।
দ্বিগুণ মাহিনা দিব, জান মোর বাপ॥ ২৯৭
যো হুকুম বলিয়া জোহার করে যোড়া।
খাওয়াইল বারণে বারুণী বার ঘড়া॥ ২৯৮
জ্ঞান-হত হলো হাতী ছুটিল সহরে।
হুসার হুসার পিঠে মাহুত ফুকারে॥ ২৯৯
সট্ সট্ সঘনে শুঁড়ের শুনি সাড়া।
দুপাশে বাজার ভাঙ্গে লোক খায় তাড়া॥ ৩০
একে মত্ত মাতঙ্গ মদিরা-মুখে মাতে।
বশ করি দশ দশ অঙ্কুশ আঘাতে॥ ৩০১
দুর্ দুর্ দুপাশে দেয়াল পাড়ে দাঁতে।
পরিসর স্থান নিল সেনেরে যুঝিতে॥ ৩০২
ঘুঁশ ঘুঁশ নাসিকা নিশ্বাসে বহে ঝড়।
বড় বৃক্ষ ডাল ভাঙ্গে শুনি মড় মড়॥ ৩০৩
দেখিতে চলিল রাজা চতুরঙ্গ দলে।
আগে আগে ধর্ম্মের সেবক দুই চলে॥ ৩০৪
হাহাকার করে সবে দেখি যুবরাজ।
কেহ বলে পড়ুক পাত্রের মুণ্ডে বাজ॥ ৩০৫
এ হেন কুমারে মারে টোয়াইয়া করী।
কেহ কহে কুঞ্জরে কুমার হবে হরি॥ ৩০৬
চারিদিকে কাঠগড়া মত্ত হাতী মাঝে।
তার মাঝে গেলা সেন ভাবি ধর্ম্মরাজে॥ ৩০৭
বাহিরে বেষ্টিত রহে নবলক্ষ দল।
[illegible]দ্বিজ কবিরত্ন শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥ ৩০৮
[illegible]দ ধ্যান করি লাউসেন রায়।
প্রবেশ হাতীর [illegible]ন রাজার আজ্ঞায়॥ ৩০৯

মদমত্ত মাতঙ্গ মামার মতি জেনে।
ক্রোধে ধায় কোমর কসনি করে টেনে॥ ৩১০
উরু কর চরণে মাখিয়া বীরমাটী।
একে একে করিল প্রণাম পরিপাটী॥ ৩১১
প্রথমে বন্দিলা ধর্ম্ম বাঞ্ছাকল্পতরু।
তবে বন্দে হনুমান্ মল্লমহাগুরু॥ ৩১২
দ্রোণ কর্ণ অর্জ্জুনাদি মহাবীর বরে।
প্রণতি করিয়া বন্দে নৃপতি পাত্তরে। ৩১৩
সম্ভাষি রাজার সভা, জপি রাম নাম।
মালসাট উলটি মালকে ছুটে ঘাম॥ ৩১৪
অন্ধ হৈল মহাপাত্র দন্ত দেখে দড়।
ভয় পেয়ে বলে পাত্র একে একে নড়॥ ৩১৫
কলিযুগে জিনিতে অন্যায় যুদ্ধে যুঝে।
দুই মল্ল যেখানে কি করে এক গজে॥ ৩১৬
আগে যুঝ আপনি রাখিয়া সঙ্গী ভাই।
কর্পূর বলেন মোরে রাখিল গোঁসাই॥ ৩১৭
বিনা যুদ্ধে বাঁচে ভ্রম যদি জিনে ভেয়ে।
তবে দাদা হারে ত পলা'ব পাছু ধেয়ে॥ ৩১৮
পাত্রের বচন শুনি রাজা দিল সায়।
আপনি বলেন শুন লাউসেন রায়॥ ৩১৯
ন্যায় যুদ্ধে জিনিলে জগতে জাগে যশ।
জরাসন্ধ বধে যেন ভীমের পৌরুষ॥ ৩২০
লাউসেন বলে ভাল এ কোন্ প্রমাদ।
কর্পূরে রাখিয়া রণে ছাড়ে সিংহনাদ॥ ৩২১
হেন কালে মাহুতে হুকুম দিল পাত্র।
জোহার করিয়া হাতী ঠেকাইবে মাত্র॥ ৩২২
চালিয়া চঞ্চল শুণ্ড ধাইল কুঞ্জর।
সবল সাধিয়া সেন শূন্যে করে ভর॥ ৩২৩
দুই বীরে বেড়া বেড়ি বার তিন যায়।
জ্ঞানহত হয়ে হাতী ছুটে পড়ে গায়॥ ৩২৪
অমনি এড়ায় রায় উভ উভ লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে॥ ৩২৫
ধরিয়া হাতীর শুড়ে দিল মাথা-ঠেলা।
হটে হাতী মাহুত হাঁকালে হেন বেলা॥ ৩২৬
দু-বীরে বাড়িল বড় দড় দড় যুদ্ধ।
রণ-ধূলি অবনী আকাশ কৈল রুদ্ধ॥ ৩২৭
শুঁড়ে চরি সাপটী সেনের ধরে পায়।
বীর-বলে ঝেড়ে ফেল লাউসেন রায়॥ ৩২৮
কীল কুণি কুঞ্জরে কুপিয়া মারে সেন।
কোপে গর গর করী মুখে ডাকে যেন॥ ৩২৯

২৯৮। [illegible] —হাতী। বারুণী—মদ।
২৯৯। ফুক[illegible] —চীৎকার করিয়া বলে।
৩০৬। টোয়া[illegible] —উত্তেজিত করিয়া। হরি —সিংহ। কুমার কু[illegible]রের পক্ষে সি[illegible] স্বরূপ হইবে।

বায়ুবেগে ধায় তবু বিদারিতে আঁত।
সাহসে সম্মুখে সেন ধরে দুটা দাঁত।৩৩০
শুঁড়ে দিয়া মাথা ঠেশ মেলে বজ্র লাথি।
ছাড়িয়া চীৎকার শব্দ পাছু হটে হাতী॥ ৩৩১
মাহুত ফিরায়ে রাখে অঙ্কুশের ঘায়।
রণে রুষে তেড়ে পুনঃ প্রবেশিল রায়॥ ৩৩২
দুই বীরে বিবাদ বাড়িল দড় দড়।
মাতঙ্গ মাতিয়া মদে বলে হৈল বড়॥ ৩৩৩
ঘাড়ে মুড়ে শুঁড়ে বেড়ে রঞ্জার নন্দনে।
হাহাকার করে লোক শোক পেয়ে মনে॥ ৩৩৪
আছাড় মারিতে ভূমে করে অনুবন্ধ।
তা দেখি বাড়িল বড় পাত্রের আনন্দ॥ ৩৩৫
হেন কালে রঞ্জার নন্দন মহাবীর।
চরণে চাপিয়া গলা ধরিল হাতীর॥ ৩৩৬
তখন কাতর হয়ে লাউসেনে ছাড়ে।
কোপে পুনঃ ঘাড়ে মুড়ে শুঁড়ে বেড়ে তারে॥৩৩৭
পৃথিবীতে ফেলে, পেটে প্রবেশিতে দন্ত।
হেন কালে স্মরণে সদয় হনুমন্ত॥ ৩৩৮
যার দাপে কাঁপে মহী, অহি, লঙ্কাপতি।
যে জন খণ্ডালে প্রভু রামের দুর্গতি॥ ৩৩৯
হেন হনু ভর করে ভকতের ভুজে।
বীরদাপে ঝেড়ে ফেলে মদমত্ত গজে॥ ৩৪০
কোপে পুনঃ মত্ত করী অরি-মুখে ধায়।
বজ্র চড় চাপড়ে চাপট করে রায়॥ ৩৪১
মাতঙ্গ লজ্ঘিয়া পড়ে মারিয়া ফলঙ্গ।
হুতাশেতে ছটারে মাহুত দিল ভঙ্গ॥ ৩৪২
দড় দড় বিবাদ বাড়িল দুই দলে।
মহাযুদ্ধ মাতঙ্গ-মানবে মহীতলে॥ ৩৪৩
দেবত-দানবে যেন দারুণ মহিম।
কুঞ্জর কীচক মাঝে লাউসেন ভীম॥ ৩৪৪
সাহসে সাপুটে সেন টিপে ধরে টুঁটী।
কায় কুম্ভে কুপিয়া মারিল বজ্র মুটি॥ ৩৪৫
ভুক ভুক উঠে রক্ত ভেদি কুম্ভ স্থল।
হতপ্রায় হলো হাতী হয়ে দীনবল॥ ৩৪৬
ছুটু ফুটু ক'য়ে হৈল ভূতলে নিপাত।
দূর করে দর্পেতে দন্তীর দুটা দাঁত॥ ৩৪৭
পর্ব্বতপ্রমাণ হাতী রণে হৈল ক্ষয়।
কৃষ্ণ হাতে যেমন কংসের কুবলয়॥ ৩৪৮
স্কন্ধে দন্ত হাতীর রুধির সর্ব্ব গায়।
কৃষ্ণ বলরাম যেন নাচিয়া বেড়ায়॥ ৩৪৯
সেইরূপই সেবক আনন্দে অনুকূল।
তনুরুচি রুধিরে যেমন জবাফুল॥ ৩৫০
হরিষ বিষাদে রাজা ভ'ল ভাল বলে।
করীর উদ্বেগে অগ্নি অন্তরে উথলে॥ ৩৫১
ধন্য ধন্য বলে যত রাজসভাজন।
ঘনরাম ভণে সীতা সতীর নন্দন॥ ৩৫২
পাট হস্তী হৈল যদি সমরে সংহার।
সেনের গুণের মামা চিন্তে আর বার॥ ৩৫৩
জিয়াতে বলিব হাতী অতি অসম্ভব।
এ কথায় অবশ্য হইবে পরাভব॥ ৩৫৪
এই বার বধিব বলে আপদ্ দু ছাঁড়া।
মন্ত্রণা করিয়া বলে করী কর যোড়া॥ ৩৫৫
পাত্র বলে মহারাজ নিবেদন এক।
এত কালে তোমার দারুণ দেখি ঠেক॥ ৩৫৬
পূর্ব্বাপর প্রমাণ প্রবীণ লোকে গায়।
পাট হস্তী পড়িলে প্রবল পীড়া পায়॥ ৩৫৭
কি করিলে কি হইল মরিল মাতঙ্গ।
হত হতে হাতীটা কংসের ছত্রভঙ্গ॥ ৩৫৮
অশ্বত্থামা হাতী ম'ল ভারতের রণে॥
কোথা গেল কুরুবংশ বুঝে দেখ মনে॥ ৩৫৯
সেইরূপই ঘটিল অশেষ অমঙ্গল।
শুনিয়া ভূপতি ভয়ে ভাবিয়া তরল॥ ৩৬০
রাজা বলে কেমনে বিপক্ষে হবে তরি।
পাত্র বলে শুন ত মন্ত্রণা দিতে পারি॥ ৩৬১
জামতিতে শিবদত্ত বারুয়ের নাতি।
যেজন জীয়ালে মরা, জীয়াইবে হাতী॥ ৩৬২
গজ জীলে যায় যত জঞ্জাল যন্ত্রণা।
রাজা বলে ধন্য পাত্র তোমার মন্ত্রণা॥ ৩৬৩
সেনে পুনঃ বলে রাজা তোমার কর্ম্ম।
লাউসেন কন ভাল আছেন শ্রীধর্ম্ম॥ ৩৬৪
যে ভাবি মন্ত্রণা দিলা মামা মহাশয়।
অপরাধী বিনা মেলো সে হবা নয়॥ ৩৬৫
ভাল হাতী জীয়াইব ধর্ম্ম-কৃপা বলে।

৩৩৫। অনুবন্ধ—চেষ্টা।
৩৩৯। মহী—মহীরাবণ; অহি—অহিরাবণ, মহীরাবণের পুত্র।
৩৪১। চাপট করে— জব করে।
৩৫০। তনুরুচি—শরীরের কান্তি।

এত বলি স্নান পূজা করি গঙ্গাজলে ॥ ৩৬৬
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি ধূলায় লোটান।
উদ্ধারহ দীনবন্ধু অখিল-আধার ॥ ৩৬৭
প্রহ্লাদে রেখেছ জলে অনলেতে শৈলে।
রাজপুত্র সুধন্বা রেখেছ তপ্ত তৈলে ॥ ৩৬৮
জৌঘরে আগুনে পাণ্ডবে প্রাণ দিলে।
বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে। ৩৬৯
না করি তুলনা তার তোমার সেজন।
আমার ভরসা নাম পতিতপাবন ॥ ৩৭০
অনাথবান্ধব আর বাঞ্ছাকল্পতরু।
এই দুই নামের ভরসা করি গুরু ॥ ৩৭১
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেব ধর্ম্মরাজ।
হস্তীর জীবন দিব প্রভু রাখ লাজ ॥ ৩৭২
রাজস্থানে অপমানে নাহি কর ভয়।
কলিকালে ধর্ম্ম মিথ্যা লোকে পাছে কয় ॥ ৩৭৩
করিয়া এতেক স্তুতি মৃত হাতী-শিরে।
অর্ঘ্য দান দিতে প্রাণ আইল শরীরে ॥৩৭৪
উঠ উঠ বলি হস্ত বুলাইতে গায়।
উঠিয়া সেনের পায় কুঞ্জর লোটায় ॥ ৩৭৫
রাজ্যের সহিত রাজা হইল বিস্ময়।
হাতী পেলে পরাণ সেনের হলো জয় ॥ ৩৭৬
বাজিল বিজয় বাদ্য উঠে জয়ধ্বনি।
কুমার করিল কোলে ভূপতি আপনি ॥ ৩৭৭
সবে বলে রঞ্জার নন্দন ধর্ম্মরূপ।
স্বপ্নকথা তখন বিবরে কন ভূপ ॥ ৩৭৮
শুনে সব সহস্র সেনের গান গুণ।
পাত্র রহে লাজে যেন জোঁকের মুখে চুণ ॥ ৩৭৯
চড়নের ঘোড়া জোড়া রাজ-আভরণে।
ভূপতি করিল ভূষা রঞ্জার নন্দনে ॥ ৩৮০
তা দেখি পাত্রের প্রাণ করে ধড় ফড়।
ঘোড়ে নিতে যুক্তি ভাবে গৌড়ের নাবড় ॥ ৩৮১
মনে করে রণ্ডীর পাথর খেপা ঘোড়া।
বিদিত দেখিয়া তায় যদি লয় ছোঁড়া ॥ ৩৮২
তবে ত বিপাকে পড়ি হারাবে পরাণ।
কুচক্রে ভাবিয়া [illegible] প্রকারে বুঝান ॥ ৩৮৩
অ ও পাছু না ভা[illegible] য়েছ উগ্রদাতা।
আমার কি যাবে [illegible] আমি [illegible] ॥ ৩৮৪
ভাগের সম্মান হলে [illegible] যার পৌরুষ।
জানি কিছু না কহিলে সকলি হয় ভূষ ॥ ৩৮৫
মহেন্দ্রের কন্যা [illegible] বাই বাঁচে আছে।

পাট হাতী ঘোড়া দিলে রাজ লক্ষ্মী ছাড়ে ॥ ৩৮৬
অঙ্গ, শঙ্খ তুরঙ্গ মাতঙ্গ, নিজাঙ্গনা।
কদাচ ইহার পাত্র নহে অন্য জনা ॥ ৩৮৭
ভাগিনা আপনি বেছে লউন অশ্ব হয়।
সায় দিতে উপস্থিত রঞ্জার তনয় ॥ ৩৮৮
রাজার আশয় বুঝি কহেন উত্তম।
আজ্ঞা দিলে বেছে লই অশ্ব মনোরম ॥ ৩৮৯
ভূপতি বলেন বাপু যদি হলে রাজী।
ভাল দেখে বেছে লও মনোহর বাজী ॥ ৩৯০
আজ্ঞা বন্দি দুই ভাই চলে বাজিশাল।
কবিরত্ন বিরচিল সঙ্গীত রসাল। ৩৯১
গুরুপদ ধ্যান করি যান বাজিশালে।
অনুকূল বীর হনূ হলো হেন কালে ॥ ৩৯২
সেবকে সদয় হয়ে দিল উপদেশ।
রণ্ডীর-পাথর আছে লুকাইয়া বেশ ॥ ৩৯৩
স্বর্গের সৈন্ধব সেই ছিল সূর্য্য-রথে।
তোমার কারণে বাজী জন্মিল ভারতে ॥ ৩৯৪
সাত যে সিন্ধুজ শালে শেষে দেখ যায়।
অনাদরে অধ্যাসি ঈশান মুখে খায় ॥ ৩৯৫
তোমারে দেখিয়া বাজী জানাবে হেষারি।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলা আপনি ॥ ৩৯৬
হর্ষ পেয়ে হনুর আজ্ঞায় ধায় রায়।
একে একে বাজিশালা দৃষ্টি করি চায় ॥ ৩৯৭
দেখে কত তাজাতাজী তুরগী তুরঙ্গ।
কোথা বা টাঙ্গন টাটু ইরাণী সুরঙ্গ ॥ ৩৯৮
কেহ পীত পিঙ্গলবরণ কার নীলা।
কাল ধল কত মত কুমুদ দেখিলা ॥ ৩৯৯
কোন হয় সেনের না হয় মনোহর।
প্রবেশে যেখানে বাজী রণ্ডীর-পাথর ॥ ৪০০
হেষারি জানায় ঘোড়া সেনমুখ তাকি।
সেন বলে জীয় জীয় বাবারে এস থাকি ॥ ৪০১
অনুপম ঘোড়ার বরণ গঙ্গাজল।
চরণ চপল চারি ঈষৎ পিঙ্গল ॥ ৪০২
ধলাপেট পিঠ নীলা লেজটী সুরঙ্গ।
কর্পূর বলেন দাদা এই যে তুরঙ্গ ॥ ৪০৩
যের [illegible] বীরের আজ্ঞা পাই এই চিন।

৩৯৫। সিন্ধুজ—সিন্ধুদেশোদ্ভব উৎকৃষ্ট অশ্ব।
৩৯৬। হেষারি—হ্রেষা, অশ্বের রব।
৩৯৮। ইরাণী—ইরাণ দেশীয়।

ঘোড়ারে বান্ধিল কত হয়ে প্রদক্ষিণ। ২ ৪
তুমি যদি কর কৃপা লয়ে যাই দেশে।
প্রসন্ন বদনে বাজী বলিছে বিশেষে॥ ৪০৫
ঘোড়া বলে সেন তুমি কশ্যপ-তনয়
পেয়েছ বীরের বাক্যে মোর পরিচয়॥ ৪০৬
আমি জাতিস্মর হই সূর্য্যরথ বয়ে।
এখানে রয়েছি আমি ক্ষেপা ঘোড়া হয়ে॥ ৪০৭
সুমেরু বেড়িয়া নিত্য ছিল যাতায়াত।
তোমা হেতু জগতে জন্মাল জগন্নাথ॥ ৪০৮
তথাপি চলিতে ভূমে নাহি ঠেকে খুর।
এখন করিল মনে স্বর্গ কত দূর॥
কি আর বলিব আমি থাকি যা঱
সিন্ধুজা সারদা সদা, সুখী সেই নর॥ ৪১২
অনেক দিবস অছি মুখ ে
চল যাব বলিতে কর্পূর ধরে ডোর॥ ৪১১
আগাড়ি পাছাড়ি দড়ি ছাড়াইয়া রায়।
গা থাবি মাজিয়া নিল রাজার সভায়॥ ৪১২
হয় দেখে কয় সবে এই ক্ষেপা ঘোড়া।
যার গুণে সর্দ্দার সিকাই সব খোঁড়া॥ ৪১৩
প্রবল পাপিষ্ঠ পাত্র প্রীত পেলে তায়।
মনে করে ভাগে আজি যম-ঘরে যায়॥ ৪১৪
রাজা বলে বাপু হবে আন অশ্ব হয়।
সেন বলে মহারাজ উপযুক্ত নয়॥ ৪১৫
আপনি করিতে খণ্ড আপনার কর্ম্ম।
কদাচ উচিত নহে সজ্জনের ধর্ম্ম॥ ৪১৬
আপনার কাজে লাজে রাজা বলে বটে।
পাত্র বলে ভাগিনার ধরেছে যম জটে॥ ৪১৭
রাজা বলে সাজ তবে অই অশ্ব দিন।
আজ্ঞা বন্দী নফর বাজীর বান্ধে জিন॥ ৪১৮
মলিয়া ঘোড়ার অঙ্গ মলা করে দূর।
বিনাল ঘোড়ার ঘাড়ে বিচিত্র চিকুর॥ ৪১৯
সপ্তরট পাট থোপা খুব তিন তায়।
রতন-রঞ্জিত জীন পীঠে শোভা পায়॥ ৪২০
মরকত রজত হিরণ্য হীরা চুণি।
বিচিত্র বাজীর জীনে জলে কত মণি॥ ৪২১
ঘোর ঘণ্টা ঘাঘর ঘুঙ্গুর মনোরম।
গাঁথিল, গমনে যেন বাজে ঝম্ ঝম্॥ ৪২২
কপালে কনক চান্দা বিচিত্র কয়ালি।
সজোর উজোর ডোর মুখে মুখ নালি॥ ৪২৩
লম্বিত বাজীর গায় রূপার রিকিব।
অনুপম লাগাম বদনে বান্ধা জিব ৪২৪
হেমযুক্ত বসনে ঢাকিয়া সব অঙ্গ।
বাড়াল যোগাল এনে সাজায়ে তুরঙ্গ॥ ৪২৫
গাত্র চিত্র বসন গজকা বান্ধা শিরে।
বাগ্‌ডোর খেঁচিতে খঞ্জন যেন ফিরে॥ ৪২৬
মামা মনে করে ভাগে বধি অনায়াসে।
অন্তরে গরল পাত্র মুখে মধু ভাষে॥ ৪২৭
ঘোড়া চড়ি ভাগিনা বেড়ান পুরিখান।
জয়যুক্ত দেখি চেয়ে জুড়াবে পরাণ॥ ৪২৮
শুনিয়া পাত্রের কথা রাজা দিল সায়।
ভাল ভাল বলি উঠে লাউসেন রায়॥ ৪২৯
হরিগুরু চরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ৪৩০

দেব-গুরুচরণ বন্দি বন্দিল ঘোড়ায়।
ধর্ম্মজয় বলিয়া সত্বর হৈল রায়॥ ৪৩১
নাচয়ে চরণ চারু চেরাক কান্দনী।
এগুল চরণ উভ জুড়িল হেষাণি॥ ৪৩২
চরণে ইঙ্গিক দিতে চলে ইসারাতে।
অবনী এড়ায়ে উঠে আকাশের পথে॥ ৪৩৩
অন্ধকার অবনী আকাশে ধূলা উড়ে
ভ্রমণ করিল গৌড় ষোলক্রোশ যুড়ে॥ ৪৩৪
ঘোড়ার গমন যেন প্রলয় অনিল।
দড় বড়ি দুই দণ্ডে দরবার দাখিল॥ ৪৩৫
দেখিয়া ভূপতি সভা হইল বিস্ময়।
কেহ কহে কুমার মনুষ্য যেনে নয়॥ ৪৩৬
কেহ কয় এই দুই পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ার মানুষ॥ ৪৩৭
রাজা বলে ধন্য ধন্য রঞ্জার তনয়।
বাজপড়া বৃক্ষ হেন পাত্র যেন রয়॥ ৪৩৮
সদাশয় নরপতি সদয় হইয়া।
ছুঁড়েয়ে রাণীর কাছে দিল পাঠা[illegible]॥ ৪৩৯
পরিচয় দিয়া দোঁহে রাণীর চর[illegible]
বন্দিতে, বলেন রাণী এস বা[illegible]ন॥ ৪৪০
কল্যাণ [illegible]লে থাক কুলের [illegible]মল।
ভাগ্যব[illegible] রঞ্জার তনয়া বুদ্ধিবল॥ ৪৪১
শুনেছি [illegible]লাউসেন কর্পূর দু-ভাই।

৩০৭। জাতিস্মর—যে পূর্ব্বজন্ম কথা স্মরণ করিতে পারে।

হস্তিবধ পালা সমাপ্ত।

দেখে দূরে গেল দুঃখ চক্ষের বালাই ॥৪৪২
কবে এলে কহ বাপু বাড়ীর কুশল।
বিবরে বলেন রায় বারতা সকল ॥৪৪৩
রাণী ভাষে আনন্দে পথের শুনি কথা।
গৌড়েতে ভেয়ের গুণ শুনি পায় ব্যথা ॥ ৪৪৪
মরুক মামার মতি মোহ নাই মনে।
কংসের বিবাদ যেন দেবকীর সনে ॥ ৪৪৫
এইরূপই অভাগা রাজার নামে জলে ।
সেন বলে মাসী গো অধর্ম্ম হৈলে কলে ॥ ৪৪৬
রাজভোগ সম্মানে পরম প্রীত বোলে।
দিন দশ দুই ভাই গোঙাল হালাহোলে ॥ ৪৪৭
অতঃপর রাজা-আগে মাগেন বিদায়।
রাজা কন এবার উচিত বটে রায় ॥ ৪৪৮
এসেছ অনেক দিন যাবে বটে ঘরে।
মুখ না হেরিলে তোমার মা পাছে মরে ॥ ৪৪৯
এত বলি কত ভূষা বস্ত্র অলঙ্কার।
দু-ভেয়ে ভূপতি কত কৈল পুরস্কার ॥ ৪৫০
হেন কালে ভাবে পাত্র রাখা'ব চাকর।
সঙ্কটে পাঠাব যেন যায় যমঘর ॥ ৪৫১
মাহিনা করিয়া কিছু ক'রে থোব বশ।
পাত্র বলে কর' রাজা ভাগের পৌরুষ ॥ ৪৫২
সেনে কর' সেনাপতি সদর সর্দ্দার।
রাজা বলে সকলি বাপার বটে ভার ॥ ৪৫৩
শুন বাপু সদাই সম্পদে সুখে রবে।
বিপত্তে বারতা পেলে মোর তত্ত্ব লবে ॥ ৪৫৪
এত বলি নিজ হস্তে লিখিয়া পরয়াণা।
জয়গিরি করি দিল দক্ষিণ ময়না ॥ ৪৫৫
পুরট জড়িত জোড়া জরি পটশাল।
সেনে দিয়া সম্মান বাড়াল ঠাকুরাল ॥ ৪৫৬
রাজার সম্মান ভূষা লিখন পরয়াণা।
বিদায় হইল শিরে করিয়া বন্দনা ॥ ৪৫৭
নৃপ-পাত্রের পায়ের লয় ধূলি।
... জনার সহিত কৈল কোলাকুলি ॥ ৪৫৮
... জানায় ... জোহার জানায়।
... বলিয়া ... হৈল রায় ॥৪৫৯
পেরুল সহর ... প্রবেশে রমতি।
পথে দেখা হৈল ... ডোমের সংহতি ॥ ৪৬০
যমের কিঙ্কর যেন ...মের নন্দন।
কাল মোটা লোম গোঁপ ঘোর দরশন ॥ ৪৬১
বাবরর বাঁটুলে বৃক্ষের পাড়ে ডাল।
সাক্ষাতে দেখিল রায় বিক্রম বিশাল ॥ ৪৬২
কালু ডোমে ডাকিয়া সুধান পরিচয়।
জোহার করিয়া কালু যোড়হাতে কয় ॥ ৪৬৩
রমতি আশ্রিত মোরা আছি ঘর তের।
বৃত্তি বেচে খাই হে চাকর নই কার' ॥ ৪৬৪
পাত্রের দুর্নীতি দেখে ভাল আছি আলু।
ডোমের নন্দন আমি নাম মোর কালু ॥ ৪৬৫
রায় কন যাও যদি আমার সংহতি।
রাখিব চাকর দূর করিব দুর্গতি ॥ ৪৬৬
যে হুকুম যাইব রাজার আজ্ঞা পাই।
অনুগত হলে নাম জগতে জাগাই ॥৪৬৭
যমদূত দোসর দলুই তের ডোম।
শাকা শুখা দুটি বেটা বলে নহে কম ॥ ৪৬৮
গৃহিণী লখা সমর সিংহিনী।
যে হই সে হই এই হুজুরে আপনি ॥ ৪৬৯
আজি হৈতে সকলি সঁপিনু এই পায়।
বিপত্তে তোমার লাগি মাথা দিব রায় ॥ ৪৭০
শুনিয়া সানন্দে সেন আশ্বাসিত বাণী।
সবে সাজে সত্বরে রাজার আজ্ঞা আনি ॥৪৭১
এত বলি গেলা রায় রাজ-সন্নিধান।
কও কেন এলে পুনঃ ভূপতি সুধান ॥৪৭২
সেন বলে আজ্ঞা কর ডোম তের ঘর।
লোক জন চাই যদি রাখিতে চাকর ॥ ৪৭৩
দিনু দিনু বলি রাজা দিল লিপি দান
বিদাই হইল পুনঃ হয়ে নতমান ॥ ৪৭৪
হাসিয়া কালুর কাছে হল উপনীত।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥ ৪৭৫
আসিয়া কালুকে দিল লিখন পরয়াণা।
সাজিল সকল ডোম দক্ষিণ ময়না ॥ ৪৭৬
কুলা ডালা বুনিতে বাঁশের বান্ধে বেতি।
ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পেরা ছাতা ছাতি ॥ ৪৭৭
পাত বেত বোঝা বান্ধি হাঁকাইল বরা।
কুক্কুট পায়রা হাঁসে সাজিল বাজরা ॥ ৪৭৮
বাইস হেতার বান্ধে কান্ধে বয় ভার।
পরিবার সঙ্গে আসি করিল জোহার ॥ ৪৭৯
রায় বলে কালু হে কিসের বোঝা ভার।
বীর বলে জাতি-বৃত্তি ভূষণ আমার ॥ ৪৮০
হাসিয়া কহেন সেন দূরে ত্যজ সব।
ইনাম মাহিনা দিব বাড়াব বিভব ॥ ৪৮১
পাঁজাব পুরট-পাগ পাছো পাছুতি।

দলুই সবার কাণে দোলাইব মতি ॥ ৪৮২
ময়না পশ্চিমপাশে তুলে দিব বাড়ী।
নারীগণে তোমার পরা'ব পাটসাড়ী ॥ ৪৮৩
কাটা কড়ি কঙ্কণ কনক কণ্ঠহার।
পরিবে থাকিবে সুখে ত্যজ দুঃখভার ॥ ৪৮৪
শুনে বলে বাঁচালে কুক্কুট হংস বরা।
সেনের সঙ্কেতে চলে লয়ে পুত্রদারা ॥ ৪৮৫
অজকেটীর ঘাটে পথে পরম যতনে।
সারী শুক পক্ষী নানা কড়ি বার পেলে ॥ ৪৮৬
লঘুগতি নৃপতি রমতি রাখে দূর।
পার হলো পদ্মাবতী পেলে শীতলপুর ॥ ৪৮৭
এড়াল অলকানন্দা স্নান পূজা করি।
বালিঘাট গোলাহাট রাখে ত্বরাত্বরি ॥ ৪৮৮
জামতি জলন্দা রাখি যান অবিশ্রাম।
দিনেক মঙ্গলকোটে করিলা বিশ্রাম ॥ ৪৮৯
প্রভাতে সাজিয়া সেন আইসে ত্বরায়।
কালুতক কর্জ্জনা পশ্চাৎ করি যায় ॥ ৪৯০
বর্দ্ধমান সহর বাজার ডানি বামে।
দামুদর দাখিল দিবস দুই যামে ॥ ৪৯১
স্নান পূজা করিয়া প্রসাদ যবচূর্ণ।
দধিসিক্ত সিতা কলা খেয়ে চলে তূর্ণ ॥ ৪৯২
উচ্চের গড় এড়াল আমিলা উচালন।
রাঙ্গামেটে রাখি ধরে ময়না রঞ্জন ॥ ৪৯৩
মান্দারণ গড়খানা রাখি ডানি ভাগে।
প্রদোষে প্রতাপপুর প্রবেশিলা আগে ॥ ৪৯৪
সে দিন সেখানে রন থাকে বান্ধা ঘোড়া।
পরদিন প্রভাতে পেরোন কাশীযোড়া ॥ ৪৯৫
কুতবপুর রাখি দূর পরম সন্তোষ।
পদ্মমার বিল রাখে উভ ষোল ক্রোশ ॥ ৪৯৬
পেরিয়া কালিন্দী গঙ্গা প্রবেশে ময়না।
আনন্দ বাধাই শুনে ধায় সর্ব্বজনা ॥ ৪৯৭
সবে বলে শুভদিনে লাউসেন এলো।
শোকে অন্ধ রাজরাণী চক্ষুদান পেলো ॥ ৪৯৮
প্রভু রাম এলো যেন লঙ্কা করি জয়।
অযোধ্যায় আনন্দ উথলে অতিশয় ॥ ৪৯৯
দুপাশে কদলী রোপে বেড়া বনমালা।
পরিপূর্ণ কুম্ভ কত সুলক্ষণ ডালা ॥ ৫০০
বাজিয়া মঙ্গল বাদ্য মধুর বাজনা।
রত্নমালা পতাকাদি শুক্ল গোরোচনা ॥ ৫০১
সর্ব্বজনা ধায় সেনে আগুয়ে আনিতে।
দূর হৈতে লাউসেন পাইল দেখিতে ॥ ৫০২
আগে দেখে বন্ধুঘটা ধর্ম্মের সেবক।
চরণে চরণে চলে রাখিয়া ঘোটক ॥ ৫০৩
রাম রাম প্রণাম আশীষ নমস্কার।
যথাযোগ্য যে জনে করিল ব্যবহার ॥ ৫০৪
দলুজে দলুই ডেকে বাসা দিল রায়।
মহলে মায়ের পদ-যুগলে লোটায় ॥ ৫০৫
আশীর্ব্বাদ করি রাণী দুই পুত্র তোলে।
চক্ষে বহে প্রেমধারা আনন্দ উথলে ॥ ৫০৬
চাঁদমুখে চুম্বন করিয়া শত শত।
হীরা মণি হিরণ্য নিছনি পেলে কত ॥ ৫০৭
তবে যেয়ে সভায় পিতার পদ বন্দে।
এস এস বলে রাজা পরম আনন্দে ॥ ৫০৮
অশেষ আশীষ করি উঠে দিল কোল।
পুলকে পূর্ণিত তনু আনন্দে বিভোল ॥ ৫০৯
সভামাঝে সুধাইল কল্যাণ কুশল।
সেন বলে তোমার আশীষে সুমঙ্গল ॥ ৫১০
পথেতে সঙ্কট যত গৌড়েতেও তথা।
বিবরে বলিল যত পাত্রের দুষ্টতা ॥ ৫১১
সবে আনন্দিত শুনে সেনের বিক্রম।
পাত্রের চরিতে তারে বলে নরাধম ॥ ৫১২
রাজার সম্মান পান দেখি পরায়ণা।
শুনে হর্ষ হলো সবে জায়গীর ময়না ॥ ৫১৩
জয়পতি মণ্ডলাদি যত প্রজাগণ।
লাউসেনে ভেট আনি দিল নানা ধন ॥ ৫১৪
ধর্ম্মের নির্ম্মাল্য মালা মনোহর লয়ে।
দ্বিজগণ দিল, রায় নিল নত হয়ে ॥ ৫১৫
গীত বাদ্য তাণ্ডব আনন্দ মহোৎসব।
ঘুচালে দেশের দুঃখ বাড়ালে বিভব ॥ ৫১৬
ডোমগণে জনে জনে দিল পুরস্কার।
পরিধান বসন ভূষণ কণ্ঠহার ॥ ৫১৭
পটুকা কোমরবন্দ সরবন্দ শিরে।
কনকের কাটা কড়ি সকল নারীরে ॥ ৫১৮
বাউলি বেসর টার কাটি পুঁথি হার।
মাদুলি পাশুলি শঙ্খ কঙ্কণ সবার ॥ ৫১৯
পরে দিল পরিধান চিত্র পাটসাড়ী।
পুরীর পশ্চিম দিকে তুলে দিল বাড়ী ॥ ৫২০
প্রেম ভক্তি [illegible] ময় মাহিনা [illegible]দিয়ে।
আনন্দে [illegible]হিল সবে অনুগত হয়ে ॥ ৫২১
সহর-[illegible] হৈল কালু মহাবল।

চারিদিকে চৌকি থাকে দলুই সকল ॥ ৫২২
যশকীর্ত্তি জগতে জাগালে পুণ্যবান।
দেশে দেশে প্রজা এসে শুনিয়া আসান ॥ ৫২৩
লাউসেনে কর্ণসেন দিল রাজাভার।
কর্পূর হইল পাত্র অনুগত তার ॥ ৫২৪
নিত্য নাট চিত্তের আনন্দ দিনে দিনে।
গড় বাড়ী প্রকাশ করেন ভাগ্যাধীনে ॥ ৫২৫
চিন্তি মহারাজা প্রজা দেশের কুশল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ৫২৬
এত দূরে সম্প্রতি হইল পালা সায়।
হরি হরি বল সবে ধর্ম্মের সভায় ॥ ৫২৭

হস্তিবধ পালা সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

কাঙুর যাত্রা পালা।

অবিচারে ভাঙ্গে রাজ্য গৌড়ের ভুবন।
পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ ॥ ১
কেবল কলির অংশে পাত্রের উদয়।
অধর্ম্ম বিহনে তার নাহি ধর্ম্মভয় ॥ ২
কেবা আছে অখিলে এমন অবিচারী।
মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর দ্বারি ॥ ৩
অসতে আদর নিত্য সতের কণ্টক।
সজ্জন জনারে পীড়া ঠেকাইয়া ঠক ॥ ৪
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিষ্ণু বিষয়ে বঞ্চিত।
বিবরে বলিব কত পাত্রের দুর্নীত ॥ ৫
রাজকর লোকের তে-সনি নিল বাড়া।
অতেব সকল প্রজা হইল দেশ-ছাড়া ॥ ৬
সেনের আসানে কত আসিছে ময়না।
নীলাচল উৎকল আশ্রয়ে কত জনা ॥ ৭
কেহ [illegible] কলিঙ্গ প্রবেশে কামরূপ।
প্রজা পীড়িত [illegible] নাহি জানে ভূপ ॥ ৮
পাত্রের প্রতাপে [illegible] রাজাকে নাহি বলে।
দৈবগতি অধর্ম্ম [illegible] হ'লে ফলে ॥ ৯
এক দিন আইল রাজা করিতে শিকার।
সম্মুখে সোণার পুরী দেখে ছার খার ॥ ১০
বাইশ বাজার আর বিশাশয় পাড়া।
বিশেষ সজ্জন লোক দেখে পুরী ছাড়া ॥ ১১
দেশের দুর্গতি দেখে দুঃখ ভাবে ভূপ।
পাত্রকে ডাকায়ে কিছু সুধান স্বরূপ ॥ ১২
দেশে নাই অন বৃষ্টি বিবা প্রতি আনা।
কোন জনার জঞ্জালে ভাঙ্গিল গৌড়খানা ॥ ১৩
দেখিয়া রাজার কোপ কাঁপে মহামদ।
এত কালে এসে মোরে ঘটিল আপদ ॥ ১৪
তথাপি নাবড়ি করে লাউসেন লাগি।
পাত্র বলে ভাগিনা সহর গেল ভাঙ্গি ॥ ১৫
আসান করিয়া কত ভুলায়ে প্রজায়।
নিজ দেশে লয়ে গেল লাউসেন রায় ॥ ১৬
অপর নাবড় বেটা বিশেষ বিটল।
মাগিতে রাজার কর করে গণ্ডগোল ॥ ১৭
বকেয়া বিস্তর বাকী বেবাক না পাই।
চাহিতে উচিত কর উঠে দিল ধাই ॥ ১৭
ঝিনুকে আঁ চড়ে অঙ্গ খেতে খায় ঘি।
লোক বড় নাবড় আমার দোষ কি ॥ ১৯
সুখবাসী সকল সদাই করে মজা।
বেগারী বেতন পায় তবে আনে বোঝা ॥ ২০
কাহাকে না কই কিছু তবু কটু ভাবে।
কি কহিব মহারাজ তবু যদি যাবে ॥ ২১
রাজার আসান শুনি পাত্রের নাবড়ি।
প্রধান অনেক প্রজা কহে কর যুড়ি ॥ ২২
বিটল নাবড় কেন কন মন্ত্রিবর।
তিন সন ইস্তাফা দিয়াছি রাজকর ॥ ২৩
তথাপি বন্ধন দশা কভু নাহি ঘুচে।
সন্তাপে শুখাল তনু অন্ন নাহি রুচে ॥ ২৪
কেবা কোথা করেছে এমন অবিচার।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যে খাটায় বেগার ॥ ২৫
এত পীড়া পাইয়া পালাল প্রজাগণ।
মফঃস্বলে মহারাজা নাহি দিলে মন ॥ ২৬
পাত্র বলে বেটারা সকল ঠক ঠেঁটা।
মুখে মুখে সম্মুখে চুকুলি খায় বেটা ॥ ২৭
বিশেষ প্রজার জাতি বুক পেলে মাতে।
পাত্র কাঁপে কি করে রাজার রস যাতে ॥ ২৮
রাজা বলে সহর ভেঙ্গেছে এই পাপে।
এত শুনি সঙ্কটে পাত্রের প্রাণ কাঁপে ॥ ২৯

৬। তে-সনি—তিন বৎসরের।

২৭। চুকলি খায়—নিন্দা করে।

কিছু নাহি কহে পাত্র ভয়ে ভাবামান।
তখন ভূপতি করে প্রজার সন্মান ॥ ৩০
সহবে সকল প্রজা সুখে কর ঘর।
তিন সন অপর না লব রাজকর ॥ ৩১
এত শুনি সহরে সঘনে পড়ে ঢেড়ি।
রাজা দিল প্রমাদে পাত্রের পায়ে বেড়ি ॥ ৩২
তিন সন কাগজ বুঝহ কালে কালে।
পাত্র হলো ইন্দ্রজাল কোটাল হাওলে ॥৩৩
সঙ্কটে পড়িল পাত্র না জানে কাগজ।
ভরসা ভাবিল ভীমা-চরণপঙ্কজ ॥ ৩৪
প্রমদে পার্ব্বতীপদ পূজে প্রণপণে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ৩৫
পুত্রে রাখি তুল্য বন্দি পাত্র মহামদ।
পূজিছে প্রমাদে পড়ি পার্ব্বতীর পদ ॥ ৩৬
উপহারে অনেক ষোড়শ উপচার।
কনক কিঙ্কিণী হেম হীরা মণি হার ॥ ৩৭
যাতি যুতি যোড় জবা চাঁপা চন্দ্রমালি।
চন্দনাক্ত রক্ত ওড়ে পূজে ভদ্রকালী ॥ ৩৮
পদ্মফুল প্রচুর পূজার পরিপাটী।
ঘৃত দধি মধুপূর্ণ পুরটের বাটী ॥ ৩৯
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীর খণ্ড কলা।
ধূপ ধুনা প্রদীপ পুরট পদ্মমালা ॥ ৪০
ছাগ মেষ মহিষ বিশেষ বিশাশয়।
বলি দিয়া বলিছে বাসুলি জয় জয় ॥ ৪১
জপ করি মহামন্ত্র সারারাতি জাগে।
হেমঘটে ঈশ্বরী উরিলা নিশাভগে ॥৪২
আনন্দে বিভোল পাত্র লোটান ধরণী।
পূজা সমাপিয়া বলে রক্ষ মা ভবানী ॥ ৪৩
নম নারায়ণী জয়া যশোদা-নন্দিনী।
ভবানী ভৈরবী ভীমা ভবের ভবানী ॥ ৪৪
ভগবতী ভকতবৎসলা জয়-যুক্তে।
রক্ষ মাতা জগত-জননী নমোস্তুতে ॥ ৪৫
পার কর পতিত-পাবনী পাপিজনে।
জননী বল্লেন এত স্তুতি কি কারণে ॥ ৪৬
পাত্র বলে প্রমাদে পালালো যত প্রজা।
কালে কালে কতেক কাগজ চায় রাজা ॥ ৪
এতদূর নাহি পড়ি কে জানে কাগজ।
অতেব স্মরণ রাজা চরণ-পঙ্কজ ॥ ৪৮

বাসুলি বলেন তুমি বুদ্ধে বিশারদ।
কোন ছার ভয়ে তুচ্ছ ভাবিছ বিপদ ॥ ৪৯
অন্য পর প্রসঙ্গে প্রসবে বুদ্ধিবল।
আপন বিপদে বুদ্ধি গেল রসাতল ॥ ৫০
পাত্র এত বলিতে বাসুলি ব্যস্ত কন।
কামরূপে পরয়ানা পাঠাও বাপধন ॥ ৫১
গৌড়পতি সংশয় বসিয়া যম-বাটে।
আমি অনুগত আছি আসি ব'স পাটে ॥ ৫২
সমাচার শুনিলে সে সাজিবে ত্বরিত।
শিয়রে সবল শত্রু শুনি সশঙ্কিত ॥৫৩
ভাবিতে ভূপতি ভয়ে করিবে সম্মান ॥ ৫৪
এত বলি ঈশ্বরী আপনি তিরোধান
ঈশ্বরী-আদেশ পাত্র করিয়া বন্দনা।
শীঘ্র লিখে কামরূপ পাঠায় পরয়ানা ॥ ৫৫
প্রথমেতে প্রবল প্রতাপ পৃথ্বীপতি।
পরে লিখে পরম পূজিত মহামতি ॥ ৫৬
কাঙুর -অবনী-পতি রাতুল চরণে।
মহামদ পাত্রের প্রণতি নিবেদনে ॥৫৭
অবধান করি, শীঘ্র এসে ব'স পাটে।
গৌড়পতি শংসয় বসিয়া যম-বাটে ॥ ৫৮
ললাটে তোমার রাজ্য ঘটালে গোঁসাই।
এখানে আপনি আছি অন্যমত নাই ॥ ৫৯
বিশেষ সাক্ষাতে কব শুনিবে স্বরূপ।
তারিখ লিখিয়া তায় করিল কুলুপ ॥ ৬০
বিশেষ বিশ্বাস বড় ভাট গঙ্গাধরে।
ভাটে পাতি দিয়া পাত্র পাঠান সত্বরে ॥ ৬১
কাঙুরে উত্তর যেয়ে মোকামে মোকামে।
করিল রাজার দেখা দিবসার্দ্ধযামে ॥ ৬২
হাতে দিয়া পরয়ানা করিল জয় গান।
পাতি পড়ে ভূপতি সাজেন ত্বর বান্ ॥ ৬৩
সাজ সাজ সঘনে হুকুম হাঁকি উঠে।
লঘুগতি বলে ছলে গৌড় নিব লুটে ॥ ৬৪
সিঙ্গা কাড়া দগড় দামামা ঘোর রব।
শুনিয়া সত্বর সৈন্য সেজে এলো স ॥ ৬৫
গৌড়বাসী প্রবাসী কাঙুরে ছিল ত।
শুনে শীঘ্র এলো দেশে জান হৈ হত ॥ ৬৬
সমাচার শুনিতে সহর হুলস্থু
পরস্পর প্রবেশে রাজার ক ॥ ৬৭
ভয় পে ভূপতি ডাকালে মন্ত্রিগণে।
সুবুদ্ধি হিতে শক্তি নাহি কোন জনে ॥ ৬৮

৩২। ঢেড়ি—ঢেটরা, ঘোষণা।

তবে মহামদ পাত্রে গৌড়ের ঠাকুর।
আনি করে, সম্মান, বন্ধন করি দূর ॥ ৬৯
রাজা বলে ত্যজ পাত্র যত অভিমান।
তোমা বিনা বিপত্তে বান্ধব নাই আন ॥ ৭০
দূর য'াক কাগজ, মন্ত্রণা চিন্ত ভাই।
সম্প্রতিক শত্রু-হাতে জাতি রক্ষা পাই ॥ ৭১
এত শুনি মহাপাত্র ভাবিয়া ন'বড়ি।
মনে করে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ি ॥ ৭২
পাঠাব কাঙুর-রণে তার গুয়া বেটা।
ভাগিনা যেন ভবানী-খর্পরে যায় কাটা ॥ ৭৩
অন্তরে আনন্দ পাত্র, মুখে নাই ভাব।
চাতুরী করিয়া কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥ ৭৪
পাত্র বলে ও যুক্তি ভেবেছি সারাদিনে।
না দেখি উপ'য় তার লাউসেন বিনে ॥ ৭৫
কাঙুর মহিমে তারে দেও পাঠাইয়া।
মহাবল কর্পূর-ধলে আনিবে বান্ধিয়া ॥ ৭৬
ভয় গেছে ভারতে ভাগিনার গুণ দেখে।
রাজা বলে পরয়াণা পাঠাও তবে লিখে ॥ ৭৭
শ্রীরাম-কিঙ্কর দ্বিজ ভনর'ম গান।
মহ রাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥ ৭৮
পাত্র লিখে পরয়াণা পরম প্রতিষ্ঠিত।
প্রথমে লিখিল স্তুতি সর্ব্ব গুণান্বিত ॥ ৭৯
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারুচরিত্রে।
পরম শুভাশীরাশি বিজ্ঞাপন পত্রে ॥ ৮০
আগে চিন্তি চিরকাল তোমার উন্নতি।
এখানে আনন্দ জয়, পরন্ত সম্প্রতি ॥ ৮১
কামরূপ ভূপ-বেটা দেয় মনস্তাপ।
আপনি উদ্বেগ আসি খণ্ডাইবে বাপ ॥ ৮২
প্রবন্ত পৌছিবে পাতি পড়িতে পড়িতে।
সেনা সব সঙ্গে বাপু আসিবে ত্বরিতে ॥ ৮৩
অপর নিকটে সব কহিব শুনিব।
তোমার ভরসা বাপু যত কাল জীব ॥ ৮৪
ত্বরা অবজ্ঞাবস্ত কিমধিকমিতি।
তুলাটে ত্বরায় ত্য তের দিন স্থিতি ॥ ৮৫
এত দূরে সমাপ পত্রার লিখন।
আপনি হেকাতে দেখে বিরূপ বচন ॥ ৮৬
এই পত্রে আমার শীষ লবে রায়।
এখানে তোমার লাগি মারে লাগে দায় ॥ ৮৭
লক্ষের খিলাত লুটে বসে থাক ঘরে।
ভাল মন্দ দরবারে জবাব কেবা করে ॥ ৮৮

গৌণ কর গমনে গঞ্জনাগুলা খাবে।
গোবিন্দ প্রমাণ যত অপমান পাবে ॥ ৮৯
নতুবা কাঙুর-গড়ে এসহ সত্বরে।
বাসুলি বিদায় দেন ফিরে এস ঘরে ॥ ৯০
লিখিল তারিখ তবে সহি দিল ভূপ।
ভাট গঙ্গাধরে দিল করিয়া কুলুপ ॥ ৯১
সেনেরে পাঠায়ে পাতি পাত্র পুনর্ব্বার।
কামরূপে পাঠান সঙ্কেত সমাচার ॥ ৯২
লাউসেন সেজে যান তোমার উপর।
সংগ্রামে সংহারি তারে আসিবে সত্বর ॥ ৯৩
আমার ভাগিনা বলি না করো অপেক্ষা।
বলিদান দিয়া তারে পূজিবে কামাখ্যা ॥ ৯৪
রহে কামরূপ-পতি এত বার্ত্তা পেয়ে।
ময়না নগরে হেথা ভট্ট যান ধেয়ে ॥ ৯৫
পার হয়ে পদ্মাবতী পিছে রাখি গৌড়ে।
কোমরে জড়ায়ে ঘোড়া জোরে যায় দৌড়ে ॥ ৯৬
নদ নদী খাল বিল যত দেশ গ্রাম।
একে একে রেখে চলে কত লব নাম ॥ ৯৭
স্নান পূজা ভক্ষণে কেবল মাত্র ব্যাজ।
দাখিল অনিল-গতি ময়না-সমাজ ॥ ৯৮
নগরের ঠাট দেখি ভাট আনন্দিত।
মহারাজ ঈশ্বর আপনি সুবেষ্টিত ॥ ৯৯
সভা করি বসি সেন শুনেন পুরাণ।
সম্মুখে পণ্ডিত কবি সবিতা সমান ॥ ১০০
বাম-ভাগে কর্পূর দক্ষিণে বৃদ্ধ পিতা।
ইষ্টবন্ধু বান্ধব বেষ্টিত চারিভিতা ॥ ১০১
সভা করি সত্বগুণে মজাইয়া মন।
হরিষে শুনেন রায় হরি-সংকীর্ত্তন ॥ ১০২
পুঁথি হাতে পণ্ডিত বুঝান সবাকারে।
নারদ লাগালে ভেদ কংস দুরাচারে ॥ ১০৩
এই কালে এনে কৃষ্ণে বধে কর দূর।
শুনিয়া গোকুলে কংস পাঠান অক্রূর ॥ ১০৪
অক্রূরের আনন্দ গোবিন্দ-দরশনে।
এই অধ্যা ভারত শুনেন একমনে ॥ ১০৫
পণ্ডিত পুস্তক বান্ধি হৈল অবসর।
হেন কালে দেখা দিল ভাট গঙ্গাধর ॥ ১০৬
হাতে লয়্যা পরয়াণা সেনের গুণগান।
শিরে বন্দি ভূপতি ভাটের করে মান ॥ ১০৭
প্রতি বর্ণে পত্র পড়ি বুঝিলা বিশেষ।
কাঙুর মহিম মোর মেসোর আদেশ ॥ ১০৮

কামরূপে রণ শুনি কাঁপে রাজরাণী।
লাউসেন বলে কিছু পরিতোষ বাণী॥ ১০৯
দশা দোষে দেব বড় দুঃখ দেন ঘরে।
শুভ দিন হলে জয় সংশয়-সমরে॥ ১১০
আশীর্ব্বাদ করি বসি পূজ নিরঞ্জন।
রণে বনে সঙ্কটে রাখিবে সেই জন॥ ১১১
কর্পূর কহেন পুণ্য প্রতাপে তোমার।
অর্জ্জুন-সারথি হরি করিবে উদ্ধার॥ ১১২
রাজরাণী শুনিয়া প্রবোধ পেলে তায়।
কালুডোমে সাজিতে হুকুম দিল রায়॥ ১১৩
যমদূত দোসর দলই তের জনে।
সমরের সিংহ কালু সেজে এলো রণে॥ ১১৪
দেবতা ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার চরণে।
প্রণতি করিয়া যাত্রা করে শুভক্ষণে॥ ১১৫
বান্ধিয়া বাজীর সাজ বারাণ যোগায়।
জয়ধর্ম্ম বলিয়া সওয়ারি হৈল রায়॥ ১১৬
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ॥ ১১৭
সাজিয়া চলিল সেন গৌড়ের সহর।
বীর কালু তের ডোম যমের দোসর॥ ১১৮
সদর নিশান সিঙ্গা বাজে ঘোড়া যোড়া।
চঞ্চল চরণ চালে ফাঁদে চলে ঘোঁড়া॥ ১১৯
কর্পূর কুমার আর যত প্রজা লোকে।
ছল ছল নয়ান পশ্চাতে চলে শোকে॥ ১২০
প্রবোধ বচনে রাজা তুষিলা সবারে।
করে ধরি কন কিছু কর্পূর কুমারে॥ ১২১
প্রভুর পূজন আর পালন প্রজায়।
অতিথি কুটুম্ব পিতা মাতার সেবায়॥ ১২২
সাবধানে সতত থাকিবে মোর ভাই।
কুশলে আসিব আমি কোন চিন্তা নাই॥ ১২৩
নত হয়ে যত আজ্ঞা অঙ্গীকার করি।
কর্পূর বিদায় হলো চলে অধিকারী॥ ১২৪
পেরুলো কালিন্দী গঙ্গা বেগবন্ত ঘোড়া।
ধুলাভাঙ্গা পদমা রাখিল কাশীযোড়া॥ ১২৫
বামে মান্দারণ গড় রাখে মহারাজ।
দ্বারিকেশ্বর পার হলো দক্ষিণে জানাবাজ॥ ১২৬
শ্রীধর্ম্ম স্মরণে সেন উত্তরে চলিলা।
র জামেটে উচালন এড়ালো আমিলা॥ ১২৭
বারবক পুরথান রাখিল দক্ষিণে।
দামুদর দাখিল দিবস দণ্ড তিনে॥ ১২৮

স্নান পূজা করিয়া কোমর চলে বেন্ধে।
পারহো'ল ত্বরিত তুরগ চলে ফেন্দে॥ ১২৯
বর্দ্ধমান কঞ্জলা কানুর গুক দিয়া।
প্রদোষে মঙ্গলকোটে উত্তরিল গিয়া॥ ১৩০
বিরাম করিয়া নিশা চলিল প্রভাতে।
মোকামে মোকামে গৌড় এলো দিন সাতে॥ ১৩১
ভাবা মনে ভূপতি বসেছে সভা করি।
সদাই সন্তাপ মনে কবে আসে অরি॥ ১৩২
সবিনয় সমান শত সম্মুখে ব্রাহ্মণ।
বামে মন্ত্রী দক্ষিণে বসেছে বন্ধুগণ॥ ১৩৩
হাত বুকে বেষ্টিত বসেছে বারভূঞা।
রায়রাঞা মোগল পাঠান মীরমিঞা॥ ১৩৪
চৌদিক চাপিয়া চৌকি চতুরঙ্গ দল।
কাণাকাণি কেবল কি করে কর্পূরধল॥ ১৩৫
রাজ-সভা সহজে সদাই এই যুক্তি।
দূরে গেছে গোবিন্দ ভাবনা ভাব ভক্তি॥ ১৩৬
সবে সার সুযুক্তি পণ্ডিত সব কয়।
তুমি মনে মহারাজ না ভাবিহ ভয়॥ ১৩৭
কে কোথা পেয়েছে পীড়া অপরাধ বিনে।
তবে সে অন্যায় যুদ্ধে মজে অল্প দিনে॥ ১৩৮
শুন রাজা পুরাণে প্রমাণ তার কই।
ধর্ম্মবলে অর্জ্জুন ভারতে হ'ল জয়॥ ১৩৯
কোথা গেল দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাচার।
বাড়িয়া অধর্ম্মবলে কিবা হলো তার॥ ১৪০
পুণ্যবল থাকিলে প্রসন্ন হৃষীকেশ।
পাঠ পড়ি এই অর্থ্য বুঝান বিশেষ॥ ১৪১
অর্জ্জুন সারথি হরি অখিল-ঈশ্বর।
তোমার একান্ত সেন ধর্ম্মের কিঙ্কর॥ ১৪২
কহিতে কহিতে এত উপস্থিত রায়।
পরম মঙ্গল ধ্বনি উঠিল সভায়॥ ১৪৩
দ্বিজ নৃপ পাত্রে প্রণতি করি রায়।
সম্ভাষি রাজার সভা সন্ত্রমে দাঁড়ায়॥ ১৪৪
জোহার করিল কালু নোয়াইয়া শির।
সেন কন পশ্চাৎ বাহিরে গেল [illegible]॥ ১৪৫
এস এস বলি রাজা উঠে দিল [illegible]।
আসনে বসায়ে অতি আনন্দে বিভোল॥ ১৪৬
দেখি এত আদর, অধম পা[illegible]বলে।
মনে ক[illegible] সঙ্কটে পাঠাই [illegible]ন ছলে॥ ১৪৭
পাত্র ব[illegible] শুন হে ভূপতি গৌড়েশ্বর।
প[illegible] অন্ত কালে অপেক্ষা আদর॥ ১৪৮

বুঝিলে আমার কথা রয়ে যাক সক।
না বুঝি না'বড় লোক মোরে বলে ঠক॥ ১৪৯
বল দেখি কি কাজে আনালে লাউসেনে।
শিয়রে সবল শত্রু ব'সে তবে কেনে॥ ১৫০
ভাগ্না পাছে ভাবে মনে মনস্তাপ এই।
মেসো করে মমতা, মামাই দুঃখ দেই॥ ১৫১
প্রাণতুল্য ভাগিনা আমার হিয়া মাঝে।
সেন বলে বটে মামা বুঝি কাজে কাজে॥ ১৫২
রাজা বলে শুন বাপু বিফল বিলম্ব।
কর্পূরধল ভূঞা—বেটা করে দড় দম্ভ॥ ১৫৩
অবিলম্বে যাও বাপু বেন্ধে আন তায়।
রাজ-আজ্ঞা বন্দি রায় হইল বিদায়॥ ১৫৪
প্রণাম সেলাম করে রাম রাম দিয়া।
যাত্রা করি যথাযোগ্য চলে সম্ভাষিয়া॥ ১৫৫
সবে দিল শুভাশী সমরে হও জয়।
মনে মনে করে পাত্র রণে হউক ক্ষয়॥ ১৫৬
ধর্ম্মে ধ্যান করি অশ্বে আরোহিলা রায়।
ময়ূরভট্ট মন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥ ১৫৭

বীরগণে বেষ্টিত, বাজীর পিঠে রায়।
আগে আগে বীর কালু-বেগবন্ত ধায়॥ ১৫৮
ঝাজে যোড়া কাড়া সিঙ্গা সদর নিশান।
লঘুগতি পশ্চাৎ রাখিল গৌড়খান॥ ১৫৯
বামে রাখে মালদহ দক্ষিণে গিলাবাড়ি।
মহানদ পেরুতে বিলম্ব হ'ল বড়ি॥ ১৬০
দক্ষিণে রাখিলা বারকান্দ্যা বীরবাট।
ঐ ভাগে রাজা রাখে, আগে ঘোড়াঘাট॥ ১৬১
নায়ে পার হ'ল নদী করতার নীর।
যাহা হৈতে ফিরিলা পাণ্ডব যুধিষ্ঠির॥ ১৬২
ভাঘাট দক্ষিণে বাহিরবন্দর বামে।
সিনকোনা রাখিল দিবস দুই যামে॥ ১৬৩
[illegible]াচের মুলুক যত থাকে ডানি ভাগে।
সি[illegible]হমারী সরাই সম্মুখে এল আগে॥ ১৬৪
ধুবা[illegible] রাখিল নেতা ধুবিনীর পাট।
একে একে রা[illegible]য়া চলিল সব বাট॥ ১৬৫
মোকামেতে [illegible]ক্কামেতে ময়না মহীভূপ।
ব্রহ্মপুত্র পেলে [illegible] পারে কামরূপ॥ ১৬৬
কালু কয় কোমর [illegible]য়া কড়াকড়।
ব্রহ্মপুত্র পেরুয়ে প্রত[illegible]শ নিব গড়॥ ১৬৭
এত যদি ব্যাপক বচনে বলে বীর।
বিপক্ষ বিক্রমে বন্ধু নদে বাড়ে নীর॥ ১[illegible]

কুল কুল কুরব কমল কাণেকাণ।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ॥ ১৬৯
ঘোর রবে ঘূর্ণ ঘুরিছে ঘনেঘন।
প্রমাদ পেড়েছে পুরে প্রলয় পবন॥ ১৭০
হুড়্ হুড়ুম হুড়ুম হুদিকে নদীর ভাঙ্গে কূল।
তটিনী তটের তরু সংহারে সমূল॥ ১৭১
বাণে বড় ব্যাকুল যেন বনে ব্যাঘ্র হরি।
তিন তাল তরঙ্গ তরাসে তল তরি॥ ১৭২
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেন।
দেখে সচিন্তিত বড় রাজা লাউসেন॥ ১৭৩
ভূপতি কহেন অতি দেখি অমঙ্গল।
কালু বলে মহারাজ জুয়ারের জল॥ ১৭৪
বেড়েছে বাণের জল অতঃপর টুটা।
ফেলে দিতে বেগেতে দুখানা হয় কুটা॥ ১৭৫
চিন্তা নাই চেয়ে দেখ চরে দিয়া চিনা।
দেখিতে দেখিতে দেখ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা॥ ১৭৬
তীরে কর বিশ্রাম দিবস দুই তিন।
না হয় যে হয় হবে, কে কার অধীন॥ ১৭৭
শতেক যোজন সিন্ধু বান্ধা গেল কিসে।
দুর্জ্জয় রাবণ বধে সীতার উদ্দেশে॥ ১৭৮
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘে রামের কিঙ্কর।
এ নদ লঙ্ঘিতে নারে তোমার নফর॥ ১৭৯
ভেলা বেন্ধে হেলায় হঁপালে হব পার।
কর্পূরধলে বেন্ধে দিব হজুরে তোমার॥ ১৮০
কালুর আশ্বাসে অতি আনন্দ হৃদয়।
বীরগণে বেষ্টিত বসিলা মহাশয়॥ ১৮১
বিমল বরণ বাড়ী বিনোদ মন্দির।
পড়িল রাজার তাম্বু বেড়ে যত বীর॥ ১৮২
বাঁ দিকে বান্ধিয়া বাজী বারাণ যোগায়।
এইরূপে মোকামে দিবস দশ যায়॥ ১৮৩
তবু অতি বেগবন্ত নদ নহে ক্ষীণ।
তরঙ্গে তরঙ্গে লঙ্ঘে সংকেতের চিন॥ ১৮৪
দিনে দিনে দ্বিগুণ দরিয়া ভাজে আড়া।
কালু বলে দেখি রায় অমঙ্গল বাড়া॥ ১৮৫
সেন বলে শুন সব ঈশ্বরের মায়া।
ইথে কিছু কারণ অবশ্য আছে ভায়া॥ ১৮৬
বীর বলে বিপত্তে বান্ধব বিশ্বপতি।
সেবায় সন্তাপ-সিন্ধু তরহে নৃপতি॥ ১৮৭
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
ধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১৮৮

শ্রবণে কীর্ত্তনে মনে, স্মরণে শমন-জনে,
স্বপ্নে দরশনে নাই দায়।
রণে বনে রাজধানে, শত্রু নাশি সুসম্মানে,
পূর্ণমনে কল্যাণে কুলায়॥ ২৪৯
অখিলে বিখ্যাতকীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্রপ্রধান।
চিত্তি তার রাজোন্নতি, কুরুপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥ ২৫০
ধার্ম্মিক ধরণীতলে ধর্ম্মপাল রাজা।
প্রিয় পুত্র প্রায় পালে পৃথিবীর প্রজা॥ ২৫১
অপুত্রক মহারাজ অখিলে প্রকাশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু বৈষ্ণবের দাস॥ ২৫২
পূর্ব্বাপর পাটে রাজা ঐ গৌড়পুরী।
ধর্ম্মশীলা রাণী যার ভল্লভা সুন্দরী॥ ২৫৩
বনবাসে আছিল যখন সেই সতী।
তার সঙ্গে সমুদ্র সম্ভোগ বৈল রতি॥ ২৫৪
গৌড়পতি তোমার জনম নিলা হায়।
মহারাজ দুই দিব্য দান পেলে তায়॥ ২৫৫
সেন বলে তবে কি বিজয়া গৌড়পতি।
কিবা দোষে বনবাস বল্লভা যুবতী॥ ২৫৬
দ্বিজ বলে রাণী সতী রাজা সদাশয়।
যার কীর্ত্তি-প্রসঙ্গে প্রবেশে পুণ্যচয়॥ ২৫৭
তবে তার বনবাস দৈবের কারণে।
ত্রিলোকের মাতা সীতা কেন গেল বনে॥ ২৫৮
দেবতা সম্ভোগে কি নারীর পাপ রায়।
ও কথা থাকুক রায়, শুন কাজ যায়॥ ২৫৯
এক দিন গেল রাজা করিতে শিকার।
বল্লভারে ব্রাহ্মণ সেবায় দিয়া ভার॥ ২৬০
আগে অন্ন অযুত ব্রাহ্মণে দিবে দান।
কৃষ্ণ পূজি পশ্চাৎ করিবে জলপান॥ ২৬১
অঙ্গীকার করি রাণী পাশা খেলে ভ্রমে।
দেখা দিল দ্বিজ আসি দিবা দুই যামে॥ ২৬২
পাশায় নেশায় চিত্ত নেত্র হৈল হারা।
দৈবদোষে ঠেকে গেল ভূপতির দারা॥ ২৬৩
উদর ভরিলে যার অখিল জুড়ায়।
হেন সব ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় পীড়া পায়॥ ২৬৪
খোঁজ করে দই কলা খই ক্ষীর খণ্ড।
কেহ বলে ভূপতি এমন কেন ভণ্ড॥ ২৬৫
তিন যামে তপন তখন তত্ত্ব নাই।
তাপিত হইল যত ব্রাহ্মণ গোঁসাই॥ ২৬৬
ভূপতি ভবনে এলো বেলা অবসানে।
আপন অভাগ্য রাজা দেখিল নয়ানে॥ ২৬৭
অমনি অবনীতলে অবনত হয়।
কাতর হইয়া কিছু করপুটে কয়॥ ২৬৮
অপযশ অশেষ অধর্ম্ম অভাগার।
ক্ষমা কর প্রভু সব মাগি পরিহার॥ ২৬৯
ময়াশীল ব্রাহ্মণ কুটিল কভু নয়।
সভয় দেখিয়া ভূপে দিলেন অভয়॥ ২৭০
আপনি সেবিল দ্বিজ হয়ে নিজ দাস।
এই দোষে বল্লভারে দিল বনবাস॥ ২৭১
কাননে পত্রের কুঁড়ে এড়ে এল তায়।
কান্দিয়া কাতর রাণী কপাল ধেয়ায়॥ ২৭২
বনবাসে বিধুমুখী তবু পুণ্য ফলে।
নিতি নিতি যতি সতী অতিথি সকলে॥ ২৭৩
সেবা করে মহারাণী লয়ে মূল ফল।
পূর্ব্বকথা ভাবিতে নয়ানে বহে জল॥ ২৭৪
এইরূপে অরণ্যে আছয়ে কত কাল।
দৈবগতি আপনি আইল ধর্ম্মপাল॥ ২৭৫
এত শুনি ঈষৎ হাসিয়া সেন কয়।
এ বড় অপূর্ব্ব কথা কবে মহাশয়॥ ২৭৬
ঠাকুর বলেন বলি বসে শুন রায়।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥ ২৭৭
এক দিন মৃগয়া করিতে রাজা আসি।
বনে বনে ভ্রমণে মলিন মুখ-শশী॥ ২৭৮
কুঁড়ের নিকটে এলো তৃষাযুক্ত হয়ে।
মহারাণী বার হলো আসন জল লয়ে॥ ২৭৯
বিধুমুখী বন্দিল বদনে মধুবাক্।
রাজা বলে যুবতি জীবন মোর রাখ॥ ২৮০
অদ্য অভ্যাগত বলি জেনেছিল রাণী।
সুধাসিক্ত শরীর স্বামীর শব্দ শুনি॥ ২৮১
আপনি আদরে রাজার পাখালিল পা।
সুগন্ধি চন্দন শ্বেত চামরের বা॥ ২৮২
জাহ্নবী জীবন-দিল সীতা সদ্য দধি।
স্বামীরে করিতে বশ চিন্তেন ঔষধি॥ ২৮৩
স্বামীরে শীতল করি করায়ে শয়ন।
বন-বধূগণে কৈল যত বিবরণ॥ ২৮৪
শুন সবে সুন্দরী স্বামীর সঙ্গ-সুখ।
মদনে মাতিল মধু পিয়ে মুখে মুখে॥ ২৮৫
নাগরী নাগরে যত নিবড় নাপান।
হাতে দিল ঔষধি কহিল কত খান॥ ২৮৬

এই গুঁড়ি অন্নে মাখি দিবে মাসা ছয়।
ভোজনে ভূপতি ভব্য ভুলে যেন রয় ॥ ২৮৭
পড়ে দিয়া কজ্জল নয়ানে দিয়া চাবে।
তার সাক্ষী সহসা তখনি পাওয়া যাবে ॥ ২৮৮
পানের সহিত গুঁড়ি তুলি দিবে মুখে।
রাজা যেন সোহাগে সদাই রাখে বুকে ॥ ২৮৯
এক ছিটা ফেলে দিহ কাপড়ে কিঞ্চিৎ।
নাথ না ছাড়িবে সঙ্গ বাড়িবে পীরিত ॥ ২৯০
এত শুনি ঔষধ লইয়া চলে বাসে।
পরিপাটী রন্ধন করিলা ছয় রসে ॥ ২৯১
ঔষধ মাখিয়া অন্ন হেম থালে ঢালে।
বাটি বাটি ব্যঞ্জন বেষ্টিত ঝোল ঝালে ॥ ২৯২
অলসে অবশ রাজা সুখে নিদ্রা যায়।
উঠিতে অধর্ম্ম ভাবি প্রকারে চিন্তায় ॥ ২৯৩
চাপিতে চরণযুগ চেয়ে তোলে গা।
রাণী বলে বিনয়ে পাখল প্রভু পা ॥ ২৯৪
পথশ্রমে ভ্রমে আগে না জানে রাজন্।
নিজ সীমন্তিনী বুদ্ধি হইল তখন ॥ ২৯৫
প্রবোধ বচন বলে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কালি রামা খণ্ডিব তোমার বনবাস ॥ ২৯৬
তুমি সতী পতিব্রতা আমি ভাল জানি।
তথাপি সহসা অন্ন খেতে নারি রাণী ॥ ২৯৭
চিরদিন তোমারে দিয়াছি বনবাস।
না বুঝি নাবড় লোক গাবে অপভাষ ॥ ২৯৮
ত্রিলোকের জননী জানকী যবে বনে।
সহসা শ্রীরাম তারে না নিলা ভবনে ॥ ২৯৯
মহাপাপী তরি যার নাম করে দীক্ষা।
হেন সীতা নিলা প্রভু করিয়া পরীক্ষা ॥ ৩০০
কালি তোরে অবশ্য লইব নিকেতনে।
এত বলি গেল রাজা শাজি-আরোহণে ॥ ৩০১
কান্দিয়া ঔষধ অন্ন ভাসালে গঙ্গায়।
ঘরজেতে সাগর-সঙ্গম যেয়ে পায় ॥ ৩০২
দেখ অতি অপূর্ব্ব সমুদ্র সমাদরে।
অন্ন খেয়ে ব্যগ্র হৈল বল্লভাব তরে ॥ ৩০৩
মনোলোভা ব... গা বলিয়া শীঘ্র ধায়।
রাণী অঙ্গ উজ্জ্বল অরণ্য যেয়ে পায় ॥ ৩০৪
মনে করে পতি ... নাহি জানে সতী।
এত বলি ধরে ধর্ম্মপা...ব মুরতি ॥ ৩০৫
বল্লভারে মাগে কোল পাসারিয়া বাহু।
দেখিতে দেখিতে চাঁদে গরাসিল রাহু ॥ ৩০৬
সমাপন সঙ্গমে, সুন্দরী পাইলে ভেদ।
প্রাণপতি নয়, কে কাননে দিল খেদ ॥ ৩০৭
স্বামীর সংসর্গ-সুখ সম্ভোগ বিফল।
হায় নাই নারীকে সে সব বুদ্ধি বল ॥ ৩০৮
মনস্তাপে মহারাণী দিতে চাহে শাপ।
কোমর ধরিয়া কহে কে তুই রে পাপ ॥ ৩০৯
পরিচয় না দিলে করিব ভস্মরাশি।
এত শুনি সঙ্কটে শুখা'ল মুখশশী ॥ ৩১০
সতীর শাপেতে সত্যে শিলারূপী হরি।
এত ভাবি কহে সিন্ধু নিবেদন করি ॥ ৩১১
নিজ পরিচয় বলি শাপ ত্যজ তুমি।
সূর্য্যবংশে সগর রাজার কীর্ত্তি আমি ॥ ৩১২
সমুদ্র আমার নাম দেব-অংশে জন্ম।
আমার পরশে নাই তোমার অধর্ম্ম ॥ ৩১৩
কর্ম্মফলে পেলে ধর্ম্মপালের মুরতি।
বড় ভাগ্য তোমার আমার সনে রতি ॥ ৩১৪
যুধিষ্ঠির আদি দেখ পাঁচ সহোদরে।
দেবতা জন্মা'ল সতী কুন্তীর উদরে ॥ ৩১৫
কেন বা সংসারে তারে করে ধন্য ধন্য।
বড় ভাগ্যবতী তুমি নাহি ভাব অন্য ॥ ৩১৬
এত শুনি সুন্দরী লোটান ভূমিতলে।
পুনঃপুনঃ প্রণতি করিয়া কিছু বলে ॥ ৩১৭
অপরাধ অশেষ করিবে মোরে ক্ষমা।
সিন্ধু বলে দিনু বর হৈবে সিদ্ধকামা ॥ ৩১৮
তোর গর্ভে জন্ম নিল গৌড়ের ঠাকুর।
স্বামীর সৌভাগ্য হবে, দুঃখ যাবে দূর ॥ ৩১৯
দুই দিব্য অপর তোমারে দিনু দান।
ব্রহ্মকরজাপ্য মালা নিজ খড়্গাখান ॥৩২০
কাটারী পরশে টুটে প্রলয়ের জল।
পার্ব্বতী পালান লাজে মালার এ ফল ॥৩২১
এত বলি তিরোধান হইল সাগর।
রাণীকে আনিল রাজা করি সমাদর ॥ ৩২২
এত দূরে এ সব প্রসঙ্গ হৈল সায়।
গুরুপদ ভাবি দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ৩২৩
অতঃপর ঈষৎ আপনি কর শ্রম।
উপায় যে হয় তায়, কি কাজ বিক্রম ॥ ৩২৪
আপনি অখিল-পতি সিন্ধু বন্ধ করি।
পার হয়ে সবংশে সংহার কৈল অরি ॥ ৩২৫

৩২১। টুটে—হ্রাস হয়।

কিছু কিছু মনে পড়ে সে সকল কথা।
যোগবলে জানি যত যুগের বারতা ॥ ৩২৬
শুনে শুনে সেনের শিহরে সব তনু।
ধ্যান বলে জানিলা ব্রাহ্মণ বীর হনু ॥ ৩২৭
মায়াধারী মন্ত্রগুরু মহাশয় মোর।
প্রভু বট বলি, অঙ্গ ধুলায় ধূসর ॥ ৩২৮
হনু বলে হ'তে পারি রামের কিঙ্কর।
উঠ বাপু লাউসেন রঞ্জার কুমার ॥ ৩২৯
আকুল তোমার লাগি অখিলের নাথ।
এত বলি অঙ্গেতে বুলান বজ্র হাত ॥ ৩৩০
কয়ে গেছি এককালে মনে কিছু আছে।
ডাকিলে কাতর হয়ে দেখা পাবে কাছে ॥ ৩৩১
কোন কালে আমার বচন নাহি নড়ে।
চিন্তা নাই অনায়াসে পার হইবে তড়ে ॥ ৩৩২
এত শুনি পদতলে ভূপতি লোটান।
আশীর্ব্বাদ করি বীর হলো তিরোধান ॥ ৩৩৩
ডোমগণে বিশেষ কহিলা সব রায়।
কালুকে কহিলা মোর গৌড়কে বিদায় ॥ ৩৩৪
সায় দিলা বীর কালু কর করি যোড়া।
ধর্ম্মপদ স্মরি রাজা আরোহিল ঘোড়া ॥ ৩৩৫
চঞ্চল চরণ চারি চতুর চলনি।
হ্রেষণি জানায়ে ঘোড়া যুড়িল ফাক্ষনি ॥ ৩৩৬
চরণ ইড়্‌কি দিতে চলে ইসারাতে।
অবনী এড়িয়া উঠে আকাশের পথে ॥ ৩৩৭
ঘোড়া বলে রায় হে রিকাবে রাখ পা।
পার হব নদ নদী নাহি চাব না ॥ ৩৩৮
সেন বলে তবেত দ্বিগুণ দিব দানা।
বেলা অবসানে পাইল গৌড়ের থানা ॥ ৩৩৯
রজনীযোগেতে রায় প্রবেশে রমতি।
রাজাকে না দেখা দিব ভাবিল যুকতি ॥ ৩৪০
রাজা সম্ভাষিতে পাত্র না জানি কি বলে।
এত ভাবি উপনীত মাসীর মহলে ॥ ৩৪১
আনন্দে বন্দিলা আসি মাসীর চরণ।
আশীর্ব্বাদ করি মাসী জিজ্ঞাসে কারণ ॥ ৩৪২
কামরূপে সাজে সেনা শুনে পাই ভয়।
সেন বলে মাসী গো কহিতে নাহি ভয় ॥ ৩৪৩
তোমার শাশুড়ী বুড়ি কৃপাদৃষ্টে চায়।
ব্রহ্মপুত্র নদ তবে তড়ে পার যায় ॥ ৩৪৪
বারে বারে বিবরে বলিতে লাজ বাসি
চল চল সেইখানে সব কব মাসী ॥ ৩৪৫
এত শুনি গেলা রামা শাশুড়ী সদনে।
মাসী-পোয়ে প'ড়ে দোঁহে বল্লভা চরণে ॥ ৩৪৬
আশীষ করিয়া রাণী এসো এসো বলে।
মা বাপ তোমার বাপু আছেন কুশলে ॥ ৩৪৭
সেন বলে আপনি ঠেকেছি দৈবযন্ত্রে।
তোমার আশীষে তাঁরা আছেন আনন্দে ॥ ৩৪৮
রাণী বলে কি কারণে কও কি বিশেষ।
সেন বলে মেসো দিলা মহিমে আদেশ ॥ ৩৪৯
থাকুক কাঙুর গড় জিনিবার দায়।
বেগবন্ত ব্রহ্মপুত্র পেরাণ না যায় ॥ ৩৫০
ব্রহ্মকরজাপ্যমালা সমুদ্র-কাটারী।
তুমি দিলে সঙ্কট-সাগরে তবে তরি ॥ ৩৫১
রাণী বলে এ তত্ত্ব আপনি পেলে কোথা।
সেন বলে উপদেশ দিলেন দেবতা ॥ ৩৫২
শুনিয়া আদরে রাণী দুই দিব্য দিলা।
হাতে লয়ে লাউসেন আনন্দে বন্দিলা ॥ ৩৫৩
বিদায় হইল বন্দি বল্লভার পা।
রাণী ভানুমতী বলে রক্ষা কৈলে মা ॥ ৩৫৪
মাসীর মন্দিরে রাত্রি রহে তিনপর।
বন্দিয়া বন্দিত জনে বান্ধিল কোমর ॥ ৩৫৫
জয় ধর্ম্ম বলিয়া সওয়ার হৈল রায়।
দেখিতে দেখিতে বাজী বেগবন্ত ধায় ॥ ৩৫৬
আসিতে আসিতে আসে ব্রহ্মপুত্রতীর।
ডোমগণ বিস্ময় বিশেষ কালুবীর ॥ ৩৫৭
সেনে করে আদর আনন্দে নাহি ওর।
কাড়া পাড়া মৃদঙ্গ মাদল শব্দ জোর ॥ ৩৫৮
কাটারী পরশে হইল জানু মাত্র জল।
লাউসেন বলে ধন্য দেবতার বল ॥ ৩৫৯
ব্রহ্মপুত্র পেরুয়ে প্রভাতে দিল থানা।
ব'সে যুক্তি কিরূপে কাঙুরে দিব হানা ॥ ৩৬০
বেড়ে বৈসে ডোমগণ চড়া দিয়া চাপে।
আপনি ব'সিলা রাজা মহাবীর দাপে ॥ ৩৬১
সম্মুখে বান্ধিয়া বাজী বারাণ জোগা[illegible]।
পালা সাঙ্গ সঙ্গীত সম্প্রতি হৈল [illegible] ॥ ৩৬২

৩৩৭। এড়িয়া—ত্যাগ করিয়া।

৩৪৫। লাজবাস—লজ্জা করে।
৩৫[illegible]। পেরাণ—পার হওয়া।

দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবি ভগবান্।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ॥ ৩৬৩

কামরূপ যাত্রা সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

কামরূপ যুদ্ধ।

লাউসেন মহামতি সময়ে সুধীর।
কামরূপ মহিমে মোকাম কৈল বীর॥ ১
কালু সঙ্গে সুযুক্তি জিনিব যেয়ে যায়।
বীর বলে বিনয় বচন শুন রায়॥ ২
সেজে যেতে সহরে সহসা করি মানা।
বসে কর বিরাজ, শাখাকে সঁপে থানা॥ ৩
আজ্ঞা কর আগে আমি আসি একবার।
জ্ঞাত হয়ে গলি গালি গড়ের দুয়ার॥ ৪
মনে করি মায়াধারী ব্রহ্মচারী হই।
মালার মহিমা-বল আগে বুঝে লই॥ ৫
অন্য রূপে যেতে নারি ঘাটে ঘাটে থানা।
রাজার হুকুম নাই যতি যেতে মানা॥ ৬
মায়াবলে বীর হন ব্রহ্মচারিবেশে।
লঙ্কায় অশোক-বনে ভুলালে রাক্ষসে॥ ৭
প্রতাপে পশ্চাৎ পুরী কৈল লণ্ড ভণ্ড।
স্বর্ণপুরী পোড়ালে কাঁপালে দশ মুণ্ড॥ ৮
মায়াধারী শ্রীহরি অর্জ্জুন আর ভীম।
জয় কৈল জরাসন্ধ রাজার মহিম॥ ৯
দীন হয়ে সাগর প্রথমে পরাৎপর।
প্রভু কেন অঙ্গদে পাঠায়ে দিল চর॥ ১০
রাজারে বিহিত নীত ক'ব তুই চারি।
কি কাজ কৌশল বেজে, যদি মাগে হারি॥ ১১
না শুনে বচন যদি বাড়ায় বিবাদ।
কেবল কালুকে এই কত পরমাদ॥ ১২
দেবীকে করিব স্তুতি লোটায়ে অচলা।
কৃপা না করিলে সিদ্ধি আছে এই মালা॥ ১৩

১১। মাগে হারি—পরাজয় স্বীকার করে
১২। কেবল কালুকে—একাকী কালুর পক্ষে তাহা প্রমাদ অর্থাৎ কিছুই বিপদ নহে।

দেখিলে দেউল ছেড়ে দেবী দিবে ধাই।
তবে সে বসিব গড়ে রণ-সাজে যাই॥ ১৪
কর্পূরধলে বেন্ধে আনি তোমার সমাজ।
সেন বলে বীর তবে অনুচিত ব্যাজ॥ ১৫
শুনি সেনে শত শত করিয়া প্রণাম।
মায়াধারী ব্রহ্মচারী হলো অনুপাম॥ ১৬
কুশাসন কোশাকুশি কুশ কমণ্ডলু।
বাঘছাল নখকেশ বেশধারী কালু॥ ১৭
করে ব্রহ্মকরজাপ্য তনু মরকত।
দেখে সভাসদ সবে করে দণ্ডবত॥ ১৮
গড়ে গড়ে থানায় রক্ষক যত জন।
প্রণাম করিয়া ছাড়ে পরিসর গণ॥ ১৯
প্রবেশ করিয়া পুরী চেয়ে দেখে ঠাট।
সুচারু চত্বর কুলি পরিষ্কার বাট॥ ২০
ঘরবাড়ী ঘটনা সকল সৌধময়।
কত ঠাঁই দালান দেউল দেবালয়॥ ২১
কত কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায়।
মঠ কোঠা মন্দিরে সহর শোভা পায়॥ ২২
রাজদূত মাহুত রাহুত যূথে যূথ।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত॥ ২৩
কত ঠাঁই হাতী ঘোড়া উঠ গাড়ি থানা।
কালু বলে কিরূপে কাণ্ডুরে দিব হানা॥ ২৪
আপনি একক তায় হেতের বিহানে।
বুঝি বড় বিধাতা বিমুখ এত দিনে॥ ২৫
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি সবাকার পাশে।
সেনের সাক্ষাতে মোর শত্রু পাছে হাসে॥ ২৬
লঙ্কার সমান দেখি দুর্জ্জয় কাণ্ডুর।
ঈষৎ কালুর বুক করে দুর দুর॥ ২৭
মালার মহিমা বুঝে মনে ত্যজি ভয়।
কামাখ্যা কৈলাস গেলে কা হতে কি হয়॥ ২৮
যে হয় সে হয় আজি সংগ্রাম একক।
পরাণ হারাই কিম্বা রেখে যাই সক॥ ২৯
এত ভাবি চলে কালু অনুপম গতি।
কেহ কহে ধার্ম্মিক সাধক এই যতি॥ ৩০
কেহ কেহ কহে এই পরম পুরুষ।
মহী-মধ্যে মূর্ত্তিমান্ মায়ার মানুষ॥ ৩১
জিজ্ঞাসিল দেবীর দেউল কতদূর।
সবে বলে আগে দেখ, ঐ যাও ঠাকুর॥ ৩২
ভ্রমিয়া সহর গড় শেষে আসি বীর।
—ক্ষেত্রে ধায়ে পাইল দেবীর মন্দির॥ ৩৩

রঘুবীর চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৪
আসিয়া ঈশ্বরী- আগে ধরণী লোটায়।
প্রণাম করিয়া কহে পার্ব্বতীর পায় ॥ ৩৫
তুমি জয়া জগতজননী জয়চণ্ডী।
উদ্ধারিলে অমরে অসুরদর্প খণ্ডি ॥ ৩৬
যদুনাথে যখন যমুনা কৈলে পার।
লঙ্কায় করেছ প্রভু-রামের উদ্ধার ॥ ৩৭
হনুমানের হাতে হাতে পুরী স্বর্ণময়।
সঁপে গেলে কৈলাসে রামের হৈল জয় ॥ ৩৮
ধর্ম্মের সেবক শুদ্ধ লাউসেন রায়।
কামরূপে সেজে এলো রাজার আজ্ঞায় ॥ ৩৯
অনুকূল ঈশ্বরী আপনি হবে মা।
জয় হৈলে সংগ্রামে সেবিব রাঙ্গা পা ॥ ৪০
দিবসেক পুরী যদি ছাড়ো ভগবতি।
কলিকালে থাকে ধর্ম্ম-পূজার পদ্ধতি ॥ ৪১
এত শুনি ক্রোধ কৈল ভকতবৎসলা।
তবে বীর বারি করে বিধাতার মালা ॥ ৪২
দেউল দুয়ার দেশে দেবীর সম্মুখ।
করজাপ্য দেখাইতে ঈশ্বরী হেঁটমুখ ॥ ৪৩
দুয়ার চাপিয়ে বসে দ্বীপিচর্ম্ম পেতে।
মালা দেখি দেউল ভেঙ্গে দেবী গেল ছেড়ে ॥ ৪৪
ভাঙ্গিয়া পড়িতে চূড়া চমৎকার পড়ে।
প্রমাদ পড়িল বড় কাঙুরের গড়ে ॥ ৪৫
শব্দ শুনি সকল সহর হুলস্থুল।
ভূপতি ভাবিল ভয়, ভাঙ্গিতে দেউল ॥ ৪৬
নির্ঘাত শবদে কেহ বজ্রাঘাত কয়।
হুতাশে হুঁটুরে কেহ দিশাহারা হয় ॥ ৪৭
ভয় পেয়ে ভাবে সবে ভবানীর পা।
রাজা বলে বুঝি বা বিমুখ হলো মা ॥ ৪৮
দূতে আজ্ঞা দিল আগে ঈশ্বরীর স্থান।
সহরে সবরে সত্য সমাচার আন্ ॥ ৪৯
শুনি সবে সর্ব্বাণীসদনে শীঘ্র ধায়।
অদ্ভুত আকার বেশ বীর দেখা পায় ॥ ৫০
মালার মহিমা বুঝি মস্ত মহাবীর।
আনন্দে নাচিছে বেড়ে দেবীর মন্দির ॥ ৫১
হেন কালে এল যত কোটালের ঠাট।
দেখিয়া কুপিল কালু, নিবারিল নাট ॥ ৫২
দেখিল দেউল ভাঙ্গা দেবী নাই ঘরে,
দাঁড়ায়ে কোটাল সক সনুমান করে ॥ ৫৩
ভেকধারী ভূতলে ভূতলে এই ভণ্ড।
প্রমাদ পেড়েছে পুরী কৈল লণ্ড ভণ্ড ॥ ৫৪
আগে কয় কেমন গোঁসাই তুমি কে।
বীর বলে আগু এসে পরিচয় নে ॥ ৫৫
কর্পূরধবল রাজার কেবল আমি কাল।
এত শুনি কোপে কিছু কহিছে কোটাল ॥ ৫৬
বেশ দেখি বিমল বিশেষ এত সই।
বীর বলে তেমন ভিক্ষুক আমি নই ॥ ৫৭
জানিবে যেমন হনু প্রবেশিয়া লঙ্কা।
জন্মালো রামের দূত রাবণের শঙ্কা।
তার শিষ্য সংসারে বিজয়ী লাউসেন।
কাঙুর জিনিতে আইল করি শুভক্ষণে ॥ ৫৯
মোকাম করিল রাজা ব্রহ্মপুত্রধারে।
কর্পূরধবলে বেঁধে নিতে পাঠাইল মোরে ॥ ৬০
সেনের নফর আমি নাম মোর কালু।
কাজে পাবি পরিচয়, কথাগুলা আলু ॥ ৬১
মায়াধারী ব্রহ্মচারী বেশ যে কারণে।
বুঝিবে দেউল ভাঙ্গা দেবীর গমনে ॥ ৬২
এখন রাজাকে তোর বুঝাগে বিশেষ।
কর দিয়া রাজায় রাখুক নিজ দেশ ॥ ৬৩
নতুবা লঘুতা হবে লয়ে যাব বেন্ধে।
শুনি কোপে কুটিল কোটাল কয় কেন্দে ॥ ৬৪
মাথার উপরে কেবা ধরে ছুটা মাথা।
এদেশে অপর আসি ধরাইবে ছাতা ॥ ৬৫
লোম বিনে নাপিত বেড়ায় ঝুলি ঝুলি।
আতার কান্ধে সবা মলো মাথায় কান্ধে ঝুলি ॥ ৬৬
অধিকার এদেশে করিতে পারে তোরা।
লম্পট ভূতলে বেটা করে দেখ তোরা ॥ ৬৭
পলাবে পরাণ লয়ে পাপী উদাসীন।
বীর বলে তোতোকে তালাক তিন তিন ॥ ৬৮
পরাণ থাকিতে তুই ক্ষমা যদি দিস্।
জায়া তোর জননী জননী নিজ নিস্ ॥ ৬৯

৪৫। চমৎকার পড়ে—সকলে চমৎকৃত হয়।

৫৪। ভূতলে—ভৌতিক গুণবিশিষ্ট, মায়াবী।
৫৫। আগু—অগ্রগামী হইয়া।
৫৬। কাল—যমস্বরূপ।
৬১। আলু—এলো মেলো।

কহিতে কহিতে কালু দিলেন দামাল।
ঘনরাম ভণে ধর্ম্মসঙ্গীত-রসাল ॥ ৭০
বেশ ছাড়ি বীরদাপে কোপে তাপে তেড়ে।
ঝুটীনাড়া দিয়ে নিল ঢাল খাঁড়া কেড়ে ॥ ৭১
চমৎকার পড়িল চৌদিকে ধাওয়াধাই।
বাজে ঘোড়া কাড়া শিঙ্গা টমক টেমাই ॥ ৭২
সাড়া শুনি শীঘ্র সবে সমরে তৈনাত।
মজুত অযুত যুথ যুঝে হাতেহাত ॥ ৭৩
এক চাপে রোষে যত কোটালের ঠাট।
দামালে দুহাতে কালু জুড়ে এল কাট ॥ ৭৪
আ না পাসরে রণে কোটালের সেনা।
সাহসে কালুর সনে রণে দিল হানা ॥ ৭৫
ঝুপ ঝাপ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাড়ে গুলি শর।
ঢাল খাঁড়া বীর কালু বায়ে করে ভর ॥ ৭৬
চৌদিকে চাপিয়া গুলি গাজে দুমাদুম্।
সামালি সমরে সেনা হানে দামদুম্ ॥ ৭৭
মণ্ডুকমণ্ডলী মাঝে মত্ত যেন সর্প।
কুঞ্জরনিকরে যেন কেশরীর দর্প ॥ ৭৮
সেইরূপে সেনা মাঝে বীর বান্দে রিব।
হাঁফালে হাঁফালে হানে দশ বিশ ত্রিশ ॥ ৭৯
ঝন্ ঝান্ ঝাঁকে খাঁড়া টান্ টান্ টাঙ্গি।
ঠন্ ঠান্ পড়ে মাথা পাগ বান্ধা রাঙ্গি ॥ ৮০
শন্ শান শুনি শুধু শরের শব্দ।
একা কালু এক লক্ষ রণে বিশারদ ॥ ৮১
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।
সামালি সংগ্রামে সেনা হানে ঠায় ঠায় ॥ ৮২
কাটা যেতে তখনি ত্রিভাগ হয় তনু।
যেবা ছিল অর্দ্ধেক মরিল তার অনু ॥ ৮৩
হাত পা কেটেছে কারো অর্দ্ধ শির কাণ।
আঁতটা বেরুল কারু, কেহ খাবি খান ॥ ৮৪
বীরের বিক্রমে কেহ নাহি বান্ধে বুক।
কেহ বলে এতকালে ভবানী বিমুখ ॥ ৮৫
ত্রাসে ভরল কারু গায়ে এল তাপ।
হুতাশে হাঁটুটে কেহ বলে বাপ বাপ ॥ ৮৬
সবে খেলে খোঁড় বীরের খেয়ে তাড়া।
ক্রমাগে পালালো সবে ফেলে ঢাল খাঁড়া ॥ ৮৭
কেহ বা কারুর [illegible] দাঁতে করে কুটা।
কহে কেন্দে [illegible] বীরের পা দুটা ॥ ৮৮

কোটালে কাতর দেখে কালু কৃপাবান্।
পশ্চাতে পালালো সবে হাতে ক'রে প্রাণ ॥ ৮৯
রাজার হুজুরে হয়ে শিরে হানে ঘা।
বিবরণ বলিতে বদনে বাধে রা ॥ ৯০
রাজা বলে ভয় হেতু হয়েছে হুতাশ।
দেহ চুয়া চন্দনাদি চামর-বাতাস ॥ ৯১
আজ্ঞা মত সেবিতে হইল সচেতন।
ভূপতি সুধান তারে যতেক কারণ ॥ ৯২
যোড় হাতে কোটাল কহিছে সবিনয়।
মজুত অযুত সেনা রণে হলো ক্ষয় ॥ ৯৩
একবেটা ব্রহ্মচারী মায়াধারী ভোজ।
মিছা খায় ক্ষীরখণ্ড খই কলা রোজ ॥ ৯৪
বাড়া বাড়া বিরূপ বচন বেটা বলে।
কামরূপ মহীম জিনিব বলে ছলে ॥ ৯৫
কেবা জানে লাউসেন ময়নাতে ঘর।
সেন কি সাধিতে চায় কাঙুরের কর ॥ ৯৬
ভেকধারী ভুতুলে বেটা তার নিজ দাস।
সমরে সকল সেনা করিল বিনাশ ॥ ৯৭
যেরূপ বিরূপ বলে বলা নাহি যায়।
রাজা বলে বিধাতা বিমুখ বুঝি তায় ॥ ৯৮
কোপে তাপে কর্পূরধল কালিকার সুত।
কৃতান্তের যম যেন দেখিতে অদ্ভুত ॥ ৯৯
বদনে কম্পিত অঙ্গ, পাসরে আপনা।
শত শত নয়নে নিকলে অগ্নিকণা ॥ ১০০
সেনের সহিত সন্ধ্যা শমনসদনে।
পাঠায়ে পার্ব্বতীপদে পূজা দিব রণে ॥ ১০১
তখন কোটাল কহে সমাচার মূল।
দেবীর দর্শন নাই, ভেঙ্গেছে দেউল ॥ ১০২
হুলস্থুল সহর শুনিয়া সেই শব্দ।
এত অমঙ্গল শুনি রাজা হৈল স্তব্ধ ॥ ১০৩
অর্জ্জুন ভারত ভূমে ছিল মহাশূর।
গোবিন্দ গোলোক যেতে গর্ব্ব গেল দূর ॥ ১০৪
সুরাসুর ত্রিলোক জিনিল রক্ষপতি।
যাবত লঙ্কায় তার ছিল ভগবতী ॥ ১০৫
ভবানী ছাড়িতে পুরী হৈল লণ্ডভণ্ড।
বেটা নিল সম্পদ সে সব ছত্রদণ্ড ॥ ১০৬
ভাবিতে ভাবিতে ভয় শরীরে সান্ধায়।
দেবীপদ ভাবি কান্দে কর্পূরধল রায় ॥ ১০৭

৮৩। অনু—পশ্চাৎ।

৯০। বদনে বাধে রা—কথা মুখ হইতে বাহির হয় না। ১০৭। সান্ধায়—প্রবেশ করে।

কাঙ্গুর কিঙ্করে ছেড়ে কোথা গেলে মা।
কি পাপে না পাই দেখা পরিসর পা॥ ১০৮
এত বলি কান্দে রাজা চক্ষে বহে লোহ।
প্রবোধে পণ্ডিত সব পরিহর মোহ॥ ১০৯
কোন কালে কামাখ্যা না ছাড়িবে কাঙুর।
পুরাণে পেয়েছি তার প্রমাণ প্রচুর॥ ১১০
বুক-বাহু বিপদে বিবাদ বৃথা কেনে।
মনে লয় শুভ সাক্ষী শীঘ্র সাজ রণে॥ ১১১
এত শুনি সাহসে সত্বর কোপবান্।
কর্পূরধবল রাজা সাজে কবিরত্ন গান॥ ১১২
সাজিতে সেনাপতি, আদেশে নরপতি,
কোপে তাপে তা দেয় গোঁফে।
ঝিকি ঝিকি ঝিক্কেই, ফিকি ফিকি ফিক্কেই,
অসিটা উভু লোফে॥ ১১৩
করয়ে তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন,
রিপুগণ কম্পিত ডরে।
অরাতি পুরী মাঝ, সঘনে সাজ সাজ,
নিশানে নকীব ফুকারে॥ ১১৪
বাজে রণ দুন্দুভি, কম্পয়ে সুর-ভুবি,
দুড়্ দুড়্ দুড়্ম্, গোলা গাজে।
শুনি রণ ডিগ ডিগ, চমকে দশদিগ্,
বিবিধ বসনে বীর সাজে॥ ১১৫
কোমর কড়াকড়ি, কসিয়া তড়বড়ি,
তুরগী তুরগ তৈনাতে।
বারণে বীরবর, যমদূত দোসর,
চমকিত চাপি চলে তাতে॥ ১১৬.
জোড়া কাড়া খঞ্জর, জাঠি ঝকড়া শর,
সাজি শেল পরিমল চাপ।
ধাওয়াধাই ধরাতলে, অনুচর দল-বলে,
ধাইল ছাড়ি বীরদাপ॥ ১১৭
দামামা দড়মসা, ধাঙসা ধাঙ ধাঙসা,
ডাঙ ডাঙ রণশিঙ্গা বাজে।
বেষ্টিত গজ বাজী, অষ্ট অযুত তাজী,
ভূপতি চলিল গজরাজে॥ ১১৮
তড়বড়ি গমনে, খুর ধূলি গগনে,
ভুবনে একাকার ময়।
আচ্ছাদে রবিপথ, দিশায় না চলে পথ,
রণটে রিপু ভাবে ভয়॥ ১১৯
ভূপতি গজরাজে, গভীর গভীর গাজে,
করিবর আগে আগে যায়।

ঢালি চঞ্চল চলে, ঢালি পা'ক ফরিকালে,
ধর্ ধর্ বলি বেগে ধায়॥ ১২০
বড় গোলা বন্দুক, দুড় দুড় দশ মুখ,
চকিতে চমকিত শেষ।
অবনী টল টল, কম্পিত কুলাচল,
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ॥ ১২১
মার মার কাট কাট, বলিয়া যত ঠাট,
কালুবীরে ধরিতে ধায়।
কালুরণ সিংহজ, দরপ দিগ্‌গজ,
দৃক্‌পাত নাহি করে তায়॥ ১২২
আসিয়া চৌবেড়ে, জাঠি ঝগড়া এড়ে,
কোপে কালু করে বীরদর্প।
যথা গিরিশিখরে, হরি করি-নিকরে,
শালুর সম্মুখে যেন সর্প॥ ১২৩
বারণ ঘন ঘটা, তরল তড়িতছটা,
ধরাসম বরিষে গুলি তীর।
ঘনরাম ব্রাহ্মণ, সঙ্গীত বিরচন,
যার জীবন রঘুবীর॥ ১২৪
মার্ মার্ কাট্ কাট্, চৌদিগে চোট্ পাট্,
চালিয়া চঞ্চল'চাল।
বীর বাছি রিষ, দশ বিশ ত্রিশ,
হানিছে মারিছে হাঁফাল॥ ১২৫
শর শেল গুলি, আথালি পাথালি,
সামালে সমরে কালু।
সেনাগণে হানে, যেমন কৃষাণে,
কাটে কলা ওল আলু॥ ১২৬
মাহুতের মুড়, মাতঙ্গের শুঁড়,
হানিছে এক এক চোটে।
যতেক জাঙ্গড়া, জড়াইয়া ঘোড়া,
ঘোড়া সনে রণে লোটে॥ ১২৭
তবু অকাতর, নৃপতি লক্ষর,
দুষ্কর সাহস করে।
অতি আঁটা-আঁটি, করে কাটা-কাটি,
কালুর সঙ্গে সমরে॥ ১[illegible]
একাকার ধূম, দুড়ুম দুড়ুম,
শব্দে ছোটে বড় গোলা।
রাজা বলে মার, কামানে বেটার,
হাড় মাস কর [illegible] ভেলা॥ ১২৯
হাঁকে [illegible]াকে ঝাঁকে, শাদী শেল বাঁধে,
ঝপ ঝাপ [illegible] শর।

তীর গুলি আদি, ঢালেতে সমাধি,
বীর বায়ে করে ভর ॥ ১৩০
সেনা সব সাথে, দাদালি দু হাতে,
কালু করে কাটাকাটী।
বীর দম্ভে লম্ফে, নৃপতির অম্পে,
কম্পে কাঙুরের মাটী ॥ ১৩১
শরের নিশান, শুনি শন্ শান্,
ঝন্ ঝান্ ঝাঁ কিছে খাঁড়া।
টাঙ্গি টন্ টান্, হানিছে ঠন্ ঠান্,
সেনাগণে দিয়া তাড়া ॥ ১৩২
রাহুত মাহুত, হানিছে যুথে যুথ,
শ্রীযুক্ত কালু খণ্ডাতি।
ছাড়ে সিংহনাদ, শুনি পরমাদ,
ছতাসে ছটারে হাতী ॥ ১৩৩
বীর যমরাড়, বুঝিয়া বিরাড়,
বিপদে না বান্ধে বুক।
সবে দিল ভঙ্গ, যেমন ভুজঙ্গ,
বিনতাসুত সম্মুখ ॥ ১৩৪
পিছে ফেলি ঢাল, পালাতে ভূপাল
হাঁফাল মারিয়া বীর।
একই রপটে, ভূপতির জটে,
ধেয়ে ধরে কালু বীর ॥ ১৩৫
বিরাটের দ্রোহে, দক্ষিণ গোগৃহে,
নৃপতি সুশর্ম্মা বীরে।
জিনিয়া মহিম, হাতে গলে ভীম,
বেন্ধে দিল যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৩৬
সেইরূপ বলে, রাজা কর্পূরধলে,
হাতে গলে নিল বেন্ধে।
দুকের হুলে, কান্দে লয়ে চলে,
সব শোকাকুল কেন্দে ॥ ১৩৭
গানে আসি বীর, নোয়াইল শির,
কহে লহ কর্পূরধলে।
শুনিতে আনন্দ, সেন শরবন্ধ,
বীরে দয়ে ধন্য বলে ॥ ১৩৮
জ্ঞান-গম্যচিত, শ্রীধর্ম্ম-সঙ্গীত,
দ্বিজ ঘনশ্যাম ভাষে।
গানে নিরমল, যাহা সিদ্ধ ফল,
স্মরণে পাতক নাশে ॥ ১৩৯

অধোমুখে ভূমে পরে রাজা কর্পূরধল।
উপজে সেনের দয়া শুরীর কোমল ॥ ৪০
কালু কহে মহারাজ দিবে নাহি ছেড়ে।
বড় দুঃখ দারুণ দিয়াছে ভেড়ের ভেড়ে ॥ ১৪১
এত শুনি সবিনয়ে সেনের সম্মুখ।
কাতর হইয়া কহে কাঙুরের ভূপ ॥ ১৪২
যা ছিল ফলিল দুঃখ আমার ললাটে।
রাখ রায় বিষম বন্ধনে বুক ফাটে ॥ ১৪৩
যে কিছু করিবে আজ্ঞা নবে অন্য মত।
বীর কালু বলে আগে নাকে দাও খত ॥ ১৪৪
দয়াশীল সেন কহে না বলো নিঠুর।
বীর কালু রাজার বন্ধন করে দূর ॥ ১৪৫
ঘুচাইয়া বন্ধন সম্ভাষে দুই জন।
লাউসেন বলে শুন শুন হে রাজন্ ॥ ১৪৬
দূর কর অভিমান দৈবে সব করে।
ইন্দ্র কেন বন্দী হলো রাবণের ঘরে ॥ ১৪৭
দুর্য্যোধন সম কে সংসারে ধরে গর্ব্ব।
তবে কেন তারে বেন্ধে লইল গন্ধর্ব্ব ॥ ১৫৮
দৈবগতি দশাদোষ নিদারুণ দুঃখ।
জরাসন্ধ-কারাগারে কতেক ভূভুখ ॥ ১৪৯
থাকুক সে সব শুন শেষ সমাচার।
এই ভূমে ভোগ ছিল কতেক রাজার ॥ ১৫০
কত কত যুগে যুগে যত মহাতেজা।
সম্প্রতিক এই কালে কত হলো রাজা ॥ ১৫১
যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ কুরু মহাবল।
উগ্রসেন আদি ধন্য পরিক্ষিত নল ॥ ১৫২
স্বর্গে গেল সবাই পালিয়া বসুমতী।
অবনীমণ্ডলে এবে রাজা গৌড়পতি ॥ ১৫৩
প্রতাপে যতেক দেশ জয় করি ভূপ।
আজ্ঞা দিল আমারে জিনিতে কামরূপ ॥ ১৫৪
কাগজে বুঝিয়া আন কাঙুরের কর।
লিখে দেহ জয়পত্র ফিরে যাই ঘর ॥ ১৫৫
এত শুনি কন কিছু রাজা কর্পূরধল।
বুঝেছি বিশেষ যত ভূপতির বল ॥ ১৫৬
বাহুবলে অর্জ্জুন বিজয়ী দেশে দেশে।
এদেশে আসিয়া কেন ফিরে গেল শেষে ॥ ১৫৭
কাঙুর কেবল জান কৈলাস বিশেষ।
তুমি ভক্তজন তেঁই করেছ প্রবেশ ॥ ১৫৮
অথবা আমার ভাগ্য আছিল অধিক।
পুরট পঙ্কজ হারে গাঁথিব মাণিক ॥ ১৫৯

১৪৪। নবে—না হবে। অন্যমত—আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।

কি কব করের কথা জয়পত্র লিখে।
সঁপিনু সকল ছুটি সদাশয় দেখে॥ ১৬০
কলিঙ্গ কুমারী কন্যা কুলকমলিনী।
গুণবতী সুলক্ষণা ভুবনমোহিনী॥ ১৬১
কাঁচাসোণা শরীর শরৎশশিমুখী।
তুমি হৈলে জামতা সংসারে হই সুখী॥ ১৬২
আজ্ঞা পেলে দান করি গুণবতী বালা।
বীর কালু বলে তবে দেহ বরমালা॥ ১৬৩
সেনের স্মরণ হলো হঙ্কর ভারতী।
সবার স্বরস বুঝি দিল অনুমতি॥ ১৬৪
তবে রাজা মালা দিলা আনন্দে বিভোল।
নত হয়ে জামতা শ্বশুরে দিল কোল॥ ১৬৫
ডোমগণ তখন নোয়াল আসি শির।
মোর দোষ মাপ কর বলে কালু বীর॥ ১৬৬
রাজা বলে ধরণী ধরেছে তোমা ধন্য।
বিপদে বান্ধব তুমি বীর অগ্রগ ý॥ ১৬৭
করেছে লুনের কর্ম্ম প্রভু আজ্ঞা পালি।
শুনি বুকে বীর কালু করে কৃতাঞ্জলি॥ ১৬৮
তবে সবে বসিল পরম প্রীতি পেয়ে।
সেন কৈল সঙ্কেত কালুর পানে চেয়ে॥ ১৬৯
চাহিতে বুঝিল কালু সুচতুর রাজ।
নৃপে কহে শুভ কর্ম্ম আর কেন ব্যাজ॥ ১৭০
শুভক্ষণ করি রাজা দান কর ঝি।
কর্পূরধল বলে তাহে অন্য মত কি॥ ১৭১
আগে কিন্তু বারেক বাড়ীতে হৈতে আসি।
অনুচিত এখানে সহসা শেষ ভাবি॥ ১৭২
সঙ্কেত কহেন কালু অমি যাই সঙ্গে।
সেন বলে অনুচিত এত মান ভঙ্গে॥ ১৭৩
চতুরে চতুরে কথা চক্ষে চক্ষে চেয়ে।
ভূপতি বিদায় হলো মহা প্রীতি পেয়ে॥ ১৭৪
প্রবেশ করিতে পুরী উঠে জয় ধ্বনি।
আনন্দে বিভোল সবে হলো দেখি শুনি॥ ১৭৫
যেখানে বসিয়া রাণী কলিঙ্গা সহিত।
সেইখানে মহারাজ হৈল উপনীত॥ ১৭৬
আনন্দে বিভোলা রাণী নিরখিয়া ভূপে।
রাজা বলে শুন প্রিয়া এসেছি যেরূপে॥ ১(৭
শুনগো কলিঙ্গা কাছা বিবরিয়া বলি।
আজ্ঞা কর, বলে বালা, হয়ে কৃতাঞ্জলি॥ ১৭৮
মায়ে ঝিয়ে বসে শুনে বলে নরপতি।
দ্বিজ ঘনরাম গান মধুর ভারতী॥ ১৭৯

রাজা বলেন বীর কালু লয়ে গেল বেন্ধে।
কলিঙ্গা বলেন বাপা শুনে মরি কেন্দে॥ ১৮০
কহ বাপা কিরূপে তরিলে তার পর।
রাজা বলে ছেড়ে দিল দয়ার সাগর॥ ১৮১
লাউসেন মহামতি ময়নার ভূপ।
যার এক নফরে জিনিল কামরূপ॥ ৮২
রূপে গুণে অনুপাম কুলে কলানিধি।
সেই পাত্রে তোমা কন্যা নিয়োজিল বিধি॥ ১৮৩
অঙ্গীকার করেছি আপনি দেহ সায়।
তবে ধন ধরণী ধরম রক্ষা পায়॥ ১৮৪
না কয় কলিঙ্গা কিছু লাজে অধোমুখী।
অন্তরে আনন্দ উঠে অতিশয় সুখী॥ ১৮৫
রাণী বলে কুলের পদ্মিনী অই বালা।
না করো মাথায় নাথ কলঙ্কের ডালা॥ ১৮৬
এ বড় অবনী-যুড়ে অতিশয় লাজ।
পরাজয় হয়ে কন্যা দিল মহারাজ॥ ১৮৭
কলঙ্ক না করো কুলে কন্যা কর বই।
বরঞ্চ সকল ছেড়ে দেশান্তরি হই॥ ১৮৮
কোথাকার বরে তুমি দিতে চাও ঝি।
বাপ হয়ে জলে ফেলে আনে কব কি॥ ১৮৯
রাজা বলে হেদেরে অবোধ মাগী শুন।
কেবা ধরে সংসারে এমন রূপ গুণ॥ ১৯০
দক্ষিণ-ধরণীপতি ধর্ম্মশীল বড়।
মহারাজা কর্ণসেন কুলে শীলে দড়॥ ১৯১
তার পুত্র লাউসেন ধর্ম্মের সেবক।
হেন বরে কন্যা দিলে রয়ে যায় সক॥ ১৯২
মনুজারি-তনুজ জিনিয়া রূপবান্।
গুণে মহাগুণী ধনী কুবের সমান॥ ১৯৩
জাম্ববান্ পরাজয়ী যদুপতিরণে।
জাম্ববতী দিয়া কেন পড়িল চরণে॥ ১৯৩
কেবা না সংসারে ঘোষে তার পুণ্যবল।
পাত্র বুঝে কন্যা দিলে কুলের উজ্জ্বল॥ ১৯৫
কলিঙ্গা বলেন তুমি কন্যাকর্ত্তা বট।
মাটী কর সম্বন্ধ সভায় হবে খাটি॥ ১৯৬
কিন্তু বাপা আপনি কহিলে যার সায়।
সত্য যদি সে হয় সুনিজ [illegible]॥ ১৯৭
মায়েরে কহেন ত্যজ মনের বৈকল্য।
সে জন জামাতা কত [illegible] ভাগ্য॥ ১৯৮
শালে[illegible] য শরীর ত্যজি পুজিল [illegible]।
সে[illegible] ধী জননী জঠরে যার জন্ম॥ ১৯৯

বিনয়ে বলেন বীর বুকে যোড় হাত।
কি তার অসাধ্য কর্ম্ম, ধর্ম্ম যার নাথ ॥ ২৩০
বিপদেতে দ্রুপদকন্যার লাজধর্ম্ম।
যে জন করিল রক্ষা ভাব সেই ব্রহ্ম ॥ ২৩১
প্রহ্লাদ ধ্রুবের পা রক্ষা কৈল যে।
তিন লোকে তা বিনে তরাতে আছে কে ॥ ২৩২
ভক্তের বিবাহ শুনি আনন্দিত মন।
ঠাকুর বলেন তবে পবননন্দন ॥ ২৩৩
অবিলম্বে আপনি অমরাবতী চল।
অভিলাষ আমার ইন্দ্রকে যেয়ে বল ॥ ২৩৪
কামরূপে কেবল করিয়া কৃপাদৃষ্টি।
ক্ষণমাত্র রণভূমে কর সুধা বৃষ্টি ॥ ২৩৫
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পবননন্দন।
ইন্দ্রকে যাইয়া কহে সব বিবরণ ॥ ২৩৬
আজ্ঞা পেয়ে সুরপতি সাজিয়া সত্বরে।
করিল অমৃত বৃষ্টি অবনী কাঙুরে ॥ ২৩৭
মার্ মার্ ক'রে উঠে যত রাজসৈন্য।
সবে বলে সাধু সাধু সেন ধন্য ধন্য ॥ ২৩৮
ভূপতি পাইল সাক্ষী কলিঙ্গার কথা।
মনে করে কন্যা মোর কুলের দেবতা ॥ ২৩৯
দোঁহে বুঝি দেবলোকে আছিল আলাপে।
এবে এই অবনী এসেছে অভিশাপে ॥ ২৪০
এত ভাবি রাজা রাণী আনন্দে বিভোল।
লাউসেনে আনালে করিয়া চতুর্দ্দোল ॥ ২৪১
বাসা দিল বিচিত্র বরণ বাড়ী ঘর।
নানা ধনে লাউসেনে করিল আদর ॥ ২৪২
উথলে আনন্দ অতি কলিঙ্গার মনে।
রাজরাণী বিভোল বিবাহ-আয়োজনে ॥ ২৪৩
…নের সন্তাপ তবু নাহি যায় দূরে।
দেবের দেবতা দুর্গা দেবী নাহি পুরে ॥ ২৪৪
অভিষেক কতেক কঠোর তপে মাতা।
কৃপাময়ী ঈশ্বরে কাঙুরে অধিষ্ঠিতা ॥ ২৪৫
মহা পূজা দিল রাজা বিবিধ বিধানে।
দেবী হৈল প্রসন্ন কলিঙ্গা সম্প্রদানে ॥ ২৪৬
নানা পদ্যে বাদ্য বাজে সুরজাদ্য করে।
মঙ্গল মাদল ঢোল মৃদঙ্গ মন্দিরে ॥ ২৪৭
দামামাদি দগড়ী দগড় জগঝম্প।
সাণি সিঙ্গা করতাল ঝাঁঝরি মকরন্দ ॥ ২৪৮
ধমক খঞ্জরী বীণা পিনাকের তানে।
গুণিগণ গায় গান গোবিন্দ-গুণগানে ॥ ২৪৯

কোনখানে তালমানে নাচিছে নর্ত্তকী।
মনোহরা অপ্সরা সমান শশিমুখী ॥ ২৫০
কলিঙ্গার বিবাহে বিভোল সর্ব্বজনা।
রাজপুরে হুলাহুলি মঙ্গল বাজনা ॥ ২৫১
সখীগণ আনন্দে হরিদ্রা দেয় গায়।
সমাদরে কন্যাবরে ক্ষীরখণ্ড খায় ॥ ২৫২
শুভক্ষণে ভূপতি বসিলা অধিবাসে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে ॥ ২৫৩

বিচিত্র চন্দ্রাতাপ, টাঙ্গাইয়া ফেলে সপ,
প্রশস্ত পরম যতনে।
কুটুম্ব বন্ধুগণে, আনায়ে নিমন্ত্রণে,
বসাল বিচিত্র আসনে ॥ ২৫৪
সুপদ্য বাজে বাদ্য, মৃদঙ্গ মুরজাদ্য,
মঙ্গল জয় হুলাহুলি।
নৃপতি নিকেতনে, যতেক সখীগণে
মঙ্গল তণ্ডুল বিউলি ॥ ২৫৫
কলিঙ্গার বিবাহ উল্লাসে।
সবিতা সমছটা, সম্মুখে দ্বিজঘটা,
রাজা বৈসে অধিবাসে ॥ ২৫৬
আরোপি হেমঘটে, প্রথমে পাণিপুটে,
পূজা প্রণামে কৈল তুষ্টি।
হেরম্ব দিনপতি হরিহর হৈমবতী,
প্রজাপত্যাদি গৃহষষ্ঠী ॥ ২৫৭
ব্রাহ্মণে বেদ রটে, গন্ধাদি হেমঘটে,
পরশ করি শেষ কালে।
শুভ ধিবাসোক্ত, বলিয়া যত বক্ত,
ছোঁয়াল কন্যার কপালে ॥ ২৫৮
মঙ্গল মহী আদি, প্রশস্ত পাত্রবিধি,
সু-শিলা ধান্য দূর্ব্বা ফল।
কুঙ্কুম ঘৃত দধি, স্বস্তিক যথাবিধি,
সিন্দুর সিদ্ধজ যে কজ্জল ॥ ২৫৯
সিদ্ধার্থ গোরোচনা, তাম্রাদি রূপা সোণা,
হরিদ্রাদি অলক্তক বাস।
দর্পণ সরষপে, চামর ধূপ দীপে,
করিলা মঙ্গলাধিবাস ॥ ২৬০
মঙ্গল দ্রব্য যত, বেদের বিধিমত,
ছোঁয়ায়ে থু'ল হেম থালে।
করে মঙ্গল সূত্র, বন্ধন কৈল মাত্র,
অপরূপ রাজা ভালে ॥ ২৬১

যার লাগি পূজি নিত্য ভবানী-শঙ্কর।
কহিনু মনের কথা সেই প্রাণেশ্বর ॥ ২০০
ময়নামণ্ডল পতি কিবা অন্য জনা।
বিশেষ বুঝহ বাপা করিয়া মন্ত্রণা ॥ ২০১
ব্যাপক ঘটক করি কুলপুরোহিত।
প্রধান পণ্ডিত লহ বুঝাইতে নীত ॥ ২০২
নিরানন্দ হৈল বন্দে মনোবন্ধ সব।
বিবাহ মঙ্গল কার্য্য মহামহোৎসব ॥ ২০৩
অশৌচান্তে পৌষমাস করে শুক্লবুদ্ধি।
অতিচারে বৃহস্পতি পরে কালাশুদ্ধি ॥ ২০৪
শ্রীহরি-শয়নে বিভা অনুচিত প্রায়।
বৎসরেক বিবাহ বিলম্ব কর রায় ॥ ২০৫
নতুবা ইহার কিছু কর প্রতিকার।
শুনেছি সংসারে তুমি ধর্ম্ম অবতার ॥ ২০৬
শুনিলে জিয়াবে সেনা যদি হয় সেন।
সে না হলে এখানে না রবে একক্ষেণ ॥ ২০৭
এ সব লক্ষণ পেলে এনো সমাদরে।
রাণী বলে এত তেজ কন্যা কেবা ধরে ॥ ২০৮
আপনি অখিলপতি গোকুলে গোপাল।
বিষজলে মরেছিল জিয়াল রাখাল ॥ ৩০৯
অপরঞ্চ রামলীলা রাক্ষসের রণে।
মরে মাত্র প্রাণ পেলে যত পশুগণে ॥ ২১০
তারা সব দেবতা বর্জ্জিত বাল্য জরা।
কে কোথা মানুষ হয়ে জিয়াইছে মরা ॥ ২১১
কলিঙ্গা কহেন নয় সামান্য মানুষ।
ধর্ম্মের সেবক শুদ্ধ পরম পুরুষ ॥ ২১১
মতি যার ঈশ্বরে অসাধ্য তার কি।
রাণী বলে এত তত্ত্ব কোথা পেলে ঝি ॥ ২১৩
কলিঙ্গা কহেন মাতা জানি সর্ব্বভাবে।
সংক্ষেপে কহিনু সার সাক্ষী তার পাবে ॥ ৩১৪
এত শুনি রাজরাণী আনন্দে উথলে।
ঘটা করি ভূপতি চলিলা হালাহোলে ॥ ২১৫
আসিয়া সেনের কাছে হলো উপনীত।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥ ২১৬

সেনে সম্বোধিয়া কত; কন রাজসভাসদ,
প্রধান পণ্ডিত পুরোহিত।
দেশের পরম শ্লাঘ্য ধন্য ভূপতির ভাগ্য,
এখানে আপনি উপনীত ॥ ২১৭
শ্রবণে তোমার নাম, লাউসেন অনুপাম,
গুণধাম ধর্ম্মের সেবক।
ধর্ম্মপূজা প্রকাশিতে, এলে ধন্য ধরণীতে,
স্বর্গ ত্যজি কশ্যপবালক ॥ ২১৮
চক্ষু কর্ণে বিসম্বাদ, ঘুচিল সে সব সাধ,
সাক্ষাতে দেখিনু রূপসীমা।
অনন্ত ধর্ম্মের ভক্ত, তুমি সে জীবন্মুক্ত,
কেবা শক্ত কহিতে মহিমা ॥ ২১৯
প্রসঙ্গে পাতক ক্ষয়, সাধু সাধু সদাশয়,
পরম পুরুষ পরায়ণ।
শালে ভর দিয়া রাণী, রঞ্জাবতী তপস্বিনী,
কোলে তোমা পেলে সুনন্দন ॥ ২২০
এই কর্পূরধল রাজা, করিবে তোমার পূজা,
কলিঙ্গা অঙ্গজা দিয়া দান।
বিবাহ মঙ্গলময়, তাহে মহা দুঃখোদয়,
মহাশয় কি করি বিধান ॥ ২২১
জ্ঞাতি বন্ধু রণে নাশ, অশৌচান্তে পৌষমাস,
অদ্য অতিচারি বৃহস্পতি।
শুক্র অস্ত বাল্যবৃদ্ধি, গুর্ব্বাদিত্য কালাশুদ্ধি,
পরে মলমাস কাল গণি ॥ ২২২
বৎসর বিরাম কর, নহে নিবেদন ধর,
কর কিছু ইহার উপায়।
প্রভু যার ধর্ম্মরাজ, কি তার অসাধ্য কাজ,
যুবরাজ রাখ এই দায় ॥ ২২৩
মৃতসেনা প্রাণ পায়, তবে সে সুসিদ্ধ রায়,
বিবাহে মঙ্গল মম কর্ম্ম।
শুনিয়া বিনয় বাণী, সেন বলে পুটপাণি,
ভাল প্রভু আছেন শ্রীধর্ম্ম ॥ ২২৪
অজ্ঞ অকিঞ্চন অতি, দীনহীন ক্ষীণমতি,
আমি কি করিব এই কাজ।
তোমা সবাকার পুণ্যে, জিয়াব সকল সৈন্যে,
আপনি ঠাকুর ধর্ম্মরাজ ॥ ২২৫
শুনিয়া সেনের কথা, সবে ভাবে এ দেবতা,
মরা যদি প্রাণদান পায়।
সবে হরি ধ্বনি করি, বিদায় হইল পুরী,
প্রবেশিলা ঘনরাম গায় ॥ ২২৬

প্রাণ পাবে যত সেনা রণে হবে ক্ষয়
শুনিয়া সকল লোক ভাবিল বিস্ময় ॥ ২২৭
অতিশয় আনন্দে কলিঙ্গা হর্ষমনা।
রাজা লাউসেন হেথা করেন ভাবনা ॥ ২২৮
সেন বলে সভা মাঝে কহিনু বিষম।
কহ দেখি কালুহে কিরূপে রবে ধর্ম্ম ॥ ২২৯

মঙ্গলা নারীগণে, লইল নিকেতনে,
কন্যা সে কনক চন্দ্রিকা।
ভূরি সঙ্কল্প নৃপ, পূজিয়া গণাধিপ,
গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা ॥ ২৬২
বসুধারাদি সুখে, করিয়া নান্দীমুখে,
ব্রাহ্মণে দান কৈল পূজা।
সেনের এই বিধি, যে কিছু মঙ্গলাদি,
করিল লাউসেন রাজা ॥ ২৬৩
বুঝিয়া শুভ লগ্ন, আনন্দে হয়ে মগ্ন,
জামাতা আনি পুরস্কার।
বসন নানা রঙ্গে, বরণ করি যত্নে,
করিতে নিল স্ত্রী-আচার ॥ ২৬৪
শ্রীগুরু-পদারবিন্দ, বন্দিয়া সদানন্দ,
ব্রাহ্মণ ঘনরাম গান।
সবার বঞ্ছা পূর্ণ, করিবে প্রভু তূর্ণ,
নায়কে হবে কৃপাবান ॥ ২৬৫

উল্লাস বাজনা চিত্র আসন উপরে।
শশিমুখী সকল বরিতে আইল বরে ॥ ২৬৬
কৌতুকে কামিনী কন্যা কলিঙ্গার সই।
কপালে চন্দন দিয়া পায়ে ঢালে দই ॥ ২৬৭
করভঙ্গী করিয়া ধরিছে কত তানে।
বরের বদনবিধু ব'রে ঢাকে পানে ॥ ২৬৮
মুখে দিয়া তাম্বুল সেনের সেকে গাল।
সাতবার বরিল ঘুরায়ে হেমথাল ॥ ২৬৯
সাজায়ে সাতাস কাটি সর্ব্ব সখী লয়ে।
মঙ্গল আচারে বরে প্রদক্ষিণ হয়ে ॥ ২৭০
যতনে আনিল কন্যা রতনে রঞ্জিতা।
চিত্রাসনে রত্নদীপ জ্বলে চারিভিতা ॥ ২৭১
দুহাতে ঘুরায় পান লাজে অধোমুখী।
বসনে বরের মুখ ঢাকে যত সখী ॥ ২৭২
বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে বার সাত।
দুজনে বদলে মালা পাসরিয়া হাত ॥ ২৭৩
নিছিয়া ফেলিল পা[illegible] উভ হাত তুলি।
বরে ফেলাইয়া মারে সগুড় চাউলি ॥ ২৭৪
চারি চক্ষে চঞ্চল চাহিল কন্যা বরে।
কামিনী সকল তায় কত রস করে ॥ ২৭৫
নারীর নাপান তান সদাই নূতন।
বশেষে বিবাহ বাদ্যে বাজে দশগুণ ॥ ২৭৬
সোহাগে যোগাল এনে ঔষধের ডালা।
॥ করে আরোপ তায় ভূপতির বালা ॥ ২৭৭
মনে করে স্বামীর সেবায় সিদ্ধশালী।
কি কাজ ঔষধ আশা কলঙ্কের ডালি ॥ ২৭৮
সেবা ভক্তি সাধনে প্রবল পুণ্য যশ।
ঔষধে কি গোবিন্দে গোপিকা কৈল বশ ॥ ২৭৯
ভুলাতে নারিল যারে হেমন্তের ঝি।
হেন জনে ও সব ঔষধে করে কি ॥ ২৮০
এত ভাবি দূর করে ঔষধের ডালা।
খেদায় অসতী নারী ছাউনির বেলা ॥ ২৮১
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গলধ্বনি হুলাহুলিময় ॥ ২৮২
শুভক্ষণে কন্যাবরে করিল ছাউনি।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর শব্দ উঠে জয়ধ্বনি ॥ ২৮৩
নিকেতনে নিল কন্যা দিয়া জলধারা।
মণ্ডপে প্রবেশে বর স্ত্রী-আচার সারা ॥ ২৮৪
বেদের বিধানে রাজা মন্ত্র উচ্চারিয়া।
সালঙ্কারা কন্যা সেনে দিল সমর্পিয়া ॥ ২৮৫
যৌতুক দক্ষিণা দান দিলা নানা ধন।
রাজা হলো অবসর তুষিয়া ব্রাহ্মণ ॥ ২৮৬
সায় হলো সম্প্রদাম লজ্জা ত্যজি দূর।
সেন দিল সিমন্তিনীর সীমন্তে সিন্দূর ॥ ২৮৭
মাথায় বসন দিলা রতন মৌড়ালা।
বেদের বিধান সিদ্ধ বাঁধে গাঁটছুলা ॥ ২৮৮
যেন লক্ষ্মী নারায়ণ শচী পুরন্দর।
স্বয়ম্ভু সাবিত্রী কিবা ভবানী শঙ্কর ॥ ২৮৯
বেদগানে বিপ্রগণে বলে উচ্চস্বরে।
তেমতি কলিঙ্গা কন্যা লাউসেন বরে ॥ ২৯০
লাজ হোম করে দিল ঘৃতের আহুতি।
বর কন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী ॥ ২৯১
সমাপন সব কর্ম্ম বেদ অনুসারে।
ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে ॥ ২৯২
দ্বিজগণে তুষি ধনে নতমান রায়।
ব্রাহ্মণ আশীষ দিল বিভা হৈল সায় ॥ ২৯৩
পতিপুত্রবতী বন্যা ভূপতির দারা।
বর কন্যা নিল ঘরে দিয়া জলধারা ॥ ২৯৪
ক্ষীর খণ্ড ভোজন শয়ন সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিল কন্যাবরে ॥ ২৯৫
আট দিনে ঢাকিল মঙ্গল আট হাঁড়ি।
সেন বলে ঠাকুর বিদায় হব বাড়ী ॥ ২৯৬
অ[illegible] আপনি আইস, রাজার সাক্ষাতে।
হাল[illegible]লে করিয়া আসিবে অচিরাতে ॥ ২৯৭

নরপতি হরিষ বিষাদে দিল সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥ ২৯৮

নানা ধনে বিদায় করিল জামাতার।
বসন ভূষণ হেম হীরা মণিহার॥ ২৯৯
যতনে রতন পেড়ি ভূপতির নারী।
সাজি দিল শ্বশুর শাশুড়ী নমস্কার॥ ৩০০
ভূপতি জরদ জোড় জরিপট্ট শাল।
নানা ধনে ডোমগণে করিল নেহাল॥ ৩০১
ব্রাহ্মণ নৃপতি রাণী আরাধ্যা অপরে।
সবাকার চরণ বন্দিল কন্যাবরে॥ ৩০২
হেমহীরা রত্নমালা কেহ দিল দান।
ব্রাহ্মণ আশীষ দিল শীরে দূর্ব্বাধান॥ ৩০৩
বর কন্যা বিদায়ে বিভোল সর্ব্বলোক।
জননী পাসরে কোলে মৃত পুত্র-শোক॥ ৩০৪
পথ নাহি দেখে রাণী নয়ানের লোহে।
সকল সংসার কান্দে কলিঙ্গার মোহে॥ ৩০৫
মুখ হেরি কান্দে যত খেলাবার সখী।
ছল ছল করে দুটী কলিঙ্গার আঁখি॥ ৩০৬
কান্দিয়া কহেন আমি কোথা যাই মা।
মায়ায় মোহিত রাণী মুখে নাই রা॥ ৩০৭
প্রাণের পুতুলী গৌরী পাঠায়ে কৈলাসে।
মেনকা কান্দেন যেন শূন্য দেখি বাসে॥ ৩০৮
সেইরূপ রাজার রমণী করে শোক।
মায়ে ঝিয়ে প্রবোধে প্রবীণ যত লোক॥ ৩০৯
ভূপুত্র হইলে বৈসে সভার ভিতর।
সেই কন্যা ধন্যা যে স্বামীর করে ঘর॥ ৩১০
প্রবোধ করেন সবে তবে নৃপবর।
রাজভেট দিল আর কাঙুরের কর॥ ৩১১
যাত্রা করে দেবীপদ করিয়া ভাবনা।
কুঞ্জর উপর উঠে দুর্দুর্ বাজনা॥ ৩১২
দাস-দাসী বেষ্টিত চৌদোলে কন্যা বর।
চতুরঙ্গবলে রাজা মাতঙ্গ উপর॥ ৩১৩
পার হলো ব্রহ্মপুত্র রাখে থানা ঘাট।
যে পথে এসেছে কালু ধরে সেই বাট॥ ৩১৪
প্রবেশ করিল গৌড় মোকামে মোকামে।
পড়িল কানাত তাম্বু রাজগড় বামে॥ ৩১৫
রতন ভাণ্ডার তাহে বিনোদ মন্দির।
বাড়ী ঘেড়ে রহিল যতেক মহাবীর॥ ৩১৬
কলিঙ্গা রহিল তায় কিঙ্করীবেষ্টিত।
ভূপতি ভেটিতে গেলা শ্বশুর সহিত॥ ৩১৭
বাজে পদ্য কত বাদ্য বিজয় বিশাল।
চমকিত চঞ্চল সহর মহীপাল॥ ৩১৮
কোমর বান্ধিয়া রহে নব লক্ষ দল।
হেন কালে এল্যে বার্ত্তা পরম মঙ্গল॥ ৩১৯
জয় করি লাউসেন আইল কামরূপ।
শুনিয়া সন্তাপ গেল বার দিল ভূপ॥ ৩২০
শচীপতি শোভে যেন দেবতার মাঝ।
বার ভূঞে বেষ্টিত বিরাজে মহারাজ॥ ৩২১
সেন হেন সময়ে আসিতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম ছেলাম হুড়াহুড়ি॥ ৩২২
বাহিরে বাহন রাখি গেল পদগতি।
ভূপতিচরণে আসি করিল প্রণতি॥ ৩২৩
ধলনরপতি অতি হলো নতমান।
গলায় লম্বিত বাস সম্ভ্রমে দাঁড়ান॥ ৩২৪
সম্মান করিয়া রাজা রঞ্জার নন্দনে।
এসো এসো বলি কাছে বসালে আসনে॥ ৩২৫
রাজা বলে কও বাপু-কাঙুর বিষয়।
সেন বলে তোমার প্রসাদে হলো জয়॥ ৩২৬
সভয় সম্মুখে তব বুকে যোড়হাত।
এই কর্পূরধল রাজা কাঙুরের নাথ॥ ৩২৭
এত শুনি আপাদ মস্তক রাজা চায়।
ইহার প্রতাপ এত শুনা যেতো রায়॥ ৩২৮
ইহার উচিত আজি ঘোর বন্দীখানা।
লাউসেন বিনয় বচনে করে মানা॥ ৩২৯
ধার্ম্মিক সরল রাজা শীল নহে বক্র।
যে কিছু শুনেছ কোন্ কুচক্রীর চক্র॥ ৩৩০
তবে যে করিল যুদ্ধ রাজ-ব্যবহার।
তবু জয় হলো পুণ্য প্রতাপে তোমার॥ ৩৩১
সম্প্রাতক ভূপতি তোমার বৈবাহিক।
যে হয় উচিত কর কি কব অধিক॥ ৩৩২
এত বলি সম্মুখে রাখিল রাজভেট।
পাত্র মহামদ দেখি মাথা করে হেট॥ ৩৩৩
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ৩৩৪

পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত মনে।
এসো বন্ধু বলি রাজা বসালে আসনে॥ ৩
গৌড়পতি লাউসেন রাজা কর্পূরধল।
হালাহোলে চলিল মহল॥ ৩৩৬
বাসা বিদায় হলো বারভূঞাগণ।
সি সম্ভাষিল মাসীর চরণ॥ ৩৩৭

আশীষ করিয়া রাণী এসো এসো বলে।
সব সুমঙ্গল শুনি আনন্দে উথলে॥ ৩৩৮
মহারাণী বিধুমুখী কলিঙ্গা বধূরে।
আনন্দে বিভোল অতি আনে অন্তঃপুরে॥ ৩৩৯
নমস্কারি বহুমূল্য ধন দিলা বধূ।
নানা রত্ন ধন দিয়া দেখে মুখবিধূ॥ ৩৪০
বৈবাহিকে বিশেষ বাড়ালে বড় ভাব।
ভূপতি আনন্দে ভাসে পেয়ে বন্ধুলাভ॥ ৩৪১
নানা ভোগ সম্মানে দিবস দুই যায়।
তৃতীয়ে কাঙ্কুরপতি মাগিল বিদায়। ৩৪২
পরিহাসে ভাষে রাজা বৈবাহিক সনে।
যুবতী জায়ার প্রেম পড়ে গেল মনে॥ ৩৪৩
ধলরাজ বলে তুমি বৃদ্ধ মহারাজ।
পরস্পর পরিহাসে সেন পেলে লাজ॥ ৩৪৪
নিকটে আসিয়া করে নৃপে নিবেদন।
সেনে কন্যা দিয়া নিলাম তোমার স্মরণ॥ ৩৪৫
গৌড়পতি কন ভাই শরণ সবার।
তুমি বৈবাহিক বন্ধু কুটুম্ব আমার॥ ৩৪৬
কালে কালে কিছু কিছু কর কবি দিবে।
বিপত্তে বারতা পেলে তত্ত্ব মোর নিবে॥ ৩৪৭
শুনি অঙ্গীকার করে কাঙ্কুরের ভূপ।
তবে রাজা সম্মান করিল কত রূপ॥ ৩৪৮
ভুবন ভরিয়া ভাসে ভূপতির যশ।
ধলরাজ হৈল তবে গৌড়রাজ বশ॥ ৩৪৯
লাউসেনে নৃপতি দিলেন পুরস্কার।
বিধুমুখী বধূরে বিবিধ অলঙ্কার॥ ৩৫০
সবারে বিদায় করি পরিতোষ মনে।
দম্পতি বন্দিল রাজা রাণীর চরণে॥ ৩৫১
প্রণাম আশীষে আর নমস্কার বোলে।
যথাযোগ্য জনে সনে করি হালাহোলে॥ ৩৫২
মোকাম মন্দিরে আসি রহিল প্রদোষে।
পরদিন প্রভাতে পরম পরিতোষে॥ ৩৫৩
দেশে গেল ধলরাজা মোকামে মোকামে।
সন্তোষে আসেন সেন আপনার ধামে॥ ৩৫৪
রাম শম্ভু পূর্ব্বরাম গোপাল গোবিন্দ।
রামকৃষ্ণ প্রতি প্রভু রাখিবে আনন্দ॥ ৩৫৫
সদা চিন্তা করি মহারাজার কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ৩৫৬

চৌদোলে চাপিল রাণী সম্পতি সহিত।
দাস দাসী বীরগণে চৌদিগে বেষ্টিত॥ ৩৫৭
লঘুগতি ভূপতি পেঙ্কল পদ্ম রথী।
শুনিলা মঙ্গলকোটে রাজা গজপতি॥ ৩৫৮
বিভা করি দেশে যায় লউসেন রায়।
অমলা অঙ্গজা আমি সমর্পিব তায়॥ ৩৫৯
রূপে গুণে অনুপাম ধর্ম্মের সেবক।
হেন পাত্রে কন্যা দিলে রয়ে যায় সক॥ ৩৬০
এত ভাবি করিল অনেক আয়োজন।
অবিলম্বে আসে সেথা রঞ্জার নন্দন॥ ৩৬১
আসিতে মঙ্গল কোট দিনেকের বাট।
আনিতে পাঠালে পাত্রে পুরোহিত ভাট॥ ৩৬২
ভট্ট আসি করিল সেনের গুণগান।
প্রণতি করিতে দ্বিজ দিল আশীর্ব্বাদ॥ ৩৬৩
বিনয় বচনে সেনে বলিল বারতা।
তুমি হবে গজপতি রাজার জামাতা॥ ৩৬৪
দুহিতা অমলা তার দ্বিতীয় উর্ব্বশী।
রূপরাশী অসীম বদন পূর্ণশশী॥ ৩৬৫
শুনি রাজা কলিঙ্গার মুখপদ্ম চায়।
শ্লেষ বুঝি সুন্দরী স্বামীরে দিল সায়॥ ৩৬৬
তবে রায় সায় দিয়া চলে রাজধানে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট বেলা অবসানে॥ ৩৬৭
আপনি আদরে রাজা অগ্র হয়ে নিল।
হালাহোলে করিয়া বিরলে বাসা দিল॥ ৩৬৮
বেদের বিধান মত অতি শুভক্ষণে।
অর্চ্চিয়া অমলা কন্যা দিল লাউসেনে॥ ৩৬৯
দক্ষিণা যৌতক দান কতেক সম্মান।
নানাধন ভূপতি ব্রাহ্মণে দিল দান॥ ৩৭০
অষ্ট দিনে মঙ্গল আচরে কন্যা-বরে।
বিদায় হইল রায় নবম বাসরে॥ ৩৭১
বহুরত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
কলিঙ্গা রাণীর করে কত পুরস্কার॥ ৩৭২
হাতে হাতে সমর্পিলা অমলা রূপসী।
বিনয় বচনে কহে রাজার মহিষী॥ ৩৭৩
সতিনী বলিয়া বাছা পাছে ছাড় দয়া।
রাণী বলে প্রাণতুল্য তোমার তনয়া॥ ৩৭৪
এত বলি দু সতীনে করিলা প্রণতি।
যথাযোগ্য জনে ধনে তুষিলা ভূপতি॥ ৩৭৫
দেব গুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে রাজা রাণী।
সবারে বন্দিয়া চলে সেন মহাজ্ঞানী॥ ৩৭৬
দাস-দাসী-বেষ্টিত হরিষ হালাহোলে।
বর কন্যা চাপিয়া চলিল চতুর্দ্দোলে॥ ৩৭৭

পরম সন্তোষে সেন আসেন নিবাস।
বর্দ্ধমানে শুনিল ভূপতি কালিদাস ॥ ৩৭৮
বন্ধুগণে বেষ্টিত আসিয়া নৃপবর।
লাউসেনে আনাইল করিয়া আদর ॥ ৩৭৯
দেখিয়া সেনের মুখ রাজা পড়ে ভুলে।
বরমাল্য সহসা সেনের দিল গলে ॥ ৩৮০
বলিল বিমলা কন্যা সমর্পিনু রায়।
শ্বশুর সম্ভাষ করি সেন দিল সায় ॥ ৩৮১
তবে রাজা আনন্দিত বেদের বিধানে।
বিধুমুখী বিমলা বিবাহ দিল সেনে ॥ ৩৮২
ক্ষীরখণ্ড ভোজনে শয়নে সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিল কন্যাবরে ॥ ৩৮৩
প্রভাতে বিদায় হলো রঞ্জার কুমার।
জনে জনে ভূপতি করিল নমস্কার ॥ ৩৮৪
কলিঙ্গা অমলা হাতে বিমলা সঁপিয়া।
রাজার রমণী দিল বিনয় করিয়া ॥ ৩৮৫
দম্পতি সহিত সেন যথাযোগ্য জনে।
সম্ভাষি চৌদোলে চাপি চলে চারি জনে ॥ ৩৮৬
আগে আগে ধায় বাজী আগুরীর পাখর।
হালাগোল করিয়া পেরুল দামোদর ॥ ৩৮৭
সৈয়দ মোকামে রাখি বাবুবকপুর।
আমিলা মঙ্গলমারি উচালন দূর ॥ ৩৮৮
জাহানাবাজে বিষ্ণুপুর দক্ষে রাখে রায়।
মোকামে মোকামে কত সরাই এরায় ॥ ৩৮৯
কত দিনে এলো সেন আপনার দেশে।
শুভ সমাচার পুরে পাঠাল বিশেষ ॥ ৩৯০
আনন্দসাগরে ভাসে রঞ্জাবতী রাণী।
কর্ণসেন বিভোল বারতা শুভ শুনি ॥ ৩৯১
বিভা করি শ্রীরাম যেমত অযোধ্যায়।
শুনিয়া সকল লোক উভ মুখে ধায় ॥ ৩৯২
সেইরূপ ধায় যত পুরুষ-রমণী।
আনন্দে অবধি নাই ময়না অবনী ॥ ৩৯৩
সন্তোষে কর্পূর করে নানা আয়োজন।
দেখিতে দেখিতে রায় আইল নিকেতন ॥ ৩৯৪
নানা পদ্য বাদ্য বাজে শুনিতে রসাল।
বর কন্যা বরিতে সাজাল হেমথাল ॥ ৩৯৫
পুত্রবধূ আনন্দে উথলে রঞ্জারাণী।
ব্রাহ্মণ সকল করে শুভ বেদধ্বনি ॥ ৩৯৬
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গলধ্বনি হুলাহুলিময় ॥ ৩৯৭
তাণ্ডবী তাণ্ডবে করে, তাল মান গান
বরণ করিয়া রাণী নিছে ফেলে পান ॥ ৩৯৮
পুত্রবধূ মুকুট-মণ্ডিত রত্নমালা।
প্রধান মন্দিরে নিলা দিয়া জলঝারা ॥ ৩৯৯
বধূর বদন হেরি পুলকিতা প্রেমে।
নিছনি করিল কত হীরামণি হেমে ॥ ৪০০
কনক-অঙ্গুলি কত মরকত মণি।
মহারাজা কর্ণসেন করিল নিছনি ॥ ৪০১
পুত্রবধূ প্রণতি করিল পদতলে।
রাজরাণী আশীষ করিল কুতুহলে ॥ ৪০২
নমস্কারি নৌকতা যৌতুক যত ধন।
দাসীগণ রাণীকে করিল সমর্পণ ॥ ৪০৩
পাত্র মিত্র প্রজাগণ পরম কৌতুকে।
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল যৌতুকে ॥ ৪
ব্রাহ্মণ আশীষ দিল শীরে দূর্ব্বা ধান।
দম্পতি সহিত সেন হলো নতমান ॥ ৪০৫
শেষে আসি কর্পূর লোটায়ে পড়ে পায়।
উঠে আলিঙ্গন করে লাউসেন রায় ॥ ৪০৬
নিরঞ্জন চরণ-সরোজ আরাধনে।
সুখাবেশে ভূপতি রহিলা নিকেতনে ॥ ৪০
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ভণে ঘনরাম দ্বিজ।
প্রভুপদ-পঙ্কজে রাখিবে চিত্ত নিজ ॥ ৪০৮
এত দূরে সম্প্রতি হৈল পালা সায়।
আসর সহিত প্রভু হবে বরদায় ॥ ৪০৯

কাঙুর-যুদ্ধ যাত্রা সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

কানড়ার স্বয়ম্বর।

ধর্ম্মবলে লাউসেন জিনে কামরূপ
নিজদেশে সুখাবেশে ময়নার ভূপ ॥ ১
হনুমানে ঠাকুর বলেন সম্ভাষণে।
পূজা প্রকাশিতে গেল কণ্ঠগণ জনে ॥ ২
এবে সে হইল মত্ত মায়া-মোহপাশে।
ধন জন ধরণী রমণী রঙ্গ রসে। ৩
বিশেষ বিভব ভাগ্য ময়নার [illegible]।
কলিযুগে [illegible] পারা, না হলো বার্দ্ধতি

হনু বলে পদতলে নিবেদন করি।
গৌড়েতে পাঠাও বেগে স্বর্গবিদ্যাধরী। ৫
তাণ্ডবে তুষিবে বৃদ্ধ ভূপতির চিত।
অনঙ্গ-আবেশে রাজা হইবে মোহিত। ৬
জয়াকালে যুবক জনার মনোফল।
বিবাহ কারণ রাজা হইবে পাগল। ৭
দুর্ব্বুদ্ধি-বাণিত পাত্র দিবে অনুমতি।
হরিপালতনয়া আছেন রূপবতী।৮
কানড়া কুমারী নিত্য পুজে ভগবতী।
কেবল কামনা করি লাউসেন পতি। ৯
এই হেতু যতেক হইবে দূরাদূর।
সমাধিবে লাউসেনে শুনহ ঠাকুর। ১০
সেনে যত শঙ্কটে পাঠাবে মূঢ়মতি।
উদ্ধারিয়া প্রচারিবে পূজার পদ্ধতি॥ ১১
এত যদি বীরের বদনে বাক্য রটে।
ঠাকুর বলেন সার উপযুক্ত বটে। ১২
এত বলি আদেশিল অখিল রমণী।
কনকপ্রতিমা পুরে প্রবেশে কামিনী। ১৩
ঠাকুর কহেন শুন স্বর্গবিদ্যাধরী।
আজিকার তাণ্ডবে অবনী অবতরী। ১৪
সুবেশা হইয়া শীঘ্র সাজ গৌড়পুরে।
মোহিতে রাজার মতি রতিপতি-শরে। ১৫
যতনে রতনে রামা কর সাজ কাজ।
রাজা নয় যুবক বয়সে নাই গাছ। ১৬
লোলিত গায়ের মাংস নাই দন্ত কেশ।
সবে মাত্র ভরসা তোমার নাম বেশ। ১৭
আজ্ঞায় অপূর্ব্ব বেশ ধরে বারাঙ্গনা।
খঞ্জন গঞ্জন চারু চঞ্চল-লোচনা। ১৮
কটাক্ষ কামের বাণ কামধনু ভুরু।
কদলীরাজ জিনি মাঝ রামরম্ভা উরু। ১৯
মুনিমনোমোহিনী মদনমনোরমা।
নূতন তরণী তনু তুল্য তিলোত্তমা। ২০
দাসী হাতে দর্পণ দেখিছে মুখচেয়ে।
মনে করে মহীন্দ্রে মোহিব মাত্র যেয়ে। ২১
নব নিতম্বিনী সনে গমন-মন্থর।
অসুর ছলিতে যেন চলিল অপ্সরা॥ ২২
খমক খঞ্জরী বিনা পিনাকের তানে।
লাস বেশ নাপানে সুগানে তান মানে॥ ২৩
গজেন্দ্রগামিনী ধনী পাই রাজধান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ২৪

বারভূঞে বেষ্টিত বসেছে নরপতি।
সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য এরামব যতি॥ ২৫
পাত্র মিত্র সগোত্র অপর বন্ধুগণ।
ভূপতি ভারত কথা করেন শ্রবণ॥ ২৬
সমুদ্র মন্থনে যেন উথলিল সুধা।
অসুর অমর চায় নিবারিতে ক্ষুধা॥ ২৭
দেবতা দানবে দ্বন্দ্ব দেখি দনুজারি।
দৈত্যমন মোহিলা মোহিনী মূর্ত্তিধারী॥ ২৮
অঙ্গ ভঙ্গ মৃদু হাস্য কটাক্ষ চাহনি।
উভয় সাক্ষাতে সুধা বাঁটেন আপনি॥ ২৯
কামে অচেতন চিত্ত দৈত্য দেখে চেয়ে।
সুরগণে সুধা সব সমাপিল খেয়ে॥ ৩০
এ কথা শুনিয়া শেষে শ্রীহরি সাক্ষাৎ।
দেখিতে মোহিনীমূর্ত্তি এলো ভোলানাথ॥ ৩১
কোন মূর্ত্তি মোহিনী মোহিল দৈত্যকুল।
ঠাকুর বলেন পাছে দেখে তুমি ভুল॥ ৩২
তবে ত বাড়াবে লাজ ত্রিভুবন বই।
শিব বলে আমিত তোমার মত নই॥ ৩৩
আমা হইতে হতকাম জগত বিরাজে।
ঠাকুর বলেন ভাল বুঝা যাবে কাজে॥ ৩৪
এত বলি হলো প্রভু ত্রিলোকমোহিনী।
দেখিয়া মোহিত হৈল দেব শূলপাণি॥ ৩৫
বিভোল হইল শিব ভূমে লোটে জটা।
খসে পড়ে বাঘছাল ধাইল লেঙ্গটা॥ ৩৬
ধর ধর বলিতে মোহিনী দিল ধাই।
খসিল অক্ষয় তেজ লজ্জিত শিবাই॥ ৩৭
এই অধ্যা ভারত শুনেন মহারাজ।
হেন কালে আইল রামা রাজার সমাজ॥ ৩৮
নানা নৃত্য আরম্ভিল স্বর্গবিদ্যাধরী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে খমক খঞ্জরী॥ ৩৯
নাট পাটে হাঁকে পাকে ফিরে দেশ বই।
নটীগণ ধরে তাল তাথেই তাথেই॥ ৪০
সুতানে নাপানে গানে তালে মানে মেলি।
তাতা নাতা থেই থেই দেয় করতালি॥ ৪১
আধ-আধ চরণে চঞ্চল-গতি যায়।
করভ করি অঙ্গ অঙ্গুলি কাঁপায়॥ ৪২
বিপুল নিতম্বভরে হেলে মধ্যদেশ।
বাতাসে বসন উড়ে বিবসন বেশ॥ ৪৩
নিবিড় লাবণ্য জন্ম কটাক্ষ চাতুরি।
অঙ্গ ভঙ্গ মৃদু হাস্যে মন করে চুরি॥ ৪৪

কামে বিমোহিত রাজা দেখিতে না পান
মোহ দিয়া মোহিনী ঐখানে তিরোধান ৪৫
রাজা চায় চঞ্চল, মোহিত হয়ে কামে।
সাধিবারে স্মর ছিল সুরতি সংগ্রামে ৪৬
না দেখিয়া কামিনী যামিনী দেখে দিনে।
ভূপতি সুমতি ছাড়ে কুমতি-অধীনে॥ ৪৭
সভাজনে সম্বোধি সরম খেয়ে কয়।
বিশেষ কামুক হলে ত্যজে লাজ ভয়॥ ৪৮
ত্রিভুবনমোহিনী না জানি গেল কোথা।
যে জন মিলায় তায় যে চায় সর্ব্বথা॥ ৪৯
আদরে ইনাম পাবে রবে মোর মনে।
মহাপাত্র বলে কিছু প্রবোধ বচনে॥ ৫০
তোমার প্রবল পুণ্য পৃথিবী-প্রকাশ।
এমন বয়েসে কেন পাপে অভিলাষ॥ ৫১
দারীর দর্শনে পুণ্য স্পর্শে মহাপাপ।
দূর কর মহারাজ ওসব প্রলাপ॥ ৫২
তাকে চেয়ে বিভা দিব সুন্দরী অঙ্গনা।
রাজা বলে হেন কন্যা কে কবে ঘটনা ৫৩
পদ্মমুখী পদ্মিনী বরণ কাঁচাসোণা।
পাত্র বলে কুলকন্যা করেছি ঘটনা॥ ৫৪
শ্রীগুরু পদারবিন্দ সদা করি ধ্যান।
ঘনরাম ব্রাহ্মণ মধুররস গান॥ ৫৫
হরিপাল ভূপাল কন্যা সিমুলানিবাসী।
শশিমুখী সুন্দরী কি অপ্সরা উর্ব্বশী॥ ৫৬
এত শুনি হর্ষ হয়ে রাজা দিল সায়।
ভাট পুরোহিতে পাত্র সিমুলা পাঠায়॥ ৫৭
উপহার দিল ভার বিশাসয় বই।
লাড়ু কলা চিনি ফেণি ক্ষীর খণ্ড দই॥ ৫৮
মজা মত্তমান মিহরি খাসা ক্ষীর খণ্ডা।
মনোহরা মতিচুর খাসামৃত মণ্ডা॥ ৫৯
পনস উত্তম আম নারিকেল গুয়।
আমলকী সুগন্ধি চন্দন চারুচুয়া॥ ৬০
কন্যার কারণে কত দিল অলঙ্কার।
হীরা মণি মুকুতা মণ্ডিত হেমহার॥ ৬১
কনক কিঙ্কিণী কত কনক কেয়ুর।
সচিত্র সুন্দর ধব, সুরঙ্গ সিন্দুর॥ ৬২
সারি সারি বহে ভারি ভার থরে থর।
ভাটে ডাকি আপনি কহেন নৃপবর॥ ৬৩
সাবধানে শুনো ওহে গঙ্গাধর রায়।
বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়॥
বাড়াব সম্মান খুব সিদ্ধ হলে কাজ।
জোড় হাতে বলে ভট্ট, ভাল মহারাজ॥ ৬৫
এত শুনি রাজা পাত্রে দিয়া হাত নাড়া।
বিদায় হইল ভট্ট আরোহিয়া ঘোড়া॥ ৬৬
সুখদ-শিবিকা চাপি রাজপুরোহিত।
চলিল চৌদিকে ভারি নফরে বেষ্টিত॥ ৬৭
পার হলো ভৈরবী ভবানীপুর ধামে।
সিমুলা সমীপে এলো মোকামে মোকামে॥ ৬৮
পেরুল পুণ্যদা নদী গড় হইল পার।
সম্ভ্রমে সিমুলাপতি শুনি সমাচার॥ ৬৯
সমাদরে সবারে বাসরে নিল রায়।
উপহার ভার যত ভাণ্ডারে যোগায়॥ ৭০
সম্মান করিয়া শেষে সুধান বারতা।
শ্লেষরূপে ব্রাহ্মণ কহিল সব কথা॥ ৭১
ঘটক ব্যাপক বড় ভট্টজাতি তায়।
হাত নেড়ে কয় কিছু রাজার সভায়॥ ৭২
সিমুলা অবনীনাথ কর অবগতি।
সদাশয় সাক্ষাতে পাঠালে গৌড়পতি॥ ৭৩
সম্প্রতি বিবাহ ইচ্ছা হয়েছে তাঁহার।
কন্যা দিতে কত রাজা করে অঙ্গীকার॥ ৭৪
সে সকল সম্বন্ধে রাজার নাই সায়।
অতেব আপনি হেথা উপস্থিত রায়॥ ৭৫
তুমি মহামহিম মহেন্দ্র মহামতি।
নৃপকুল-কমলে প্রকাশে দিনপতি॥ ৭৬
বসুমতী-বেষ্টিত তোমার কীর্ত্তিলতা।
গুণবতী সুলক্ষণা তোমার দুহিতা॥ ৭৭
ধার্ম্মিক ধরণী-পতি ধর্ম্মপাল রাজা।
কলিকালে কল্পতরু কুলে শীলে তাজা॥ ৭৮
তার পুত্র গৌড়েশ্বর ঈশ্বরের অংশে।
প্রবল প্রতাপ পুণ্যে সংসারে প্রশংসে॥ ৭৯
কুমুদ-বান্ধব বন্ধু সিন্ধু পিতা যোর।
স্বধর্ম্ম ধরণী ধন কি কহিব তার॥ ৮০
রূপে গুণে অনুপাম কুলপদ্মে পূষা।
বারভূঞে বেষ্টিত ভূপতি যার ভূষা॥ ৮১
হেন জনে কন্যাদানে পরম পৌরব।
জয়যুক্ত জগতে জাগিয়া যায় যশ॥ ৮২
শুনিয়া সিমুলাপতি ভাবে সাত পাঁচ।
চিন্তামণি নিকরে মিশায় যেন কাঁচ॥ ৮৩
বরের বয়েস বেশ আকার মূরতি।
না দেখি কেমনে করিব অনুমতি॥ ৮৪

বিরস বচন বলা উপযুক্ত নয়।
রাজা বড় হটিল, বেদিল পাছে হয়॥ ৮৫
এত বলি ভূপতি জায়ারে যেয়ে কয়।
কবিরত্ন চিন্তে সদা নায়েকের জয়॥ ৮৬
জায়ারে যাইয়া যত, বিবরিয়া বিধিমত,
বলিল সম্বন্ধ-বিবরণ।
শুনিয়া স্বামীর পদে, রাজার রমণী বদে,
প্রাণনাথ শুন নিবেদন॥ ৮৭
সহসা কলঙ্ক ডালি, না লয়ো মাথায় তুলি,
কানড়া কুমারী ইচ্ছাবতী।
জিজ্ঞাসা করহ ধন্যা, কুলকমলিনী কন্যা,
কামনা করেছে কোন পতি। ৮৮
এত শুনি নরপতি, যাইয়া কন্যার প্রতি,
কন বাছা শুনগো বিহিত।
তোমার সম্বন্ধ মনে, গৌড়পতি নানাধনে,
পাঠাইলা ভাট পুরোহিত॥ ৮৯
কুলে শীলে রূপে গুণে, ধার্ম্মিক ধরণী ধনে,
প্রবল প্রতাপ পুণ্য যশে।
উৎকল কোশল অঙ্গে, কলিঙ্গ মগধ বঙ্গে,
বারভূঞে বসে যার বশে॥ ৯০
এ সৎ সম্বন্ধ অতি, যদি দেহ অনুমতি,
বসুমতী বাস করতলে।
শুনিয়া পিতার বাণী, অধোমুখে পুটপাণি,
কানড়া কহেন কিছু ছলে॥ ৯১
নিতি রিতি রতি মতি, প্রণতি ভকতি স্তুতি,
সতত পার্ব্বতী পদে মোর।
তার আজ্ঞা আছে অতি, নির্ণয় করিয়া পতি,
আপনি বিবাহ দিব তোর॥ ৯২
দেব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, বুঝিয়া করহ কার্য্য,
আজি ধৈর্য্য হবে মহাশয়।
ভাল ভাল বলি রায়, নিজ নিকেতন পায়,
প্রভবে ভাবনা কত ভয়॥ ৯৩
জ্ঞানবতী সতী সাধ্বী, কন্যা নহে কার বাধ্যি,
কানড়া কুমারী জাতিস্মরা।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ পতি, মনে আছে প্রাণপতি,
লাউসেনে হব স্বয়ম্বরা॥ ৯৪
তথাপি গৌড়ের পতি, অভব্য হইবে অতি,
ভাটের হইবে অপমান।
প্রবোধ পাইয়া মনে, আনা'লে বেগারিগণে,
ঘনরাম কবিরত্ন গান। ৯৫

কানড়া কহেন দাসী শুন শশিমুখী।
মরি মরি বেগারী সকল জন্ম দুঃখী॥ ৯৬
ভার বয়ে ক্ষীণতনু মুখে নাই রা।
দেহ তৈল হরিদ্রা প্রসন্ন হক্ গা॥ ৯৭
এত শুনি আনন্দে অনেক পরিপাটী।
দুর্ম্মুখা ধূমসী দাসী দিল বাটী বাটী॥ ৯৮
দলুজ দক্ষিণে দীঘি দেখি দিব্য জল।
স্নান করি ভারিগণ গায়ে পেলে বল॥ ৯৯
কন্যার মন্দিরে পুনঃ করিতে প্রবেশ।
খেতে দিল ক্ষীর খণ্ড মুড়কি সন্দেশ॥ ১০০
মর্য্যাদা করিল মালা চন্দনে ভূষিত।
ভয় পেয়ে ভারিগণ ভাবে বিপরীত॥ ১০১
মনে করে বলি দিবে বা শূলি খর্পরে।
অতেব সব র এত সমাদর করে॥ ১০২
দেখিয়া চঞ্চল মতি সম্মুখে ভদ্রকালী।
লহ লহ রসনা ভূষণ মুণ্ডমালী॥ ১০৩
তা দেখে তরাসে তারা হলো তুল্য মড়া।
তখন অভয় বাণী বলেন কানড়া॥ ১০৪
সাবধানে শুন সবে কোন চিন্তা নাই।
এক কথা জিজ্ঞাসি যথার্থ কবে ভাই॥ ১০৫
রাজার বয়স বেশ আকার মূরতি।
সত্য কবে সাক্ষাৎ প্রমাণ ভগবতী॥ ১০৬
এই যে দেউলে দেবী দনুজদলনী।
মিথ্যাবাদী জনের ঘাড় ভাঙ্গেন আপনি॥ ১০৭
এত শুনি বিনয়ে বেগারিগণ কয়।
মিছা বাণী সেঁচা পানি কতক্ষণ রয়॥ ১০৮
কতক্ষণ জলের তিলেক রয় ভালে।
কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে॥ ১০৯
বিশাসয় হইবে প্রায় বরের বয়েস।
লোলিত গায়ের মাংস নাই দন্ত লেশ॥ ১১০
ধবল সকল কেশ বেশ বিপরীত।
বদনে তোবড়া গাল কপাল লোলিত॥ ১১১
গতিহীন ঘোড়ায়, দোলায় হেলে গা।
বলিনু বিবাহযোগ্য বর নহে মা॥ ১১২
সত্যবাণী শুনি ধনী হয়ে হর্ষমনা।
ভারিগণে জনে জনে কানে দিল সোনা॥ ১১৩
সব শিরে বান্ধাইল বিনোদ বালাবন্ধ।
বেগারি বিদায় দেখি ভাটের আনন্দ॥ ১১৪
মনে করে আমি পাব খুব ঘোড়াঘোড়া।
হন কালে দাসী দিয়া ডাকালে কানড়া॥ ১১৫

প্রসন্নবদনে ভট্ট চলে দিব্য ঠাটে।
বিধাতা বিমুখ বড় দুঃখ দিল ভাটে॥ ১১৬
সম্মান করিয়া ভাটে বুঝিবারে জ্ঞান।
যথার্থ জিজ্ঞাসে, দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১১৭
কাপড় কাণ্ডার আড়ে কানড়া রূপসী।
বরের বারতা পুছে দুর্ম্মুখা ধূমসী॥ ১১৮
বরণ বয়েস বল বংটী কেমন।
রূপে গুণে অভিলাষে প্রকাশে যেমন॥ ১১৯
কানড়া কনককান্তি কলেবর-শোভা।
মুনি মনোমোহিনী মদনমনোলোভা। ১২০
বরমাল্য দিব যদি শুনি সত্য ভাষা।
এত শুনি বলে ভট্ট ধর্ম্মভয়নাশা॥ ১২১
ভট্টজাতি শঠ বড় সভাতে ব্যাপক।
না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষে ঘটক॥ ১২২
হাত নাড়া দিয়া বলে বচন চপল।
অভিনব কিশোর ভূপতি মহাবল॥ ১২৩
রূপে গুণে কুলশীলে ধরা ধন্যধনে।
রাজার তুলনা নাই ভারত-ভুবনে॥ ১২৪
নূতন যৌবন শোভা শরীর সুঠাম।
কলেবর কান্তি কিবা কলধৌত দাম॥ ১২৫
এ বরে বিবাহ যার ভাগ্য নয় কাটা।
কানড়া বলেন ভাল থাক্ ভট্ট বেটা॥ ১২৬
আঁখি ঠার দিতে দাসী দিলে ঝাড় কাতা।
ভিজায়ে ঘঁড়ীর মূতে মুড়াইল মাথা॥ ১২৭
পাঁচ চুলে করে দিল পেঁচ গোটাদশ।
মুখ বুক বেয়ে রক্ত পড়ে টশ্ টশ্॥ ১২৮
গলায় ওড়ের মালা মুখে চুণ কালি।
দেখিয়া পালা'ল দ্বিজ পরাণ ব্যাকুলি॥ ১২৯
ধূমসী যাইয়া বলে দ্বিজবর কৈ।
পৈতা লুকায়ে বলে আমি বামুন নৈ॥ ১৩০
ঢেলা মারি তাড়ায়ে সহর করে পার।
শুনিয়া সিমুলাপতি ভাবে চমৎকার॥ ১৩১
অপমানে ধায় ভট্ট শীরে হানে ঘা।
ডগমগী রুধিরে ভূষিত সর্ব্ব গা॥ ১৩২
যেতে যেতে পথে কত ভাবে গঙ্গাধর।
ধিক্ থাকুক পরাধীন পরের চাকর॥ ১৩৩
আজন্ম জঞ্জালে যায় জীব কতদিন।
ঈশ্বর করিল মোরে পরের অধীন॥ ১৩৪
ভাবিতে ভাবিতে এত পেলে রাজধান।
ঘটা করি রাজা কোথা শুনেন পুরাণ॥ ১৩৫
ব্রহ্মলোক হতে গঙ্গা আনে ভগীরথ।
কৈলাস পর্ব্বতে আসি হারাইল পথ॥ ১৩৬
ঐরাবত উদ্দেশে অনেক করে স্তব।
বরদায় হয়ে হাতী বলে অসম্ভব॥ ১৩৭
বিদীর্ণ করিয়া গুহা করেদিব গন।
গঙ্গা যদি আমারে করেন আলিঙ্গন॥ ১৩৮
কুবচন শুনি কান্দে রাজার কুমার।
আর না হইল মোর বংশের উদ্ধার॥ ১৩৯
বেগবতী ভাগীরথী কহেন তখন।
সহিতে পারিলে তেজ দিব আলিঙ্গন॥ ১৪০
শুনিয়া আনন্দে হাতী বিদারি পর্ব্বতে।
বেগবতী ধান দেবী পৃথিবীর পথে॥ ১৪১
এক ঢেয়ে শতেক যোজন পড়ে করী।
উঠু ডুবু করে হাতী বলে মরি মরি॥ ১৪২
গঙ্গার তরঙ্গে তার স্থির নহে পা।
হাতী বলে পতিত পাবনী রাখ মা॥ ১৪৩
এই অধ্যা শ্রবণে সবাই বিমোহিত।
হেন কালে ভট্ট আসি হৈল উপনীত॥ ১৪৪
চমকিত চায় সবে অনিমিখ আঁখি।
পুঁথি কেলে পণ্ডিত অমনি রাখে ঢাকি॥ ১৪৫
ভাট অপমান দেখি ভূপতি চঞ্চল।
পাত্তর জিজ্ঞাসেন ভাই সমাচার বল॥ ১৪৬
কপালে হানিয়া হাত ভট্ট বলে কৈ।
বিফল সকল কাজ লাজ দেশ বই॥ ১৪৭
এ শুভ সম্বন্ধ শুনি সিমুলার রায়।
হর্ষচিত্ত হয়ে প্রায় দিয়াছিল সায়॥ ১৪৮
কেবল কানড়া কন্যা করে এত থান।
আমার এমন দশা, ভারির সম্মান॥ ১৪৯
দাসী দিয়া জিজ্ঞাসিল বরের বারতা।
রূপ গুণ যৌবনে কহিনু হার গাঁথা॥ ১৫০
সে কোথা শুনিয়াছিল বর বড় বুড়া
লঘুতা করিল মোর মাথা গেল মুড়া॥ ১৫১
অপরঞ্চ যে কিছু সভায় কব কিবা।
রাজা বলে ওহে পাত্র দিলে ভাল বিভা॥ ১৫২
কুচক্র ভাবিয়া পুনঃ কহে মহামদ।
বিরচিল কবিরত্ন ভাবি ব্রহ্মপদ॥ ১৫৩
পাত্র বলে মহারাজা করেছে সরস।
নতুবা এতেক কেন ভারীর [illegible]॥ ১৫৪
ভাটে বিম্ব [illegible] বা, কি বাক্য জোর পেয়ে
[illegible] সব [illegible] দ্বিজ দেখে এল ধেয়ে॥ ১৫৫

আপুনি সিমুলা পতি কহেছে সর্ব্বথা।
কোন্ খানে গণি তবে কানড়ার কথা ॥ ১৫৬
যদি বা না করে রাজা, কন্যা নহে রাজি।
বলে ছলে বিভা দিব সেবা কোন্ পাজী ॥ ১৫৭
ভয় দরশন বিনা কেহ নাহি মানে।
লক্ষণা শাস্ত্রের বিভা শুনেছ পুরাণে ॥ ১৫৮
রাজা বলে ছিল তায় কন্যার সরস।
কানড়ার কাজ কথা কেবল কর্কশ ॥ ১৫৯
সম্মতি না করে যদি স্বয়ম্বরা ঝি।
তবে তার বাপের বচনে করে কি ॥ ১৬০
রুক্মিণী-বিবাহে যেন বাড়িল জঞ্জাল।
সুতা হাতে অভব্য হইল শিশুপাল ॥ ১৬১
শ্রীকৃষ্ণে মজিয়াছিল রুক্মিণীর মন।
কোথা রৈল ভাব জ্যেষ্ঠ ভেয়ের বচন ॥ ১৬২
কালি বটে পুরাণে শুনেছি এই কথা।
সেহরূপী হয় পাছে আমার অন্যথা ॥ ১৬৩
ভাল কর্ম্ম ন'বে তবে হবে নিদারুণ।
বলিতে বলিতে বড় বাড়ে তমোগুণ ॥ ১৬৪
ভাটে করে প্রবোধ মোচড়ে পাকা দাড়ি।
কানড়া করিতে বিভা বেড়ে গেল আড়ি ॥ ১৬৫
কোপে রক্ত লোচন বচন বীরদাপে।
এত অহঙ্কার মোরে করে কার বাপে ॥ ১৬৬
কোন্ ছার হরিপাল ভূপাল-মাঝে লেখা।
হাতে হাতে লুটে নিব যদি পাই দেখা ॥ ১৬৭
ভূপতির কোপে কাঁপে সবার অন্তর।
সত্বরে হুকুম হৈল সাজিতে লস্কর ॥ ১৬৮
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে পাত্র দিল হাত নাড়া।
সাজ সাজ সত্বরে সিঙ্গায় শুধু সাড়া ॥ ১৬৯
কাড়া পাড়া ঠমক থমক করনাল।
জগঝম্প বাজে ডম্ফ মাদল বিশাল ॥ ১৭০
রণভেরী মুহরি বিজয়ঢাক ঢোল।
রণসিঙ্গা কাঁসর সঘনে শুনি রোল ॥ ১৭১
ঘণ রণ দামামা দগড়ে পড়ে কাটী।
খোল পাড় ক'রে শব্দে সহরের মাটী ॥ ১৭২
ধাঙ ধাঙ ধাঙ্গা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি ॥ ১৭৩
কেহ বা আছিল দূরে সমাচার পেয়ে।
রাজার হুকুম দড় সেজে আইল ধেয়ে ॥ ১৭৪
রায়রেঞা বারভুঞে ওমিঞাগণে।
তুরগী তুরগে কেহ এরাণী বারণে ॥ ১
হাতী ঘোড়া উট গাড়ী সেফাই ফকির।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক ॥ ১৭৬
নব ঘন বরণ বারণগণ সাজী।
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত বাজী ॥ ১৭৭
তিন লক্ষ তাজা তাজী তুরগী তুরঙ্গ।
উনলক্ষ রণদক্ষ জুঝারু মাতঙ্গ ॥ ১৭৮
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালি ফরিকার।
সমুদয়ে নবলক্ষ যম অবতার ॥ ১৭৯
রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি ॥ ১৮০
সাজিয়া সুমার হলো নব লক্ষ সেনা।
কুঞ্জর উপরে উঠে দুর্ দুর্ বাজনা ॥ ১৮১
না বুঝি অবোধ পাত্র ভাবি সর্ব্বনাশ।
হেন কালে করা'ল রাজার অধিবাস ॥ ১৮২
বর হয়ে চলে রাজা সুতা বান্ধে হাতে।
বারভূঞে-বেষ্টিত পাত্তর সাথে সাথে ॥ ১৮৩
অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চর্ম্মচীল।
শকুনী গৃধিনী আগে করে কিল্ কিল্ ॥ ১৮৪
চিকি চিকি কালপেচা ডেকে উঠে কাছে।
কোণেতে কচ্ছপ দেখে, কপি দেখে গাছে ॥ ১৮৫
বামে কাল ভুজঙ্গ, দক্ষিণে দেখে শিবা।
কেহ বলে না জানি কপালে আছে কি বা ॥ ১৮৬
সিমুলা করিল যাত্রা বিবাহের আশে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে ॥ ১৮৭

নব লক্ষ দলে বলে চলে গৌড়পতি।
গতিধ্বনি ধমকে চমকে বসুমতী ॥ ১৮৮
ঘন বাজে রণ-ঘোর দামামা দগড়।
হাতীর হেষণি শুনি ঘোড়ার দাবড় ॥ ১৮৯
বড় গোলা বন্দুক নিনাদে দুড়দুম।
অবনী আকাশে উঠে একাকার ধূম ॥ ১৯০
ঢাল ঘুরাইয়া কেহ হাঁকে হান্ হান্।
হানে হেন দেখিতে অমনি সাবধান ॥ ১৯১
মেলাপাড়া মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥ ১৯২
উভলাফে উড়ে কেহ হাত দশ বিশ।
দেখিয়া ভূপতি পাত্র মনে হরষিত ॥ ১৯৩
চলিতে চলিতে চলে উলট পালটী।
লাফে লাফে কাঁপাইছে কুড়ি হাত মাটী ॥ ১৯৪
একাযুত বেগারি বেলদার আগে ধায়।
উচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায় ॥ ১৯৫

থাল থানা নিঝ'র ঝঙ্কার ঝোপঝাপ।
কেটে সেটে সমান সরণি করে সাফ ॥ ১৯৬
তবে তাম্বু কানাত তৈনাত চলে ডেরা।
চলিল হাতীর পিঠে নিশান নাগরা ॥ ১৯৭
হাতী ঘোড়া রাহুত মাহুত যুথে যুথ।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত ॥ ১৯৮
নরযানে ভূপতি বেষ্টিত বারভূঞা।
চৌহান রাজপুত্র কত নামজাদা মিঞা ॥ ১৯৯
সবার গমন বেগে আগে আসোয়ার।
সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে কত ঢালি ফরিকার ॥ ২০০
পিছে হাতী পদাতি পসারি পায় পায়।
একাকার ধানুকী বন্দুকী আগে যায় ॥ ২০১
পেরুল গৌড়ের গড় বেগবন্তগতি।
ডানি বামে কত গ্রামে বহে মহামতি ॥ ২০২
বামেতে রাখিয়া চলে ভৈরবীর ধার।
বিষম সঙ্কটে হলো বুড়িগঙ্গা পার ॥ ২০৩
দিবস রজনী চলে নাহি রহে স্থির।
সিমুলা সমীপে গেলা বিমলার তীর ॥ ২০৪
পার হলো বিমলা নদী ভূপতির ঠাট।
তৈনাত হইল সেনা বার ক্রোশ বাট ॥ ২০৫
হেন কালে বলে পাত্র শুন মহারাজ।
সহসা সহরে শুন সেজে নাই কাজ ॥ ২০৬
মলয় অনিল বহে সমীপ সরিৎ।
এখানে মোকাম কর আগে বুঝি নীত ॥ ২০৭
না হয় যে হয় হবে আছে পরিণাম।
এত শুনি কহে রাজা করিতে মোকাম ॥ ২০৮
থাক্ থাক্ শব্দে কাটী পড়িছে কাড়ায়।
হাতী ঘোড়া অমনি রহিল ঠায় ঠায় ॥ ২০৯
আগে গাড়ে নিশান ধবল নীল লাল।
নানা চিত্র বসন উপরে মোমঢাল ॥ ২১০
কানাত পড়িল কত সিফায়ের ডেরা।
পরিসর আড়ে দীর্ঘে বার ক্রোশ ধরা ॥ ২১১
রাজার কানাত তামু আগে করে শোভা।
নীল পীত পিঙ্গল ধবল রক্ত আভা ॥ ২১২
নানা চিত্র চামর চৌদিগে শোভা পায়।
কলধৌত কলসে পতাকা উড়ে বায় ॥ ২১৩
মকেদ মহলে চৌকি থাকে রায় রামু।
তার বামে পড়ে গেল পাত্রের তামু ॥ ২১৪
বারভুঞা মোকাম করিল চারিপানে।
হাতী ঘোড়া থানায় রাখিল কাণে কাণে ॥ ২১৫
আগে আগে বেলদার বান্ধিল আড়কাতী।
চারিদিগে কাটগড়া কোলে আর হাতী ॥ ২১৬
কত ভাতি মোকাম করিল রাজসেনা।
ঘন বাজে রণভেরী দুর্ দুর্ বাজনা ॥ ২১৭
রয়ে রয়ে দুড় দুড়ুম্ শব্দে গোলা ধায়।
হরিপাল ভূপতি ভয়ে কপাল খেয়ায় ॥ ২১৮
হায় বিধি কি হলো কানড়া হলো কাল।
মুড়ায়ে ভাটের মাথা বাড়ালে জঞ্জাল ॥ ২১৯
কহিতে লাগিল যেয়ে কন্যার নিকটে।
মুড়ালে ভাটের মাথা ঠেকিনু সঙ্কটে ॥ ২২০
নবলক্ষ সেজেছে বিপক্ষ দলবল।
তুমি বাছা আপনি আগুণে দেহ জল ॥ ২২১
স্বয়ম্বরে সায় দিলে সংসার জুড়ায়।
বর নহে বিরূপ বিশেষ বলি তায় ॥ ২২২
হরি-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২২৩
রাজা বলে গৌড়পতি ভুবনে বিদিত।
রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পূজিত ॥ ২২৪
কলিকালে কর্ণ যেন দানে কল্পতরু।
নিত্যদান অখিলে অক্ষয় অন্নমেরু ॥ ২২৫
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি উৎকল কোশল।
এ সব দেশের রাজা খাটে তার তল ॥ ২২৬
প্রজার পালনে রাম সুজন রসিক।
তোমা সম ভাগ্যবতী কে আছে অধিক ॥ ২২৭
অনুমতি কর বাছা, দেহ বরমালা।
তোমা কন্যা হতে মোর কুল হবে আলা ॥ ২২৮
কন্যা হতে হয় কত ধন ধর্ম্মধরা।
যশ কীর্ত্তি জগতে বিপত্য যায় ত্বরা ॥ ২২৯
এতেক বিশেষ যদি বুঝান ভূপতি।
কানড়া কহেন কিছু করিয়া প্রণতি ॥ ২৩০
তুমি পিতা পরম তোমার পর নাই।
বুঝে যদি বেচিতে বিকাতেম সেই ঠাঁই ॥ ২৩১
উচিত বলিতে বাবা লাজ ভয় কি।
কোন্ বুদ্ধে বুড়া বরে বিলাইবে ঝি ॥ ২৩২
কেন কাঁচা কাঞ্চন মিশাতে চাও কাচে।
বড় ভাগ্য ছমাস বৎসর বুড়া বাঁচে ॥ ২৩৩
জরাতুর ভূপতি উঠিতে কাঁপে গা।
বাম হলো বিধাতা বিমুখ বাপ মা ॥ ২৩৪
রাজা বলে ভুল না লোকের ভাঙ্গা গালি।
অকল[illegible]লে লোক কত দেয় কালী ॥ ২৩৫

থাকুক অন্যের কথা গৌরীর বিভায়।
বুড়া বলে কারো মন নাহি ছিল তায়॥ ২৩৬
কেহ বলে ভূতুড়ে ভাঙ্গর মাল বেদে।
কেহ বলে নারদ এসেছে বাদ সেধে॥ ২৩৭
ভূষা ভস্ম ভাঙ্গড় ভিক্ষুক তায় বুড়া।
যোগ জটাধর যোগী চন্দ্রচূড় বুড়া॥ ২৩৮
নিদানে সে সব কীর্ত্তি তিন লোকে আলো।
ভাল হলে কপাল সকল ঠাঁই ভাল॥ ২৩৯
তবে কদাচিৎ যদি নহে অনুমতি।
বলে ছলে লুটে লবে ঘটিবে দুর্গতি॥ ২৪০
না হয় সম্প্রতি চল পলাইয়া যাই।
কন্যা বলে যাও তুমি বিলায়ে বালাই॥ ২৪১
কোপে কিছু কহিতে ঈষৎ ওষ্ঠ কাঁপে।
কোন্ থানে গণি ইন্দ্র চড়া দিতে চাপে॥ ২৪২
কে রম বান্ধিলে কেবা বিধাতা বরুণ।
সেজে গেলে সংহারিব সহস্র অর্জ্জুন॥ ২৪৩
মনের হরিষে আজি পূজিব বাসুলি।
নবলক্ষ বিপক্ষ সম্মুখে দিব বলি॥ ২৪৪
এতক্ষন মনের মরম কহি তাত।
ময়নামণ্ডলপতি মোর প্রাণনাথ॥ ২৪৫
শেষ কথা শুনে রুটে উঠিল ভূপাল।
মনে করে কানড়া আমার হলো কাল॥ ২৪৬
রজত কাঞ্চন হীরা রাজদণ্ড ছাতি।
সজল নয়নে কত বহে ঘোড়া হাতী॥ ২৪৭
পরিবার সঙ্গে রাজা নৌকা আসি চড়ে।
প্রাণ লয়ে পলাইল বাসডিঙ্গা গড়ে॥ ২৪৮
সহরের লোক হল সব স্থল থুল।
প্রমাদে পড়িয়া কেহ নাহি বান্ধে চুল॥ ২৪৯
১৭ ধন কড়ি ধান্য কেহ রাখে নাটী খুঁড়ে।
ভয়ে সকল লোক ষোল ক্রোশ জুড়ে॥ ২৫০
মেষ গরু অজা অধি কেহ করে বৈ।
কেহ কে দুষ্কর লস্কর এলো ঐ॥ ২৫১
যত শুনি তত নয় কেহ কেহ কয়॥
কেহ কহে রাজাকে প্রজার নাহি ভয়॥ ২৫২
কেহ কহে ও বে উদ্বেগ ভাব মিছা।
কেহ কহে করে রাজা কানড়ার পিছা॥ ২৫৩
কেহ কহে কি জানি কপালে আছে কি।
কেহ কহে কাল হৈল হরিপালের ঝি॥ ২৫৪
সন্তাপে সিমুলা ভাঙ্গে গাছের সিঁউলি।
কানড়া কুমারী কান্দে ভাবিয়া বাসুলি। ৫৫

রামচন্দ্র-পদদ্বন্দ্ব বন্দ অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥ ১৫৬

পড়িয়া প্রমাদ ভারে, ষোলবিধ উপচারে,
রত্নময় ঘটের উপর।
পূজিয়া পার্ব্বতীপদ, প্রেমে অঙ্গ গদ গদ,
ধরাতলে ধূলায় ধূসর॥ ২৫৭
বিপদনাশিনী কোথা, ভাই বন্ধু পিতা মাতা,
পলাইল ফেলিয়া প্রমাদে।
দনুজদলনী চণ্ডী, অশেষ আপদ খণ্ডি,
রক্ষ রক্ষ বিপক্ষ বিবাদে॥ ২৫৮
গোপিনী রুক্মিণী রামা, তোমা সেবি সত্যভামা,
স্বামী কৃষ্ণ পাইল পুণ্যফলে।
পদরেণু করি ভূষা, অনিরুদ্ধে পেলে উষা,
মৃত পতি রতি পেলে কোলে॥ ২৫৯
সে সব তোমার ভক্ত, আমি অতি পাপযুক্ত,
তুমি কিন্তু পতিতপাবনী।
পাপিনী আমার পারা, কে আছে তারিণী ভাবা
তবে কেন না তার তারিণী॥ ২৬০
পিতামহ সমবেশ, নাহি দন্ত কেশ লেশ,
বয়েস বসেছে যম বাটে।
গৌড়পতি বুড়াবাদে, এসেছে বিবাহ-সাধে,
এই ছিল আমার ললাটে॥ ২৬১
চতুরঙ্গ দলেবলে, হাতে সুতা বেন্ধে ছলে,
পাগল বেড়িল আসি পুরী।
বিপত্ত্য সাগরে ভাসি, অভয়া আপনি আসি,
দাসীরে উদ্ধার কৃপা করি॥ ২৬২
কিঙ্করী কাতর উক্তি, নতিস্তুতি দৃঢ়ভক্তি,
বুঝি যুক্তি পদ্মার সহিত।
দাসীর দুর্গতি খণ্ডা, কৈলাসে লোহার গণ্ডা,
ছিল পুরে বিশাই নির্ম্মিত॥ ২৬৩
হেন গণ্ডা লয়ে সাথে, ভর করি পুষ্পরথে,
পদ্মাসঙ্গে উরিলা পার্ব্বতী।
কানড়া লোটায়ে ক্ষিতি, পরিতুষ্টা ভগবতী,
দূর কৈল দাসীর দুর্গতি॥ ২৬৪
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূল, আপনি বান্ধেন চুল,
কোলে করি মুছায়ে বয়ান।
অভয়া বলেন দেবী শ্রীগুরুচরণ সেবি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥ ২৬৫

কানড়া করিয়া কোলে কহেন সদয়।
জগতে আমার জনে যম-পরাজয়॥ ১৬৬
একান্ত তোমার আমি তুমি মোর ঝি।
কেন বাছা কানড়া তোমার চিন্তা কি॥ ২৬৭
কান্দিয়া কহেন কিছু অভয়াচরণে।
তরিব সন্তাপসিন্ধু তোমা দরশনে॥ ২৬৮
সর্ব্বকাল কামনা প্রমা। ঐ পা।
তবে কেন বুড়া পতি ঘটাইলে মা॥ ২৬৯
বাসুলি বলেন বাছা শুন প্রাণ জুড়া।
কোথা পাব যুবক আপনি ভজি বুড়া॥ ২৭০
হেঁটমুখী কানড়া হাসেন হৈমবতী।
সংসারবিজয়ী বাছা তোমা প্রাণপতি॥ ২৭১
ধরণী-মণ্ডলে ধন্য ধর্ম্মের সেবক।
মহারাজা লাউসেন রসিক যুবক॥ ২৭২
বলিনু বিশেষ বর বিধাতার লেখা।
চিন্তা নাই সঙ্কটে নিকটে পাবে দেখা॥ ২৭৩
পাছে ভাব দূরাদূর কে করে অবধি।
কোন কর্ম্ম অসাধ্য আমার কৃপা যদি॥ ২৭৪
কৃষ্ণের নন্দন কোথা, কোথা ছিল রতি।
কোথা বা আপনি কৃষ্ণ কোথা জাম্ববতী॥ ২৭৫
কোথা শত্রাজিতা-সুতা কোথা ছিল কান।
কোথা ছিল রুক্মিণী ভেটিল ভগবান॥ ২৭৬
কোথা অনিরুদ্ধ আর কোথা ছিল উষা।
আমার চরণরেণু কার নয় ভূষা॥ ২৭৭
গোপীগণ গোকুলে গোবিন্দ পাইল কোলে।
যত কিছু দেখ বাছা মোর কৃপা-বলে॥ ২৭৮
আমারে ভজিয়া যদি দুঃখ পাবে ঝি।
তবে মোর ভকতবৎসলা নাম কি॥ ২৭৯
নবলক্ষ সেনা যেন জলবিম্ব ভঙ্গ।
উপায় অভব্য করি বসে দেখ রঙ্গ॥ ২৮০
প্রবোধ পাইয়া পায়ে পড়িল কিঙ্করী।
দুর্ম্মুখা দাসীরে আজ্ঞা দিলেন ঈশ্বরী॥ ২৮১
লইয়া লোহার গণ্ডা চলে যাও ঝাট।
কহিতে বলিতে কিছু মুখে নও খাট॥ ২৮২
কিছু বা কোমল কবে কিছু বা দপটে।
রাজাকে কহিবে গণ্ডা হান এক চোটে॥ ২৮৩
তবে দিব বরমালা কানড়ার আজ্ঞা।
শিশুকাল হতে বালা করেছে প্রতিজ্ঞা॥ ২৮৪
কহিলে কি কয় তবে বুঝে সুঝে কন্যা।
আমার আশীষে তুমি বজ্রকায় হয়ো॥ ২৮৫
বাড়া বাড়া বলে কিবা বিবাদ বাড়ায়।
বুকে না টুটিবে তুমি আমি আছি তায়॥ ২৮৬
কুটিল কটাক্ষপাতে কিবা নব লক্ষ।
রক্তবীজ হতে রাজা রণে কত দক্ষ॥ ২৮৭
কি কৈল নিশুম্ভ শুম্ভ জম্ভের নন্দন।
কেশীকংস কুরুবংশ কোথায় রাবণ॥ ২৮৮
আপনি বধেছি কারে, কারে কার হাতে।
কুমতি সুমতি যত আমার মায়াতে॥ ২৮৯
গায়ে হস্ত বুলাইয়া কহেন গণ্ডায়।
বিপক্ষ রাজার দলে হবে বজ্রকায়॥ ২৯০
কাটা যাবি লাউসেন রাজার খড়্গা ঠেকে।
ঈশ্বরী আদেশ দিল আগমের টীকে॥ ২৯১
এত শুনি কানড়ার উথলে আনন্দ।
হেমথালে দিল মালা মলয়জ গন্ধ॥ ২৯২
চণ্ডিকা চরণ বন্দি বান্ধিয়া কোমর।
শকটে লোহার গণ্ডা নিকটে লস্কর॥ ২৯৩
দুষ্কর সাহসে আসি দাসী দিল দেখা।
রাজার লস্কর দেখি হলো চিত্র লেখা॥ ২৯৪
হাতী ঘোড়া চেয়ে দেখে সিহরিয়া কাণ।
নিয়ম না জানে কেহ করে অনুমান॥ ২৯৫
হস্তী সম শকটে দপটে হাটে হেট।
পাত্র বলে কানাড়া পাঠায়ে দিল ভেট॥ ২৯৬
দুষ্কর সাহসে দাসী লস্কর নিকটে।
প্রণতি করিয়া কিছু কন করপুটে॥ ২৯৭
বড় ভাগ্য ভূপতি এসেছে বড় হয়ে।
ভাগ্যবতী কানড়া পাঠালে কিছু কয়ে॥ ২৯৮
সর্ব্বকাল দেবী পূজে ভূপতির বালা।
দরাতে না পারে কারে দিব বরমালা॥ ২৯৯
কৈলাস হইতে দেবী দিল এই গণ্ডা।
এক চোটে যে জন করিবে দুই খণ্ডা॥ ৩০০
সে হবে কানড়াপতি ঈশ্বরী আদেশে।
কানড়ার মনে এই প্রতিজ্ঞা বিশেষে॥ ৩০১
এত বলি গণ্ডার গায়ের খুলি পট।
সম্মুখে বসিল দাসী করিয়া দপট॥ ৩০২
অনুপাম গণ্ডার সংসারে নাহি দেখি।
বারভূঞে চেয়ে দেখে অনিমিখ আঁখি॥ ৩০৩
দৈবের ঘটনা সবে করে অনুমান।
দেখে শুনে শুকাইল রাজার পরাণ॥ ৩০৪
আসোর সহিত প্রভু হর্ষে বরদায়।
এত [illegible] প্রভৃতি সঙ্গীত পালা সায়॥ ৩০৫

গান দ্বিজ ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী।
রামচন্দ্রপদদ্বন্দ্ব বন্দ্য অভিলাষী ॥ ৩০৬

কানড়ার স্বয়ম্বর পালা সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

কানড়ার বিবাহ।

দাসী বলে মহারাজ শুভক্ষণ বেলা।
এক চোটে হানি গণ্ডা লহ বরমালা ॥ ১
শুভ কর্ম্ম বিবাহ, বিলম্বে নাই ফল।
শুনিয়া রাজার মুখে শুখাইল জল ॥ ২
হেনকালে পাত্র কিছু বলে হাত নাড়ি।
দূর কর গণ্ডা হানা, অনুচিত আড়ি ॥ ৩
শুন বলি বিশেষে বুঝাও যেয়ে তায়।
বড় ভাগ্য হেন বর বিধাতা ঘটায় ॥ ৪
বুড়া বলে, বল যে লোহার গণ্ডা কাট।
বাসরে বুঝিবে বুড়া বলে নয় খাট ॥ ৫
দাসী বলে বচন বলিলে বাড়া বাড়া।
বলিলে বিরূপ হবে ছাড় হাত নাড়া ॥ ৬
বল বুদ্ধি বিক্রম বয়েস বেশ বুঝি।
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি ॥ ৭
কিবা রাজা কিবা পাত্র কিবা অন্য পর।
একচোটে হানে সেই কানড়ার বর ॥ ৮
পাত্র বলে এমন কখন শুনি নাই।
এত কেন বাড়া বাড়া মেয়ের বড়াই। ৯
বর হয়ে কেবা এলো সে বা কার ঝি।
এদেশে পণ্ডিত নাই বুঝাইব কি ॥ ১০
হানিতে লোহার গণ্ডা কত বড় কাজ।
প্রতিজ্ঞা-ভরণ বিভা দেশ যুড়ে লাজ ॥ ১১
দাসী বলে যত কই সকলি খণ্ডিত।
এদেশে সকলি ব্যর্থ তুমি সে পণ্ডিত ॥ ১২
অন্যের এমন কালে বিবাহের সাজ।
হানিতে লোহার গণ্ডা কত পাবে লাজ ॥ ১৩
কখনো শুনেছ মহাভারতের কথা।
কিরূপ প্রতিজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীর পিতা ॥ ১৪
বল বুদ্ধি বিক্রম বুঝিতে দৈবাধীন।
আরোপিলা রাধাচক্র আড়ে তার মীন ॥
চক্র ভেদি যে জন বিন্ধিবে এক শরে।
ভুবনমোহিনী কন্যা দিব সেই বরে ॥ ১৬
পূরিতে নারিল কেহ প্রতিজ্ঞা দারুণ।
এক শরে রাধাচক্র বিন্ধিল অর্জ্জুন ॥ ১৭
না জানি কলঙ্ক কত, কত হলো লাজ।
অপরঞ্চ শুন সবে শ্রীরামের কাজ ॥ ১৮
ধনুর্ভঙ্গ পণ কৈল জানকীর পিতা।
ধনুর্ভঙ্গ করি রাম বিভা কৈল সীতা ॥ ১৯
ত্রিলোকের গুরু তিন তাঁর এই কাজ।
তুমি মাত্র হেনে গণ্ডা পাবে মহা লাজ ॥ ২০
তবে যে করেছ মনে সে হ'বার নয়।
রাজা বলে দাসীর স্বভাবে সব কয় ॥ ২১
এ কথার ইঙ্গিতে এখনি দিতাম শোধ।
অবলা অবোধ জাতি অনুচিত ক্রোধ ॥ ২২
দূর কর হেন ছার বিবাহ প্রসঙ্গ।
পাত্র বলে বিনা যুদ্ধে কেন দিবে ভঙ্গ ॥ ২৩
হাতে সূতা বান্ধা যদি ফির মহারাজ।
এ বড় অবনী জুড়ে অতিশয় লাজ ॥ ২৪
কোমর বান্ধিয়া গণ্ডা কর দুই খান।
না পার আপনি আছি হানিব নিদান ॥ ২৫
তবে যে না গেল হানা বয়ে গেল কি।
বলে ছলে বিভা দিব হরিপালের ঝি ॥ ২৬
কিবা বা বড়াই করে কুমারী কানড়া।
এত বলি রাজাকে ধরা'লে খর খাঁড়া ॥ ২৭
পাঁচজনে ধরে তোলে বান্ধিয়া কোমর।
ভূপতি গণ্ডায় হানে সভার ভিতর ॥ ২৮
লস্কর সকল দেখে দুষ্কর সাহস।
কেবা বলে কদাচিৎ বুড়া করে যশ ॥ ২৯
অবনী আঁচিতে অসি উরু কর কাঁপে।
পাত্র হাঁকে হুঙ্কার হানিবে বীর দাপে ॥ ৩০
তাপে চোট হানিতে হুটুরে পড়ে ভূঞে।
দেখে দাসী হাসী তো রাখিতে নারি মুখে ॥ ৩১
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩২

না লাগে খাঁড়ার দাগ গণ্ডারের গায়।
বুড়া রাজা মূর্চ্ছা হলো উঠে হায় হায় ॥ ৩৩
চেয়ে চমৎকার ভাবে ভূপতির ঠাট।
নিঃশব্দ হইল যত গীত বাদ্য নাট ॥ ৩৪
মুখে জল দেয় কেহ মরীচের গুঁড়া।
দাসী বলে বড় পুণ্যে প্রাণ পাইল বুড়া ॥ ৩৫

কেহ বলে হায় হায় কি হলো কি হলো।
কাণে কাণে কয় কেহ রাজা পারা মলো ॥ ৩৬
কেহ বলে পাত্র-বশে পাগল হলো ভূপ।
কি কাজ ওসব কথা কেহ বলে চুপ ॥ ৩৭
মনে মগ্ন মহামদ মুখে বলে ভাল।
কেহ বলে রাজার বয়ান হলো কালো ॥ ৩৮
কেহ বলে চিন্তা নাই চিত্র বসে কই।
চেতন পাইল রাজা দণ্ড দুই বই ॥ ৩৯
শীতল চন্দন চুয়া চামরের বায়।
সবল হইয়া কহে গৌড়েশ্বর রায় ॥ ৪০
প্রাণ লয়ে চল পাত্র আপনার দেশে।
এখনি এমন হলো আর আছে শেষে ॥ ৪১
শুভক্ষণে মোর হাতে বান্ধাইলে সূতা।
মরণ অধিক লাজ মেয়ের লঘুতা ॥ ৪২
পাত্র বলে এত কেন হও অভিমানী।
পবনে পতন প্রায় পদ্মপত্রে পানি ॥ ৪৩
একচোটে আপনি হ নিব গণ্ডাবর।
আজি তোমা কানড়া করিব একত্তর ॥ ৪৪
অহঙ্কার করি পাত্র হাতে নিল খাঁড়া।
ধর্ম্ম-বপু মহামদ গর্ব্ব করে খাড়া ॥ ৪৫
উভ হাতে নাহি পাই গণ্ডারের কোঁট।
মঞ্চের উপরে উঠে উভ হানে চোট ॥ ৪৬
চোটের সহিত হানে বিপরীত হুঁ।
অমনি হুঁটুরে পড়ে মুচুড়িয়া মু ॥ ৪৭
না টুটে গণ্ডার লোম প্রাণপণে চোটে।
খড়্গা ভেঙ্গে পাত্রের ললাটে যেয়ে উঠে ॥ ৪৮
চমৎকার ভাবি সবে শিরে হানে জল।
দাসী মাগী দুষ্ট বড় হাসে খল খল ॥ ৪৯
ছট্ ফট্ করে পাত্র দৈব প্রতিকূল।
তম্বুরুচি জামা জোড়া যেন জবাফুল ॥ ৫০
দণ্ড ছয় ছিল পাত্র অজ্ঞান হয়ে হত।
মনে মনে লাবড়ি ভাবিয়া উঠে কত ॥ ৫১
পাত্রের বয়ান চেয়ে রাজা বলে ভাই।
ফুরাল বিবাহ-সাধ চল ঘরে যাই ॥ ৫২
পাত্র বলে মহারাজ মন কথা কি।
এখনি আনিয়া দিব হস্তিপালের ঝি ॥ ৫৩
দাসী দিয়া এই গণ্ডা পাঠালে কানড়া।
নফর হাসুক গণ্ডা পেয়ে যাক্ সাড়া ॥ ৫৪
দায় দিতে ভূপতি পাত্রর কয় এঁটে।
নব লক্ষ দল আছে গণ্ডা দেহ কেটে ॥ ৫৫

শুনিয়া সকল লোক করে হেঁট মাথা।
রাজা বলে ফুরাইল বিবাহের কথা ॥ ৫৬
ঘর চল ঘোর দুঃখ ঘুচালে গোঁসাই।
তবে পাত্র বলে রাজা মন কথা নাই ॥ ৫৭
না বুঝি করেছে পণ অবলা-অবোধ।
বলিতে বলিতে বড় বেড়ে গেল ক্রোধ ॥ ৫৮
প্রাণ লয়ে পিতা তার পলাইল ধেয়ে।
এখন বড়াই করে সে কেমন মেয়ে ॥ ৫৯
ইচ্ছায় না হলো যদি ভূপতির দারা।
এখনি করিব তারে দ্রৌপদীর পারা ॥ ৬০
চুলে ধরি সভায় আনিল দুঃশাসন।
অপমান করিল বলিল কুবচন ॥ ৬১
বিবসন করিতে সরম রাখে হরি।
না করি তেমন যদি বৃথা নাম ধরি ॥ ৬২
বলে ছলে বিভা দিব কার বাপে রাখি।
তখন কহিছে দাসী ধর্ম্ম করি সাক্ষী ॥ ৬৩
বারে বারে বাঁচাই বচন মোরে ধরো।
ও সব বড়াই তুমি ঘরে যেয়ে করো ॥ ৬৪
বাড়া বাড়া কয়েছ, সয়েছি বার তিন।
এবার কহিলে যাবে হয়ে উদাসীন ॥ ৬৫
গণ্ডার হানিতে যদি না হলো যোগ্যতা।
বলে ছলে বিভা করে কার দুটা মাথা ॥ ৬৬
কেবল দেখাও তুমি নবলক্ষ দল।
মোর আগে দণ্ড দুই ভেটের ছাগল ॥ ৬৭
পাগল তুজুক এত কত বীর তুঁ।
চুলে যে ধরিবি, তার কোথা দেখি মু ॥ ৬৮
আমি কানড়ার দাসী, ধুমসী ধরি নাম।
বুঝাব বিশেষ যদি বাধাস সংগ্রাম ॥ ৬৯
হেনে দিলে গণ্ডার দাসীর হব দাসী।
মিছা অহঙ্কারী জনে যাস হেন বাসী ॥ ৭০
রায়রেঞা বারভুঞা মীরমির্জা দল।
শুনিয়া সবার মুখে শুখাইল জল ॥ ৭১
কোপে পাত্র কহিছে ভূপতি বলে চুপ।
না জানি বিধাতা আজি করে কোন রূপ ॥ ৭২
দৈব বল আছে কিছু ইহার সম্মুখ।
নতুবা সভার মাঝে এতেক তুজুক ॥ ৭৩
হেন কালে বলে পাত্র মনে নাহি ভায়।
দৈব বলে বড় দড় লাউসেন রায় ॥ ৭৪
রাজা বলে সার বুঝি পারিও পরা'না।
শুনিয়া [illegible]ড়া দাসী হৈল [illegible] ॥ ৭৫

এত শুনি সত্বর পাত্তর লিখে পাতি।
দ্বিজ ঘনরাম গান মধুর ভারতী॥ ৭৬
প্রথমে লিখেন স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিত।
প্রিয় প্রাণপ্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত॥ ৭৭
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম শুভাশী রাশি বিজ্ঞাপন পত্রে॥ ৭৮
সদাই চিন্তিয়া সদাশয়ের কুশল।
এখানে আপনি এলে পরম মঙ্গল॥ ৭৯
পত্র পড়ি সত্বর সিমুলা এসো রায়।
এখানে সকলি কবো শুনিবে সভায়॥ ৮০
অপর নাসড়ি কিছু লেখেন হেকাত।
নাম লিখাইয়া মোট লক্ষের বিলাত॥ ৮১
যদিস্যাৎ গমনে সিমুলা কর ব্যাজ।
বিধাতা বিমুখ হবে বুঝে কর কাজ॥ ৮২
ময়না সাধিব কর ঘোড়া লব কেড়ে।
এ কর্ম্ম ইঙ্গিতে না করে কোন ভেড়ে॥ ৮৩
তবে লিখে তারিখ রাজার সহি তায়।
ইন্দ্রজালে আজ্ঞা দিল উভমুখে ধায়॥ ৮৪
সরিৎ সরাই কত খাল বিল গ্রাম।
ডানি বামে পিছে রাখে কত লব নাম॥ ৮৫
কিবা দিবা রজনী বিশ্রাম নাহি করে।
দাখিল অনিলগতি ময়না নগরে॥ ৮৬
পণ্ডিত-মণ্ডিত সভা বান্ধবে বেষ্টিত।
ভূপতি ভারতকথা শ্রবণে মোহিত॥ ৮৭
রুক্মিণীর বিবাহে মোহিত সর্ব্বজন।
ভীষ্মক-সদনে বাজে উল্লাস বাজনা॥ ৮৮
এসেছে অনেক রাজা রাজ-নিমন্ত্রণে।
রুক্মিণীর বিবাহ সাধ সবাকার মনে॥ ৮৯
দূতো হাতে শিশুপাল হলো উপনীত।
গোবিন্দে মজেছে যেন রুক্মিণীর চিত॥ ৯০
এই অধ্যা পড়ে পুঁথি বান্ধিল পণ্ডিত।
হেনকালে ইন্দ্রজাল হলো উপনীত॥ ৯১
হাতে দিয়া পত্র না প্রণতি করে রায়।
পাতি পড়ে সিমুলা মহিম বুঝে পায়॥ ৯২
মুখবার্ত্তা অপর কহিল ইন্দ্রজাল।
বিভা হেতু বুড়া রাজা বাড়ালে জঞ্জাল॥ ৯৩
হানিলে লোহার গণ্ডা হলো বিপরীত।
তেকারণে তোমা প্রতি তলব ত্বরিত॥ ৯৪
হাসিয়া সবারে রায় শুনাইল পাতি।
কালুকে হুকুম হলো সাজ হাতাহাতি॥ ৯৫

জননী জনক জায়া প্রজা বন্ধু ভাই।
বিদায় হইল রাজা সবাকার ঠাঁই॥ ৯৬
যমদূত দোসর দলুই যত ছিল।
কালুবীর সঙ্গে শীঘ্র সাজিল সিমুল॥ ৯৭
সম্মুখে সাজায়ে বাজী বারণ জোগায়।
ধর্ম্মজয় বলিয়া সওয়ারি হৈল রায়॥ ৯৮
আগে ধায় বীর কালু বাজে সিঙ্গা কাড়া।
পেকুল কালিন্দী গঙ্গা বেগবন্ত ঘোড়া॥ ৯৯
কশীজোড়া পশ্চাৎ পবনগতি ধায়।
দামুদর সম্মুখে দাখিল হৈল রায়॥ ১০০
একে একে পথের কতেক লব নাম।
সিমুলা সমীপে এলো রাজার মোকাম॥ ১০১
প্রবেশ করিতে সভা উঠে জয়ধ্বনি।
রাজা বলে এস বাছা পোহাল রজনী॥ ১০২
অমনি রাজার পায় নত হয়ে রায়।
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায়॥ ১০৩
হাতে ধরে কন রাজা বসায়ে নিকটে।
সম্প্রতি লোহার গণ্ডা হান একচোটে॥ ১০৪
তবে বিভা করি হরিপালের দুহিতা।
তোমার পাগল মামা বান্ধায়েছে সূতা॥ ১০৫
সেন বলে উপলক্ষ আমি শিশুমতি।
আপনি হানিবে গণ্ডা পাণ্ডবসারথি॥ ১০৬
শুনিয়া সেনের কথা রাজা বলে ধন্য।
বিপত্যে বান্ধব তুমি বীর অগ্রগণ্য॥ ১০৭
তুমি বাপু ভূপতি-বংশের অবতংস।
অবনীমণ্ডলে তুমি অবতার অংশ॥ ১০৮
এত বলি করিল সেনের সমাদর।
শুনিয়া কহিছে কিছু কুপিত পাত্তর॥ ১০৯
আগে হকু বিবাহ গণ্ডার যাকু হানা।
কাঙ্কে করে নেচো তবে কে করেছে মানা॥ ১১০
নফর চাকরে যদি এত বড় ক্ষতি।
কেমনে রাজত্ব তবে করিবে ভূপতি॥ ১১১
বুঝিলে আমার কথা রয়ে যায় সক।
না বুঝে নাবড় লোক মোরে বলে ঠক॥ ১১২
সদাশয় সেনের শরীর সত্বগুণে।
পাত্রের কুটিল কথা শুনে নাহি শুনে॥ ১১৩
হরি-গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১১৪
রাজার আদেশে নিল অভয়ার অসি।
মাঝে হানে গণ্ডা ধর্ম্মের তপস্বী॥ ১১৫

ধূমসী কানড়া ভাবে ভবানীর পা।
আপনি আসিয়া খড়্গো ভর কৈল মা॥ ১১৬
একান্ত ধর্ম্মের পদ মনে করি ধ্যান।
গণ্ডারে হানিতে চোট হইল দু'খান॥ ১১৭
হরিষে আগুয়া দাসী হাতে হেম থালা।
বসন ভূষণ কত মণময় মালা॥ ১১৮
বরমালা দিয়া সেনে বলিছে মিনতি।
আজি হ'তে হ'লে তুমি কানড়া'র পতি॥ ১১৯
শ্রীকৃষ্ণে মজিল যেন রুক্মিণীর মন।
পশুপতি পতি প্রতি পার্ব্বতী যেমন॥ ১২০
শ্রীরামে যেমন মন মজাইল সীতা।
কামের নন্দনে যেন বাণের দুহিতা॥ ১২১
কামদেবে যেমন কামনা কৈল রতি।
তেমতি তোমার প্রতি কানড়ার মতি॥ ১২২
হৈমবতী যেই হেতু পাঠালে গণ্ডার।
সিদ্ধ হলো রায় হে কানড়া বিভা কর॥ ১২২
সঙ্কেত সরস কিছু কথার লাবণ্য।
দাসী বলে রাজা হে কপাল তোর ধন্য॥ ১২৪
সর্ব্বকাল শুক্ল ফুলে পূজেছ গোঁসাই।
কানড়ার পতি হলো ঠাকুর জামাই॥ ১২৫
গুণবতী কানড়ার রূপে নাই সীমা।
কলেবর কান্তি কিবা কনকপ্রতিমা॥ ১২৬
বড় সুখ সংসার করিবে সমাদরে।
সর্ব্বকাল দাসী আমি সেবিব বাসরে॥ ১২৭
শুনিয়া দাসীর কথা সেন পাইল লাজ।
পাত্র বলে বুঝ রাজা ভাগিনার কাজ॥ ১২৮
না বুঝি সকল লোক বলে ধন্য ধন্য।
হেনেছ গণ্ডার বটে, শুন তার জন্য॥ ১২৯
দাসী সনে ছিল কিছু সঙ্কেত সরস।
সত্য জানি হানি চোট বাড়ালে পৌরুষ॥ ১৩০
তবে জানি প্রমাণ চৌখান যদি হয়।
লাউসেন বলে শুন মামা মহাশয়॥ ১৩১
গণ্ডার উপরে গণ্ডা বসাইয়া দাও।
তোমার সাক্ষাতে হানি চারিখণ্ড লেও॥ ১৩২
শুনিয়া পাগল পাত্র ধরিল গণ্ডায়।
মড় মড় কাঁকালি করে নাড়া নাহি যায়॥ ১৩৩
ঠেকে পড়ে পাত্তর ঠাকুর অনুকূলে।
আপনি ধরিল সেন ধনুকের হুলে॥ ১৩৪
এক চোটে অমনি হেলায় দিল কেটে।
শিশু যেন সাধে কাটে ওল আলু এঁটে॥ ১৩৫

প্রণাম করিয়া কালু লাউসেন বীরে।
চারিখণ্ড একত্র বিন্ধিল এক তীরে॥ ১৩৬
দেখে চমৎকার লাগে ভূপতির দলে।
কাটা গণ্ডা লয়ে দাসী চলিল মহলে॥ ১৩৭
দেখিতে দেখিতে গেলে ভিতর মহল।
কানড়া বলেন বুন সমাচার বল॥ ১৩৮
পরিহাসে কন কিছু কানড়ার চেড়ি।
সকল কুশল বটে কিছুমাত্র ভেড়ি॥ ১৩৯
অবনীমণ্ডলে যত নৃপতির চূড়া।
এই গণ্ডা হেনে দিল গৌড়পতি বুড়া॥ ১৪০
ললাটের লিখন খণ্ডাতে পারে কেবা।
তব ভাগে ছিল বুড়া ভাতারের সেবা॥ ১৪১
আছিল তোমার আজ্ঞা দিনু বরমালা।
শুনিয়া সংশয় ভাবে ভূপতির বালা॥ ১৪২
ভকতবৎসলা কোথা কি করিলে মা।
কি হলো কপালে বলি শিরে হানে ঘা॥ ১৪৩
কান্দিয়া জিজ্ঞাসে পুনঃ কানড়া রূপসী।
মোর মাথা খাস অবা হেদেলো ধূমসী॥ ১৪৪
সত্য বল গণ্ডা কে করিল খণ্ড খণ্ড।
দাসী বলে লাউসেন প্রতাপে প্রচণ্ড॥ ১৪৫
এই গণ্ডা হানিয়া অবনী কৈল আলা।
রূপ গুণ যশকীর্ত্তি জগত মোহিলা॥ ১৪৬
হেন জন সংসারে তোমার হৈল পতি।
কি কব কানড়া তুমি বড় ভাগ্যবতী॥ ১৪৭
শুভ দিনে সেবেছিলে ভবানী শঙ্কর।
মহামায়া মিলাইল মনোমত বর॥ ১৪৮
তথাপি প্রবোধ নহি, পাব প্রাণনাথ।
মাথায় দেয়ালে ধরে ধূমসীর হাত॥ ১৪৯
তব পেলে প্রবোধ প্রসন্ন হৈল চিত্ত।
মহাপাত্র লয়ে কিছু শুন বিপরীত॥ ১৫০

পাত্র বলে মহারাজ, বুঝিলে ভাগিনা কাজ,
লাজ নাই হাতে বান্ধে সুতা।
কলিকালে ধন্য বল, মাথার মুকুট হলো,
অপরূপ চরণের জুতা॥ ১৫১
চন্দ্র সূর্য্য গেল অস্ত, খদ্যোত হইল ব্যস্ত,
তিমির পতন অভিলাষে।
হেন বুঝি হয় মনে, সংসার আপনা বিনে,
অন্য জনে মনে না প্রকাশে॥ ১৫২
না বুঝি কালের মত, নফর চাকরে এত,
আপনি বাড়ায়ে দিলে বুক।

কি কহিব মহারাজ, এছার বেটার কাজ,
সভা মাঝে এতেক তুজুক ॥ ১৫৩
লক্ষের বিলাত লুটে, আপন গরজে ছুটে,
কত সব চাকরের জ্বালা।
শুন দেখি ওরে গু গ, যদি বা হানিলি গণ্ডা,
কোন লাজে নিলি বরমালা ॥ ১৫৪
হলি সভা অগ্রগণ্য, লোকে বলে ধন্য ধন্য,
দেহে ভণ্ড ধর্ম্মের তপস্বী।
আমার ভগিনা তায়, হেন না বুঝিল হায়,
সম্বন্ধে কানড়া হয় মাসী ॥ ১৫৫
চাকর কুকুর দূর, বোলে যার ভাঙ্গে ভুর,
তার কেন এত আশা বলে।
বলিতে বাড়িল জ্বালা, কেড়ে নিল বরমালা,
পরাইল ভূপতির গলে ॥ ১৫৬
পাপিষ্ঠ পাত্তর যত, করিল সম্মান হত,
লাউসেন না দিলা উত্তর।
সত্ত্বগুণে সদাশয়, শরীরে সকল সয়,
কোপে কালু করে গর্ গর্ ॥ ১৫৭
সহিতে না পারি বীর, ধরিল ধনুক তীর,
কপালে কুটিল আঁখি ফিরে।
বুঝি সময়ের গতি, আপনি ময়নাপতি,
বারণ করিল কালুবীরে ॥ ১৫৮
দেখে সবে করে চুপ, প্রমাদ ভাবেন ভূপ,
কিরূপ করেন নারায়ণ।
গুরুপদে হয়ে যত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত রস গান ॥ ১৫৯
রাজা বলে চলহে বিবাহে কার্য্য নাই।
কি হ'তে কি হ'লো দেখ, কি করে গোঁসাই॥১৬০
কোন চিন্তা নাই বলে মামুদা পাগল।
ল না হও, যুক্তি শুনহে বিরল ॥ ১৬১
ছায়ের কারণে পক্ষ আনিল আহার।
ভাগিনা হাহার করে ছায়ের সংহার ॥ ১৬২
ফল নাই এখানে রাখিয়া লাউসেনে।
বাসড়িয়া উহারে পাঠাও এইক্ষণে ॥ ১৬৩
হাতাহাতি হেথা সবে হানা দিব গড়ে।
ভয়ে যেন কানড়া আসিয়া পায়ে পড়ে ॥ ১৬৪
শুনিয়া ভূপতি কিছু নাহি দিল সায়।
আপনি পাত্তর বলে শুন ওহে রায় ॥ ১৬৫
বাসুড়িয়া গড়ে যেয়ে [illegible] দেও থানা।
হরিপাল-রাজা পাছে [illegible] দেয় হানা ॥ [illegible]

যদি জান রাজার চাকর নুন খাই।
সাজ শীঘ্র না হয় বাড়ীকে দেহ ধাই ॥ ১৬৭
রাজার সাক্ষাতে এত লাউসেনে কয়।
কালু বলে একি কথা গায়ে মোর সয় ॥ ১৬৮
যার যত জ্ঞান বল জানে দেশ জুড়ি।
কালুকে নিবারি সেন সাজে তড়বড়ি ॥ ১৬৯
ঘন পড়ে সিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই।
বীরগণ চৌদিকে ধাইল ধাওয়া ধাই ॥ ১৭০
কালচিতা কেলেসোণা কুড়া ব্রহ্মকাল।
চোড়মুড়া চান্দ চুড়া চয়ে চাঁপাড়াল ॥১৭১
শাকা শুখা দুর্ম্মুখা দুর্জ্জয় কালু ডোম।
যমদূত-দোসর সোসর কেহ যম ॥ ১৭২
তড়বড়ি গমনে গগনে উঠে ধূলি।
রাজসেনা চায় যেন চিত্রের পুতুলি ॥ ১৭৩
বিসম সঙ্কটে গড় ডানি ভাগে দরে।
তরিল তরণী গতি হাতে প্রাণ করে ॥ ১৭৪
বামে বন পর্ব্বত পশ্চাতে দূরে পুর।
অনুমানি বাসড়িয়া দেখে কত দূর ॥ ১৭৫
প্রবেশ করিল আসি খ ষোল ক্রোশ।
মোকাম করিতে বেলা হইল প্রদোষ ॥ ১৭৬
বেড়ুবাঁশে বেষ্টিত বিসম গড়খানা।
দ্বার বান্ধা পাষাণে সম্মুখে দিল হানা ॥ ১৭৭
হানা দিতে হলো হেতা পাত্রের হুকুম।
হাতী পিঠে নাগরা নিনাদে দুম্ দুম্ ॥ ১৭৮
ঘন রণ দামামা দগড়ে পড়ে ঘা।
সিমুলাতে পড়ে গেল প্রলয়ের রা ॥ ১৭৯
একাকার সিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই।
যমদূত সম সব সাজিল সিফাই ॥ ১৮০
বারভূঞে রায়রাঞা মীর মিয়াগণে।
তুরগী তুরঙ্গ কেহ এরাকী বারণে ॥ ১৮১
গজরাজে নরপতি ঘোড়ার পাত্তর।
মার্ মার্ শবদে সঘনে ধর ধর ॥ ১৮২
ঢালি পাইক ধনুকি ধাইছে তড়বড়ি।
হাতীর হেসনি শুধু ঘোড়ার দাবড়ি ॥ ১৮৩
কুঞ্জরনিকর যেন ঘনপুঞ্জ ঘটা।
শাণিত শেল তরবার তড়িতের ছটা ॥ ১৮৪
ধাও ধাও ধাওসা ধ্বনিতে ধরা কাঁপে।
হাতে হাতে সিমুলা বেড়িল বীরদাপে ॥ ১৮৫
চারিদিগে গর্জ্জে গোলা দুড় দুড় দুড়ুম্।
অন্ধকার সম হ'ল একাকার ধূম ॥ ১৮৬

বেগারি বেল্‌দার বল কাটিল নির্ম্মূল।
গড় ভেঙ্গে থুলে থানা করে সমতুল ॥ ১৮৭
হাতী হাঁকরিয়া পাড়ে গড়ের পাষাণ।
কানড়া ভবানী-পদ ভাবিল নিদান ॥ ১৮৮
হরিগুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৮৯

চিন্তি চণ্ডী- চরণ রাতুল।
পড়িয়া প্রমাদ ফান্দে, কিঙ্করী কানড়া কান্দে,
শোকাকুলি নাহি বান্ধে চুল ॥ ১৯০
পিতা মাতা ভাই বন্ধু, পালা'ল প্রমাদ-সিন্ধু,
পাথরে ফেলিয়া মোর মা।
কেবল ভরসা মোর, তরিতে তারিণী তোর,
অমর অর্চ্চিত অই পা ॥ ১৯১
আপনি সদয় হয়ে, কোন চিন্তা নাই ক'য়ে,
প্রবোধিলা পতিত-পাবনি।
কোথা মা করুণাময়ী, রক্ষ রক্ষ রণজয়ি,
জগন্ময়ি জগত-জননি ॥ ১৯২
কুটিল কটাক্ষপাতে, নব লক্ষ সেনা সাথে,
হাতে হাতে নিতে এল ধরি।
বিপত্ত্য সাগরে ভাষি, অভয়া উদ্ধার আসি,
বিষপানে প্রাণ লহ হরি ॥ ১৯৩
কান্দে বালা এত ভাবি, ভকতবৎসলা দেবী,
আসি শত করেন সান্ত্বনা।
বাছা! ভয় ত্যজ দেখ রঙ্গ, ডাকিনী যোগিনী সঙ্গ,
এখনি আপনি দিব হানা ॥ ১৯৪
দেখিয়া আমার দম্ভ, প্রচণ্ড নিশুম্ভ শুম্ভ,
জম্ভসুত হারালে পরাণ।
সমরে সাজিলে কেবা, যক্ষ রক্ষ সুর দেবা,
কুটিল কটাক্ষে কম্পবান ॥ ১৯৫
আমি যে তোমার পক্ষ, কিবা তুচ্ছ নব লক্ষ,
বিপক্ষ মানব মূঢ়মতি।
এত বলি নিজ সেনা, চৌষট্টী যোগিনী দানা,
হুটে হাঁকারিল হৈমবতী ॥ ১৯৬
বসনবিহীন কটী, কেহ পরে বীরধটী,
হাতে জাঠি বিকটবদনা।
সাজিল শ্মশানবাসী, ডাকিনী ডাগর-ভাষী,
মুক্তকেশী দীঘল দশনা ॥ ১৯৭
উলটী পালটী হাঁটী, বীরদাপে কাঁপে মাটী,
ঝট পটী ঈশ্বরী সাক্ষাতে
উরিলা ডাকিনী দানা, দেখে দেবী হর্ষমনা,
কানড়া দাঁড়ালে যোড় হাতে ॥ ১৯৮
চণ্ডিকাচরণে নত, জিজ্ঞাসে যোগিনী যত,
কিবা আজ্ঞা ভকতবৎসলা।
দনুজ-দলনী ভণে, মরতে মানব রণে,
আজি সবে পর মুণ্ডমালা ॥ ১৯৯
এত বলি দিল পান, দানাগণ মত্তমান,
ভবানী ভাবেন পুনর্ব্বার।
কোন উপলক্ষ বিনে, কেমনে মানব রণে,
আপনি পাতিব অবতার ॥ ২০০
ধুমসীরে দড় দড়, কোমর কসালে বড়,
বেছে বেছে বাইস হেতার।
ধনু টাঙ্গি শূল শাল, খরতর খাঁড়া ঢাল,
কালমুখী হীরা-বান্ধা ধার ॥ ২০১
তরকচে তীরগুলি, কোমরে কাটারি তুলি,
বান্ধিয়া চলিল আগুদলে।
নিজ সেনা লয়ে সঙ্গে, ঈশ্বরী সমর রঙ্গে,
আকাশে রহিলা আন ছলে ॥ ২০২
মার মার ডাকে দাসী, সম্মুখ সমরে আসি,
রাজসেনা ভাবে চমকিত।
গুরুপদে হয়ে যত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
বিরচিল শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥ ২০৩

হান হান বলিয়া ধূমসী দিল হানা।
চমৎকার ভাবে যত ভূপতির সেনা ॥ ২০৪
ডাকাডাকি উঠিল চৌদিগে-ধাওয়া ধাই।
বাজে জাড়া সিঙ্গা কাড়া, টমক টেমাই ॥ ২০৫
সম্মুখ সমরে দাসী সিংহনাদ ছাড়ে।
হুঙ্কার হুতাশে হাতী হুটরিয়া পড়ে ॥ ২০৬
দুষ্কর সাহসে তবু লস্কর রাজার।
রিষ বান্ধি রুষি বলে হাঁকে মার মার ॥ ২০৭
বায়ে ভর করে দাসী লস্কর ভিতরে।
গুঞ্জরে সিংহিনী যেন কুঞ্জর নিকরে ॥ ২০৮
হান হান হাঁকারে হাতীর হানে শুঁড়।
হানিছে ঘোড়ার জাঙ্ঘ মানুষের মুড় ॥ ২০৯
ডাক ছাড়ে মামুদা সঘনে মার মার।
চিন্তা নাই আমি আছি সাহেব সর্দ্দার ॥ ২১০
চৌদিগে চাপিয়া যুঝে ভূপতির ঠাট।
দাদালে দুহাতে দাসী জুড়ে এলো কাট ॥ ২১১
কুঠার করিয়া কাটে কুঞ্জরের স্কন্ধ
[illegible]ার [illegible]িপাই পড়ে শিরে শরবন্ধ ॥ ২১২

দুষ্কর সাহসে তবু রায় রণ ভীম।
হাতাহাতী দড় বড় বাড়ালে মহিম ॥ ২১৩
গজরাজে যুঝে কেহ কেহ বা ঘোড়ায়।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী যুঝে পায় পায় ॥ ২১৪
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে তীর সাঙ্গি শেলগুলি।
না লাগে দাসীর গায় রাখেন বাসুলি ॥ ২১৫
ঢাল চালি সামালি হাঁকালে হানে ঠায়।
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায় ॥ ২১৬
অবনীতে হাঁটু পাতি ধানুকী বন্দুকী।
আঁটনি করিয়া বিন্ধে ঢালে হয়ে লুকী ॥ ২১৭
অন্ধকার নিশা তায় একাকার ধূম।
চারিদিকে বাজে গোলা দুড়ুম্ দুড়ুম্ ॥ ২১৮
থুম থুম ধূমসী দুহাতে হাতী হানে।
কাদালে কদলী যেন হানিছে কৃষাণে ॥ ২১৯
ঢাল চালি চঞ্চল চৌকে বেগে ধায়।
দুহাতে দাদালে হানে যার লাগি পায় ॥ ২২০
শন শন শুনি শুদ্ধ শরের শবদ।
হান হান হুকুম হানিছে মহামদ ॥ ২২১
পাপণে রায়ে রণে যত রাজসেনা।
রণরঙ্গ রণরায় রণে দিল হানা ॥ ২২২
মীরমিঞা মোগল পাঠান খানসামা।
মান্ধাতার নাতি আর ভূপতির মামা ॥ ২২৩
রাজা পাত্র বারভূঞে হাতে হাতে বেড়ে।
রক্ষ মা বাসুলি বলি দাসী ডাক ছাড়ে ॥ ২২৪
রঙ্গিণী উরিলা রণে রুধির-লোচনা।
চারিদিগে চঞ্চল চাপিয়া চলে দানা ॥ ২২৫
জটিল জটিল তেজা তারা যেন ছুটে।
বিকট দশন রক্ত জবা যেন ফুটে ॥ ২২৬
না পারা দশন বসনহীন কটী।
কেহ বা কাঁচুলি পরে কেহ বীর-ধটী ॥ ২২৭
ঝটপটি ঝাপটি ঝাঁপিল ঝাপ ঝুপ।
চমকিত রাজসেনা ভয় পাবে ভূপ ॥ ২২৮
ঘনরাম কবিরত্ন ভাবি দীনবন্ধু।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গীত গায় সুধা রসসিন্ধু ॥ ২২৯

মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী
সেনাগণ দানাগণ, সমরে নিদারুণ,
দুদলে করে হানাহানি ॥ ২৩০
রঙ্গিণী রণজই, দুন্দুভি বাজই,
ঘনঘোর বাজাইয়া দামা।
রাজপুত মজপুত, যৈছন যমদূত,
সমযুথ যুঝে, খানসামা ॥ ২৩১
দাদালিয়া দল-বল, মহী মাঝে মাতল,
মানব মহিমে দানা দম্ফে।
ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দানাগণ,
ধমকে ধরাধর কম্পে ॥ ২৩২
তবু অকাতর, নৃপতি লস্কর,
দুষ্কর সমর মাঝে।
ঝট পট চোট পাট, বলিছে হান কাট,
মামুদা মারহ গাজে ॥ ২৩৩
সাঙ্গি শেল ঝুপ ঝুপ, ঝিকিছে লুপ লুপ,
লাকে লাফে লুপিছে দানা।
প্রেত ভূত পিচাশী ধাওয়া ধাই ধূমসী,
থুমসী রণে দিল হানা ॥ ২৩৪
ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে, শরগুলি বরিষে,
আকাশে একাকার ধূম।
দিশাহারা দিবসে, হত কত হুতাশে,
গোলা গাজে দুড়ুম দুড়ুম ॥ ২৩৫
ঝকড়া ঝাঁকে ঝাঁকে, ঝিকিছে হাঁকে হাঁকে,
লাগে লাখে বরিষে তীর।
সামালিয়া হানিতে, গজবাজী সহিতে,
সমরে শিফাইয়ের শির ॥ ২৩৬
করয়ে তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন,
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।
সমরে সেনাগণ, সংহারে যৈছন,
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে ॥ ২৩৭
দাদালিয়া দাবড়ে, চাটী চড় চাপড়ে,
কামড়ে পাড়ে হাতী ঘোড়া।
ঝটপটী ছটফটী, রণশির লটপটী,
ভূতলে জড়ায়ে জামাজোড়া ॥ ২৩৮
টন্ টান্ ঠন্ ঠান্, সঘনে সন সান,
ঝন ঝান ঘনরণ নাদ।
শুনিয়া বিপরীত, ভূপতি চমকিত,
মামুদা ভাবে পরমাদ ॥ ২৩৯
বড় গোলা বন্দুক, দুড় দুড় দশমুখ,
চাহিতে চমকিত শেষ।
অবনী টল টল, কম্পিত কুলাচল,
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥ ২৪০
ধূমসী পরদল, হানিছে দল বল,
হাঁকিছে বিপরীত রা।

বীরগতি চলিছে, বাহু তুলি বলিছে,
বলি লও বাসুলি গো মা ॥ ২৪১
ডাক ডাকি ডাকিনী, রণে যুঝে যোগিনী,
রঙ্গিণী দেখি রণরঙ্গ ।
তক্ষক সম্মুখ, দেখি যেন মণ্ডুক,
সমরে সবে দিল ভঙ্গ ॥ ২৪২
রঙ্গিণী জিনি রণে, ডাকিনী যোগিনী সনে,
সমরে করিল সুধা পান ।
গুরু পদে যত্ন, দ্বিজ কবিরত্ন,
সঙ্গীত মধুরস গান ॥ ২৪৩

প্রাণ লয়ে ভূপতি পালালো মহানিশি ।
পাত্তর পলাতে ধেয়ে ধরিল ধূমসী ॥ ২৪৪
ধূমসী উপাড়ি দাড়ি ছেড়ে দিল তায় ।
প্রাণ লয়ে পাপমতি পাত্তর পলায় ॥ ২৪৫
তরাসে তরল কেহ ধায় উর্দ্ধ মুণ্ডে ।
দেখে কেহ হুতাসে ছুটরে পড়ে ভুণ্ডে ॥ ২৪৬
ফিরে নাহি চায় কেহ ধায় তড়বড়ি ।
পথে পড়ে ঢাল খাঁড়া মাথার পাগড়ি ॥ ২৪৭
খালি খেয়ে ঘুরে ঘুরে ঘায়ের জ্বালায় ।
ঝোড়ে ঝাড়ে আড়ে কেহ তরাসে লুকায় ॥ ২৪৮
ভেয়ে বাবু মিঞা কত সর্দ্দার সিফাই ।
সমরে কাটায়ে ঘোড়া সবে দিল ধাই ॥ ২৪৯
চেয়ে চারি চঞ্চল চরণে হাতী ধায় ।
অবনী আকাশে ধুম ধরণী ধুলায় ॥ ২৫০
কত দূরে যেয়ে শিরে বুলাইছে হাত ।
কেহ বলে রাখিল বাসুলি বৈদ্যনাথ ॥ ২৫১
কেহ বলে মুস্কিলে অসান কৈল পীর ।
পরাণ হারায়েছিনু পেটের খাতির ॥ ২৫২
গলা গলি কাঁদে কেহ করে কোলাকুলি ।
কেহ কারো লুটায়ে পায়ের লয় ধূলি ॥ ২৫৩
কেহ বলে খুড়া মলো, কেহ বলে জেঠা ।
কেহ গায় গুণের জামাই গেল কাটা ॥ ২৫৪
ভাই ভাই বলে কেহ ফুকরিয়া কাঁদে ।
ধুলায় লুটায় কেহ বুক নাহি বাঁধে ॥ ২৫৫
বলিতে বদন বাধে কেহ হৈছে বোবা ।
তখন তরাসে কেহ স্মরে তোবা তোবা ॥ ২৫৬
ডগমগি রুধিরে ভূষিত সর্ব্ব গা ।
ফাঁফর হয়েছে কারো মুখে নাই রা ॥ ২৫৭
মরি মরি বলে কেহ স্মরে হরি হরি ।
কেহ বলে কাজ নাই এ ছার চাকুরি ॥ ২৫৮
বিধি যদি কপালে লিখেছে দুঃখভার ।
পাট্ করি পরের পালিব পরিবার ॥ ২৫৯
ভূমে হাঁটু পাতি কেহ নাকে দেয় খত ।
বেঁচে গেলে এবার বিষয়ে দণ্ডবত ॥ ২৬০
কতখান ভাবে সবে, হেথা হেন বেলা ।
রণভূমে রঙ্গিণী করেন রঙ্গ-খেলা ॥ ২৬১
পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী ।
নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি ॥ ২৬২
ফড়া ফড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী ।
কেহ কাটে কেহ কুটে বাঁটে খানি খানি ॥ ২৬৩
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ ধরে তুল ।
কেহ চাকে কেহ ডাকে কেহ করে মূল ॥ ২৬৪
বচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা ।
বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা ॥ ২৬৫
মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি ।
যাচিয়া যোগায় কত যোগিনীর ঝি ॥ ২৬৬
খর্পর পূরিয়া কেহ নিবারিতে ক্ষুধা ।
চুমুকে রুধির পীয়ে সম তার সুধা ॥ ২৬৭
কাঁচা মাস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে ।
মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে ॥ ২৬৮
দশনে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড় ।
মুয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড় ॥ ২৬৯
হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে ।
লাফ দিয়া লুফে কেহ অমনি গরাসে ॥ ২৭
পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট ।
মড়া মাঝে মিছা শব্দ শুনি হন কাট ॥ ২৭১
ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ডদানা ।
হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা ॥ ২৭২
হেন হাটে হাকিম হইল হৈমবতী ।
করপুটে সম্মুখে ধূমসী করে স্তুতি ॥ ২৭৩
সমর তরঙ্গ খেলা পরিহর মা ।
কানড়ার কমনা কেবল ওই পা ॥ ২৭৪
এত শুনি সমাপিয়া সমরের খেলা ।
দাসীকে কহেন কিছু ভকতবৎসলা ॥ ২৭৫
কানড়ারে কও কিছু চিন্তা করে পাছে ।
স্মরণ করিলে মোর দেখা পাবে কাছে ॥ ২৭৬
কৈলাস হইতে আসি, দাসী যাও ঘর ।
পাষাণে লিখন তার লাউসেনে বর ॥ ২৭৭
এত বলি ঈশ্বরী হইল তিরোধান ।
ধর্ম্মসুত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২৭৮

জয় হৈল সংগ্রাম, সঙ্কট হইল কাট।
ধূমসী মহলে চলে, মারি মালসাট ॥ ২৭৯
রণচিহ্ন লইল হাতীর দন্ত শুঁড়।
ধনুকে বান্ধিয়া নিল মানুষের মুড় ॥ ২৮০
রণ-ধূলি রুধিরভূষিত সর্ব্ব গা।
টস্ টস্ পড়ে রক্ত পসারিতে পা ॥ ২৮১
হাতে আছে অমনি লাগাম ঢাল খাঁড়া।
জোহার জানান যেয়ে যেখানে কানড়া ॥ ২৮২
জয় হলো মহিম যুগল হাতে কয়।
কানড়া কহেন কিছু ভাবিয়া সংশয় ॥ ২৮৩
সমর বারতা বল সমরবরতা।
যে হেতু এতেক হৈল, সেন নাথ কোথা ॥ ২৮৪
দাসী বলে উপলক্ষ কেবল আপনি।
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে যুঝিলা ভবানী ॥ ২৮৫
কিছু মাত্র দেখেছি পলাতে ভগ্নসেনা।
সমরে সকল প্রায় সংহারিল দানা ॥ ২৮৬
বিবরে বলিতে নারি এ সব বারতা।
কানড়া বলেন তবে খেলি মোর মাথা ॥ ২৮৭
সে জন পরাণ লয়ে পলাবার নয়।
সঙ্কট সমরে বুঝি নাথ হলো ক্ষয় ॥ ২৮৮
শোকাকুল কান্দিয়া কঙ্কণ হানে শিরে।
কি বোল বলিলি অবা বল দেখি ফিরে ॥ ২৮৯
মনের বাসনা যত যদি হলো দূর।
কি কাজ কঙ্কন শঙ্খ হার কর্ণপুর ॥ ২৯০
দূরে তেজি অপর অনেক আভরণ।
এলাইল কবরী কেশ গায়ের বসন ॥ ২৯১
অভিমানে কান্দে বালা লোটায়ে অচলা।
কৈলাসে জানিল মাতা ভকতবৎসলা ॥ ২৯২
বাছুর হারায়ে বনে ব্যগ্র যেন গাই।
যথা কানড়া আছে এলো ধাওয়াধাই ॥ ২৯৩
নেতের আঁচলে দেবী মোছায়ে বয়ান।
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলা আপনি বুঝান ॥ ২৯৪
কেন গো কানড়া তুমি কি কারণে কান্দ।
চঞ্চল চরিত্র বেণী চুল নাহি বান্ধ ॥ ২৯৫
কেন বা কনককান্তি কলেবর কালি।
নয়নে গলিছে বারা গায়ে ধূলা বালি ॥ ২৯৬
কেন শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী কণ্ঠমালা।
ফেলায়ে পাগলি কেন পাতাইলি কলা ॥ ২৯৭
কালি বিভা দিব তোর কিছু নাহি ঠেক
যুগে যুগে মোর কথা পাষাণের রেখ ॥ ২৯৮
কেটে গেছে সঙ্কট কিসের দুঃখ মনে।
অভিমানে কয় বালা অভয়া চরণে ॥ ২৯৯
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে আপনি সজিয়া।
সমরে সকলে যদি এলে সংহারিয়া ॥ ৩০০
তবে আর প্রাণনাথ কেমনে বাঁচিল।
কি আর ও সব কথা কপালে যে ছিল ॥ ৩০১
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবের দেবতা।
দনুজদলনী শুনি সুখমোক্ষদাতা ॥ ৩০২
এহেন ঈশ্বরী যার তার হেন খেদ।
মিছা তবে আগম পুরাণ স্মৃতি বেদ ॥ ৩০৩
সহমৃতা হবো মাতা জ্বালাইয়া কুণ্ড।
এই ভিক্ষা আপনি আনিয়া দেহ মুণ্ড ॥ ৩০৪
ঈশ্বরী বলেন শুন সাধু সদাশয়।
কার শক্তি মারে তারে যম করে ভয় ॥ ৩০৫
বিশেষ বৈষ্ণব বাছা মোর প্রিয় অতি।
মহামতি রায় তায় ভাবি তোর পতি ॥ ৩০৬
অভিমানে কান্দে তবু ফুকরি ফুকরি।
বড় না অবোধ বেটী বলেন ঈশ্বরী ॥ ৩০৭
সেই পতি বিনা তোর মতি নাই আন।
এত যে বুঝানু বেটী কোথা ছিল কাণ ॥ ৩০৮
আমার বচন বেদ পুরাণ আগম।
যে জন বুঝিতে নারে করে মনভ্রম ॥ ৩০৯
বিবাহ না দিয়া তোর যদি যাই ফিরা।
মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের কিরা ॥ ৩১০
যদি রাজা লাউসেন মরেছে সর্ব্বথা।
আনাব যমের ঘরে কত বড় কথা ॥ ৩১১
ধূমসী পদ্মারে পুনঃ বলেন বসিয়া।
রণ-ভূমে খুঁজে দেখি বুঝে এস গিয়া ॥ ৩১২
মরা চিহ্ন দেখ যদি রাজা লাউসেনে।
প্রাণ দিয়া বিবাহ করাব এক্ষণে ॥ ৩১৩
কেন্দে কেন্দে কানড়া আছাড়ে সর্ব্ব গা।
বিবাহ না দিয়া যেতে সরে এক পা ॥ ৩১৪
হরি গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩১৫
দেবীর আদেশে দোঁহে বিরস বদনে।
শ্মশানে মড়ার মাঝে মহামতি সেনে ॥ ৩১৬
একে একে একান্ত খুঁজিয়া নাহি পায়।
থানায় চিন্তিত হেথা লাউসেন রায় ॥ ৩১৭
সেন বলে শুন কালু মন কেন ছোটে।
মেসো বা মামার যুদ্ধে ঠেকিল সঙ্কটে ॥ ৩১৮

শুনেছি বিষম শব্দ বড় গোলানাদ।
মহিমে ধূমসী পারা পড়েছে প্রমাদ ॥ ৩১৯
কালু বলে মনে নিল চল মহারাজ।
সেখানে বিপত্তি যদি এখানে কি কাজ ॥ ৩২০
এত বলি সত্বর সওয়ারি হইল রায়।
আগে আগে বীর কালু বেগবন্ত ধায় ॥ ৩২১
রাজার বিপত্তে নাই চিত্তের সন্তোষ।
দিগদণ্ডে দাখিল সর্ব্বনি সোল কোশ ॥ ৩২২
না পেয়ে সেনের তত্ত্ব চলে গেল দাসী।
এমন সময়ে সবে উত্তরিল আসি ॥ ৩২৩
রাজার মোকামে সবে দেখে শূন্যাকার।
চীল উড়ে গগনে বাহির গড়পার ॥ ৩২৪
হাহাকার করি ধায় ধর্ম্মের তপসী।
হাতী ঘোড়া মানুষ পড়েছে রাশি রাশি ॥ ৩২৫
কাক কঙ্ক শকুনী গৃধিনী চর্ম্ম চীল।
মুড়ায়ে মড়ার মাঝে করে কিল কিল ॥ ৩২৬
চুমুকে রুধির পিয়ে চক্ষু খায় খুলে।
ঠোঁটে ঠোকরিয়া কেহ উভ উভ তোলে ॥ ৩২৭
মানুষের মাথা কেহ গাছে খায় তুলে।
লাফে লাফে নাড়ীগুলা লুফে লয় চীলে ॥ ৩২৮
কৌতুক করিয়া কেহ কার মুখে সঁপে।
উড়ে যেতে আকাশে অমনি কেহ লুফে ॥ ৩২৯
শৃগাল কুকুরে কত করে কলরব।
মড়া গন্ধ মিশালে মাছির মহোৎসব ॥ ৩৩০
দেখে কত বিস্ময় বাড়িল বীর-ভাগে।
সেন বলে বিপত্তে বিধাতা যারে লাগে ॥ ৩৩১
যেমন শুনেছি মহাভারতের রণ।
যুধিষ্ঠির সমরে সাজিল দুর্য্যোধন ॥ ৩৩২
কুরুসৈন্য সাজিল এগার অক্ষৌহিণী।
পাণ্ডবের পক্ষ প্রভু গোবিন্দ আপনি ॥ ৩৩৩
কুরুসৈন্য তথাপি সমরে হলো পাত।
জয় হলো যার সখা ত্রিলোকের নাথ ॥ ৩৩৪
সেইরূপই গড়ে কেহ ধরে দৈববল।
হেনেছে হটিল হয়ে নবলক্ষ দল ॥ ৩৩৫
বল কালু উপায় কি করি ওরে ভাই।
এই শোক-সাগরে কেমনে রক্ষা পাই ॥ ৩৩৬
বলিতে বলিতে মোহে চক্ষে বহে নীর।
কালু বলে মহারাজ মন কর স্থির ॥ ৩৩৭
ঠাকুর করেন যদি কাঙুরের পারা।
বিবাহ করিবে তুমি জীবে যত মরা ॥ ৩৩৮
বসিয়া বাজীর পিঠে থাক দণ্ড চারি।
বুঝে আসি, কে দেখি সময়ে হয় বারি ॥ ৩৩৯
কে ধরে এমন বল এত সেনা হানে।
সেন বলে এসো শীঘ্র যেও সাবধানে ॥ ৩৪০
জোহার করিয়া সেনে গোঁফে দেয় তার।
কোপে তাপে ধায় বেগে হাঁকে মার মার ॥ ৩৪১
ধর্ ধর্ বলে ধায় ধরিয়া ধনুক।
কে হেনেছে রাজসেনা কার এত বুক ॥ ৩৪২
বীর-বলে উলটী পালটী লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥ ৩৪৩
শুনিয়া ধূমসী ধায় ধরে খাঁড়া ঢাল।
কালুকে দেখিয়া দাসী পরম খোসাল ॥ ৩৪৪
বুঝি সময়ের গতি দ্বারেতে চঞ্চলা।
লোহার কপাট দিল তামার তসলা ॥ ৩৪৫
পেয়ে যেয়ে অমনি কহিল মহামায়।
বীর কালু এলো গড়ে কি করি উপায় ॥ ৩৪৬
ঈশ্বরী বলেন তবে পরম মঙ্গল।
কালুর কল্যাণে সদা সেনের কুশল ॥ ৩৪৭
বলে ছলে প্রকারে কালুকে যেয়ে বাঁধ।
এখানে উদয় হবে ময়নার চাঁদ ॥ ৩৪৮
দাসী বলে জননী দেখিলে কাঁপে গা।
কালান্তক কালু বীরে কে বান্ধিবে মা ॥ ৩৪৯
কানাড়া বলেন তবে বুদ্ধি হবে কি।
বাসুলি বলেন রঙ্গ বসে দেখ ঝি ॥ ৩৫০
ভাজাভুজা গাঁজা পোস্ত ঘোঁটা সিদ্ধি সুরা।
সেজে লও সরস কলসী পাঁচ পুরা ॥ ৩৫১
ভিতর গড়ের দ্বারে রাখ বসাইয়া।
বাড়াবে বীরের আশ এসো পাছুইয়া ॥ ৩৫২
ভুলিয়া ভোজন করি হরিবেক জ্ঞান।
তবে যে বান্ধিবে তায় হবে সাবধান ॥ ৩৫৩

এখানে বসিয়া তবে লও লাউসেনে।
শুভ বিভা গোধূলি সময় শুভক্ষণে ॥ ৩৫৪
অভয়া আদেশে দাসী নানা আয়োজনে।
দুয়ারে রাখিয়া ভেট সেজে গেল রণে ॥ ৩৫৫
কপাট ঘুচায়ে গড়ে দেখে আড়ি উড়ি।
দাসী দেখে বীর দড় দিলেক দবড়ি ॥ ৩৫৬
তড়বড়ি ত্বরায় পাথর গড় পায়।
মার মার বলি বীর তাড়া[illegible] যায় ॥ ৩৫৭
বিশ্বরীত গর্জ্জনে গমনে বয় ঝড়।
প্রাণ [illegible] ধূমসী লোহার পায় গড় ॥ ৩৫৮

সমর দুরন্ত কালু যায় তাড়াতাড়ি।
ধূমসী তামার গড়ে ধায় তড়বড়ি ॥ ৩৫৯
পাঁচ গড় পেরুল তথাপি দেয় তাড়া।
ধূমসী ধূমসী ফিরে ধরে ঢাল খাঁড়া ॥ ৩৬০
ছুন্দুরি দেখিয়ে বীরে আড়ি উড়ি রয়।
দনুজ দোয়ারে কালু দেখে সুধাময় ॥ ৩৬১
ঘটি ঘটি খোঁটা সিদ্ধি পীয়ে পোস্ত মদ।
ভাজাভুজা পেয়ে বলে পেনু ইন্দ্রপদ ॥ ৩৬২
মুয়া মুড়ি মুড়কি মধুর মত্তমান।
পরিপাটী পাঁচ ভুজা করে জলপান ॥ ৩৬৩
খেতে খেতে অজ্ঞান গরল গলে গালে।
তখন বান্ধিয়া দাসী থুইল বন্দিশালে ॥ ৩৬৪
চাতুরি প্রবন্ধে যদি বীর গেল বান্ধা।
ধাইল ময়নাপতি মনে ভাবি ধান্ধা ॥ ৩৬৫
শিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই দাপে চাপে।
পাঁচ গড় পার হলো প্রবল প্রতাপে ॥ ৩৬৬
সেইখানে সব বীর থাকিল থানায়।
মহল দুয়ারে আসি ডেকে কন রায় ॥ ৩৬৭
বধিয়া রাজার সেনা বসে আছে ঘরে।
কে ধরে এতেক বল বুঝিব সমরে ॥ ৩৬৮
বিলম্বে নাহিক কাজ বা'র হবে আসি।
রণ মাগে লাউসেন ময়নানিবাসী ॥ ৩৬৯
এত বলি বিজয় ঘণ্টায় দিল সাড়া।
ঈশ্বরী বলেন অই শুন গো কানড়া ॥ ৩৭০
ময়নামণ্ডলপতি মহামতি রায়।
লাউসেন আইল তোর ব্রত হলো সায় ॥ ৩৭১
কত আছে কামিনী, এমন পায় কে।
সেবেছে মায়ের স্বামী ঘরে বসে নে ॥ ৩৭২
এতগুনি কানড়া লোটায় পদতলে।
হেনকালে ভবানী বলেন কিছু ছলে ॥ ৩৭৩
ভেট যেয়ে নাগরে পুরিবে মনসাধা।
মুচকি হাসিয়া মুখ ঢাকা দিলে আধা ॥ ৩৭৪
নয়নে নয়নে কত ঐখানে সরস।
নব রব নাপানে নাগরে কর বশ ॥ ৩৭৫
কানড়া বলেন যদি ভুলে গো তাপসী।
আখড়ায় কেন তবে দিয়ে এলে অসি ॥ ৩৭৬
হাসিয়া বলেন সত্য ভকতবৎসলা।
মহাজ্ঞানবতী তুমি ভূপতির বালা ॥ ৩৭৭
এত বলি মহামায়া অন্তর বিশেষ।
আপনি রচিল বসে কানড়ার বেশ ॥ ৩৭৮
বিশেষ বুঝান, বাছা বুঝে সুঝে কয়ো।
সকল দিনের স্বামী সাবধান হয়ো ॥ ৩৭৯
নত হয়ে যত কিছু মনের মরম।
যোড় হাতে কয়ো তুমি না করো শরম ॥ ৩৮০
ঈশ্বরী আদেশ বালা বন্দি কর যুড়ি।
বারাণে হুকুম দিল সাজাইতে ঘুঁড়ি ॥ ৩৮১
হরি গুরু-চরণসরোজ করিধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৮২

রণঘুঁড়ি সাজাতে বারাণ আজ্ঞা পায়।
আগুড়ি পাছুড়ি দড়ি ঘুঁড়ীর এলায় ॥ ৩৮৩
যতনে গাখানি মাজি করিল নির্ম্মল।
বিনা'লো বিচিত্র ঘাড়ে ঘুঁড়ীর কুন্তল ॥ ৩৮৪
তাহে পাট পুরট খোপনা থর তিন।
নানা চিত্র বিরাজিত পিঠে বান্ধা জীন ॥ ৩৮৫
কলগৌত কমল কলিকা শোভে যায়।
হীরা মণি হিরণ্য মণ্ডিত কত তায় ॥ ৩৮৬
ঘনরাম কবিরত্ন ভাবি দীনবন্ধু।
বিরচিল শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত রসসিন্ধু ॥ ৩৮৭

লম্বিত বাজীর পাশে রূপার বিকির।
অনুপম লাগাম বদনে বান্ধা জির ॥ ৩৮৮
মুখানি মণ্ডিত মণি মুকুতার পাঁতি।
মরকত বজ্রত রঞ্জিত তায় ভাতি ॥ ৩৮৯
কপালে কাঞ্চন চন্দ্র কনক কড়ালি।
সজোর উজোর জোর মুখে মুখ-নালি ॥ ৩৯০
গায়ে ঢালা পাখড়া গজকা বান্ধা শিরে।
বাক ডোর খেঁচিতে খঞ্জন যেন ফিরে ॥ ৩৯১
শর গুলি ধনুক বন্দুক খাঁড়া ঢাল।
তুলিল বাজীর পিঠে মূর্ত্তিমান কাল ॥ ৩৯২
ঘনঘটা ঘাঘর ঘুঙ্ঘুর ঘন ঘোর।
কানড়ার কাছে নিল খেঁচি বাক ডোর ॥ ৩৯৩
হেষণি ফান্দনি গতি কালিনি পাখরি।
দেখে জিয় জিয় কয় কানড়া সুন্দরী ॥ ৩৯৪
বারাণ খোষাল হলো শাল পেলে সাজে।
ঈশ্বরী বলেন বাছা কাজ নাই ব্যাজে ॥ ৩৯৫
প্রাণনাথে দেখ যেয়ে নয়ন ভরিয়া।
দনুজ দুয়ারে রাজা আছে দাঁড়াইয়া ॥ ৩৯৬
হাসি হাসি মায়ের পায়ের লয় ধূলা।
চড়িল ঘুঁড়ীর পিঠে শুভক্ষণ বেলা ॥ ৩৯৭
আনন্দসাগরে ভাসি শশিমুখী ধায়।
মহল দুয়ারে দেখে ময়নার রায় ॥ ৩৯৮

কালঘোড়া কানড়া কান্তিম কলেবর।
ভূষিত তড়িত যুথ যথা জলধর ॥ ৩৯৯
সেনের সোণার কান্তি শরীর শোভিত।
রূপ হেরি ভুজনারি মন বিমোহিত ॥ ৪০০
লাউসেন ঘোড়ায় কানড়া ঘুঁড়ী পিঠে।
শুভক্ষণ সাক্ষাৎ মিলিল দিঠে দিঠে ॥ ৪০১
লজ্জায় লম্বিত-মুখী তাড়াইল বামে।
শশিমুখী রাধিকা সঙ্কেত যেন শ্যামে ॥ ৪০২
দোঁহারূপ হেরি দোঁহে হইল মোহিত।
বিশেষ মজিল সেনে কানড়ার চিত ॥ ৪০৩
ঘুঁড়ী দেখি মদনে মাতাল হলো হয়।
ঘোঁড়ারে প্রবোধ করি ঘুঁড়ী কিছু কয় ॥ ৪০৪
লাউসেন কানড়া বিভা দৈবের অধীন।
জ্ঞানহত না হয়ো প্রসন্ন হবে দিন ॥ ৪০৫
কিরূপে বিবাহ হয় চেয়ে দেখ রঙ্গ।
রাত্রি দিন দুজনে থাকিব এক সঙ্গ ॥ ৪০৬
প্রবোধ পাইয়া ঘোড়া স্থির করে মতি।
কানড়া দেখিয়া মনে বুঝিল ভূপতি ॥ ৪০৭
সুধামুখী সুবেশে সংসার করে আলা।
এই বুঝি কানড়া ইহ রি বরমালা ॥ ৪০৮
বরণে বনিতা বুদ্ধি বিশেষ সুধান।
কি হেতু এখানে কেন কিবা সাধ মান ॥ ৪০৯
এতেক বলিল যদি ময়নার নাথ।
ঘুঁড়ী পিঠে কানড়া যুড়িল দুটি হাত ॥ ৪১০
বার সাত অমনি চরণে দণ্ডবৎ।
বদনে বসন দূর করিল ঈষৎ ॥ ৪১১
বলিতে লাগিল বালা বিনয় বচন।
শুন মহাশয় রায় মোর নিবেদন ॥ ৪১২
হরিপাল দুহিতা আমি প্রমাদে পড়িয়া।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু গেল পলাইয়া ॥ ৪১৩
কানড়া অমার নাম স্বামী ভাবি তোমা।
পঞ্চম বৎসর হতে সেবি শিব উমা ॥ ৪১৪
তোমার বনিতা আমি, তুমি প্রাণনাথ।
এতশুনি সেন কন কর্ণে দিয়া হাত ॥ ৪১৫
মহারাজ মেসো তায় হাতে বান্ধা সুতা।
বিবাহ করিতে এল করেছে লঘুতা ॥ ৪১৬
অধিবাস করিলে অর্দ্ধেক বিভা হয়।
স্মৃতি বেদ বিদিত বিদ্বান্ সব কয় ॥ ৪১৭
তোমারে করিতে বিভা মোরে না জুয়ায়।
অপযশ অধিক অধর্ম্ম ভয় তায় ॥ ৪১৮
রাজাকে বিবাহ কৈলে তুমি হতে মাসী।
এত শুনি কন কিছু কানড়া রূপসী ॥ ৪১৯
গৌড়েশ্বরে কেবা বা হয়েছে বাক্‌দাতা।
এসেছিল ভাট বটে মুড়াইছি মাথা ॥ ৪২০
তায় অধিবাস সিদ্ধ যদি হয় রায়।
মনে মনে কে না তবে ইন্দ্র হতে চায় ॥ ৪২১
অমার প্রতিজ্ঞা নাথ ঈশ্বরী সাক্ষাৎ।
যে জন হানিবে গণ্ডা সেই প্রাণনাথ ॥ ৪২২
যদিস্যাৎ আপনি করেছ এই কর্ম্ম।
বিবাহ করহ রায় রক্ষা পাক ধর্ম্ম ॥ ৪২৩
সেন বলে কদাচ আমার নহে কাজ।
অধর্ম্ম নাহোক তবু দেশ জুড়ে লাজ ॥ ৪২৪
গৌড়েশ্বরে বিভা কর ভুলনা সুন্দরী।
রাজার মহিষী হবে, রাজ্যের ঈশ্বরী ॥ ৪২৫
বল যদি মহারাজে এখানে আনাই।
দেও'বা না দেও সায় লয়ে যেতে চাই ॥ ৪২৬
কানড়া কহেন নাথ না কয়ো নিষ্ঠুর।
গৌড়পতি পিতৃতুল্য পর্য্যায় শ্বশুর ॥ ৪২৭
যদি দূরাদূর থাকে মনের বাসনা।
চেয়ে দেখ কি গতি পেয়েছে রাজসেনা ॥ ৪২৮
সেন বলে কানড়া আমারও ঐ পণ।
বধেছ কেমন সেনা বুঝে ল'ব রণ ॥ ৪২৯
বলে ধরে তোমারে পাঠা'ব রাজধানে।
হারি যদি এখনি বিবাহ এইখানে ॥ ৪৩০
ভবানী ভাবিয়া বালা বলে ভালো ভালো।
কোপে বধূবদন ঈষৎ হলো কালো ॥ ৪৩১
বলে ধরে নিতে পারে কার এত বুক।
বলিতে বলিতে কোপে ধরিল ধনুক ॥ ৪৩২
এখন বাঁচাই নাথ অনুমতি দে।
না হয় দাসীর এক বাণ সয়ে নে ॥ ৪৩৩
মরি যে তোমার হাতে, মোক্ষ ফল পাব।
হানি যে তোমার শির, সহমৃতা হব ॥ ৪[illegible]
এত বলি দুই জনে হইল হানাহানি।
সঙ্কট বুঝিয়া মাতা উরিলা ভবানী ॥ ৪৩৫
হরি গুরু চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৪৩৬
দুহাতে ধরিয়া ঘোড়া ঘুঁড়ীর লাগাম।
বলিতে লাগিল মাতা নিবারি সংগ্রাম ॥ ৪৩৭
জনম অবধি রায় যে যারে [illegible]য়ায়।
[illegible] কি এমন কর্ম্ম করিতে জুয়ায় ॥ ৪৩৮

কানড়া তোমার, তুমি কানড়ার প্রাণ।
রণস্থলে আপনি করিব সম্প্রদান ॥ ৪৩৯
উদ্দেশে যে জন সেবে চরণ আমার।
চতুর্ব্বর্গ ফল পায় করতলে তার ॥ ৪৪০
জবাফুলে মোর পদ পূজেছে সাক্ষাতে।
তায় যে তোমায় পাবে এত তানা তাতে ॥ ৪৪১
আপনি সকলি জান শুনহে রাজন।
তোমার প্রতিজ্ঞা রাখি কানড়ার পণ ॥ ৪৪২
আসুরিক রণ ত্যজ হের আন হাত।
হাতাহাতি বল বুঝি আমার সাক্ষাৎ ॥ ৪৪৩
শুনিয়া প্রণতি করি সেন দিল সায়।
ভয় ভাবি কানড়া ভবানীমুখ চায় ॥ ৪৪৪
আঁখি ঠারে দেবী তার বাড়াইল বুক।
শঙ্করে আনিল মাতা দেখিতে কৌতুক ॥ ৪৪৫
সঙ্কেত করিল মাতা শঙ্করের প্রতি।
সেনে কৈল আশ্রয় বলিলা পশুপতি ॥ ৪৪৬
ভবানী করিলা ভর কানড়া উপরে।
বলবতী বাউতি মাধবের ধরে করে ॥ ৪৪৭
পরশে পরম সুখ যুবতীর হাত।
ছাড়ায়ে কন্যার কর ধরে ভূতনাথ ॥ ৪৪৮
কলে বল টানিতে হেলায় গেল ছাড়া।
পুনশ্চ রাজার হাত ধরিল কানড়া ॥ ৪৪৯
আপনি ভবানী মাতা ভর দিলা তায়।
কানড়া হইল গিরি গোবর্দ্ধন প্রায় ॥ ৪৫০
ছাড়াতে নারিল রাজা কানড়ার হাত।
হরষিত হাসেন ভবানী ভূতনাথ ॥ ৪৫১
কলে বলে কানড়া রাজের টানে কর।
ঘোড়া হতে লাউসেনে তুলিলা শঙ্কর ॥ ৪৫২
ধনুকার নির্ব্বন্ধ নাহি ঘুচে কারো বোলে।
লাউসেন পড়ে আসি কানড়ার কোলে ॥ ৪৫৩
উথলে আনন্দ কত নাই পরিমিত।
হেন কালে নারদ গোঁসাই উপস্থিত ॥ ৪৫৪
হরষিত হৈমবতী হর হরিদাস।
রণস্থলে কন্যার কৈল অধিবাস ॥ ৪৫৫
মহামুনি নারদ হৈল পুরোহিত।
ঈশ্বরী দিলেন বিভা বেদের বিহিত ॥ ৪৫৬
যথোচিত লৌকতা যৌতুক নানা দান।
লাউসেনে দিয়া দেবী করিল সম্মান ॥ ৪৫৭
কানড়া সেনের হাতে করি সমর্পণ।
জগত-জননী কিছু কহেন তখন ॥ ৪৫৮
গুণবতী কানড়া আমার প্রিয় ঝি।
তুমি হলে জামাতা ইহার পর কি ॥ ৪৫৯
পায়ে পায়ে হয় কত যুবতীর দোষ।
সকলি করিবে ক্ষমা পাছে কর রোষ ॥ ৪৬০
তুমি যোগ্য জামাতা সজ্জন যুবরাজ।
কি কহিব সকলি তোমার লাজ কাজ ॥ ৪৬১
অনেক সাধের মোর কিঙ্করী কানড়া।
তুমি হলে গণেশ কার্ত্তিক হ'লে বাড়া ॥ ৪৬২
এত যে বিশেষ বাক্য বলিলা ভবানী।
দম্পতি পড়িল পদে লোটায়ে ধরণী ॥ ৪৬৩
ভোলানাথ ভবানী মুনির পদ বন্দে।
আশীষ করিল সবে পরম আনন্দে ॥ ৪৬৪
নারদে দক্ষিণা দেবী দিলেন কৌতুকে।
মহামুনি দিলা তবে সেনকে যৌতুকে ॥ ৪৬৫
কৃপাময়ী কন কিছু কানড়ার তরে।
আমি যাই কৈলাসে আপনি যাও ঘরে ॥ ৪৬৬
কখন প্রমাদে পুনঃ চিন্তা কর পাছে।
স্মরণ করিলে মোরে দেখা পাবে কাছে ॥ ৪৬৭
কান্দিয়া কানড়া ধরে ভবানীর পা।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কোথায় রৈল মা ॥ ৪৬৮
ভগবতী ঠেকিয়া ভক্তের মায়াজালে।
পরিবার সহিত আনালে হরিপালে ॥ ৪৬৯
উঠে সুখ সাগরে লহরী কত খান।
হর গৌরী মহামুনি হৈল তিরোধান ॥ ৪৭০
সেনে কত সম্মান করিল মহীপাল।
জননী জুড়ালো দেখে কানড়া কপাল ॥ ৪৭১
হরিষ বিষাদে বড় হলো হালাহোল।
বাজিছে বিজয়-বাদ্য জয় জয় রোল ॥ ৪৭২
মনে মগ্ন মহারাজ আনন্দে বিভোল।
লাউসেনে ফিরাইল করি চতুর্দ্দোল ॥ ৪৭৩
বাসা দিল বিচিত্র বরণে বাড়ী ঘর।
নানা ধনে লাউসেনে করিল আদর ॥ ৪৭৪
ক্ষীরখণ্ড ভোজন শয়ন সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিলা কন্যাবরে ॥ ৪৭৫
বিদায় হইল রাজা ময়নানাগর।
হেনকালে মনে হলো রাজার লস্কর ॥ ৪৭৬
একান্ত ধর্ম্মের পদ করিতে ভাবনা।
হইল অমৃতবৃষ্টি জীল যত সেনা ॥ ৪৭৭
সেনে কত সম্মান করিল মহাভূপ।
জুড়াল দেখে কানড়ার রূপ ॥ ৪৭৮

সবাই বিদায় হলো আপনার দেশ।
হেনকালে করে রাজা কালুর উদ্দেশ ॥ ৪৭৯
বীরে করি বক্সিস আনা'ল মহীপাল।
পুরট পাগড়ি জোড় জরি পট্টশাল ॥ ৪৮০
খোবাল করিল যত বাজে বীরগণে।
বর-কন্যা চলে দিব্য দোলা আরোহণে ॥ ৪৮১
কতদিনে নিজ ঘরে প্রবেশিলা রায়।
সেনাগণ কহে আসি গৌড়ের রাজায় ॥ ৪৮২
বিভা করি সেন গেলা আপন বসাত।
পাত্র বলে বুঝ রাজা ভাগিনা-দুর্ম্মতি ॥ ৪৮৩
ভূপতি বলেন পাত্র সব কর্ম্মফল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল ॥ ৪৮৪

কানড়ার বিবাহ পালা সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

মায়ামুণ্ড-পালা।

নিজবাসে লাউসেন পরম আনন্দে।
কুবুদ্ধি চড়িল হেথা পাত্তরের স্কন্ধে ॥ ১
রাজধানে বসে মনে ভাবিছে নাবুড়ি।
কত দিনে রম্ভাকে করিব আঁটকুড়ী ॥ ২
চারি ছুঁড়ী বধুর আয়ত ঘুচে করে।
ভালে ঘুচে ভাবন, ভাগিনা যদি মরে ॥ ৩
কংসরাজে ধ্বংস কৈল ভগ্নীবংশ হয়ে।
রোগ ঋণ-রিপু-শেষ দুঃখ দেয় রয়ে ॥ ৪
অধোমুখ হয়ে এত ভাবিতে ভাবিতে।
অসতে অসৎ যুক্তি এলো আচম্বিতে ॥ ৫
কর্ণসেন আঁটকুড়া হয়েছে যেই পুরে।
ভাগিনায় পাঠাব সেই অজয় ঢেঁকুরে ॥ ৬
ভাবিয়া ভূপতি পদে বলে মহামদ।
তোমার প্রতাপে রাজ্য হইল নিরাপদ ॥ ৭
কেবল ঢেঁকুরে মাত্র অধিকার নাই।
ইছাই গোয়ালা বেটা বাড়ালে বড়াই ॥ ৮
সর্ব্বদিন অধীন গোয়ালা সোমঘোষ।
আপনি বাড়ালে রাজা তার কিবা দোষ ॥ ৯
গোঠে ছিল বসত, অসৎ বড় বেটা।
বাজারে বেচিত বসে ওল আলু এঁটা ॥ ১০
কি বুঝি বরিলে তারে ঢেঁকুরের সানা।
পড়ে কি না পড়ে মনে করেছিনু মানা ॥ ১১
কতকাল আজ্ঞায় আসিত যেত সে।
বেটা তার ইছাই ইন্দ্রকে বলে কে ॥ ১২
দেবীপদ সেবিয়া দুর্জ্জয় হলো গোপ।
কবে এসে করিবে তোমার সৃষ্টি লোপ ॥ ১৩
শিয়রে সবল শত্রু সাবধান চাই।
ভয়ে ভাষে ভূপতি উপায় চিন্ত ভাই ॥ ১৪
পাত্র বলে যেয়ে যে ঢেঁকুর গড় জিনে।
না দেখি এমন লোক, লাউসেন বিনে ॥ ১৫
এত শুনি কন রাজা সভয় শরীর।
ওই গড়ে কর্ণসেন হয়েছে ফকির ॥ ১৬
শালে ভর দিয়া রম্ভা পাইল যেই ধনে।
কেমনে পাঠাব তারে ঢেঁকুরের রণে ॥ ১৭
রাজা এত বলিতে পাত্তর বলে হায়।
ভাগিনা জিনিবে রণে কত বড় দায় ॥ ১৮
ব্রহ্মপুত্র লঙ্ঘিয়া যে জিনিল কাঙুর।
তারে কি দুর্জ্জয় বড় অজয় ঢেঁকুর ॥ ১৯
স্ত্রীর বশ পুরুষ পাত্রের বশ ভূপ।
রাজা কহে লিখ পাতি করিয়া কুলুপ ॥ ২০
মনে মনে চিন্তি তবে সেনের আপদ।
হর্ষ হয়ে পত্র লিখে পাত্র মহামদ ॥ ২১
প্রথমে লিখিল স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিত।
প্রিয় প্রাণপ্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত ॥ ২২
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম শুভাশী রাশি বিজ্ঞাপন পত্রে ॥ ২৩
আগে চিন্তি চিরকাল তোমার উন্নতি।
এক্ষণে আনন্দে যায় পরন্তু সম্প্রতি ॥ ২৪
পত্রপাঠ সত্বর সাক্ষাৎ আইস রায়।
এখানে সকল কব শুনিবে সভায় ॥ ২৫
অপর নাবড়ি কিছু লিখিল হেকাত।
নাম লেখাইয়া লোট লক্ষের বিলাত ॥ ২৬
যদিস্যাৎ গৌড় গমনে কর ব্যাজ।
বিধাতা বিমুখ হবে বুঝে কর কাজ ॥ ২৭
ইহাতে অনেক আছে কি কব অধিক।
লিখন-তারিখ দিল তেরই কার্ত্তিক ॥ ২৮
সই করি রাজার কুলুপ করি পাতি।
ইন্দ্রজালে আজ্ঞা দিল যাবি দিবারাতি ॥ ২৯
ত্বরায় আসিবি যাবি পাবি খুব চিন্না।
শিরে বন্দি যায় ইন্দ্রা নাহি চায় ফিরা ॥ ৩০
তরণী সরণি শীঘ্র সেবি শশিচূড়।
[illegible] পশ্চাৎ রহে গৌড় ॥ ৩১

বেগবন্ত পায় ইন্দ্রা দিবস-রজনী।
শীতলপুরে সত্বর পেরুল সুরধুনী ॥ ৩২
কত কব যত গ্রাম রাখে ডানি বামে।
দামোদর দাখিল দিবস দুই যামে ॥ ৩৩
উড়ে-গড় এড়ায় আমিলা উচালন।
মন্দারণ রেখে ধরে ময়নার গণ ॥ ৩৪
কত নদী খাল বিল সরাই সহর।
একে একে রেখে গেল ময়না নগর ॥ ৩৫
ইন্দ্রার আনন্দ অতি প্রবেশি সহরে।
গীত বাদ্য আনন্দ উৎসব ঘরে ঘরে ॥ ৩৬
উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি রাজার কল্যাণ।
শ্রবণ জুড়া'ল শুনে নিরখি নয়ান ॥ ৩৭
সহরের শোভা দেখি স্বর্গ মনে লয়।
মহাজ্ঞান ইন্দ্রার আনন্দ অতিশয় ॥ ৩৮
মহী ময় ময়না, মানুষ নয় সেন।
সাধু সঙ্গে সাক্ষাৎ সকল শুভক্ষেণ ॥ ৩৯
ভাবিতে ভাবিতে ভক্তি প্রসবে প্রচুর।
গোবিন্দ আনিতে যেন আদরে অক্রুর ॥ ৪০
বার দিয়া বসেছে ময়না-তপোধন।
প্রজা বন্ধু বান্ধব-বেষ্টিত বিপ্রগণ ॥ ৪১
জোড় হাতে বীর কালু হুজুরে হাজির।
হেন কালে দূত আসি নোয়াইল শির ॥ ৪২
হাতে দিয়া পরয়ানা প্রণতি করে পায়।
এস এস বলি তারে পরিতোষে রায় ॥ ৪৩
পত্র পড়ি না পান বিশেষ বিবরণ।
ইন্দ্রজালে জিজ্ঞাসা করিল তপোধন ॥ ৪৪
ইন্দ্রজাল বলে শুন ময়না-ঠাকুর।
বলিতে সঙ্কোচবাসি বচন নিঠুর ॥ ৪৫
ঢেঁকুর মহিমে তোমা পাঠাইবে ভূপ।
এত শুনি সঙ্কটে সবাই করে চুপ ॥ ৪৬
দরবার ভাঙ্গি রাজা প্রবেশে মহল।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল ॥ ৪৭

ঢেঁকুর মহিম কথা শুনি রাজরাণী।
নয়নে গলিত নীরা গদগদ বাণী ॥ ৪৮
কি শুনি আমার বাছা বচন নিঠুর।
তোমায়ে ভূপতি নাকি পাঠাবে ঢেঁকুর ॥ ৪৯
এত শুনি ধরে রাণী পোয়ের গলায়।
কান্দিয়া কহেন কিছু কর্ণসেন রায় ॥ ৫০
পূর্ব্বাবধি ছিল মোর ঢেঁকুরে নিবাস।
গৌয়ার গোয়ালা হৈতে হৈল [illegible]শ ॥ ৫১
ঐ গড়ে মরেছে তোমার ছয় ভাই।
দুর্জ্জয় দেবীর দাস গোয়ালা ইছাই ॥ ৫২
সে সকল সন্তাপ সদাই মনে পড়ে।
না যেও নিঠুর পুরে ঢেঁকুরের গড়ে ॥ ৫৩
রাণী বলে তুমি মোর কৃপণের কড়ি।
আন্ধার মাণিক তুমি অন্ধকের নড়ি ॥ ৫৪
না দেখিলে তিলে তিলে তোমা হই হারা।
পরাণ পুত্তলি তুমি নয়নের তারা ॥ ৫৫
তুমি বিনা সংসার সকলি শূন্যাকার।
জীবন বিফল বাছা পুত্র নাহি যার ॥ ৫৬
এক জন্ম মরে আমি তোমা পুত্র পেয়ে।
পাসরি সে সব দুখ চাঁদমুখ চেয়ে ॥ ৫৭
প্রণতি করিয়া কিছু লাউসেন কয়।
তুমি কর আশীষ, ঢেঁকুর হব জয় ॥ ৫৮
কর্ণসেন বলে বাপু শুনে বুক ফাটে।
দেবতা দানব যার দাবে নাহি আঁটে ॥ ৫৯
মহারাজ দশরথে ঘোষে তিনলোকে।
শ্রীরামে পাঠায়ে বাছা মলো পুত্রশোকে ॥ ৬০
খাদ্যোত পতঙ্গ বাছা তুলনা না করি।
তোমা না দেখিয়া বাছা সেইরূপে মরি ॥ ৬১
আমার বচন শুন না হয়ো অবুঝা।
সমরে সাক্ষাৎ তার দেবী দশভুজা ॥ ৬২
কত কষ্টে নামটী ঘুচেছে আঁটকুড়া।
একালে উচিত বাছা ছেড়ে যেতে বুড়া ॥ ৬৩
নিতান্ত না যেয়ো বাপু রাজার সাক্ষাৎ।
লাউসেন কন কিছু করি যোড় হাত ॥ ৬৪
রাজা রুষ্ট হয় বাপু নিবে রাজপুরী।
কাজ নাই পরাধীন পরের চাকুরি ॥ ৬৫
তোমার কল্যাণে কোন ধনে নই মরা।
যায় যাক্ ধরণী, আপনি যাই ধরা ॥ ৬৬
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিলে নরকে নাই ঠাঁই।
চিরকাল চাকর রাজার লুন খাই ॥ ৬৭
কুরু পাণ্ডবের রণে স্মরিয়া না ল'ন।
কি করিল কৃপাচার্য্য ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ ॥ ৬৮
সমরে না যাই যদি প্রাণভয়ে অতি।
তবু ত মরণ আছে কিন্তু অধোগতি ॥ ৬৯
আজি মরি কিবা বা মরণ বর্ষ শতে।
অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে ॥ ৭০
অসার সংসার সার ধর্ম্ম যেই পথ।
অদ্যাবধি ঘোষে লোকে সুধন্বা সুরথ ॥ ৭১

প্রসন্ন হইয়া মোরে দেহ অনুমতি।
রাজার আদেশে ধরি তোমার আরতি ॥ ৭২
তুমি যার জননী জনক যার রায়।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অপায় ॥ ৭৩
তবে বল ইচ্ছায়ে ঈশ্বরী অনুকূল।
বুঝে দেখ সেই দেবী সবাকার মূল ॥ ৭৪
স্বধর্ম্মে থাকিলে জয় অধর্ম্মে সংহার।
তার সাক্ষী বিভীষণ রাবণ লঙ্কার ॥ ৭৫
আপনি ঈশ্বরী যার আছিলা দুয়ারী।
তবে কেন সবংশে মজিল লঙ্কাপুরী ॥ ৭৬
তোমার কৃপায় আমি জিনিব ঢেঁকুর।
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য কর দূর ॥ ৭৭
প্রবোধ পাইয়া কিছু বলে চন্দ্রমুখী।
আজি কর বিশ্রাম নয়ন ভরে দেখি ॥ ৭৮
কালি অতি শুভদিন গৌড়ে তুমি যাবে।
অভাগীর রন্ধন বাপু আজি কিছু খাবে ॥ ৭৯
শিরোধার্য্য করে রাজা মায়ের আরতি।
কলিঙ্গা সহিত তবে রাণী রঞ্জাবতী ॥ ৮০
স্নান পূজা করি রাণী করিল রন্ধন।
শাক সূপ সঞ্চোল সুকুতা সুখাসন ॥ ৮১
বেসারে বেস্বর ঘণ্টে সুরসাল ঝালে।
পরিপাটী পাচ ভাজা পুরটের থালে ॥ ৮২
আলু ওল পটল পনস পানফল।
কদলী করলা কিছু কুষ্মাণ্ড কমল ॥ ৮৩
মজাকলা ভাজা তৈলে ঘৃতে টস্‌টস্।
ক্ষীর খণ্ড পায়স পিষ্টক পাঁচ রস ॥ ৮৪
কালিনী মায়ের প্রাণে যত ছিল মনে।
রন্ধন করিল রাণী পুত্র যাবে রণে ॥ ৮৫
চিন্তিয়া পরম পদ করি বহু যত্ন।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গান দ্বিজ কবিরত্ন ॥ ৮৬
স্নান করি দাসী আসি আসন যোগায়।
দুদিকে দুই পুত্র বৈসে মধ্যে বৃদ্ধ রায় ॥ ৮৭
উত্তম আতপ অন্ন সুবর্ণ ভাজনে।
পরিপাটী বাটী বাটী পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ॥ ৮৮
আগে দিল প্রাণনাথে পিছে দুই পুত্রে।
হরিষ বিষাদে আঁখি ছল ছল নেত্রে ॥ ৮৯
বেদবিধি ভোজন করিয়া বহু সুখে।
মুখশুদ্ধি করি রাজা বসিল কৌতুকে ॥ ৯০
হেন কালে রঞ্জাবতী মনে মনে করে।
বাছা মোর কেমনে ভুলিয়া থাকে ঘরে ॥ ৯১

বধূগণে বিরলে ডাকিল রঞ্জাবতী।
চারি রাণী আসি করে চরণে প্রণতি ॥ ৯২
জোড় হাতে জিজ্ঞাসিল আজ্ঞা কর কি।
বচনে বুঝান বড় মানুষের ঝি ॥ ৯৩
অমলা বিমলা শুন কলিঙ্গা কানড়া।
তো সবার প্রাণনাথ অভাগীর ভাড়া ॥ ৯৪
ইছাই সমরে যায় সাজিয়া ঢেঁকুর।
যার রণে মৈল ছয় তোমার ভাশুর ॥ ৯৫
দেবতা অসুর যার রণে দেয় ভঙ্গ।
আমার দুর্জ্জয় ভাই করে এত রঙ্গ ॥ ৯৬
রূপ দেখাইয়া রাখ লাগাইয়া লেঠা।
প্রাণ গেল সদাই ভাবিতে বেটা বেটা ॥ ৯৭
যতনে রতনে সাজ নূতন যৌবন।
বয়সে তরল বটে পুরুষের মন ॥
ভুবন-মোহিনী বট মদনমঞ্জরী।
মৃদুহাস্যে কটাক্ষে করিবে মন চুরী ॥ ৯৯
তবে থাকে আয়ৎ, মাথার রত্ন ছাতা।
তিন রাণী হেসে হৈল লাজে হেঁট মাথা ॥ ১০০
আইমা কি লাজ! ঠাকুরাণী ক'ন কি।
প্রবোধে কলিঙ্গা রাণী কর্পূরধলের ঝি ॥ ১০১
বড় তাপে দুঃখের সাগরে কন ভাসি।
হেসোনা বিপক্ষে বুন, হাসি সর্ব্বনাশী ॥ ১০২
বর মাগ বিধাতা বঞ্চিতে দিল সুখ।
হাসিব খেলিব কত করিব কৌতুক ॥ ১০৩
প্রবন্ধ করিয়া আগে রাখ প্রাণনাথ।
পতি বিনা যুবতী-জনম এঁটোপাত ॥ ১০৪
শুন বলি কানড়া আপনি কর যশ।
নব নব নাপানে নাগরে কর বশ ॥ ১০৫
লাস বেশ বাসর বঞ্চিতে যাও হাসি।
কানড়া বলেন দিদি বড় ভয় বাসি ॥ ১০৬
কিবা জানি কালি বিভা হয়েছে নিকট।
প্রথম স্বামীর সেবা নারীর সঙ্কট ॥ ১০৭
মাতিবে মদন তায় বয়সের গা।
পায়ে পড়ি দিদিগো আপনি তুই যা ॥ ১০৮
রাণী বলে যাও তবে অমলা বিমলা।
নানাকার করিল রাজার দুই বালা ॥ ১০৯
কলিকা-কুসুম কোলে কি করিবে অলি।
বিকসিত কমলে ভ্রমর করে কেলি ॥ ১১০
কানড়া কহেন পুনঃ এই [illegible] সার।
[illegible] দিয়ে বিশেষ [illegible] কণ্ঠহার ॥ ১১১

রাণী বলে বুঝিনু সবার বুদ্ধি বল
তরুণী হইয়া কেন তরুণে তরল ॥ ১১২
রাণী মন্দোদরী আদি প্রথম-যৌবনে।
কেমনে বঞ্চিল রতি রাক্ষসের সনে ॥ ১১৩
এত বলি আপনি করিল লাস বেশ।
দাসী শয্যা রচিল কথার পেয়ে শ্লেষ ॥ ১১৪
মনোহর মন্দিরে মাণিক করে আলা।
মেজে যার কাঞ্চন বরণ কাঁচ ঢালা ॥ ১১৫
বিচিত্র বন্ধনী কত রতন মিশাল।
যতনে ছাওনি চারি চামরের চাল ॥ ১১৬
চারি ভিতে বিরাজে বিনোদ বন-মালা।
পুরট পালঙ্ক মাঝে পাতিল প্রবলা ॥ ১১৭
বিছাল বিচিত্র পাটী গুজরাটী ভোট।
লেপ তুলি পাটের পাছাড়া তায় জোট ॥ ১১৮
নানা চিত্র শোভে তায় মণিময় ঝুরি।
চারি দিকে লম্বমান দোলনা দোথরি ॥ ১১৯
রচিল সুখদ-শয্যা যেন পয়ঃফেন।
পরিমল খাসা তায় আচ্ছাদন দেন ॥ ১২০
বসিল প্রসন্নমনে ময়নার পতি।
যতনে জ্বলিছে কত রতনের বাতি ॥ ১২১
কানড়া করিছে হেথা কলিঙ্গার বেশ।
দ্বিজ ঘনরাম গান প্রভুর আদেশ ॥ ১২২
কনক চিরুনি করে কানড়া আনি।
বিরচিল চাঁচর চিকুরে চিত্র বেণী ॥ ১২৩
ফণী বলি গিলে পাছে গো-গজ বাহন।
ঝাট করি বাঁধে খোপা ভুবনমে হন ॥ ১২৪
রচিত কুন্তলে দিল কুঙ্কুমের রেখ।
মেঘমালা তড়িৎ জড়িত পরতেক ॥ ১২৫
কবরীমণ্ডিত-মালা মল্লিকা বকুল।
মধুবন্দ লোভে যেন মত্ত অলিকুল ॥ ১২৬
পিঠেতে পাটের খোপা তায় হেম ঝাঁপা।
অনুগত তায় কত গজরাজ চাঁপা ॥ ১২৭
কপালে সিন্দুর শোভা প্রভাতের রবি।
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের ছবি ॥ ১২৮
সুবেষ্টিত গোরচনা চন্দনের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু ॥ ১২৯
কুচযুগ কঠিনে কনক-লতাবলী।
সঙ্কেত প্রবন্ধে বান্ধে বিচিত্র কাঁচুলি ॥ ১৩০
হীরাবলী শোভে তায় মনোহর ফাঁদ।
কেবা ধরে ধৈরয হেরিয়া মুখ-চাঁদ ॥

অঙ্গে পরে বিচিত্র অনেক অলঙ্কার।
হিরণ্য-জড়িত হীরা হেম-কণ্ঠ-হার ॥ ১৩২
দোসুতি শোভিছে গলে গজমতি মাল।
কেয়াপাতা গলায় গরব করে ভাল ॥ ১৩৩
কাণে পর কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
বউলি বেশর নাকে বেশ হইল বড়ি ॥ ১৩৪
করে শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটী মাঝে।
রতন নূপুর পায়ে রুণুঝুণু বাজে ॥ ১৩৫
চরণ-ভূষণ পরে পাতা গোটামল।
গমন গরবে কত পুরুষ পাগল ॥ ১৩৬
ছড়া ছড়া বাজুবন্দ শঙ্খের উপর।
যেখানে যে শোভা করে পড়িল অপর ॥ ১৩৭
বিচিত্র বসন পরে কমলা-বিলাস।
সুন্দরী সহজ রূপে তিমির-প্রকাশ ॥ ১৩৮
রসের দর্পণে রামা চেয়ে দেখে মুখ।
কানড়া কতেক তায় করিল কৌতুক ॥ ১৩৯
যাও দিদি বিধি আজি হবে অনুকূল।
মুখ হেরি প্রাণনাথ হইবে আকুল ॥ ১৪০
অশেষ বিশেষ রামা লাস বেশ করি।
কাটা গুয়া সাঁটা পান দিল বাটা ভরি ॥ ১৪১
দাসী হস্তে জল ঝারি মন্দ মন্দ গতি।
সখী যেন সাজিল সেবিতে সুরপতি ॥ ১৪২
সুবেশে শয়ন-শালা প্রবেশে রূপসী।
মোহিত হইল রাজা দেখি মুখশশী ॥ ১৪৩
আইস আইস সুন্দরী সঘনে সেন ডাকে।
মুচকি হাসিয়া রামা আধ মুখ ঢাকে ॥ ১৪৪
হাসি হাসি শশিমুখী তোষে প্রাণনাথে।
বামে বসে তাম্বূল যোগায় হাতে হাতে ॥ ১৪৫
কত নব আবেশ হিয়া গেল তায়।
রসবতী যুবতী রসিক তাহে রায় ॥ ১৪৬
চাতুরি সরস কিছু রাজা কন শ্লেষ।
বড় না সুন্দরী আজি দেখি লাস বেশ ॥ ১৪৭
আজি নাই শয়নে সে সব রঙ্গরস।
ঢেঁকুর করেছি যাত্রা না করো পরশ ॥ ১৪৮
রাণী বলে এতেক ব্যাকুলি কেন রায়।
লুটি কেবা লুটায়ে পড়িতে গেছে পায় ॥ ১৪৯
কি কহিব বিধাতা বিমুখ বড় সে।
নহে হেন সময়ে এমন করে কে ॥ ১৫০
জায়া-পরশনে যদি যাত্রা হয় ভঙ্গ।
বেদ বলে বিশেষ বনিতা অর্দ্ধ অঙ্গ ॥ ১৫১

পাচ ভাই পাণ্ডব অজ্ঞাত বাসে যদি।
তথাপি সতত সঙ্গে আছিলা দ্রৌপদী ॥ ১৫২
বনবাসে কেন রাম সঙ্গে নিল সীতা।
যদি বল বনে যাব না ছোঁব বনিতা ॥ ১৫৩
সুধন্বা সাজিল যবে অর্জ্জুনের রণে।
এক রাতি ভুঞ্জে রতি প্রভাবতী সনে ॥ ১৫৪
পিতা তার না বুঝে ফেলিল তৈলকুণ্ডে।
কোলে করি শ্রীহরি রাখিল সেই দণ্ডে ॥ ১৫৫
নিজ নারী পরশে পাতক হৈল রায়।
তবে কেন সুধন্বা সঙ্কটে রক্ষা পায় ॥ ১৫৬
শুন নাথ সাক্ষাতে সরম খেয়ে কই।
ঋতুবতী আছি রাতি হৈল তিন বই ॥ ১৫৭
না কৈলে অধর্ম্ম নাথ তুমি ধর্ম্মচারী।
শয়নে স্বামীর সঙ্গে হতে হয় দারী ॥ ১৫৮
কহিতে কহিতে করে কতখান ছলা।
বিশেষ পুরুষ কোলে কামিনীর কলা ॥ ১৫৯
বদনে বরিষে সুধা বচনে বচনে।
আলিঙ্গন মাগে রাজা মাতিয়া মদনে ॥ ১৬০
রাণী বলে আজ না, খানিক নয় থাক।
সেন বলে সুন্দরী জীবন মোর রাখ ॥ ১৬১
বিকালো পুরুষ যদি যৌবনের হাটে।
কতখান নাপান করিতে তায় খাটে ॥ ১৬২
রায় বলে আয় মেনে আলিঙ্গন দে।
রাণী বলে শয্যা-সুখে নিদ্রা যাও হে ॥ ১৬৩
পরশ না কর নাথ যাত্রা হবে ভঙ্গ।
বলিতে বলিতে বড় বাড়িল অনঙ্গ ॥ ১৬৪
আলিঙ্গন মাগে রাজা পসরিয়া পাণি।
নানাকার করিয়া পেছয় পাটরাণী ॥ ১৬৫
অমনি ধরিয়া রাজা বান্ধে ভুজ-পাশে।
ঢল ঢল রসের সাগরে দোঁহে ভাসে ॥ ১৬৬
পুলকাঙ্গে চাপেতে চঞ্চল চাঁদমুখী।
সুরতি সংগ্রাম মাঝে মদন ধানুকী ॥ ১৬৭
কটীতে কিঙ্কিণী ধ্বনি রতি জয় নাদ।
ছুটিল মদন বাণ ঘুচিল উন্মাদ ॥ ১৬৮
সমাদরে সম্ভোগ সময় শুভক্ষণে।
শুভ জন্ম নিল তায় রাজা চিত্রসেনে ॥ ১৬৯
স্নান করি শয়ন করিল মহাশয়।
পায়ে ধরি কলিঙ্গা তখন কিছু কয় ॥ ১৭০
ঢেঁকুর না যেও নাথ অনাথা করিয়া।
যাক্ ধন ধরণী ধরিব তায় হিয়া ॥ ১৮১
না হয় ঢেঁকুর কর ঘরে বসে দিলে।
কত নিধি পাব নাথ পারণ থাকিলে ॥ ১৭২
সেন বলে সুন্দরী সমরে কিবা ভয়।
বিধাতার লিখন বিশ্বের বশ নয় ॥ ১৭৩
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিলে যমের হব বশ।
যায় যা'ক্ জীবন জগতে র'ক্ যশ ॥ ১৭৪
ধর্ম্ম যার ঠাকুর সহায় কালুবীর।
চিন্তা কি ঢেঁকুরে তার মন কর স্থির ॥ ১৭৫
তুমিত ত্রিবিধ তার পেয়েছ প্রমাণ।
কাঙুরে তোমারে কেন রাজা দিল দান ॥ ১৭৬
রাণী বলে প্রাণনাথ এই সত্য বটে।
আবোধ মেয়ের মনে কতখান উঠে ॥ ১৭৭
কহিতে শুনিতে নিশা হইল প্রভাত।
ঘনরাম ভণে যার সখা রঘুনাথ ॥ ১৭৮

প্রভাতে উঠিয়া রাজা স্মরি গুরু ব্রহ্ম।
গৌড়েতে করিল যাত্রা ধ্যান করি ধর্ম্ম ॥ ১৭৯
সম্মুখে আনিয়া রাজা বারণ যোগায়।
মনোহর হয় দেখি হর্ষ হলো রায় ॥ ১৮০
নানা রত্ন বিরাজিত পৃষ্ঠে তার জীন।
লম্বমান বিচিত্র থোবনা থর তিন ॥ ১৮১
ঘন ঘোর ঘাঁঘর ঘুঙ্ঘুর মনোরম।
ঝম্ ঝম্ ঝমকে বাজিছে ঝম্ ঝম ॥ ১৮২
চঞ্চল চরণ চারি চলনে চতুর।
চলে যেতে পৃথিবীতে নাহি ঠেকে খুর ॥ ১৮৩
ফিরে ফিরে ফান্দনি হেষনি কত গতি।
দেখে জিয় জিয় বলে ময়নার পতি ॥ ১৮৪
বারাণে খোষাল করি সাজেন বিশেষে।
অধোবস্ত্র ইজার উজার অধোদেশে ॥ ১৮৫
গায়ে পরে পট্টজোড়া পুরটে রচিত।
কত বর্ণের কাদম্বিনী তড়িত-জড়িত ॥ ১৮৬
কোমর কষনি করে বসন বিমলে।
পরিসর পুরট পট্টুকা তার কোলে ॥ ১৮৭
দুপাশে সুরঙ্গ পট্ট পরিমল খাসা।
উরুদেশে লম্বিত গমনে শুনি ভাষা ॥ ১৮৮
শিরে বান্ধে সবরন্দ স্বর্ণময় চীরা।
ইন্দুবিন্দু বামহাত মাঝে পঞ্চহীরা ॥ ১৮৯
একে একে হেতার বান্ধিল কষাকষি।
বিশাই নির্ম্মিত ফলা অভয়ার অসি ॥ ১৯০
জননী জনক জায়া প্রজা বন্ধু ভাই।
বিদায় হইল রাজা সবাকার ঠাই ॥ ১৯১

যমদূত দোসর দলুই সব সনে।
সমরের সিংহ কালু সেজে আইল রণে ॥ ১৯২
বীর ধনী সাপটী সবার কটী আঁটা।
উরু চারু চলনে চলিতে বাজে ঝাটা ॥ ১৯৩
মাথায় পাগড়ী টেড়ি টৈয়া বান্ধা তায়।
বীরধূলি রাঙ্গা মাটী সবাকার গায় ॥ ১৯৪
জোড়া খাঁড়া খঞ্জর যুগল যমধার।
কাঁকালে যুগল টাঙ্গি পৃষ্ঠে ধনুঃশর ॥ ১৯৫
ঢাল মুড়ে মালক-মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥ ১৯৬
সেনের সাক্ষাতে আসি নোয়াইল শির।
শ্রীধর্ম্ম বলিয়া উঠে লাউসেন বীর ॥ ১৯৭
শুভক্ষণে ভূপতি ঘোড়ায় আসি চড়ে।
আগুীর পাখর বাজীর স্বর্গ মনে পড়ে ॥ ১৯৮
উড়ে যেতে উঠে পদ আকাশের পথে।
চরণে ইড়িকি দিতে চলে ইসারাতে ॥ ১৯৯
ঘন বাজে শঙ্খ কাড়া টমক টেমাই।
ডোমগণ চৌদিগে চলিল ধাওয়াধাই ॥ ২০০
রাওয়ারাই রোদন উঠিল পুরীময়।
টেঁকুর সমর শুনি সবাকার ভয় ॥ ২০১
নগর নিবাসী কিবা যুবা বৃদ্ধ জরা।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় সবে চক্ষে বহে ধারা ॥ ২০২
গোবিন্দ চলিল যেন ছাড়িয়া গোকুল।
গোপিনী সকলে যেন দেখিয়া আকুল ॥ ২০৩
সেইরূপ কান্দে যত ময়নার মেয়ে।
চিত্রলেখা সমান সেনের মুখ চেয়ে ॥ ২০৪
শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
কান্দিয়া কৌশল্যা রাণী নাহি দেখে পথ ॥ ২০৫
সেইরূপে কান্দে রাজা কর্ণসেন রায়।
কর্পূর মধুর বোলে প্রবোধে সবায় ॥ ২০৬
রায় হেথা সরিৎ সম্বোধে আ'ধঘোড়া।
পেরুল কালিন্দী গঙ্গা বেগবন্ত ঘোড়া ॥ ২০৭
কাশীযোড়া পশ্চাৎ পবনগতি ধায়।
দামোদর দাখিল দিবস-মুখে রায় ॥ ২০৮
স্নান পূজা করিয়া কোমর চলে বেন্ধে।
পার হয়ে ত্বরিতে তুরগ চলে ফেন্দে ॥ ২০৯
সরিৎ সরাই কত খাল বিল গ্রাম।
একে একে রেখে চলে কত লব নাম ॥ ২১০
মোকামে মোকামে আসি প্রবেশিল গৌড়।
গৌড়ের ভূপতি হেথা সেবি[illegible]চড় ॥ ২১১
বারভূঞা বেষ্টিত বসেছে বার দিয়া।
হেনকালে লাউসেন উত্তরিল গিয়া ॥ ২১২
বাজী রাখি পদব্রজে প্রবেশিতে রায়।
উথলে আনন্দ কত রাজার সভায় ॥ ২১৩
প্রণাম করিল আগে যত দ্বিজোত্তমে।
রাজারে প্রণাম করি দাঁড়াল সম্ভ্রমে ॥ ২১৪
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায়।
হাতে ধরি নরপতি নিকটে বসায় ॥ ২১৫
তাহাতে তাপিত হয়ে কহিছে পাত্তর।
উপযুক্ত অন্তকালে অপেক্ষা আদর ॥ ২১৬
বল দেখি কি বুঝে আনিলে লাউসেনে।
সম্মুখে শমন শত্রু বসি ব্যাজ কেনে ॥ ২১৭
এত শুনি ভূপতি সেনেরে কিছু কয়।
বাপু তব প্রতাপে পৃথিবী হৈল জয় ॥ ২১৮
কেবল টেঁকুর গড়ে গোয়ালা ইছাই।
চাকর বেটার বড় বেড়েছে বড়াই ॥ ২১৯
মহাবীর বিক্রমে এবার মোর বাপ।
জয় কর টেঁকুর, ঘুচুক মনস্তাপ ॥ ২২০
সেন বলে মেসো মোর আছেন গোঁসাই।
পাত্র বলে বিদায়ে বিলম্বে কার্য্য নাই ॥ ২২১
এবার সিমুলা গড়ে বিভা করা নয়।
বীরপনা বুঝিব টেঁকুর হৈলে জয় ॥ ২২২
বসে খাও মাহিনা মহিম এইবার।
কালু বলে ওকথা সহিতে নারি আর ॥ ২২৩
কোপে ওষ্ঠ কম্পিত প্রবোধ করে রায়।
টেকুর মহিমে সেন হইল বিদায় ॥ ২২৪
হরিগুরু চরণে মজুক নিজ চিত।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥ ২২৫
বিদায় হইল রাজা টেঁকুর ভুবন।
ঠমক টেমাই কাড়া বাজে ঘনে ঘন ॥ ২২৬
ডোমগণ মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥ ২২৭
কালচিতা কেলেসোণা কুড়া ব্রহ্মকাল।
চোর মুড়া চন্দ্রচূড়া চৈয়ে চাঁপরাল ॥ ২২৮
শাখা সুখা দুর্ম্মুখা দুর্জ্জয় কালুডোম।
যমদূত দোসর সমরে কেহ যম ॥ ২২৯
ইছাই-সমরে চলে হয়ে নিদারুণ।
সুধন্বা সমরে যেন সাজিল অর্জ্জুন ॥ ২৩০
রাখিল সহর গড় গৌড় থাকে দূর।
বড় গঙ্গা পেরুল সম্মুখে সন্দিপুর ॥ ২৩১

ডাহিনে সিমুলা থাকে রামবাটী বামে।
প্রবেশে অজয় তটে দিবা দুই যামে॥ ২৩২
নিবেদন করে কালু প্রধান দলুই।
এই নদী অজয় দুর্জ্জয় গড় অই॥ ২৩৩
বিষম টেঁকুর যাহে ইছায়ের পাট।
দেবতা দানব যার নামে ছাড়ে বাট॥ ২৩৪
ইছায়ে বাড়ালো যেবা হয়ে অনুকূল।
ঐ দেখ শ্যামরূপা দেবীর দেউল॥ ২৩৫
দেখে শুনে আনন্দিত সেন সদাশয়।
ডোমগণে আজ্ঞা দিল পেরুতে-অজয়॥ ২৩৬
প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেন কালে।
তরল তরঙ্গ তেজে দুকূল উথলে॥ ২৩৭
কুল কুল কুরব কমল কাণেকাণ।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ॥ ২৩৮
ঘোর রবে ঘুরলি উঠিছে ঘনেঘন।
প্রমাদ পারিল পুরে প্রলয় পবন॥ ২৩৯
দুড় দুড় দুড়ুম্ দুদিকে ভাঙ্গে কূল।
তটিনী তটের তরু সংহারি সমূল॥ ২৪০
বাণে বড় ব্যাকুল যেন বনে ব্যাঘ্র হরি।
তিন তাল তরঙ্গ তরাসে তল তরী। ২৪১
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেন।
দেখি সচিন্তিত বড় রাজা লাউসেন॥ ২৪২
ত্বরিতে তরণি নাই তরঙ্গে তরল।
কালু বলে মহারাজা জুয়ারের জল॥ ২৪৩
বেড়েছে বেড়ের সীমা অতঃপর টুটা।
ফেলে দিলে বেগেতে দুখানা হয় কুটা॥ ২৪৪
চিন্তা নাই চেয়ে দেখ চরে দিয়ে চিনা।
দেখিতে দেখিতে দেখ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা॥ ২৪৫
তীরে কর মোকাম দিবস দুই তিন।
যে হয় সে হয় হবে কে কার অধীন॥ ২৪৬
শতেক যোজন সিন্ধু বাঁধা গেল কিসে।
দুর্জ্জয় রাবণ বধ সীতার উদ্দেশে॥ ২৪৭
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘে রামের কিঙ্কর।
এ নদ লঙ্ঘিতে নারে তোমার নফর॥ ২৪৮
ভেলা বেন্ধে হেলায় হাঁফালে হব পার।
শুনিয়া বিশ্রাম আজ্ঞা হইল রাজার॥ ২৪৯
হুকুমে কানাত তাম্বু তখনি তৈনাত।
মোকাম করিল তীরে ময়নার নাথ॥ ২৫০
ডোমগণ উত্তরিল যমের দোসর।
যতনে যোগাল' বাজী আণ্ডীর পাথর॥ ২৫১
ক্ষণে ক্ষণে ভূপতি নদীর পানে চান।
বীর কালু কন কিছু হয়ে নতমান॥ ২৫২
বার-মেসে কদলী কাঁঠাল আম্র ফল।
টাবা নেবু নারেঙ্গা গুবাক নারিকেল॥ ২৫৩
ইছার আরাম অই অজয়ের তটে।
আজ্ঞা দিলে দপটে দলুই সব লুটে॥ ২৫৪
অজয়ে মারিয়া মৎস্য গাছে বান্ধি ভেলা।
দেখি না এ সব করি, কি করে গোয়ালা॥ ২৫৫
হুকুম করিল রাজা পান দিয়া হাতে।
লুট শুনে সহজে চোয়াড় সব মাতে॥ ২৫৬
হাতাহাতি বাগান নিপাতে ডোমগণ।
কদলী কাঁটাল লোটে কাটে গুয়াবন॥
অজয়ে ভাসায়ে গাছ লণ্ড ভণ্ড করি।
বীরদাপ করে শাখা সমর-কেশরী॥ ২৫৮
কাটিয়া সরল গাছ সাজাইয়া মঞ্চে।
তাহে বসে দলুই বড়সী বায় সঞ্চে॥ ২৫৯
শাখা সুখা শীকারে শূকর করে লোপ।
পোড়ায়ে বঁড়সা মুখে যোগাইল টোপ॥ ২৬০
মঞ্চে বসে মৎস্য মারে কালু মহাবল।
রোহিত মৃগাল বাটা ফলুই চিতল॥ ২৬১
অমঙ্গল অশেষ টেঁকুরে গিয়া ঘটে।
দিবসে দুঃস্বপ্ন দেখে ইছাই ঘোষ উঠে॥ ২৬২
স্বপনে আপন তনু দেখে অমঙ্গলে।
স্নান করে রুধিরে ওড়ের মালা গলে॥ ২৬৩
মৃগে আরোহণ করি, পরি রক্তবাস।
গড় ছেড়ে শ্যামরূপা গেছেন কৈলাস॥ ২৬৪
নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে লোহাটা বজ্জরে।
কুস্বপ্ন দেখিয়া মোর প্রাণ কেমন করে॥ ২৬৫
সাবধানে চৌদিগে চর্চ্চিয়া আইস ভাই।
শত্রু কে এসেছে গড়ে মনে সাক্ষী পাই॥ ২৬৬
শুনিয়া কোমর বান্ধে লোহাটার যুথ
বিপাসয় সাক্ষাতে যেমন যমদূত॥ ২৬৭
লোহাটা বিদায় হইল যম অবতার।
পুরী গড় দেখি পাইল অজয়ের ধার॥ ২৬৮
একাকার বাণ দেখে না দেখে আরাম।
ওপারে দেখিতে পেলে সেনের মোকাম॥ ২৬৯
যমদূত দোসর দলুই মারে মাছ।
জলে ভাসে রামকলা কাটা গুয়া গাছ॥ ২৭০
তড়বড়ি কুপিয়া সাজিল পঞ্চ ডিঙ্গা
[illegible] ই কাড়া শিঙ্গা॥ ২৭১

দর্প ক'রে বলে ওরে মাছ মারে কে।
কালু বলে আগে এসে পরিচয় নে ॥ ২৭২
পূর্ব্বাপর ঢেঁকুরে ঠাকুর যার গোষ্ঠী।
নিপাত করিতে এলো গোয়ালার সৃষ্টি ॥ ২৭৩
মহারাজা লাউসেন ময়নার ভূপ।
অই দেখ মোকামে সাক্ষাৎ রামরূপ ॥ ২৭৪
ইছাই রাক্ষসরূপী তোরা যার চর।
বীরকালু নাম মোর সেনের চাকর ॥ ২৭৫
ইছায়ে বুঝাগে তোরা থাকিবি কুশলে।
কেন্দে এসে কুঠারি বন্ধন করি গলে ॥ ২৭৬
দোষ মেনে নিব আমি ভূপতির পায়।
লোহাটা কহিছে আর সহ্য নাহি যায় ॥ ২৭৭
তারে জানি তোরে জানি অরে বেটা থাক্।
লাউসেনে লয়ে তুঁ পলায়ে প্রাণ রাখ্ ॥ ২৭৮
মহারাজা থাক্ মোর গোয়ালা ইছাই।
এই হাতে বধেছি রে সেনের ছ ভাই ॥ ২৭৯
এবে হৈল লাউসেন বংশে দিতে বাতি।
কত বার হেরে গেছে গৌড়ের ভূপতি ॥ ২৮০
সংসার-বিখ্যাত আমি লোহাটা বজ্জর।
যদি আইল লাউসেন যাবে যমঘর ॥ ২৮১
অধিকার এদেশে করিতে নারে জোরা।
কতো তেজ ওরে কালু তোর এত তোরা ॥ ২৮২
যে না জানে বনেদ তোর তারে ক'স্ তুঁ।
কালু বলে চোরা ভেড়ে চেপে থাক মুঁ ॥ ২৮৩
আমারে সবাই জানে হেদেরে চণ্ডাল।
তোর পারা নহি চোর ডাকাত সিন্দাল ॥ ২৮৪
কোপে কহে কোটাল বঁড়সি নে রে কেড়ে।
বীর বলে তো তোকে তাগাক ভেড়ের ভেড়ে ॥
প্রাণ থাকিতে রণে ক্ষমা যদি দিস্।
তোর জননী, জননী নিঙ্গ নিস্ ॥ ২৮৬
দড় ডোম চণ্ডালে বাধিল গণ্ডগোল।
টমক টেমাই কাড়া বাজে জয় ঢোল ॥ ২৮৭
মহারোল শুনে ধায় যত ডোমগণে।
কালু দিল কটু দিব্য যাস্ যদি রণে ॥ ২৮৮
একা দেখ এখনি ইহার মাথা কাটি।
কবিরত্ন ভণে রণে হৈল আঁটাআঁটি ॥ ২৮৯

লোহাটা বজ্জর কোপে, ঘন তা দেয় গোঁফে,
লোফে বীর চাপে দিয়া গুণ।
বিপরীত বিসম্বাদ, কালু ছাড়ে সিংহনাদ,
পরমাদ ভাবিল বরুণ।
আগে দেখি মারে তীর, সামালি সংগ্রামে শির,
স্থির হয়ে বলে বীরবর।
লোহাটা নিষ্ঠুর হাঁকে, শরগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে,
রাখে বীর কালুর উপর ॥ ২৯১
সামালিয়া খায় তালি, কালুসিংহ মহা ঢালি,
সামলি চঞ্চল চালি ঢাল।
হাতে লয়ে গুপ্তাই, ডেকে বলে ভাই ভাই,
বুঝি বীর বারেক সামাল ॥ ২৯২
মার্ মার্ বলে ঠেটে, বাঁটুল মারিল এঁটে,
ফেটে গেল কোটালের গা।
অপর ডিঙ্গায় চড়ে, লোহাটা বাজর লড়ে,
মঞ্চে কালু নাহি নাড়ে গা ॥ ২৯৩
সকল কোটাল মেলি, দুড় দুড় শব্দে গুলি,
একচাপে রাখে শাঙ্গী শূল।
দৈববলে বজ্রকায়, না বাজে বীরের গায়,
কালু পুনঃ ধরিল বাঁটুল ॥ ২৯৪
যুগল বাঁটুল ধরে, মার্ বলে ফার্ করে,
আর যত কোটালের ডিঙ্গা।
নেবে কোটালিয়া পড়ে, হুতাশে পরাণ ছাড়ে,
কালুবীর ছাড়ে জোড়া সিঙ্গা ॥ ২৯৫
বিষম তরঙ্গ নদী, তরী ডুবিল যদি,
মরিল যতেক অনুচর।
উঠু-ডুবু চুবু খেয়ে, পলায় পরাণ লয়ে,
পার হলো লোহাটা বজ্জর ॥ ২৯৬
প্রাণভয়ে ধায় তটে, ধেয়ে কালু ধরে জটে,
টাঙ্গি-চোটে কাটে তার শির।
মাথা আনি শুভক্ষণে, ভেট দিল লাউসেনে,
পুরস্কার পাইল মহাবীর ॥ ২৯৭
সেন বলে কালু বীর এই লোহাটার শির,
সতত শুনিতাম যার কথা।
এই সে ইছাই তল, যত কিছু বলাবল,
এ রাখিত ঢেঁকুরের ছাতা ॥ ২৯৮
ইহার বদনে ছাই, ক্ষণেক বিলম্ব নাই,
গৌড়কে পাঠায়ে দেও মুড়।
জয়পত্র কাটামাথা, আজ্ঞা পেয়ে কালচিতা,
বেগে ধায় সেবি শশিচুড় ॥ ২৯৯
একে একে রাখি পথ, গৌড়ে আসি উপনীত,
লয়ে কাটা কোটালের শির।
রাজধানে উপনীত, ঘনরাম বিরচিত,
নিজনাথ যার রঘুবীর ॥ ৩০০

বারভূঞে বেড়ে বৈসে গৌড়ের ঠাকুর।
কৃষ্ণকথা শুনে রাজা কলিদর্প-চুর ॥ ৩০১
কংসাসুর সংসারে হইল দুরাচার।
কৃষ্ণের প্রভাব হেতু টুটে অহঙ্কার ॥ ৩০২
ধেনুক অসুর তার অনুচরগণ।
কংসের আদেশে নিত্য রাখে তালবন ॥ ৩০৩
একদিন রামসঙ্গে মদনগোপাল।
শ্রীদাম সুদাম আদি যত ব্রজবাল ॥ ৩০৪
বসিয়া ভাণ্ডীর তলে করে নানা খেলা।
বালকে প্রকাশে নিত্য বল্লায়ের লীলা ॥ ৩০৫
দেখিয়া রসাল তাল ছাওয়াল সকল।
বলরামে নিবেদিল দেহ এই ফল ॥ ৩০৬
কিন্তু তায় দুরন্ত রাক্ষসগণ আছে।
তাল ফল আন যে সবার মন রুচে ॥ ৩০৭
রাখিতে সখার প্রীত শ্রীদাম আদি সঙ্গে।
তালবন প্রবেশ করিল নানা রঙ্গে ॥ ৩০৮
এক গাছে নাড়া দিতে নড়ে সব বন।
তাল ফল হরিষে কুড়ায় শিশুগণ ॥ ৩০৯
পাড়িতে কুড়াতে কত বাড়িল কৌতুক।
কংস-অনুচর কোপে ধাইল ধেনুক ॥ ৩১০
সমূলে বধিল তারে দেব সঙ্কর্ষণ।
লণ্ড ভণ্ড করিয়া ভাঙ্গিল তালবন ॥ ৩১১
এই অধ্যা পড়ে পুঁথি বান্ধিল পণ্ডিত।
হেনকালে কালচিতা হৈল উপনীত ॥ ৩১২
জোহার করিয়া কহে করি যোড় কর।
পড়িল প্রথম রণে লোহাটা বজ্জর ॥ ৩১৩
পাগে ছিল জয়পত্র দিল কালচিতা।
হজুর করিল কাটা কোটালের মাথা ॥ ৩১৪
জয়পত্র শুনিয় ভূপতি সদানন্দ।
দূতেরে বক্‌সীস দিল জোড়া শরবন্দ ॥ ৩১৫
দেখিয়া দুর্জ্জয় কাটা কোটালের শির।
সবে বলে ধন্য ধন্য লাউসেন বীর ॥ ৩১৬
কেহ বলে দেবরূপী দেখিয়া প্রতাপ।
কেবল মামুদা পাত্র পেলে মনস্তাপ ॥ ৩১৭
মাথা দিয়া কালচিতা গেল নিজ থানা।
সেনে পীড়া দিতে পাত্র ভাবয়ে মন্ত্রণা ॥ ৩১৮
সেনের আকার করি লোহাটার মুড়া।
ময়না পাঠাব যেন শোকে মরে বুড়া ॥ ৩১৯
শ্রীরামের শোকে যেন দশরথ মৈল।
এতদিনে কর্ণসেনে সেই দশা হৈল ॥ ৩২০
অগ্নি খেয়ে মরে যেন বৌ চারি যুবতী।
নাচে বাটে ঘাটে যেন কান্দে রঞ্জাবতী ॥ ৩২১
এত ভাবি ভূপতিচরণে কিছু কয়।
টেঁকুরে লোহাটা বীর বড়ই দুর্জ্জয় ॥ ৩২২
কর্ণসেনে ফকির করেছে এই বেটা।
ইহা হতে তোমার লস্কর গেছে কাটা ॥ ৩২৩
মাথাটা হুকুম কর হেন ঠাঁই স্থাপি।
যেখানে নীচের নিত্য লাথি খায় পাপী ॥ ৩২৪
না বুঝি হুকুম দিল রাজা গৌড়েশ্বর।
সঙ্গেতে লইয়া মাথা চলিল পাত্তর ॥ ৩২৫
রাজার প্রধান কর্ম্মী বিশ্বকর্ম্মা দাস।
আপনি কহিল তারে করিয়া বিশ্বাস ॥ ৩২৬
আশ্বাস করিল খুব করিব নেহাল।
অবিলম্বে এখনি এইখানে পাত শাল ॥ ৩২৭
ভাগিনা সেনের মাথা এই শিরে রচ।
দোকান পাতিল কর্ম্মী কর্ম্মে বড় সচ ॥ ৩২৮
পাখালি মুছিয়া মাথা তাতা মোম ঢালে।
চিয়াড়ে চৌদিক মাঠে চৌরস কপালে ॥ ৩২৯
রাজদণ্ড রাখে পুনঃ প্রণামের চিহ্ন।
ভরিল বণক ভেদ সেনের অভিন্ন ॥ ৩৩০
চাঁচর চিকুর চারু রচিল চামরে।
সাক্ষাৎ সেনের মাথা সঁপিল পাত্তরে ॥ ৩৩১
রচনা দেখিয়া মুণ্ড পরম আনন্দ।
কর্ম্মিবরে করিল বক্‌সিস শরবন্দ ॥ ৩৩২
তবে পাত্র আপনি ডাকিল ইন্দ্রজালে।
মায়া-মুণ্ড সঁপি কিছু কন কুতূহলে ॥ ৩৩৩
ময়না নগরে তুমি চল হে ত্বরিত।
রঘুনাথে যেমন ভাণ্ডিল ইন্দ্রজিত ॥ ৩৩৪
মাথা দিয়া কর্ণসেনে সমাচার বলো।
শ্যামরূপা সমরে তোমার বেটা মলো ॥ ৩৩৫
গৌড়পতি আপনি পাঠালে এই মাথা।
কি জানি রাণীরা যদি হয় নিহমৃতা
অগ্নি খেয়ে মরে যদি সমাচার শুনি
যে থাকে কপালে তার জানিব আপনি ॥ ৩৩৭
এখনি সম্প্রতি নেবে পথে হয়ে খাড়া।
এত বলি খসায়ে গায়ের দিল জোড়া ॥ ৩৩৮
জোহার করিয়া ইন্দ্রা হাত দিয়া বুকে।
সত্বর বিদায় হলো পাত্রের সম্মুখে ॥ ৩৩৯
তরণি সরণি-মুখে সেবি শশিচূড়।
[illegible] পশ্চাতে গৌড় ॥ ৩৪০

শীঘ্রগতি ধায় ইন্দ্রা দিবস রজনী।
শীতল পুরে সত্বরে পেরুল সুরধুনী ॥ ৩৪১
কত কব যত গ্রাম থাকে ডানি বামে।
দামোদর দাখিল দিবস দুই যামে ॥ ৩৪২
এড়াল উড়ের গড় আমিলা উচালন।
মান্দারণ রেখে চলে ময়নার গণ ॥ ৩৪৩
কাশীজোড়া পার হইল পদ্মা পাছু রয়।
ময়না প্রবেশে আসি বেলা দণ্ড ছয় ॥ ৩৪৪
হরি-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৩৪৫

প্রজাবন্ধু বেড়ে বৈসে বৃদ্ধ নরপতি।
বধূগণে বেষ্টিত বিরলে রঞ্জাবতী ॥ ৩৪৬
বাল্মীকি গোঁসাই গ্রন্থ বেদ রামায়ণ।
সাদরে শুনেন সবে মজাইয়া মন ॥ ৩৪৭
পুঁথি হাতে পণ্ডিত প্রকাশে লঙ্কাকাণ্ড।
যবে রাজা রাবণ রচিল মায়ামুণ্ড ॥ ৩৪৮
সীতারে দেখালে রামলক্ষ্মণের মাথা।
কান্দে শোকে ধূলায় লোটায় দেবী সীতা ॥ ৩৪৯
দারুণ বচন তায় বলিছে রাবণা।
কি কাজ জানকী আর রাখি সতীপণা ॥ ৩৫০
পুঁথি হাতে পণ্ডিত প্রসঙ্গ পড়ি কান্দে।
শুনিয়া সবাই শোকে বুক নাহি বান্ধে ॥ ৩৫১
তবে দেখি জানকী জানিলা পরিণাম।
ভাই সঙ্গে কুশলে আছেন প্রভু রাম ॥ ৩৫২
মিছা মায়া-মুণ্ড এই রাক্ষসের রঙ্গ।
শুনি আনন্দিত সবে এ সব প্রসঙ্গ ॥ ৩৫৩
সে দিন সেখানে পাঠ রাখিল পণ্ডিত।
হেনকালে ইন্দে মেটে হইল উপনীত ॥ ৩৫৪
জল নয়ন ইন্দে নোয়াইল শির।
টেঁ মোকামে মৈল লাউসেন বীর ॥ ৩৫৫
মাথা র বলিল বির্ষ সমাচার।
হারা হৈ নিক উঠিল হাহাকার ॥ ৩৫৬
কান্দে রাজা কর্ণসেন উথলিয়া তাপ।
কোথা রে আমার বাছা কি হলোরে বাপ ॥ ৩৫৭
বাছা বলে বার হৈল খোনা দাই মা।
মাথা দেখি অমনি আছাড়ে পড়ে গা ॥ ৩৫৮
বাছা কোথা আমার, আমার দুলালিয়া।
মরা মাথা লয়ে কান্দে মুখে চুম্ব দিয়া ॥ ৩৫৯
শুনিয়া চঞ্চল হৈল চারি রাজার ঝি।
কলিঙ্গা বলেন বুক বন্ধন কর কি

অকালে ফুরাল হাট কপাল দেয়াও।
কি লয়ে সংসার আর কার মুখ চাও ॥ ৩৬১
হীরা-মণি মাণিক মুকুতা হেম যায়।
কে কোথা রহিল পড়ে ফিরে নাহি চায় ॥ ৩৬২
রাম নারায়ণ হরি স্মরিয়ে গোপাল।
সহমৃতা হইতে আম্রের ভাঙ্গে ডাল ॥ ৩৬৩
বিশাল বাজনা বাজে রসাল মৃদঙ্গ।
কাংস করতাল বাঁশী শশিমুখী শঙ্খ ॥ ৩৬৪
তেজিল সংসার-ভ্রম মাথার বসন।
আম্রশাখা আনন্দে ফিরায় ঘনেঘন ॥ ৩৬৫
সদা হাস্য বদন-বচনে সুধাধার।
হরিগুণে নাচে গায় জন্ম নাহি আর ॥ ৩৬৬
নিরবধি অন্তরে জাগিছে প্রাণনাথ।
মাথা দেখি প্রণতি করিল বার সাত ॥ ৩৬৭
মুণ্ড দেখি চৌদিকে রহিল সব সতী।
ইহা দেখি দ্বিগুণ ফুকরে রঞ্জাবতী ॥ ৩৬৮
সাধের সাধনী সব কোথা যাও মা।
বাছা কোথা গেল বলি আছাড়িছে গা ॥ ৩৬৯
কি পাপে পামর বিধি নিধি নিল হরে।
বাছা মলো অভাগিনী আছি প্রাণ ধরে ॥ ৩৭০
বসাতে পাতিনু হাট কে হলোরে হাতা।
ও বাপু কর্পূর মোর লাউসেন কোথা ॥ ৩৭১
এক জন্ম ম'রে পেনু ভর দিয়া শালে।
হেন বাপ কোথা গেলি কি হলো কপালে ॥ ৩৭২
কর্পূর প্রবোধ করে ধরে দুটি পা।
বুক বান্ধ পাষাণে কি কাজে কান্দ মা ॥ ৩৭৩
কৃষ্ণ যার মাতুল অর্জ্জুন যার পিতা।
হেন মহারথী দেখ অভিমন্যু কোথা ॥ ৩৭৪
কেমনে ধরিল প্রাণ সুভদ্রা জননী।
কেমনে কর্ণের শোকে কুন্তী ঠাকুরাণী ॥ ৩৭৫
পাণ্ডব সমান কে সংসারে মহাবলী।
ধর্ম্মশীলা জায়া যার আপনি পাঞ্চালী ॥ ৩৭৬
শয়নে দ্রৌপদী ছিল কোলে পাঁচ পো।
গুরুর নন্দন হয়ে ত্যজে মায়া মো ॥ ৩৭৭
এককালে পাঁচ পুত্র করিল নিপাত।
অতএব ও সব কথা ঈশ্বরের হাত ॥ ৩৭৮
সুধন্বা পড়িল যবে অর্জ্জুনের রণে।
তাঁহার জননী বুক বান্ধিল কেমনে ॥ ৩৭৯
কি করিল মন্দোদরী মৈলে ইন্দ্রজিত।
পদ ধেয়াও প্রবোধ কর চিত ॥ ৩৮০

কেন্দে যে বাঁচাতে পারি তবে তার ব্যথা।
তিনি যে সময়ে মৈল মোরা আছি কোথা ॥ ৩৮১
সবাকার সেই গতি তবে আগু পাছু।
তুমি বুঝ সকলি বুঝাতে নাই কিছু ॥ ৩৮২
দাদার মরণ মনে স্বপ্ন হেন মানি।
বুঝা নাহি যায় কিছু বিধাতার বাণী ॥ ৩৮৩
কলিঙ্গা বলেন বৃথা কর মায়া যোগ।
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু সব কর্ম্মভোগ ॥ ৩৮৪
সংসার অসার সব সার সেই পা।
গোবিন্দ-গরিমা-গুণ গাও গাও মা ॥ ৩৮৫
ত্যজিল বিষাদ রাণী স্মরিয়া শ্রীহরি।
শ্রীমধুসূদন রাম মুকুন্দ মুরারি ॥ ৩৮৭
গঙ্গা নারায়ণ হরি, স্মরয়ে মাধব।
মুণ্ড বেড়ি তা ব করেন সতী সব ॥ ৩৮৭
নগর-নিবাসী যত যুবা বাল্য জরা।
উভ মুখে ধায় সবে চক্ষে বহে ধারা ॥ ৩৮৮
শিরে ঘা হানিয়ে কেহ বলে হায় হায়।
কেহ বলে কোথা গেল লাউসেন রায় ॥ ৩৮৯
সতী-মুখ হেরি সবে সমাকুল শোকে।
মহারাণী আপনি প্রবোধে সব লোকে ॥ ৩৯০
বাণিজ্যে ভারত-ভূমে এসেছি সবাই।
ফুরাল বাজার হাট নিজ ঘরে যাই ॥ ৩৯১
সবাই সম্পদ সুখে করহ সংসার।
বৃদ্ধ রাজা রাণীর সবার লাগে ভার ॥ ৩৯২
কর্পূরে নাথের সম দেখিয়ে সবাই।
সবে কর আশীষ প্রভুরে যেন পাই ॥ ৩৯৩
কর্পূরে কহেন কিছু প্রসন্ন বদন।
পুরুষ পরেশ তুমি পাল প্রজাগণ ॥ ৩৯৪
করপুটে কর্পূর করিল অঙ্গীকার।
কলিঙ্গা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর ॥ ৩৯৫
দরিদ্র ব্রাহ্মণে কত বিলাইল ধন।
মুণ্ড কোলে চৌদোলে চলিল চারি জন ॥ ৩৯৬
বিপত্তি বিষম বিনা বিধাতার ছলা।
নানা রত্ন মিশাইয়া ছড়া'ল খই কলা ॥ ৩৯৭
গঙ্গা নারায়ণ গুরু গোবিন্দ গোপাল।
বিভোল সকল সতী ডাকিছে রসাল ॥ ৩৯৮
বেড়ে চলে প্রজা বন্ধু বান্ধব সকল।
কাছে যায় কর্পূর নয়নে বহে জল ॥ ৩৯৯
সঘনে বলিছে সবে হরি হরি বোল।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে রাখে চতুর্দ্দোল ॥ ৪০০
বৃদ্ধ রাজা রাণীরে রাখিল দাসীগণে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ৪০১
বিভোল হইয়া ভাবে সতী চারিজন।
গুণিগণ গান করে গোবিন্দ-কীর্ত্তন ॥ ৪০২
গোপীগণে কুঞ্জবনে কৃষ্ণহারা হয়ে।
কাননে কাননে ফিরে কানুর লাগিয়ে ॥ ৪০৩
না পেয়ে কান্দেন যত আহিরী অবলা।
কোথা গেল কি হইল নীলমণি কালা ॥ ৪০৪
জগতে থাকিতে আর কার মুখ চাব।
হা নাথ! হা নাথ! নাথ! কোথা গেলে পাব ॥
গোপিকা-বিষাদ যত গায় গুণিজন।
শুনি প্রেমে গদগদ সতী চারিজন ॥ ৪০৬
গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণ গেয়ে।
কন কিছু কলিঙ্গা কর্পূর পানে চেয়ে ॥ ৪০৭
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি প্রভুর অনুজ।
দ্রৌপদী দেবীর যেন দেব চতুর্ভুজ ॥ ৪০৮
অভাগী উদ্ধার হেতু আপনি তৎকাল।
চিতা কর নির্ম্মাণ ঘুচুক মায়াজাল ॥ ৪০৯
অ-সকাল হয় পাছে পেতে চাই নাথ।
কর্পূর বলেন আজ্ঞা করি যোড় হাত ॥ ৪১০
বেদের বিধান কুণ্ড করিল রচনা।
পাতিল চন্দন কাষ্ঠ পরিপাটী ঘুনা ॥ ৪১১
কলসে কলসে তায় ঢেলে দিল ঘি।
কর-শঙ্খ ত্যজে তবে চারি রাজার ঝি ॥ ৪১২
স্নান পূজা করি দিল সূর্য্য-অর্ঘ্য দান।
ধরণী-মণ্ডলে ধনী সূর্য্যকে ধেয়ান ॥ ৪১৩
ওহে প্রভু পতিত-পাবন পরাৎপর।
পাপ পুণ্য নহে কিছু তোমা অগোচর ॥ ৪১৪
মহিমেতে নাথ যদি মরেছে সর্ব্বথা।
অভাগী উদ্ধার কর, হব সহমৃতা ॥ ৪১৫
এত বলি করিলা প্রণতি প্রদক্ষিণ।
অন্তরে জানিলা ধর্ম্ম ভক্ত পরাধীন ॥
গোলোক ছাড়িয়া প্রভু ভক্তের কারণ।
ব্রহ্মচারী হন হরি 'ব্রহ্মসনাতন ॥ ৪১৭
অনল ভেজায়ে কুণ্ডে বেড়ে চারি সতী।
হেনকালে উপনীত অখিলের পতি ॥ ৪১৮
প্রণত হইল সবে দেখি ব্রহ্মচারী।
আশীর্ব্বাদ করিল ঠাকুর মায়াধারী ॥ ৪১৯
পুত্রবতী হও সতী সাবিত্রী সমান।
স্বামীর বাড়ুক মান ॥ ৪২০

শুনিয়া বিনয় বোলে বলে পাটরাণী।
গোঁসাই হইয়া কেন অসম্ভব বাণী ॥ ৪২১
রণে মৈল প্রাণনাথ কোলে সেই মাথা।
ফুরাল সংসার-সুখ, হব সহমৃতা ॥ ৪২২
একালে বেটার বর কেমনে বাচাও।
গোঁসাই যেমন জাতি জানা গেল যাও ॥ ৪২৩
হাসিয়া কহেন প্রভু দিয়া হাতনাড়া।
স্বামী সঙ্গে তোমার, আমার ভাব বাড়া ॥
অতেব আসিয়া বলি ফিরা যাও ঘরে।
কদাচ সুন্দরী তোর স্বামী নাহি মরে ॥ ৪২৫
কার বোলে ঘুচাইলি হাতের আয়ত।
কুশলে আছেন ব'সে তোর প্রাণনাথ ॥ ৪২৬
প্রবোধ না যায় কেহ, কেহ উপহাসে।
সাক্ষাতে স্বামীর শির তিমির বিনাশে ॥ ৪২৭
তুমি বল প্রাণনাথ আছেন কুশলে।
পাছে ভণ্ড তপস্বী তোমায় লোকে বলে ॥ ৪২৮
কানড়া বলেন দিদি জানিগো সর্ব্বথা।
কোন কালে সত্য নহে ভিখারীর কথা ॥ ৪২৯
অধিক ইন্ধন অগ্নি উথলিছে কুণ্ড।
চল দিদি ঝাঁপ দিব গলে বেন্ধে মুণ্ড ॥ ৪৩০
হরি হরি স্মরি পুনঃ করেন তাণ্ডব।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে উঠে কলরব ॥ ৪৩১
প্রণতি করেন সবে সতীর চরণে।
আম্রডাল বুলায়ে আশীষে জনে জনে ॥ ৪৩২
কুণ্ড প্রদক্ষিণ করে মুণ্ড লয়ে সতী।
সুমুখে প্রবোধে পুনঃ পাণ্ডবসারথি ॥ ৪৩৩
শুন গো অবোধ সতি পতি তোর আছে।
তিন দিন আপনি আছিনু তার কাছে ॥ ৪৩৪
কলিঙ্গা কহেন তবে করি যোড় হাত।
তোমার নিবাস কোথা, কোথা প্রাণনাথ ॥ ৪৩৫
নিবাস-নিয়ম নাই বল্যে ঠাকুর।
কত দিন আশ্রয় করেছি যাজপুর ॥ ৪৩৬
গয়া গঙ্গা গোকুল গণ্ডকীগিরি কাশী।
সম্প্রতি সেনের সাক্ষাৎ হইতে আসি ॥ ৪৩৭
মোকামে অজয় তীরে আছে মহাবীর।
প্রথমে কাটিল কালু লোহাটার শির ॥ ৪৩৮
গৌড়েতে পাঠাল মুণ্ড সমর-সংবাদ।
সেই মুণ্ড লয়ে পাত্র পেড়েছে প্রমাদ ॥ ৪৩৯
মায়ামুণ্ড পাঠাইল করিয়া ছলনা।
কাননে সীতারে যেন কাঁদালে ... ॥ ৪৪০

হরিগুরু-চরণ শরণ ভাব্য চিত।
দ্বিজ ঘনরাম গায় মধুর সঙ্গীত ॥ ৪৪১
শুনিয়া চঞ্চলচিত্ত চান চাবি নারী।
কেহ বলে কেমন কি কন ব্রহ্মচারী ॥ ৪৪২
কেহ বলে ও কথা যেমন বালির বাঁধ।
তারা মাঝে আর কি উদয় হবে চাঁদ ॥ ৪৪৩
মায়া-ফাঁদ ত্যজি সবে মজ সত্বগুণে।
চল দিদি ঝাঁপ দিয়ে পড়িগে আগুনে ॥ ৪৪৪
এত যদি বলিল কলিঙ্গা পাটরাণী।
কানাড়া বলেন দিদি ঐ সত্য বাণী ॥ ৪৪৫
হরি হরি স্মরি পুনঃ করেন তাণ্ডব।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে উঠে কলরব ॥ ৪৪৬
ঠাকুরে বিদায় কিছু কাঞ্চন প্রচুর।
ভিক্ষা লয়ে যাও ভণ্ড তপস্বী ঠাকুর ॥ ৪৪৭
যতি বলে শুনগো অবোধ সব সতি।
বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ বিশেষ আমি যতি ॥ ৪৪৮
আমার বচনে যদি না হলো প্রত্যয়।
কোথায় রহিল তোর সত্ত্বের উদয় ॥ ৪৪৯
সদয় বচন বলি ঘরে যা সুন্দরী।
হাত পাতি লহ আসি স্বামীর অঙ্গুরী ॥ ৪৫০
লোহাটা মারিতে রাজা বিলাইল ধন।
মাণিক অঙ্গুরী দিয়া পূজিল চরণ ॥ ৪৫১
কুশলে আছয়ে রাজা অজয়ের কূলে।
কার বোলে কাঞ্চনচিরুণী দিলি চুলে ॥ ৪৫২
অঙ্গুরী বান্ধিল রাণী হয়ে আনন্দিতা।
রামের অঙ্গুরী যেন পাইল দেবী সীতা ॥ ৪৫৩
পুনশ্চ প্রবোধ-বাক্য বলেন ঠাকুর।
অনলে তাড়াও মুণ্ড মায়া যাক্ দূর ॥ ৪৫৪
লোহাটার মাথা হবে আপনি প্রকাশ।
কর্পূর শুনিয়া কথা করিল বিশ্বাস ॥ ৪৫৫
প্রবোধ পাইয়া মাথা তাতায় অনলে।
অগ্নিকুণ্ড নিবাইল কালিন্দীর জলে ॥ ৪৫৬
পদতলে তখন লোটায় সব সতী।
পরিচয় দেহ প্রভু কেবা তুমি যতি ॥ ৪৫৭
মোর পরিচয়ে গো তোমার কাজ কি।
সতী হয়ে ঘরে যা গো ধর্ম রাজার ঝি ॥ ৪৫৮
কলিঙ্গা বলেন তবে ত্যজিব জীবন।
এত শুনি সদয় হইল নিরঞ্জন ॥ ৪৫৯
আমারে অখিল-বন্ধু বলে দেবগণ।
সৃজন পালন আমি প্রলয় কারণ ॥ ৪৬০

সংক্ষেপে কহিনু সার ঘরে যাগো রাণী।
কলিঙ্গা কহেন পুনঃ যোড় করি পাণি ॥ ৪৬১
অবোধ অবলা জাতি বোল নাহি বুঝে।
জগন্ময় জানি যদি দেখি চতুর্ভুজে ॥ ৪৬২
তবে সে জানিব তুমি ত্রিলোকের গুরু।
এড়াতে নারিল দায় বাঞ্ছাকল্পতরু ॥ ৪৬৩
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজধারী।
আঁখির নিমেষে হলো সেই ব্রহ্মচারী ॥ ৪৬৪
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ শ্রবণে কুণ্ডল।
গ য় কৌস্তুভ মণি ভকতবৎসল ॥ ৪৬৫
নবঘন শ্যাম অঙ্গ গরুড় বাহনে।
কর্পূর দেখিল আর সতী চারি জনে ॥ ৪৬৬
ধরণী লোটায়ে সবে প্রেমে গদগদ।
অসার সংসার দেখে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ ॥ ৪৬৭
চরণকমলে করে মনোহর স্তব।
অনাদি অনন্ত ওহে অনাথবান্ধব ॥ ৪৬৮
যোগী তোমা যোগবলে জপে নিরবধি।
পঞ্চমুখে পশুপতি বেদমুখে বিধি ॥ ৪৬৯
অনন্ত সহস্র মুখে না পাইল সীমা।
মানবী মানব মুখে কি জানি মহিমা ॥ ৪৭০
এত যদি কর্পূর সহিত কৈল স্তুতি।
পরিতুষ্ট আপনি বলেন বিশ্বপতি ॥ ৪৭১
ঘর যাও কর্পূর লইয়া রামাগণে।
জননী জনক শোকে আছে অচেতনে ॥ ৪৭২
এত বলি ঠাকুর হইল অন্তর্দ্ধান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৪৭৩

উথলে আনন্দ অতি, কুশলে আছেন পতি,
সতী সব গেল নিকেতনে।
বৃদ্ধ রাজা রঞ্জারাণী, আনন্দ বাধাই বাণী,
শুনি উঠে ছিল অচেতনে ॥ ৪৭৪
বধূর বদন-ইন্দু, নিরখি আনন্দসিন্ধু,
দীনবন্ধু দয়ায় উথলে।
কর্পূর অপর কত, নগর নিবাসী যত,
সমাগত ভাসে প্রেম-জলে ॥ ৪৭৫
মৃদঙ্গ মুরজ আদ্য, বাজিছে সুপদ্য বাদ্য,
স্বর্ণদানে পূজে দ্বিজগণে।
হায়রে হিরণ্য হীরা, কৃপণ পাইল ফিরা,
হেনরূপ হরষিত মনে ॥ ৭৬
ঘুচিল বিপত্তি মোর, সুখের নাহিক ওর,
সবার হইল শান্তমতি।
পুত্রের কল্যাণ মানি, দিবানিশি রঞ্জারাণী,
ধর্ম্ম পূজে হয়ে শুদ্ধমতি ॥ ৪৭৭
সেনের যাত্রার পূর্ব্বে, কলিঙ্গা রাণীর গর্ভে
শুভ জন্ম লয়েছে কুমার।
রাণীগণে কাণাকাণি, হতে হতে জানাজানি,
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভভার ॥ ৪৭৮
কুলাচার যথারীত, পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত,
রঞ্জাবতী দিল কুতুহলে।
এখানে অজয়তটে, বীর কালু করপুটে,
সেনে কিছু নিবেদন বলে ॥ ৪৭৯
চিরদিন বাড়ে নদী, তড় না পাইল যদি,
অবধি রহিবে কতকাল।
ঘোড়া যায় তোমা লয়ে, যেতে পার পার হয়ে,
মোরা তরি মারিয়া হাঁফাল ॥ ৪৮০
শুনিয়া কালুর উক্তি, মনেতে ভাবিয়া যুক্তি,
ঘোড়ারে সুধান নৃপবর।
গভীর তরঙ্গ নদী পার হৈতে পার যদি,
বল বাজী আগুীর পাথর ॥ ৪৮১
এবা নদী কোন তুচ্ছ, লক্ষেক যোজন উচ্চ,
সূর্য্যের সহিত রথ যায়।
অভিমানে বলে বাজী, অবনী আসিয়া আজি,
এত অভাজন হনু রায় ॥ ৪৮২
মথুরা প্রয়াগ কাশী, যামেকে ভ্রমিয়া আসি,
তুমি মাত্র পিঠে হয়ো স্থির।
জিয় জিয় বলে রায়, কবিরত্ন রস গায়,
যাহার জীবন রঘুবীর ॥ ৪৮৩

বাজী যত বচন বলিল তমোগুণে।
আবেশে অজয় নদী কাণ পেতে শুনে ॥ ৪৮৪
অহঙ্কার শুনি কোপে করিছে গর্গর্।
মনে করি থাক ভাল আ.ীর পাথর ॥ ৪৮৫
এখনি ইঙ্গিতে তোরে ওপারে যাওঃ
কুম্ভীর-মকরে তোর শরীর খাওয়াব ॥ ৮৬
তবে নাম সার্থক অজয় আমি ধরি।
কুম্ভীর মকর আদি আনিল হাঁকারি ॥ ৪৮৭
নদী বলে যদি বট কদমী আমার।
ওপার প্রবাহ অতি পরিসর ধার ॥ ৪৮৮
খনন কারণ শীঘ্র স্মরণ সবায়।
অহঙ্কারে অশ্বটা লঙ্ঘিতে মোরে চায় ॥ ৪৮৯
[illegible] আড় লি [illegible] পড়ে যেন জলে।
[illegible] তার [illegible] বান্ধিব বলে ছলে ॥ ৪৯০

ডোমগণ পেরিয়া উঠুক আগে তটে।
দপটে উঠিতে ঘোড়া ঠেকিবে শঙ্কটে॥ ৪৯১
আজ্ঞা বন্দি আড়ুলি খুলিতে সবে যায়।
কালুকে পেরুতে হেতা আদেশিল রায়॥ ৪৯২
গুবাক সরল গাছ নারিকেল কলা।
ডোমগণ চড়িল সাজায়ে তাহে ভেলা॥ ৪৯৩
তুলিল কানাত তাম্বু ডেতের অম্বর।
কালু বলে মহারাজা তুমি কর ভর॥ ৪৯৪
হাতাহাতি ঘোড়ারে করিব সবে পার।
বাজী বলে বয়ে যারে আপনার ভার॥ ৪৯৫
কোন্ ছার অজয় পেরুব এক লাফে।
জলচর শুনিয়া অধিক কোপে কাঁপে॥ ৪৯৬
সেন বলে বীর কালু ছেড়ে দাও ভেলা।
পেরুল সকল ডোম করে অবহেলা॥ ৪৯৭
তীরে তাম্বু কানাত তৈনাত করে বীর।
ভূপতি না হলে পার মন নহে স্থির॥ ৪৯৮
বাচায়ে ভূপতি হেথা আরোহিল হয়।
আভীর পাথর বাজী অভিমানে কয়॥ ৪৯৯
পুনঃপুনঃ এত কেন আমারে ইঙ্গিত।
পার হতে নারী যদি অজয় সরিৎ॥ ৫০০
সহস্র জনম তোমার ঘোড়া হয়ে রই।
শুন রায় অপর প্রতিজ্ঞা কিছু কই॥ ৫০১
তবে আজি অজয়ে করিব তনুত্যাগ।
রাজা বলে দূর কর এত অনুরাগ॥ ৫০২
মহাভাগ্যবান তুমি বুঝেছি বিশেষ।
পবননন্দন যায় দিল উপদেশ॥ ৫০৩
পার কর অজয় ওপারে এই থানা।
অরি হলে দলন দ্বিগুণ দিব দানা॥ ৫০৪
এত শুনি হেষণি ফান্দনি ফিরি ফিরি।
উঠে গরুড় যেন পিঠে লয়ে হরি॥ ৫০৫
এক লাফে অবনী উড়িয়া উঠে রায়।
রাজা বলে বাজী বা বিরাগে স্বর্গে যায়॥ ৫০৬
পার হয়ে অজয় অমনি খেঁচে ডোর।
দপটে ওতটে উঠে পায়ে বড় জোর॥ ৫০৭
ঘোর বিষ দরায় আড়ুলি পড়ে ভাঙ্গি।
লেজ সাটে মকর ঘোড়ার হানে জাঙ্গি॥ ৫০৮
উঠিল জীবন যেয়ে রাজার জোড়ায়।
চমকিত হয়ে রাজা চারি পানে চায়॥ ৫০৯
ঘোড়া বলে অজয়ে আমি মত্যু ঘটে।
চিন্তা নহে তবু তোমা তুলি দিব ॥ ৫১০

এত বলি লেজ সাটে কেটে যায় জল।
দারুণ কুম্ভীর আসি করে বড় বল॥ ৫১১
লেজ কাটে কুম্ভীর কচ্ছপ কাটে কাণ।
রাজা বলে অকালে অজয়ে ত্যজি প্রাণ॥ ৫১২
কি কব পণ্ডিত ঘোড়া মোর দশাকাল।
অহঙ্কার অরাতি কখন নহে ভাল॥ ৫১৩
তথাপি বাঁচি ছে ঘোঁড়া হাফালে ত্বরিব।
তোমারে অজয় আজি পার করে দিব॥ ৫১৪
কুপিয়া অজয় বেগে ভাসাইল সোঁতে।
সেনে দেয় ভরসা আপনি ঘোঁড়া হোঁতে॥ ৫১৫
রাজা বলে বাজী তুমি চিন্ত পরকাল।
মুখ ভরি গাও গঙ্গা গোবিন্দ গোপাল॥ ৫১৬
অকাল-মরণ মোর কপালে লিখন।
বাজী বলে মহারাজ মোর নিবেদন॥ ৫১৭
মরণ-সন্ধান মোর কেহ নাহি জানে।
মন-কথা নাই শুন কই কাণে কাণে॥ ৫১৮
আট তোলা বিসে যে বাসুকী বলধর।
দংশিলে অবশ্য মৃত্যু নতুবা অমর॥ ৫১৯
শুনিল অজয় তত্ত্ব সেনেরে কহিতে।
পাতালে বাসুকী নাগে আনিল ত্বরিতে॥ ৫২০
বিষপুঞ্জ সর্পরাজ দংশিল ঘোঁড়ায়।
পরাণ তেজিয়া বাজী সোঁতে ভেসে যায়॥ ৫২১
কনক কমল যেন কমলে উদয়।
পাতাল লইয়া সেনে বান্ধিল অজয়॥ ৫২২
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥ ৫২৩
প্রভু যার কৌশল্যা-নন্দন কৃপাবান।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান॥ ৫২৪

পাতালে বান্ধিল যদি ময়নার চাঁদে।
একূলে আকুল হয়ে ডোমগণ কাঁদে॥ ৫২৫
কালীদহে কৃষ্ণ যেন ডুবিল মায়ায়।
আভীর বালক যত কান্দে উভরায়॥ ৫২৬
কেহ বলে হায় হায় কি হলো কি হলো।
রাখালের সখা কৃষ্ণ কোথা ছেড়ে গেল॥ ৫২৭
কাঁদিয়া কাতর শিশু মুখে বাক্য নাই।
হাম্বারবে গাভীগণ কাঁদে ঠাঁই ঠাঁই॥ ৫২৮
হাহারব শুনিয়া যশোদা এলো ধেয়ে।
না দেখিয়া কৃষ্ণমুখ পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে॥ ৫২৯
কোথা রে পরাণ-ধন ডাকে থোনা দাই।
শ্রীদাম সুদাম আদি ডাকেরে বলাই॥ ৫৩০

সেইরূপী কুলে সবে করে হাহাকার।
সেন হেথা কান্দেন ভাবিয়া করতার ॥ ৫৩১
কি হলো কি হলো হায় কি করিলে হরি।
বিষম বন্ধনে প্রভু বুক ফেটে মরি ॥ ৫৩২
কোথা হে অনন্ত বন্ধু ডাকে অকিঞ্চন।
অজয়ে অভাগা বন্দী অকাল-মরণ ॥ ৫৩৩
তোমারে ভজিলে হে অকাল-মৃত্যু নাই।
পুরাণে পণ্ডিতমুখে শুনি সব ঠাঁই ॥ ৫৩৪
তার সাক্ষী সুধন্বা রাখিলে তপ্ত তৈলে।
প্রাণ দিলে প্রহ্লাদে অনলে জলে শৈলে ॥ ৫৩৫
যবে অগ্নি জৌঘরে ভেজাল দুর্য্যোধন।
কুন্তী সঙ্গে রেখেছ পাণ্ডব পঞ্চজন ॥ ৫৩৬
গজেন্দ্র-মোক্ষণ শুনি মহা মহোৎসব।
দুষ্টের অন্তক তুমি ভকতবান্ধব ॥ ৪৩৭
তার সাক্ষী বিভীষণ ধরে দণ্ড ছাতা।
লঙ্কাপতি রাবণ দুর্জ্জয় গেল কোথা ॥ ৫৩৮
কি গতি না পেলে প্রভু ধ্রুব মহাশয়।
তোমারে যে সেবে তার তিন লোকে জয় ॥ ৫৩৯
না ভজিয়া অভাগা মজেছে মায়া-কূপে।
মিছা জন্ম গোঁসাই গোঁয়ানু এইরূপে ॥ ৫৪০
কি গুণে করিব প্রভু কর হে উদ্ধার।
সবে এক ভরসা ভেবেছি সারোদ্ধার ॥ ৫৪১
দীননাথ পতিতপাবন নাম ধর।
নিজ নামে আদরে অধমে পার কর ॥ ৫৪২
কোথা রৈল জননী জনক বন্ধু ভাই।
জন্ম জায় জগতে যমের ঘর যাই ॥ ৫৪৩
এত বলি কান্দে রাজা চক্ষে বহে জল।
অন্তরে জানিলা প্রভু ভকতবৎসল ॥ ৫৪৪
ঠাকুর বলেন শুন মহাবীর হনু।
সেবক-সঙ্কটে মোর স্থির নহে তনু ॥ ৫৪৫
পাতালে হয়েছে বন্দী লাউসেন রায়।
তুমি যেয়ে কর মুক্ত ভক্ত রক্ষা পায় ॥ ৫৪৬
পার হতে বলে ছলে বেন্ধেছে অজয়।
যাও শীঘ্র বিফল বিলম্ব নাহি সয় ॥ ৫৪৭
এত শুনি প্রভুপদে হয়ে নতমান।
প্রবেশে অজয়তটে বীর হনুমান ॥ ৫৪৮
আগে আসি অজয়ে অনেক কন ডেকে।
কোন্ সাধ সেধেছ সাধুরে বন্দী রেখে ॥ ৫৪৯
যার লাগি ঠাকুর আপনি ব্যস্তচিত।
অতএব এখানে এসে আমি উপনীত ॥ ৫৫০
ত্বরিতে আনিয়া দেও রাজা লাউসেনে
অহঙ্কারে আছে নদী শুনিয়া না শুনে ॥ ৫৫১
তবে বীর বলিছে বচন নিদারুণ।
বড় না অজয় আজি দেখি তমোগুণ ॥ ৫৫২
পবননন্দন ডাকে শুনে নাহি শুন।
তবে বলে অজয় কি কও পুনঃপুন ॥ ৫৫৩
শুন বলি সঙ্কটে সেনের নাহি ত্রাণ।
অহঙ্কারে অশ্বটা হয়েছে খানখান ॥ ৫৫৪
অপমান করে মোর লঙ্ঘে যায় জল।
বীর বলে তুমি ত দিয়াছ প্রতিফল ॥ ৫৫৫
অহঙ্কার করিলে অবশ্য বটে ফলে।
তবে আমি দুই দণ্ড দাঁড়ায়ে ডাকি কূলে ॥ ৫৫৬
ভক্তের কারণে আর ধর্ম্মের আরতি।
শুনিয়া না শুন কাণে এ সব ভারতী ॥ ৫৫৭
সেবকে সদয় থাকুক ডেকে কও তাতে।
এই অহঙ্কারে রে ফলাব হাতে হাতে ॥ ৫৫৮
কোন্ মুখে বলিলি সেনের নাই ত্রাণ।
তবে মিছা নাম ধরি বীর হনুমান্ ॥ ৫৫৯
যাও যাও জানিনু জঞ্জালে নাহি কাজ।
আন যেয়ে আদরে ময়নার যুবরাজ ॥ ৫৬০
অজয় বলেন, বীর সে হবার নয়।
তবে পুনঃ প্রতাপে পবনপুত্র কয় ॥ ৫৬১
তুমি কি জানিবে মোরে জেনেছে সমুদ্র।
যার কাছে তোমার গণনা অতি ক্ষুদ্র ॥ ৫৬২
মোরে দেখ মুটে মণ্ডা মূরতি মর্কট।
কে রাখে আমার হাতে তোমার সঙ্কট ॥ ৫৬৩
এখন বাঁচায়ে বলি ছেড়ে দে রে রায়।
বলিতে বলিতে বীর হলো মহাকায় ॥ ৫৬৪
অজয় অধিক হয়ে বাড়ালে তরঙ্গ।
বীর বলে দেবতা সকলে দেখ রঙ্গ ॥ ৫৬৫
লাফ দিয়া গগনমণ্ডলে উঠে বীর।
দেখিতে দেখিতে হলো প্রলয়শরীর ॥ ৫৬৬
কোপে রক্তলোচন দশন কড়মড়।
ঝপ করি ঝাঁপ দিয়া অজয়ে পাতে কড়। ৫৬৭
অঙ্গ হেলাইয়া বীর পাতে কর্ণ-বিল।
তরঙ্গ সহিত কর্ণে ভরিল সলিল ॥ ৫৬৮
এঁটেল মৃত্তিকা তায় তুলে দিল তালি।
নদী লঙ্ঘি যায় বন শশক শৃগালি ॥ ৫৬৯
জলজন্তু সকল করিছে ছটফট।
[illegible] অজয় হৈল তট ॥ ৫৭০

সঙ্কটে ঠেকিয়া তবে অজয় সরিৎ।
হটিল হনুর হাতে হৈল বিপরীত ॥ ৫৭১
আদরে আনিয়া তবে ময়নার নাথে।
বীরে দিয়া বিনয় বলিছে যোড় হাতে ॥ ৫৭২
অতুল বিক্রম তব, ধন্য মহাবল।
কোন্ কর্ম্ম কাণে ভরা অজয়ের জল ॥ ৫৭৩
হেলায় লঙ্ঘেচ শতযোজন সাগর।
তোমা হৈতে সবংশে মজিল লঙ্কেশ্বর ॥ ৫৭৪
আপনি মহিমা গান অখিলের পিতা।
লক্ষণে জীবন দিলে উদ্ধারিয়া সীতা ॥ ৫৭৫
না জানি করেছি দোষ দিলা প্রতিফল।
উলঙ্গ হয়েছি বীর, ছাড়ি দেহ জল ॥ ৫৭৬
এত শুনি বচন বলেন বীর হনু।
আগুীর পাথর বাজী আগে পা'ক তনু ॥ ৫৭৭
সিন্ধুজ সহিত সেনে পার করে দাও।
সেন হলো সওয়ারি সলিল তুমি লও ॥ ৫৭৮
এত শুনি অজয় আনিল নিজগণে।
আনাল ঘোড়ার অঙ্গ যে ছিল যেখানে ॥ ৫৭৯
লেজ কাণ চরণ জঘন আদি জোড়ে।
সম্মুখে বাসুকী বিষ তুলিল কামড়ে ॥ ৫৮০
ঘোঁড়া পেলে পরাণ সাজিয়া দিল সেনে।
কহিল দৈবাৎ দুঃখ ক্ষমা দিবে মনে ॥ ৫৮১
হনুরে বলিল শুন, শুন রামসখা ॥
লাউসেন কারণে তোমার পেনু দেখা ॥ ৫৮২
ঘুচিল হনুর হঠ হলো হালাহোল।
প্রণতি করিল রাজা, বীর দিলা কোল ॥ ৫৮৩
সওয়ারি হইয়া রাজা পেরুল অজয়।
জল ছেড়ে দিল বীর পবনতনয় ॥ ৫৮৪
নিজ স্থানে যেয়ে হনু কহিল ঠাকুরে।
প্র... প মোকাম রাজা করিল টেঁকুরে ॥ ৫৮৫
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
আসর সা... প্রভু হবে বরদায় ॥ ৫৮৬
অখিলে বি... ত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কী...চন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর-নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম-রসগান ॥ ৫৮৭

মায়ামুণ্ড পালা সমাপ্ত।

ঊনবিংশ সর্গ।

ইছাই-বধ পালা।

পার হইল অজয়, টেঁকুরে দিলা থানা।
অরিরূপে ইছাই উপরে দিলা হানা ॥ ১
বীরবালা বান্ধে যত দলুই প্রতাপে।
ঘন ছাড়ে হুঙ্কার টঙ্কার দিয়া চাপে ॥ ২
জোড়া শিঙ্গা ফোঁকে কালু বলে মার্ মার্।
শুনিয়া ইছাই ঘোষে লাগে চমৎকার ॥ ৩
শ্রীরামের শঙ্কায় শঙ্কিত লঙ্কাপতি।
তেমতি ইছাই ঘোষে ঘটিল দুর্গতি ॥ ৪
হুতাশে সকল লোক হৈল গুলস্থূল্।
প্রমাদে পড়িয়া কেহ নাহি বান্ধে চুল ॥ ৫
সবারে প্রবোধ করে গোয়ালা-নন্দন।
পার্ব্বতী-পদারবিন্দে পূজে প্রাণপণ ॥ ৬
কনক-কমল-কলি কুমকুম কস্তুরী।
অগুরু চন্দন গন্ধে অর্চ্চিলা ঈশ্বরী ॥ ৭
আতপতণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমাণ প্রচুর পুরট পদ্মমালা ॥ ৮
চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত রক্তজবা-যুত।
পার্ব্বতী-পদারবিন্দে পূজে গোপসুত ॥ ৯
ছাগ মেষ মহিষ বিশেষ বিশাসয়।
বলি দিয়া বলিছে ভবানী জয় জয় ॥ ১০
বাজিছে বিজয়-বাদ্য জয় জয় রোল।
সিঙ্গা কাড়া কাঁসর দগড় ঢাক ঢোল ॥ ১১
কাঁসি করতাল বাঁশী মৃদঙ্গ-মাধুরী।
মুরজ মাদল দম্ফ জগঝম্ফ ভেরী ॥ ১২
গমক খমক ডম্ফ শঙ্খ সপ্তসুরা।
মোহনমন্দিরা বাজে ডিম্ ডিম্ ঝাঝরা ॥ ১৩
সুপদ্য দুন্দুভি বাদ্য দেব-বাদ্য যত।
বেণু বীণা বিশাল বিবিধ বাদ্য কত ॥ ১৪
ঘোরঘণ্টা করতাল সুরসাল সানী।
ডম্বুরের শব্দ শুনি শঙ্কর ভবানী ॥ ১৫
আঁখি মুদি মহামন্ত্র জপিছে গোয়ালা।
কৈলাসে জানিলা মাতা ভকতবৎসলা ॥ ১৬
বাছুর হারাইয়া যেন বনে ফেরে গাই।
দয়ায় দেউলে দেবী এলো ধাওয়াধাই ॥ ১৭
অবনী লোটায়ে অঙ্গ আনন্দে বিভোর।
করে গোয়ালা ভাগ্যের নাহি ওর ॥ ১৮

নিশুম্ভ-নাশিনী নমো নগেন্দ্র-নন্দিনী।
নরসিংহ নিস্তারকারিণী নারায়ণী ॥ ১৯
শিবানী সর্ব্বাণী শান্তি সর্ব্বরূপা ভূতে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবী নমোস্তুতে ॥ ২০
কাতরে কিঙ্কর ডাকে কৃপা কর মা।
কেবা নাহি পার হলো পূজি তুয়া পা ॥ ২১
অকালে আপনি বিধি করিল বোধন।
তোমা পুজে রাম রণে বধিল রাবণ ॥ ২২
আগম পুরাণ বেদে শুনি সব ঠাঁই।
তোমা বিনে তাপিত তরাতে কেহ নাই ॥ ২৩
ভক্তিযুক্ত কহে অঙ্গ লোটায়ে অবনী।
বিপক্ষ-বিবাদে পক্ষ রক্ষ দাক্ষায়ণী ॥ ২৪
স্তুতি শুনি কন কিছু হেমন্তের ঝি।
এত পরিপাটী পূজা প্রয়োজন কি ॥ ২৫
মুখানি নলিন দেখি মনে মগ্ন পাই।
শুনি দেবী পদতলে বলিছে ইছাই ॥ ২৬
তুয়া পদ-পঙ্কজ-প্রতাপে পূর্ব্বাপর।
দেবতা দানবে কভু নাহি করি ডর ॥ ২৭
কাতর হয়েছি এবে মানুষের হটে।
কর্ণসেনের বেটা এসে ঠেকাল সঙ্কটে ॥ ২৮
প্রথমে লোহাটা বীরে মেলে কালু ডোম।
সেই হৈতে সেনেরে সাক্ষাৎ দেখি যম ॥ ২০
বিষমে পড়িনু বড় কি করিব মা।
সেই হেতু স্মরণ তোমার রাঙ্গা পা ॥ ৩০
সেনের ভারতী শুনি ভকতবৎসল।
ঢেঁকুর হয়েছে যেন পদ্মপাতে জল ॥ ৩১
ভবানী ভরসা দিল ভয় নাই বাপু।
মোর আগে কত বড় লাউসেন রিপু ॥ ৩২
যার দম্ভে কম্পবান্ যতেক দেবতা।
হেন শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্য গেল কোথা ॥ ৩৩
সাজ শীঘ্র সাহসে সমরে দেও দেখা।
চিন্তা নাই ইছাই আপনি হব সখা ॥ ৩৪
দৈব-বলে রণে যদি রাজা হয় দক্ষ।
আপনি বুঝিব রণে তুমি উপলক্ষ ॥ ৩৫
যুগে যুগে জেনেছি যতেক যার বল।
যখন দৈত্যের হাতে দেবতা তরল ॥ ৩৬
থাকুক সেনের কাজ কি কহিব আনে।
বামদেব বিধাতা বিমুখ মোর বাণে ॥ ৩৭
আপনি ধরিব ধনু যদি আইসে ধর্ম্ম।
কহিতে কহিতে কোপে মুখে ছোটে ঘর্ম্ম ॥ ৩৮
নিজ তূণ হইতে তুলিল তিন বাণ।
হাতে হাতে ঈশ্বরী ইছায়ে দিল দান ॥ ৩৯
এই বাণে বীর কালু, এই বাণে হয়।
এই বাণ মেলে মরে রঞ্জার তনয় ॥ ৪০
এত বলি ভবানী হইল অনুকূল।
ইছাই লোটায়ে বন্দে চরণ রাতুল ॥ ৪১
অতুল প্রতাপ করি সেজে চলে রণে।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥ ৪২

বীরবটী আঁটি কটী উলটী পালটী।
লম্ফ মারি মহামল্ল মাখে বীরমাটী ॥ ৪৩
ভূতলে আছাড়ে ভুজ মারি মালসাট।
সাজে শত্রু-সমরে সাক্ষাৎ যমরাট্ ॥ ৪৪
বিরাট-সমরে যেন সুশর্ম্মার রণ।
সাজিল রাবণ কিবা বধিতে লক্ষ্মণ ॥ ৪৫
সেইরূপে সাজন করিছে তড়বড়ি।
দড় দড় কোমর কসিচে কড়াকড়ি ॥ ৪৬
পেটি আঁটি বান্ধিল বত্রিশ বেড় পাগে।
কসিতে কুরঙ্গ ছাল বার গজ লাগে ॥ ৪৭
ডানভাগে বান্ধিল যুগল যমধর।
খরতর জোড়া খাঁড়া নামে দুই থর ॥ ৪৮
বামদিকে যুগল টাঙ্গী যম অবতার।
চকো ছুরি কাটারি কুটিল হীরাধার ॥ ৪৯
ক'সে বাঁধে কাকালে কালিকা করি জপ।
যার মুখে আগুন উগারে দপ দপ ॥ ৫০
তার কাছে তূণে বান্ধে তের শত তীর।
চক চক চিয়াড়ে পাটন পাঁচ শির ॥ ৫১
শিরেতে সোনার টোপ টয়ে বান্ধা তায়।
রাতুলবরণরুচি বীরমাটী গায় ॥ ৫২
তড়িত-জড়িত যেন জলধর-জ্যোতি।
হীরামণি-হার গলে কাণে গজমতি ॥ ৫৩
ধনুক বন্দুক বুকে আচ্ছাদিত ঢাল।
বান্ধিল দেবীর বাণ মূর্ত্তিমান কাল ॥
রণশিঙ্গা কাড়া পড়া টমক টেমাই।
শ্যামারূপা পদ ভাবি চলিল ইছাই ॥ ৫৫
ঘাগর ঘুঙুর ঘণ্টা নূপুরের ধ্বনি।
চলিতে চলিতে কাণে কত রব শুনি ॥ ৫৬
ঢাল মুড়ে মালট মারিছে লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥ ৫৭
প্রতাপে পেরিয়া পুরী ঢেঁকুরের ভূপ।
[illegible] দেখে [illegible]গে সাক্ষাৎ রামরূপ ॥ ৫[illegible]

একদৃষ্টে চেয়ে চিন্তে আপাদ মস্তক।
ধন্য ধন্য সাধু সাধু ধর্ম্মের সেবক ॥ ৫৯
শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া সঞ্চরে ভক্তিভাব।
সাধু সঙ্গে সাক্ষাতে সকলি সিদ্ধিলাভ ॥ ৬০
মনে হইল মরণ মহৎ হাতে মোর।
রাখিতে নারিবে কেহ কাটি কর্ম্ম-ডোর ॥ ৬১
সাধু সঙ্গে সঙ্কটে সংগ্রামে বহু ভাগ্য।
অর্জ্জুন-সমরে যেন সুধন্বার শ্লাঘ্য ॥ ৬২
যেখানে অর্জ্জুন রথী সারথী গোবিন্দ।
নয়নে দেখিব কৃষ্ণ-চরণারবিন্দ ॥ ৬৩
মরিব গোবিন্দ দেখি মহৎ সংগ্রামে।
সেইরূপে ইছাই গণিল পরিণামে ॥ ৬৩
সঙ্কটে পড়িলে সেন সখা হবে ধর্ম্ম।
অতঃপর কি আর অধিক আছে কর্ম্ম ॥ ৬৫
ধর্ম্ম আগে মোর মৃত্যু মনের অভীষ্ট।
হেনকালে ইছাই সেনের হৈল দৃষ্ট ॥ ৬৬
শমন সমান সাজ সমরে সাহস।
দেখি মহারাজা বড় বাড়াল পৌরুষ ॥ ৬৭
শ্যামারূপা সেবি গোপ দ্বিতীয় রাবণ।
রামরূপ ধরি প্রভু করহ নিধন ॥ ৬৮
আপনি গোপের রণে রাজা যান সাজি।
কালু বলে গোঁসাই গোয়ালা কোন্ পাজি ॥ ৬৯
নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভার।
নখে কাটা যায় যদি কি কাজ কুঠার ॥ ৭০
নফরে সহায় করি রঘুবংশ-নাথ।
সবংশে রাবণ-রাজে করিল নিপাত ॥ ৭১
আজ্ঞা দিতে প্রভু রাম আঁখির নিমিষে।
শতেক যোজন সিন্ধু বান্ধা গেল কীশে ॥ ৭২
রামের প্রতিজ্ঞা ছিল রাবণ নিধনে।
অ... ব লঙ্কায় হনু না মারে রাবণে ॥ ৭৩
তেমা... ইছাই-বধে সাধ থাকে রায়।
আমিহ ... নারি বল বান্ধি আনি তায় ॥ ৭৪
মহাশয় হা... ন কালুর শুনি কথা।
সাজ শীঘ্র রণে দেখি জানাও যোগ্যতা ॥ ৭৫
গোয়ালা-সম্মুখে কালু সাবধান হবি।
সমরে সহায় তার শ্যামরূপা দেবী ॥ ৭৬
শুনিয়া সেনের পায়ে লোটাইল শির।
প্রবেশে প্রথম রণে কালু মহাবীর ॥ ৭৭
কালান্তক সমান সাজিল পরমাদ।
রাবণ-নন্দন যেন এল মেঘনাদ
দু বীরে হইল দেখা দিবা অর্দ্ধ যাম।
কালু বলে ইছাই আমার রাম রাম ॥ ৭৯
বীর কালু নাম মোর ময়নাতে ঘর।
চিরকাল মহামতি সেনের চাকর ॥ ৮০
পুর্ব্বাপর ঢেকুরে ঠাকুর যার গোষ্ঠী।
সে জন নাশিতে এলো গোয়ালার সৃষ্টি ॥ ৮১
শুন বলি বহুন বিলাস কর সুখে।
কর লয়ে এস মহারাজার সম্মুখে ॥ ৮২
কোন দুঃখে কখন ঠেকিবি নাহি ভাই।
বড় না বড়াই বেটা বলিছে ইছাই ॥ ৮৩
ছ বেটা কাটায়ে যার পাপ হৈল দূর।
সে জন এসেছে সেজে যাবে যমপুর ॥ ৮৪
ভঙ্গ দিল গৌড়পতি মোরে ভাবি জোরা।
কত তেজ ওরে কেলো তোর এত তোরা ॥ ৮৫
তমোগুণে কোপযুক্ত রক্ত দুই আঁখি।
কোথারে রঞ্জার বেটা ডেকে আন দেখি ॥ ৮৬
কালু বলে আমি যে কাটিব তোর মাথা।
মহাশয় তোমারে সাক্ষাৎ হবে কোথা ॥ ৮৭
গোঁয়ার তোমার বাপ গোরু রাখে গোঠে।
তার বেটা হয়ে কেন এত মুখ ছোটে ॥ ৮৮
হঠে হবি পাটে রাজা মনে কর সাধ।
শৃগাল হইয়া কেন সিংহ সনে বাদ ॥ ৮৯
বহুকাল বিলাস করিলি বটে বেটা।
বিধাতা বিমুখ আজি মোর সনে লেটা ॥ ৯০
এখন অভয় পাবি অবনত হয়ে।
সেনের শরণ নেগা রাজকর দিয়ে ॥ ৯১
নতুবা বিধাতা তোরে আজি হবে বাম।
তু হবি রাবণরূপী লাউসেন রাম ॥ ৯২
কুপিল ইছাই বীর প্রতাপে পতঙ্গ।
মার মার বলি উঠে মারিয়া ফলঙ্গ ॥ ৯৩
ভঙ্গ নাহি দেয় কালু প্রবেশে সংগ্রাম।
মালসাট উলটী পালটী ছোটে ঘাম ॥ ৯৪
আগে বাণ হান বলে গোয়ালা-নন্দন।
বুক পসারিতে কালু ছাড়িল পাটন ॥ ৯৫
সরল সাধিয়া শূন্যে মুড়াইল ঢাল।
বাণ সামালিয়া বলে মোর ঘা সামাল ॥ ৯৬
কালমুখীবাণ গোটা গরল মিশাল।
মার বলে ছাড়িতে দলুই ওড়ে ঢাল ॥ ৯৭
ফলা সাটে ফিরিয়া ফলঙ্গ মারে বীর।
ইছাই উপরে এড়ে হীরা-ধার তীর ॥ ৯৮

শরে শরে শরীর হইল জর জর।
তথাপি গোয়ালা রণে যুঝে অকাতর ॥ ৯৯
এবার অনেক ভাগ্যে হবে সাবধান।
ধরিনু সংহাররূপী ঈশ্বরীর বাণ ॥ ১০০
লুফিতে বাণের মুখে নিকলে আগুন।
ডেকে বলে গোয়ালা হেদেরে কালু শুন ॥ ১০১
এ বাণে পরাণ যাবে পলাইয়া যা।
কালু বলে নড়ি যদি লখে মোর মা ॥ ১০২
প্রাণশক্তি হান বাণ ক্ষেমা যদি দিস।
জায়া তোর জননী, জননী নিজ নিস্ ॥ ১০৩
কালু বীর বলিছে হাঁকিয়া হান হান।
বিপরীত গগনে গর্জ্জিয়া চলে বাণ ॥ ১০৪
তোর বৃথা গেল বাণ মোর বাণ ধর।
ধনুকে জুড়িল বীর ঈশ্বরীর শর ॥ ১০৫
প্রাণ হাতে ছিল যত দানব দারুণ।
চমকিত যম ইন্দ্র বিধাতা বরুণ ॥ ১০৬
দারুণ দেবীর বাণ দলুয়ের বুকে।
ফারু করে ফিরে চলে শর্ব্বাণী-সম্মুখে ॥ ১০৭
তথাপি সাহসে কালু বলে মার মার।
অবশ হইল অঙ্গ উঠে হাহাকার ॥ ১০৮
ধেয়ে আসি কন রাজা গোয়ালা-নন্দনে।
আজি যাও বাড়িকে বিজয়ী হলে রণে ॥ ১০৯
রণ জিনে ঘর গেল গোয়ালা-নন্দন।
লক্ষ্মণে বধিয়া যেন রাজা দশানন ॥ ১১০
পূজা দিল রাজাকে রাজার বলিদান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১১১

কাতর হইয়া পড়ি, কালুবীর গড়াগড়ি,
ধরফড়ি ধুলায় লোটায়।
শোকে ভাসে আঁখিজলে,
শাকা শুকা করি কোলে,
কান্দে বীর লাউসেন রায় ॥ ১১২
এই ছিল আমার ললাটে।
বাণে বিদারিয়া বুক, উঠে রক্ত ভুক্ ভুক্,
মুখ হেরি বুক মোর ফাটে ॥ ১১৩
প্রথমে অজয় নদী, প্রবেশ করিনু যদি,
দুখের অবধি নাই তায়।
তাহে প্রভু করতার, যদি বা করিলা পার,
আর দুখ বিধাতা ঘটায় ॥ ১১৪
রাবণের শেল খেয়ে, পড়িল লক্ষ্মণ ভেয়ে,
শোকে যেন কান্দেন শ্রীরাম।
সেইরূপী তুমি সখা, আর না হইবে দেখা,
বিদেশে বিধাতা হ'ল বাম ॥ ১১৫
কান্দে শোকে করি অনুতাপ।
দুটী ভেয়ে ছোড় হয়ে, ঘরে যাব কি বলিয়ে,
বিদেশে ছাড়িয়া গেল বাপ ॥ ১১৬
তেরটি দলুই তারা, শোকেতে হইয়া জরা,
কান্দে সবে আছাড়িয়া গা।
সবার বদন চেয়ে, কালু কর্ম্ম খেয়াইয়ে,
কর তুলি শিরে হানে ঘা ॥ ১১৭
মুখে না নিঃসরে রা, ধরিয়া সেনের পা,
সঙ্কটে সঁপিল দুটি পেয়ে।
শাকাশুকা যত লোক, উথলে সবার শোক
মহারাজ ছল ছল লোয়ে ॥ ১১৮
গঙ্গা নারায়ণ গুরু, গোপাল গোবিন্দ চারু,
নাম ডাকে যত বীরগণে।
সম্মুখ সমরে স্থির, পরাণ তেজিল বীর,
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে ॥ ১১৯

সেন বলে শাকাশুকা শোক তেজ বাপু।
দলুই পরাণ পাবে সংহারিব রিপু ॥ ১২০
সেন বলে শাকাশুকা শোক অকারণ।
ধৈর্য্য হয়ে ধ্যান কর ধর্ম্মের চরণ ॥ ১২১
যম ইন্দ্র রবি চন্দ্র বরুণ বিধাতা।
যার আজ্ঞা-বলে বিশ্ব যতেক দেবতা ॥ ১২২
যাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি প্রলয় পালন।
আগম পুরাণ বেদে অভেদ লিখন ॥ ১২৩
সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ধর্ম্ম সত্য হয়।
দলুই পরাণ পাবে রিপু হবে ক্ষয় ॥ ১২৪
এত বলি ডোমগণে প্রবোধ করিয়া।
অনাদি অনন্ত ভাবে একান্ত হইয়া ॥ ১২৬
মনোহর মহাপূজা মানসিক করি।
স্তুতি করে ভূপতি নয়নে বহে বারি ॥
উদ্ধার হে দীনবন্ধু শুন ধর্ম্মরাজ।
রেখেছো দুর্ব্বাসা-হাতে দ্রৌপদীর লাজ ॥ ১২৭
রাজপুত্র সুধন্বা রাখিলে তপ্ত তৈলে।
প্রাণ দিলে প্রহ্লাদে অনলে জলে শৈলে ॥ ১২৮
যবে অগ্নি জোঘরে ভেজালে দুর্য্যোধন।
কুন্তী সহ রেখেছ পাণ্ডব পঞ্চজন ॥ ১২৯
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি ত্রৈলোক্য-গোঁসাই।
[illegible] দিয়াছ পদ [illegible] পর নাই ॥ ১৩০

না করি তুলনা নাম তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাথ পতিতপাবন ॥ ১৩১
অনাথ-বান্ধব নাথ প্রকাশ করিয়া।
টেঁকুরে ঠাকুর মোরে দেহ উদ্ধারিয়া ॥ ১৩২
গোয়ালা দুর্জ্জয় বড় ভবানী-ভজনে।
বিপত্তিসাগরে ভাসি কালু মৈল রণে ॥ ১৩৩
একান্ত হইয়া এত স্তুতি করে রায়।
ধর্ম্মের আসন টলে দেবতাসভায় ॥ ১৩৪
বীর হনুমানে প্রভু সুধান বচন।
মন উচাটন করে কিসের কারণ ॥ ১৩৫
কেন বা বসিতে শুতে খেতে নাই সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥ ১৩৬
দশনে রসনা চাপে কাঁপে বাম তনু।
ধ্যানবলে পদতলে বলে বীর হনু ॥ ১৩৭
মহিমে ময়নাপতি এসেছে টেঁকুর।
সমর সঙ্কটে সেন ঠেকেছে ঠাকুর ॥ ১৩৮
প্রধান দলুই কালু পড়েছে প্রথমে।
তোমারে ধেয়ায় রায় লোটাইয়া ভূমে ॥ ১৩৯
বলে ছলে ইছাই টেঁকুরে হৈল রাজা।
সমরে সাক্ষাৎ তার দেবী দশভুজা ॥ ১৪০
পূজা করি ইছাই যখন হয় বার।
দেবতা দানব দেখে দূরে মানে হার ॥ ১৪১
পরাজয়ে ইছাই, ঈশ্বরী হন ঢাল।
কি করিবে প্রজাপতি পুরন্দর কাল ॥ ১৪২
দেবতা সকলে বলে জয়ী সত্য বটে।
ঠাকুর চিন্তিত হৈল চণ্ডিকার হটে ॥ ১৪৩
করপুটে কন পুন পবন-নন্দন।
পাতালে দুর্জ্জয় মহি লঙ্কায় রাবণ ॥ ১৪৪
সে হেন দুর্জ্জয় মৈল অন্তে আছে কি।
[illegible]নামে বাম তারে হেমন্তের ঝি ॥ ১৪৫
পাপ [illegible]র্ণ হৈলে প্রভু তার রক্ষা নাই।
বিধাতা [illegible]ন তবে চা[illegible]হ গোঁসাই ॥ ১৪৬
সঙ্গেতে স[illegible]ণ যাব সাজিয়া টেঁকুর।
পরম মঙ্গল বা[illegible] চলিলা ঠাকুর ॥ ১৪৭
রতন-রঞ্জিত রথে সবে অনুগামী।
টেঁকুর নিকটে এল ত্রিলোকের স্বামী ॥ ১৪৮
স্তুতি করি ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
হেনকালে ঠাকুর উড়িল রথ-ভরে। ১৪৯
মায়ায় মোহিত থাকে যত ডোমগণ।
কেবল দেখিল মাত্র রঞ্জার ন[illegible] ১৫০

জীবন সফল মানি করে দণ্ডবৎ।
করপুটে কন প্রভু কি জানি মহৎ ॥ ১৫১
তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ।
তুমি সে সংসারে শূন্য সগুণ নির্গুণ ॥ ১৫২
প্রকৃতি পুরুষ তুমি, তুমি পরম-ব্রহ্ম।
অনাদি অনন্ত তুমি নিরাকার ধর্ম্ম ॥ ১৫৩
কর্ম্মফলে পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে।
বিপত্তিসাগরে ভাসি কালু মৈল রণে ॥ ১৫৪
এত বলি পুন কান্দে লোটায়ে অবনী।
বাঞ্ছাকল্পতরু তায় তুলিলা আপনি ॥ ১৫৫
প্রবোধিয়া আপনি অঙ্গের ঝাড়ে ধূল।
যতেক দেবতা বাপু তোরে অনুকূল ॥ ১৫৬
জেনেছি কারণ কিছু কয়ে নাই ফল।
এত বলি কালুর বদনে দিল জল ॥ ১৫৭
পরাণ পাইল কালু ডোমের নন্দন।
মায়ারূপ পরে থাকে যত দেবগণ ॥ ১৫৮
পরে রাম পূর্ব্বে রাম গোপাল গোবিন্দ।
রামকৃষ্ণ প্রতি প্রভু রাখিবে সানন্দ ॥ ১৫৯
আরামে অজয়-তটে দেবতা সকল।
ইছাই বধের যুক্তি চিন্তেন বিরল ॥ ১৬০
কেহ বলে ইছাই কিরূপে যায় হানা।
দেবগণে বধিতে বিধাতা করে মানা ॥ ১৬১
কেহ বলে শ্যামরূপা সমরে বিবাদী।
কেহ বলে দেউলে দেবীকে যেয়ে সাধি ॥ ১৬২
ঠাকুর বলেন কেন এত চিন্তা কি।
দেখি কত অনুকূল হেমন্তের ঝি ॥ ১৬৩
না হয় পাঠাব পাছু পবন-নন্দনে।
কেহ বলে লাউসেন সম্প্রতি যান রণে ॥ ১৬৪
শুনিয়া বলেন প্রভু এই যুক্তি সার।
করপুটে কন কিছু পবন-কুমার ॥ ১৬৫
নিবেদন করি শুন অখিল-আধান।
ইছায়ের স্থানে আছে ঈশ্বরীর বাণ ॥ ১৬৬
লাউসেন নাশিতে দিল হেমন্তের ঝি।
ঠাকুর বলেন তবে তার যুক্তি কি ॥ ১৬৭
ইন্দ্র বলে ইঙ্গিতে করিতে পার সব।
প্রল[illegible]পালন সৃষ্টি বৈরাগ্য বিভব ॥ ১৬৮
মায়ায় মোহিত যার দেবতা আপনি।
মূঢ়মতি মরতে মানবে কিবা গণি ॥ ১৬৯
মারিলে সে দেবী-বাণ লাউসেন মরে।
মায়ায় ভুলায়ে রাখ গোয়ালা-কুমারে ॥ ১৭০

সমরে সংহর বাণ হারি হউক তার।
শুনিয়া কহেন প্রভু এই যুক্তি সার॥ ১৭১
ঈশ্বর ভাবিয়া তবে সাজেন নৃপতি।
দড়বড়ি কোমর বান্ধিছে হাতাহাতী॥ ১৭২
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি ধনুকে দিল গুণ।
সুধন্বা-সমরে যেন সাজিল অর্জ্জুন॥ ১৭৩
ধরিল বিশাল ফলা অভয়ার খাঁড়া।
ঘন বাজে টমক টেমাট জোড়া কাড়া॥ ১৭৪
যোড়া শিঙ্গা সারে কালু বলে মার মার।
গোয়ালা সাজিয়া আইল বুঝি সমাচার॥ ১৭৫
দু বীরে হইল দেখা দিবা দুই যামে।
গোয়ালা কহিছে সেনে দিয়া রাম-রামে॥ ১৭৬
পরিণাম নাবুঝি সমরে অইলে ভাই।
বাম হৈল বিধাতা বিমুখে তোরে কই।
ছ-ভাই তোমার মৈল আমার সমরে।
বাঁচিতে বাসনা থাকে ফিরে যাও ঘরে॥ ১৭৮
তোমারে বধিতে বড় দয়া লাগে রায়।
শালে ভর দিয়া রক্ষা পেয়েছে তোমায়॥ ১৭৯
আমারে উত্তমরূপে জানে তোর বাপ।
সেন বলে দূর কর কথার প্রতাপ॥ ১৮০
কার্য্য কথা কহি কিছু কাণ পাতি শুন।
সংসারে জন্মিয়া কত মরিল দারুণ॥ ১৮১
দশ দিন দম্ভুর দলন বই নয়।
কেশী কংস কুরুবংশ কেন হৈল ক্ষয়॥ ২৮১
আজি আমি ইছাই তোমার হৈনু যম।
জীবন-বাসনা থাকে ত্যজ মন-ভ্রম॥ ১৮৩
রাজকর গৌরব গৌরবে এনে দে।
ইছাই বলিছে দিব, কর নিবে কে॥ ১৮৪
প্রাণ লয়ে পলাইল গৌড়ের ভুভুক্।
এত তেজে এত বড় কে ধরে ওজুক॥ ১৮৫
সম্মুখ সংগ্রামে সদ্য সংহারিব তায়।
কুপিল গোপের বোলে লাউসেন রায়॥ ১৮৬
হরি-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান॥ ১৮৮
বধি রণে বলে বীর বায়ে করি তর।
ঢাল মুড়ে উড়ে পড়ে গোয়ালা কোঙর॥ ১৮৮
চমকিত দেখি সবে অতি নিদারুণ।
ছুটিল ইছার বাণ উগারে আগুন॥ ১৮৯
চাপে দিল টঙ্কার হুঙ্কার বিপরীতে।
ঠাকুর লক্ষ্মণে যেন রোষে ইন্দ্রজিতে॥ ১৯০

নিবারিতে লাফায়ে নৃপতি এড়ে বাণ।
মধ্যখানে বাণে বাণে হানে ঠনঠান॥ ১৯১
শন্ শন্ শবদে সেনের বাণ ছোটে।
ফলাসাটে নিবারি লাফায়ে গোপ উঠে॥ ১৯২
দপটে আঁটুনি করি বিন্ধে হাঁটু পেড়ে।
মার মার গোয়ালা হাঁকিছে বাণ ছেড়ে॥ ১৯৩
নিদান নিঠুর বাণ তারা যেন ধায়।
কিছু বা সামালে রায় কিছু ফুটে গায়॥ ১৯৪
তথাপি দু বীরে দ্বন্দ্ব বহে নিদারুণ।
ফুরাল সকল শর শূন্য হৈল তূণ॥ ১৯৫
গোপ হ'ল দৈবাৎ দেবীর বাণ হারা।
কর্ম্মফলে ধর্ম্মভক্ত-হাতে যাবে মারা॥ ১৯৬
মার মার বলিয়া ধরিল ঢাল খাঁড়া।
হান হান্ শবদে সঘনে মেলা পাড়া॥ ১৯৭
ঝন্ ঝন শবদে ফলার টনটান।
দু বীরে তুমুল যুদ্ধ সমান সমান॥ ১৯৮
উভু উভু উড়ে ফলা অধঃ অধঃ অসি।
পাশে পাশে কিরাকিরি রণ কসাকসি॥ ১৯৯
হাতাহাতি হানাহানি হাঁকিছে হাঁকালে।
লাউসেন চোটাতে ইছাই ওড়ে ঢালে॥ ২০০
দাদালে এমনি ফিরে চোট হানে গোপ।
ঢাল চালি সামালি সেনের বাড়ে কোপ॥ ২০১
মার্ মার্ বলি বীর মারিল ফলঙ্গ।
অষ্টকুলাচল কাঁপে পাতালে ভুজঙ্গ॥ ২০২
ভঙ্গ নাহি দেয় রণে যেন কালান্তক।
সমরে যেমন ভীমে রুষিল কীচক॥ ২০৩
তেমতি ইছাই হৈল সেনের অরাতি।
দড় দড় বিবাদ বাধিল হাতাহাতি॥ ২০৪
ঝটাপট শবদে সঘনে কাট কাট।
বীরগতি চলিছে চৌদিকে চোটপাট॥ ২০৫
ফিরি ফিরি ফিরিয়ে ফলঙ্গ দিতে তেজে।
লাফায়ে নৃপতি তবে চোট হানে ভুজে॥ ২০৬
যুঝে অকাতরে তবু উভ মারে লম্ফ।
লম্ফ দেখি দারুণ যেমন ভূমিকম্প॥ ২০৭
শেলটা ফিরিয়া শূন্যে ফিরে হানে চোট।
পড়িল ইছার মুণ্ড ভূমে যায় লোট॥ ২০৮
কাটা-মুণ্ড উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ব্রহ্ম মা।
কোথা মাতা শ্যামরূপা রণে রক্ষ মা॥ ২
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
[illegible] দ্বিজ [illegible]রাম গান॥ ২১০

দেবি! পরিত্রাহি! ডাকি পড়িল ইছাই।
দেউলে শুনিয়া দেবী আইল ধাওয়াধাই॥ ১২১
গোয়ালা তেজেছে তনু বার করে জি।
দেখিয়া আকুল শোকে হেমন্তের ঝি॥ ২১২
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে আর ঠাঁই কায়া।
ভক্ত মরা মনেতে মোহিত মহামায়া॥ ২১৩
ছল ছল নয়ানে বয়ানে হায় হায়।
কি দুঃখ দিয়াছে দুষ্ট লাউসেন রায়॥ ২১৪
সকান্তা সোণার খাটে নিদ্রা যায় সুখে।
সে বাছা ধূলায় কাটা জাঠা মোর বুকে॥ ২১৫
উঠ উঠ বলি মাতা অনুগ্রহ বোলে।
ভকতবৎসলা মাতা তুলে নিল কোলে॥ ২১৬
কাঁধে মুণ্ড জননী জুড়িল মন্ত্রযুত।
বদনে জীবন দিতে প্রবেশে পঞ্চভূত॥ ২১৭
গায়ে হস্ত বুলাইতে উঠিল গোয়ালা।
অভয়া-চরণে বন্দে লোটায়ে অচলা॥ ২১৮
নিশুম্ভ-নাশিনী নমো নগেন্দ্রনন্দিনী।
নরসিংহ নিস্তারকারিণী নারায়ণী॥ ২১৯
নমো জয়া যশোদানন্দিণী জয়যুতে।
রক্ষ মাতা জগতজননী নমোস্তুতে ২২০
শুনিয়া প্রণতি স্তুতি পরিতুষ্টা মতি।
বর মাগে বাঞ্ছিত বলেন পার্ব্বতী॥ ২২১
তুমি বাপু বিশেষ বেদ্ধেছ ভক্তিবলে।
তোমার লাগিয়া আমি পশিব পাতালে॥ ২২২
বর মাগ বাছা রে মনেতে আছে যা।
গোপ বলে অন্য বরে কাজ নাই মা॥ ২২৩
রণে যদি পড়ে মাথা পৃথিবী-উপর।
স্কন্ধে যেন যোড়া লাগে মাগি এই বর॥ ২২৪
মরে অমর প্রায় কাটা গেলে মাথা।
ভবানী বলেন বর দিলাম সর্ব্বথা॥ ২২৫
আজি যাও বাছা উচাটন বেলা।
বীরে করি দায় দেউল দেবী গেলা॥ ২২৬
গড়ে গেল গোয়ালা ছাড়িয়া সিংহনাদ।
দেবতা সকলে হৈথা গণিল প্রমাদ॥ ২২৭
ইছারে বাঁচায়ে যদি দেবী দিলা বর।
গড়ে হইল গোয়ালা দ্বিতীয় লক্ষেশ্বর॥ ২২৮
পুরন্দর প্রভৃতি সভয় সুরপতি।
সভামাঝে সুযুক্তি করেন যুগপতি॥ ২২৯
দেবী যদি সমরে সদাই তার সখা।
বিষম ইছাই বধ, লাউসেনে রাখ॥ ২৩০
এরে কে আঁটিবে রণে ইছায়ের আগে।
বিধাতা বলেন যদি বলি মনে লাগে॥ ২৩১
ভুমেতে পড়িলে মাথা জোড়া লাগে বরে।
হানা যেতে হস্ত যদি অন্তরীক্ষে ধরে॥ ২৩২
অমনি পাতাল-পুরে ফেলাইবে মাথা।
এত দিনে ফুরাইল ইছায়ের কথা॥ ২৩৩
কিন্তু মাতা ভবানী অন্তরে পাবে দুঃখ।
আগে যান হনুমান দেবীর সম্মুখ॥ ২৩৪
প্রণতি করিয়া কয় প্রকাশিয়া ভক্তি।
তবে যদি বিমুখ হন শেষে এই যুক্তি॥ ২৩৫
শুনিয়া সার সুযুক্তি সন্তোষ সবাকার।
আপনি কহেন শুন পবন-কুমার॥ ২৩৬
উপকার কালে কালে করেছ যতেক।
রাম অবতারে যত পাষাণের রেখ॥ ২৩৭
উদ্ধার করিলে সীতা সংহারিয়া অহি।
তোমা হতে মৈল পাতালে দুর্জ্জয় মহি॥ ২৩৮
সিন্ধুবন্ধ করি দ্বন্দ্ব দশস্কন্ধে মেলে।
লক্ষণের প্রাণ শক্তিশেলে বাঁচাইলে॥ ২৩৯
সব ঠাঁই জয়যুক্ত যেখানে পাঠাই।
লাউসেনে রাখ অদ্য বধিয়া ইছাই॥ ২৪০
বীর কন যত কিছু প্রতাপের মূল।
কেবল ভরসা মাত্র চরণ রাতুল॥ ২৪১
এত বলি প্রভুপদে হয়ে প্রণিপাত।
প্রবেশে পবন-পুত্র পার্ব্বতী- সাক্ষাত॥ ২৪২
প্রণতি করিয়া হাত কন পুট-পাণি।
শুন জায়া জগন্ময়ী জগত-জননী॥ ২৪৩
দনুজ-দলনী দেবী দেবের দেবতা।
কেন বাছা এত স্তুতি কন জগন্মাতা॥ ২৪৪
বীর বলে বার্ম্মতি ধর্ম্মের পুণ্য পূজা।
প্রকাশ করিতে আইল লাউসেন রাজা॥ ২৪৫
নররূপ লাউসেন কশ্যপকুমার।
গোয়ালা ইছাই ঘোষ বধ্য বটে তার॥ ২৪৬
তোমার কিঙ্কর কিন্তু করেছে কুকর্ম্ম।
হয়েছে বিশ্বাসঘাতী বড়ই অধর্ম্ম॥ ২৪৭
কর্ম্মফলে হ'ল হত দেবতার দণ্ডী।
অতেব ইছাই বধে ক্ষমা দিবে চণ্ডি॥ ২৪৮
এত শুনি কোপে জ্বলে হেমন্তের ঝি।
কোন যুক্তে কেমনে বদনে কৈলি কি॥ ২৪৯
ভাল বলি পুরুষ-প্রধান ধর্ম্মরাজে।
সবাই বিকল বটে আপনার কাজে॥ ২৫০

বাড়াবে আপন পূজা বধি মোর জনে।
এমন উদার কেবা আছে ত্রিভুবনে॥ ২৫১
প্রিয় পুত্র ইছাই কার্ত্তিক হৈতে বাড়া।
ধর্ম্ম আইসে আপ'ন ধরিব ঢাল খাঁড়া॥ ২৫২
বীর বলে অই কথা উচিত নয় মা।
দেবী বলে গৌরবে বানরা বেটা যা॥ ২৫৩
কেবা বা এমন আছে বধে মোর জনে।
কোপে কহে কপিরাজ দেবীর চরণে॥ ২৫৪
তবে কেন সগণে রাবণে দিলে ছেড়ে।
সবংশে তোমারে পূজে রণে ছিল বেড়ে॥ ২৫৫
পাতালে দুর্জ্জয় মহী অহি তার পো।
বধেছি তোমার আগে তাহে নাহি মো॥ ২৫৬
এখনি ইছায়ে সেন করিবে সংহার।
শুনি কোপে শ্যামরূপা হাঁকে মার মার॥ ২৫৭
সমাচার শুনি গোপ রণে আইল সাজি।
ঘন ছাড়ে সিংহনাদ দেবী-পদ পূজি॥ ২১৮
যুঝিতে পূজিলা ধর্ম্ম সেজে আইল রায়।
মায়া-বলে বীর হনূ রহিল তথায়॥ ২৫৯
দেখাদেখি দুই বীরে দারুণ বহে রণ।
ঘনরাম ভণে সতী সীতার নন্দন॥ ২৬০

দুবীরে দারুণ, করে মহারণ,
দ্বন্দ্ব বহে ঘোরতর
দোঁহে দড় দম্ভে, ধরাধর কম্পে,
লম্ফে বায়ে করে ভর॥ ২৬১
মার মার কাট কাট, চৌদিকে চোট্‌পাট,
ঝটপটি বহিতেছে রণ।
উরবী টলমল, বাসুকি চঞ্চল,
ত্রাসে তরল ত্রিভুবন॥ ২৬২
টন্‌টান ঠঠান, দোলে টনটান,
ঝন ঝান ঘনরণনাদ।
কীচক মহিমে, রোষে যেন ভীমে,
কিবা বালি সুগ্রীবের বাদ॥ ২৬৩
হান হান হানিতে, হানে হেন দেখিতে,
অমনি ভর করে বায়।
ঢাল মুড়ি মা.কে, ইছাই গোপে লম্ফ,
হানে বীর লাউসেন রায়॥ ২৬৪
হানিতে প্রবন্ধ, ভূমে পড়ে স্কন্ধ,
পুনরপি জোড় লাগে মুণ্ড।
শ্রীরামের যুদ্ধে, যদি বট বধ্যে,
তথাপি যেন দশমুণ্ড॥ ২৬৫

কাটিতে কতবার, তবু নহে সংহার,
বারে বারে জোড়া লাগে শির।
দেখি শোকে কম্পে, হনুমান্ দম্ফে,
হানিতে মাথা লোফে বীর॥ ২৬৬
তনু লোটে ভূতলে, মাথা লয়ে পাতালে,
বেগে ফেলে বীর হনুমান্।
নরশির পাইয়া, নাগগণ আসিয়া,
ভুঞ্জে রতি পরিমাণ॥ ২৬৭
জয় করি মহিমে, রাজা এল মোকামে,
আরামে রহে মহাবীর।
যদি হৈল দুর্জ্জয়, মঙ্গল ধ্বনি ময়,
সুরগণ নিনাদে গভীর॥ ২৬৮
ইছায়ের মরণে, উচাটিত পরাণে,
ভবানী রণভূমে ধায়।
গুরুপদ যতনে, দ্বিজ কবিরতনে,
সঙ্গীত মধুরস গায়॥ ২৬৯
মনে অমঙ্গল সাধি, ঘন নাচে ডান আঁখি,
ভবানী আইল ধাওয়াধাই।
দেখি মাতা দৈবাধীন, কাটা স্কন্ধ মাথাহীন,
ভূমে পড়ে গোয়ালা ইছাই॥ ২৭০
তা দেখিয়া শোকাকুলি, কাটা স্কন্ধ কোলে তুলি,
ধূলা ঝাড়ে নেতের আঁচলে।
কান্দিয়া কহেন কত, কুচক্র দেবতা যত,
অন্তরীক্ষে মাথা নিল ছলে॥ ২৭১
কার্ত্তিক গণেশ শেষ, ইন্দ্র আদি ত্রিদিবেশ,
অশেষ আমার যদি আছে।
ত্যজিয়া সকল কাজ, মরতে মানব মাঝ,
স্মরণে আইসি যার কাছে॥ ২৭২
সে বাছা ধূলায় কাটা, অন্তরে মারিল জাঠা,
এত বা বুকের পাটাকার।
কন মাতা অনুরাগে, বাছায়ে বাঁচা[illegible] আগে,
আজি তারে করিব সংহার॥ ২৭৩
কত করি পরিবন্ধ, পন্নারে [illegible]পিয়া স্কন্ধ,
মাথা খুঁজি ভ্রমেণ ভূতলে।
এ ঘোর ঝঙ্কার দুর্গে, গহন কানন স্বর্গে
না পাইয়া প্রবেশে পাতালে॥ ২৭৪
বাসুকিরে যত কথা, বিশেষ কহেন মাতা,
দেবতা সকল হইল বাদী।
মোর দুষ্ট করি খণ্ড পাতালে ফেলেছে মুণ্ড,
তার দুঃখ-নদী॥ ২৭৫

শুনিয়া দেবীর বাণী, বাসুকি যুগ্মকপাণি,
আনি যত নাগেরে তথায়।
সুধান সবার প্রতি, সবে বলে রতি রতি,
পেয়ে মুণ্ড খেয়েছে সবায় ॥ ২৭৬
নাগলোকে করি দণ্ড, রতি রতি রচি মুণ্ড,
বাসুকি দেবীরে দিল দান।
নাগলোকে পেয়ে পূজা, তুষ্ট হয়ে দশভুজা,
আনিয়া ইছায়ে দিল প্রাণ ॥ ২৭৭
শ্রীগুরুপদারবিন্দ, ভাবিয়া ত্রিপদী ছন্দ,
আনন্দ হৃদয়ে ঘনরাম।
শ্রীধর্ম্ম সঙ্গীতরসে, স্মরণে পাতক নাশে,
সুপ্রকাশে পুরে মনস্কাম ॥ ২৭৮
মহাবীর ইছাই উঠিল প্রাণ পেয়ে।
অভয়াচরণ বন্দে অবনী লোটায়ে ॥ ২৭৯
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক বলেন ভবানী।
কালপূর্ণ কহে গোপ বিপরীত বাণী ॥ ২৮০
কেন মা কেমন কেমন করে চিত।
তব ব্রহ্মবাক্যে আর না হয় প্রতীত ॥ ২৮১
উচিত বলিতে পাছু কোপ কর মাতা।
তোমা পূজি রাবণ সবংশে গেল কোথা ॥ ২৮২
মহীরাজা যতনে তোমার নাম জপি।
খণ্ডাতে নারিল কেন বিধাতার লিপি ॥ ২৮৩
অবশেষে আপনি হইলে তারে বাম।
যে বুঝি রাবণরূপী লাউসেন রাম ॥ ২৮৪
পরিণামে মুক্তিপদ মনে অভিলাষ।
এত শুনি শ্যামরূপা ছাড়িল নিঃশ্বাস ॥ ২৮৫
মোরে অবিশ্বাস কর অমঙ্গল অতি।
বুঝিবা বিনাশ-কালে বিপরীত মতি ॥ ২৮৬
বাছারে বাঁচাতে বুঝি নারিলাম আর।
দেবী কন কেন বাপু গণিলে অসার ॥ ২৮৭
মনে [illegible] মহী অহিরাবণের কথা।
আমি [illegible]য়েছি তারে হরে নিতে সীতা ॥ ২৮৮
প্রভু যো[illegible] আপনি যোগিনী যার নামে।
বলিদান দি[illegible] দুষ্ট আনে হেন রামে ॥ ২৮৯
আচরিলে অধর্ম্ম অবশ্য আছে ক্ষয়।
বিধাতার লিখন বিশ্বের বশ নয় ॥ ২৯০
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য কর দূর।
কা হতে কি হয় আমি থাকিতে ঠেকুর ॥ ২৯১
তোমাকে বাঁচায় বাছা প্রবেশি পাতাল।
আজি [illegible] আপনি ধরিব [illegible] ঢাল ॥ ২[illegible]

সেনে নাহি বধে যদি রণে আসি ফিরে।
মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের কিরে ॥ ২৯৩
দেখিনা কেমন ধর্ম্ম রাখে নিজ ভক্ত।
খর্পর পূরিয়া পিব লাউসেন-রক্ত ॥ ২৯৪
কহিতে কহিতে কোপে কাঁপে কলেবর।
রুধিরলোচন হৈল বচন প্রখর ॥ ২৯৫
বিকটদশন দেবী বলে কাট্ কাট্।
দেখিয়া সকলে ভয়ে হারাইল বাট ॥ ২৯৬
নাট বাদ্য নিবৃত্ত হইল বেদবাণী।
প্রমাদে পৃথিবী হৈল পদ্মপাতে পানী ॥ ২৯৭
কাণাকাণি করে যুক্তি যত দেবগণে।
এ কোপে কেমনে রক্ষ কশ্যপ-নন্দনে ॥ ২৯৮
বিধাতা বরুণ বসু বসিয়া বাসব।
একে একে যুক্তি সবে করে অনুভব ॥ ২৯৯
লাউসেন বধিতে দেবী করিল প্রতিজ্ঞা।
ইছাই বধিতে সেথা ঈশ্বরের আজ্ঞা ॥ ৩০০
দুই রক্ষা কেমনে এমন চাহি যুক্তি।
সুধন্বা অর্জ্জুনে যেন নিদারুণ উক্তি ॥ ৩০১
পার্থ বলে সুধন্বাকে না বধিয়া বাণে।
আপনি ত্যজিব তনু কৃষ্ণসন্নিধানে ॥ ৩০২
সুধন্বা বলেন যদি না কাটি এই বাণ।
কৃষ্ণেতে বিমুখ হয়ে হারাই পরাণ ॥ ৩০৩
আপনি রাখিল কৃষ্ণ দুজনারি পণ।
সেইরূপে সুযুক্তি করেন দেবগণ ॥ ৩০৪
ভক্তি-ভাবে ঠাকুরে আপনি কন বিধি।
তুমি কর্ত্তা কারণ করণ কৃপানিধি ॥ ৩০৫
তিনলোক মোহিত তোমার মায়া-বলে।
কশ্যপ-কুমারে যদি রাখিবে কুশলে ॥ ৩০৬
দেবীর দারুণ কথা পাষাণের রেখ।
সেনের সমান মূর্ত্তি সৃজহ অনেক ॥ ৩০৭
সেই মূর্ত্তি কাটি যেন দেবী রক্ত পিয়ে।
তবে সে ইছাই মরে, লাউসেন জীয়ে ॥ ৩০৮
বিশেষ বিষয়-বুদ্ধি সবাকার ভুল।
মায়া-মূর্ত্তি সৃজিলে সকল সুপ্রতুল ॥ ৩০৯
তার সাক্ষী সন্ধ্যা নামে সূর্য্যের যে নারী।
বিষম স্বামীর তেজ সহিতে না পারি ॥ ৩১০
পিতার মন্দিরে গেল রাখি নিজ ছায়া।
বিহার করেন সূর্য্য বলি নিজ জায়া ॥ ৩১১
যার গর্ভে জন্ম নিল মহাগ্রহ শনি।
থাকুক অন্যের কথা ভুলিলে আপনি ॥ ৩১২

যবে দুষ্ট রাবণ হানিল মায়া-সীতা।
আপনি আকুল হৈল অখিলের পিতা॥ ৩১৩
ঠাকুর কহেন ভাল এই যুক্তি বটে।
মায়া-মূর্ত্তি দেও লয়ে দেবীর নিকটে॥ ৩১৪
হটে যে রহিলা গড়ে হেমন্তের ঝি।
বারেক বাঁচালে জানি তার পর কি॥ ৩১৫
গিরিজা থাকিতে গড়ে গণ্ডগোল পণ।
মহামুনি নারদ তখন কিছু কন॥ ৩১৬
সেই মূর্ত্তি বধি যবে দেবী রক্ত খাবে।
কাছে কয়ে কুকথা কৈলাসে লয়ে যাবে॥ ৩১৭
ইছাই বধিয়া হেথা দিবে মুক্তিপদ।
প্রভু কন সার যুক্তি কহিলে নারদ॥ ৩১৮
নারদে প্রশংসা করি প্রকাশিলা তনু।
সেনের আকার বেশ সবিশেষ অনু॥ ৩১৯
দেখি হরষিত হলো যত দেবগণে।
প্রভু আজ্ঞা দিল তারে ইছায়ের রণে॥ ৩২০
সেনেরে লুকায়ে থুল দেবতাসমাজে।
দ্বিজ ঘনরাম কন ভাবি ধর্ম্মরাজে॥ ৩২১
মার মার ডাকি রণে মায়া-মূর্ত্তি রায়।
ঢাল মুড়ে মালকে ইছাই ঘোষ ধায়॥ ৩২২
ঘায়ে ভর করি দোঁহে উলটী পালটী।
লাফায়ে কাঁপাল কোপে কুড়ি হাত মাটী॥ ৩২৩
ঝটপটী অমনি যুঝিতে বীরবলে।
ফণিরাজ-ফণাতে অবনীখান টলে॥ ৩২৪
দুজনে দারুণ যুদ্ধে ছাড়ে সিংহনাদ।
সুগ্রীব বালিতে যেন বিষম বিবাদ॥ ৩২৫
প্রমাদ ভাবিল যত অসুর দেবতা।
কাট কাট করে কোপে ধায় জগন্মাতা॥ ৩২৬
অতি দৃষ্টে সেনে সে সাহসে দিল তাড়া।
হান্ হান্ হাঁকে দেবী হাতে ঢাল খাঁড়া॥ ৩২৭
মার্ মার্ ডাকে রণে মায়ারূপী রায়।
ঢাল মুড়ে উড়ে পড়ে গোয়ালার কায়॥ ৩২৮
উভ অসি চোটাতে ভবানী ওড়ে ঢালে।
মালক মারিয়া চোট মারিছে হাঁফালে॥ ৩২৯
গোপের রক্ষায় পুন শ্যামরূপা ছোটে।
তাড়ায়ে সেনের মাথা হানে এক চোটে॥ ৩৩০
হটে হৈমবতী যবে হানিল তার শির।
খর্পরে ইছাই খেয়ে ধরিল রুধির॥ ৩৩১
ভূতলে শরীর তার করে ছটফট।
জ্ঞান করে গোপ গড়ে ঘুচিল সঙ্কট॥ ৩৩২

মায়ে দেয় রুধির মিশায়ে চিনি কলা।
নারদ বলেন মোর আর কোন বেলা॥ ৩৩৩
অন্তরে ভাবনা করি ভবানীর পদ।
কুকথা কহিতে মুখে চলিল নারদ॥ ৩৩৪
সম্ভ্রম করিল মাতা মুনি পানে চেয়ে।
মুনি বলে কি কব লাজের মাথা খেয়ে॥ ৩৩৫
মামী হৈতে মামার মজিল জাত কুল।
ও মাগি ডাকিনী তারে করিলি বাতুল॥ ৩৩৬
বেদে বলে সদাশিব দেবের দেবতা।
তুমিতো ত্রিপুর:-তন্ত্রে ত্রিলোকের মাতা॥ ৩৩৭
পরম বৈষ্ণবী নাম পুরাণে বল'ও।
আড়ে ওড়ে বৈষ্ণবের ঘাড় ভেঙ্গে খাও॥ ৩৩৮
ক্ষীণতনু লাউসেন তপস্যার যোগে।
কাছে কাছে ইছাই বেড়েছে রাজভোগে॥ ৩৩৯
কেটে খাও উহাকে পিরীত পাবে বড়ি।
দেবী বলে দূর বেটা কোন্দল ধুকুড়ি॥ ৩৪০
কড়মড়ি দশন কুপিয়া ধরে খাঁড়া।
কাট কাট্ শব্দে নারদে দিল তাড়া॥ ৩৪১
প্রাণ লয়ে মহামুনি যায় রড়ারড়ি।
পিছে পিছে শ্যামরূপা যান তাড়াতড়ি॥ ৩৪২
মুখে কত ছোটে ঘাম ঘন বহে শ্বাস।
শিবসন্নিধানে মুনি পাইল কৈলাস॥ ৩৪৩
যোগবলে যত তত্ত্ব জানিয় শঙ্কর।
নারদে লুকায়ে থুইল হেথা তার পর॥ ৩৪৪
ক্রোধ-বশে ঈশ্বরী কৈলাসে উপনীত।
শঙ্কর নিকটে যেতে হইল লজ্জিত॥ ৩৪৫
হেঁট মুখে দেবী হর হাতে ধরি তাঁর।
বাম উরে বসায়ে সুধান্ সমাচার॥ ৩৪৬
মোরে ছেড়ে কোথা ছিলে গণেশের মা।
কথার কৌশলে কত পুলকিত গা॥ ৩৪৭
বুড়া ব'লে ছাড়িতে উচিত নহে তোর।
দেবীকে বান্ধিল বড় দিয়া প্রেমডোর॥ [৩৪৮]
নাথের সরস ভাষে মহামায়া ভাসে।
হর হৈমবতী হর্ষে রহিলা কৈলাসে॥ ৩৪৯
ইছাই বধিতে হেথা প্রভু আজ্ঞা দেন।
মার মার শবদে চলিল লাউসেন॥ ৩৫০
ধেয়ে আইল ইছাই ধরিয়া খাঁড়া ঢাল।
কাছে ডাকে কাল পেঁচা কোলে দেখে কাল [৩৫১]
প্রমাদ ভাবিল গোপ গড়ে নাই মা।
[illegible] পড়ে গা॥ ৩৫২

রাবণে সঙ্কট যেন ছাড়িতে ভবানী।
তেমনি ঘটিল তবু করে হানাহানি ॥ ৩৫৩
মার মার শবদে সঘনে কাট কাট।
ঢাল ঢালে চঞ্চল চৌদিগে চোটপাট ॥ ৩৫৪
হাতাহাতি হানাহানি বাড়িল মহিম।
ইছাই কীচক রণে লাউসেন ভীম ॥ ৩৫৫
গোয়ালা হানিছে চোট সামালিয়ে বীর।
অমনি উলটি হানে ইছায়েন শির ॥ ৩৫৬
অন্তরীক্ষে মাথা লয়ে বীর হনুমান্।
ফেলাতে প্রভুর পদে পাইল নির্ব্বাণ ॥ ৩৫৭
নির্ভয় হইল পুরী জয় হৈল রণ।
পরম পিরীত পাইল প্রভু নিরঞ্জন ॥ ৩৫৮
ভক্তের মরণে উচাটিতচিত্ত হয়ে।
ধেয়ে আইল শ্যামরূপা কৈলাস ছাড়িয়ে ॥ ৩৫৯
গোপের নিধন দেখি হাহাকার করি।
কাটা স্কন্ধ কোলে করি কান্দেন ঈশ্বরী ॥ ৩৬০
ইছাইরে মোর বাছা কি হলো কি হলো।
বিপাক-বন্ধনে বেড়ে বাছা মোর মলো ॥ ৩৬১
মনোহর মহাপূজা মহীমাঝে আর।
সুরপুর ত্যজিয়া সংসারে লব কর ॥ ৩৬২
আর না শুনিব স্তুতি সে চাঁদবদনে
কান্দেন করুণাময়ী অঝোর নয়নে ॥ ৩৬৩
আর নাহি বাছা রে বসিবি রাজপাটে।
না হেরি বদন-বিধু বুক মোর ফাটে ॥ ৩৬৪
নারদ বিবাদী মোর প্রমাদ করিল।
হাতে নিধি দিয়া বিধি হ'রে মোর নিল ॥ ৩৬৫
আপনি বুঝিনু যার হয়ে অনুকূল।
সে বাছাকে নিল মোর চক্ষে দিয়া ধুল ॥ ৩৬৬
মনেতে কুমতি পদ বাঞ্ছিল যখন।
তখন জানিনু বাছার নিকট মরণ ॥ ৩৬৭
পাতালে পশিনু আমি যাহার লাগিয়া।
সে বাছাকে নিল মোর হিয়া বিদারিয়া ॥ ৩৬৮
প্রবোধেন পদ্মাবতী মুছায়ে নয়ান।
কেন্দনা জননি, গোপ বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৬৯
নির্ব্বাণ পেয়েছে গোপ তুয়া পদ সেবি।
প্রিয় পদ্মা প্রবোধে প্রবোধ পাইলা দেবী ॥ ৩৭০
শ্রীগুরুপদারবিন্দে বদ্ধ অভিলাষী।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥ ৩৭১
প্রিয় ভক্ত গোয়ালা ত্যজেছে ভক্তিবল।
আপনি ইছার অঙ্গ জ্বালালে ॥ ৩৭২

পদ্মা সনে অজয় নিকটে উপনীতা।
চন্দন ইন্ধন চারি বিরচিলা চিতা ॥ ৩৭৩
পাতিয়ে চামর তায় হেমন্তের ঝি।
শুয়ায়ে ইছার অঙ্গ ঢেলে দিল ঘি ॥ ৩৭৪
দাহন করেন মাতা বেদের নিয়মে।
অস্থি পাঠাইল গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে ॥ ৩৭৫
দশপিণ্ড পূরক পার্ব্বতী দিল দান।
ইছার মন্দিরে আইল অঝোর-নয়ান ॥ ৩৭৬
হীরা মণি মাণিক মুকুতা কত ঠাঁই।
সকলি রয়েছে পড়ে, বাছা সবে নাই ॥ ৩৭৭
এখানে করিত স্নান এখানে ভোজন।
এই স্বর্ণখাটে বাছা করিত শয়ন ॥ ৩৭৮
এই রাজপাটে বাছা করিত দরবার।
এই রত্নসিংহাসনে পূজিত আমার ॥ ৩৭৯
পদ্মা প্রবোধয়ে পুন পড়িয়া চরণে।
পার্ব্বতী বলেন পদ্মা পাসরি কেমনে ॥ ৩৮০
একদিন আমি গো কৈলাস হৈতে আসি।
এইখানে খেলে পাশা পাটশালে বসি ॥ ৩৮১
মুখে বলে দশ দশ মনে মোর জপ।
মহাসিদ্ধ বাছা মোর বয়স অলপ ॥ ৩৮২
কি করি পাসরি বল সদা মনে পড়ে।
পাসরিতে নারি পদ্মা পরাণ আঁচড়ে ॥ ৩৮৩
দাসী বলে শোকে গো সদাই দিলে মন।
জন্মিলে মরণ কেহ করেছে সৃজন ॥ ৩৮৪
মহারথি অভিমন্যু দ্রোণ কর্ণ দাতা।
সম্মুখ সমরে মা সুধন্বা গেল কোথা ॥ ৩৮৫
মহী মাঝে মানব ইছাই ঘোষ কেবা।
ইন্দ্র আদি অমর সেবকে লও সেবা ॥ ৩৮৬
অনেক যতনে পদ্মা রাখিল প্রবোধ।
শোক ত্যজি মহামায়া ভর কৈল ক্রোধ ॥ ৩৮৭
এখন কে রাখে দেখি লাউসেনে মেলে।
মায়ামূর্ত্তি দিয়া জানি বারেক বাঁচালে ॥ ৩৮৮
নাশিব সকল আজি মোর কথা নড়ে।
এত শুনি পদ্মাবতী পায়ে ধরে পড়ে ॥ ৩৮৯
আগমে পুরাণ বেদে তোমার বচন।
নির্ব্বন্ধ হয়েছে গোপ বিধির লিখন ॥ ৩৯০
দেবী কন বিধি কি আমার নহে বাধ্য।
বিধি বশে কি করে সকল কর্ম্ম সাধ্য ॥ ৩৯১
নির্মুক্ত হয়েছে গোপ জন্ম নাহি আর।
কিহেতু করিবে তবে সেনের সংহার ॥ ৩৯২

তোমার সেবার পাত্র সে বা কোন্ নয়।
হাথের হেতায় যারে দিয়াছ অভয় ॥ ৩৯৩
কানড়া বিবাহ দিয়া করেছ স্থাপিত।
এত নিদারুণ তারে হওয়া অনুচিত ॥ ৩৯৪
শান্ত হয়ে কন দেবী প্রবোধ বচনে।
ভাল কৈলা পদ্মাবতী এত কার মনে ॥ ৩৯৫
রাজা সঙ্গে মিছা মাত্র গণ্ডগোল সারা।
পাছে পদ্মাবতি গো দুকূল হই হারা ॥ ৩৯৬
না গেলে রহিতে নারি কানড়ার কাছে।
ঝিয়ে মোর এ কথা গঞ্জনা দেয় পাছে ॥ ৩৯৭
দাসী সনে দেউলে দেবীর এত ভাষ।
শুনিয়া দেবতাগণে ঘুচিল তরাস ॥ ৩৯৮
ঠাকুরে কহেন শুন দেবতা সকল।
দেবী যে শরণ হ'ল পরম মঙ্গল ॥ ৩৯৯
এখন উচিত তবে লাউসেন লয়ে।
সবে চাও বিনয়ে বিদায় এস হয়ে ॥ ৪০০
এত শুনি গেলা সবে দেবীর সম্মুখে।
গলায় লম্বিত বাস যোড় হাত বুকে ॥ ৪০১
প্রণতি করিয়া কয় বিনয় প্রচুর।
এই লও লাউসেন পাঠা'ল ঠাকুর ॥ ৪০২
তোমার কৃপায় পাত্র কর যে উচিত।
মুখ হেরি হৈমবতী হইল লজ্জিত ॥ ৪০৩
কৃতাঞ্জলি করি রাজা করিছে প্রণতি।
অজ্ঞান বালকে দোষ ক্ষম ভগবতি ॥ ৪০৪
দোষ গুণ সকলি প্রমাণ ঐ পা।
ক্ষমা না করিবে যদি প্রাণে বধ মা ॥ ৪০৫
এই অস্ত্র আপনি দিয়াছ হস্ত তুলি।
এই লহ এখানি এইখানে দেহ বলি ॥ ৪০৬
এত শুনি কন দেবী কাণে দিয়া হাত।
প্রিয় ঝি কানড়া মোর, তুমি তার নাথ ॥ ৪০৭
দৈবাৎ যে কিছু হৈল ক্ষমা দিবে মনে।
এত শুনি লাউসেন পড়িল চরণে ॥ ৪০৮
দেউলে দেবীর পূজা দিল দেবগণ।
সান্ত্বনা করিয়া পুন করিল স্থাপন ॥ ৪০৯
হর্ষ হয়ে হৈমবতী করিলা বিদায়।
প্রভুপদে আসি রাজা ধরণী লোটায় ॥ ৪১০
দেবতা সকলে পুন করিল স্থাপনা।
সাধুবাদে সেনে সবে করিল সান্ত্বনা ॥ ৪১১
আনন্দে অবধি নাই তৈকুর ভুবনে।
নিজ স্থানে গেল সবে যত দেবগণে ॥ ৪১২

ইছাই পড়িল রণে পড়িল ঘোষণা।
পিতা মাতা আদি যত আছে বন্ধুজনা ॥ ৪১৩
সান্ত্বনা করিয়া রায় করিল আসান।
গড়ে গাড়ে গৌড়পতি রাজার নিশান ॥ ৪১৪
বাজিল বিজয় বাদ্য ফিরিল দোহাই।
সোমঘোষে ডোমগণ ধরে ধাওয়াধাই ॥ ৪১৫
পরিত্রাহি বলিয়া সেনের ধরে পায়।
অনাথে অশেষ দোষ ক্ষমা দিবা রায় ॥ ৪১৬
প্রসন্ন হইলা ঘোষে সেন দয়াশীল।
সঙ্গে লয়ে সাত দিনে গৌড়েতে দাখিল ॥ ৪১৭
প্রবেশ করিতে সভা উঠে জয়ধ্বনি।
রাজা বলে আইস বাপু পোহাল রজনী ॥ ৪১৮
অমনি রাজার পায় নত হলো রায়।
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সভায় ॥ ৪১৯
ঘোষে দেখি রোষে রাজা দিতে চায় শূলি।
মহাশয় সেন কন করি কৃতাঞ্জলি ॥ ৪২০
ইছাই পড়িল রণে আছিল কুটিল।
তোমা ভক্ত সোম ঘোষ বুড়াটি সুশীল ॥ ৪২১
শুনি রাজা শান্ত হৈল সেনের বচনে।
রায়ে বলে সম্ভ্রমে বসায়ে একাসনে ॥ ৪২২
নবলক্ষ দলে যারে নাই গেল আঁটা।
কহ বাপ সে বেটা কেমনে গেল কাটা ॥ ৪২৩
বিনয়ে বলেন বীর বুকে যোড় হাত।
উপলক্ষ অনুকূল অখিলের নাথ ॥ ৪২৪
নিপাত করিল তারে প্রভু করতার।
শ্যামরূপ-সেবায় সে জিনিল সংসার ॥ ৪২৫
প্রবল প্রতাপ তার বিক্রমে বিশাল।
পরাজয়ে পার্ব্বতী ধরেন খাঁড়া ঢাল ॥ ৪২৬
মাথা কেটে ভূমেতে ফেলানু কতবার।
স্কন্ধে যোড় লাগে গিয়ে যুঝে পুনর্ব্বার ॥ ৪২৭
অন্তরীক্ষে কাটা মাথা ধরি হনুমান।
পাতালে ফেলিতে পুন দেবী দিল প্র[illegible] ॥ ৪২৮
নির্ব্বাণ হইল পুন প্রভু-পদতলে
হেন জনে কি করিবে নব লক্ষ দ[illegible] ॥ ৪২৯
শুনি প্রেমে পুলকিত কন ধন্য ধন্য।
দেবতাতনয় তুমি বীর অগ্রগণ্য ॥ ৪৩০
তুমি বাপু ভূপতি বংশের অবতংস।
অবনী মণ্ডলে তুমি অবতার অংশ ॥ ৪৩১
কেহ কেহ কহে এই প্রথম পুরুষ।
[illegible] মায়ায় মানুষ ॥ ৪৩২

প্রসন্ন সংসার মাত্র পাত্র পীড়া পায়।
অতঃপর লাউসেন মাগিল বিদায় ॥ ৪৩৩
রাজা বলে গমনে উচিত বটে ত্বরা।
পিতা মাতা ঘরে তব জীয়ন্তেতে মরা ॥ ৪৩৪
ঐ গড়ে কর্ণসেন হয়েছে ফকির।
সন্তাপে শরীর তার সদাই অস্থির ॥ ৪৩৫
এত বলি বহুমূল্য বসন ভূষণে।
বিদায় করিল রাজা হরষিত মনে ॥ ৪৩৬
সেনের আশ্বাসে রাজা ছেড়ে দিলে ঘোষে।
বিদায় হইয়া গেল পরম সন্তোষে ॥ ৪২৭
হরিষে প্রবেশে দেশে রাজা লাউসেন।
প্রবেশ করিলা পুরী দিন শুভক্ষণ ॥ ৪৩৮
সবে বলে লাউসেন শুভক্ষণে আইল।
শোকে অন্ধ রাজা রাণী শুনি চক্ষু পাইল ॥ ৪৩৯
পাদপদ্মে আসি রায় করিল প্রণাম।
পূর্ণ হৈল সবার প্রসন্ন মনস্কাম ॥ ৪০
ব্রাহ্মণে প্রণাম করি পাইল আশীর্ব্বাদ।
দেবগণে মাল্য মলয়জ দূর্ব্বা ধান ॥ ৪৪১
প্রণাম হইল পিতা-মাতার চরণে।
হর্ষ হয়ে আশীষ করিল দুই জনে ॥ ৪৪২
প্রেম আলিঙ্গন দিল প্রাণের কর্পূরে।
আনন্দে অবধি নাই নিরানন্দপুরে ॥ ৪৪৩
দূরে গেল সন্তাপ সন্তোষ সদা সুখ।
হর্ষ হৈল প্রজাগণ হেরি চাঁদমুখ ॥ ৪৪৪
আনন্দে আনন্দ বৃদ্ধি সিদ্ধি শুভাদৃষ্ট।
পুত্র চিত্রসেন তাঁর হইল ভূমিষ্ঠ ॥ ৪৪৫
শুভগ্রহ সুদৃষ্টে অরিষ্ট গেল নাশ।
নানা পদ্য বাদ্য বাজে মঙ্গল উল্লাস ॥ ৪৪৬
পুত্রের কল্যাণে রাজা বিলাইল ধন।
...স্ত ধরণী ধান্ত গোধন কাঞ্চন ॥ ৪৪৭
সদানন্দে নৃপতি রহিলা সেই পুরে।
পালা সা... সম্প্রতি সঙ্গীত এত দূরে ॥ ৪৪৮
শ্রীগুরুপদা... দ বন্দ অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনশ্যাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥ ৪৪৯

ইছাই-বধ পালা সমাপ্ত।

বিংশতি সর্গ

বাদল-পালা।

হর্ষচিত্ত হয়ে হরি বল বন্ধুজনা।
এড়াবে যতেক জীব যমের যন্ত্রণা ॥ ১
দুর্লভ মানব দেহ ইহা নহে নিত্য।
অনিত্য সংসার ঘোরে অখণ্ডিত চিত্ত ॥ ২
সুখবিত্ত বিনা চিত্ত নিত্য নাহি যায়।
ভজ হরি ভবসিন্ধু তরিতে উপায় ॥ ৩
নিজ দেশে লাউসেন ভজে করতার।
প্রমাদ গণিছে গুরু গৌড়ের গোঁয়ার ॥ ৪
কংসরাজে ধ্বংস কৈল ভগ্নীবংশ হয়ে।
রোগ ঋণ রিপুশেষ দুঃখ দেয় রয়ে ॥ ৫
ভাগিনা দুরন্ত রিপু দেখে দর্প টুটে।
কেমনে বধিব মনে কতখান উঠে ॥ ৬
সঙ্কটে পাঠাই তারে ঢেঁকুরের গড়ে।
শ্যামরূপা সর্ব্বাণী আপনি যায় লড়ে ॥ ৭
জয় করে যেন এত দুর্জ্জয় ঢেঁকুর।
ধর্ম্মপূজা-প্রতাপে প্রভাব এত দূর ॥ ৮
ততোধিক হতে পারি যদি পূজি ধর্ম্ম।
তমোগুণে চিন্তে পাত্র সাত্ত্বিকের কর্ম্ম ॥ ৯
পূজিলে অমর বর হাতে হাতে নিব।
অভিশাপে প্রতাপে বা ভাগিনা বধিব ॥ ১০
রঞ্জাবতী হাপুতি হইল এত কালে।
কার লেগে মলো মিছে ভর দিয়ে শালে ॥ ১১
আপনি কেবল যদি করি ধর্ম্মপূজা।
শুনে অভিমান পাছে করে মহারাজা ॥ ১২
এত ভাবি রাজারে বুঝায়ে কিছু কয়।
করপুটে ...রলে বিশেষ সবিনয় ॥ ১৩
ধর্ম্মপূজা কর রাজা ধরণী মণ্ডলে।
আদরে অমর বর পাবে করতলে ॥ ১৪
ইন্দ্র হন সুরপতি করি ধর্ম্ম-পূজা।
পেয়েছে দ্বিতীয় স্বর্গ হরিশ্চন্দ্র রাজা ॥ ১৫
পুত্র কাটি পূজা দিল তেজি মায়া মো।
ধর্ম্মের গাজনে পুন পেলে সেই পো ॥ ১৬
বিপত্তিসাগরে তরি লভেছে সম্পদ।
মহারাজা যুধিষ্ঠির পূজি ধর্ম্ম-পদ ॥ ১৭
শ্রীযুক্ত মরুত আদি দিল ঘর ভরা।
এখন প্রমাণ তার পুরাণ দেহারা ॥ ১৮

থাকুক অন্যের কথা চাকর তোমার।
লাউসেন ভাগিনা মানব কোন্ ছার ॥ ১৯
তার এত প্রতাপ পৃথিবী করে জয়।
ধর্ম্ম পূজা বিনা কিছু অন্য তেজ নয় ॥ ২০
যদি মনে করে তবে গৌড়ে হবে রাজা।
রাজা পাত্র অতেব ধর্ম্মের করি পূজা ॥ ২২
রাজা বলে আগে তো আনাই লাউসেনে।
সুধায়ে বিধান বুঝি পূজি শুভক্ষণে ॥ ২২
পাত্র বলে পূজা-বিধি মোরে নাই হারা।
আগেতে ত্বরিতে তুলি ধর্ম্মের দেহারা ॥ ২৩
রাজা বলে লহ তবে ভাণ্ডারের ধন।
পাত্র বলে কোন্ কর্ম্ম কিবা প্রয়োজন। ২৪
এত আসি হুকুম উচিত আজি নয়।
বুঝে দেখ কত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় ॥ ২৫
তোমার দারুণ দান দিনে দশ ধেনু।
দিগ্‌ বাণসুবর্ণ দক্ষিণা তার অনু ॥ ২৬
হাতী ঘোড়া চাকরে খরচ লক্ষ সাত।
একা লাউসেন লুটে লক্ষের বিলাত ॥ ২৭
ভরণ-ভূষণভাবে খরচ অযুত।
কোথা হৈতে এত ধন করিব মজুত ॥ ২৮
কত আছে দান ধর্ম্ম অপরঞ্চ দায়।
ভাণ্ডার করিলে শূন্য ভাল নহে রায় ॥ ২৯
হুকুমে দেহারা তুলি মিছা কেন ব্যয়।
রাজা বলে কর যে তোমার মনে লয় ॥ ৩০
তবে পাত্র কোটালে হুকুম দিল দড়।
বেগারি কোদাল ঝুড়ি এনে কর জড় ॥ ৩১
পাত্রের হুকুম পালে বন্দি ইন্দ্রজাল।
বেগারি বিষয়ে বড় বাড়াল জঞ্জাল ॥ ৩২
হরিগুরুচরণ-সরোজ করি ধ্যান।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান ॥ ৩৩
দ্বাদশ কোটাল সঙ্গে ইন্দ্রজাল ধায়।
সহরে বেগার ধরে লাগি যার পায় ॥ ৩৪
তাঁতি তেলি তামলি তৈলঙ্গ তৈলকার।
কৈবর্ত্ত কুজুড়া কান্দু কামার কুমার ॥ ৩৫
বাইতি বেগারি বেণে বিশেষ বারুই।
কলসী কোদাল কাঁধে বেগারি বিজই ॥ ৩৬
কেহ বা পলাতে পথে [illegible] ধরে ভেড়ে।
হুড়া মারি হাতাহাতি বাঁধিয়াছে সাঙুড়ে ॥ ৩৭
আড়ে ওড়ে কেহ কোড়ে তাড়া খেয়ে বনে।
ব্রাহ্মণ সজ্জন ভয়ে লুকাইল কোণে ॥ ৩৮

ব্রহ্মচারী ভিখারী ফকিরে করে মজা।
বাটে ধরি বেগারি বাঁটিয়ে দেয় বোঝা ॥ ৩৯
সুচারু চত্তর বান্ধে তোলাইয়া মাটী।
তায় তোলে দেয়াল তেত্রিশ বড় পাটী ॥ ৪০
কত কাষ্ঠ কাটে তক্ষ বেগারি কামিলা।
করাতে কাটিয়া কাষ্ঠ বরগা তুলিলা ॥ ৪১
আরোপিলা স্তম্ভ কত চিত্রপাটি সাজা।
বিবিধ ইন্ধন যত মূর্ত্তিমান্ রাঙ্গা ॥ ৪২
সুরঙ্গ সরল সলা আচ্ছাদিয়া কাট।
বিচিত্র বেতের তায় বিরাজিত সাট ॥ ৪৩
গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল।
মাঝে মাঝে শিখিপুচ্ছ শোভা করে ভাল ॥ ৪৪
কলধৌত কলসে পতাকা দিল সেজে।
কা–ঢালা কাঞ্চন বরণ করে মেজে ॥ ৪৫
পাষাণে রচিত পীড়া, দ্বার চিত্রময়।
দেখিতে মরি চান্দা চিত্ত বান্ধা রয় ॥ ৪৬
অতি মনোহর হইল ধর্ম্মের দেহারা।
সম্মুখে টাঙ্গাল চান্দা মণিময় ঝারা ॥ ৪৭
পণ্ডিত আনায়ে তবে জিজ্ঞাসিল ভূপ।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপূজা-বিধান কিরূপ ॥ ৪৮
প্রধান পুরুষে কবে সমর্পিব ঘর।
কবে শুভ গাজন আরম্ভ তার পর ॥ ৪৯
গোঁসাই বলেন পঞ্চগব্য গাভী গুয়া।
চারি চিত্র চামর চন্দন চাই চুয়া ॥ ৫০
আসন-অঙ্গুরী মাল্য মলয়জ বাসে।
সবারে চরণ চাই মন-অভিলাষে ॥ ৫১
প্রধান পণ্ডিত চারি অপরঞ্চ কত।
বারজন মুখ্য আর বাজা ভক্ত যত ॥ ৫২
ষোল উপচার দিব্য লহ নৃপবর।
ধূপ ধুনা ধৌত ধান্য ধবল চামর ॥ ৫৩
কিসের অভাব রাজা তুমি পুণ্যবান্।
যখন যে চাই সব পদ্ধতি প্রমাণ ॥ ৫৪
বাড়ি বাড়ি চাল হাড়ি দেহ নিমন্ত্রণ।
সহর সহিত সেব ব্রহ্মসনাতন ॥ ৫৫
গায়েন বায়েন সব গাজনের মূল।
হরি হয় দেখুক আজি আদ্যের ধুমুল ॥ ৫৬
পাত্র বলে পার্থিব পূজনে কিবা তত্ব।
কারে চাল হাঁড়ি দিবে কে এত মহত্ব ॥ ৫৭
গৌড়ের প্রতেক প্রজা আছে বন্দিশালে।
[illegible] কোট[illegible]য়ে কবে এক কালে ॥ ৫৮

সকলে আসিয়া যেন লয় ধর্ম্মটীকা।
রাজা বলে এ কথা আমারে লাগে ফিকা ॥ ৫৯
পণ্ডিতের আজ্ঞা ব্রহ্ম ধর্ম্ম-পূজা চার্য্য।
তোমার বিধান রাখি যবে রাজকার্য্য ॥ ৬০
ভাল ভাল বলে পাত্র শুনি এত বোল।
তবে রাজা সহরে ফিরাল জয় ঢোল ॥ ৬১
বিধিমত নিমন্ত্রণে আনি নানা পূজা।
শ্রীধর্ম্মের বার্ম্মতি আরম্ভ করে রাজা ॥ ৬২
পুরট অঙ্গুরী পট্ট বসন ভূষণে।
পণ্ডিতে বরণ করি বরে জনে জনে ॥ ৬৩
বলাভক্ত বারাশা আমিনি বিশাশয়।
ধর্ম্মের গাজনে ধ্বনি উঠে জয় জয় ॥ ৬৪
ধর্ম্মরাজে দিল আগে সমর্পিয়া ঘর।
রাজ্যের সহিত রাজা পূজে পরাৎপর ॥ ৬৫
ঠাকুর পরমানন্দ পৌষবান্ বংশে।
ধনঞ্জয় সুত তার সংসারে প্রশংশে ॥ ৬৬
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরুপদাশ্রান্ত ॥ ৬৭
হরিগুরুচরণ-সরোজ করি ধ্যান।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান ॥ ৬৮
ধর্ম্ম পূজে গৌড়পতি শুদ্ধমতি হয়ে।
ভক্তি-যুক্তি মুক্তি আসে ভক্তগণ লয়ে ॥ ৬৯
প্রমাণ প্রয়োগে পূজা পণ্ডিত প্রকাশে।
আচান্ত আসনশুদ্ধি বাহ্য-বুদ্ধিন্যাসে ॥ ৭০
মাস পক্ষ তিথি গোত্র উচ্চারিলা নাম।
প্রভুর পরমপদ প্রাপ্তি মনস্কাম ॥ ৭১
ভাগের মরণ মাত্র পাত্রের কামনা।
মনে মনে মহামদ করিল রচনা ॥ ৭২
ষোল উপচারে পূজে পরম উল্লাসে।
ধূপ ধুনা ধবল আসন ধৌত বাসে ॥ ৭৩
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমাণ [illegible]র পুরট পদ্মমালা ॥ ৭৪
কনক কুসু[illegible]লি প্রভু-পদাম্বুজে।
সমর্পিয়া সাত্ত্বিক ভাবেতে রাজা পূজে ॥ ৭৫
তিন সন্ধ্যা গীত বাদ্য অনাদ্য সঙ্গীত।
ধর্ম্ম পূজে নরপতি মজাইয়া চিত ॥ ৭৬
উপরে যুগল পদে অধ লোটে শির।
ধূলা অঙ্গে করে করে বদনে রুধির ॥ ৭৭
বেত হাতে নাচে গায় ডাকে ধর্ম্ম জয়।
ঊর্দ্ধবাহু করে কেহ এক পা[illegible] ॥ ৭৮

ন দিনে নিবড়ে পূজা দিয়ে নানা নিধি।
দশমে গামার কাটে পণ্ডিতের বিধি ॥ ৭৯
একাদশ দিবসে বিশেষ অনাহার।
জপ তপ যাগ যজ্ঞে পূজে করতার ॥ ৮০
কাটারি শয্যায় কেহ করেছে শয়ন।
উরসি উজ্জ্বল কার জ্বালে হুতাশন ॥ ৮১
কেহ বিন্ধে কপালে উজ্জ্বল জ্বলে দীপ।
একান্ত হইয়া চিত্তে পূজে নরাধিপ ॥ ৮২
মন্দমতি মহামদা পূজে তামসিক।
ধর্ম্ম-পাটা ধরি ধূর্ত্ত বলায় ধার্ম্মিক ॥ ৮৩
অনাদি অনন্ত প্রভু জানিয়া অন্তরে।
গৌড়পতি একান্ত আমায় পূজা করে ॥ ৮৪
ওরে বাপু হনুমান্ শুনহ কৌতুক।
মূর্খ পাত্র পূজে মোরে ভক্তে দিতে দুঃখ ॥ ৮৫
মনে করি রাজারে হইব বরদায়।
প্রকট পূজক পাত্র কেমনে পলায় ॥ ৮৬
হেন জনে হিংসে যে আমার প্রিয় তনু।
এত শুনি পদতলে বলে বীর হনু ॥ ৮৭
আজ্ঞা কর আপনি আনাই ইন্দ্রদেবে।
চারি দণ্ড প্রলয়ে সবারে ধরে লবে ॥ ৮৮
তবে যদি থাকে রাজা হবে সাবধান।
পূরিবে মনের আশা হয়ে কৃপাবান্ ॥ ৮৯
সার যুক্তি শুনিয়া আনায় মঘবানে।
ঠাকুর কহেন ইন্দ্র শুন সাবধানে ॥ ৯০
গোকুলে আকুল যেমন করেছিলে গোপে।
গৌড়ে যেয়ে প্রমাদ পাড়িবে সেইরূপে ॥ ৯১
সত্ত্বগুণে পূজে মোরে গৌড়ের ঠাকুর।
তামসিক ত্রিপণ্ডে তাড়ায়ে কর দূর ॥ ৯২
হরিগুরুচরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ৯৩
আজ্ঞা বন্দি সঘনে গগনে গৌড়বেড়ে।
সঘনে ঈশান কোণে চিকুর আছাড়ে ॥ ৯৪
দড় দড় শব্দ ঘোর ঘন উল্কাপাত।
বিপরীত বিদ্যুৎ বিষম বজ্রাঘাত ॥ ৯৫
নির্ঘাত শবদ শুদ্ধ শিলা বরিষণ।
প্রমাদ পাড়িল পুরে প্রলয় পবন ॥ ৯৬
মড় মড় শব্দে ঝড়ে পড়ে কত গাছ।
কত পীড়া উঠানে আছাড় খায় মাছ ॥ ৯৭
হুড় হুড় দুড় দুড় কুল কুল রব।
শুনিয়া চঞ্চল চিত্ত চমকিত সব ॥ ৯৮

দারুণ ঝনঝনা শব্দ শঙ্কায় অমনি।
শব্দ শুনি স্মরে কেহ জৈমিনি জৈমিনি ॥ ৯৯
কেহ কৃষ্ণ কংসারি কেশব কৃপাসিন্ধু।
ঘোর বিঘ্ন ঘটেছে ঘুচাও দীনবন্ধু ॥ ১০০
বিপত্তি বিষম বুঝি ডাকে কোন নর।
শ্রীমধুসূদন হরি রক্ষ গিরিবর ॥ ১০১
হতাশে হুঁটুয়ে পড়ে পুরে যত প্রজা।
গোকুলে আকুল যেন ছাড়ি ইন্দ্রপূজা ॥ ২০২
মানভঙ্গ দেখি মঘবান কোপদৃষ্টি।
ঘোর বৃষ্টি শিলাজলে বিনাশিল সৃষ্টি ॥ ১০৩
গোকুল আকুল যেন গোপ গোপীগণ।
গোবিন্দবদন হেরি ব্যাকুল গোধন ॥ ১০৪
গোপগণ কন নন্দনন্দন কানাই।
কোথা গোবর্দ্ধন হে গোকুলে রক্ষা নাই। ২৯৫
গোপাল ছাওয়াল বুঝে মজালে সকল।
কৃপাদৃষ্টি করি কৃষ্ণ ভকতবৎসল ॥ ১০৬
হেলায় ধরিল হরি গিরি গোবর্দ্ধন।
রক্ষা পেল গোপ গোপী গোকুলে গোধন ॥ ১০৭
পাপী পাত্র প্রয়োজনে এখানে প্রমাদ।
পুণ্যবন্ত বিনা না ঘুচিবে অবসাদ ॥ ১০৮
ঘন ঘোর অন্ধকার বিষম বৃষ্টি ধারা।
হারা হলো দিবানিশি রবি শশী তারা ॥ ১ ৯
ধ্যান চিত্তে আছে রাজা না জানে সঙ্কট।
প্রমাদে পাত্রের প্রাণ করে ছটফট ॥ ১১০
ভাঙ্গিল সবার ধ্যান কাটি দিয়া ঢাকে।
রাজা বলে পুন পাত্র পরিত্রাহি ডাকে ॥ ১১১
তথাপি না মেলে আঁখি তবে চাপে অঙ্গ।
পাপী পাত্র পরশে হইল ধ্যান-ভঙ্গ ॥ ১১২
পাত্র বলে আর মিছা পূজায় কি কার্য্য।
বর থাকুক বিপদে মেজিল সর্ব্ব রাজ্য ॥ ১১৩
কুবুদ্ধি পাত্রের বোলে সবে পূজা হেলে।
পুঁথিটা পণ্ডিত কোপে আছাড়িয়া ফেলে ॥ ১১৪
পূজা ভেজে প্রমাদে পালাল সবে ঘর।
সবে মাত্র রহিল বাইতি হরিহর ॥ ১১৬
নিতি নিতি বাড়ে বড় অঘোর বাদল।
খাল খানা বাট বাটী একাকার জল ॥ ১১৬
দড় দড় শব্দে কত ভাঙ্গিছে দেয়াল।
বিষম বাণের বলে জলে ভাসে চাল ॥ ১১৭
ভূপাল কপাল হানে না বুঝি বিশেষ।
গৌড়ে মজি বাদল প্রলয় সর্ব্বদেশ ॥ ১১৮

কিবা অপরাধ হলো প্রভুর পূজায়।
ভক্ত লাউসেন বিনা না দেখি উপায় ॥ ১১৯
পাত্র বলে কি ভাব, আনি লাউসেনে।
পাতি লিখে কোটালে সঁপিল সেইখানে ॥ ১২০
আজ্ঞা দিল শীঘ্রগতি যাবি রে আসিবি।
বুঝে সুঝে সেখানে খরচ খুব নিবি ॥ ১২১
পদব্রজে আনিবি রাখিয়া অশ্বরাজ।
যেমতি লিখিছি পাতি না করিবি ব্যাজ ॥ ১২২
শিরে বন্দি পাতি ইন্দ্রে পাগে লয়ে বান্ধে।
যাত্রা করে যোগিনী পশ্চাৎ আদ্য চাঁদে ॥ ১২৩
তরণী সরণি মুখে সেবি শশিচূড়।
পার হল পদ্মাবতী পশ্চাতে গৌড় ॥ ১২৪
দিবারাতি অতি বেগে গতি অতি শ্রমে।
দামোদর দাখিল দিবস দুই যামে ॥ ১২৫
পার হয়ে পীরের পায় প্রণতি প্রচুর।
এড়াল উড়ের গড় বাবরকপুর ॥ ১২৬
আমিলা মগসমারি উদালন রাখি।
অবিলম্বে ধায় দূত যেন বাজ পাখি ॥ ১২৭
স্নান পূজা ভক্ষণে কেবল ব্যাজ করে।
দাখিল অনিলগতি ময়না নগরে ॥ ১২৮
রাজ্যের সহিত রাজা মজি সত্বগুণে।
গোবর্দ্ধন ধারণ গোবিন্দ গুণ শুনে ॥ ১২৯
লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রের পূজা ব্রজের নন্দন।
পূজালো গোয়ালা গণে গিরি গোবর্দ্ধন ॥ ১৩০
গোকুল নাশিতে ইন্দ্র কৈল কোপদৃষ্টি।
গিরি ধরি গোবিন্দ রাখিল সব সৃষ্টি ॥ ১৩১
এই অধ্যা পড়ে পুঁথি বান্ধিল পণ্ডিত।
হেন কালে দূত আসি হৈল উপনীত ॥ ৩২
হাতে দিয়ে পরয়ানা প্রণতি করে পায়।
এস এস বলি তারে পরিতোষে রায় ॥ ২৩৩
পাঁতি পড়ে মৃদু স্বরে শুনাল সবারে।
অকাল বাদল গৌড়ে তলব আমারে ॥ [illegible]৪
এত শুনি সবার হুতাশ ঘুরে মনে।
কর্পূর বলিল দাদা যাব তোর সনে ॥ ১৩৫
ভূপতি বলেন ভাল, চল নাহে ভাই।
নাই যুদ্ধ বিসম্বাদ বিপদ বালাই ॥ ১৩৬
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দ অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥ ১৩৭

ধর্ম্মপূজে সাজে রাজা রজনীপ্রভাতে।
[illegible] চলিল [illegible] সাথে ॥ ১৩৮

হাতে হাতে সমর্পিল রাণী রঞ্জাবতী।
মা বাপে প্রণতি করি চলিল ভূপতি ॥ ১৩৯
সঙ্গে সব নফর অপর দুই ভাই।
আগে আগে ইন্দা মেটে চলে ধাওয়াধাই ॥ ১৪০
পার হল কালিন্দী পদ্মমা পাছুয়ান।
মহামতি ষতি রাজা অতি বেগে যান ॥ ১৪১
সহর সরাই নদী খাল বিল যত।
একে একে রাখে গ্রাম নাম লব কত ॥ ১৪২
আসি গৌড় নিকটে প্রবেশে মহাশয়।
গৌড় বেড়ে দেখে ঘোর অন্ধকারময় ॥ ১৪৩
নির্ঘাত ঝনঝনা শব্দ শিলা বরিষণে
গভীরগর্জ্জনে ভক্ত ভয় পাইল মনে ॥ ১৪৪
সঘনে গগনে রাজা চারি পানে চান।
ঐরাবতে সেন তবে দেখিল মঘবান্ ॥ ১৪৫
বুঝিয়া ভাবনা যুক্ত ভক্ত লাউসেনে।
ঘোর বৃষ্টি বাদল ঘুচাল সেইক্ষণে ॥ ১৪৬
দশ দণ্ড আকাশে সূর্য্যের বীর্য্য আভা।
ঘুচিল প্রমাদ দেখে বসে রাজসভা ॥ ১৪৭
গড়পার হয়ে রাজা দেখে বিদ্যমানে।
সহর বাজার কুলি একাকার বানে ॥ ১৪৮
খানা নদী খাল বিল উহর কি ডাঙ্গা।
যোলক্রোশে কত সেতু স্রোতে গেছে ভাঙ্গা ॥
কুল কুল শব্দে বান কত দিকে ছুটে।
তরল তরঙ্গ তায় কত রঙ্গ উঠে ॥ ১৫০
মার্জ্জার মূষিক শিবা শশক শার্দ্দুল।
গলাগলি ভাসে বানে বিপত্তে ব্যাকুল ॥ ১৫১
ফণীর ফণায় চেপে চলিছে মণ্ডুক।
বিপাকে কাকের হাসি দেখিতে কৌতুক ॥ ১৫২
কর্পূর কহেন দাদা দেখ অসম্ভব।
সে বলে শুন হে সময়ে করে সব ॥ ১৫৩
এত বা চলি গেলা সঙ্কেত সরণি।
প্রবেশে র. র সভা উঠে জয়ধ্বনি ॥ ১৫৪
অমনি রাজ. ায় নত হৈল রায়।
যথাযোগ্য ব্যব. রে তুষিল সবায় ॥ ১৫৫
সমাদরে ভূপতি আপনি নিল কাছে।
তোমা বিনা বিপত্তে বান্ধব কেবা আছে। ১৫৬
আগমনে গেল গুরু গড়ের দুর্গতি।
শুনি কোপে কয় কিছু পাত্র মূঢ়মতি ॥ ১৫৭
নিরুগ অষ্টম দিনে ঘুচিল বাদল।
এত মিছে বড়াই বাড়ায়ে কো. ১৫৮

মাঝে মাঝে গত তার কত আট দিনে।
বুঝিতে না পারে কেহ ধর্ম্মমায়াধীনে ॥ ১৫৯
পাত্র বলে দুই দণ্ডে খণ্ডে যদি বান।
তবে সে তোমার কথা বুঝিব প্রমাণ ॥ ১৬০
রায়ের বদন রাজা চান এত শুনি।
ঈশ্বর আছেন ভাল কন সত্ত্বগুণী ॥ ১৬১
একান্ত ধর্ম্মের পদ মনে করি ধ্যান।
দেখিতে দেখিতে দূর হৈল দেব-বান ॥ ১৬২
সাধু সাধু বলে সেনে সকল সংসার।
মনে মাত্র পায় পীড়া পাত্র দুরাচার ॥ ১৬৩
মনে করে এবার বধিব মন্ত্রণাতে।
যমের দোসর কালু ডোম নাই সাথে ॥ ১৬৪
আত্মীয় পাথর নাই পালাবার পথ।
বুঝিব কেমন বেটা ধর্ম্মের ভকত ॥ ১৬৫
মনে মনে ভাবনা করিল মন্ত্রিবর।
অপূর্ব্ব ধর্ম্মের মায়া বিশ্ব অগোচর ॥ ১৬৬
পশ্চিম উদয় পূজা বার্ম্মতির চূড়া।
যায় পাত্র আপনি হইবে আঁটকুড়া ॥ ১৬৭
এত যুক্তি ঠাকুর ঘটা'ল তার ঘটে।
পূজা প্রকাশিব ভক্ত ঠেকায়ে সঙ্কটে ॥ ১৬৮
করপুটে কহে পাত্র রাজার সম্মুখ।
ভাল চিন্তা করিতে ভাগিনা ভাবে দুখ ॥ ১৬৯
আরম্ভিলা মহাপূজা না হইল সাঙ্গ।
অশেষ পাতকী হলে, ব্রত হলো ভঙ্গ ॥ ১৭০
সেই হতে কি হলো হয়েছে দশা হীন।
অমঙ্গল অশেষ প্রসবে প্রতিদিন ॥ ১৭১
মহামারি, মহার্ঘ, মড়ক মহীমাঝে।
ভাগিনা রক্ষা করুন মানায়ে ধর্ম্মরাজে ॥ ১৭২
শুনিয়া মলিন হইল রাজা পুণ্যবন্ত।
পাত্র বলে আছে রাজা প্রলয়ের অন্ত ॥ ১৭৩
এক রোগে রবি শশী বসে যে নিশায়।
পশ্চিমে দ্বাদশ দণ্ড সূর্য্যোদয় তায় ॥ ১৭৪
দরশনে পলায় এই পাতক দুর্গতি।
লাউসেন বলে সব অসম্ভব অতি ॥ ১৭৫
শুনি রাজা আপনি সেনের ধরে করে।
প্রবেশিলা গাজন ধর্ম্মের পূজাঘরে ॥ ১৭৬
এই দেখ বাপুরে পূজার আয়োজন।
না জানি কি পাপে বাম হলো নিরঞ্জন ॥ ১৭৭
অরে বাপু লাউসেন এই বার বার।
ব্রতভঙ্গ বিপত্তিসাগরে কর পার ॥ ১৭৮

সূর্য্য বংশ ধ্বংস হলো ব্রাহ্মণের শাপে।
উদ্ধারিল ভগীরথ হেন মহাপাপে ॥ ১৭৯
পশ্চিম উদয় তুমি দিবে মোর বাপ।
তবে খণ্ডে আমার অশেষ পাপ তাপ ॥ ১৮০
পাত্র বলে উচিত কহিতে আমি ঠক।
কোপেতে যুগল আঁখি জলন্ত পাবক ॥ ১৮১
হাতে ধরে হাকিম হুকুম কাটে কে।
ঘরে বসে লক্ষ্যের বিলাত লোটে যে ॥ ১৮২
জিনেছি সকল রাজ্য এই আছে বাকি।
গৌড়ে রাজা হতে বুঝি আবস্থিল ঠকি ॥ ১৮৩
পশ্চিমে উদয় দিয়া কিবা শুকশ্রম।
বন্দিশালে বান্ধয়ে আপনি ভাঙ্গ ভ্রম। ১৮৪
সেন বলে মার কাট বান্ধ মহাশয়।
সহসা বলিতে নারি পশ্চিম-উদয় ॥ ১৮৫
আজ্ঞা কর একান্ত ধর্ম্মের করি সেবা।
পাত্র বলে বচনে প্রতীতি করে কেবা ॥ ১৮৬
মা বাপ আনিয়ে আগে বন্দিশালে থুবি।
তবে পাবি খালাস, উদয় দিতে যাবি ॥ ১৮৭
রাজা বলে এই কর্ম্ম না করিলে নয়।
শেষ বুঝি সেনে বন্দি করিল নির্দ্দয় ॥ ১৮৮
দুপাশে করাতে শেল শিলা দিল বুকে।
চুলে ধরে টানে টাঙ্গে বিষ দিয়া মুখে ॥ ১৮৯
ধর্ম্মের সেবক বন্দী এইরূপে রায়।
ভক্তগণ-পীড়ায় প্রভুর অঙ্গদায় ॥ ১৯০
হাতে গলে বন্ধন নিগূঢ় পায়ে তোক।
মুখ হেরি কর্পূর কুমার করে শোক ॥ ১৯১
হরি-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৯২
লাউসেন বলে ভাই এ গতি আমার।
দুখিনী মায়েরে গিয়া কহ সমাচার ॥ ১৯৩
যার লাগি ম'লে তুমি ভর দিয় শালে।
সে জনে যমের ঘর ঘটিল কপালে ॥ ১৯৪
শুনিয়া কর্পূর বুক না পারে বান্ধিতে।
ধাইল ময়নামুখে কান্দিতে কান্দিতে ॥ ১৯৫
অতিবেগে দিবা রাতি সারথি ঠাকুর।
ময়না মায়ের কাছে প্রবেশে কর্পূর ॥ ১৯৬
করহানি কপালে কাতরে কয় কেন্দে।
বুড়বতি মামা গো দাদারে থুলো বেন্দে ॥ ১৯৭
ধর্ম্মপূজা গাজনে রাজার ব্রত ভঙ্গ।
পশ্চিম উদয় দিতে বন্ধেন পতঙ্গ ॥ ১৯৮

অঙ্গীকার না ক'রে ঘটেছে কারাগার।
তোমরা দু জনে গেলে দাদার উদ্ধার ॥ ১৯৯
হাহাকার শব্দ উঠে এত কথা শুনি।
সবারে প্রবোধে তবে রঞ্জাবতী রাণী ॥ ২০০
সত্ত্বগুণী সিদ্ধ বাছা সাধিবে সে কর্ম্ম।
কত সাধ্য সদয় উদয় দিবে ধর্ম্ম ॥ ২০১
কর্ম্মফলে চল নাথ গৌড়ে বন্দি থাকি।
পুত্র হেতু বসুদেব যেমত দেবকী ॥ ২০২
বীর কালু কয় কিছু নোয়াইয়া মাথা।
আজ্ঞা কর এইখানে গৌড়ের আনি ছাতা ॥ ২০৩
না হয় সেখানে রাজা হও মহারাজ।
সেন বলে ইহা অতি অনুচিত কাজ ॥ ২০৪
লঙ্ঘিলে নরক গতি নৃপতির নোন।
কি করিল কৃপাচার্য্য ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ ॥ ২০৫
প্রাণ হারাইল কেন দুর্য্যোধন লাগি।
সুখ দুখ নহে কেহ কপালের ভাগী ॥ ২০৬
ধন জন দেশ কালু দিনু তোর হাতে।
জোগাইবে দিবারাত্র রক্ষা পায় যাতে ॥ ২০৭
জাতি কুল ধন রঞ্জা সমর্পি সখায়।
প্রবোধ করিল পুরে সকল প্রজায় ॥ ২০৮
বিবরিয়া বিশেষ বলিল প্রজাগণে।
চুম্বন করেন চিত্র সেনের বদনে ॥ ২০৯
চরণে পড়িয়া কান্দে চারি রাজার ঝি।
রঞ্জা বলে উঠ বাছা মন কথা কি ॥ ২১০
কাটিয়া সঙ্কট সব হইবে সদয়।
অবশ্য দেবেন প্রভু পশ্চিম উদয় ॥ ২১১
সবারে প্রবোধবোলে করিলা সান্ত্বনা।
শ্রীধর্ম্ম একান্ত মনে করেন ভাবনা ॥ ২১২
নিরঞ্জনে পূজিয়া চলিলা রাজা রাণী।
কাছে কাছে দুই দাসী মানি কি কল্যাণী ॥ ২১৩
পিছে পাঁচ নফর কর্পূর আগে দৌড়ে।
মোকামে মোকামে আসি উপনীত গৌ[illegible] ॥ ২১৪
আছিল পাত্রের চর কহে গিয়া তারে।
অমনি রাজারে কয়ে বান্ধে কারাগারে ॥ ২১৫
পোয়ের প্রহার দেখি বিষম বন্ধনে।
পৃথিবী বিদার মানে মায়ের ক্রন্দনে ॥ ২১৬
করপুটে মা বাপে কুমার কিছু কন।
বুক বাঁধ বিপত্তে বিষাদ অকারণ ॥ ২১৭
কি বিধানে পূজিলে প্রসন্ন হবে প্রভু।
প[illegible] সূর্য্য [illegible]াই কভু ॥ ২১৮

রঞ্জাবতী বলে বাপু মোর কথা নাই।
রমাই পণ্ডিত লয়ে মানাবে গোঁসাই ॥ ২১৯
সামুলা সুন্দরী দিদি স্বর্গবিদ্যাধরী।
সব উপদেশ দিবে লও সঙ্গে করি ॥ ২২০
হরিহর বাইতি সঙ্গে করি লবে।
চিন্তানাই হাকণ্ডে পশ্চিম উদয় হবে ॥ ২২১
কারাগারে এত কথা কহিতে শুনিতে।
রাজ আজ্ঞা এল এক লাউসেনে নিতে ॥ ২২১
মোচন হইল রায় বিপদ বন্ধনে।
প্রণতি করিল পিতা-মাতার চরণে ॥ ২২৩
করে ধরি কর্পূরে কহেন তপোধন।
আমি বড় অভাগিয়া অতি অভাজন ॥ ২২৪
আপনি বন্ধন দিনু জননী-জনকে।
আমার নিস্তার দেখি আর মা নরকে ॥ ২২৫
ধর্মসেবা হেতু আমি দেশান্তরে যাই।
মাতা পিতা ধর্ম বন্দী ব'সে সেব ভাই ॥ ২২৬
পৃথিবীতে পুত্রের পরম এই ধর্ম।
পিতা-মাতা সেবার সমান নাই কর্ম ॥ ২২৭
যে কর্ম করিলে ভাই সব ঠাঁই জয়।
তোর পুণ্যে হয় যেন পশ্চিমে উদয় ॥ ২২৭
এত শুনি কর্পূর হইল প্রণিপাত।
প্রবোধিয়া গেল রায় রাজার সাক্ষাত ॥ ২২৯
রাজা বলে পশ্চিম উদয় যেয়ে দেও।
পাত্র বলে আগেতে প্রতিজ্ঞা-পত্র লও ॥ ২৩০
বারুই বৈশাখ নিশা বার দণ্ড কুহু।
তায় দিবে উদয় বাচাই মুহুর্মুহু ॥ ২৩১
এইরূপ প্রতিজ্ঞা লিখিয়া দিয়া রায়।
হাকণ্ডে উদয় দিতে হইল বিদায় ॥ ২৩২
সত্যবতী সামুলা বাইতি হরিহরে।
বিনয় বিশেষ বাণী বলে জোড় করে ॥ ২৩৩
সঙ্গে নি- শপর পণ্ডিত মহামতি।
ময়না নগ- বাসি প্রবোধে ভূপতি ॥ ২৩৪
জয়পতি খণ্ড দি যত প্রজাগণে।
নিজ দুঃখ নৃপতি জানান জনে জনে ॥ ২৩৫
বন্ধনে রহিল মাতা পিতা মহাশয়।
যাবৎ না দি:ব প্রভু পশ্চিমে উদয় ॥ ২৩৬
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দনা- -গী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥ ২৩৭
প্রজাগণ কন রায় তুমি ধর্মময়।
যেয়ে যে উদয় দিবে সে কথা নি- ২৩৮
তাবত অভাগা সব কারমুখ চাব।
বীর কালু বলে নাথ সঙ্গে আমি যাব ॥ ২৩৯
না দেখি বদন বিধু বাঁচিব কেমনে।
সবাবে তুষিল রায় মধুর বচনে ॥ ২৪০
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য তেজ দূরে।
একান্ত সেবিবে সবে শ্রীধর্ম ঠাকুরে ॥ ২৪১
অশিব করিবে আজ পূজা সাঙ্গ করি।
সেই পুণ্যে বিপত্তি সাগরে যেন তরি ॥ ২৪২
শুন ভাই বীর কালু তোর হাতে হাতে।
সঁপিনু রাজ্যের ভার রক্ষা পায় যাতে ॥ ২৪৩
দলুই সকলি সাতে থাকিবি মুফের।
কোনরূপে কেহ যেন নাহি পায় ভেদ ॥ ২৪৪
নিশার কোটাল তুমি দিনে হবে রাজা।
পরম পিরীতে পেলো পুরবাসী প্রজা ॥ ২৪৫
পরের যুবতী যেন জননী সমান।
তোর হাতে সঁপিনু জাতি কুল প্রাণ ॥ ২৪৬
যদি কোন অজ্ঞান আদরে আসে অরি।
সভয় নাহবে তারে দিবে দূর করি ॥ ২৪৭
এত বলি হাতে হাতে দিল পান ফুল।
মাথার পাগড়ি পাঁচ পুরটের মূল ॥ ২৪৮
লখের দিলেন দিব্য যোড়া পেড়ে সাড়ি।
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কাণে কাটা কড়ি ॥ ২৪৯
জীবন ভূষণ ধন জাতি কুল প্রাণ।
সখার জননী গো তোমার সম্প্রদান ॥ ২৫০
যাবত না আসি দেশে দশা থাকে হীন।
তাবত করিবে রক্ষা রাজ্যে রাত্র দিন ॥ ২৫১
শুনিয়া ডুমিনী ডোম সেনের সম্মুখে।
আজ্ঞা অঙ্গীকার করে যোড়হাত বুকে ॥ ২৫২
শেষে যেয়ে সকল শুনালে রাণীগণে।
কলিঙ্গা কহেন কিছু লোটায়ে চরণে ॥ ২৫৩
বেদে বলে বিশেষ বনিতা বাম অঙ্গ।
পশ্চিমে উদয় দিতে আমি যাব সঙ্গ ॥ ২৫৪
জায়ার সহিত ধর্ম সাধন সফল।
সেন বলে সুন্দরি দুর্গম অস্তাচল ॥ ২৫৫
অনুপমা পরম সুন্দরী তুমি তায়।
নিরখিতে বদন মদন মোহ পায় ॥ ২৫৬
থাকুক অন্যের কথা ত্রিলোকের নাথে।
ঘটেছে দারুণ দুঃখ সীতা লয়ে সাথে ॥ ২৫৭
ঘরে ব'সে পূজ ধর্ম পাল প্রজাগণে।
ক্ষমা করিবে সবে মধুর বচনে ॥ ২৫৮

প্রবেশে নির্গম বেণী দক্ষিণ প্রয়াগ।
যার জলে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মহাভাগ ॥ ২১
ঋষিঘাটে স্নান পূজা করি নরপতি।
বেগবতী বাণগঙ্গা বামে সরস্বতী ॥ ২২
সপ্তগ্রাম রাখি বামে অম্বিকার ঘাট।
পলকে দেখিলা প্রভু শ্রীরামের পাট ॥ ২৩
ডানি বামে কত গ্রাম জাহ্নবী সমীপ।
অনুপাম সুঠাম সম্মুখে নবদ্বীপ ॥ ২৪
সামুলা বলেন বাছা এই মহাস্থান।
যায় সচী জঠরে জন্মিল ভগবান ॥ ২৫
ভক্তরূপী সংসারে সন্ন্যাসী চূড়ামণি।
সর্ব্বজীবে সমভাব ভেদ নাহি গণি ॥ ২৬
কলিকাল-সর্পের করিতে দর্পচুর।
জন্মিল চৈতন্যচন্দ্র দয়ার ঠাকুর ॥ ২৭
আপনি অখিলগুরু অকিঞ্চন বেশে।
জীব লাগি জগতে ভ্রমেণ দেশে দেশে ॥ ২৮
মহাপাপতাপের তাপিত যত জীবে।
হরিনাম মহামন্ত্রে সবারে তারিবে ॥ ২৯
গোবিন্দ গরিমাগুণ গাইয়া বিভোল।
যাচিয়ে জগতে যত জীবে দিল কোল ॥ ৩০
শুনি প্রেমে পুলকিত লাউসেন রায়।
উদ্দেশে প্রণাম করি তরি মুখে ধায় ॥ ৩১
কাটোয়াতে এক নিশি করিল নিবাস।
যেখানে চৈতন্যচন্দ্র করিল সন্ন্যাস ॥ ৩২
প্রকাশ হইল রবি বেয়ে জান না।
অনুকূল বহে মন্দ মলয়ের বা ॥ ৩৩
পৌর্ণমাসী প্রভাতে প্রবেশ পদ্মাবতী।
ঘাহাতে কিরাল ধারা দেবী ভাগীরথী ॥ ৩৪
সেই ঘাটে ভূপতি করিলা স্নান দান।
বড়গঙ্গা তরঙ্গিণী বহিছে উজান ॥ ৩৫
ডানি বামে কত গ্রাম নাম নিব কত।
একে একে রেখে চলে মহাস্থান যত ॥ ৩৬
বারাণসী প্রবেশে সেবিলা শশিচূড়।
একপক্ষ বয়ে এলো পশ্চাৎ গৌড় ॥ ৩৭
সামুলা বলেন এই মহাস্থান কাশী।
সেন কন তীর্থের মহিমা শুনি মাসি ॥ ৩৮
ব্রত দাসী বলে বাপু ইথে মলে জীব।
আপনি আসিয়ে ব্রহ্ম নাম দেন শিব ॥ ৩৯
দ্বিতীয় কৈলাস এই পৃথিবীর পর।
যাহাতে এসেন নিত্য ব্যাস মুনিবর ॥ ৪০

শুনিয়া আনন্দচিত্ত হইল বিশ্বাস।
তিন দিন ভূপতি করিলা কাশী বাস ॥ ৪১
তবে তরি বাহিয়া চলিলা শীঘ্রগতি।
কত দিনে প্রয়াগে প্রবেশে মহামতি ॥ ৪২
সামুলা বলেন বাছা দেখরে উত্তম।
সূর্য্যসুতা সরস্বতী গঙ্গার সঙ্গম ॥ ৪৩
মগুনে খগুন যায় যমের যন্ত্রণা।
সঙ্গম-বেণীর ঘাটে কর দেবার্চ্চনা ॥ ৪৪
শুনিয়া সানন্দে রাজা স্নান পূজা করি।
হাকন্দ উদ্দেশে পুন ধেয়ে চলে তরি ॥ ৪৫
হরিদ্বার মথুরা গোকুল বৃন্দাবন।
যেখানে করিলা লীলা শ্রীমধুসূদন ॥ ৪৬
শ্রবণ কীর্ত্তন কত দেখিলা নয়ানে।
ভরসা ভাবিয়ে যান প্রভু ভগবানে ॥ ৪৭
কত দ্বীপ পর্ব্বত রহিল ডানি বাম।
সহর সরাই কত নদ নদী গ্রাম ॥ ৪৮
দুর্গম কানন কত এঝোড় ঝঙ্কার।
পালে পালে চলে হস্তী মহিষ গণ্ডার ॥ ৪৯
আর যত জলজন্তু বিহরে জঙ্গম।
জলদ নিনাদে যায় সিংহের বিক্রম ॥ ৫০
আগে ঐ অস্তগিরি সূর্য্য অস্ত যায়।
সামুলা বলেন দেখ লাউসেন রায় ॥ ৫১
অনেক দিবসে রাজা সংযাত সহিত।
হাকন্দে আনন্দ-স্কন্ধে হলো উপনীত ॥ ৫২
হাকন্দ নদীর জল অতুল রাতুল।
দুকূল কানন ঘাটে চিহ্নিত দেউল ॥ ৫৩
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের হুতাশন।
সে কালে সেবিলা সবে পুণ্য সনাতন ॥ ৫৪
নির্ম্মল হইলা যার পরশিতে জল।
ব্রহ্মপদ বিশেষ বাঞ্ছিত করতল ॥ ৫৫
উথলে অনন্দ-সিন্ধু সবার অন্তরে।
ধর্ম্মজয় ভক্তগণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৫৬
সামুলা বলেন এই আদ্যের দেহারা।
কানন কাটায়ে কর গাজনের ধারা ॥ ৫৭
প্রকাশ করিয়ে ঘাট বাঁধাও জলধি।
পূজিবে পশ্চিমে সূর্য্য উদয় অবধি ॥ ৫৮
জিজ্ঞাসিতে বসাই পণ্ডিত [illegible] সাথে।
ইছা-রাণা হাড়িকে [illegible] কয় রায় ॥ ৫৯
পরিসর কানন কাটিয়ে কর স্থল।
[illegible] একু [illegible] নির্ম্মল ॥ ৬০

যো হুকুম বলি হাড়ি কোদাল কুঠার।
করে নিল কালামুখি হীরাবাঁধা ধার॥ ৬১
গহন গমনে মনে ভয় ভাবে ভরা।
শুনিয়া শার্দ্দূল সিংহ শূকরের সাড়া॥ ৬২
তবে ইছা উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ধর্ম্মজয়।
শব্দ শুনে পশু পক্ষী স্তব্ধ হয়ে রয়॥ ৬৩
বন্দি বনস্পতিগণে বনে হানে চোট।
পশু পক্ষ ভূমে পড়ে শুয়ে যায় লোট॥ ৬৪
সিংহ সঙ্গে কুরঙ্গ মাতঙ্গ দিল ভঙ্গ।
ভক্ষ্য ভেক ভয়ে ধায় ভুজঙ্গের সঙ্গ॥ ৬৫
সয়চান সহিত পক্ষ লক্ষ লক্ষ উড়ে।
বাসা ডিম্ব রেখে কেহ ওত করে ঝোড়ে॥ ৬৬
শশক শার্দ্দূল শিবা শত শত ধায়।
বিপত্তে ব্যাকুল কেহ ফিরিয়ে না চায়॥ ৬৭
কেহ কারে নাহি হিংসে তরাসে তরল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥ ৬৮
নির্ভয় হইয়া হাড়ি, পরিসর স্থান যুড়ি,
বন কাটে ধর্ম্ম অনুকূল।
কাটিল পেয়াল কাল, পালিতা পলাশ শাল,
ক্ষুদ্র তাল তমাল তেঁতুল॥ ৬৯
করঞ্জা করন্দা সাঁড়া, খেঁদে কেয়া কালা কাড়া,
কালকাসন্দা কণ্টকী কাঁটাকুল।
ঝোপ ঝাপ ঝাউ ঝাটী, শাঁই সর সিজ কাটী,
কোদালে উপাড়ে তার মূল॥ ৭০
বৈঁচি বাবলা বেণা, বনবেত্র বনসোনা,
অপামার্গ আকন্দ আকল।
কাটিয়ে রাখিল লম্বা, আম জাম রাম রম্ভা,
বট বৃক্ষ বকুল শ্রীফল॥ ৭১
রাখে নানাপুষ্প শোভা, জাতি যুথী যোড় জবা
চাঁপা চন্দ্র-মালতী মল্লিকা।
পূজিতে পরমানন্দ, করবীর অরবিন্দ,
[illegible]ী বকুল টগরিকা॥ ৭২
তৃণ লতা [illegible] কাড়ি, [illegible] কোদালে চালিয়ে মাটী,
পরিপা[illegible] প্রকাশিলা স্থল।
চঞ্চল চরণ ভরে, কোদালে কর্দ্দম করে,
কলসে কলসে ঢালে জল॥ ৭৩
বেদের বিধান খণ্ড, অগধি যজ্ঞের কুণ্ড,
গঠিয়ে গোময় দিল [illegible]লে।
প্রকাশ করিয়ে ঘাট, [illegible]সর স্থান বাট,
[illegible]র্ষ হাড়ি নাচে হা[illegible]লে।

দেখিয়ে আনন্দ মনে, ভূপতি অনেক ধনে,
পরিতোষে হারিপের মন।
পণ্ডিত তখন সেনে, কহেন উত্তম ক্ষণে,
স্নান পূজা কর আরম্ভণ॥ ৭৪
সামুলা দিলেন সায়, শুনে আনন্দিত রায়,
ঢাকে কাটি দিল হরিহরে।
ধর্ম্মের পাদুকা মাথে, নাচে সবে বেত্র হাতে
ধর্ম্মজয় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ ৭৬
ধর্ম্মপদ করি ধ্যান, বৈদিক তান্ত্রিক স্নান,
তর্পণ তরণি অর্ঘ্যদান।
হাকন্দ নদীর জলে, নিত্য কৃত্য কুতূহলে
সমর্পিয়ে পূজে ভগবান॥ ৭৭
চক্রবর্ত্তী ধনঞ্জয়, তাহার তনয় দ্বয়,
কবিবর শঙ্কর প্রধান।
তদনুজ গৌরীকান্ত, কাব্য-সিন্ধু শান্ত দান্ত,
তত্তনুজ ঘনরাম গান॥ ৭৮
ধর্ম্মপদ-পঙ্কজ পূজিতে পূর্ব্বমুখে।
ভক্ত সব মধ্যে সেন বসিলা কৌতুকে॥ ৭৯
সামুলা সেনের মাসী আদ্যের আমিনী।
আয়োজন সবিশেষে বসে সীমন্তিনী॥ ৮০
প্রণাম প্রয়োগে পূজা পণ্ডিত প্রকাশে।
আচান্ত আসন শুদ্ধি বাহ্যবুদ্ধি নাশে॥ ৮১
তাম্রপাত্রে সজল তুলসী নিল কুশে।
সঙ্কল্প করিয়ে স্মরে পরম পুরুষে॥ ৮২
যোল উপচারে পূজে পরম উল্লাসে।
ধূপ ধুনা ধবল আসন ধৌত বাসে॥ ৮৩
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমল প্রচুর পুরট পদ্মমালা॥ ৮৪
উপহার অপর অনেক পরিপাটী।
ঘৃত দধি মধুপূর্ণ পুরটের বাটী॥ ৮৫
যাতি যুথী মল্লিকা মালতী মনোহর।
করবী কাঞ্চন কুন্দ তুলসী টগর॥ ৮৬
এইরূপে অনেক দিবস অনাহার।
ভকত সকল পূজে দেব করতার॥ ৮৭
কঠোর করিয়া কেহ জ্বালায় পাজলা।
কেহ ধ্যানে মহামন্ত্র জপে বর্ণমালা॥ ৮৮
দিন প্রতি তিন লক্ষ তুলসী যোগায়।
এক মনে একমণ ধুনা পোড়ে গায়॥ ৮৯
ঊর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
সংঘাত সহিত সবে ডাকে ধর্ম্মজয়॥ ৯০

ধূলায় লোটায়ে বেটো ধর্ম্মজয় [illegible]।
বায়েন বিভোল নাচে কাটি দিয়ে ঢাকে॥ ৯১
নিঠুর ঠাকুর তবু নহে বরদায়।
অবশেষে স্তুতি করি অবনী লোটায়॥ ৯২
ওহে প্রভু উদ্ধার অধম অভাগায়।
পাত্র-বশে পশ্চিমে উদয় রাজা চায়॥ ৯৩
পিতা মাতা দুঃখ পায় গৌড়-কারাগারে।
ও দুঃখ আপনি জান কৃষ্ণ-অবতারে॥ ৯৪
মায়ায় মায়ের গর্ভে জন্মিলা যখন।
তোমা লাগি দুষ্ট কংস দারুণ-বন্ধন॥ ৯৫
বসুদেব দেবকী দেবীর দিলা পায়।
খণ্ডাইলে ইঙ্গিতে আপনি যদুরায়॥ ৯৬
মো বড় পাপী যে প্রভু পড়েছি পাতকে।
আপনি বন্ধন দিলা জননী জনকে॥ ৯৭
এইবার উদ্ধার মোরে অনাথ-বান্ধব।
সুধন্বা রাখিলে তৈলে জোঘরে পাণ্ডব॥ ৯৮
প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা-বচন রক্ষা করি।
দেখা দিলে ফটিকে নৃসিংহরূপ ধরি॥ ৯৯
রেখেছ ধ্রুবের পণ আপনি গোঁসাই।
দিয়াছ ঐশ্বর্য্য-পদ যার পর নাই॥ ১০০
না করি তুলনা তার তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাম পতিত পাবন॥ ১০১
যোগী তোমা যোগবলে জপে নিরবধি।
পঞ্চমুখে পশুপতি বেদমুখে বিধি॥ ১০২
অনন্ত সহস্রমুখে না পাইল সীমা।
আমি মুর্খ মতি-ভ্রান্ত কি জানি মহিমা॥ ১০৩
পতিতপাবন নাম প্রকাশ করিয়ে।
পার কর পশ্চিম-উদয় বর দিয়ে॥ ১০৪
নতুবা মাতুল মোর মজাইবে সৃষ্টি।
কাতর কিঙ্কর ডাকে কর কৃপাদৃষ্টি॥ ১০৫
এইরূপে পূজা ভক্তি স্তুতি করে রায়।
হেনকালে পড়ে বজ্র পাত্রের মাথায়॥ ১০৬
রাজসভা মাঝে বসে ভাবিল নাবড়ি।
কতদিনে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ি॥ ১০৭
চারি ছুঁড়ি বধূকে করিব রণ্ডিকা।
ময়না মজায়ে পিছে পূজিব চণ্ডিকা॥ ১০৮
ভাগিনা পাঠানু ভাল মরণের পথে।
আমি গিয়ে ময়না লুটিব ভাল মতে॥ ১০৯
কি করিবে অবলা অপর কালু ডোম।
নব-লক্ষ সেনা সঙ্গে সেজে যাব যম॥ ১১০
গণ্ডারে ভাঙ্গিল রাজ্য দক্ষিণ ময়না।
রাজারে ভুলাতে এত ভাবিল মন্ত্রণা॥ ১১১
পাত্র বলে মহারাজ বাড়িল জঞ্জাল।
ভাগিনা উদয় আশে গেলা চিরকাল॥ ১১২
গণ্ডারে ভাঙ্গিল রাজ্য ময়না সহর।
প্রজালোক পলালো ফেলিয়ে বাড়ী ঘর॥ ১১৩
বীর কালু আদি যত হ'ল মহীলতা।
জম্ভের তনয় দম্ভে যেমন দেবতা॥ ১১৪
অবলা কেবল থাকে অম্বুচিত তায়।
প্রাণের অধিক নাতি চিত্রসেন রায়॥ ১১৫
রাজা কন শীকারে সাজিয়ে তবে যাই।
সেন এলে পিছে পাছে অনুযোগ পাই॥ ১১৬
এত শুনে মহাপাত্র হ'ল চমকিত।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মসংগীত॥ ১১৭
মন্ত্রণা ভাবিয়ে পুন রাজার সাক্ষাত।
মহাপাত্র কয় কিছু যোড় করি হাত॥ ১১৮
দূরাদূর দুরন্ত শীকারে কাজ নাই।
এইরূপে সত্রাজিত ভূপতির ভাই॥ ১১৯
প্রসেন সিংহের হাতে হারাল পরাণ।
কৃষ্ণের কলঙ্ক যায় পুরাণে প্রমাণ॥ ২০
শান্তনু রাজার সুত সাজিয়ে শীকারে।
মরেছে যক্ষের হাতে বিদিত সংসারে॥ ১২১
তুমি কত শত্রুর করেছ মানভঙ্গ।
কি জানি কে কোথা এসে করে কোন্ রঙ্গ॥ ১২২
অমঙ্গল অশেষ ছাড়িলে রাজপাট।
আমারে হুকুম দেহ নবলক্ষ ঠাট॥ ১২৩
বিরাট রাজার শালা আছিল কীচক।
কোন্ কার্য্যে কোথা নাই রেখে এল সক॥ ১২৪
নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভার।
নখে কাটা যায় যাহা কি কাজ কুঠার॥ ১২৫
বিশেষ কাঞ্চন কাচে অনেক অন্তর।
পদরজ তুল্য অর্থ নফর চাকর॥ ১২৬
সিংহাসনে বসিয়ে বিরাজে মহারাজ।
রাজা বলে পাত্র তবে অনুচিত ব্যাজ॥ ১২৭
সেনা সব সঙ্গে শীঘ্র সাজ সাবধান।
গণ্ডা বধে খড়্গাখান আনিবে নিশান॥ ১২৮
আসান করিবে যত ময়না [illegible]াকে।
সেনের সন্তাপে সবে [illegible]কুল শোকে॥ ১২৯
কালুবীরে সহর [illegible]বে হাতে হাতে।
ক[illegible] মাজা [illegible]কা পায় যাতে॥ ১[illegible]০

মহলে মুকেদ যেন সথে ডোমনী থাকে।
পুরস্কার করিয়া আপনি কবে তাকে ॥ ১৩১
বধূগণে বিবিধ বসন অলঙ্কার।
চিত্রসেনে কনক কাবাই কণ্ঠহার ॥ ১৩২
লৌকিক করিয়ে কবে প্রবোধ বচন।
চিন্তা নাই নিকটে আসিব তপোধন ॥ ১৩৩
অঙ্গীকার করি পাত্র নত হয়ে চলে।
যেতে যেতে নাবড়ি অমনি ফিরে বলে ॥ ১৩৪
দেশে নাই ভাগিনা নায়ক শিশু নারী।
কালুডোম কেবল করতা কর্ম্মচারী ॥ ১৩৫
দেখি কিছু অবিচার অধর্ম্মের ধারা।
কালু কিম্বা করে যদি ইছায়ের পারা ॥ ১৩৬
তবে কি সহিতে পারে নবলক্ষদল।
এত বলি চঞ্চল চরণে করে বল ॥ ১৩৭
যেয়ে যত পাপিষ্ঠ করিবে দূরাদূর।
প্রকারে রাজার কাছে জন্মাল অঙ্কুর ॥ ১৩৮
পাত্র দিল হুকুম সাজিতে সেনাগণে।
টমক টেমাই কাড়া বাজে ঘনে ঘনে ॥ ১৩৯
সাজ সাজ সত্বর শিঙ্গায় সুধু সাড়া।
ডিগি ডিগি দগড়ি সঘনে পড়ে কাড়া ॥ ১৪০
ধাও ধাও ধামাসা দামামা দামদুম।
শীকারে ময়নামহী সাজিতে হুকুম ॥ ১৪১
নিসানে নকিব এত ফুকারে সহরে।
সাজ সাজ উঠে শব্দ সকল লস্করে ॥ ১৪২
শুনিয়ে সত্বরে সবে করিছে সাজন।
রায়বেঁয়ে বারভুঞে মিরমিঞাগণ ॥ ১৪৩
হাতী ঘোড়া উট গাড়ী সিফাই ফরিক।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক ॥ ১৪৪
নবঘন-বরণ বারণগণ সাজি।
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত বাজি ॥ ১৪৫
তিন লক্ষ তাজাতাজি তরকি তুরঙ্গ।
উনলক্ষ [illegible] বুঝারু মাতঙ্গ ॥ ১৪৬
অপর টা[illegible] টাটু টাঙ্গি ফরিকার।
সমুদায়ে নব লক্ষ যম-অবতার ॥ ১৪৭
পাত্র আগে দাখিল হইতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি ॥ ১৪৮
সাজিয়ে সুমার হল [illegible] সেনা।
কুঞ্জর উপরে উঠে দুড় দুড় [illegible]জনা ॥ ১৪৯
কাড়াপাড়া যোড়া শিঙ্গা দামামা দগড়।
হাতীর উবণি [illegible] ঘোড়ার [illegible]

দুড় দুড় বন্দুক গোলার হুড়াহুড়।
কামানী কামান ছাড়ে কাঁপায়ে গউড় ॥ ১৫১
ঢাল মুড়া হয়ে কেহ ডাকে হান হান।
হানে হেন দেখিতে অমনি সাবধান ॥ ১৫২
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়ে লাফে লাফে।
বীর দাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥ ১৫৩
উভলাফে উঠে কেহ হাত দশ বিশ।
পাত্র মহামদ দেখে পরম হরিষ ॥ ১৫৪
একাকার হাতী ঘোঁড়া রাহুত মাহুত।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত ॥ ১৫৫
আপনি সাজিয়ে শেষে চলিল পাত্তর।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবর ॥ ১৫৬
চতুরঙ্গ দলে বলে, চৌদিকে চাপিয়ে চলে,
আগুদলে রণরঙ্গ রায়।
একাকার ঘোঁড়া হাতী, চলে মান্ধাতার নাতি,
সংগতি সংগ্রামে সিংহ ধায় ॥ ১৫৭
রণসিংহ রমাপতি, রঞ্জয় রঞ্জিত রথী,
গজপতি ভূপতির মামা।
রণভীম মহামতি, তিন লক্ষ সেনাপতি,
গজপৃষ্ঠে বাজে যার দামা ॥ ১৫৮
ভগবতী ভগবান, ভুঞ্জ ভূঞে চন্দ্রবান,
চোহান প্রধান নরপতি।
চতুরঙ্গ বলে ধায়, রূপসেন রাম রায়,
গজসিংহ গজেন্দ্র নৃপতি ॥ ১৫৯
রঙ্গদেশী রঙ্গরায়, সুরঙ্গে তুরঙ্গে ধায়,
মাতঙ্গে নিশান যার আগে।
তুরগ হাজার ত্রিশে, করিবর শত বিশে,
সেজে চলে যত বীর ভাগে ॥ ১৬০
গোয়ালা-ভূমের ভূপ, সাজিল সজ্জন গোপ,
কুঞ্জর কুলীন রাজবংশ।
ঘোষ পাল কলে পান, সভা মাঝে যার মান,
গোয়ালা কুলের অবতংস ॥ ১৬১
চলে ভট্ট গঙ্গাধর, পুরোহিত দ্বিজবর,
কুঞ্জর উপরে করি ভর।
পর্ব্বতীয়া তাজা তাজি, আরোহি সহর-কাজি,
[illegible]মুর মাঝি সাজিল সত্বর ॥ ১৬২
শিরে তাজ পায়ে মোজা, মাতিল মোগল খোজা,
শীকার শুনিয়ে রণ-বুধ।
ঘন বাজে ঘোর দামা, সাজিল সেনের মামা,
খানসামা খোস্যাল মামুদ ॥ ১৬৩

সেক সুজা সাকিবাকি, সৈয়দ মামুদ তাকি,
তুরগি এরাগি পৃষ্ঠে ধান।
হাসন হুসন মিঞা, অপরঞ্চ বারভুঁঞা
মির মিঞা মোগল পাঠান॥ ১৬৪
রণভুঁঞা মল্লভুঁঞা, মগধ মাগধ মিয়া
এক লক্ষ সেনা সঙ্গে ধায়।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী, রায়বেঁশে ফরিকালি,
রাহুত মাহুত সমুদায়॥ ১৬৫
কুলীন কায়স্থ বৈদ্য, আইস আঘুরি আদ্য,
বিজয় জাইগিরি যার গাঁ।
যমসম ডোম কামু, রামু চামু সামু নিমু,
সাজিল বণিক দামুর দাঁ॥ ১৬৬
বাজে রণজয়ঢোল, মাটিশত সাজে কোল,
বিভোল ভবানী ভেবে সাথে।
উলটী পালটী হাটী, বীরদাপে কাঁপে মাটী,
তিনকোটী তীর ধনু হাতে॥ ১৬৭
তাঁতি তেলি জেলে মালী, ষোলশত সাজে ঢালী,
বনমালী তামুলি সামিল।
চুড়া চাঁদা চাঁপাড়াল, কালচিতা বেড়া কাল,
ইন্দ্রজাল কোটাল কুটিল॥ ১৬৮
সমুদায়ে নব লক্ষ, চলিল পাত্রের পক্ষ,
বীরদর্পে চতুরঙ্গ দল।
গগনে ভুবনে মেলি, একাকার ধুলাবালি,
ধমকে ধরণী টলমল॥ ১৬৯
রামচন্দ্র-পদদ্বন্দ্ব, বন্দিয়ে ত্রিপদী ছন্দ,
আনন্দ হৃদয় ঘনরাম।
কবিরত্ন রস ভাসে, শ্রবণে পাতক নাশে,
সুপ্রকাশে পূরে মনস্কাম॥ ১৭০
চলেরে পাত্র, মহামদ মাত্র,
মজাতে আপনা।
নাশিতে সেনাগণ, তুষিতে দানাগণ,
ভাঙ্গিতে ভাগিনার ময়না॥ ১৭১
আগে ধায় ধানুকী, ঢালিগণ বন্দুকী,
করিবর এরাকি রাজে।
তাজি বাজি টাঙ্গনে, সেনাগণ বাহনে,
বারণে মহামদ মাঝে॥ ১৭২
চলিল দলবল, উট গাড়ি পাঁওদল,
যুড়িয়ে ষোল ক্রোশ বাট।
বাজনা খাও খাও, রণশিঙ্গা ভাঁও ভাঁও,
সমাকুল ভূপতির ঠাট॥ ১৭৩
আগে আগে ছোলদার, বেগারি বেলদার,
সরণি সমতুল করে।
যোজনেক জুড়িয়ে, লোক জন ছাড়িয়ে,
পালাল বেগারের ডরে॥ ১৭৪
গুড়ায়ে দলবল, সাজে সবে সম্বল,
বেগারিগণ আগুসার।
আরোহিয়ে তরণী, তরল তরঙ্গিণী,
পদ্মাবতী হল পার॥ ১৭৫
কিবা দিবা রজনী, বেগে ধায় সরণি,
পাত্র দেয় রহিতে বাধা।
আগে যে দলবল, তারা খায় ভাল জল,
পাছুদল পায় তার কাদা॥ ১৭৬
সরাই শত শত, পার হল সেনা যত,
কত নদী নগর গ্রাম।
ময়নার আপদ, মনেতে মহামদ,
ভাবিয়ে চলে অবিরাম॥ ১৭৭
স্নান পূজা ভক্ষণ, কেবল বিলম্বন,
নতুবা না রহে এক তিল।
গুরুতর গমনে, রজনীর বদনে,
প্রবেশে পদমার বিল॥ ১৭৮
সম্মুখে ক্রোশ আধ, ময়না মহামদ,
দেখিয়ে করিল মোকাম।
অতিশয় মনসা, গুরুপদ ভরসা
ভণয়ে দ্বিজ ঘনরাম॥ ১৭৯

পশ্চিম উদয় আরম্ভ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

জাগরণ পালা।

প্রদোষে পল্মমা আসি প্রবেশে পা[illegible]।
নকিবে হুকুম দিল রাখিতে নজর॥ ১
রহ রহ নকিব নিশানে হেঁকে কয়।
নবলক্ষ দল বল অচল হয়ে রয়॥ ২
থাক থাক শব্দে কাট [illegible] ভূছে দামায়।
হাতী ঘোড়া অমনি রহিল ঠায় ঠায়॥ ৩
হেনকালে [illegible] কিছু কহিছে প্রতাপে।
[illegible] থাক চুপচাপে॥ ৪

তবে যদি কেহ করে আপন ওয়ালী।
তার রক্তে পূজিব রঙ্গিণী ভদ্রকালী ॥ ৫
নাক কাণ ছুকর কাটিয়া কর ঠুঁটা।
ঘরবাড়ী সব(ই) তার দেশে যাবে লুটা ॥ ৬
এত যদি পাত্রের প্রতাপে পড়ে কাড়া।
অঙ্গ থাকু হাতী ঘোড়া নাই দেয় সাড়া ॥ ৭
মোকাম করিতে পাত্র বলে বার বার।
তবে তাঁবু কানাত পড়িল একাকার ॥ ৮
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত মিশা।
উত্তরিল মহাপাত্র উপনীত নিশা ॥ ৯
তখন মনের কথা পাত্র কয় ফুটে।
মহিমে ময়নামহী সবে লও লুটে ॥ ১০
ভাগিনা দিয়াছে দুঃখ বিবিধ প্রকার।
আজি আমি ময়না করিব ছারখার ॥ ১১
অন্তরের শেল মোর সবে কর দূর।
পশ্চাৎ গণ্ডার বধে পাবে নিজ পুর ॥ ১২
সুযুক্তি সবাই শুন নবলক্ষ দল।
সহসাৎ সহরে সাজিয়া নাহি ফল ॥ ১৩
ভেদ যেয়ে জনেক জানিয়ে এস আগে।
কে কোথা প্রহরী জাগে কাল নিশাভাগে ॥ ১৪
কোন পথে সান্ধায়ে সহরে দিব হানা।
বুঝে এস বীর কালু কোথা দেয় থানা ॥ ১৫
এইরূপ অসুর অমর নর-ভাগে।
সেজে যেয়ে শত্রুর সন্ধান জানে আগে ॥ ১৬
আপনি শ্রীধর-বন্ধু রাম সিন্ধু-পারে।
প্রথমে পাঠাল চর বালির কুমারে ॥ ১৭
বিবাদ বাড়ালো শেষে বুঝিয়া বিশেষ।
জেনে এলে সেইরূপে করিব প্রবেশ ॥ ১৮
এত বলি সভামাঝে পাত্র এড়ে পান।
যে যাবে তৎকাল যাও বাড়াব সম্মান ॥ ১৯
ঘোড়া জোড়া হাতী ক্ষিতি করিব ইনাম।
ত্রিভুবন মাঝে সন্মান দিয়া জাগাইব নাম ॥ ২০
এ কথা শুনিয়া কারো মুখে নাই রা।
অমঙ্গল শুনে কাঁপে সবাকার গা ॥ ২১
ক্ষেম ক্ষিতি মাহিনা ইনামে নাহি ফল।
কত ধন পরাণ বাঁচিলে করতল ॥ ২২
জন্মে যদি জগতে না [illegible] কোন গুণ।
প্রকারে পালিব পেট করিয়ে বেগুণ ॥ ২৩
যমদূত দোসর দলুই তের ডোম।
দুর্মুখা ধূমসী লখে রণে নয় ভোম।

দেখিলে পরাণ নিবে নাহি দিবে ছেড়ে।
জানিলে এমন তত্ত্ব আসে কোন ভেড়ে ॥ ২৫
না হয় এ দেশ ছেড়ে হতাম দেশান্তরি।
ধিক্ থাক পরাধীন পরের চাকরি ॥ ২৬
রাজার সাক্ষাতে কথা রাখিতে সংগর।
এখানে লুঠিতে চায় পাপিষ্ঠ পাত্তর ॥ ২৭
এইরূপে যত সেনা করে অনুমান।
গৌণ দেখি কহিছে পাত্তর কোপবান ॥ ২৮
সভামাঝে দিনু আমি কোন ছার ভার।
এই মুখে বড়াই শুনেছি সবাকার ॥ ২৯
দেশ লুটে খেতে আছে সবার যোগ্যতা।
করিতে কড়ার কার্য্য করো হেঁট মাথা ॥ ৩০
ভালরে বুঝিব থাক দেশে যেতে দে।
করিব ইহার শাস্তি মনে আছে যে ॥ ৩১
এত শুনি লাজে ভয়ে সবাই চিন্তিত।
সাগর লঙ্ঘিতে যেন বানর লজ্জিত ॥ ৩২
যে কালে করিতে দেবী সীতার উদ্দেশ।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া লঙ্কা করিতে প্রবেশ ॥ ৩৩
বড় বড় বানরের পুঁড়া পারা পেট।
পবন-নন্দন বিনা মাথা করে হেঁট ॥ ৩৪
সেইরূপে লাজে ভয়ে সবে ভাব্যমান।
হেন কালে ইন্দেমেটে উঠাইল পান ॥ ৩৫
যে হুকুম বলিয়া চলিল ইন্দ্রজাল।
পাত্র বলে যাও খুব করিব নেহাল ॥ ৩৬
বেড়েছে ইন্দের আশা এসে একবার।
হয়েছে নিন্দাটী দিয়া রঞ্জার কুমার ॥ ৩৭
মনে করে সেইরূপি করিব প্রবেশ।
ভাবিল ভবানী-পদ ভরসা বিশেষ ॥ ৩৮
উপহার অপর অনেক আয়োজনে।
পূজিতে পর্ব্বতীপদ পরম যতনে ॥ ৩৯
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে হলো উপনীত।
ভনে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥ ৪০
অধিক আনন্দে ইন্দা উগ্রচণ্ডা দেবী।
পূজিলে প্রমাদ খণ্ডে যার পদ সেবি ॥ ৪১
আতপ তণ্ডুল চিনি কুঙ্কুম কস্তুরী।
অগুরু চন্দন গন্ধে অর্চ্চিলা ঈশ্বরী ॥ ৪২
উপহার অপরঞ্চ পঞ্চ উপচার।
ঘৃতের প্রদীপ ধূনা ধূপে অন্ধকার ॥ ৪৩
জাতি যূথি যোড় জবা চাঁপা চন্দ্রমালী।
চন্দনাক্ত রক্ত-ওড়ে পূজে ভদ্রকালী ॥ ৪৪

কাল ধল যুগল ছাগল দিল বলি।
বাহু তুলি নাচে গায় জয় জয় বাসুলী ॥ ৪৫
হেনকালে কৃপায় উঠিলা কাত্যায়নী।
স্তুতি করি ইন্দেমেটে লোটায়ে অবনী ॥ ৪৬
নৃসিংহনাশিনী নমো নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গা-খর্পরধারিণী ॥ ৪৭
করালবদনা কালী কৃপা কর মা।
কেবা নাহি পার হলো পূজে রাঙা পা ॥ ৪৮
অকালে আপনি বিধি করিলা বোধন।
তোমা পুজি রাম রণে বধিল রাবণ ॥ ৪৯
অমর অধিপ ইন্দ্র আরাধ্য ও পদ।
প্রলয় খণ্ডালো মহা ব্রহ্মার বিপদ ॥ ৫০
পুরাণে পণ্ডিত মুখে শুনি সর্ব্ব ঠাঁই।
তোমা বিনা পতিতপাবনী কেহ নাই ॥ ৫১
শুনে তুষ্ট ত্রিলোক-তারিণী যাচে বর।
ইন্দেমেটে কয় কিছু করি যোড় কর ॥ ৫২
ময়না চর্চ্চিতে মোরে মহামদ কয়।
প্রবেশে পরের পুর প্রাণে পাই ভয় ॥ ৫৩
নগরে নিদাটী দিব তুমি কর ভর।
ভবানী বলেন ভাল, দিলাম ঐ বর ॥ ৫৪
লখেকে কেবল কিন্তু হবে সাবধান।
এত বলি ত্রিলোকতারিণী তিরোধান ॥ ৫৫
তবে ইন্দা পার হয়ে প্রবেশি সহরে।
পড়িছে ইন্দুরমাটী ধরি উভ করে ॥ ৫৬
জাগ জাগ জাগ মাটী কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে এস নিদ্রা ঘোর ॥ ৫৭
আগম ডাকিনী তন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটী।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ লাগ নিদাটী ॥ ৫৮
লাগ লাগ নিদাটী, নগর জুড়ে লাগ।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীরভাগ ॥ ৫৯
খাটে ভোটে ভূমে পড়ে যে জন ঘুমায়।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা ধর যেয়ে তায় ॥ ৬০
শয্যায় আসনে শুয়ে বসে যেবা জাগে।
ঘোর নিদ্রা নিদাটী নয়নে তার লাগে ॥ ৬১
চৌদিকে প্রহরী জাগে আগে লাগ তায়।
কাঙুরে কামাখ্যা দেবী চণ্ডীর আজ্ঞায় ॥ ৬২
মাটী পড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াইতে সহরে সবার উঠে হাই ॥ ৬৩
যেখানে যেরূপে যেবা আছিল কথায়।
নয়নে নিদাটী লেগে পড়ে ঠায় ঠায় ॥ ৬৪

হাটীলা বাজারু কান্দু কাবাড়ি কুজুড়া।
কিবা বা যুবতী যুবা কিবা বাল্য বুড়া ॥ ৬৫
সুখবাসী চাষী কিবা প্রবাসী চাকর।
নয়নে নিদাটী লেগে নিদ্রায় কাতর ॥ ৬৬
জীব জন্তু আদি যত অচেতন গড়ে।
থাকুক অন্যের কথা পাতা নাহি নড়ে ॥ ৬৭
মন্দগতি সহরে সান্ধায়ে বুঝে সাড়া।
প্রবেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের পাড়া ॥ ৬৮
দেখিল সকল লোক অচেতন ঘুমে।
কেহ খাট পালঙ্ক শয্যায় কেহ ভূমে ॥ ৬৯
পণ্ডিত পুস্তক কোলে পড়ে যায় নিদ।
পাঁদাড়ে ঘুমায় চোর ঘরে কেটে সিঁদ ॥ ৭০
ইন্দার আনন্দ অতি নিদাটীর ফলে।
পাড়া পাড়া সাড়া বুঝে সবার মহলে ॥ ৭১
ঘোর ঘুমে ঘরে কেহ উঠানে পিঁড়ায়।
অনাথ-মণ্ডপে কত অতিথি ঘুমায় ॥ ৭২
কত নারী শিশুর বদনে দিয়ে স্তন।
ছায়ে মায়ে ভূমে পড়ে ঘুমে অচেতন ॥ ৭৩
বাঁ হাতে পাঁজের গোছা, ডানি হাতে কাটী।
কাটুনী পড়েছে ঢুলে লেগেছে নিদাটী ॥ ৭৪
রজনী জাগিতো যারা মদনজ্বালায়।
হেন যুবা যুবতী বিয়োগে ঘুম যায় ॥ ৭৫
এলায়ে সাধের খোঁপা চাঁপা ফুল গা।
সুনব-নাগরী কিবা ছেলে-পিলের মা ॥ ৭৬
গর্ব্বিত ভরম ভয় সব গেছে দূর।
যেখানে সেখানে পড়ে নিদ্রায় আতুর ॥ ৭৭
পিঁড়া ঘরে ঝারি খুরি ঘটী বাটী থালা।
উঠানে উলঙ্গ ঘুমে ঘরে জ্বলে আলা ॥ ৭৮
নিদ্রা যায় দোকানী, দোকান নাহি তুলে।
ঘোর ঘুমে তাঁত-গাড়ে তাঁতি পড়ে ঢুলে ॥ ৭৯
জঘনে জঘনে যুগ্ম বদনে বদন।
নাগরী নাগর কোলে নিদ্রায় মগন ॥
রঞ্জনী রঞ্জনশালে নিদ্রা যায় পড়ে।
পুরীশুদ্ধ নিন্দাটী করেছে ঘুমগড়ে ॥ ৮১
বীর কালু চৌকির উপর ছিল বসে।
ঢুলে ঢুলে মাথার পাগড়ি [illegible] খসে ॥ ৮২
দূরে পড়ে ঢাল খাঁড়া [illegible] সেল তীর।
ভূমে পড়ে ফুঁফায়ে [illegible]য় মহাবীর ॥ ৮৩
কালুর কাটারি ছিঁড়ি মস্তকের চিরা।
[illegible] একু [illegible] ওরে চায় ফিরা ॥ ৮৪

যমদূত দোসর দলুই তের জন।
চারিদেগে চৌকির উপর অচেতন ॥ ৮৫
সালুর শীকার-মুখে ঘুমায় ভুজঙ্গ।
শশক শার্দ্দূল শিবা শূকরের সঙ্গ ॥ ৮৬
জলতে ঘুমায় মৎস্য পক্ষিগণ গাছে।
যতগুলি কুকুর ঘুমায় পড়ে নাছে ॥ ৮৭
এইরূপে সহরে সবাই নিদ্রা যায়।
সবে মাত্র জাগে লখে ধর্ম্মের কৃপায় ॥ ৯৮
সকল চর্চ্চিয়া শেষে ফিরে ডোমপাড়া।
লখে ডোমনী পেলে তার চরণের সাড়া ॥ ৮৯
তাড়া দিল বীরের বনিতা বীরদাপে।
তরাসে তরলতনু ইন্দেমেটে কাঁপে ॥ ৯০
না হলো বিপত্তি কোন কালীর কৃপায়।
পার হয়ে কালিন্দী পাত্রের সভা পায় ॥ ৯১
দেখিয়া চঞ্চল হলো নবলক্ষ দল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ৯২
নবলক্ষ দলে পাত্র আছিল বসিয়া।
হেনকালে ইন্দেমেটে উত্তরিল গিয়া ॥ ৯৩
লঙ্কাপুরী চর্চ্চি যেন বালির নন্দন।
রাবনের মাথার মুকুট নিদর্শন ॥ ৪
মহাবীর অঙ্গদ আনিয়াছিল বলে।
সেইরূপে কালুর পাগড়ী নিল ছলে ॥ ৯৫
পাত্রে আগে দিয়ে মাথা নোয়াল কোটাল।
কহিতে লাগিল গড় বেড়গে তৎকাল ॥ ৯৬
নিদাটী দিয়াছি আমি কালিকা সাধনে।
মৃততুল্য সবারে রেখেছি অচেতন ॥ ৯৭
যে সব ডোমের ডরে যম যায় ফিরে।
হেন কালু বীরের মাথার লও চিরে ॥ ৯৮
দেখিয়া খোসাল পাত্র দিল খাসা যোড়া।
বরাত রাখিল পিছে পাবি খুব ঘোড়া ॥ ৯৯
হুকুম ই[illegible]রে উঠে গৌড়ের নাবড়।
গড় বেড়[illegible] শব্দ উঠে তড়বড় ॥ ১০০
অছিল কো[illegible] বাঁধা নবলক্ষ দল।
গজবাজী চড়ে কেহ পায়ে করে বল ॥ ১০১
তরবড়ি তড়ে নদী পার হয়ে চলে।
মাড়নে মৃডাল মৎস্য [illegible]ালিন্দীর জলে ॥ ১০২
কুল কুল কালিন্দী কমল[illegible]েকাণ।
পাত্তর পেরুল নদী ভাবি কত[illegible]ান ॥ ১০৩
পার হয়ে পাত্র কয় প্রধান সেনায়।
মান্ধাতার নাতি শুন রণসিংহ[illegible]

অপর সবারে বলি না করিবে শঙ্কা।
বানরে বেড়িল যেন স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥ ১০৫
সেইরূপে সবে যেয়ে গড় বেড় আগে।
চারিদিকে থানা দেহ যত বীর-ভাগে ॥ ১০৬
যো হুকুম বলিয়া চলিল সব সেনা।
গড় বেড়ে চৌদিকে চঞ্চল দিল থানা ॥ ১০৭
পূর্ব্বদিকে পীরজাদা হাসন হুসন।
সেখ সুজা সাকি বাকি মীর মিঞাগণ ॥ ১০৮
খানসামা মীর মিঞা মোগলের খোজা।
জামা জেবে হেবা রুটী পদতলে মোজা ॥ ১০৯
রণভীম রায় আদি সামন্ত শেখর।
থানার দক্ষিণদিকে রাখিল পাত্তর ॥ ১১০
ভঞ্জ ভুঁয়া ভূভুখ ভবানীচন্দ্র ভান।
পশ্চিমে পাঠান আদি যাহার পুস্তান ॥ ১১১
পশ্চিম থানায় থাকে মান্ধাতার নাতি।
ধলমল্ল বরাহ ভূপতি যার সাথী ॥ ১১২
যমের দোসর সঙ্গে নিজ নিজ সেনা।
মহাপাত্র উত্তরে আপনি দিল থানা ॥ ১১৩
কালুর সোদর কামু, ভাট গঙ্গাধর।
দক্ষিণা হাজরা হবি উত্তর কুঙর ॥ ১১৪
পাত্র বেড়ে রহিল অপর যত বীরে।
চৌদিগে চঞ্চল চৌকা ইন্দামেটে ফিরে ॥ ১১৫
ঝোপ ঝাপ কানন কাটিয়া রাখে থানা।
ওত পেলে বীর কালু পাছে দেয় হানা ॥ ১১৬
আগে আগে বেলদার রাখিল আড়কাঁথি।
চারিদিকে কাঠগড়াকোলে তার হাতী ॥ ১১৭
কাণে কাণে রাউত পশ্চাৎ ঘোড়া রাখে।
ঢালী পিছে ধানুকি বন্দুকী বাকি থাকে ॥ ১১৮
কাঁথি আড়ে কামানী কামান ধরে রয়।
তবু পাত্র ভাবে মনে লুমসীর ভয় ॥ ১১৯
পাত্র বলে সাবধানে সবে রাখ থানা।
দণ্ড দুই দেখি তবে দিব রাত্রে হানা ॥ ১২০
এত বলি গড় বেড়ে রহিল পাত্তর।
বিপত্তিসাগরে ভাসে ময়না নগর ॥ ১২১
অন্তরে জানিল ধর্ম্ম অখিল আধান।
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ কবিরত্ন গান ॥ ১২২

দুষ্টের দুরন্ত কর্ম্ম, ভক্তের বিপত্তি ধর্ম্ম,
ব্যাকুল হইয়া বিশ্বপতি।
বিপত্তিসাগর-সেতু, ময়না নিস্তার হেতু,
হনুমানে কহেন আরতি ॥ ১২৩

লাউসেন নাই ঘরে, হাকণ্ডে কামনা করে,
অনাহারে আমার সেবায়।
গৌড়ের নাবড় ছলে, নব লক্ষ দল বলে,
মহামদা ময়না-মজায় ॥ ২২৪
শ্যামা-পদ আরাধিয়া, নগরে নিদাটী দিয়া,
সবারে রেখেছে অচেতনে।
সেই দেবী পূজা করি, রাখিতে বলগে পুরী,
কালুবীরে নিশির স্বপনে ॥ ১২৫
প্রভু পদে নত-শির, আজ্ঞা বন্দি মহাবীর,
বায়ুবেগে ময়না প্রবেশে।
বিপক্ষে নগর নাশে, শিয়রে স্বপন ভাষে,
কালু বারে কন উপদেশে ॥ ১২৬
চিয় চিয় মহাবীর, পদ পূজি পার্ব্বতীর,
প্রমাদে রাখ রে পুরীখান।
স্বপ্ন শুনে নিদ্রাভঙ্গ, ত্রাসযুক্ত তোলে অঙ্গ,
মহাবীর হ'ল তিরোধান ॥ ১২৭
চৌদিকে চঞ্চল চায়, কারে না দেখিতে পায়,
উঠে বীর ভাবে মনে মনে।
তরিতে বিপদ নদ, পূজিতে পার্ব্বতী পদ,
কেবা মোরে কহিল স্বপনে ॥ ১২৮
অনুমানি চলে মনে, আনিতে বান্ধবগণে,
দেখে সবে ঘুমে অচেতন।
সবে মাত্র জাগে লখে, কালু তারে কহে ডেকে,
যে কিছু স্বপন বিবরণ ॥ ২৯
বিপত্তে বাসুলী বিনে, মন্দমতি অতি হীনে,
কেবা আছে করিতে উদ্ধার।
যথাবিধি দিয়া বলি, পূজিব শ্রীভদ্রকালী,
তোরে লাগে ময়নার ভার ॥ ১৩০
কৌকুসাবী অবতংসে, কুশধ্বজ রাজবংশে,
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান।
তাঁহার দুহিতা সীতা, সত্যবতী পতিব্রতা,
তার সুত ঘনরাম গান ॥ ১৩১

লখে বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন।
আমারে সঁপিতে চাও ময়না ভুবন ॥১৩২
অবলা কেবল আমি কিবা বল ধরি।
কালু বলে ছাড় কলা কোলে কাল অরি ॥ ১৩৩
তোর যত বল বুদ্ধি মোরে নাই হারা।
লখে কয় নাই শক্তি সেকালের পারা ॥ ১৩৪
যে করিতাম যুবাকলে রক্ষাপেত তা।
এখন হয়েছি বহু ছেলেপিলের মা ॥ ১৩৫
প্রসবে প্রসবে টুটে অবলার বল।
পুরুষে ওসব কথা বুঝিতে বিরল ॥ ১৩৬
এখন (ও) ওসব ভার আর না কি সয়।
বীর বলে মোর দশা, তোর দোষ নয় ॥ ১৩৭
বেদে বলে বনিতা বিশেষ বাম অঙ্গ।
সত্য বটে সম্পদে, বিপদে নয় সঙ্গ ॥ ১৩৮
বলিতে বলিতে বাড়ে অভিমান ক্রোধ।
চরণে ধরিয়া লখে করিছে প্রবোধ ॥ ১৩৯
কেন নাথ কি কারণে কর মনো-ব্যথা।
পূজ যেয়ে ভদ্রকালী কুলের দেবতা ॥ ১৪০
তোমার প্রসাদে পুরী রাখিব প্রতাপে।
কোমর বান্ধিলে লখে লজ্জে কার বাপে ॥ ১৪১
শুন নাথ বলিতে বড়াই হয় বাড়া।
কেশরী ধরিতে পারি যদি দিই তাড়া ॥ ১৪২
আইবড় কালের কথা কহিব বিপাক।
হাতী ধরে বাঁহাতে ঘুরাতাম সাতপাক ॥ ১৪৩
শিশুকাল অবধি পেয়েছি বীরনামা।
তবুত তরুণী তের তনয়ের মা ॥ ১৪৪
এখন সংগ্রামে নাথ আমি নই বুড়া।
প্রতাপে পাড়িতে পারি পর্ব্বতের চূড়া ॥ ১৪৫
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের হুতাশন।
সেজে এলে সম্মুখে সমরে দিব রণ ॥ ১৪৬
বীর বলে তোর বাক্য বুঝিতে বিরল।
বচনে ভাসলি শিলা ডুবাইলি যোল ॥ ১৪৭
কাজ বিনা কেবল কথায় কিবা করে।
যোল-খাড়ের শিলা আছে আখড়ার ঘরে ॥ ১৪৮
এক শরে বিঁধে যাদ করে দিস ফার।
তবে সে প্রবোধি চিত্ত সঁপে যাই ভার ॥ ১৪৯
পূজা জপে তপে তবে দৃঢ় থাকে মন ॥
পূজা জপে তপে তবে দৃঢ় থাকে মন।
সম্প্রতি বিপত্তি হলে রাখে কোন্ জন ॥ ১৫০
ডোম এত বলিতে ডোমনী পুরে সায়।
আড় লাফে আখড়া উত্তরে বীর যায় ॥ ১৫১
হাতের ধনুক কালু দিল হাতে হাতে।
ডোমনী বলে ডরাই বলিতে প্রাণনাথে ॥ ১৫২
বিন্ধিতে পাষাণ যদি মোরে দিলে ত্বরা।
নাথ হে তোমার ধনু [illegible] তূণ ফোরা ॥ ১৫৩
এত বলি ঈষৎ আ[illegible]শে বাঁস গোটা।
টানিয়া টঙ্কার [illegible]তে পিঠে উঠে চটা ॥ ১৫৪
এক[illegible] [illegible]কে আনে খেয়ে।

চড়া দিতে অবনী বিদরে ভর পেয়ে ॥ ১৫৫
বাঁ হাতে ধনুক লুফে লখে মারে লম্ফ।
কহিতে লাগিল কিছু করে বীরদম্ভ ॥ ১৫৬
পাথর ধরিয়া নাথ তুমি কর সোজা।
এক শরে বিন্ধে দিব কিবা ভার বোঝা।
কোমর বান্ধিয়া কালু ধরিল শিলায়।
মড় মড় কাকালি নড়ে নাড়া নাহি যায় ॥ ১৫৮
লাজ পেয়ে বলে বীর বচনের ছলা।
আমি যে পাষাণ তুলি তোর কি মহলা ॥ ১৫৯
বিন্ধিতে শকতি থাকে আগে কর সোজা।
লখে বলে নাথ হে সকলি গেল বুঝা ॥ ১৬০
ধরিয়া ধনুক তুলে দারুণ পাথরে।
ঝিকে ফেলে আকাশে লুফিছে বাম করে ॥ ১৬১
রাখিতে নিশান কালু দিল চুণফোঁটা।
হাঁটু পেড়ে ডুমনী টানিছে বাঁশ গোটা ॥ ১৬২
সন্ধান পুরিয়া মার মার বলে ছাড়ে।
ফার করে পাষাণ সাগরে যেয়ে পড়ে ॥ ১৬৩
ধনুর টঙ্কার আর শরের নিস্বন।
শুনিয়ে সঙ্কোচে পাত্রের হাতে হল প্রাণ ॥ ১৬৪
কালু বলে সাবাসি তোকে সাকাশুকার মা।
শুভক্ষণে সেবেছিলে ওস্তাদের পা ॥ ১৬৫
এক বাণে পাষাণে নিশানে হানে সিঁদ।
বুঝিলাম পুজিব দেবী চরণারবিন্দ ॥ ১৬৬
এত বলি হাতে হাতে পুরী সমর্পিয়া।
দলুই সকলে কালু নিল জাগাইয়া ॥ ১৬৭
নিশিযোগে দেখিছি অনেক বিভীষিকা।
ময়না রাখিতে বলে পুজিয়া চণ্ডিকা ॥ ১৬৮
খণ্ডাব পুরীর বিঘ্ন রাজা নাই পাটে।
পুজিব পার্ব্বতী-পদ সাটী দিঘীর ঘাটে ॥ ১৭৯
সাজি সবে আনন্দে অনেক আয়োজনে।
সুরা হেতু গেল সবে শুঁড়ির সদনে ॥ ১৭০
উঠ শি... ...ল মদ দেরে ঝারি কুড়ি।
ঘন ডাকে ...বার ঘুমে বারি হল শুঁড়ি ॥ ১৭২
জোহার কামিয়া বলে ছেড়েছি ও পদ।
রাঁধা সাঁধা নাহি বীর কোথা পাব মদ ॥ ১৭২
যত দিন অবধি ভূ...তি নাই পাটে।
ছেলে পিলে সকল ...ক খেতে খাটে ॥ ১৭৩
কোপে কম্পবান কালু ... করে কয়।
কথা কাটে শুঁড়িবেটার বুকে ...ই ভয়।
প্রমা... পুজিব দেবী দেখে...
মদ যোগাইবে কোন কায়স্থ ব্রাহ্মণ ॥ ১৭৫
ধূর্ত্ত বেটা শুঁড়ির করিব অপমান।
ঘর দ্বার লুটিব কাটিব নাক কাণ ॥ ১৭৬
দেশে হতে দূর কর দিয়া পেলা লাথি।
শুনিতে শৃগাল শুঁড়ি নিশাভাগ রাতি ॥ ১৭৭
মনে করে মদ্যপ মজায় বুঝি জেতে।
এত ভাবি কয় শুঁড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে ॥ ১৭৮
গাড়া মদ মাটীতে পুরাণ সাত ঘড়া।
আজ্ঞা কন এনে দিব অকালের ভাড়া ॥ ১৭৯
শুনিতে শীতল কালু বলে মোর ভাই।
আন মাত্র বলিতে জোগাল ধাওয়াধাই ॥ ১৮০
মদ দেখে বীর কালু পরম খোসাল।
শুঁড়িকে অনেক ধনে করিল নেহাল ॥ ১৮১
সাজিয়া সানন্দে সবে সাটীদিঘী পায়।
স্নান করে দেবী পুজে ঘনরাম গায় ॥ ১৮২

ঘটা করি ডোমগণে, নানাবিধ আয়োজনে,
দেবী পুজে আগম বিধান।
আবাহন তন্ত্রমন্ত্রে, পূজা করি হেমযন্ত্রে,
হৈমবতী হ'ল অধিষ্ঠান ॥ ১৮৩
সবে হয়ে সদানন্দ, অভয়া চরণ বন্দ,
অর্চ্চিলা চন্দন গন্ধ দিয়া।
ঘৃতের প্রদীপ পঞ্চ, ধূপ ধুনা অপরঞ্চ,
উপহার আমান্ন মিশিয়া ॥ ১৮৪
মাতি যুথী জবা জোড়, চন্দনাক্ত রক্ত ওড়,
মল্লিকা চম্পক চন্দ্রমালী।
কেতকা কাঞ্চন কুন্দে, করবীর অরবিন্দে,
সদানন্দে পুজে ভদ্রকালী ॥ ১৮৫
আতপ তণ্ডুল চিনি, ক্ষীরখণ্ড ছেনা ননি,
পায়স পিষ্টক দধি ঘৃত।
সারি সারি পারসাটী, পুরিয়া পুরট বাটী,
মধু রাখি মদে মজে চিত ॥ ১৮৬
সুরাগন্ধে সরে জি, কালু বলে করি কি,
এস সবে মদ খাই সুখে।
এত বলি অমুৎসর্গ, মদ খায় ডোমবর্গ,
দেখে দেবী হাত দিল নাকে ॥ ১৮৭
ক্রোধমতী ভগবতী, কহেন পদ্মার প্রতি,
দেখ দেখ মাতালের কাজ।
মোরে আনি আবাহনে, পূজা লোটে ডোমগণে,
এ বড় অবনী যুড়ে লাজ ॥ ১৮৮

পুরুষে পুরুষে ভজে, আজি কালু মদে মজে,
যেমত নাশিলি মোর আশ।
তেমত তৎকালে বেটা, সবান্ধবে যাবি কাটা,
আজি তোর হবে বংশ নাশ ॥ ১৮৯
কালু কৈল মহাপাপ, জন্মাল দেবীর তাপ,
নষ্ট হেতু ময়না ভুবন।
অমৃতে গরল উঠে, কিবা নিবারিব মুঠে,
যত কিছু দৈবের কারণ ॥ ১৯০
বীরে অভিশাপ করি, গেলা মা কৈলাসগিরি,
ঘটিল অশেষ অমঙ্গল।
গুরুপদ ভাবি যত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
বিরচিল মধুর মঙ্গল ॥ ১৯১
মদমাংসে মজিয়া মাতিল ডোম যত।
মনে করে উঠেছি ইন্দ্রের ঐরাবত ॥ ১৯২
ভাই ভাই বেহাই বেহাই বন্ধু বলি।
কোলাকুলি করে কেহ লয় পদধূলি ॥ ১৯৩
ঠেলাঠেলি মাতালি মাটীতে মাথা পড়ে।
মদগন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মুখে মাছী উড়ে ॥ ১৯৪
অমঙ্গল অশেষ অভয়া-অভিশাপে।
কালুবীরে বিশেষ ফলিল নিজ পাপে ॥ ১৯৫
পুনরপি শুঁড়ি বাড়ি লাগাইল লেঠা।
আরে তারে যেয়ে বলে মদ দেরে বেটা ॥ ১৯৬
মদ নাই বলিতে নিষেধ নাই মানে।
দেদে দেদে দেদে বেটা দেদে বলে টানে ॥ ১৯৭
হাঁহা হাঁহা করিতে হাঁফালে ঢোকে বাড়ি।
তাড়া খেয়ে তরাসে পলায় সব শুঁড়ি ॥ ১৯৮
ধেয়ে যেয়ে তাড়ায়ে শুঁড়িনে মাগে কোল।
দৌড়রে দৌড়রে দড় উঠে গণ্ডগোল ॥ ১৯৯
রাজ্যের রক্ষক হোয়ে করে অবিচার।
বাপরে বিপত্তি বড় দোহাই রাজার ॥ ২০০
কি কি বলে ধায় লখে ডোমনী চঞ্চল।
শুঁড়ি বলে বীর কালু জেতে করে বল ॥ ২০১
চুপ চুপ বলিয়া ডোমে ধরিল ডোমনী।
বীর বলে ছেড়ে দেলো হেদেলো ঢেমনি ॥ ২০২
কাঁচলী কচটে করে মুখে পিয়ে মধু।
লাজ পেয়ে পানায় শুঁড়ির বেটি বধূ ॥ ২০৩
কোলে নিল প্রাণনাথে বান্ধিভুজ-পাশে।
লঘুগতি এলো রামা আপনার বাসে ॥ ২০৪
গালে গলে গরল গোজানী গায়ে তাপ।
লখে বলে কেন ওহে শাকাশুকার বাপ ॥ ২০৫

মুখে নাহি উত্তর, উত্তরে পড়ে ঢুলে।
কাঁদে লখে কপালে-কঙ্কণ-হানে তুলে ॥ ২০৬
উত্তরে প্রবাসে বিনা আপনার বাসে।
শুনেছি শাস্ত্রের আজ্ঞা শুনে সর্ব্বনাশে ॥ ২০৭
পূর্ব্বশিরে প্রশস্ত শ্বশুর বাসে যদা।
দক্ষিণ লক্ষণযুক্ত নিজ গৃহে সদা ॥ ২০৮
কদাচ উচিত নহে পশ্চিমে হেলনা।
উত্তরে ঢলিল নাথ মজিল ময়না ॥ ২০৯
কি ক্ষণে পূজিতে গেলা পার্ব্বতীর পা।
কোন অপরাধে বুঝি বাম হলো মা ॥ ২১০
কালিন্দী গঙ্গার জলে করাইব স্নান।
বুঝিবা পরাণ-নাথ তবে পান জ্ঞান ॥ ২১১
এত বলি প্রাণনাথে শোয়াইয়া খাটে।
কলসী লইয়া গেল কালিন্দীর ঘাটে ॥ ২১২
পার হয়ে এলো যত নবলক্ষ দল।
দেখিল কেবল কাদা কালিন্দীর জল ॥ ২১৩
আঘাসি আখের গোড়া ঘোড়া হাতী নাদ।
জলে ভাসে দেখি লখে ভাবে পরমাদ ॥ ২১৪
চঞ্চল চরিত্র চিত্ত চারি পানে চায়।
তস্কর লস্কর আলা দেখিবারে পায় ॥ ২১৫
হাতী ঘোড় দলবল দেখি কাণেকাণ।
গড়ের উপরে উঠে করে অনুমান ॥ ২১৬
পৃথিবীতে প্রতাপে সেনের শত্রু নাই।
শাসিল সংসার সব স্বধর্ম্মে গোঁসাই ॥ ২১৭
তবে কেন হেন বেশে কেবা বেড়ে গড়।
অনুমানে বুঝি বেটা গৌড়ের নাবড় ॥ ২১৮
সেই সবে আঁটকুড়া আজন্ম দুঃখ দেই।
শুধিব সেনের ধার শত্রু যদি সেই ॥ ২১৯
ডর নাই ডোমনী ডাকর ডেকে কয়।
কেরে ও বেড়েছে গড় লয়ে হাতী হয় ॥ ২২০
কারো সনে বিবাদ বাসনা নাহি করি।
তবে কেন হেন বেশে কেবা আসে অ[illegible] ॥ ২২১
রাজা নাই দেশে বলে কেবা করে প্রব[illegible]।
একাই অযুত আছে শাকাশুখার [illegible]প ॥ [illegible]২
যমদূত দোসর দলুই যত জাগে।
থাকুক সে সব বীর একা মোর আগে ॥ ২২৩
ভয়ে কাঁপে কুবের কোম[illegible]বা বাঁধে।
কেবা বা বামন হয়ে [illegible]ত বাড়ায় চাঁদে ॥ ২২৪
বীরের বনিতা [illegible]ম লখে মোর নাম।
[illegible] একা[illegible] [illegible]দি [illegible]াও সংগ্রাম ॥ ২২৫

পরিচয় কর কেবা কোথাকার ভূপ।
নিজ বিবরণ বোল, বলিবে স্বরূপ ॥ ২২৬
পাত্র বলে শুন লখে সামন্ত ঝকড়।
তোমার বদন চেয়ে বেড়ে আছি গড় ॥ ২২৭
দ্বিতীয় ভূপতি ব'লে সবে মোরে কয়।
পাত্র মহামদ আমি দিনু পরিচয় ॥ ২২৮
অন্তরে কুপিল লখে শুনি সমাচার।
মুখে বলে মহাপাত্র জোহার জোহার ॥ ২২৯
কণ্ড কোন্ কি কার্য্যে এখানে আগমন।
পাত্র বলে শুন লখে বিশেষ কারণ ॥ ২৩০
বলিতে বিষম বাক্য বুকে মেলে চির।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবীর ॥ ২৩১

পাত্র বলে শুন লখে শুনি অমঙ্গল।
শিশিরে শুকাল নাকি কুলের কমল ॥ ২৩২
মামা হয়ে এ কথা কেমনে কহা যায়।
অনাহারে কঠোরে হাকণ্ডে মোল রায় ॥ ২৩৩
শোকে মোল কর্ণসেন ভগিনী রত্নাবতী।
অতেব রাখিতে রাজ্য আসি শীঘ্রগতি ॥ ২৩৪
সহসা সংশয় ভাবে সমাচার শুনি।
পশ্চাৎ সকলি মিথ্যা বুঝিল ডোমনী ॥ ২৩৫
এইরূপ (ই)মাথামুণ্ড দিয়া একবার।
ময়না মজাতে ধর্ম্ম করেছে উদ্ধার ॥ ২৩৬
কোনরূপে না পেরে মজাতে এলো পুরী।
বুঝিল কুচক্রী যন পাত্রের চাতুরী ॥ ২৩৭
লখে বলে শুন পাত্র সর্ব্ব লোকে গায়।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অপায় ॥ ২৩৮
ইহার প্রমাণ পাত্র প্রহ্লাদ ঠাকুর।
পিতা যার হিরণ্যকশিপু দুষ্টাসুর ॥ ২৩৯
বিষ্ণুভক্ত দেখি পুত্রে বধে দুরাচার।
অনলে গরলে জলে কি করিল তার ॥ ২৪০
উত্তানপা ... ব পুত্র পঞ্চম বৎসরে।
অভিমানে ... গে্য অনেক অনাহারে ॥ ২৪১
মহামতি ধ্রুব ... তি উগ্রতপ করি।
দেখিলে অখিলবন্ধু চতুর্ভুজ হরি ॥ ২৪২
আজন্ম একান্ত যেবা ঈশ্বরের দাস।
কোন্ মূর্খ বলে সে ... ণ্ড হলো নাশ ॥ ২৪৩
ধর্ম্ম পুজি পশ্চিমে উদয় ... রায়।
দেখ দেখ আজি কালি আসিবে ... রায় ॥ ২৪৪
কেবা ... র চাতুরী লখের আগে ...
যত কয় পাত্তর ডোমনী সব কা...

তবে পাত্র দর্প করি কহিছে বিশেষ।
কালুবীরে ডেকে আন্ দিয়ে যাই দেশ ॥ ২৪৬
প্রতিজ্ঞা করিল যেন রাম রঘুবর।
বিভীষণে লঙ্কায় করিল দণ্ডধর ॥ ১৪৭
রাজরাণী মন্দোদরী রাবণ-মহিষী।
বিভীষণ রাজার করিয়া দিব দাসী ॥ ২৪৮
সে সব সকলি সত্য কিছু মিথ্যা নয়।
অভিমত আছে মনে আমার আশয় ॥ ২৪৯
কালুকে করিব রাজা ময়না নগরে।
শত্রু যেন সন্তাপে সদাই ফেটে মরে ॥ ২৫০
পাটরাণী পাঁচের প্রধানা তুমি হবে।
চারি ছুঁড়ী চেড়ি হয়ে তলে তোর রবে ॥ ২৫১
তবে যে সতিনী বলে মনে ভাব ভয়।
হাসন হুসনে বলে লুটাই না হয় ॥ ২৫২
এত শুনি সম্ভ্রমে ডোমনী কাটে জি।
কোপে কয় কেমনে বদনে কৈলি কি ॥ ২৫৩
ডোম হলো আপন ভাগিনা হলো পর।
এই বুদ্ধে এত কাল রাজার পাত্তর ॥ ২৫৪
ঠাকুরাণী সকলে বিরূপ বল বাড়া।
হেন বুঝি লখেকে ধরাবি ঢাল খাঁড়া ॥ ২৫৫
পাত্র বলে তোমার ভালোর লাগি বলি।
নতুবা কে কোথাকারে যাচে ঠাকুরালী ॥ ২৫৬
হের চস আগিয়ে অভয় পান লও।
কোন চিন্তা নাইগো কথায় সায় দেও ॥ ২৫৭
মনে কর এ সব আশ্বাস বুঝি মিছে।
ধিক্ থাকুক নাই যার বচনের পিছে ॥ ২৫৮
সমান কথায় কাজে আমি নই ভণ্ড।
বীরে ডাক, আপনি ধরিব ছত্র দণ্ড ॥ ২৫৯
তবে যবে এসে সেন আমি তাকে আছি।
লখে বলে কি বলো দুহাত তুলে নাচি ॥ ২৬০
ধিক্ থাক্ জীবনে লাজের মাথা খেয়ে।
এখনও ওসব কথা আমা পানে চেয়ে ॥ ২৬১
কুলাঙ্গার কলঙ্ক করিলি দেশ বই।
প্রাণ লয়ে পলারে এখনও আমি কই ॥ ২৬২
বায়স কেমনে হবে বিনতার সুত।
শৃগাল হইবে হরি এ বড় অদ্ভুত ॥ ২৬৩
খদ্যোত কেমনে হবে সবিতা সমান।
যারে যা জানিনু পাত্র তোর যত জ্ঞান ॥ ২৬৪
ধর্ম্মময় মহাশয় লাউসেন রায়।
মোর মতি থাকে যদি ভূপতির পায় ॥ ২৬৫
... তি কুল প্রাণধন দেশ হাতে হাতে।

ডামারে ডোমিনী ডাকে ঘোড়ে এল কাট ॥ ৩৪৬
মালক মারিয়া কত মাহুতের মুড়।
এক চোটে অমনি হাতীর হানে শুঁড় ॥ ৩৪৭
ভূমে লোটে গজ বাজী সিফাই জাঙ্গড়া।
খাসা জরি জরদ জড়ায়ে জামা যোড়া ॥ ৩৪৮
দুস্কর সাহসে তবু লস্কর রাজার।
রিষবেঁধে রোষে রণে হাঁকে মার্ মার্ ॥ ৩৪৯
আপনা পাসরে রণে রায় রণভীম।
ডোমিনী সহিত বড় বাধাল মহিম ॥ ৩৫০
হাঁফালে হেতের করে ডোমনির সনে।
রুষিল রাজীব রায় রিষ বাঁধি রণে ॥ ৩৫১
মহিমে মাতিল মিঞা মগধের ভূপ।
ঝাঁকে ঝাঁকে তীরগুলি রাখে ঝুপ ঝুপ ॥ ৩৫২
সিফায়ের শরগুলি সমালিয়া ঢালে।
এমনি হানিল চোট মারিল হাঁফালে ॥ ৩৫৩
ঢাল চালি চঞ্চল চরণে করে রঙ্গ।
ঢালী পাকী পদাতি পায়ের পড়ে তল ॥ ৩৫৪
সালুরসমূহে যেন সামান্য সাপিনী।
কুঞ্জর নিকরে কিবা গুঞ্জরে সিংহিনী ॥ ৩৫৫
তেমতি ডোমনি রামা রণে বাঁধে রিষ।
হাঁফ লে হাঁফালে হানে দশ বিশ ত্রিশ ॥ ৩৫৬
ঢাল চালি চঞ্চল চৌদিকে বেগে ছোটে।
বড় বড় হাতী ঘোড়া হানে এক চোটে ॥ ৩৫৭
অন্ধকার নিশা তায় একাকার ধূম।
চারি দিকে গর্জ্জে গোলা দুড়্ দুড়্ দুদুম ॥ ৩৫৮
খুম খুম ডোমনী তুহাতে হানে হাতী।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী সিফাই পদাতি ॥ ৩৫৯
হাতাহাতি হত হলো হাজার তিরিশ।
তথাপি রাজীব রায় রণে বঁধে রিষ ॥ ৩৬০
ঢালী পিছে ধনুকী বন্দুকী পাঁচ সাত।
দড় দড় মহিম বাধাল হাতে হাতে ॥ ৩৬১
রাঘা কাঘা চাঘা ডোম সাঘা অবসান।
দক্ষিণে হাজার হরি হাঁকে হান্ হান্ ॥ ৩৬২
ঢাল যুড়াইয়া লড়ে গঙ্গাধর ভাট।
মার্ মার্ শব্দে লখে, জুড়ে এল কাট ॥ ৩৬৩
লাফে লাফে লপটে নাগলি পায় যায়।
হাতী ঘোড়া সনে রণে ঠায় ঠায় ॥ ৩৬৪
গজরাজে যুঝে কেহ কেহ ব ঘোড়ায়।
ঢালী পাকী পদাতি পসারে পায় পায় ॥ ৩৬৫
ঠায় ঠায় ডোমনী সবারে ধরে কাঁধে।
শত শত সেনায় সংহারে ফলাসাটে ॥ ৩৬৬
ঝনঝন ঝিঁকে খাঁড়া টনটান টাঙ্গি।
ঠনঠান পড়ে মাথা পাগ বাঁধা রাঙ্গি ॥ ৩৬৭
চটাচট চৌদিকে চাপিয়ে হানে চোট।
ভূতলে সেফাই সব পড়ে খায় লোট ॥ ৩৬৮
কোদালে কদলী যেন কাটিছে কৃষাণ।
তেমতি লখের রণে হাতী হতমান ॥ ৩৬৯
সঙ্কট সময়ে সবে হলো ছুলস্থুল।
খাসা জরি রুধিরে যেমন জবা ফুল ॥ ৩৭০
কত হিন্দু যবন সৈয়দ সেকজাদা।
মারা গেল মহিমে রুধিরে মহা কাদা ॥ ৩৭১
দিশা নাই পায় কেহ নিশা সাত ঘটী।
কেবা কোথায় কার সঙ্গে করে কাটাকাটি ॥ ৩৭২
অন্ধকার দারুণ দারুণ ধোঁয়া তায়।
আপনা আপনি সবে পরাণ হারায় ॥ ৩৭৩
মামুদা সামাল্ বলে মারিতে হাঁফাল।
পাত্তর পলা'ল পিছে ফেলাইয়া ঢাল ॥ ৩৭৪
বিড়ার খাইল সবে নাই বান্ধে বুক।
ভুজঙ্গ সম্মুখে যেন পালায় মণ্ডুক ॥ ৩৭৫
তরাসে তরল কেহ তড়বড়ি ধায়।
হুতাসে হুটুরে ভূমে পড়ে ঠায় ঠায় ॥ ৩৭৬
ঢাল খাঁড়া ফেলে কেহ দাঁতে করে কুটা।
কেহ কেঁদে ছেঁদে ধরে লখের পাদুটা ॥ ৩৭৭
গুড়ে আড়ে থাকে কেহ করে চুপ চুপ।
কালিন্দী গঙ্গার জলে পড়ে ঝুপ ঝুপ ॥ ৩৭৮
ঘালি খেয়ে ঘুরে ঘুরে ঘায়ের জ্বালায়।
পার হতে কেহ কেহ পরাণ হারায় ॥ ৩৭৯
লখের তরাসে কারো মুখে নাই রা।
কেহ বলে পাত্তর পুত্রের মথা খা ॥ ৩৮০
হতে প্রাণ করি কেহ পার হলো নদী।
কাটা গেল কত সেনা কে করে অবধি ॥ ৩৮১
দণ্ডেক দাঁড়ায়ে লখে চেয়ে দেখে [illegible]
কবিরত্ন ভণে রণে সবে দিল ভঙ্গ ॥ [illegible]২
পার হয়ে মাথে কেহ বুলাইছে হাত।
কেহ বলে রাখিল বাসুলী বৈদ্যনাথ ॥ ৩৮৩
কেহ বলে মুস্কিলে আসান কৈল পীর।
পরাণ হারায়েছিনু পে[illegible] খাতির ॥ ৩৮৪
গলাগলি কাঁদে কেহ, কেহ কোলাকোলি।
কেহ কারো [illegible]টায়ে পায়ের লয় ধূলি ॥ ৩৮৫
একু[illegible] [illegible]না কেহ বলে জেঠা।

কেহ গায় গুণের জামাই গেল কাটা ॥ ৩৮৬
ভাই বলে ফুকারিয়া কেহ কেহ কাঁদে।
বিধাতা বিমুখ বড় বুক নাহি বাঁধে ॥ ৩৮৭
বলিতে বদন বাধে কেহ হৈছে বোবা।
তখন তরাসে কেহ স্মরে তোবা তোবা ॥ ৩৮৮
মরি মরি বলে কেহ স্মরে হরি হরি।
কেহ বলে কাজ নাই এ ছার চাকরী ॥ ৩৮৯
বিধি যদি কপালে লিখেছে দুঃখ ভার।
পাটী করে পরের পালিব পরিবার ॥ ৩৯০
ভূমে হাঁটু পাতি কেহ নাকে দেয় খত।
বেঁচে গেলে এবার বিষয়ে দণ্ডবত ॥ ৩৯১
ভরণে ভরসা ভিক্ষা ভাবে ভট্ট ভায়া।
কেহ বলে বেরূপে পালিব পুত্রজায়া ॥ ৩৯২
ব্রাহ্মণ সজ্জন যত যোগে কর ভর।
অখিল ঈশ্বর কর্ত্তা নাম বিশ্বম্ভর ॥ ৩৯৩
সম্পত্তি সময়ে সদা সুখে মত্ত জীব।
বিশেষ বিপত্তিকালে স্মরে সদাশিব ॥ ৩৯৪
কেহ বলে ঢাল খাঁড়া দূরে তুলে থুই।
ভিক্ষা মেগে ভাত খাব কি কাজ বিষয়ী ॥ ৩৯৫
মিঞাগণ বলে যদি যেতে পারি টেলে।
দুনিয়ায় ফকীর হ'ব গলে খিলকা ডেলে ॥ ৩৯৬
হাতে প্রাণে করে কত সেবিব দুর্জ্জনে।
এইরূপে অনুমান অনেকের মনে ॥ ৩৯৭
পলাতে পরাণ লয়ে পথ খুঁজে বুলে।
হেনকালে দেব ধরে পাত্তরের চুলে ॥ ৩৯৮
সর্দ্দার সিফাই প্রাত পাত্র ডেকে কয়।
মোর বিদ্যমানে কেহ না ভাবিহ ভয় ॥ ৩৯৯
প্রথমে পাছায়ে আসি বাড়াইয়াছি আশ।
সেজে গেলে এবার করিব সর্ব্বনাশ ॥ ৪০০
আছিল লখের ভয় সবাকার মনে।
বিধাতা বিমুখ হলো এতক্ষণে ॥ ৪০১
এক ব[illegible] এমন মেরেছি আমি এঁটে।
ঘরে গি[illegible] ডামনী রয়েছে রক্ত উঠে ॥ ৪০২
সবে শূর সংসারে সাজিত সেই শালী।
শাকাশুকা তের ডোম কোন্ ছার ঢালী ॥ ৪০৩
কালুকে কেবল [illegible] কিছু করি ভয়।
সকল সংহার হবে [illegible] হতে কি হয় ॥ ৪০৪
ইন্দ্রজিত অতিকায় আ[illegible] মহারথী।
তারা মলে কোথাবা বাঁচিল [illegible]পতি ॥ ৪০৫
দশ[illegible]র দস্যুর দমন বই নয়।

কেশি কংস কুরুবংশ কেন হল ক্ষয় ॥ ৪০৬
কালু মোলে ওপুরে অপর নাই বীর।
কদাচ না ভাব ভয় সবে হও স্থির ॥ ৪০৭
তবে যদি কেহ করে আপন-খেয়ালি।
তার রক্তে পূজিব রঙ্কিণী রুদ্রকালী ॥ ৪০৮
তখনে লখের ভয় ঘুচে নাই ঘৃণা।
তথাপি মামুদা বেটা মুখে মারে ফুর্ণা ॥ ৪০৯
হুকুমে নকিব হাঁকে হুঁসার হুঁসার।
ঢালী পাকা পাইকা বন্দুকী আসোয়ার ॥ ৪১০
চিন্তা নাই কোমর বান্ধিয়া রাণ খানা।
না হলে মহিম-জয় ঘর যেতে মানা ॥ ৪১১
পলালে পরাণ যাবে পাত্রের হুকুম।
এত বলি নাগারা নিনাদে দামদুম্ ॥ ৪১২
শুনিয়া সকল সেনা স্তব্ধ হয়ে থাকে।
যে যত করিল যুক্তি পোতা গেল পাকে ॥ ৪১৩
পশ্চিমাতে মোকাম করিল রাজঠাট।
রণ জিনে লখে হেথা মারে মালসাট ॥ ৪১৪
কাটা গেল হেথা যত হাতী ঘোড়া নর।
ছটফট্ করে কেহ গেছে যমঘর ॥ ৪১৫
হাত পা কেটেছে কারো অর্দ্ধ শির কাণ।
আঁতটা বাহির করি কেহ খাবি খান ॥ ৪১৬
শেল বুকে মোল কেহ কাটা গেছে আধা।
রণ ভূমি রুধির রপটে মহী কাদা ॥ ৪১৭
সোরভে সকল শিবা সরাগন্ধে ধায়।
কেহ ফড়া টানে কেহ আঁত খুলে খায় ॥ ৪১৮
ওতে আঁতে রেতে কেহ বৈ করে থোয়।
কেহ বা মানুষমাংস সমর্পিছে পোয় ॥ ৪১৯
নিজ বাসে নিতে কেহ করে অনুবন্ধ।
সারা রাত্রি শৃগাল কুকুরে বহে দ্বন্দ্ব ॥ ৪২০
কাক কঙ্ক শকুনি গৃধিনী চর্ম্মচীল।
আসিতে না পায় দিশা নিশা অর্দ্ধশীল ॥ ৪২১
ভূত প্রেত পিশাচ প্রেতিনী অবতার।
কাটা স্কন্ধে নাচে মাথা ডাকে মার মার ॥ ৪২২
চুমুকে রুধির পিয়ে ডাকিনী যোগিনী।
রণ জিনে রণ-চিহ্ন হইল ডোমিনী ॥ ৪২৩
[illegible]তে হাতীর দাঁত, দাঁতে ধরে শুঁড়ে।
ধনুকে বান্ধিয়া নিল মানুষের মুড় ॥ ৪২৪
রণধূলি রুধিরে ভূষিত সর্ব্ব গা।
টস্ টস্ পড়ে রক্ত পসারিতে পা ॥ ৪২৫
আমার সাক্ষাতে আসি দিল দরশন।

ঘরে দেখে ঘোর ঘুমে নাথ অচেতন ॥ ৪২৬
সচেতন করিতে প্রবন্ধ কত করে।
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবি মায়াধরে ॥ ৪২৭
নাথ চিয় চিয় হে মাথার ছত্তর।
ময়না বেড়িল পাপ গৌড়ের নাবড় ॥ ৪২৮
অভিশাপে বীর কালু অচেতন ঘুমে।
মুখেতে গরল ভাঙ্গে বিবসন ভূমে ॥ ৪২৯
কান্দে লখে অবলা একক অভাগিনী।
কেমনে রাখিব রাজ্য এ কাল রজনী ॥ ৪৩০
নিদ্রাগত জনেরে জাগান অনুচিত।
না জাগালে মজে পুরী শত্রু উপস্থিত ॥ ৪৩১
এত ভাবি রণচিহ্ন রাখি ঠাঁয় ঠাঁয়।
চতুরা চরণ চাপি প্রকারে চিয়ায় ॥ ৪৩২
তথাপি ডোমের বেটা নাহি নাড়ে গা।
চন্দন চর্চ্চিত করে চামরের বা ॥ ৪৩৩
তবু নাহি দিল সাড়া কালু মহাবীর।
পাখালিল বয়ান নয়ানে দিল নীর ॥ ৪৩৪
যুবতী পরশ তায় চামরের বা।
সুখে নিদ্রা যায় কালু মুখে নাহি রা ॥ ৪৩৫
না পেয়ে নিদানে বলে বচন বিষাদ।
চিয় চিয় প্রাণনাথ পড়েছে প্রমাদ ॥ ৪৩৬
নাড়া চাড়া দিয়ে ডাকে তবু নাহি নড়ে।
লখে বলে প্রাণনাথে চিয়ায় চাপড়ে ॥ ৪৩৭
বিধি বিষ্ণু শঙ্কর তোমরা থাক সাক্ষী।
চাপড়ে চিয়াব পতি না হব পাতকী ॥ ৪৩৮
এত বলি বাঁ হাতে চাপড় মারে ধরি।
ঘুচে গেল ঘোর ঘুম ঘুরে বলে মরি ॥ ৪৩৯
চাপড়ের চোটে কালু বারি করে জি।
লখে বলে এ আবার কপালে হলো কি ॥ ৪৪০
তরাসে তরল হয়ে জল দিল মুখে।
কতক্ষণে দেখে ডোম, ডোমনী সম্মুখে ॥ ৪৪১
উঠে রুঠে অমনি লখেরে দিল তাড়া।
কোপে তাপে কয় কিছু দিয়ে ঝুঁটি নাড়া ॥ ৪৪২
হেদেলো ডুমিনী শ্বালী ধাউতালি ঠাটী।
কে রাখে রাখুক দেখি নাক চুল কাটি ॥ ৪৪৩
সংসারে বিখ্যাত আমি কালু মহাবল।
এবে হনু চেড়ি তোর চাপড়ের তল ॥ ৪৪৪
লখে বলে কাটিলে রাখিতে আছে কে।
প্রাণপতি গতি সতী যুবতীর দে ॥ ৪৪৫
শুন নাথ দেশের বারতা কিছু বলি।
প্রভু বিনা পুরী হলো সৌঁতের সিউলি ॥ ৪৪৬
গড় বেড়ে গৌড়ের নাবড় দিল থানা।
ঈশ্বর রাখিল পুরী দিতে রাত্রে হানা ॥ ৪৪৭
আমারে সঁপিয়া পুরী তুমি যাও ঘুম।
নরকে নিস্তার নাই নাড়িলে হুকুম ॥ ৪৪৮
এত ভাবি সমরে হানিনু লক্ষ তিন।
পার করে দিয়া নদী হইয়াছি ক্ষীণ ॥ ৪৪৯
নিদাটী দিয়াছে গড়ে লোক নিদ্রাগত
চারিদণ্ড চিয়াই চরণ চেপে কত ॥ ৪৫০
তথাপি না পাই সাড়া শত্রু এসে গড়ে।
অপরাধ ক্ষম নাথ চিয়ানু চাপড়ে ॥ ৪৫১
কোন কালে নই নাথ ঠাটী ধাউতালি।
হুজুরে হাতীর মাথা দেখ রণডালি ॥ ৪৫২
সত্য দেখি সকলি ব্যাকুলি করি তাপে।
বুঝি বড় বিপাক বীরের বুক কাঁপে ॥ ৪৫৩
বীর বলে বউলো বচন বলি শুন।
বল দেখি সংসারে না ধরি কোন গুণ ॥ ৪৫৪
ঝুড়ি পেড়ি চুপড়ি ধুচুনি কুলা ডালা।
বৃত্তি বেচে বরঞ্চ করিব পেট পালা ॥ ৪ ৫
শিঙ্গাতার বনে চল পালাইয়া যাই।
হেন সুখ সম্পদ সম্মান মুখে ছাই ॥ ৪৫৬
কি কাজে কাটাব মাথা কাহার লাগিয়া।
শুনিয়া ডোমনী ডোমে বলিছে আঁটিয়া ॥ ৪৫৭
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান ॥ ৪৫৮
লখে বলে নাথ বটে ঠেকে গেছ দুখে।
এখন ওসব কথা বার কর মুখে ॥ ৪৫৯
বৃত্তি বেচা ব্যবসা বিস্মৃত কেন হবে।
সেনের সম্পত্তি বিনা দানাদার কবে ॥ ৪৬০
পাসরিলে পূর্ব্বপাড়া পুকুরের পাড়।
কত হবে স্বজন আখের জাতি রাঢ় ॥ ৪৬১
মাটির পাথর ভাড় ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর।
তখন তেমন দশা এবে লক্ষেশ্বর ॥ ৪৬
কখন চিনিতে তৈল তামাকু তাম্বুল
লখে কোন্ না জানে নাথের আদ্যমূল ॥ ৪
ঘুমিলে ছপণ কড়ি নাই ছিল [illegible]ম।
এখন আপনি কত বিলা[illegible]ম ॥ ৪৬৪
বলাও দলুইরাজ কা[illegible]দোলে মতি।
তখন পরিতে [illegible] এবে পট্ট ধুতি ॥ ৪৬৫
[illegible] একু[illegible] [illegible] প্রবেশিতে ঘর।

এখন শয়ন আটাদিকার উপর ॥ ৪৬৬
সম্প্রতি ভোজনকালে কোলে থাল গাড়ু
সুখে খেতে খুদকুঁড়া এবে তুচ্ছ লাড়ু ॥ ৪৬৭
বেজার হয়েছ বুঝি খেতে খেতে ঘি।
জেতের স্বভাব নাথ তোর দোষ কি ॥ ৪৬৮
যা হ'তে ঘুচিল দুঃখ সুখে নাই ওর।
তার পুত্র মজায়ে পালাতে যুক্তি তোর ॥ ৪৬৯
বীর বলে এ কথা অনেক দুঃখে কই।
সদাই সেনের শত্রু সাজে দেশ বই ॥ ৪৭০
অবিরত অষ্টপর অতি আঁটাআঁটি।
কত বেন্ধে কোমর করিব কাট কাটি ॥ ৪৭১
কোন্ দিন কি জানি কপালে আছে কি।
গজ্জিয়া বলিছে লখে সোণা ডোমের ঝি ॥ ৪৭২
এত কেন ওহে নাথ পরাণে কাতর।
কোন ছার পাত্তর অপর কারে ডর ॥ ৪৭৩
একা লখে লক্ষ তিন রণে এলো হেনে।
তোমার দাসীর দর্প পাত্র নিল মেনে ॥ ৪৭৪
কেন রণ বিক্রম বিপক্ষে হলে হারা।
সিংহ হয়ে কও কেন শৃগালের পারা ॥ ৪৭৫
জাতি কুল জীবন ভুবন ধন জন।
হাতে হাতে মহারাজা কৈল সমর্পণ ॥ ৪৭৬
চিরকাল চাকর রাজার লুণ খাও।
প্রমাদে ফেলায়ে পুরী পলাইতে চাও ॥ ৪৭৭
কেমনে এমন বোল বেরুল বদনে।
সে সব সেনের সত্যে তরিবে কেমনে ॥ ৪৭৮
নিত্য যে পুরাণ শুন চিত্ত থাকে কোথা।
কালি কি শুনিলে কুরু পাণ্ডবের কথা ॥ ৪৭৯
পাঁচ ভাই পাণ্ডব অজ্ঞাত বাসে যবে।
উদ্ধারিল বিরাট রাজার পরাভবে ॥ ৪৮০
বিরাটে বান্ধিয়া নিল সুশর্ম্মা নৃপতি।
ভীম [illegible]ক্রমে তার করে অব্যাহতি ॥ ৪৮১
ষড়রথি [illegible] নিয়া আনিয়া রাখে গাই।
বৎসরেক [illegible]শ্রমে আছিল পঞ্চ ভাই ॥ ৪৮২
বিরাট কৃতার্থ হলো যার আলাপনে।
সে জন মেনেছে লুণ কি কয় আপনে ॥ ৪৮৩
রণে কেন প্রাণ দি[illegible] ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
সমরে শুধিল কেন [illegible]র লুণ ॥ ৪৮৪
কোমর বান্ধিয়া নাথ যুঝ [illegible]দ্বার।
রণে রাখ পৌরুষ রাজার শোধ [illegible] ॥ ৪৮৫
অধর্ম্ম আচরি বল কত কাল [illegible]

সত্য পাল শতেক পুরুষ স্বর্গ নিবে ॥ ৪৮৬
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।
পাছে বল এ মাগী নিষ্ঠুর কথা কয় ॥ ৪৮৭
আয়ুর্ব্বল না থাকিলে ঘরে ব'সে মরে।
সংসার ধ্বংসশীল সব ঠাঁই তরে ॥ ৪৮৮
বীর হয়ে ঘরে থাকে রণে ভয়-মতি।
তবু ত মরণ আছে কিন্তু অধোগতি ॥ ৪৮৯
আজি মর কিংবা মর বর্ষ শতে।
অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে ॥ ৪৯০
সম্মুখ সমরে মলে স্বর্গে চলে যাবে।
পরিণামে প্রভুর পরম পদ পাবে ॥ ৪৯১
বীর হয়ে কে কোথা বিপত্তি কাল পেয়ে।
মদ মেরে মেতে থাকে যুঝে যেয়ে মেয়ে ॥ ৪৯২
কালু বলে হেদে লখে আমি তোকে হারি।
কত না বুঝাও তবু রণে যেতে নারি ॥ ৪৯৩
না হয় যে হয় হবে, আছি শেষকালে।
আপনি কাটাব মাথা যা থাকে কপালে ॥ ৪৯৪
আগে আমি সাজিলে সবার ভাঙ্গে ভ্রম।
শাকাশুকা সনকা সমরে নয় কম ॥ ৪৯৫
ডেকে নেগা তেব ডোম যম অবতার।
মোর মাথা খাস যদি কিছু ক'স আর ॥ ৪৯৬
না হয় বলিস্ তুই এখানে সে নাই।
লখে বলে যানা কেন রাজ্যের বালাই ॥ ৪৯৭
জিয়ন্ত থাকিতে লখে কৃতান্তের সনে।
নিতান্ত করিবে রণ কিবা অন্য জনে ॥ ৪৯৮
এত বলি কপাল খেয়ায়ে ধনী ধায়।
নগরে যতেক লোকে ডাকিয়া জাগায় ॥ ৪৯৯
জাগরে নগরে লোক যামিনী বিষম।
রাত্রে হানা দিল গড়ে গৌড়ের অধম ॥ ৫০০
ডরে না ডরাও কেহ ডেকে ডেকে কই।
এ কারণে তাড়ায়ে করেছি নদী বই ॥ ৫০১
না জাগে নগরে কেহ নিদ্রাটীর ফল।
অমঙ্গল ভাবে লখে চক্ষে বহে জল ॥ ৫০২
কাঁদিতে কাঁদিতে গেল সতিনীর পাশ।
প্রভু পূর্ণ কর নিত্য নায়কের আশ ॥ ৫০৩
কবিবর গৌরীকান্ত সুত ঘনরাম।
কবিরত্ন বলে প্রভু পূর মনস্কাম ॥ ৫০৪
সনকা সম্মুখে লখে ডাকে অবিশ্রাম।
জাগ জাগ ওগো দিদি বিধি হলো বাম ॥ ৫০৫
ঘুচিতে ঘুমের ঘোর সম্বোধে ডোমনি।

কে ডাকে রে আরে মোর দিদি সোহাগিনী ॥৫০৬
লখে বলে আমি গো তোমার নিজ দাসী।
সনকা কহিছে কেন কি মোর হিতাষী ॥ ৫০৭
লখে বলে হানা দিল গোড়ের নাবড়।
পার করে দিনু নদী বেড়েছিল গড় ॥ ৫০৮
বীরে বড় বিভোল করেছে কাল ঘুম।
তুমি রক্ষা কর প্রাণনাথের হুকুম ॥ ৫০৯
চল যেয়ে দু বুনে করিগে কাটাকাটি।
সনকা বলিছে তোর লাজ নাই লো ঠাটি ॥ ৫১
কাজ বুঝে ক'স কারে কেবা তোর দিদি।
কার কি ভাসিল যানে তোরে বাম বিধি ॥ ৫১১
বিষম বচন বাণে বুক করে ফার।
তু তার সোহাগের মাগ, সে তোর ভাতার ॥
বিবাহ বাসরে সবে স্বামী বলে জানি।
দুখে গেল গতর, গায়ের রক্ত পানী ॥ ৫১৩
ভাল মন্দ নাহি জানি ভাতারের ভাত।
ঝুড়ি পেড়ি চুপড়ি বুনিতে গেল হাত ॥ ৫১৪
মোর গায়ে উড়ে খড়ি, তোর গায়ে চুয়া।
দাসীতে জোগায় পান, গালে গোটা গুয়া ॥৫১৫
সব সুখ সম্পদে ভাতার পুত্তে মেতে।
তুমি কর ঘর বাড়ী আমি বেচি পেতে ॥৫১৬
সখী সাধে সীঁথায় সিন্দুর দিয়া বল।
কোন কালে দিয়েছিলি এক গলা জল ॥ ৫১৭
চেড়ি চাপে চরণ চামরে করে বা।
পতি সঙ্গে ধামালি ধরিতে নার গা ॥ ৫১৮
সে সব সম্পদে তুমি স্বামীর সোহাগী।
বিপত্তে এমন কারে করাইবি ভাগী ॥ ৫১৯
কোমর বাঁধিলে যদি ইন্দ্র কাঁপে ডরে।
তবু না যাইব রণে বীর যদি মরে ॥ ৫২০
তোর ঔষধের গুণে ভাতার ভাগুর।
গা জলে গরবা-খাকি হেথা হতে দূরে ॥ ৫২১
সতিনের বিষম বচন বাজে বুকে।
কাঁদিতে কাঁদিতে লখে চলে হেঁটমুখে ॥ ৫২২
বড় বেটা শাকায় জাগায়ে কয় কিছু।
সমাচার শুনায়ে সাজিতে বলে পাছু ॥ ৫২৩
রিপু জিনি রাখ বাপু ভূপতির রাজ্য।
লাউসেন রাজার নুণের কর কার্য্য ॥ ৫২৪
শাকা বলে সংগ্রাম শুনিতে বুক হেলে।
লখে বলে তুমি ও বাপের রোগে গেলে ॥ ৫২৫
মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।
তু বেটা তখনি তবে হয়ে না মরিলি ॥ ৫২৬
যুবতী যৌবন রসে জীবনের আশ।
জননী বিকল কাঁদে মনে নাই ত্রাস ॥ ৫২৭
গর্জ্জিয়ে চলিল কেঁদে সেণাডোমের ঝি।
ময়ূরা বলেন নাথ তুমি কৈলে কি ॥ ৫২৮
দেশের বিপত্তি এই শ্বশুরের সেই।
শ্বাশুড়ি বিকল কাঁদে শত্রুদেশ লেই ॥ ৫২৯
মহাগুরু-বচন রাজার নুণ ঠেলে।
পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে ॥ ৫৩০
জগতে জাগাবে যশ যদি জিন যেয়ে।
মরত মুকুন্দ পাবে মুক্তিপদ পেয়ে ॥ ৫৩১
সাহসে সমরে শীঘ্র সাজ প্রাণনাথ।
জীবন মরণ কথা ঈশ্বরের হাত ॥ ৫৩২
শাকা বলে সীমন্তিনি ধন্য তোর জ্ঞান।
করেছিনু পাতক, করালি সাবধান ॥ ৫৩৩
এত বলি পড়ে যেয়ে মায়ের চরণে।
বিষাদ না কর, শাকা সেজে যায় রণে ॥ ৫৩৪
তোমার দাসের দাসী ময়ূরাসুন্দরী।
নিজ দাসী করে রেখে রণে যদি মরি ৫৩৫
শুনি শোকে লখের নয়ানে বহে নীর।
রাজার বিপত্তি ভাবি মন করে স্থির ॥ ৫৩৬
আশীষ করিয়া বলে এস মোর বাপ।
মুখে করে চুম্বন, মরমে বড় তাপ ॥ ৫৩৭
বধূ সঙ্গে এল লখে মন্দিরে শাকায়।
সমরে সাজিল শাকা সঙ্গে শিঙ্গাদার ॥ ৫৩৮
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্তদান্ত গৌরীকান্ত পিতা ॥ ৫৩৯
নাথ যার রামচন্দ্র অখিল আধান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান ॥ ৫৪০

কোমর বান্ধিয়া শাকা নদী হলো পার।
ধর র ডাকে শিঙ্গা হাঁকে মার মার ॥ ৫৪১
রাজায় লস্কর যত চমৎকার ভাবে।
কেহ ভাবে এবার পরাণ খেনে যাবে ৫৪২
কেহ বলে শাকা এলো কেহ বলে ওকা।
কেহ বলে বীর কালু কাজ নাই লুকা ॥ ৫৪৩
কেহ বলে লখে বা বেঁধেছে বীর-বেশ।
মামুদা বলিছে মার কি [illegible] বিশেষ ॥ ৫৪৪
যে আনে উহার মা[illegible] পাবে পুরস্কার।
তাম্বুল তনয় চু[illegible] করিল জোহার ॥ ৫৪৫
[illegible] এক[illegible] আনি জানি তার রূপ[illegible]

পান দিয়া বলে পাত্র পরম মঙ্গল ॥ ৫৪৬
তবে চুড়া চলিল চঞ্চল চাপি ঢল।
কালুর নন্দনে দেখে দিলেক দাদাল ॥ ৫৪৭
শাকা বলে সমরে সাজিলি বটে চুড়া।
মরিলে মরমে বড় শোক পাবে খুড়া ॥ ৫৪৮
পালায়ে পরাণ লয়ে ফেলায়ে হেতার।
হাটে হাটে বেচ গিয়ে পানের পসার ॥ ৫৪৯
চুড়া বলে বুড়ামি কথায় কিবা ফল।
আপনি পলায়ে যদি পরাণে বিকল ॥ ৫৫০
বৃত্তি বটে পূর্ব্বাপর পানের বেপার।
সিঁদ চুরি ডাকাতি করিতে কংসকার ॥ ৫৫১
তুঁই রাঢ় চোয়াড়, তোকে সব কর্ম্ম খাটে।
শাকা বলে তুমিত এখনি যাবে কেটে ॥ ৫৫২
গ্রামের সম্বন্ধে তোরে ভাই বলে কই।
অতেব ওসব কথা এতক্ষণ সই ॥ ৫৫৩
জাতি রাঢ় আমরে করম রাঢ় তুঁ।
চুড়া বলে চোরা বেটা চেপে কংস মুঁ ॥ ৫৫৪
বচনে বচনে বড় বাড়িল বিবাদ।
সঙ্কট সময়ে দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ ॥ ৫৫৫
রণে বড় দড় দড় দোঁহে করে দম্ভ।
মালক মুড়ায়ে মারে গোটাদশ লম্ফ ॥ ৫৫৬
আগে হান্ হেতার হাঁকিছে শাকাবীর।
সামালিয়া সন্ধানি সংহারি তোর শির ॥ ৫৫৭
বলিতে চোটাল চুড়া শাকা ওড়ে ঢালে।
মালক মারিয়ে চোট হানিচে হাঁকালে ॥ ৫৫৮
ঢাল চালি চুড়াবীর মালকে এড়ায়।
এইরূপে দু বীরে অনেক যুদ্ধ যায় ॥ ৫৫৯
শেল হাতে শেষে চুড়া ভাবে নিদারুণ।
সুধন্বা সম্মুখে যেম সম্বোধে অর্জ্জুন ॥ ৫৬০
এই শরে তোর যদি না করি নিপাত।
আপনি [illegible] তনু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ॥ ৫৬১
তুঁ যদি [illegible] মনে রণে ভঙ্গ দিস।
জায়া তোর [illegible] জননী নিজ নিস্ ॥ ৫৬২
শাকা বলে ঐ কিরা ফিরে তোরে লাগে।
শেল সংহারিলে যে সংগ্রাম হতে ভাগে ॥ ৫৬৩
শেলে মরি তবু যদি [illegible] মারি তোরে।
সুধন্বা প্রতিজ্ঞা দারুণ [illegible] মোরে ॥ ৫৬৪
এত বলি সাহসে সম্মুখে বুক [illegible]তে।
কালুকে দেবীর শাপ ফলে হাতে [illegible] ॥ ৫৬৫
শেল চালে চলে চুড়া মুড়াইয়া [illegible]।

হান বলে হাঁকে ঘন শাকারে সামাল ॥ ৫৬৬
কালমুখী বংশগোটা মিশাল গরল।
ভ্রমণ করয়ে শূন্যে সন্ধানি প্রবল ॥ ৫৬৭
ছাড়িতে ছুটিল শেল সাঁধাইল জাঁতে।
চুড়া বলে মেরেছি মেরেছি নাই জীতে ॥ ৫৬৮
শেল ঘায়ে শাকা বীর দেখে চমৎকার।
অবশ হইল অঙ্গ উঠে হাহাকার ॥ ৫৬৯
শিঙ্গাদার সত্বর খসাল শেল ধরি।
বসনে বান্ধিয়া বুক রণে হলো হারি ॥ ৫৭০
হাঁকালে হানিল হেঁকে তাম্বুলের শির।
শেষে সব সংসার অসার দেখে বীর ॥ ৫৭১
অবশ হইল অঙ্গ অবনী মণ্ডলে।
পড়িতে পড়িতে শিঙ্গাদার কৈল কোলে ॥ ৫৭২
তা দেখিয়া মহাপাত্র হলো হরষিত।
শাকা বলে শিঙ্গাদার দেখি বিপরীত ॥ ৫৭৩
কোথা রৈল জননা জনক বন্ধু ভাই।
জন্ম গেল জগতে যমের ঘর যাই ॥ ৫৭৪
শুন শুন শিঙ্গাদার সব শেষকালে।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু ডাকরে গোপালে ॥ ৫৭৫
সাধু সাধু সিঙ্গাদার সম্বোধি শাকায়।
গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণগায় ॥ ৫৭৬
মায় মা কাঁদিয়া শাকা পুন কিছু কয়।
কবিরত্ন ভণে যার গুরু পদাশ্রয় ॥ ৫৭৭

শিঙ্গাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে।

নিশায় নিধন রণে, পিত মাতা বন্ধুগণে
দেখিতে না পেনু শেষকালে ॥ ৫৭৮
গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর,
দিহ মোর যেথানে জননী।
নিশান অঙ্গুরী লয়ে, ময়ূরার হাতে দিয়ে,
কয়ো তুমি হলে অনাথিনী ॥ ৫৭৯
তারে মোর মায়ের হাতে হাতে,
সঁপে সমাচার বলো, অকালে অভাগা মলো,
অভাগিনা রাখে সাথে সাথে ॥ ৫৮০
শুক[illegible] সুবর্ণ ছড়া, বাপেরেও ঢাল খাঁড়া,
সমর্পিয়ে সমাচার বলো।
রণে অকাতর হয়ে, শত্রু শির সংহারিয়ে,
সম্মুখ সংগ্রামে শাকা মলো ॥ ৫৮১
কানের কুণ্ডল ধর, শিঙ্গাদার তুমি পর,
ছুরী তীরে তুষ বীরগণে।

শুনি শোকে শিকাদার, চক্ষে বহে জল ধার,
বহে লোহ শাকার নয়নে॥ ৫৮২
কেঁদে কহে পুনর্ব্বার, অপরাধ অভাগার,
খণ্ডাইবে মা রাপের পায়।
প্রণতি অসংখ্য বার, দেখা নাহি হলো আর,
অন্তকালে অভাগা বিদায়॥ ৫৮৩
মরমে রহিল শেল, হেন জন্ম বৃথা গেল
মুখে না বলিনু রাম নাম।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেবা, জননী জনক সেবা,
না করিনু বিধি হলো বাম॥ ৫৮৪
কহিতে কহিতে তনু, ত্যজিল তাহার অনু,
শিকাদার কাটি নিল শির।
লখে-আগে উপনীত, কবিরত্ন বিরচিত,
নিজ নাথ যার রঘুবীর॥ ৫৮৫
শিকাদারে একা দেখি দূরে প্রাণ উড়ে।
আকাশ ভাঙ্গিল লখে ডোমনীর মুড়ে॥ ৫৮৬
আকুল হইয়া বলে কোথা ওরে শাকা।
শিকাদার বলে মা বিধাতা দিল ডাকা॥ ৫৮৭
কাটা মাথা কোলে দিতে তারে উভ রা।
অমনি পড়িল লখে আছাড়িয়ে গা॥ ৫৮৮
বাছা কোথা আয়রে আমার দুলালিয়া।
মড়ামাথা নিয়া কাঁদে মুখে মুখ দিয়া॥ ৫৮৯
অভাগিনী আপনি ডাকিনী হনু বাছা।
যেহেতু ভাবিনু ভয় তাই হল সাচা॥ ৫৯০
কে মারিল আমার সোণার শাকাবীর।
কি প্রাণে মায়ের প্রাণ না হয় বাহির॥ ৫৯২
খোমা দাই ডাকে কে ডোমের শিরোমণি।
শুনিয়া ধাইল কেঁদে ময়ুরা ডোমিনী॥ ৫৯২
শাশুড়ী চরণ ধরে ফুকারিয়ে কাঁদে।
ধুলায় লোটায়ে রামা বুক নাহি বাঁধে॥ ৫৯৩
মারামোহে ময়ুরা মাথায় মারে হাতী।
ধুলায় লোটায়ে কান্দে শাশুড়ী বহুড়ী॥ ৫৯৪
কাঁদিয়া ময়ুরা বলে কোথা হে গোঁসাই।
তোমা বিনা আত্মীয় আর কেহ নাই॥ ৫৯৫
শিকাদার বলে শুন শাকায়ের মা।
সংসার অসার সবে সার সেই পা॥ ৫৯৬
গোবিন্দ-পদারবিন্দে সমর্পিয়ে শোকে।
রাজার বিপত্তি রাখ রক্ষা পাক লোকে॥ ৫৯৭
কেঁদে যে বাঁচাতে পার তবে ভাব বৃথা।
সে জানি সমরে মলো মোরা আছি কোথা॥ ৫৯৮
গোবিন্দ মাতুল যার পিতা ধনঞ্জয়।
হেন অভিমন্যু কেন রণে হলো ক্ষয়॥ ৫৯৯
সুভদ্রা জননী তার কি করিল কেঁদে।
কেমনে কর্ণের শোকে কুন্তী বুক বাঁধে॥ ৬০০
কি করিল মন্দোদরী মলো ইন্দ্রজিত।
বলিতে কহিতে রামা নিবারিল চিত॥ ৬০১
ময়ুরার মুখ মুছি বলে মোর মা।
কেঁদো না গো লিখন কপালে ছিল যা॥ ৬০২
যত দিন জীব বাছা থোব বুকে বুকে।
প্রবোধিয়ে চুম্বয় শাকার চাঁদমুখে॥ ৬০৩
মরা মুখে চুম্ব দিয়ে ডেকে কয় কাণে।
অবোধ মায়ের প্রাণে বোধ নাহি মানে॥ ৬০৪
শোয়ায়ে সোণার খাটে শাকায়ের শির।
ছোট পো শুকায় ডাকে চক্ষে বহে নীর॥ ৬০৫
শুকা ছিল শয়নে সজাগ হলো ডাকে।
নত হয়ে সকল শুধায়ে নিল মাকে॥ ৬০৬
শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।
শত্রুতো সংহারি রণে ভাই কোথা পাব॥ ৬০৭
যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন শেল বুকেতে বাজিল বজ্রাঘাত॥ ৬০৮
এত বলি কাঁদে শুকা লখে দেয় বোধ।
শোক তেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ॥ ৬০৯
কে রাখে বিপত্তে বাপু তোমার বিহনে।
শুনিয়া শাকার শোকে শুকা সাজে রণে॥ ৬১০
তের ডোমে ( ) মিনী ডাকিয়ে দিল সাখি।
তড়বড়ি কোমর বান্ধিছে হাতাহাতি॥ ৬১১
বীরধটী পরি কটী করিল আঁটনী।
করিল কুরঙ্গ ছালে কোমর কসনী॥ ৬১২
পেটে আঁটে পুরট পটুকা পট্টবাসে।
জোড়া খাঁড়া খঞ্জর যুগল দুই পাশে॥ ৬১৩
জোড়া সাঙ্গি বাজিল যুগল যমধর।
বাঁহাতে ধনুক ঢাল পিঠে তুণ শর॥ ৬[illegible]
কাদম্বিনী কবচে ঢাকিল সর্ব্ব গা।
বাঁধিল পাগড়ী টেড়ী শিরে কেশ বা[illegible]॥ ৬১৫
নীল পীত পিঙ্গল বরন কারো গোরা।
বামভাগে টাননি দক্ষিণে ত[illegible] তারা॥ ৬১৬
ঢালেতে ঘুঙ্ঘুর ঘন্টা চ[illegible] নূপুর।
অমর-সমরে যেন চ[illegible] অসুর॥ ৬১৭
পার হয়ে স[illegible] মরে দিল হানা।
একু[illegible] [illegible]চৌকি থানা[illegible]

ঢাল মুড়ে মালক মারিয়া লাফে লাফে ।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥ ৬১৯
মার্ মার্ বলে বীর দুহাতে দাঁদালি ।
গজবাজি সনে রণে হানে ঢাল চালি ॥ ৬২০
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায় ।
সামালি সংগ্রামে সেনা হানে ঠায় ঠায় ॥ ৬২১
তা দেখে দাবালো ঘোড়া রায় র·ভীম ।
বারভূঞে মিঞাগণ বাধালো মহিম ॥ ৬২২
ভঞ্জ ভূঞে চন্দ্রভাল চোহান প্রধান ।
ডোমগণে বেড়ে রণে হাঁকে হান হান ॥ ৬২৩
হাতাহাতি মহিম বাধালে চোট পাট ।
দাঁদালে দুহাতে ডোম যুদ্ধে এল কাট ॥ ৬২৪
হান হান হাঁকারি হাতীর হানে শুঁড় ।
ধনুকী বন্দুকী ঢালী পদাতির মুড় ॥ ৬২৫
রণে রোষে রণসিংহ দাবাইয়া বাজি ।
মান্ধাতার নাতি আর খানসামা কাজি ॥ ৬২৬
সিফায়ের শরগুলি সামালিয়ে ঢালে ।
অমনি হাঁকিয়া চোট মারিল হাঁফালে ॥ ৬২৭
হাতী ঘোড়া রাহুত মাহুত সনে কাটে ।
যতদূত সম ডোম কেহ নাহি আঁটে ॥ ৬২৮
রায়রাঞা বারভূঞা পাঠান মোগল ।
প্রাণ লয়ে পলাইল পড়িল ভগল ॥ ৬২৯
রণ জিনে ডোমগণ মারে মালসাট ।
প্রবেশ করিল আসি কালিন্দীর ঘাট ॥ ৬৩০
অস্ত্র শস্ত্র রাখি সবে জলক্রীড়া করে ।
ঝোড়ে ছিল গোদা পাইক লুকাইয়া ডরে ॥ ৬৩১
হরিষে হরিল তের ডোমের হেথার ।
পাত্র আগে দিয়ে কয় করিয়ে জোহার ॥ ৬৩২
তের ডোমের হাতের হেথার নিনু কেড়ে ।
কালিন্দী কমলে ফেলে কাট যেয়ে তেড়ে ॥ ৬৩৩
মহাপাত্র মাজ্ঞা দিতে ধায় যত বীর ।
ডোমগণে ড়ে এড়ে শর গুলি তীর ॥ ৬৩৪
ফাঁফর হইল ব হেথার বিহনে ।
সঙ্কটে সকল বীর প্রাণ দিল রণে ॥ ৬৩৫
প্রাণ লয়ে অনেক হই নদীপার ।
কহি লখের আগে ব সংহার ॥ ৬৩৬
হাহাকার করে লখে ক উভরায় ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥ ৬৩৭
নয়নে বিশ্রাম নীর নহে এক ।
শোকের উপরি শোক বুকে বং

কান্দিয়ে পড়িল লখে কালুর চরণে ।
উঠ হে পরাণনাথ কি আর জীবনে ॥ ৬৩৮
কি কাল তোমার ঘুমে সর্ব্বনাশ হলো ।
শাকাশুকা তের ডোম রণে যুঝে মলো ॥ ৬৪০
কি লয়ে সংসারে আর কার মুখ চাও ।
সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাও ॥ ৬৪১
রণে মলো অভিমন্যু অর্জ্জুনের পো ।
প্রাণপণ করে ত্যজে সংসারের মো ॥ ৬৪২
পুত্রশোকে জয়দ্রথে বধিলা অর্জ্জুন ।
তোর সম পিতা নাথ না দেখি দারুণ ॥ ৬৪৩
পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজে রাজা দশরথ ।
সকলি মজিল নাথ রাখ ধর্ম্ম-পথ ॥ ৬৪৪
সেনের সংসার রাখ সত্যে হবে পার ।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু আছে একবার ॥ ৬৪৫
সবে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কেবল যান সাথে ।
বলিতে বলিতে উঠে নিলা টাঙ্গি হাতে ॥ ৬৪৬
পুত্রশোকে দাঁদালে চলিল মহাবীর ।
গড় পার হয়ে পেলে কালিন্দীর তীর ॥ ৬৪৭
অনুমান করে আগে স্নান পূজা করি ।
ঈশ্বরী সহায় হলে সংহারিব অরি ॥ ৬৪৮
জলে প্রবেশিলা কালু খুলিয়া কোমর ।
সমাচার পাত্রকে জানালে যেয়ে চর ॥ ৬৪৯
পাত্তর কাতর হলো কালু এল রণে ।
কাণাকাণি পড়িল সকল সৈন্যগণে ॥৬৫০
পুত্রশোকে এল কালু কেবা হবে স্থির ।
সংগ্রাম থাকুক শুনে কাঁপে যত বীর ॥ ৬৫১
পাত্র বলে যে আনিবে কালুর মস্তক ।
ময়না ইনাম পাবে রেখে যাবে সক ॥ ৬৫২
এখনি পরক জোড়া ঘোড়া, পাবে এলে ।
সেনাগণে অনুমানে প্রাণে মোলে মিলে ॥ ৬৫৩
বচনে বাড়ায় বুক পাত্র এড়ে পান ।
সমাচার শুনে কাঁপে সবাকার প্রাণ ॥ ৬৫৪
বানর কাতর যেন লঙ্ঘিতে সাগর ।
সেইরূপ সব সেনা না দেয় উত্তর ॥ ৬৫৫
পাত্র বলে লুটে খেতে রাজার মুলুক
সবার বড়াই বড় কাজে হেঁট মুখ ॥ ৬ ১৬
ভাল রে বুঝিব থাক দেশে যেতে দে
করিব ইহার শাস্তি মনে আছে যে ॥ ৬৫৭
হেন কালে কাম্বা ডোম উঠাইল পান ।
হিতে লাগিল কিছু পাত্র বিদ্যমান ॥ ৬৫৮

থাকুক অন্যের কথা নব লক্ষ দলে।
বলে না আঁটিবে কেহ মাথা আনি ছলে ॥ ৬৫৯
যেমন বলির পিতা বিরোচন দৈত্যে।
বাঁধল দেবতাগণে বন্দি করি সত্যে ॥ ৬৬০
সেইরূপি মায়ায় তায়ার মাথা আনি।
দূর করে দেহ মোরে করে অপমানি ॥ ৬৬১
এত যদি বলিল কালুর ভাই কেমো।
পাত্রের হুকুমে মাথা মুড়াইল রেমো ॥ ৬৬২
পাঁচ চুলে করে পেঁচ দিল গোটা দশ।
মুখ বুক বয়ে রক্ত পড়ে টস টস্ ॥ ৬৬৩
গালে দিল চূণকালি গলে গাঁথা জুতা ॥
আগে আগে বাজে ঢোল পিছে মারে গুঁতা।
কাণা কুঞ্জরের পিঠে নদী করে পার।
দূরে থেকে দেয় ডোম দোহাই দাদার ॥ ৬৬৫
শরণ লইলাম দাদা রক্ষা কর প্রাণ।
তুমি জ্যেষ্ঠ জন্মদাতা পিতার সমান ॥ ৬৬৬
কৃপাময় কালু কয় কেন ওরে ভাই।
কাম্বা বলে দাদা হে নিকটে আগে যাই ॥ ৬৬৭
হাতী হতে উত্তরি কালুর পদতলে।
লুটায়ে পড়িতে কাম্বা কালু করে কোলে ॥ ৬৬৮
গলাগলি কাঁদে দোঁহে চক্ষে বহে জল।
বীর বলে বিশেষ বারতা ভাই বল ॥ ৬৬৯
কাম্বা বলে দাদারে বাজিলে বুকে জাঠা।
সে হেন গুণের শাকা শুকা গেল কাটা ॥ ৬৭০
দেখিতে ফাটিল বুক করিনু বিষাদ।
তাহাতে অধম পাত্র দিলে অপরাধ ॥ ৬৭১
কালুর সোদর কাম্বা তারি অনুচর।
এই বেটা কাটাইল রাজার লস্কর ॥ ৬৭২
দূর করে দিল দাদা হ'লাম অপমানি।
চল যেয়ে দুই ভায়ে সব সেনা হানি ॥ ৬৭৩
পূর্ব্ব কথা ভাবি পাছে মনে ভাব পর।
বীর ডোমের বুন হতে ভেঙ্গেছিল ঘর ॥ ৬৭৪
তোমার নফর আমি সব দিবে ক্ষমা।
কালু বলে প্রাণের সমান তুমি কাম্বা ॥ ৬৭৫
মুখে বলে ঘাটি নাহি তোমার কৃপায়।
মনে করে ভাল ভায়া ভুলিল মায়ায় ॥ ৬৭৬
দুই-ভেয়ে পরম প্রেম, প্রীতিভাব বাড়ে।
দূরে থেকে দেখে লখে এসে বসে আড়ে ॥ ৬৭৭
অন্তরে গরল কাম্বা মুখে মধুময়।
কপট চাতুরি কিছু কালু বীরে কয় ॥ ৬৭৮
তুমি না করিলে কৃপা হ'তাম বৈরাগী।
অনুগত দাস আমি কিছু ভিক্ষা মাগি ॥ ৬৭৯
সত্য কর তবে যে প্রত্যয় হয় মনে।
কালু বলে ওরে কাম্বা কোন ছার ধনে ॥ ৬৮০
প্রাণ চাহ প্রাণ দিব আনে আছে কি।
গল্পিয়া বলিছে লখে সোণা ডোমের ঝি ॥ ৬৮১
ভুল না ভুল না নাথ ভুলাইবে মদে।
ভাই নয় ভণ্ড ভেড়ে পাত্তরের খেদে ॥ ৬৮২
সেই কাম্বা কুলাঙ্গার জান পূর্ব্বাপর।
ঘরভেদে সবংশে মজেছে লঙ্কেশ্বর ॥ ৬৮৩
কাম্বা বলে দাদারে ঘুচিল সব যুক্তি।
বসত না হতে শুনি কুন্দুলের উক্তি ॥ ৬৮৪
সে জানি অধর্ম্মে মো'ল হয়েছিল সীতা।
মাগের বচনে কেন শ্রীরামের পিতা ॥ ৬৮৫
মহারাজ দশরথ কি না হলো তার।
বীর বলে থাক রে অধর্ম্ম মেয়ে ছার ॥ ৬৮৬
দুঃখ সুখ দু-ভাই বিরলে কই কথা।
কি তোর যোগ্যতা শ্যালি হতে এলি হাতা ॥ ৬৮৭
অমনি ধরিল ধেয়ে করিয়া দাপট।
বেণী ঝোড়ে জড়ায়ে লখের বাঁধে জট ॥ ৬৮৮
প্রতাপে লখেরে বাঁধে কাহার যোগ্যতা।
আপনি বন্ধন নিল লখে পতিব্রতা ॥ ৬৮৯
ধর্ম্মপদ ভাবি দ্বিজ কবিরত্ন ভণে।
প্রভু মোর রামরামে রাখিবে কল্যাণে ॥ ৬৯০
লখেকে বান্ধিয়া দড় কালু সত্য করে।
গঙ্গাজল তুলসী তামায় তুলে ধরে ॥ ৬৯১
পূর্ব্বমুখে বলে কালু এই ব্রহ্ম
যে কিছু মাগিবি কামু তাই দিব তথ্য ॥ ৬৯২
ইথে অন্য মত করি ঈশ্বর প্রমাণ।
ইহ পরকাল মজি হারাব পরাণ ॥ ৬৯৩
ব্রহ্মহত্যা আদি যত মহাপাপ ঘটে।
ফলিল দেবীর শাপ দৈব ধরে জটে ॥
বল কামু কি দিব কহিছে কালু বীর।
দূরে থেকে কাম্বা বলে কেটে দাও শির ॥ ৬৯৫
দধীচি মুনির সম দাদা হলে ত্রাতা।
নিজ দেহ দিয়ে মুনি তুষিল দেবতা ॥ ৬৯৬
কালু বলে ওরে দুষ্ট কি বলিলি কাজ।
ইহার কারণে তোর এত বড় সাজ ॥ ৬৯৭
নিষেধ করিল লখে তোর শীল জেনে।
একু কথা নাহি মেনে ॥ ৬৯৮

ঝুলায়ে বিশ্বাস-বাতি মাথা লয়ে যাবি।
ইহার উচিত ফল এইক্ষণে পাবি ॥ ৬৯৯
অবিশ্বাসী জনারে বিশ্বাসে এই ফল।
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল ॥ ৭০০
কালু বলে দাদারে করেছ অঙ্গীকার।
মায়া ছাড় মহাশয় সত্য হয় পার ॥ ৭০১
পশ্চিমে উদয় যদি হয় দিবাকর।
ফুটে যদি পদ্মফুল পর্ব্বত উপর ॥ ৭০২
অগ্নি যে শীতল হয় প্রচলে পর্ব্বত।
তথাপি সজ্জন-বাক্য নহে অন্য মত ॥ ৭০৩
যে বচন পালিতে পাতালে গেল বলি।
জরাসন্ধ প্রাণ দিল অঙ্গীকার পালি ॥ ৭০৪
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা পুরাণে প্রমাণ।
সত্য পালি সংসারে দাঁড়াতে নাই স্থান ॥ ৭০৫
সপ্তদ্বীপ দান দিল দক্ষিণার তরে।
বনিতা বালক বন্দী ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ ৭০৬
আপনি হইলা রাজা চণ্ডালের দাস।
অঙ্গীকার বচন লঙ্ঘনে ভাবি ত্রাস ॥ ৭০৭
অপর বলির পিতা বিরোচন দৈত্য।
অকাতরে প্রাণ দিল করেছিল সত্য ॥ ৭০৮
এমনি করিলে সত্য গঙ্গাজল হাতে।
এ কোন বিচার দাদা গৌণ কর তাতে ॥ ৭০৯
সত্য পাল শতেক পুরুষ স্বর্গ লও।
নরক না কর দাদা মাথা কেটে দেও ॥ ৭১০
সত্য না লঙ্ঘিবে দাদা আপনি মহৎ।
জন্মিলে মরণ আছে রাখ ধর্ম্মপথ ॥ ৭১১
কালু বলে চণ্ডালে ধার্ম্মিক বড় তুঁ।
দেখিতে উচিত নয় তো ছারের মুঁ ॥ ৭১২
কি করিব কোথা হতে পরকাল মজে।
ও পাপে পরশে পাছে সেন মহারাজে ॥ ৭১৩
এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয়।
সেনের ঠাঁর সেবা পাছে ব্যর্থ হয় ॥ ৭১৪
সত্য না ... নু আমি ইহার কারণ।
অতেব অধম তোর বাঁচিল জীবন ॥ ৭১৫
হেতা না ধরি মেলাম গৌড়ের অধমে।
তুঁ হলি চণ্ডাল, দুঃখ হল মরমে ॥ ৭১৬
যে ছিল কপালে ... লিল আমার।
এক চোটে মাথা কেটে ... ত্য কর পার ॥ ৭১৭
কি জানি ডোমনি পাছে এসে ... হাতা।
বলিতে বলিতে কাধা কেটে নিল ...
সত্বর কুঞ্জর পিঠে উঠে করে ভর ॥
দেখে পরাক্রম লখে বলে ধর ধর ॥ ৭১৯
মেলা টাঙ্গি ফেলায়ে কান্দার হানে শির।
মাথার সহিত নিল স্বামীর শরীর ॥ ৭২০
মৃত পতি কে লে লয়ে কান্দে উভরায়।
শুনে পাট পড়সি পাড়ার লোক ধায় ॥ ৭২১
বিশেষ শুনিল সবে যত জন মৈল।
নিজ নিজ শোকে সবে সমাকুল হৈল ॥ ৭২২
কিবা চেটো বউড়ী ঝিউড়ী বুড়ী ঠাড়ী।
ধুলায় লোটায়ে কান্দে শিরে ভাঙ্গে হাঁড়ী ॥ ৭২৩
প্রমাদ পড়িল বড় ডোমের পাড়ায়।
গড়াগড়ি দিয়া সবে কান্দে উভরায় ॥ ৭২৪
কেহ বলে কোথা গেল অভাগীর বাছা।
করিল স্বপন সত্য সাক্ষী পেনু সাচা ॥ ৭২৫
কেহ কোঁড়ে কপাল, কঙ্কণ হানে শীরে।
অবনী ভিজিল কারো নয়ানের নীরে ॥ ৭২৬
হরে ডোমের বেটী কান্দে নিরা ডোমের বউ।
বীরা ডোমের বুন কান্দে শোকে হয়ে জউ ॥ ৭২৭
চাপাড়াল ডোমের বেটি ডোমনী ডামানী।
কান্দিয়া কাতর বড় যৌবন নতুনী ॥ ৭২৮
কেহ কান্দে কান্দার বাপ কোথা গেলে হে।
অভাগিনা কাঁন্দে নাথ সঙ্গে করে নে ॥ ৭২৯
কুচানী ডোমনী কাঁন্দে চুড়াডোমের খুড়ী।
জামাতার শোকে কান্দে শুকার শাশুড়ী ॥ ৭৩০
লখে কাঁন্দে শাকা শুকা তুকা মারি বুকে।
কাঁন্দিতে অনেক রাত্রি ক্ষীণ কথা মুখে ॥ ৭৩১
হীরা জিরা দুসতানে করে অনুতাপ।
কেমন করে কাটা গেল কুড়া চুড়ার বাপ ॥ ৭৩২
রমণী ডোমনী কাঁদে পতনি রহিল।
সাজান তাম্বুল প্রাণনাথে নাহি দিল ॥ ৭৩৩
সতী যুবতীর গতি পতি বিনা নাই।
ময়ূর কর্পূরা কান্দে কোথা হে গোঁসাই ॥ ৭৩৪
এইরূপে কান্দে সবে করে হায় হায়।
চকিত চমকে লখে শক্র বুক পায় ॥ ৭৩৫
সবারে প্রবোধ করে কি কারণে কাঁদ।
যে কিছু হবার হল সবে বুক বান্ধ ॥ ৭৩৬
সব জাগ সবে চিন্ত সেনের কল্যাণ।
উদয় সদয় হয়ে দিলে ভগবান্ ॥ ৭৩৭
তবে কি এ দুঃখ কারো রবে এতক্ষণ।
সব সুপ্রসন্ন হবে দেশে এলে সেন ॥ ৭৩৮

সবে মেলি সংপ্রতিক চিন্তহ উপায়।
সংহারি সেনের শত্রু দেশ রক্ষা পায়॥ ১৩৯
চল মোরা রাজার মহলে যেয়ে কই।
শোক ত্যজি সবে বলে সার যুক্তি ঐ॥ ১৪০
লঘুগতি ভূপতি-মহল সবে পায়।
না মানে প্রবোধ প্রাণ কাঁদে উভরায়॥ ১৪১
শয়নে সজাগ ছিল চারি রাজার ঝি।
বার হয়ে বলে লখে সমাচার কি॥ ১৪২
কাঁদিয়া কহিছে লখে কলিঙ্গার পায়।
পার কর প্রভুপদে কবিরত্ন গায়॥ ১৪৩
লখে বলে ঠাকুরাণি কি আর সুধাও।
তুমি মামা-শ্বশুর-শ্যালার মাথা খাও॥ ১৪৪
নব লক্ষ দলে বলে বেড়িল সহর।
হাতে হাতে নিতে পুরী রাখিল ঈশ্বর॥ ১৪৫
নদী পার করে দিনু হেনে লক্ষ তিন।
তার পর কি জানি কি হল দশা হীন॥ ১৪৬
শাকা শুকা তের [illegible] যুঝে মোল রণে।
মহাবীর শির দিল সত্যের কারণে॥ ১৪৭
কি হবে উপায় বল বীরগণ মোল।
পাটরাণী বলে তবে সর্ব্বনাশ হোল॥ ১৪৮
এ কথা শুনিয়ে সবে শোক তুলে কাঁদে।
কলিঙ্গা সবার মন প্রবোধিয়ে বাঁধে॥ ১৪৯
শুন সবে দুঃখ পেলে সেনের দশায়।
সবে কর আশীষ উদয় দিয়া রায়॥ ১৫০
ত্বরায় আসুন দেশে জীবে যত শূর।
চিন্তা নাহি চিত্তের চাঞ্চল্য ত্যজ দূর॥ ১৫১
পেয়েছি প্রমাণ তার আমার বিভায়।
কামরূপে মৃতসেনা জিয়াইলা রায়॥ ১৫২
শুনিয়া সন্তোষ সবে শোক গেল দূর।
রাণীগণ বলে হায় কি হল ঠাকুর॥ ৫৩
দূরে গেল প্রাণনাথ প্রভুর পূজায়।
শ্বশুর শাশুড়ি বন্দি দেশ লুটে যায়॥ ৫৪
কলিঙ্গা কহেন সব করে দশা-হীনে।
কত না প্রমাদ পাব প্রাণপতি বিনে॥ ১৫৫
কে আছে বান্ধব আর কার মুখ চাব।
শুন বুন কানড়া আপনি সেজে যাব॥ ১৫৬
কানড়া বলেন দিদি যদি আজ্ঞা দাও।
মামাশ্বশুরের মাথা ঘরে বসে নাও॥ ১৫৭
কানড়া থাকিতে দাসী সাজিবে আপনে।
প্রবোধে কলিঙ্গা রাণী মধুর বচনে॥ ১৫৮

নতুনী যৌবনী তুমি কাঁচা সোণা গা।
মো হই হাজার তবু ছেলেপিলের মা॥ ১৫৯
ছোট নারী বিশেষ স্বামীর প্রাণতুল্য।
যৌবন তুলনা দিতে তোমার অমূল্য॥ ১৬০
তুমি যদি কদাচ নিধন হও রণে।
না জীবে পরাণনাথ তোমার বিহনে॥ ১৬১
আপনি সমরে যাব যা থাকে কপালে।
হুকুম হইল বাজি সাজাতে বারালে॥ ১৬২
কিঙ্করী সকল বেড়ি পরম যতনে।
রচিল রাণীর বেশ নানা রত্ন ধনে॥ ১৬৩
কানড়া বলেন দিদি সময় উচিত।
সাজ কর শত্রু দেখে করিবে ইঙ্গিত॥ ১৬৪
তায় মামাশ্বশুর বিবাদী দুষ্টমতি।
কি জানি কি হবে দিদি দেশে নাই পতি॥ ১৬৫
রাহুতের বেশ ধর রণে যাবে যদি।
ঘোড়া যোড়া নাথের হেতের বাঁধ দিদি॥ ১৬৬
মামাশ্বশুরের সনে নানা বেশ ধরি।
মিলনে বাসনা থাকে মানা নাহি করি॥ ১৬৭
বিরসে সরস ভাষে হাসে পাটরাণী।
আপন মনের মত বলিলে বুহিনী॥ ১৬৮
মনে নিল সার যুক্তি বলিলে কানড়া।
কিন্তু বুন কখন না পরি জামা-জোড়া॥ ১৬৯
কোমর বান্ধিয়া যাব রাহুতের বেশে।
আপনি যেমন জান সেজে যেও শেষে॥ ১৭০
এত বলি বসন ঈষৎ পরে কাল।
যখন যেমন দশা সেই সাজ ভাল॥ ১৭১
[illegible]রে বাঁধে সরবন্ধ সুবর্ণের চিরা।
বিন্দুইন্দু বাণ হেম মাঝে পঞ্চ হীরা॥ ১৭২
বুকে বাঁধে কাঁচুলি কবরী মাত্র কেশে।
তড়বড়ি কোমর কষুনি করে শেষে॥ ১৭৩
পরিসর পুরট পট্টুকা পট্ট শালে।
পেটি আঁটি কষে কৃষ্ণ কুরঙ্গের ছালে॥ [illegible]
পাশে বাঁধে যুগল খঞ্জর যমধর।
শাণি শর যোড়া খাঁড়া ঘোড়ার উপর॥ ১৭৫
শর গুলি ধনুক বন্দুক খাঁড়া ঢাল।
তুলিয়া বাজির পিঠে বাঁধিল [illegible]॥ ১৭৬
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কপা[illegible]দূর।
নারীর নিশান রাখি [illegible] করে দূর॥ ১৭৭
গায়ে দিল উড়ানী[illegible]পুড়নি রৈল মনে।
[illegible] অভাগী বিহনে॥ ১৭৮

চলিতে চঞ্চল চিত্ত নাহি চলে পা।
পাছু ডাকে চিত্রসেন কোথা যাও মা॥ ৭৭৯
মায়া ত্যজি মহারাণী মহিমের মনে।
কানড়াকে পুত্র সঁপে বিনয় বচনে॥ ৭৮০
সমরে চলিনু ছাড়ি সংসারের মো।
বাছারে না বেসো বুন সতিনীর পো॥ ৭৮১
চক্ষে চক্ষে থোবে বাছায় খাওয়াবে মাখাবে।
মা বলে কাঁদিলে তুমি আপনি পৈতাবে॥ ৭৮২
অমলা বিমলা সনে প্রীতিভাবে রয়ো।
প্রভু এলে পরার্দ্ধ প্রণতি মোর কয়ো॥ ৭৮৩
দেখা নৈল মরমে মরমে রৈল দুখ।
ছল ছল নয়নে কানড়া মুছে মুখ॥ ৭৮৪
মায়া ত্যজি চলে রাণী মহলের পার।
রণে রোষে যুবতীর লাজ নাহি আর॥ ৭৮৫
বলিতে বারাল বাজি সম্মুখে যোগায়।
সওয়ার হইতে দ্বার ঠেকিল মাথায়॥ ৭৮৬
কিচি কিচি কালপেঁচা কাছে কাছে ডাকে।
অচল হইল বাজি থমকিয়া থাকে॥ ৭৮৭
অমঙ্গল না বুঝি চাবুক মারে ঘোড়া।
গড় নদী পার হলো রণমুখী ঘোড়া॥ ৭৮৮
রামপদ-কোকনদ-সম্পদভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥ ৭৮৯

মহারাণী দরশনে, চমকিত সেনাগণে,
অনুমানে রণে এল কে।
ডেকে বলে মহামদ, সমরে সত্বর ধর,
আগে দেখে পরিচয় নে॥ ৭৯০
বলিতে শুনিল রাণী, গর্জ্জিয়া বলিছে বাণী,
শুন ওরে দুরাচার বলি।
পরিচয় কিবা কাজে, মামা-শ্বশুরের লাজে,
আজি মোরা দিলাম জলাঞ্জলি॥ ৭৯১
শুন দুঃ নরাধম, ভাজিলি আপন ভ্রম,
[illegible]মি কর্পূরধবলের দুহিতা।
সাক্ষাৎ ম[illegible] কই, তোর ভাগিনা-বধূ হই,
সেন মহাশয়ের বনিতা॥ ৭৯২
কেমনে খাইলি লজ্জা অবলা উপরে সজ্জা,
চুণকালি [illegible] দিলি ঝাঁপ।
বল দেখি কোন্ দীনে, [illegible]বটি বধূ নাই চিনে,
কে কোথা করেছে [illegible]ন পাপ॥ ৭৯৩
ধিক্ ধিক্ দুরাচার, ছাড়ি তো[illegible] [illegible]ন আর,
কুকর্ম্ম [illegible] কোথা

শুনে পাত্র কোপে জ্বলে, হাসন হোসেনে বলে,
সমরে শ্যালীর জাতি নে॥ ৭৯৪
যুবতী যবন মাঝে, সেজে আসে কোন্ কাজে,
বুকেতে নাহিক কুল-ভয়।
সবে মিলি ধর ধর, যে যার বাসনা কর,
ও মোর ভাগিনাবধূ নয়॥ ৭৯৫
কহে রাণী মহা রুষ্ট, হেদে রে চণ্ডাল দুষ্ট,
কি কথা কহিলি পাপরুচি।
এত বলি রোষে রণে, রাহুত মাহুত সনে,
হাতী ঘোড়া করে কুচি কুচি॥ ৭৯৬
রুষিল রাজার ঠাট, চৌদিকে চোট পাট,
হাতাহাতি করে হানাহানি।
শাঙ্গি শেল শর শুলি, ঢালটা চঞ্চল চালি,
সামালি সংহারে মহারাণী॥ ৭৯৭
একাকার উঠে ধূম, দুড় দুড় দুড়ুম দুম্,
গভীর গর্জ্জনে ছোটে গোলা।
মার মার হাঁকে পাত্র, সমরে শ্যালীর গাত্র,
হাড় মাস কর রতি তোলা॥ ৭৯৮
সামালি সংগ্রামে চোটে, গজবাজি রণে লোটে,
ছোটে ঘোড়া কাটে ঠায় ঠায়।
দেখি যত বীরগণে, কোপে তাপে প্রাণপণে,
চৌদিকে চাপিয়া বেগে ধায়॥ ৭৯৯
জাঙ্গড়া যবন যতে, বেড়ে আসি হাতে হাতে,
তায় পাত্র বলে ধর ধর।
অনুমানি মহারাণী, যবনে যন্ত্রায় জানি,
অভিমানি হানিল জঠর॥ ৮০০
সবে বলে ধন্য ধন্য, কোপে ঘোড়া কত সৈন্য,
পদাঘাতে সংহারিয়া ধায়।
গমনে যেমন ঝড়, পার হলো নদী গড়,
দ্বারে আসি হেষনি জানায়॥ ৮০১
মহারাণী মলো রণে, দ্বিজ কবিরত্ন ভণে,
মনে ভাবি গুরু-পদদ্বন্দ্ব।
যে জন গাওয়ায় গায়, যেবা শুনে ধর্ম্মরায়,
সবাকার বাড়য়ে আনন্দ॥ ৮০২
ঘোড়ার হেষাণ শুনি কামড়া যুবতী।
দাসী হস্তে জল ঝারি ধায় শীঘ্রগতি॥ ৮০৩
মনে হলো মহিম জিনিয়া এলো দিদি।
নিকটে আসিয়া দেখে বাম হৈল বিধি॥ ৮০৪
মলিন বয়ান বিধু নয়ান মুদিত।
[illegible]স্ত্র শস্ত্র বস্ত্র বাজী রুধিরে ভূষিত॥ ৮০৫

কাঁদিয়া কলিঙ্গা কোলে করিল কানড়া।
বুক ফেটে আছাড়ে পরাণ ছাড়ে ঘোড়া॥ ৮০৬
শোকে রাণী আকুল দুকূল নাহি চায়।
কপালে কঙ্কণ হানে কাঁদে উভরায়॥ ৮০৭
কোথা গেলে সাধনীর স্বামি-সোহাগিনী।
উত্তর না দেহ কেন ডাকে অভাগিনী॥ ৮০৮
কানড়া কিঙ্করী কোথা গেলে গো ছাড়িয়া।
মজে ধন ধরণী ধরিতে নাহি হিয়া॥ ৮০৯
দিদিগো বিদরে বুক মুখ দেখি তোর।
সদাই সোহাগ আর কে করিবে মোর॥ ৮১০
কি বলে বোঝাব বাছা মা বলে কাঁদিলে।
কি বলে প্রবোধ দিব প্রাণনাথ এলে॥ ৮১১
এলা'ল কবরী কেশ ধূলায় লুটায়।
মুখানি মুছায়ে দাসী দুর্ম্মুখা পেতায়॥ ৮১২
কেঁদনা সুন্দরি শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথাকারে প্রাণ দিল কেঁদে॥ ৮১৩
শোকের সময় নয় শক্র আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে॥ ৮১৪
কানড়া বলেন বুন কেমনে পাসরি।
সেরূপ এরূপ হলো আহা মরি মরি॥ ৮১৫
কেমনে সাজিব বল বুদ্ধি হলেম হারা।
দাসী বলে স্মৃষ্টি তবে মজাইবে পাবা॥ ৮১৬
তুমি কোন্ না জান পাত্রের বুদ্ধি বল।
সিমুলাতে সেজেছিল সেই সে পাগল॥ ৮১৭
তোমার বিবাহ মনে হাতে বেঁধে সূতা।
বুড়া বরে এনেছিল খেয়ে গেছে গুঁতা॥ ৮১৮
সে জন সমরে কেন এত বড় ভয়।
পূজগে পার্ব্বতী-পদ রণে হবে জয়॥ ৮১৯
যে পদ সম্পদপ্রদ বিপদ-বিনাশ।
হরিহর-হিরণ্যগর্ভের জয় আশা॥ ৮২০
অমর-অধিপ ইন্দ্র আরাধি যে পদ।
প্রলয় খণ্ডালে মহা ব্রহ্মার বিপদ॥ ৮২১
যে পদপঙ্কজ পূজে ত্রিলোকের নাথ।
শ্রীরাম রাবণে রণে করিলা নিপাত॥ ৮২২
সে পদপঙ্কজ-রজে মজে চিত্ত যার।
চতুর্ব্বর্গ ফল বল করতল তার॥ ৮২৩
ভগবতী ভকতি মুকতি-গতিদাতা।
দুরগতি কুমতি অরাতি-ভয়-ত্রাতা॥ ৮২৪
প্রধান সাধিকা তুমি আমি কব কি।
ভবানী ভাবিনী ভব্য ভূপালের ঝি॥ ৮২৫

শুনি ধনী আনন্দিতা পুলকিত অঙ্গ।
শোক ত্যজি বাড়ে প্রেম পুলকে তরঙ্গ॥ ৮২৬
ধন্য ধন্য বার দশ দাসীরে সম্ভাষে।
পূজিছে পার্ব্বতী-পদ পূর্ণ-অভিলাষে॥ ৮২৭
ঘৃতে ভাজি জাগাইল সতিনীর কায়া।
ষোল উপচারে রামা পূজে মহামায়া॥ ৮২৮
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম সুমধুর গান॥ ৮২৯

প্রেমে অঙ্গ গদগদ, প্রমাদে পার্ব্বতীপদ,
পঙ্কজ পরম পরিসর।
পড়িয়া পাত্রের হটে, আরাধিল হেম ঘটে,
রত্নসিংহাসনের উপর॥ ৮৩০
ষোল উপচারে রামা, সেবে শক্র-নাশকামা,
কনক কমলাসন দিয়া।
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক, ধান্য দূর্ব্বা দ্রোণ অর্ক,
কুসুম কুঙ্কুম মিশাইয়া॥ ৮৩১
মনে হয়ে মহোৎসবা, চন্দনাক্ত রক্ত-জবা,
ভক্তিযুক্ত শক্তি পদাম্বুজে।
কুমুদ কলিকা কুন্দে, করবীর অরবিন্দে,
যাতি যূথি জবা যোড়ে পূজে॥ ৮৩২
চূয়া চিত্র চাঁদমালা, চন্দনে চর্চ্চিত কলা,
চাঁপাচন্দ্র মল্লিকার হার।
ঘৃতের প্রদীপ পঞ্চ, ধূপ ধুনা অপরঞ্চ,
কলধৌত কত অলঙ্কার॥ ৮৩৩
উত্তম আতব অন্ন, পাঁচ রূপ পরমান্ন,
উপহার অনেক বিধান।
খাসা দধি ক্ষীরখণ্ড, ঘি মধু অমৃত মণ্ড,
চিনি চাঁপা কলা মর্ত্তমান॥ ৮৩৪
পরিপাটী পাচরসে, পূজা করি ভক্তিবশে,
ভবের ভাবিনী ভগবতী।
সমর্পিতে জপ পূজা, দেখা দিল দশভুজা,
কানড়া কহিছে নতি স্তুতি॥ ৮৩৫
নমো মাতঃ জয়চণ্ডি, উদ্ধার [illegible] খণ্ডি,
জগজ্জননী জয়যুতে।
নমো নারায়ণী নিত্যে, নন্দিনী আনন্দ চিত্তে,
নিশুম্ভনাশিনী নমোহস্তু তে॥ ৮৩৬
তুমি শচী তুমি উমা, [illegible]বতী তিলোত্তমা,
সাবিত্রী [illegible] শিবা সতী।
তুমি [illegible] মাতা, শক্তি ভক্তি মুক্তিদাতা,
[illegible] বিধাত্রী॥ ৮৩৭

প্রলয় পালন সৃষ্টি,— প্রসবে তোমার দৃষ্টি,
তুমি মতি তুমি গতি গো সবার ।
তারিণি ত্বরিতে তার, তাপিত তনয়া তোর,
তো বিনা স্মরণ লয় কার ॥ ৮৩৮
অসুর অমর নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
যোগিগণ যে পদ ধেয়ায় ।
সে পদসরোজে সদা, কিঙ্করী কানড়া মুদা,
নতবতী ধূলায় লোটায় ॥ ৮৩৯
দেখিয়া প্রণতি স্তুতি, পরিতুষ্টা ভগবতী,
কৃপা করি কহেন ত্বরিত ।
কেন বাছা এত স্তব, কোথা পেলে পরাভব,
বর মাগ যে হয় বাঞ্ছিত ॥৮৪০
চণ্ডীপদ সন্নিকটে, কিঙ্করী কানড়া রটে,
করপুটে সঙ্কট সকল ।
গুরুপদ ভাবি যত্ন, ঘনরাম কবিরত্ন,
বিরচিল মধুর মঙ্গল ॥ ৮৪১
কাঁদিয়া কানড়া কয় করি কৃতাঞ্জলি ।
কাতর কিঙ্কর কুলে কৃপা কর কালী ॥ ৮৪২
খলে খণ্ড খণ্ড কর খর খড়্গ ধরি ।
খলে খেদ খণ্ডাও অখিলে খড়্গেশ্বরী ॥ ৮৪৩
গৌরী গো গণেশ-মাতা গোবিন্দভগিনী ।
গভীর গরিমা গুণে উদ্ধার আপনি ॥ ৮৪৪
ঘোর ঘটা ঘোড়া হাতী নিশা ঘনঘোর ।
ঘোররূপা ঘুচাও ঘটেছে বিঘ্ন মোর ॥ ৮৪৫
উর উগ্র বিনাশিনী উগ্রচণ্ডা মা ।
উদ্ধারের বীজ উমা সার সেই পা ॥ ৮৪৬
চণ্ডরূপা চণ্ডিকা চঞ্চল চিত্ত নাশি ।
চণ্ডবতী চামুণ্ডা চরণে রাখ দাসী ॥ ৮৪৭
ছলরূপা ছায়াবতী ছাড়ি ছল বাস ।
ছায়ায় ছাওয়াল রাখ ছাড়িয়ে কৈলাস ॥ ৮৪৮
জপ যজ্ঞ যাগ যন্ত্র জয় জগন্ময়ী ।
জগত-জননী জয়া রণে কর জয়ী ॥ ৮৪৯
ঝকঝকি ঝকড়া বিবাদবাদ বিনে ।
ঝি বলিয়া ঝটিতে ঝম্পিয়ে উর রণে ॥ ৮৫০
ঈশ্বরা ঈশ্বর-জায়া ঈ[illegible]ঙ্গিতে ।
ইদানী ইন্দ্রাণী রাখ [illegible]ঙ্গীতে ॥ ৮৫১
টল টল মহী যবে অসুর [illegible]নে ।
টঙ্কারে টুটালে ভার টানি [illegible] ॥ ৮৫২
ঠক ঠকে ঠেকেছি মা ঠকের ঠকিতে ।
ঠকরূপা ঠাকুরাণী ঠক সমাধিতে ॥ ৮৫৩
ডগমগী রুধিরে মজিল ডোম পাড়া ।
ডাক ডরাইয়া ডাকে কিঙ্করী কানড়া ॥ ৮৫৪
ঢল ঢল সুর যবে অসুরের রণে ।
ঢাল খাঁড়া ধরিয়া ঢলালে দুষ্টগণে ॥ ৮৫৫
তারিণী ত্বরিতে তার তাপিত তনয়া ।
ত্রিলোকের ত্রাণ হেতু তুমি মা অভয়া ॥ ৮৫৬
থর থর কাঁপে প্রাণ স্থির নহে চিত ।
স্থিতিরূপা স্থল দিয়া কর মা স্থাপিত ॥ ৮৫৭
দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা দেবের দেবতা ।
দানবদলনী দুঃখ দারিদ্র্যদংশিতা ॥ ৮৫৮
দয়াময়ী দয়া কর দুঃখিনী দাসীতে ।
দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশিনী দেবি নমোহস্তুতে ॥ ৮৫৯
ধরণীধারিণী ধাত্রী ধনদাত্রী ধন্যা ।
ধরাধর ধাতার ধামিনী শৈলকন্যা ॥ ৮৬০
নিশুম্ভনাশিনী নম নগেন্দ্র-নন্দিনা ।
নরসিংহ-নিস্তার-কারিণী নারায়ণী ॥ ৮৬১
পাপিনী প্রমাদে পড়ে পাদপদ্মে কয় ।
পুরীতে পাপিষ্ঠ আজ পড়েছে প্রলয় ॥ ৮৬২
ফাঁফর হয়েছি ফেরে ফিরে চাও মাতা ।
ফলাফল বিফল ফলিল ফলদাতা ॥ ৮৬৩
বাসুকি বাসব বিষ্ণু বিধাতা বরুণ ।
বামদেব বিধাতা বলিতে নারে গুণ ॥ ৮৬৪
বিশেষ বালিকা-বুদ্ধি বিকল-চেতনি ।
বিশ্বমাতা বৈকুণ্ঠী বিভব কিবা জানি ॥ ৮৬৫
ভবানী ভৈরবী ভীমা ভবের ভবানী ।
ভকতবৎসলা ভক্ত-ভয়-বিনাশিনী ॥ ৮৬৬
মহামদ যম হল ডোমগণ লয়ে ।
মহারাণী মলো মা মহিষে মগ্ন হয়ে ॥ ৮৬৭
যার ভয়ে যদুপতি জলে করে বাস ।
যবন দুর্জ্জন হেন করে জাতি নাশ ॥ ৮৬৮
যদি যুবতীর জাতি যবনে যজায় ।
যথার্থ জননী জিউ দিব তোর পায় ॥ ৮৬৯
রক্ষ রক্ষ রঙ্গিণী রাঙ্গিণী রণ মাঝে ।
রণ রণ রবে উরি রাখ দশভুজে ॥ ৮৭০
লীলা[illegible] লোহিত জিহ্বে লোহিতলোচনে ।
লয় কর লাজহীন লম্পট দুর্জনে ॥ ৮৭১
বিবাদ বাসনা বিনা বিধি বড় বাম ।
বিপত্তে বান্ধব দেবী তুমি পরিণাম ॥ ৮৭২
শুভানী সর্ব্বাণী শান্তি শঙ্করগৃহিণী ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী সনাতনী ॥ ৮৭৩

সহসা সাহস নাই সাজিতে সমরে।
সংশয় সমরে শিবা স্মরণ তোমারে ॥ ৮৭৩
হরি-হর-হিরণ্য-গর্ভের তুমি মূল।
হরজায়া হৈমবতী হবে অনুকূল ॥ ৮৭৫
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাময়ী ক্ষম অপরাধ।
ক্ষয়ঙ্করী ক্ষয় কর বিপক্ষ উন্মাদ ॥ ৮৭৬
ঘনরাম বলে বাম না হইবে মা।
জীবন মরণে গো ভরসা রাঙ্গা পা ॥ ৮৭৭
অভয়া বলেন বাছা ভয় ত্যজ দূর।
দানব-দলনী মোরে জানে সুরাসুর ॥ ৮৭৮
বধেছি নিশুম্ভ শুম্ভ জম্ভের নন্দন।
রক্তবীজ চণ্ড মুণ্ড ধূম্রলোচন ॥ ৮৭৯
অপর বধেছি কত দুস্তর দানব।
কোন ছার মূঢ়মতি মামুদা মানব ॥ ৮৮০
সাহসে সমরে শীঘ্র সাজ সীমন্তিনী।
তুমি রণে উপলক্ষ যুঝিব আপনি ॥ ৮৮১
মহীমাঝে মহারণ মানুষের সনে।
আপনি সাজিতে নারি উপলক্ষ বিনে ॥ ৮৮২
সাজ শীঘ্র কানড়া বিলম্ব নাহি সয়।
অমা অনুকূলে রণে ত্রিলোকের ভয় ॥ ৮৮৩
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে সংহারিব যেয়ে।
রাণী বন্দে ঈশ্বরী আশ্বাস বাক্য পেয়ে ॥ ৮৮৪
পুন পুন কহে অঙ্গ লোটায়ে অবনী।
শুনেছিলাম সত্য নাম পতিত পাবনী ॥ ৮৮৫
করিয়ে প্রণতি স্তুতি করযুগ জুড়ি।
বারালে হুকুম দিল সাজ কর ঘুঁড়ী ॥ ৮৮৬
শুনিয়ে বারাল বেগে বাজিশালে ধায়।
আগাড়ি পাছাড়ি দড়ি ঘুঁড়ীর এলায় ॥ ৮৮৭
যতনে গা-খানি মাজি করিল নির্ম্মল।
বিনালো বিচিত্র ঘাড়ে ঘুঁড়ীর কুন্তল ॥ ৮৮৮
মুখানি মণ্ডিত মণি-মুকুতার পাঁতি।
মরকত রজত-রাজিত কত ভাতি ॥ ৮৮৯
কপালে কাঞ্চন চাঁদা কনক কাড়ালি।
সজোড়ে উজোর যোড়ে মুখে মুখ নালি ॥ ৮৯০
গায়ে ঢালে পাখর গজকা বান্ধে শিরে।
বাগুডোর বিচিতে খঞ্জন যেন ফিরে ॥ ৮৯১
শর গুলি ধনুক বন্দুক খাঁড়া ঢাল।
তুলিয়া বাজীর পিঠে বাঁধিল বারাল ॥ ৮৯২
ঘন ঘণ্টা ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘন ঘোর।
কানড়ার কাছে নিল খেঁচি বাগুডোর ॥ ৮৯৩

হাঁসনি ফাঁদনি গতি কালিনী পাখরী।
দেখে জীয় জীয় বলে কানড়া সুন্দরী ॥ ৮৯৪
রাণী কন ঘুঁড়ী তু মুখের ঘুচা কালি।
বলবান শত্রু এসে করিল ব্যাকুলি ॥ ৮৯৫
দানা দিব দ্বিগুণ দলন কর অরি।
ভারতে ভরসা তোর সর্ব্বকাল করি ॥ ৮৯৬
হ্রেষণি জানায়ে খুরে অবনা আঁচড়ি।
কানড়ার কথা শুনি কিছু কয় ঘুঁড়ী ॥ ৮৯৭
কি কার্য্যে কল্যাণী কেন কারে কর ভয়।
জয় দুর্গা জপে চল রণে হবে জয় ॥ ৮৯৮
চঞ্চল চরণ চোটে চাটে কত সেনা।
সংহার করিব আমি তুমি দিবে হানা ॥ ৮৯৯
দুর্ম্মুখা ধূমসী দাসী আছে উপলক্ষ।
ত্রিভুবনে ভয় কি ভবানী যার পক্ষ ॥ ৯০০
মোরে এত বিশেষ বুঝায়ে ফল কি।
সমরে সত্বর সাজ শুন রাজার ঝি ॥ ৯০১
ঘুঁড়ীর বচনে অতি আনন্দে বিভোলা।
আপান উঠিয়া যত্নে দিল রত্নমালা ॥ ৯৯২
ঘুঁড়ীর আশ্বাসবাক্য শুনি বাড়া বাড়া।
দাসারে সাজিতে আজ্ঞা করিল কানড়া ॥ ৯০৩
সাজনি করিল দাসী পেয়ে আজ্ঞা পান।
শিরসি শঙ্করী পদ সদা করি ধ্যান ॥ ৯০৪
গায়ে পরে পট্টজোড়া পুরটে রচিত।
কত বর্ণে কাদম্বিনী তড়িত জড়িত ॥ ৯০৫
কোমর কষনি করে বসন বিমলে।
পরিসর পুরট পটুকা তার কোলে ॥ ৯০৬
দুপাশে সুরঙ্গ পট্ট পারিমল খাসা।
উরুদেশে লম্বিত গমনে শুনি ভাষা ॥ ৯০৭
শিরেতে সোনার টুপি টেয়া বাঁধা তায়।
সাজ করে সীমন্তিনী রাণীকে সাজায় ॥ ৯০৮
তড় বড়ি সাজে রামা রাহুতের বেশে।
অধোবস্ত্র ইজার উজার অধোদেশে ॥ ৯০৯
পরাল জামজোড়া জার্ড্ডিত কাঞ্চ[illegible]।
ভূষিত তড়িত-যুত যথা নবঘন ॥ ৯১০
কাঁকালি কষনি করে কড়া[illegible] করি।
পাচ বেড় পটুকা উপরে [illegible] জরি ॥ ৯১১
পারিপাটী [illegible] আঁটি [illegible] পরিসরে।
সম্মুখে সাজায়ে [illegible] দাসী ধরে করে ॥ ৯১২
শিরে [illegible] বন্ধ সুবর্ণের চিরা।
[illegible] মাঝে পঞ্চ হীরা ॥ ৯১৩

করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কপালে সিন্দূর।
নারীর নিশান রেখে বেশ করে দূর ॥ ৯১৪
সেইক্ষণে মায়ের পায়ের লয়ে ধূলা।
চড়িলা ঘুঁড়ীর পিটে শুভক্ষণ বেলা ॥ ৯১৫
দড় দড় কোমর কষিয়া কড়াকড়ি।
আগুদলে ধুমসী আইল রড়ারড়ি ॥ ৯১৬
বেঁধেছে হেথের যেন মূর্ত্তিমন্ত কাল।
বাঁহাথে ধরেছে খাঁড়া ডানি হাতে ঢাল ॥ ৯১৭
মুড়ায়ে মালক মেরে চড়া দিয়া চাপে।
ধেয়ে যেতে ধুমসী ধমকে ধরা কাঁপে ॥ ৯১৮
পেকল সহর গড় কালিন্দী সরিত।
হান হান হুঙ্কার হাঁকিছে বিপরীত ॥ ৯১৯
চমকিত রাজসেনা দেখে ভয় পেলো।
কেহ বলে শ্রীযুত লাউসেন এলো ॥ ৯২০
রায় নয় রাণী এলো কেহ কেহ বলে।
করে শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী দেখি ভালে ॥ ৯২১
সতিনীর শোকে এলো হরিপালের ঝি।
আজি রণে কি জানি কপালে আছে কি ॥ ৯২২
দুর্ম্মুখা দাসীরে দেখে লখে এলো রণে।
অনুমানি ভাবে ভয় কবিরত্ন ভণে ॥ ৯২৩
সেনের আকার বেশ, অঙ্গ আভা সবিশেষ,
কানড়া দেখিয়া পাত্র কয়।
নিজ দেশে ছিল লুপ্ত, বৃহন্নলাসম গুপ্ত,
রণে এল রঞ্জার তনয় ॥ ৯২৪
কোথা বা হাকন্দ নদ, কোথা পুজে ধর্ম্মপদ,
ও বা কোথা লুকাইয়া ডরে।
কে জানে এমন সন্ধি, মা বাপে রাখিয়া বন্দী,
পশ্চিম উদয় সাধে ঘরে ॥ ৯২৫
লীলাখেলা রঙ্গরসে, যুবতী-যৌবন বশে,
নিজ দেশে ছিল লুকাইয়া।
বিরূপ করিয়া ধর্ম্ম, হেন ছার হীন কর্ম্ম,
[illegible]রে মোর ভাগিনা হইয়া ॥ ৯২৬
দেখ দে[illegible]লোকে, যুবতী জায়ার শোকে,
আ[illegible] সাজিয়ে এলো শেষে।
সবাই প্রমা[illegible]ও, রাজা জিজ্ঞাসিলে কও,
লাউসেনে দে[illegible] এলাম দেশে ॥ ৯২৭
কহিছে কানড়া রা[illegible] গর্ব্বিত গঞ্জনাবাণী,
শুনিয়া পাত্রের [illegible]ভাগ।
ময়না মণ্ডলপতি, [illegible]র কৈলি মূঢ়মতি,
স্ত্রী-পুরুষ নাহি পরিজ্ঞান
মামা-শ্বশুরের লাজ, মাথায় পড়ুক বাজ,
শুন পাত্র পরিচয় করি।
সিমুলাতে যার চেড়ী, উপাড়িল তোর দাড়ি,
সেই আমি কানড়া কুমারী ॥ ৯২৯
আপনি অধর্ম্ম রূপ, সবে দেখ সেইরূপ,
নাগে বল লুকায়ে ভবনে।
ধর্ম্মময় মহাশয়, সাধিয়া পশ্চিমোদয়,
আজি কালি আসে নিকেতনে ॥ ৯৩০
ধিক ধিক মহাপাত্র, কলঙ্ক করিলি মাত্র,
অবলা উপরে করি সজ্জা।
তো হতে কি হয় কার, পেয়ে যাবি তিরস্কার,
তবু ত ছারের নাই লজ্জা ॥ ৯৩১
অভিমানী মহারাণী, মরিল জঠরে হানি,
তায় তু [illegible] বটে বুক।
শুনি পাত্র [illegible] কোপে, [illegible]ন তা দেয় গোঁফে,
মার মার হাঁকিছে দুর্ম্মুখ ॥ ৯৩২
দুর্ম্মুখা ধুমসী দাসী, আগুদলে ধরে অসি,
হান হান হাঁকিছে কানড়া।
দ্বিজ কবিরত্ন ভণে, ধুমসী সম্মুখ রণে,
দুহাতে হানিছে হাতী ঘোড়া। ৯৩৩
মার্ মার্ হাঁকিছে মামুদা মূঢ়মতি।
হান হান হাঁকে রাণী কানড়া যুবতী ॥ ৯৩৪
হাতাহাতি মহিম বাধিল চোটপাট।
দাদালে দুহাতে দাসী ঘুড়ে এলো কাট ॥ ৯৩৫
ঢাল মুড়ে মহিমে মাতিল মহারাণী।
হান কাট হুঙ্কারে হাঁকারি হানাহানি ॥ ৯৩৬
মালক মারিয়া কত মানুষের মুড়।
এক চোটে অমনি হাতীর হানে শুঁড়। ৯৩৭
ভূমে লোটে গজবাজী সিপাহী জঙ্গড়া।
খাসা জরি জরদ জড়ায়ে জামা জোড়া ॥ ৯৩৮
দাঁতে ধরে লাগাম দুহাতে ধরে খাঁড়া।
সেনাগণে হানে রণে রাণী দিয়া তাড়া ॥ ৯৩৯
সাহসে সম্মুখে আসি বাধাল মহিম।
ভঞ্জভূঁয়া ভুভুক ভবানী রণভীম ॥ ৯৪০
হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে রাখে শর গুলি।
সম[illegible]সিংহিনী রাণী ঝিকে ঢাল চালি ॥ ৯৪১
সাঙ্গি শেল ঝকড়া কানড়া ফলা সাটে।
সামালিয়া সাহসে সমরে সেনা কাটে ॥ ৯৪২
দড়বড়ি বিবাদ বাধিল হাতাহাতি।
ধুমসী সম্মুখে যুঝে মান্ধাতার নাতি ॥ ৯৪৩

হাতী ঘোড়া সনে রণে হানে ঠায় ঠায়।
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায় ॥ ১৪৪
ধূমসী তামসা রণে পাড়ে ধুন্ধুমার।
হাতী ঘোড়া সিফাই পড়িছে একাকার ॥ ১৪৫
এক চাপে কষিয়া চঞ্চল ঢাল চালি।
ধূমসী সম্মুখে যোঝে ষোল শত ঢালি ॥ ১৪৬
ঢাল আড়ে এঁটে বিঁধে হাঁটুতেতে ভুঁয়ে।
গরদ গালোলা গায়ে চাপদাড়ি মুঁড়ে ॥ ১৪৭
সমরে সিফাই সব দাবাইল ঘোড়া।
মজুত অযুত মাঝে হাজার জাঙ্গড়া। ১৪৮
কানড়া দপটে কাটে পেয়ে বীর বা।
বলিছে বাসুলি জয়া বলি লও মা ॥ ১৪৯
ঝটপটি শবদ খাঁড়ার ঝন ঝান্।
চটাচট্ চৌদিকে চাপিয়া টন্ টান্। ১৫০
ঠন্ ঠান্ সমরে সিফাইর পড়ে শির।
ঝুপ ঝাপ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিকে গুলী তীর ॥১৫১
শন্ শন্ শুনি শুধু শরের শবদ।
হান্ হান্ হুঙ্কারে হাঁকিছে মহামদ ॥ ১৫২
প্রাণপণে যুঝে রণে যত রাজসেনা।
রণ রঙ্গ রণরায় রণে দিল হানা ॥ ১৫৩
মীর মিঞা মোগল পাঠান খানসামা।
মান্ধাতার নাতি আর ভূপতির মামা ॥ ১৫৪
সাঁকি বাঁকি এরাকি উপরে অস্ত্র এড়ে।
বারভূঁঞা মিঞাগণ হাতে হাতে বেড়ে ॥ ১৫৫
দেখে কত তরাসে তরল হলো রাণী।
হেন কালে নানা মূর্ত্তি উরিলা রঙ্গিণী ॥ ১৫৬
খড়্গিনী শূলিনা কেহ গদিনী চক্রিণী।
শঙ্খিনী চাপিনী ঘোরা নৃমুণ্ড-মালিনী ॥ ১৫৭
কেহ ভামা ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীষণা।
কালী কপালিনী কেহ করাল-বদনা ॥ ১৫৮
বাম হাতে অসি কারো ডাহিনে খর্পর।
বিপরীত ডাক ডাকে ডাগর ডাগর ॥ ১৫৯
ঘোর মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী ঘূর্ণিতলোচনা।
চারিদিকে চঞ্চল চাপল চণ্ডদানা ॥ ১৬০
জটিল কুটিল তেজা তারা যেন ছুটে।
বিকট বদনে রক্ত-জবা যেন ফুটে ॥ ১৬১
মুলা পারা দশন বসন-হীন কটি।
কেহ রাঙ্গা চেল পরা কেহ বীরধটী ॥ ১৬২
ঝটপটি ঝাপটে ঝাঁপিয়া উরে রণে।
মার মার ডাকে দেবী কবিরত্ন ভণে ॥ ১৬৩

মার মার বলে ডাক ছাড়েন ভবানী।
সেনাগণ দানাগণ, সমরে নিদারুণ,
দু দলে করে হানাহনি ॥ ১৬৪
রঙ্গিণী রণ-জয়ী, দুন্দুভি বাজই,
ঘন ঘোর গাজই দামা।
রজপুত মজপুত, যৈছন যমদূত,
সমযুত যুঝে খানসামা ॥ ১৬৫
দাদালি দলবল, মহা মাঝে মাতল,
মানব মহিমে মহা দক্ষে।
ধর ধর বলে ঘন, ধাইছে দানাগণ,
ধমকে ধরাধর কম্পে ॥ ১৬৬
তবু ত অকাতর, নৃপতি লস্কর,
দুস্কর সমরের মাঝে।
ঝটপটী চোট পাট, বহিছে হান কাট,
মামুদা মার মার গাজে ॥ ১৬৭
ঘুঁড়ী পিঠ কানড়া, ঝাঁকে ঝাঁকে ঝকড়া,
ঝাপটে ঝিকে ঝুপ ঝুপ।
না মানিয়া সংশয়, রণজিৎ রণ জয়,
রোষে বীর রণভীম ভূপ ॥ ১৬৮
সাঙ্গি শেল ঝুপ ঝুপ, রাখিছে লুপ লুপ,
লাফে লাফে লুপিছে দানা।
প্রেত ভূত পিশাচী, ধাওয়াধাই ধূমসী,
খুসমী রণে দিল হানা ॥ ১৬৯
হাঁকে হাঁকে হরিষে, শরগুলি বরিষে
আকাশে একাকার ধূম।
দিশাহারা দিবসে, হত কত তরাসে
গোলা গাজে হুড় হুড় হুড়ুম্ ॥ ১৭০
করয়ে তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে ॥ ১৭১
সংগ্রামে সেনাগণ, সংহারে যৈছন,
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে ॥ ১৭১
বড় গোলা বন্দুক, ছুড়ে দশমুখ,
চকিত চমকিত শেষ।
অবনী টলাটল, কম্পিত কুলাচল,
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥ ১৭২
ধূমসী পর দল, হানিছে দল বল,
হাঁকিছে বিপরীত।
বীরগতি চলিছে, বাহু তুলি বলিছে,
জয় ও বাসুলী গো মা ॥ ১৭৩

টন্ টান্ ঠন ঠান, ঢাল চালে ঢন ঢান,
ঝন ঝান ঘন রণনাদ।
দেখিয়া বিপরীত চৌদিকে চমকিত,
মামুদা ভাবে পরমাদ ॥ ৯৭৪
কেহ খেয়ে মুটকা, কেহ দেখে ভাবকা,
ভাবকে মলো কত সেনা।
দাদালিয়া দাবড়ে চাটি চড় চাপড়ে,
ক মড়ে হাতী পাড়ে দানা ॥ ৯৭৫
কেহ বা ঝোড়ে ঝাড়ে, লুকাতে আড়ে ওড়ে,
ঘাড়ে ধেয়ে ধরিছে চণ্ড।
রক্ত চুমুকে পিয়ে, চুষে মাথার ঘিয়ে,
চোয়ালে চিবাইছে মুণ্ড ॥ ৯৭৬
নরশির ছিঁড়িয়া, কেহ ফেলে ছুড়িয়া,
লাফায়ে লোফে কোন দানা।
কেহ বর বারণে, শুঁড়ে ধরি সঘনে,
গগনে ফিরাইছে তানা ॥ ৯৭৭
ডাক ডাকি ডাকিনা, রণে যুঝে যোগিনী,
রঙ্গিণী দেখে রণরঙ্গ।
তক্ষক সম্মুখ, যথাবিধি মুণ্ডক,
সমরে সবে দিল ভঙ্গ ॥ ৯৭৮
মামুদা মূর্চ্ছাগত, পলাতে দ্রুতগতি,
ধুমসা পিছে পিছে ধায়।
গুরুপদ যত্ন, দ্বিজ কবিরত্ন,
সঙ্গীত মধুরস গায় ॥ ৯৭৯

প্রাণ লয়ে পাপমতি পালায় পামর।
ধাওয়াধাই ধুমসী বলিছে ধর ধর ॥ ৯৮০
তরাসে তরলতর ফাঁফর হইয়ে।
আধ বাড়া গুড়ি গুড়ি লুকাইল যেয়ে ॥ ৯৮১
ধেয়ে তায় আগুন মিটাল দাসী মাগী।
কপালে থাকিলে কষ্ট কেহ নয় ভাগী ॥ ৯৮২
অনুকূল অনিল অনলে বেড়ে বাড়া।
পুড়িল গায়ের লোম মুখ গোঁফ দাড়ি ॥ ৯৮৩
অভব্য [illegible]ভাগা ভয়ে ভল্লুকের গাড়ে।
লুকাইতে [illegible]ফায়ে ধুমসা ধরে ঘাড়ে ॥ ৯৮৪
মধু বলে মাথায় মারিতে বজ্র মুঠা।
পায়ে পড়ে মহাপাপ দাঁতে করে কুটা ॥ ৯৮৫
তবু ভূমে ঘসে [illegible]য়ে ঝুঁট নাড়া।
হেন কালে খুঁড়া [illegible] আইল কাড়া ॥ ৯৮৬
ধরিস্ ধুমসা দাসা হাঁকে [illegible]রাণী।
মামাশ্বশুরের মাথা এক চোটে হানি ॥ ৯৮৭

হাতে লয়ে হেতার হানিতে যায় হটে।
অভয়া উরিলা আসি এমন সঙ্কটে ॥ ৯৮৮
মহামায়া বলেন বচনে মাখা মধু।
ধন্য মামাশ্বশুর সমরে ভাগিন-বধূ ॥ ৯৮৯
কানড়ার করে ধরি কহেন পার্ব্বতী।
পরাজয়ী জনে বধ অনুচিত অতি ॥ ৯৯০
তায় মামাশ্বশুর গর্ব্বিত গুরুতর।
পরাণে বাঁচায়ে বাছা অপমান কর ॥ ৯৯১
বুঝিনু অশেষ পাপে এসেছ নিধনে।
কিন্তু বাদী বাঁধিলে বিবাদ কার সনে ॥ ৯৯২
বাদ ছেড়ে বধ যদি তবু মহাপাপ।
এপাপে তোমার পতি পাছে পান তাপ ॥ ৯৯৩
কুশলে আসুন সেন দিবে যত শোধ।
চরণে পড়িলা রাণী পাইয়ে প্রবোধ ॥ ৯৯৪
দাসারে ঠেকায়ে দিতে দিল ঘাড় নাথা।
ভিজায়ে খুঁড়ার মুতে মুড়াইল মাথা ॥ ৯৯৫
বাঁশ বিটল ছোলা বাদাইল ক্ষুর।
পীড়ায় পাত্রের প্রাণ করে দুরু দুরু ॥ ৯৯৬
ছেঁড়া জুতা গলায় গাঁথিয়া দিল মালা।
কেহ বলে এই দেড়ে ভূপতির শালা ॥ ৯৯৭
এক গালে চুণ দিল আর গালে কালা।
কেহ মারে নাথা মুখ কেহ দেয় তালি ॥ ৯৯৮
কেহ বলে উহার বদনে পাণ্ডুক ভস্ম।
ঐ বেটা মজাইল সেনের সম্বন্ধ ॥ ৯৯৯
ঠক্ বলে মাথায় ঠোকার কেহ মারে।
গলায় বাঁধিয়ে দড়ি ফিরায় সহরে ॥ ১০০০
ঠক্‌ঠেঁকা নাবড় লোকের এইরূপ।
ঢোল মেরে ডেকে বলে পাত্র চলে চুপ ॥ ১০০১
দেশ হইতে দূর করে দিয়া পেলা লাথি।
পাত্তর কাতর হয়ে ছদ্মবেশে রমতি ॥ ১০০২
লোক লাজে কাজে পাত্র দিনে রয় বনে।
নিশাভাগে রঙ্গে গেল আপন ভবনে ॥ ১০০৩
নিদ্রায় কাতর কারো মুখে নাই রা।
ঘন ডাকে উঠ উঠ কামদেবের মা ॥ ১০০৪
কপাটে মারিতে লাথি শুনে দাম্ দুম্।
চীৎকার শবদে উঠে ঘুচে কাল ঘুম ॥ ১০০৫
চোর চোর বলে মাগি লাগাইল লেঠা।
ডাকাডাকি করিতে উঠিল পাঁচ বেটা ॥ ১০০৬
কামদেব কুপিয়া ধরিতে যায় জটে।
মাথা নেড়া দেখে তেড়ে ধরে ঘাড়ে পিঠে ॥ ১০০৭

আমি আমি বলিতে বচন নাই বুঝে।
লাথালাথি কুহুই গুঁতা কাল পড়ে কুঁজে ॥ ১০০৮
দেখিতে বিকট মূর্ত্তি তায় ঘোর রাতি।
চোর-বুদ্ধে মাগী তার মুখে মারে লাথি ॥ ১০০৯
আমি মহামদ পাত্র না মার না মার।
দারুণ দৈবের দোষে এ দশা আমার ॥ ১০১০
এত যদি পাত্তর কাতর হয়ে কয়।
আলো জেলে দেখে তবে সকলি নিশ্চয় ॥ ১০১১
দেখিয়া বিস্ময় কারো মুখে নাই রা।
মড়ার অধিক হলো কানদেবের মা ॥ ১০১২
মায়ে পোয়ে পায়ে পড়ে খণ্ডাল আপদ।
লাজে কাজে দুখে সুখে রয় মহামদ ॥ ১০১৩
ভূপতি ভেটিতে গেল ভাবিয়ে নাবড়ি।
প্রণাম করিয়া কিছু কয় কর যুড়ি ॥ ১০১৪
কে বলে হাকন্দ সেন পূজা করে ধর্ম্ম।
বিবরি বলিব কত ভাগিনার কর্ম্ম ॥ ১০১৫
অর্জ্জুনের সমান লুকায়ে নিজ বেশ।
সংহারিছে সব সেনা কিছু নাই শেষ ॥ ১০১৬
বলিতে বুঝিল রাজা বচন চাতুরী।
মনে নিল এই দুষ্ট লুটে ছিল পুরী ॥ ১০১৭
বিনাশ হয়েছে বুঝি ধূমসীর আগে।
ঘরে বসি লাউসেন মনে নাহি লাগে ॥ ১০১৮
বুঝিব পশ্চাৎ ভাবি রহে নৃপবর।
কানড়া লইয়া হেথা শুনহ উত্তর ॥ ১০১৯
কাঁদিয়া কানড়া ধরে পার্ব্বতীর পা।
পাটরাণী দিদিরে জিয়ায়ে দেও মা ॥ ১০২০
বাছার বয়ান-বিধু দেখে হিয়া ফাটে।
অভাগীর এত দুঃখ আছিল ললাটে ॥ ১০২১
মাজন সকল সৃষ্টি হলো সর্ব্বনাশ।
প্রবোধ করেন মাতা চতুর্ভুজা আশ্বাসে ॥ ১০২২
শুন বাছা সংসারে সতিনী শেল কাঁটা।
বিধি তোর ঘুচাল বুকের শেল জাঁতা ॥ ১০২৩
যে ঘরে সতিনী বসে সেই দুঃখে ভাজা।
যে তাপে ত্যজিল তনু দশরথ রাজা ॥ ১০২৪
কি কারণে কৌশল্যা কাতর পুত্র-শোকে।
রাম বনবাস কেন গায় তিনলোকে ॥ ১০২৫
কৈকেয়ী সতিনী হ'তে কৌশল্যার দুঃখ।
আপনি বিশেষ জানি সতিনীর সুখ ॥ ১০২৬
আপনা কাটায়ে দিলে না পেতায় সতা।
ধুলে ধুলে অঙ্গার না ছাড়ে মলিনতা ॥ ১০২৭
করপুটে কানড়া কাঁদিয়ে কিছু কয়।
জনমে না জানি জয়া সতিনীর ভয় ॥ ১০২৮
ছোট বুন সমান পালন কৈল দিদি।
বড় সুখ সাধের সতিনী দিল বিধি ॥ ১০২৯
দেখিলে যুড়ায় প্রাণ না দেখিলে মরি।
শুনিয়ে সন্তোষ চিত্তে বুঝান ঈশ্বরী ॥ ১০৩০
না কাঁদ সুন্দরী শুন চল নিকেতন।
বুক বাঁধ বিপত্তে বিষাদ অকারণ ॥ ১০৩১
পশ্চিমে উদয় দিয়া দেশে এলো সেন।
তবে কি এ দুঃখ কারো রহে এতক্ষেণ ॥ ১০৩২
পাটরাণী কলিঙ্গা অপর যত লোক।
সবারে জিয়াবে সেন তুমি ত্যজ শোক ॥ ১০৩৩
আশ্বাসি পাইয়া বন্দে অভয়া চরণে।
দেবা গেলা যথাস্থানে রাণী নিকেতনে ॥ ১০৩৪
রাখিল রাণীর অঙ্গ ঘৃতে করি ভাজা।
হাকন্দে চঞ্চলচিত্ত লাউসেন রাজা ॥ ১০৩৫
পাটরাণী কলিঙ্গা সেনের অর্দ্ধ অঙ্গ।
মরণে মলিন-মতি হলো ধ্যান ভঙ্গ ॥ ১০৩৬
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দনাভিলাষা।
ভণে বিপ্র কবিরত্ন কৃষ্ণপুরবাসা ॥ ১০৩৭
অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্রপ্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥ ১০৩৮
জাগরণ পালা সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতি সর্গ।

পশ্চিম-উদয় পালা।

কাঁদে রাজা লাউসেন রঞ্জার কুমার।
কি হলো দেশের দশা কি হলো আমার ॥ ১
কি হলো কি হলো রাজ্য কি হলো কি হলো।
প্রাণের কর্পূর কিবা চিত্রসেন মলো ॥ ২
পিতা মাতা মলো কিবা নিগূঢ়-বন্ধনে।
কি পাপে না রয় মতি প্রভুর শ্রীচরণে ॥ ৩
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-গুরু-অতিথি [illegible]য়।
অনাদর হলো কিবা প[illegible]পূজায় ॥ ৪
প্রজাগণে পীড়া বা [illegible]ছে কালুবীর।
কি পাপে প্রভ[illegible]দে মন নহে স্থির ॥ ৫

অমলা বিমলা কিবা কলিঙ্গা কানড়া।
কু-কর্ম্ম করিল কিবা হলো ধর্ম্মছাড়া ॥ ৬
পুত্রী বা মজাল মোর মামা মহামদ।
কলিঙ্গা মরিল কিবা ঘটিল আপদ ॥ ৭
নাহি কোন হেন বন্ধু শোকসিন্ধু তারে।
সমাচার জানিতে পাঠায়ে দিব কারে ॥ ৮
ভাবিতে শরীর সেন শোকে লোটেন ভূয়া।
রাজার রোদন শুনি বলে সারী শুয়া ॥ ৯
সারী শুক বলে রাজা কর অবগতি।
আমি তব পিতা পুত্র সোদর সারথি ॥ ১০
লঘুগতি বারতা আনিয়া আমি দিব।
তোমার লবনে বন্দী, যত কাল জীব ॥
সারী শুক সংবাদ শুনিয়া সেন হাসে।
সেন কন শুন মাসী পক্ষী কি প্রকাশে ॥ ১২
সম্পদে পালিলাম পক্ষী ঘৃত অন্ন ভোজে।
আজি পক্ষী প্রমাদে পালাতে পথ খোঁজে ॥ ১৩
সেনের সংশয় শুনি সারী শুক কয়।
কবিরত্ন ভণে যার গুরুপদ আশ্রয় ॥ ১৪
সারী শুক বলে রাজা কর অবগতি।
পূর্ব্ব জন্মে ছিনু মোরা ব্রাহ্মণসন্তাতি ॥ ১৫
গুরুর মন্দিরে পাঠ পড়ি চির দিন।
শুন রায় যে হেতু হইল দশা হীন ॥ ১৬
শিশু সব সহিত সাদরে শাস্ত্র পড়ি।
হেনকালে সারী শুক আনিল আহিরী ॥ ১৭
শিশুমতি দু ভেয়ে মজানু চিত তায়।
দেখিতে ধাইনু খড়ি পুঁথি ফেলে রায় ॥ ১৮
নিষেধ করিল গুরু না শুনিনু কাণে।
এই পাপে বধ কৈল অভিশাপ বাণে ॥ ১৯
পক্ষী দেখি পাগল হইল দুই পাপ।
পক্ষিযোনি জন্ম যেয়ে গুরু দিল শাপ ॥ ২০
এই হেতু পক্ষী হয়ে করি ভ্রমণ।
আকাশ ... না গিরি কুহর কানন ॥ ২১
পাকা আম্র আহার করিতেছিনু মিঠা।
শাখা আছে আঠা শাখায় দিল আটা ॥ ২২
নাসা বিন্ধি বদনে ... দিল দড়ি।
বিক্রয় বাসনা হেতু ... বাড়ি বাড়ি ॥ ২৩
কেহ কহে দেড় বুড়ি কেহ দশ গণ্ডা।
তোমার মিলনে মোর দুখ গেছে খণ্ডা ॥ ২৪
আপনি অঙ্গের আটা ঘুচাইলে ... ॥ ২৫
পিঞ্জর নির্ম্মাণ করি দিলা নানা ...

খাওয়াইলে ক্ষীরখণ্ড ঘৃত মাখা অন্ন।
আপেটীকে দান দিতে হইল প্রসন্ন ॥ ২৬
বার পণ আপেটী ইচ্ছায় মেগে লয়।
আমি গেলে এই মাত্র তোমার অপচয় ॥ ২৭
পিতা তুমি পালন করেছ পুত্র প্রায়।
এবার তোমার বরে কিছু শুনি বায় ॥ ২৮
আমি পক্ষ উপলক্ষ লেখ মসীপত্র।
সমাচার সত্বর আনিব গত মাত্র ॥ ২৯
কি কহিতে কি কথা কহিল পক্ষিমুখে।
শুনি আনন্দিত সেন পরম কৌতুকে ॥ ৩০
মুখানি মুছায়ে সেন করিল বাহির।
বাজন বিনয়বাণী খাওয়াইয়া ক্ষীর ॥ ৩১
তুমি বন্ধু বান্ধব বিপত্তি মোর সাথি
পক্ষীরে সন্তোষ করি রাজা লিখে পাতি ॥ ৩২
রামপদ-কোকনদ-সম্পদ-বিলাসী।
ভণে বিপ্র কবিরত্ন কঙ্কপুর-বাসী ॥ ৩৩
প্রথমে লিখিল আশিস স্বস্তি শ্রিয়া।
শ্রীমতী কলিঙ্গারাণী সুচারুচরিতা ॥ ৩৪
সুপরম শুভাশী লিখিল বিজ্ঞাপন।
তোমার কল্যাণ মোর কল্যাণকারণ ॥ ৩৫
পরন্তু কারণ লিখি পীড়া পাই চিতে।
শুভ সমাচার প্রিয়ে পাঠাবে ত্বরিতে ॥ ৩৬
হাকন্দ আনন্দকন্দ নিরানন্দময়।
ইহার কারণ কিছু না বুঝি নিশ্চয় ॥ ৩৭
বিবরি বিশেষ বার্ত্তা লিখিবে সকল।
প্রাণের কর্পূর চিত্রসেনের মঙ্গল ॥ ৩৮
অপর সকল শুভ লিখিবে বিশেষ।
এখানে আমার প্রাণ হলো অবশেষ ॥ ৩৯
প্রভুপদ প্রসাদে পুত্র জন্ম যত দিন।
এবে অতি বৃদ্ধ হইল শক্তিহীন ॥ ৪০
প্রাণপণ করেছি না যাব ঘর বিনে।
কানুকে রাখিবে পুরী রাণী রাত্রি দিনে ॥ ৪১
অপর আপনি লবে সবাকার তত্ত্ব।
পিতা মাতার চরণে জানাবে দণ্ডবত ॥ ৪২
প্রতি মাসে পাঠাইবে প্রচুর খরচ।
বিভাব যে হয় বা না দানে বড় সচ ॥ ৪৩
সুপালনে সুন্দরি পালিবে বসুমতী।
জ্ঞানবতী প্রিয়ে লেখা কি মবিকামতি ॥ ৪৪
বিতারিখ বৈশাখ বিগ্রহ-বার লেখা।
উজ্জ্বল পক্ষীর গলে প্রতিবর্ণ দেখা ॥ ৪৫

উড়াইতে উঠে পক্ষী আকাশ-পদ্ধতি।
যতদূরে নাহি শর বাঁটুলের গতি ॥ ৬
পক্ষী বড় চতুর চিহ্নিল আগে দিশা।
উধাও করিল বেগে ময়নার দিশা ॥ ৪৭
কত তীর্থ নদ নদী দেশ দেশান্তর।
একে একে রেখে গেল ময়নানগর ॥ ৪৮
ভূপতির প্রাচীরে বসিলা সারী শুক।
নিরানন্দ নগর নিরখি ভাঙে বুক ॥ ৪৯
সঘনে ডাকিয়া পক্ষী পরিচয় দেন।
কোথা মা কলিঙ্গারাণী ভাই চিত্রসেন ॥ ৫০
হাকন্দ হইতে আসিয়াছে শুয়াসারী।
হরিষ বিষাদে রাণী শুনে হল বারি ॥ ৫১
সারি শুক মুখ হেরি কহে শোকাকুলি।
প্রভু বিনা পুরী হৈল সৌঁতের শিয়লি ॥ ৫২
গড় বেড়ে গৌড়ের নাবড় দিল থানা।
ঈশ্বরী রাখিল পুরী দিতে রাত্রে হানা ॥ ৫৩
থাকুক সে সব শোক সমুদ্র-আকুল।
নাথের বারতা বল সকলের মূল ॥ ৫৪
পশ্চিম উদয় দিয়ে কত দূরে রায়।
পক্ষী বলে পড় পাতি এলায়ে গলায় ॥ ৫৫
পক্ষিমুখে কি কথা কহিতে কব কি।
পত্র হাতে হর্ষ হলো হরিপালের ঝি ॥ ৫৬
হরিষে বন্দিল পাতি হয়ে আনন্দিতা।
রামের অঙ্গুরী যেন পেলে দেবী সীতা ॥ ৫৭
পাতি পড়ে পতির প্রবল পীড়া পায়।
অদ্যাবধি ঠাকুর না হলো বরদায় ॥ ৫৮
হায় বিধি কি হলো ঠাকুর বলে কাঁদে।
পাচ দুখে মিশাল কেমনে বুক বাঁধে ॥ ৫৯
মহারাণী বলে বাপু মজিল সকল।
শুনে সারী শুকের নয়নে বহে জল ॥ ৬০
আজি কালি উদয় দিবেন ভগবান্।
হেনকালে রাবার হইল চিত্ত আন ॥ ৬১
জানিতে পাঠাল মোরে ঘরের বারতা।
কহিতে নারিব কিছু এ সকল কথা ॥ ৬২
প্রবোধ বচন পুন বলে সারী শুক।
পশ্চিম উদয় হলে যাবে যত দুখ ॥ ৬৩
মহাশয় আছেন অমার চেয়ে মুখ।
শুভাশুভ শুনিলে ক্ষণেক দুঃখ সুখ ॥ ৬৪
মহাশয় মায়ায় মোহিত নয় বাড়া।
প্রবোধ পাইয়া পত্র লিখেন কানড়া ॥ ৬৫

শ্রীরামদাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম।
প্রভু পুর শ্রীরাম রামের মনস্কাম ॥ ৬৬
প্রভু পদ-পঙ্কজ পরম পূজ্যমতি।
কানড়া কুমারী করে অসংখ্য প্রণতি ॥ ৬৭
কৃপা পত্র পেয়ে প্রভু পীড়া পেলাম প্রাণে।
কি পাপে বঞ্চিল বিধি সেখানে এখানে ॥ ৬৮
এক কালে না হইল পশ্চিম উদয়।
কতেক লিখিব দেশে যতেক প্রলয় ॥ ৬৯
তোমার মাতুল নাথ মজালে ময়না।
নব লক্ষ দলে বলে দিল রাত্রে হানা ॥ ৭০
নদী পার করে লখে হানে লক্ষ তিন।
তার পর না জানি কি হলো দশা হীন ॥ ৭১
শাকাশুকা ডোমগণ যুঝে মলো রণে।
মহাবীর শির দিল সত্যের কারণে ॥ ৭২
সন্তাপে সাজিয়ে দিদি অভিমানে মলো।
কি আর লিখিব নাথ সর্ব্বনাশ হলো ॥ ৭৩
উশলক্ষ আপনি ঈশ্বরী অনুকূল।
শেষে যেয়ে সব সেনা করিনু নির্ম্মূল ॥ ৭৪
অপমানে পাত্তর পালাল নিকেতনে।
নিবেদন নিদান লিখিনু শ্রীচরণে ॥ ৭৫
লিখিয়ে বিশেষ বার্ত্তা বলে সমাচার।
দেখ শুয়া ময়না হয়েছে ছার খার ॥ ৭৬
কাক কঙ্ক শকুনী গৃধিনী শ্বান শিবা।
নিত্য করে কলরব কিবা রাত্রি দিবা ॥ ৭৭
আহার করিয়া বাপু যাও অবিশ্রাম।
এত শুনি সারী শুক বলে রাম রাম ॥ ৭৮
মাকে চেয়ে মা মোর মরেছে মহারাণী।
কোন সুখে মুখে অন্ন দিব গো জননী ॥ ৭৯
আগে যেয়ে বাপারে বলিব সমাচার।
তবে স্নান করে কিছু করিব আহার ॥ ৮০
সাধু সাধু বলি রাণী পত্র দিল বেঁধে।
উপর গগনে পক্ষী উড়ে যায় কেঁদে ॥
শোকে তাপে তৃষ্ণায় ক্ষুধায় ক্ষীণবল।
জ্ঞান হত হয়ে পড়ে সেনের শ্রীচলে ॥ ৮২
চেতন করিল রাজা মুখে দি[illegible] জল।
খেতে দিল ক্ষীরখণ্ড শুধা[illegible] ॥ ৮৩
শুয়া বলে নিবেদন শুন [illegible]হাশয়।
কতেক কহিব দেশে যতেক প্রলয় ॥ ৮৪
ময়[illegible] ছিল যত জনে।
[illegible] সুতের তখন ॥ ৮৫

অভিমানে জননী গেছেন সেই স্থান।
ছোট মা আছেন তাঁর ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥ ৮৬
অনশনে জননীর অতি ক্ষীণ বপু।
না করে আহার আর অজানাথ রিপু ॥ ৮৭
হরির পট্টন পত্তি অনুজের রীত।
দিবস রজনী মাতা ইহাতে বঞ্চিত ॥ ৮৮
পক্ষী বলে পড় পাতি এলা'য়ে গলার।
বলিতে বলিতে চক্ষে বহে জলধার ॥ ৮৯
পাতি পড়ে ভূপতি পাইল মহা খেদ।
কলিঙ্গা মরণ শুনি তনু হলো ভেদ ॥ ৯০
হাহাকার করে কাঁদে লাউসেন রায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥ ৯১

হরি হরি কে হরিল কলিঙ্গা সুন্দরী।
মায়াময় হোম ফান্দে, পড়িয়া ভূপতি কান্দে,
নাই বাঁধে বসন সম্বরি ॥ ৯২
প্রিয়ে কোথা গেলে কলিঙ্গা সুন্দরী।
নয়লি যৌবন গায়, কাঁচা সোণা যেন প্রায়,
কেমনে মরেছ মরি মরি ॥ ৯৩
বিমুখ যে করতার, এ মুখ দেখাতে আর,
নাহি যাব ময়না নগরী।
বিপক্ষ জনার বুক, বাড়ায়ে বিধাতা দুঃখ,
দিলা মোর হরিয়ে সুন্দরী ॥ ৯৪
সে হাস্য কটাক্ষ খেলা, নিবিড় লাবণ্য-লীলা
ভুরুভঙ্গী লোচনমাধুরী।
না দেখিব না শুনিব, তাপে তনু তেয়াগিব,
লহ প্রিয়া আমারে স্মরি ॥ ৯৫
পিরীতি পুলক-প্রেমে, হীরায় জড়িত হেমে,
রসময়ী আসি গলে ধরি।
হিয়া জ্বলে শোকানলে, আলিঙ্গন প্রেম-জলে,
নির্ব্বাণ করহ কোলে করি ॥ ৯৬
দেখিলে বিরস মুখ, কেবা নিবারিবে দুখ,
সুধাময় সরস মঞ্জরী।
রাখি অর্থ কাম টাকা, কোন বিধি দিল ডাকা,
প্রাণ মোর করে নিল চুরি ॥ ৯৬
জানকী হারায়ে যেন শ্রীরাম কাঁদেন হেন,
কাঁদিছে ময়না অধিকারী।
সারী শুকা শোকে কাঁদে, কেহ নাহি বুক বাঁধে,
বিরস রাজার মুখ হেরি ॥ ৯৮
শোকে সমাকুল রায়, প্রবোধিছেন তায়,
তোষে সামুলা সুন্দরী ॥ ১৭
ভণে বিপ্র ঘনরাম, বিধি যারে বড় বাম,
মরে তার গুণবতী নারী ॥ ৯৯

সামুলা বলেন যদি শোকে দিলে মন।
এত কাল কঠোর করিলে কি কারণ ॥ ১০০
বৃথা কর বিষাদ বিপক্ষে বান্ধ বুক।
জল দিয়ে বদনে বসনে মুছ মুখ ॥ ১০১
মরি মরি বাছার বালাই লয়ে মরি।
দেশে গেলে বিভা দিব পরম সুন্দরী ॥ ১০২
সেন কন সংসার সকলি শূন্যময়।
না হলো উদয় মাসি মরিব নিশ্চয় ॥ ১০৩
বড় দুঃখ মরমে বিঁধিয়া রৈল প্রাণ।
গৌড়ে বন্দী পিতা মাতা না হলো ছাড়ান ॥ ১০৪
সামুলা বলেন বাছা সেব ধর্ম্মরাজ।
আরাধিলে এবার উদয় সিদ্ধ কাজ ॥ ১০৫
দুঃখ সুখ যত দেখ ললাটলিখন।
কঠিন কৃপার কথা শুনহ রাজন ॥ ১০৬
ঠাকুর বলেন আমি যারে কৃপা করি।
ধন পুত্র পরিবার আগে তার হরি ॥ ১০৭
সার করি কানন সংহারি ধন জন।
দুঃখ পেয়ে ছাড়ে যেন আমার ভজন ॥ ১০৮
এতেক উদ্বেগে যদি না ছাড়ে আশ্রয়।
সে জন সংসারে তবে মোরে কিনে লয় ॥ ১০৯
অতেব একান্ত বাপু পূজ ভগবান।
হয়েছে কৃপার পুঞ্জ হও সাবধান ॥ ১১০
নিরুদ্বেগে উদয় দিবেন দিবাকর।
এত শুনি কন রাজা করি যোড় কর ॥ ১১১
কি বিধানে পূজিলে উদয় বর পাই।
সামুলা বলেন বাছা সাবধান চাই ॥ ১১২
কমল সহস্রদলে পূজ ধর্ম্মরাজে।
আকুল আখলপতি আসিবে অব্যাজে ॥ ১১৩
সেন কন এহেন কমল পাব কোথা।
সেখানে জানিলে ছিল আনিতে যোগ্যতা ॥ ১১৪
সামুলা বলেন বাছা জলপদ্ম নয়।
স্থলপদ্ম পরমাত্মা পুরুষ আশ্রয় ॥ ১১৫
সেন কন আমি গো মানব গৃহবাসী।
দেবের দুর্লভ দ্রব্য কোথা পাব মাসি ॥ ১১৬
পরমাত্মা পরম পুরুষ কেবা জানে।
সামুলা বলেন বাছা বুঝ ব্রহ্ম-জ্ঞানে ॥ ১১৭
তোমার শরীরে বাপু আছে কত পদ্ম।
শিরসি সহস্রদল সেই ব্রহ্মসদ্ম ॥ ১১৮

তোমার দুখানি বাহু কমলের ডাঁটা।
লোমাবলী যত কিছু কমলের কাঁটা ॥ ১১৯
নয়ান কমল-দল বয়ান-কমল।
মাথা কেটে পুজ ধর্ম্ম ভকতবৎসল ॥ ১২০
পিতামহ সঙ্গে শীঘ্র আসিবে ঠাকুর।
পশ্চিম উদয় হবে দুঃখ যাবে দূর ॥ ১২১
সেন কন শুন দেখি সজ্জনের ঝি।
আমি মোলে পশ্চিম উদয়ে করে কি ॥ ১২২
লোকে বলে মাকে চেয়ে মাসী করে প্রীত।
আমার কপাল খেয়ে হলে বিপরীত ॥ ১২৩
শরীর সাধন সেবা সকলের মূল।
মাসি গো নাশিতে চাও হয়ে প্রতীকূল ॥ ১২৪
মামা সঙ্গে মাসির বিরলে বুঝি যুক্তি।
নতুবা এমন কেন নিদারুণ উক্তি ॥ ১২৫
আমি কি না বুঝি তুমি নিদারুণ হলে।
কে বর মাগিবে বল লাউসেন মলে ॥ ১২৬
বুঝি বন্ধ্যানারীর বালকে নাই দয়া।
কে জানে জননী বিনে অপত্যের মায়া ॥ ১২৭
সামুলা বলেন বাপু না কয়ো নিঠুর।
মরিলে জিয়াবে ধর্ম্ম দয়ার ঠাকুর ॥ ১২৮
ধর্ম্মের উদ্দেশে যেবা প্রাণপণ করে।
বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় তার মরিলে না মরে ॥ ১২৯
ইহার প্রমাণ বাপু রাজা লঙ্কেশ্বর।
মাথা কেটে তপস্যা করিলে অকাতর ॥ ১৪০
বর পেয়ে জিনে সেই ইন্দ্র আদি দেবে।
কোন কর্ম্ম অসাধ্য ঈশ্বরে যদি সেবে ॥ ১৩১
অপর প্রমাণ বাপু তোমার জননী।
শাল-বাণে শরীর হইল খানি খানি ॥ ১৩২
তিন দিন তপস্বিনী ত্যজিলা জীবন।
তবে ধর্ম্ম দিলা দান তোমা পুত্রধন ॥ ১৩৩
পুনশ্চ প্রমাণ বলি হরিশ্চন্দ্র রাজা।
নিজ পুত্র কাটিয়া করিল ধর্ম্ম পূজা ॥ ১৩৪
মা হয়ে পুত্রের মাংস রাঁধিল যতনে।
সেই পুত্র পাইল পুন ধর্ম্মের গাজনে ॥ ১৩৫
কিবা করে কথায় দয়ার সাক্ষী কাজে।
করেছি পরমতত্ত্ব পুজ ধর্ম্মরাজে ॥ ১৩৬
তবে যে কাতর হও দেখ দাঁড়াইয়া।
ধর্ম্মপূজা করি আমি আপনা কাটিয়া ॥ ১৩৭
এত বলি সামুলা কাটারি করে লয়।
পায়ে পড়ে নৃপতি বলেন সবিনয় ॥ ১৩৮

মহাজ্ঞানবতী মাসি মোর মনোহিত।
কৃপা করি বিধান কয়েছ যথোচিত ॥ ১৩৯
ভক্তগণে কন রাজা সবে যাও দেশে।
হাকন্দে ত্যজিব তনু ধর্ম্মের উদ্দেশে ॥ ১৪০
অপর সবার ঠাঁই এই ভিক্ষা মাগি।
ক্ষমা দিবা যত দুঃখ পেলে মোর লাগি ॥ ১৪১
ভক্তগণ কন রাজা না যাইব ঘর।
সবাই পরাণ দিব ধর্ম্মের উপর ॥ ১৪২
সবে যদি সেবায় হইল প্রাণ-অন্ত।
তবে রাজা ধর্ম্ম পূজে হইয়া একান্ত ॥ ১৪৩
আরম্ভিলা মহাপূজা দিয়ে জয় জয়।
ঊর্দ্ধবাহু করে কেহ এক পায়ে রয় ॥ ১৪৪
উভপদ টাঙ্গি কেহ লুটাইছে শির।
অনলে পুড়ায় অঙ্গ বদনে রুধির ॥ ১৪৫
কঠোর করিয়া কেহ পুড়াইছে ধুনা।
নিঠুর ঠাকুর তবু না করে করুণা ॥ ১৪৬
অবশেষে উজ্জ্বল করিল যজ্ঞকুণ্ড।
আরম্ভিলা মহাপূজা আদ্য নব খণ্ড ॥ ২৪৭
কামনা করিয়া বসে লাউসেন রায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥ ১৪৮
ধর্ম্ম জয় জয় ধ্বনি উঠে উচ্চৈঃস্বরে।
অকাতরে নৃপতি কাটারি নিল করে ॥ ১৪৯
হাকন্দে যখন হলো গত এক দণ্ড।
দক্ষিণ উরুর মাংস দিল যজ্ঞকুণ্ডে ॥ ৫০
যজ্ঞের আগুনে সাড়া দিল কল কল।
রাজা বলে পরিত্রাহি ভকতবৎসল ॥ ১৫১
হাকন্দে যখন হলো দুই দণ্ড রাতি।
বাম উরে বসাইল হীরাধার কাতি ॥ ১৫২
তাহাতে জন্মিল পুষ্প যাতি আর যুথি।
প্রভুপাদপদ্মে পড়ে তিন দণ্ড রাতি ॥ ১৫৩
হাকন্দে যখন হল চারি দণ্ড রাতি।
দক্ষিণ পায়েতে রাজা বসাইল কাতি ॥ ১৫৪
উপজিল কুসুম কমল শতদলে।
অমনি পড়িল যেয়ে প্রভু-পদতলে ॥ ১৫৫
হাকন্দে যখন হল পাঁচ [illegible] রাতি।
বাম পাশে বসাইল হীরা[illegible] কাতি ॥ ১৫৬
রক্তমাংসে কুসুম হইল [illegible]।
পড়ে যেয়ে যেখানে [illegible] রাঙ্গাপদ ॥ ১৫৭
ঘৃত কাষ্ঠে যজ্ঞকুণ্ড জ্বলে দুর দুর।
ছ[illegible] হীরাধার ক্ষুর ॥ ১৫৮

কুণ্ডে কেটে দিতে মাংস পড়ে যেন জবা।
প্রভুপদে জানাইল ভক্তগণ সেবা ॥ ১৫৯
হাকন্দে যখন হল নিশা সাত দণ্ডে।
ভুজদণ্ডদ্বয়-মাংস কেটে দিল কুণ্ডে ॥ ১৬০
করবী কাঞ্চন কুন্দ হল সেই ক্ষণে।
অমনি পড়িল যেয়ে প্রভুর চরণে ॥ ১৬১
হাকন্দে যখন নিশা গত অর্দ্ধদণ্ডে।
কাটিয়া পৃষ্ঠের মাংস দিল যজ্ঞকুণ্ডে ॥ ১৬২
চাঁপা পুষ্প হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে।
তবে রাজা স্তব করে প্রভু নিরঞ্জনে ॥ ১৬৩
হাকন্দে যখন হলো নয় দণ্ড রাতি।
গলায় বসায়ে কাতি করেন মিনতি ॥ ১৬৪
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ ভগবান।
পশ্চিম উদয় দেহ নহে লহ প্রাণ ॥ ১৬৫
এত বলি টানে কাতি দূরে ত্যজি মায়া।
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে আর ঠাঁই কায়া ॥ ১৬৬
নবখণ্ড হাকন্দে হইল মহাশয়।
কাটা মাথা মাগে বর পশ্চিম উদয় ॥ ১৬৭
সামুলা সেনের মাসা জয় জয় দিয়া।
তেকাটা উপরে মুণ্ড দিল বসাইয়া ॥ ১৬৮
ঘৃতের প্রদীপ দিল শিরের উপর।
সমর্পিয়ে নিরঞ্জনে ঢুলায় চামর ॥ ১৬৯
হরিহর বায়েন ধুমুল দিল আসি।
ধুলায় লোটায় যত ভকত সন্ন্যাসী ॥ ১৭০
সামুলা সুন্দরী মোল কেটে দুই স্তন।
অবশেষে মরিল সন্ন্যাসী ভক্তগণ ॥ ১৭১
রমাই পণ্ডিত তনু ত্যাগ কৈল যোগে।
সবৎস কপিলা মোল সেনের বিয়োগে ॥ ১৭২
শোকে মোল সারি শুক পিঞ্জর ভিতর।
ঢাকি ভরে মরিল বায়েন হরিহর ॥ ৭৩
ভর করি কোদালে মরিল ইছারণা।
কেবল রা[illegible] বেটো ভাবয়ে মন্ত্রণা ॥ ১৭৪
সারি শুক মোল মোর মরে নাই কাজ।
এই পুরে অবশ্য আসি[illegible]ধর্ম্মরাজ ॥ ১৭৫
দেখিব নয়ানভরে [illegible] আধান।
মাছি ডাসে তেড়ে[illegible] সেনের বয়ান ॥ ১৭৬
বজ্র আগুলিয়া বেটো[illegible]ভাব রয়।
কবিরত্ন ভণে যার শুরুপদাশ্রয় ॥ ১৭৭
নরনারী ব্রহ্মহত্যা গোহত্যার পাপে।
ধর্ম্মের [illegible]মন টলে কুলাচল কাঁপে ॥ ১৭৮
পাপে পূর্ণ পৃথিবী সহিতে নারে ভর।
পবন স্থগিত হল চিন্তিত ভাস্কর ॥ ১৭৯
দেবগণে উদ্বেগ উঠিল অকস্মাৎ।
আপনি অস্থির অতি অখিলের নাথ ॥ ১৮০
বীর হনুমানে সুধান নিরঞ্জন।
মন উচাটন করে কিসের কারণ ॥ ১৮১
কেন বা বসিতে খেতে শুতে নাই সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥ ১৮২
দশনে রসনা চাপি কাঁপে বাম তনু।
ধ্যান বলে পদতলে বলে বীর হনু ॥ ১৮৩
পশ্চিম উদয় আশে হাকন্দে সেবায়।
সঙ্গী সনে হত্যা হলো লাউসেন রায় ॥ ১৮৪
কলিকালে পূজা যদি লবে হে গোঁসাই।
চল তবে বিফল বিলম্বে কাজ নাই ॥ ১৮৫
বর দিয়া রাখ প্রভু ভক্তের মহত্ত্ব।
ঠাকুর বলেন বাছা ঝাট আন রথ ॥ ১৮৬
প্রহ্লাদ ধ্রুবের পণ রেখেছি যেমন।
সেইরূপি সাধিব সেনের প্রয়োজন ॥ ১৮৭
হীরা-মণি-মকুট-মণ্ডিত মনোহর।
যোগাতে রতন রথে চাপিলা ঈশ্বর ॥ ১৮৮
সূর্য্য বিনা সংহতি সকল দেবগণ।
হেন কালে নারদ গোঁসাই কিছু কন ॥ ১৮৯
যে দেব সদয় হলে উদয় প্রকাশে।
সে দেখ পাতালপথে পলায় তরাসে ॥ ১৯০
পশ্চিম উদয় কর্ম্ম সূর্য্য বিনা মিছে।
ঠাকুর কহেন তার তুমি কর পিছে ॥ ১৯১
বলিতে বিলম্ব মাত্র যোগবলে মুনি।
আগে যেয়ে আগুলিল সূর্য্যের সরণি ॥ ১৯২
রাখিয়া বাহন ঢেঁকি কোন্দল-খুকুড়ী।
বেনা বনে জট জড়া যান গড়াগড়ি ॥ ১৯৩
তা দেখে বিস্ময় ভাবে সূর্য্য দয়াশীল।
মনে করে অসুরে বেঁধেচে দিয়া কীল ॥ ১৯৪
বন্ধন করিয়া দূর সুধান কারণ।
কপট করিয়া কোপে কন তপোধন ॥ ১৯৫
বেনা বনে জট জড়ে জপি জনার্দ্দন।
অন্তরে অখিলবন্ধু দেখি অনুক্ষণ ॥ ১৯৬
তপস্যা করিলি ভঙ্গ দিব অভিশাপ।
বিনয়ে বলেন সূর্য্য পেয়ে মহাতাপ ॥ ১৯৭
দোষ ক্ষম মহামুনি না জানি কারণ।
মুনি বলে যাব যথা দেব নারায়ণ ॥ ১৯৮

দোষ গুণ দুজনে বুঝিব তার ঠাঁই।
কোন্দলের ধুকুড়ী এলায়ে দিব নাই ॥ ১৯৯
কাজ নাই কোন্দলে কহেন দিবাকর।
হাতাহাতি এলো দোঁহে ধর্ম্মের গোচর ॥ ২০০
কপট করিয়া মুনি কহিলা নিঠুর।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহেন ঠাকুর ॥ ২০১
দূর কর দৈবদোষে দোঁহাকার দ্বন্দ্ব।
আমার সহিত সবে চলহ হাকন্দ ॥ ২০২
সূর্য্য কন শুন প্রভু ত্রিলোক-ঈশ্বর।
হাকন্দ বারতা নহে তোমা অগোচর ॥ ২০৩
নর নারী ব্রহ্মহত্যা গো-হত্যার পাপে।
পরিপূর্ণ পৃথিবী প্রবেশে প্রাণ কাঁপে ॥ ২০৪
পেরুতে পাতক-সিন্ধু আগে বান্ধ সেতু।
ঠাকুর বলেন আমি যাব ঐ হেতু ॥ ২০৫
ভক্ত আশা পূর্ণ হবে পাপ যাবে নাশ।
পুণ্যের প্রভাবে হবে পৃথিবী প্রকাশ ॥ ২০৬
এত শুনি সানন্দে সবাই অনুগামী।
হাকন্দ নিকটে এল অখিলের স্বামী ॥ ২০৭
সেইখানে রয় রথে যত দেবগণ।
ব্রহ্মচারী হলো হরি ব্রহ্ম সনাতন ॥ ২০৮
সোণার বরণ কান্তি শরীর সুঠাম।
রূপ হেরি বিমোহিত কত কোটী কাম ॥ ২০৯
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী কমণ্ডলুধারী।
পরিধান রক্তবাস ভক্ত মনোহারী ॥ ২১০
ভালে শোভে শুভ ফোঁটা গলে অক্ষমালা।
কাঁধে যজ্ঞ-উপবীত কিরণে করে আলা ॥ ২১১
মাথায় ধবল ছাতি চলিল ঠাকুর।
সাড়া শুনি তাড়া দিলা বেটুয়া কুকুর ॥ ২১২
ঠাকুর চঞ্চল-চিত্ত চারি পানে চান।
উভলেজ লোটা কাণ কোপে ধায় শ্বান ॥ ২১৩
গুরুপদ-সরসিজ সদা করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২১৪
ছি ছি দূর কুকুর ঠাকুর দেন দাব।
দ্বিগুণ উথলে কোপে যেতের স্বভাব ॥ ২১৫
তবে শাস্তি বচন বলেন থাক থাক।
বাট ছাড় বেটোরে বচন মোর রাখ ॥ ২১৬
বচনে নিবারি কোপ কহিছে কুকুর।
কি কাজে কোথাকে যাবে কে তুমি ঠাকুর ॥ ২১৭
গোসাই বলেন আমি অগম্যয় যতি।
কি কব নিয়ম মোর সব ঠাঁই গতি ॥ ২১৮

গয়া গঙ্গা গোকুল গণ্ডকী গিরি কাশী।
সাম্প্রতিক গমন গোলোক হতে আসি ২১৯
হাকন্দে গমন করি আছে প্রয়োজন।
বলিতে বুঝিল বেটো ব্রহ্ম সনাতন ॥ ২২০
কৃতার্থ কামনা করি কহেন কুকুর।
বিনা পরিচয়ে পথ না পাবে ঠাকুর ॥ ২২১
হাকন্দে মরেছে রাজা নবখণ্ড হয়ে।
মড়া লয়ে আছি আমি যজ্ঞ আগুলিয়ে ॥ ২২২
ব্রহ্মা যদি আপনি আসিয়ে চান পথ।
শ্রীধর্ম্ম আসুন কিবা রাখিতে ভকত ॥ ২২৩
বিনা পরিচয়ে তবু পথ নাহি ছাড়ি।
ঠাকুর বলেন বেটো দূর কর আড়ি ॥ ২২৪
কোন চিন্তা নাহি মোরে পথ ছেড়ে দে।
বেটো বলে বল না গোসাঞি তুমি কে ॥ ২২৫
বেটোর বাসনা বুঝি বলেন সদয়।
আমি ধর্ম্মরাজ বাছা দিনু পরিচয় ॥ ২২৬
কতক্ষণে দেখি যেয়ে রঞ্জার নন্দন।
বিলম্ব না সয় মোরে ছেড়ে দেও গন ॥ ২২৭
বর মেগে লও বাছা তুমি ভাগ্যবান।
কেবল সেনের কাছে পড়ে আছে প্রাণ ॥ ২২৮
বচনে বিশ্বাস নাই বলেন কুকুর।
যে রূপ যমুনাজলে দেখিল অক্রূর ॥ ২২৯
সে রূপ দেখিলে জানি তুমি ব্রহ্মময়।
ঠাকুর বলেন বেটো ভুলিবার নয়
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী।
আঁখির নিমিষে হলো সেই ব্রহ্মচারী। ২৩১
কানড় কুসুম জিনি অতি অনুপাম।
রূপ হেরি বিমোহিত কত কোটি কাম ॥ ২৩২
পীতাম্বর পরিধান পঙ্কজ লোচন।
শ্রবণে কুণ্ডল বুকে কৌস্তভ ভূষণ ॥ ২৩৩
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ ভকত-বৎসল।
রূপ হেরি ভাবে বেটো জনম সফল ॥ ২৩৪
শ্রীঅঙ্গে সুরঙ্গ নব তুলসীমঞ্জরী।
মাল্য মনোহর যায় মন করে চুরী ॥ ২৩৫
প্রেমে অঙ্গ গদগদ গ[illegible] যায়।
বেটো বলে ধন্য ধন্য ল[illegible] রায় ॥ ২৩৬
বর মাগ বাঞ্ছিত বলেন [illegible]।
শরীর অনিত্য বেটো বুঝিল নিশ্চয় ॥ ২৩৭
প্রভু-অঙ্গ-সঙ্গ হব সুরঙ্গ তুলসী।
[illegible] আছে রাজা চরণ পরশি ॥ ২৩[illegible]

অভিলাষী মাগে বর করে যোড় হাত।
তুলসী করিয়া মোরে পূজ জগন্নাথ ॥ ২৩৯
প্রভু কন ছাড় বেটো বচন দারুণ।
কে কহিবে তুলসী মহিমা কত গুণ ॥ ২৪০
কিছু মাত্র কই শুন তুলসীমহিমা।
যে কালে পুণ্যক ব্রত কৈল সত্যভামা ॥ ২৪১
নারদের হাতে হাতে কৃষ্ণ দিলা দানে।
নফর করিয়া মুনি নিলা নারায়ণে ॥ ২৪২
কাঁধে দিয়া বীণাযন্ত্র আগে আগে যান।
ভক্তবশে ভৃত্য হোয়ে পিছে ভগবান ॥ ২৪৩
অনাথ হইয়া সবে কাঁদে উভরায়।
মো সবার প্রাণকৃষ্ণ কেবা লয়ে যায় ॥ ২৪৪
পায়ে পড়ে সত্যভামা যাচে কৃষ্ণ-মূল।
মুনি বলে আন সোণা স্বামি-সমতুল ॥ ২৪৫
এত শুনি রাশি রাশি আনিল কাঞ্চন।
অপরঞ্চ আনিল অনেক নানা ধন ॥ ২৪৬
তরাজু তুলিতে নহে কৃষ্ণ সমতুল।
কাঁদে সত্রাজিত-সুতা শোকে সমাকুল ॥ ২৪৭
বুঝিয়া রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণের মহিমা।
নানা রত্ন রাখি দিল কৃষ্ণের উপমা ॥ ২৪৮
চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত তুলসীর পাত।
তুলিতে তুলনা হলো দেব জগন্নাথ ॥ ২৪৯
গয়া গঙ্গা গোকুল গণ্ডকী গিরি কাশী।
যেখানে কানন-শোভা করেছে তুলসী ॥ ২৫০
যখন গলিত পড়ে তুলসীর পাত।
থাকুক অন্যের কথা আমি পাতি হাত ॥ ২৫১
স্নান দান ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবপিতৃ-পূজা।
তুলসী বিহনে ব্যর্থ না হয়ো অবুঝা ॥ ২৫২
বেটো বলে কর তবে চাঁপা নাগেশ্বর।
মল্লিকা মালতী কিবা করবী টগর ॥ ২৫৩
ঠাকুর বলেন যদি পুষ্প হবে শ্যান।
আপন আকৃতি হও উভসেজ কাণ ॥ ২৫৪
আকন্দের ফুল হও আকন্দের ঘাটে।
বেটো বলে দৈবে [illegible] তবে যেও বাটে ॥ ২৫৫
এত বলি মাথায় [illegible] তুলে ধায়।
আপন আকৃতি [illegible] খিবারে পায় ॥ ২৫৬
ধেয়ে এসে পুনরপি [illegible] য়ে অবনী।
প্রণাম করিয়ে বলে যাও [illegible]পাণি ॥ ২৫৭
সেনেরে সদয় হয়ে দেবজগন্নাথ।
সন্ন্যা[illegible] বেশে এলা সেনের সাক্ষাৎ ॥

নবখণ্ডে যেখানে মরেছে লাউসেন।
প্রভু আসি বিপ্ররূপে বাঁচায়ে বর দেন ॥ ২৫৯
রামচন্দ্র তার দ্বিজ কবিরত্ন ভণে।
প্রভু মোর রামরায়ে রাখ পদে কল্যাণে ॥ ২৬০
সেনের সাহস কর্ম্ম, দেখিয়ে বিস্ময় ধর্ম্ম,
মনে চিন্তি কহেন ঠাকুর।
নবখণ্ড হয়ে কেবা, করেছে কঠোর সেবা,
এ তিন ভুবনে সুরাসুর ॥ ২৬১
হেন কর্ম্ম করে নর, কে আছে ইহার পর,
পরম পুরুষ-পরায়ণ।
কৃপাব্ধি হয়ে বড়, স্কন্ধে মুণ্ডে করে জড়,
ভক্ত কোলে নিলা নারায়ণ ॥ ২৬২
হাকন্দে করাতে স্নান, শরীরে সঞ্চরে প্রাণ,
পঞ্চভূত ঘটে করে ভর।
হস্ত বুলাইতে গায়, উঠে সচেতন রায়,
নিমেষে সুকাল মায়াধর ॥ ২৬৩
চৌদিগে চকিত চায়, কারে না দেখিতে পায়,
বিস্ময় ভাবিয়া কন রায়।
জীবনে যে হলো ধাতা, তিনি হলে বরদাতা,
নহে হত্যা পুনরপি তায় ॥ ২৬৪
বাঁচাইয়া বার তিন, ধর্ম্মপদে, মতি হীন,
পুনর্ব্বার হাতে নিল ক্ষুর।
দেখিয়া দারুণ কর্ম্ম, সদয় হইলা ধর্ম্ম,
হাতে ধরে দয়ার ঠাকুর ॥ ২৬৫
রাজা বলে ছাড় যতি, বলেন বৈকুণ্ঠপতি,
ত্যজ বাছা দারুণ সাহস।
তনু ত্যজ কিবা কাজে কেন পূজ ধর্ম্মরাজে,
ধর্ম্মে কে করেছে কোথা বশ ॥ ২৬৬
আমি ধর্ম্ম অভিলাষী, হয়েছি হাকন্দবাসী,
সন্ন্যাস আশ্রমী চিরকাল।
তথাপি না হলো দয়া, বিষম ধর্ম্মের মায়া,
মিছা কেন বাড়াও জঞ্জাল ॥ ২৬৭
সেব অন্য দেবী দেবা, সফল হইল সেবা,
কেবা দিল হেন উপদেশ।
নাস্তিক নিয়ম যার, গুণহীন নিরাকার,
তার লাগি এত কেন ক্লেশ
লাউসেন কন প্রভু, জনম অবধি কভু,
ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি জানি।
সাত্ত্বিক সেবা শক্তি, দৃঢ়তর বুঝে ভক্তি,
সদয় বলেন চক্রপাণি ॥ ২৬৯

ঠাকুর বলেন মর্ম্ম, বর মাগ আমি ধর্ম্ম,
ধর্ম্মফলে হলে কৃতকর্ম্মা ।
শুনে সন্ন্যাসীর পায়, নিবেদন করি রায়,
গায় দ্বিজ ঘনরাম শর্ম্মা ॥ ২৭০
লাউ সেন কন কিছু সন্ন্যাসি-চরণে ।
তুমি যদি জগন্ময় জানিব কেমনে ॥ ২৭১
নির্গুণ নিধান নিত্য শুদ্ধ সনাতন ।
নিরাকার নহে কার চক্ষের সাধন ॥ ২৭২
সত্ত্বগুণে শান্তমূর্ত্তি দেখিলে সাক্ষাৎ ।
তবে ত জানিব তুমি ত্রিলোকের নাথ ॥ ২৭৩
বৈকুণ্ঠনিবাসী বিষ্ণু চতুর্ভুজ দেহে ।
দেখা দিল দীনবন্ধু ভকতের স্নেহে ॥ ২৭৪
ব্রহ্মা আদি দেবতা নারদ-আদি মুনি ।
প্রবেশে হাকন্দতটে উঠে জয়ধ্বনি ॥ ২৭৫
আপনি অখিলপতি দেবতা-বেষ্টিত ।
অবনি লোটায় রাজা প্রেমে পুলকিত ॥ ২৭৬
চরণকমলে পড়ি করে নানা স্তব ।
অনাদি অনন্ত তুমি অনাথবান্ধব ॥ ২৭৭
তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ ।
তুমি সে সাকার শূন্য সগুণ নির্গুণ ॥ ২৭৮
প্রকৃতি পুরুষ তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম ।
অনাদি অনন্ত তুমি জগন্ময় ধর্ম্ম ॥ ২৭৯
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর তুমি বিশ্ববীজ ।
দুরারাধ্য তোমার চরণ সরসিজ ॥ ২৮০
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র গজেন্দ্র-বদন ।
শুকদেব সনক সনন্দ সনাতন ॥ ২৮১
অজ আদি অমর অর্জ্জুন আদি বীর ।
সেবিয়ে না পেলে তত্ত্ব বিরাট-শরীর ॥ ২৮২
কি জানি মহিমা আমি মহামন্দমতি ।
পতিতপাবন নামে রক্ষ রমাপতি ॥ ২৮৩
স্তুতি শুনি কৃপান্বিত বলেন গোঁসাই ।
বর মাগ বাছারে বিলম্বে কাজ নাই ॥ ২৮৪
তোমার তপের তেজে হয়েছি অধীন ।
সেন কন প্রভু হে প্রসন্ন হলো দিন ॥ ২৮৫
অবোধ পাত্রের বোলে ভূপতি নির্দ্দয় ।
দিবাকরে দিতে বলে পশ্চিম উদয় ॥ ২৮৬
অসম্ভব বলিতে বচনে করে বাধ্য ।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অসাধ্য ॥ ২৮৭
পতিতপাবন নামে মোরে কর পার ।
সবে বলে সেনেরে সদ য়কতায় ॥ ২৮৮

অঙ্গীকার করেছি ঠাকুর একারণে ।
গৌড়ে বন্দী পিতা মাতা নিগূঢ়বন্ধনে ॥ ২৮৯
দুর্জ্জন মাতুল মোর মজাইল সৃষ্টি ।
কাতর কিঙ্কর ডাকে কর কৃপাদৃষ্টি ॥ ২৯০
ঠাকুর বলেন বাছা দিমু এই বর ।
পুনরপি কন রাজা করি যোড়কর ॥ ২৯১
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার রাতি ।
বার দণ্ড পশ্চিম উদয় দিনপতি ॥ ২৯২
ভক্তগণে আগে প্রভু দেহ প্রাণদান ।
অঙ্গীকার করিলা ঠাকুর ভগবান্ ॥ ২৯৩
করিতে করুণাদৃষ্টি সুধাবৃষ্টি হয় ।
প্রাণ পেয়ে ভক্তগণ ডাকে ধর্ম্ম জয় ॥ ২৯৪
দিননাথে দিলা প্রভু উদয়ের ত্বরা ।
সূর্য্য কন গোঁসাই বিমান মোর জরা ॥ ২৯৫
অকালে উদয় আজ্ঞা অসম্ভব অতি ।
ঠাকুর বলেন আমি হইব সারথি ॥ ২৯৬
অর্জ্জুনের সারথি হয়েছি চির দিন ।
অতেব আমার নাম ভক্তপরাধীন ॥ ২৯৭
এত শুনি সবিতা করিল অঙ্গীকার ।
বিমানে বসিতে উঠে জয় জয়কার ॥ ২৯৮
বাসুকি হইল দড়া ঘোড়া দেবগণ ।
আপনি সারথি হৈল প্রভু নিরঞ্জন ॥ ২৯৯
অস্তাচলে উদয় হইল ঝলমল ।
পুণ্যের প্রভাবে হলো পৃথিবী উজ্জ্বল ॥ ৩০০
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার কিবা ।
বার দণ্ড রজনী উদয় হলো দিবা ॥ ৩০১
পুলকাঙ্গে লাউসেন লোটায়ে অবনী ।
ত্রিভুবন যুড়ে উঠে জয় জয় ধ্বনি ॥ ৩০২
ধূপ ধুনা জেলে দিল আদ্যের সামুলা ।
বেত হাতে ভক্তগণ নাচে বাহু তুলা ॥ ৩০৩
বেটুয়া কুকুর ভাবে গড়াগড়ি যায় ।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ ৩০৪
পশ্চিম-উদয় হলো পুণ্যের প্রভাব ।
নিরখিতে করতলে চতুর্ব্বর্গ [illegible] ॥ ৩০৫
স্বর্গে দেখে দেবতা পাতা[illegible] [illegible]খে নাগ ।
মহী মাঝে মহেন্দ্র মুনীন্দ্র [illegible] ॥ ৩০৬
আনন্দিত হলো দেখে [illegible] রূপসী ।
রঞ্জাবতী দেখে বলে [illegible]হাইল নিশি ॥ ৩০৭
রায় কর্ণসেন দেখে গৌড়ের ঈশ্বর ।
[illegible] ধন্য করে যতেক নগর ॥ ৩০৮

সেইখানে ধুমুল বাজায় হরিহর।
পুণ্যফল পেয়ে জপ করে দ্বিজবর ॥ ৩০৯
সংজ্ঞাত সহিত সেন চর্ম্মচক্ষে দেখে।
কে কোথা এমন কর্ম্ম করে তিনলোকে ॥ ৩১০
অসাধ্য সাধন দেখে রাজা গৌড়েশ্বর।
দেখে অধোমুখ করে অধম পাত্তর ॥ ৩১১
যতেক ব্রাহ্মণ সব হইল ব্যাসরূপ।
ভাগীরথী তীরে কত দান করে ভূপ ॥ ৩১২
গজবাজি গোধন কাঞ্চন অন্নমেরু।
দিগ্ দণ্ডে ভূপতি হইল কল্পতরু ॥ ৩১৩
ব্রাহ্মণের হাতে হাতে কত ভাগ্যবান।
পশ্চিমে উদয় দেখে করে নানা দান ॥ ৩১৪
কেহ করে পিণ্ডদান কেহ বৃষোৎসর্গ।
কোন মহাজন বসে সাধে চতুর্ব্বর্গ ॥ ৩১৫
সমাপন উদয়ে অধম পাত্র কয়।
কি হেতু ভূপতি এত ভাণ্ডারের ব্যয় ॥ ৩১৬
পশ্চিম-উদয় মিছে পর্ব্বতের আলা।
রজকে পোড়ায় ক্ষার স্তূপাকার পালা ॥ ৩১৭
নিশাযোগে নিষেধ করিতে দান ধর্ম্ম।
ধন গেল সকল বিফল হৈল কর্ম্ম ॥ ৩১৮
রাজা বলে পশ্চিম-উদয় মিথ্যা নয়।
শুনেছি পণ্ডিতমুখে দেখিনু নিশ্চয় ॥ ৩১৯
সেন এলে সকল সন্দেহ যাবে দূর।
এতেক কহিল যদি গৌড়ের ঠাকুর ॥ ৩২০
রাজপড়া গাছ যেন পাত্র হেন থাকে।
ভকত সকল হেথা ধর্ম্মজয় ডাকে ॥ ৩২১
সেন সাক্ষ্য করিল বায়েন হরিহরে।
এ দুখের উদয় পাছে মামা মিছা করে ॥ ৩২২
পশ্চিম উদয় দিল ভকতবৎসল।
যে জন দেখিল তার চতুর্ব্বর্গ ফল ॥ ৩২৩
একই মনেতে যেবা করয়ে বিশ্বাস।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় শত্রু যায় নাশ ॥ ৩২৪
ব্রাহ্মণে শুনিলে হয় বেদে বিশারদ।
ভূপতি শুনিলে রাজ্য নিরুপদ ॥ ৩২৫
বৈশ্য হয়ে শুনিলে ধনু বাড়ে।
শূদ্রের সম্মান সুখ ব্যাধি ছাড়ে ॥ ৩২৬
শুনিলে সধবা নারী ভক্তি হয়।
বিধবা শুনিলে তার ধর্ম্মে মতি রয় ॥ ৩২৭
যে জন গাওয়ায় গায় শুনে যেই জন।
সবা বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরঞ্জন ॥ ৩২৮

সেনের হইল যদি পূর্ণ মনোরথ।
দেবপূজা সমর্পিল যতেক ভকত ॥ ৩২৯
রমাই পণ্ডিত ঘটে দিল বিসর্জ্জন।
নিজ স্থানে গেল প্রভু লয়ে দেবগণ ॥ ৩৩০
সন্ন্যাসী সবার ভালে দিল যজ্ঞফোঁটা।
দক্ষিণান্ত করি রাজা গোলে যোগপাটা ॥ ৩৩১
ঘটা করি প্রভুর প্রসাদ পায় রায়।
তাম্বরে তুলি ভরা নিজ দেশে যায় ॥ ৩৩২
ত্বরা ত্বরি তরণী-সরণি দিবানিশি।
বেড়ায়ে অনেক দেশ আসে বারাণসী ॥ ৩৩৩
কত তীর্থ নদ নদী যত দেশ গ্রাম।
একে একে রেখে চলে কত লব নাম ॥ ৩৩৪
যে পথে এসেছে তরী সেই পথে ধায়
কত দিনে গৌড়ে এসে প্রবেশিল রায় ॥ ৩৩৫
সায় হলো পশ্চিম উদয় এত দূরে।
হরি হরি বলিয়া সবাই যাও ঘরে ॥ ৩৩৬
শ্রীরাম-দাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম।
কবিরত্ন ভণে প্রভু পুর মনস্কাম ॥ ৩৩৭
শ্রীরাম পূর্ব্বকে প্রভু গোপাল গোবিন্দে।
তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণে রাখিবে আনন্দে ॥ ৩৩৮
জগত জানিল রায় ধার্ম্মিক সুধীর।
মহারাজা পুণ্যবন্ত নিষ্পাপশরীর ॥ ৩৩৯
জগৎ রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ॥ ৩৪০
আশীর্ব্বাদ করি তায় বসিয়া বিরামে।
কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে ॥ ৩৪১
শ্রীরামের পাদপদ্ম প্রণতি প্রার্থনা।
নাথ নিবারিও মোর যমের যন্ত্রণা ॥ ৩৪২
রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান ॥ ৩৪৩

পশ্চিম উদয় পালা সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ সর্গ।

স্বর্গারোহণ পালা।

পশ্চিম উদয় দিয়া গৌড়ে আসি রায়।
সামুলারে কন মন্ত্রে কি করি উপায়॥ ১
পিতা মাতা পাদপদ্মে পড়িয়াছে চিত।
সম্ভাষিতে রাজা পাছে বুঝে বিপরীত॥ ২
আগে যে করিতে যাই রাজ-সম্ভাষণ।
চলিতে চঞ্চল চিত্ত অচল চরণ॥ ৩
না বলিতে বলিছে বাইতি হরিহর।
নৃপতি সম্ভাষ আগে সকলের পর॥ ৪
নহে পাত্র কুচক্রী করিবে সব ধ্বংস।
তুমি তার কৃষ্ণরূপী সে তোমার কংস॥ ৫
শুনি সার সুযুক্তি সামুলা কন তায়
আগে যেয়ে জননী জনকে দেখ রায়॥ ৬
জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী "জ"কার পঞ্চ দুর্লভ রাজন॥ ৭
জননী জনক শান্তি সকলের মূল।
যার পুণ্যে প্রভু হে তোমার অনুকূল॥ ৮
শুনি সার সুযুক্তি প্রণতি করি রায়।
সংযাত সকলে দিল করিয়া বিদায়॥ ৯
সবাই চলিয়া গেলা আপনার বসে।
নিবসতি রমতি বাইতি গেলা শেষে॥ ১০
আপনি আনন্দে সেন গেলা বন্দিপুর।
দেখি রায় রাণীর বন্ধন গেলা দূর॥ ১১
প্রবেশে প্রচুর প্রেমে পুত্রমুখ হেরি।
দুখের সাগরে উঠে আনন্দ লহরী॥ ১২
চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া সুধান জননী।
কিরূপে উদয় দিল দেব চূড়ামণি॥ ১৩
সেন বলে শ্রীধর্ম্মে কঠোরে কত কাল।
দুরায় উদয় থাকু বেড়ে দুঃখজাল॥ ১৪
নবখণ্ড শরীর ত্যজিনু সবশেষে।
তবে প্রভু দেখা দিল সন্ন্যাসীর বেশে॥ ১৫
প্রাণ দিয়া প্রসন্ন উদয় দিল ধর্ম্ম।
রঞ্জাবতী বলে বাছা ওই কথা ব্রহ্ম॥ ১৬
আমি ত দিবস তিন তনু ত্যজি শালে।
তবে তোমা রতন যতনে পেনু কোলে॥ ১৭
সংক্ষেপে সকল কথা কহিনু কেবল।
কর্ণসেন বলে বসে শুনিব সকল॥ ১৮
রাজ সম্ভাষিয়া বাপু দেশে চল আজি।
পাত্রে গিয়ে এ তত্ত্ব কহিল পোতমাঝি॥ ১৯
দেশে আইল লাউসেন মা বাপের কাছে।
ঘুচিয়াছে বন্ধন পলায়ে যায় পাছে॥ ২০
পাত্র ভাবে কুচক্র করিতে সব ধ্বংস।
বসুদেব দেবকী কৃষ্ণের যেন কংস॥ ২১
যজ্ঞস্থলে একত্র করিয়া দিতে বধ।
সেইরূপ ভাবিয়া কহিছে মহামদ॥ ২২
পাত্র বলে শুন হে ভূপতি মহাশয়।
তখন কহেছি মিছে পশ্চিম-উদয়॥ ২৩
তার সাক্ষি হাতে হাতে দেখ মহারাজ।
কহিতে কলঙ্ক হয় ভাগিনার কাজ॥ ২৪
না পেরে উদয় দিতে লাউসেন রায়।
চুরি করে পিতা মাতা দেশে লয়ে যায়॥ ২৫
এত শুনি বিশ্বাস ভাবিল নরপতি।
দূতে আজ্ঞা দেন সেনে আন শীঘ্রগতি॥ ২৬
অপমান করিতে সঙ্কেত করে পাত্র।
দূতগণ কেবল বিদায় হবা মাত্র॥ ২৭
হেনকালে লাউসেন কর্পূর সহিত।
রাজার সাক্ষাতে আসি হৈল উপনীত॥ ২৮
তা দেখিয়া ভূপতি পাত্রের পানে চায়।
সমাদরে ডাকে সেনে এস এস রায়॥ ২৯
প্রণাম করিয়া আগে যত দ্বিজোত্তমে।
রাজাকে প্রণাম করি দাঁড়াল সম্ভ্রমে॥ ৩০
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায়।
হাতে ধরে নরপতি নিকটে বসায়॥ ৩১
তায় মহামদ অতি দুঃখ ভাবে মনে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভণে॥ ৩২
রাজসভা শোভা করি বসে দুই ভাই।
লাগে নষ্ট নাবড় লোকের মুখে ছাই॥ ৩৩
আনন্দিত হলো যত রাজসভা-জন।
রায় রেয়ে বারভূঁয়ে মীর [illegible]গণ॥ ৩৪
প্রসন্ন সবার চিত্ত পুণ্যের [illegible]
ভূপতি সুধান সুখে আনন্দ [illegible]॥ ৩৫
বল বাপু লাউসেন উদ[illegible]কথা।
করপুটে কন সেন স[illegible]বারতা॥ ৩৬
কতেক দিবস ক্লেশে তোমার আশীষে।
[illegible]হাকন্দ নদী পরম হরিষে॥ ৩৭

কতদিন কঠোরে পূজিনু ধর্ম্মরাজ।
উদ্বেগ বাড়িল বড় সিদ্ধ নহে কাজ॥ ৩৮
ঈশ্বর উদ্দেশে হবে ত্যাজ্য জীবন।
একে একে মরিল যতেক ভক্তগণ॥ ৩৯
তিন দিন মরে ছিনু হয়ে নবখণ্ড।
তবে হলো পশ্চিম-উদয় বার দণ্ড॥ ৪০
পরিপূর্ণ উদয় দুপুর নিশা-ভাগে।
পাত্র বলে মহারাজ মনে নাহি লাগে॥ ৪১
ভাগিনা ভুলায় সভা মিথ্যা কয়ে সব।
রজনীতে উদয় সর্ব্বথা অসম্ভব॥ ৪২
এ কথা শুনিয়া কেন সবে হও মূক।
উচিত কহিতে হবে ভাগিনার দুঃখ॥ ৪৩
না কহিলে সভায় অভব্য বলে জানে।
ভাঁড়া যাবে কেমনে এমন রাজ-স্থানে॥ ৪৪
চতুরালী চতুর চাতুরী করি কয়।
চতুরের কাছে মিথ্যা বাণী নাহি রয়॥ ৪৫
নব খণ্ড পশ্চিম-উদয় দিল ধর্ম্ম।
ভব্য বট ভূপতি কথার বুঝ মর্ম্ম॥ ৪৬
চুরি করে মা বাপে পলায় নিজ পুর।
না পেরে এ সন্ধে তেশা ভাগিনা চতুর॥ ৪৭
তার সাক্ষী বন্দিশালে দূতগণ মনে।
বন্ধন করেছে দূর আপন হুকুমে॥ ৪৮
কহিতে কহিতে পাত্র কোপে চাপে জিভ।
রাজা বলে লাউসেন সত্য চাব কি॥ ৪৯
সেন বলে মহারাজ পশ্চিম-উদয়।
যদি হলো অসম্ভব, রজনী কেন নয়॥ ৫০
অমাবস্যা নিশাভাগে উদয় নিয়ম।
সেকালে তেমন দয়া এবে কেন ক্রম॥ ৫১
লাউসেন কত কয় কেহ নাহি মানে।
রাজা বলে আলা বটে দেখেছি নয়নে॥ ৫২
পাত্র বলে সব মিথ্যা পর্ব্বতের আলা।
রজকে পোড়ায় ক্ষার স্তূপাকার পালা॥ ৫৩
ও কোথা হাকন্দ কে [illegible] কোথা ধর্ম্মসেবা।
ভাগিনার কুচক্র কি [illegible]র কেবা॥ ৫৪
কানড়ার বেশে দে [illegible] হয়ে ছিল।
নব লক্ষ সেনা হেনে [illegible] বৃদ্ধি হলো॥ ৫৫
সেন বলে মহাপাত্র যার [illegible] ভাব।
প্রাণান্তে লাহিক ছাড়ে পরমার্থ লাভ॥ ৫৬
তুমি [illegible] লক্ষ গেলে রাখিতে ময়না।
অ [illegible] হানা॥ ৫৭

ভাগিনা আমিহে তুমি মামা মহাশয়।
যে কিছু ভেবেছ মনে সে হবার নয়॥ ৫৮
সেনের বদন চেয়ে রাজা মৃদু হাসে।
দন্তে দন্ত চাপে পাত্র কয় কটু ভাষে॥ ৫৯
ওরে ঠক ঠেঁটা তুচ্ছ কর কি ঠাকুর।
বলে ছলে বন্ধন করিস কেন দূর॥ ৬০
শুনিয়া সেনের মুখ নৃপতি নেহালে।
না করি বন্ধন দূর লাউসেন বলে॥ ৬১
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি কহিতে এ কথা।
বুঝিতে পাঠান দূত বন্ধন সর্ব্বথা॥ ৬২
সঙ্কেত ইঙ্গিতে পাত্র কয় মহীনাথ।
অভিমানে বলে পাত্র বুঝিবে পশ্চাৎ॥ ৬৩
সত্য হোক বন্ধন, পশ্চিম-উদয় সত্য।
কি করিবে আমার কথার নাহি তত্ত্ব॥ ৬৪
বুঝিলে আমার কথা রয়ে যায় সক।
না বুঝে নাবড় লোক মোরে বলে ঠক॥ ৬৫
মিথ্যা কথা কুচাতুরী নিশির স্বপন।
সুবুদ্ধি জনার কাছে রয় কতক্ষণ॥ ৬৬
উচিত কহিতে সবে মোরে ভাব ভিন্ন।
নবখণ্ড হলো যদি গায়ে কৈ চিহ্ন॥ ৬৭
এত শুনি ভূপতি সেনের মুখ চান।
পাদপদ্ম প্রভুর প্রমাদে করে ধ্যান॥ ৬৮
ধর্ম্মপদে সেনের সতত অনুরাগ।
অকস্মাৎ উঠে অঙ্গে নবখণ্ড দাগ॥ ৬৯
সকল সংসার দেখে বলে ধন্য ধন্য।
রাজা বলে বাপু তুমি নরে নও গণ্য॥ ৭০
কেহ কেহ কহে এই পরম-পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ায় মানুষ॥ ৭১
পরশে পবিত্র বলি কেহ কেহ মানে।
পাত্র বলে ভাগিনা মোহিনী বিদ্যা জানে॥ ৭২
ঘুচেছিল বন্ধন প্রমাণ পোত-মাঝি।
দেখিতে দেখায় দাগ যেন ছায়াবাজি॥ ৭৩
অখণ্ড শরীর সেন নবখণ্ড দাগ।
সকলি ভোজের বাজি মিছা অনুরাগ॥ ৭৪
নিশ্চয় হয়েছে যদি পশ্চিম-উদয়।
সত্য জানি প্রমাণ অনেক যদি কয়॥ ৭৫
সেন বলে মোর সাক্ষী প্রভু পরাৎপর।
অপরক্ত প্রমাণ বাইতি হরিহর॥ ৭৬
পাত্র বলে সত্য মানি বাইতির বোল।
[illegible] বলে তবে ত ঘুচিল গণ্ডগোল॥ ৭৭

রামপদ-কোকনদ বিপদ-বিনাশী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥ ৭৮
সভা মাঝে ছিছি করে সঙ্ঘবে নরক।
স্বভাব না ছাড়ে তবু দুষ্টশীল ঠক ॥ ৭৯
মিছে আড়ি রাখিতে মজায় পরকাল।
পাত্র ভাবে হরিহরে করিব নেহাল ॥ ৮০
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যদি ধন পেয়ে ধূতি।
বিদায় হইল পাত্র ভাবিয়া যুকতি ॥ ৮১
ভূপতির ভাণ্ডারে অঞ্জলি দুই তিন।
পরিমাণ ধন লয়ে ধায় ধর্ম্মহীন ॥ ৮২
রজত কাঞ্চন কত হীরা মণি মতি।
কুমতি বাইতি বাড়ী দিতে যায় ধূতি ॥ ৮৩
হরিহর বলি পাত্র ঘন ঘন ডাকে।
তরাসে বাইতি কোণে ওত ক'রে ঢাকে ॥ ৮৪
মনে করে মামুদা মজাতে পারা এলো।
আপন স্বভাব পাত্র মনে সাক্ষী নিল ॥ ৮৫
পাত্র বলে শুন হে এসেছি ধাওয়াধাই।
করহ বন্ধুর কাজ লাজ রাখ ভাই ॥ ৮৬
ময়না-মণ্ডলে তোরে ধরাইব ছাতা।
ওখানে অপর কেহ হতে নাই হাতা ॥ ৮৭
পিতা মাতা সঙ্গে সেন বান্ধিব এইখানে।
তুমি যদি মিথ্যা সাক্ষী বল রাজ-স্থানে ॥ ৮৮
নয়ানে না দেখি আমি পশ্চিম-উদয়।
রাজা জিজ্ঞাসিলে কবে না করিবে ভয় ॥ ৮৯
জয়-যুক্ত হই তবে শত্রু হয় হেঁট।
এত বলি নানা ধন পাত্র দিল ভেট ॥ ৯০
হেঁট মাথা হয়ে যুক্তি ভাবল বাইতি।
পরকালে পরমাদ্ধ বিভোগ সম্প্রতি ॥ ৯১
মিথ্যা সাক্ষী বলিলে মজিবে পরকাল।
ম'লে কে দেখিতে যাবে করি ঠাকুরাল ॥ ৯২
কত কষ্ট পাব নিত্য কাঁধে বহে ঢাক।
বসে করি বিলাস, বাড়াই নাম ডাক ॥ ৯৩
ধন দেখে ধৈরয ধরিতে নারে ধন্য।
হরিহরে হেন বুদ্ধি কি করিবে অন্য ॥ ৯৪
ধর্ম্ম ছাড়ি বাইতি করিল অঙ্গীকার।
মিথ্যা সাক্ষী মহাপাত্র দিব দশবার ॥ ৯৫
ভাল বলি পাত্তর চলিল কুতুহলে।
বাইতি-বনিতা হেথা গিয়েছিল জলে ॥ ৯৬
অকস্মাৎ দেখে রামা অন্ধকার সব।
স্বামি-সপ্তপুরুষ করিছে কলরব ॥ ৯৭
অন্তরীক্ষে অধোমুখে ঊর্দ্ধ করি পা।
বাইতিনীকে ডেকে বলে শুন ওগো মা ॥ ৯৮
ধন পেয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিবে তোর পতি।
এতেক পুরুষ তার যায় অধোগতি ॥ ৯৯
অঙ্গীকার করিতে হয়েছি অধোমুণ্ডে।
কহিলে অমনি যাব নরকের কুণ্ডে ॥ ১০০
কুলে কেন কুপুত্র জন্মিল হরিহর।
বিনয়েতে বলি বাছা মানা যেয়ে কর ॥ ১০১
সত্য সাক্ষী কহিলে অক্ষয় স্বর্গ যাই।
এত শুনি সুন্দরী চলিল ধাওয়াধাই ॥ ১০২
নাছে ভাঙ্গি কলসী স্বামীর কাছে যায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিত্ব রস গায় ॥ ১০৩
নিবেদন করে রামা স্বামীর চরণে।
উঠে এসে দেখ নাথ পিতৃলোকগণে ॥ ১০৪
ডেকে বলে পরিত্রাহি যাই অধোগতি।
মিথ্যাসাক্ষী দিবে নাকি ধন পেয়ে ধূতি ॥ ১০৫
বংশের উদ্ধার হেতু রাজা ভগীরথ।
কোনতপ না করিল শুনেছ ভারত ॥ ১০৬
পুত্রের কারণে লোক করয়ে সংসার।
নিমিত্ত তর্পণ পিণ্ড করিবে উদ্ধার ॥ ১০৭
তুমি স্বর্গ সংহারিয়া ফেলাও নরকে।
সত্য সাক্ষী কহে নাথ তার পিতৃলোকে ॥ ১০৮
হরিহর বলে শুন বাইতির ঝি।
বসে করি বিলাস তোমারে লাগে কি ॥ ১০৯
ধন হতে ধরম ধরণী ধন্য লোকে।
অবলা অবোধ জাতি কে বুঝাবে তোকে ॥ ১১০
দুঃখে গেল গতর গোঙাব কতকাল।
পিতলোক ধর্ম্মভয়ে বেড়ে দুঃখজাল ॥ ১১১
তার সাক্ষী প্রভু রাম অখিলের পিতা।
রাজ্যনাশ বনবাস হারাইল সীতা ॥ ১১২
ধর্ম্ম ভজি কেন বা পাতালে গেল বলি।
বরঞ্চ সে কাল ভাল এবে কাল কলি ॥ ১১৩
অধর্ম্মের বাধ্য বন্ধু ধর্ম্মের [illegible]কার্য্য।
আগে পেলাম এত ধন [illegible] পাব রাজ্য ॥ ১১৪
রামা বলে অর্থ নাথ [illegible]প্রাণ।
প্রসেন ধনের লোভে হ[illegible]জীবন ॥ ১১৫
অর্থ হেতু উদ্বেগ পাই[illegible]জত।
অন্য থাকুক কৃষ্ণচন্দ্র [illegible]পূজিত ॥ ১১৬
রঘুরাজা যেহেতু কুবেরে করে বল।
কারণ অর্থে কিছু নাই ফল ॥

বল না বিলাসে আর কতকাল জীবে।
সত্য বল শতেক পুরুষ স্বর্গে যাবে ॥ ১১৮
পিতৃলোক প্রসন্নে প্রসন্ন দেবগণ।
অর্থ কিছু নয় নাথ ধর্ম্ম বড় ধন ॥ ১১৯
দৈববলে বসে থাক বাইতির বেটী।
তুমি মোরে বুঝাবি কি ধর্ম্ম পরিপাটী ॥ ১২০
মিথ্যা সাক্ষী কহিলে নরকে হয় বাস।
না কহিলে হাতে হাতে সদ্য সর্ব্বনাশ ॥ ১২১
রামা বলে যথা সত্য তথা হয় জয়।
আচরিলে অধর্ম্ম অবশ্য আছে ক্ষয় ॥ ১২২
এত শুনি ক্ষমা নাই বাইতির চিতে।
রাজ-আজ্ঞা হলো হেথা সাক্ষ্য বলাইতে ॥ ১২৩
লঘুগাত এলো দূত বাইতির কাছে।
সাক্ষা দিতে বাইতি আগিয়া আছে নাছে ॥ ১২৪
দেখা হলো দুজনে সম্ভাষে ভাই ভাই।
শেষ মাত্র বলিতে চলিল গাওয়া নাই ॥ ১২৫
রাজার নিকটে আসি নোয়াইল শির।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর ॥ ১২৬
রাজা বলে শুনহে বাইতি হরিহর।
সত্য সাক্ষা দিবে তুমি সভার ভিতর ॥ ১২৭
হয়েছে নয়েছে কিবা পশ্চিমে উদয়।
রাজা এত কহিতে পণ্ডিত সব কয় ॥ ১২৮
সাবধানে শুন ওহে এই ধর্ম্মসভা।
ইহাতে সঙ্কট বড় সত্য কথা কবা ॥ ১২৯
যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
প্রকারে প্রকাশি মিথ্যা মনস্তাপ পায় ॥ ১৩০
অশ্বথামা হত ইতি গজ বলি শেষে।
ধর্ম্মপুত্র তথাপি ঠেকিল যাম্যদেশে ॥ ২৩১
সপ্ত পিতৃ-লোক তোর ভয়ে ভাবান্বিত।
অর্গজ বা অক্ষয় স্বর্গ কিবা অধোগতি ॥ ১৪২
বিবিধ প্রকারে ধর্ম্ম বুঝান পণ্ডিত।
ধর্ম্মপদে লাউসেন মজাইল চিত ॥ ১৩৩
অন্তরে জানিলা প্রভু বাইতির মতি।
বাইতির বদনে বসা [illegible] স্বতী ॥ ১৩৪
যুবতী করিছে তার [illegible] ধ্যান।
সভা মধ্যে শুণ্ডাতে [illegible] ভগ্নজ্ঞান ॥ ১৩৫
অন্তরীক্ষে বসে শুনে [illegible] দেবগণ।
হরিহর বলে সাক্ষা প্রসন্ন [illegible] ১৩৬
পূর্ব্বমুখ হইতে প্রণাম হলো হরি।
[illegible] রাজা নিবেদন কারি ॥ ১৩৭
যেরূপ দেখেছি রয়ে ঈশ্বর প্রমাণ।
কতকাল কঠোরে পূজিলা ভগবান ॥ ১২৮
বর নাহি পেয়ে তনু ত্যাগ করি শেষে।
সবাই ত্যাজিল তনু ধর্ম্মের উদ্দেশে ॥ ১৩৯
তিন দিন ছিলা রায় হয়ে নবখণ্ড।
তবে হৈল পশ্চিমে উদয় বারদণ্ড ॥ ১৪০
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার কিবা।
বারদণ্ড পশ্চিমে উদয় হলো দিবা ॥ ১৪১
প্রভু দিলা উদয় দেবতা লয়ে সঙ্গ।
কহিতে কহিতে প্রেমে পুলকিত অঙ্গ ॥ ১৪২
দেখেছি শুনেছি তায় দিয়েছি বুমুল।
রাজা বলে সত্য সত্য এ কথা মূল ॥ ১৪৩
সবে বলে সাধু সাধু সেন মহাশয়।
ধন্য ধন্য হরিহর বাইতি-তনয় ॥ ১৪৪
উঠিল আনন্দধ্বনি জয় জয় বোল।
আনন্দে বিভোল রাজা সেনে দিল কোল ॥ ১৪৫
ভাগ্যবতী রঞ্জারাণী আর কর্ণসেনে।
মহারাজা সম্ভাষ করিল সেইক্ষণে ॥ ১৪৬
করে ধরি কর্ণসেনে কহিলা ভূপতি।
ক্ষমা দিবে যত দুঃখ পেলে দৈবগতি ॥ ১৪৭
সেন বলে দুঃখ সুখ সব কর্ম্মফলে।
তোমার কি দোষ মোর আছিল কপালে ॥ ১৪৮
কান্দিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল।
প্রবোধিয়া নিল রাজা ভিতর মহল ॥ ১৪৯
রঞ্জাবতী কর্ণসেনে করিল সম্মান।
স্বর্গে বাজে দুন্দুভি প্রসন্ন ভগবান্ ॥ ১৫০
দুই বুনে হালাহোলে উঠিল আনন্দ।
পাত্তর লইয়া শুন চাতুরি প্রবন্ধ ॥ ১৫১
পাত্তর যেমন রয় জোঁকের মুখে চুণ।
তাপের উপরি তাপ বাড়ে দশগুণ ॥ ১৫২
সাক্ষ্য বলে হরিহর চলে গেল বাড়ি।
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে পাত্র মুচুড়িছে দাড়ি ॥ ১৫৩
সেনে ছেড়ে আড়ি হৈল বাইতি উপর।
ধনচোর ঢেসায় পাঠাব যমঘর ॥ ১৫৪
এত ভাবি ভাণ্ডারে প্রবেশ করে ছলে।
ধনচুরি গেল বলে বান্ধিল কোটালে ॥ ১৫৫
রাজার সাক্ষাতে আসি কহিল বিশেষ।
ডেকে বলে ইন্দেমেটে লুটে খায় দেশ ॥ ১৫৬
তোমার ভাণ্ডারে চুরি তত্ত্ব নাহি করে।
কোটাল মাতাল মদে মেতে থাকে ঘরে ॥ ১৫৭

কোপে উঠে কয় রাজা কে করিল চুরি।
সবংশে বধিব নয় চোর দেহ ধরি ॥ ১৫৮
কাতর কোটাল কয় নোয়াইয়া শির।
চারি দণ্ডে আমি চোরে করিব হাজির ॥ ১৫৯
ইন্দেকে আপনি পান দিল নরপতি।
ধাইল কোটালগণ ভাবি ভগবতী ॥ ১৬০
খুঁজিয়া বাজার পাড়া নগর সহর।
ঘর ঘর নগর চত্বর খোঁজে চর ॥ ১৬১
চোর না পাইয়া শেষে বাইতি ভবন।
প্রবেশ করিয়া পাইল ভূপতির ধন ॥ ১৬২
বুঝিয়া বেড়িল বাড়ী বাইতি খেলে তাড়া।
অমনি কোটাল বান্ধে দিয়া ঝুঁটি নাড়া ॥ ১৬৩
নাথা মুথা কুমুই গুঁতা কুপিয়া কিলায়।
বাইতিনী লোটে পড়ে কোটালের পায় ॥ ১৬৩
প্রাণ রাখ নিশানাথ দোষ নাহি কিছু।
ধর্ম্ম যদি সত্য হয় সাক্ষী পাবে পাছু ॥ ১৬৫
তোমার কি দোষ ইন্দে সব করে কলি।
ইন্দে বলে এমন কি আছিলি ধর্ম্মশীলি ॥ ১৬৬
ধন সনে চোর বেন্ধে ভাঙ্গিছে ভরম।
কি আর চোরার নারী বুঝাস ধরম ॥ ১৬৭
এত বলি কোপযুত কোটালের যুথ।
রাজধানে বেন্ধে নিল যেন যমদূত ॥ ১৬৮
ধন চোরে দিয়া মাথা নোয়াল কোটাল।
বিবরণ বলিতে বক্সিস পাইল শাল ॥ ১৬৯
পাত্র ভাবে তৎকাল কেমনে কাটা যায়।
কি জানি বাইতি বেটা মোরে বা মজায় ॥ ১৭০
পাত্র বলে নিবেদন শুন মহারাজ।
চোরের উচিত শাস্তি অনুচিত ব্যাজ ॥ ১৭১
অবিচারে মহারাজা দিতে চাহে শূলি।
আনন্দে বলিছে পাত্র ধন্য কাল কলি ॥ ১৭২
না কয় বাইতি কিছু ধর্ম্ম অভিমানে।
কোটাল লইয়া গেলা বধিতে মশানে ॥ ১৭৩
সাজায়ে সরল শূলি সিমুলের কাঠে।
চাপায়ে চোরের কান্ধে চলে দিব্য ঠাটে ॥ ১৭৪
বাজে কাড়া জোড়া শিঙ্গা করতালি কাঁশি।
দেখিতে ধাইল যত নগরনিবাসী ॥ ১৭৫
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ তালি দেই।
কেহ বলে চোরের উচিত শাস্তি এই ॥ ১৭৬
ভৈরবা-গঙ্গার ঘাটে আরোপিল শূল।
তখন বাইতি কয় করিয়া ব্যাকুলি ॥ ১৭৭
হরিগুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ১৭৮

কোটাল খানিক রাখহ মোর প্রাণ।
অশেষ পাপের পাপী, পতিত-পাবন জপি,
পরিণামে পেতে পরিত্রাণ ॥ ১৭৯
জগতে জনমাবধি, চুরি নাই করি যদি,
চোর বাদে রাজা দেয় শূলি।
স্নান ক'র গঙ্গাজলে, দেব-পিতৃ বন্ধু-কুলে,
তুমি দিতে দাও জলাঞ্জলি ॥ ১৮০
আপন দুঃখের কর্ম্ম, কিবা কলি-যুগধর্ম্ম,
বৃথা যদি জন্ম যায় বয়ে।
নিদান নির্গুণ নিত্য, নয়ান মুদিয়া চিত্ত,
ক্ষণেক চিন্তিব আমি রয়ে ॥ ১৮
কাতর উত্তর শুনি, সদয় কোটালমণি,
দণ্ডেক করিল অবসর।
নিত্য ক্রিয়া কুতূহলে সমর্পিয়া গঙ্গাজলে,
ব্রহ্মচিন্তা করে হরিহর ॥ ১৮২
শিরসি সহস্র দলে, ধ্যান করি যোগবলে,
জ্যোতির্ম্ময় জগত আধান।
বাহ্য বুদ্ধি পরিহরি, মানসিক পূজা করি,
স্তুতি করি হয়ে নতমান ॥ ১৮৩
প্রেমে অঙ্গ গদগদ, প্রমাদে প্রভুর পদ,
পঙ্কজ পরম পরিসর।
সেবিয়া সোনার কায়, ধ্যান করি ধর্ম্মরায়,
ধর ভুলে পূণায় খুন্দর ॥ ১৮৪
তোমর চরণ সার, গতি মোর নাহি আর,
পার কর প্রভু পরাৎপর।
পতিত-পাবন আখ্যা, প্রকাশ করিয়া রক্ষা,
কান্দিয় কহেন হরিহর ॥ ১৮৫
সুধন্ব রাখিলে তৈলে, প্রহ্লাদ অনল-শৈলে,*
জৌঘরে পাণ্ডবে দিলে প্রাণ।
সে সব তোমার ভক্ত, আমি অতি [illegible]াপযুক্ত
নিজ গুণে কর পরিত্রাণ ॥ ১৮৬
মিছা সাক্ষি অঙ্গীকারি, [illegible] তাপে দগ্ধজারি,
দিলে মোরে নি[illegible]
সত্য সাক্ষী দিনু যত, [illegible]নি স্থিত মত,
তাহে কেন হৈলে [illegible]৮৭
শূলিতে পরাণ যায়, [illegible]ম নাহ কান্দি তায়,
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোম[illegible]ের দাস, [illegible]মিথ্যা বাদে [illegible]

ধর্ম্ম মিথ্যা পাছে বলে লোকে ॥ ১৮৮
হরিহর করে স্তুতি, জানিয়া বৈকুণ্ঠপতি,
আদেশিলা পবননন্দনে।
হরিহরে মারে মিছা, সুরপুরে আন বাছা,
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে ॥ ১৮৯
অন্তরীক্ষে হনুমান বিমান লইয়া।
ঘাটে উঠে হরিহর ধর্ম্ম ধেয়াইয়া ॥ ১৯০
বসন ভূষণ মাল্য চন্দনে ভূষিত।
প্রভুপদে হরিহর আরোপিল চিত ॥ ১৯১
হরিহরে দেখিছে পাত্র বাইতির শূলি।
নিদারুণ কোটাল বধ যেনে ধরে তুলি ॥ ১৯২
শূলিতে তুলিতে, তোলে সুবর্ণ বিমানে।
বাইতি বৈকুণ্ঠ গেল পিতৃলোক স্থানে ॥ ১৯৩
হরিহরে সুরপুরে সবে বলে শ্লাঘা।
কহিতে কে পারে কত হরিহরের ভাগ্য ॥ ১৯৪
হরিহরে কৃতার্থ করিল ভগবান।
কারিতে আঁটকুড়া পাত্রে গেল হনুমান ॥ ১৯৫
সভে বলে সাধু সাধু ধন্য পুণ্যবান।
পাত্র বলে তোরা সব বড়ই অজ্ঞান ॥ ১৯৬
ও বেটা পাতকী বড় গতি শুভক্ষণে।
ভুলেছে শূলির কাষ্ঠ স্বর্গ এ কারণে ॥ ১৯৭
আমার প্রধান পুত্র কামদেব আন।
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল আনিল বিদ্যমান ॥ ১৯৮
পাত্র বলে বাছারে বিচারে তুমি বুঝ।
কি তপে বাইতি বেটা হলো চতুর্ভুজ ॥ ১৯৯
শুভক্ষণে শূলিতে শুয়েছে ভাল রাতে।
অতেব গিয়েছে স্বর্গ বুঝে দেখ চিতে ॥ ২০০
কামদেব বলে বাপা ঐ সত্য বটে।
পাপে পূর্ণ হলো পাত্রে দৈবে ধরে জটে ॥ ২০১
পাত্র বলে কামদেব স্বর্গে সাধ বাদ।
তুমি স্বর্গে গেলে মোর ঘুচে অবসাদ ॥ ২০২
এত বলে কোটালে সঙ্কেত করে পাপ।
কামদেব শূলিতে শূলি ডাকে বাপ বাপ ॥ ২০৩
অন্তরিক্ষে লাখি মা… মহাবীর।
শূলিটে বেরুল ত… রি শির ॥ ২০৪
পাত্র বলে পাপী … অধোগতি।
পুণ্যাত্মা মদন মোর… সন্ততি ॥ ২০৫
তারে আন, আদেশিলে …ল কোটাল।
পাত্র বলে স্বর্গে বাছা কর ঠাকুরাল ॥ ২০৬
…লিতে হয় …র বজ্রমুঠি।

শূলিতে বেরুল তার ভেদ করে টুঁটী ॥ ২০৭
তথাপি অধম পাত্র ডাক দিয়া কয়।
সংসারে মদনা বুঝি ছিল পাপাশয় ॥ ২০৮
তৃতীয় তনয় চন্দ্র ধর্ম্মশীল বেটা।
তারে স্বর্গে পাঠাইলে ঘুচে বুকে জাঠা ॥ ২০৯
আন মাত্র বলিতে … উপনীত।
শূলেতে তুলিতে বেটা ডাকে বিপরীত ॥ ২১০
উহু অ হ মরিয়ে মারে বাপ।
পাত্র বলে ইহার অধিক ছিল পাপ ॥ ২১১
চতুর্থ চণ্ডিক নামে এক পুত্র ছিল।
তাহারে আনিয়া এইরূপে নষ্ট কৈল ॥ ২১২
এইরূপে পাঁচ পুত্র করিল সংহার।
তথাপি অধম পাত্র ক্ষমা নাহি আর ॥ ২১৩
অভাগা অধম পাত্র ক্ষমা নাহি মনে।
কোটালে কহিল আন কোলের নন্দনে ॥ ২১৪
ছমাসের শিশুটী সংসারে পাপহীন।
তারে স্বর্গে পাঠালে প্রসন্ন হয় দিন ॥ ২১৫
শয়নে আছেন শিশু সুবর্ণের খাটে।
কোটাল নিকটে যেয়ে দেখিল সঙ্কটে ॥ ২১৬
ইন্দে বলে পাছে জানে ছাওয়ালের মা।
মধুরে অধম পাত্র অধোগতি যা ॥ ২১৭
কেমনে বধিবে বাছা কুলের কমল।
দুগ্ধমুখ হেরি শিশু হাসে খল খল ॥ ২১৮
ছল ছল করে ইন্দে নয়নের জলে।
মায়া ত্যজি কোটাল করিয়া নিল কোলে ॥ ২১৯
চাঁদ মুখে পথে পথে কত দিল চুম।
শূলের উপরে বাছা সুখে যাও ঘুম ॥ ২২০
বসাতে শূলির শির নাহি আঁটে স্থল।
পাত্র বলে আছে শূলি পরম মঙ্গল ॥ ২২১
শূলেতে তুলিবা মাত্র শিশু হলো ধ্বংস।
এতদূরে মহাপাত্র হইল নির্ব্বংশ ॥ ২২২
করিলে পরের মন্দ ফলে এই ফল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ২২৩
আঁটকুড়া হলো পাত্র বধে ছয় পো।
শোকে রত্নরাণীর নয়ানে বহে লো ॥ ২২৪
ধরিয়া পুত্রের হাতে করেন ব্যাকুলি।
ঘুচল পিতার কুলে পিণ্ড জলাঞ্জলি ॥ ২২৫
ভাই হৈল ভাগ্যহীন ভারত ভুবনে।
এক পুত্র দান দেহ আপনার গুণে ॥ ২২৬
বাছারে বাঁচায়ে দেহ বংশে দিতে বাতি।

শিরোধার্য্য করে সেন মায়ের আরতি ॥ ২২৭
ছোট শিশু শূলি হতে তুলে নিল কোলে।
প্রাণ দিল প্রভুর প্রসাদ ফুল জলে ॥ ২২৮
উপজে আনন্দ বড় উঠে জয়ধ্বনি।
সবে বলে লাউসেন দেবতা আপনি ॥ ২২৯
ধন্য বাপু বলিয়া ভূপতি নিল কোলে।
আদরে দিবস দুই রাখিল মহলে ॥ ২৩০
কর্ণসেন রঞ্জাবতী রাজা লাউসেন।
কর্পূরে করিল ভূষা নানা রত্ন ধনে ॥ ২৩১
লাউসেন আনন্দে বিদায় হলো বাড়ি।
তখন (ও) কুচক্র পাত্র না হ ছাড়ে আড়ি ॥ ২৩২
মৃত শিশু পাইল প্রাণ সভা বিদ্যমানে।
নব লক্ষ সেনা তবে মরে থাকে কেনে ॥ ২৩৩
ভাগিনা জিয়ায়ে দিলে তবে সে বিদায়।
রাজা বলে লাউসেন কি হবে উপায় ॥ ২৩৪
পাত্রের কুচক্র শুনি রাজার হলো হাস।
সেন বলে ঐ বুদ্ধে হলো সর্ব্বনাশ ॥ ২৩৫
গলিত কুষ্ঠক হও ছাড় ব্রহ্ম রা।
বলিতে বলিতে পাত্রের গলে পড়ে গা ॥ ২৩৬
পচা গন্ধে বিষম মাছির ভনভনে।
নিকটে না বসে কেহ নাকে বস্ত্র বিনে ॥ ২৩৭
সেন বলে শুন মামা জীবে যত সৈন্য।
রাজা বলে বাপুরে তোমারে ধন্য ধন্য ॥ ২৩৮
লাউসেনে হাতে ধরে বলেন ভূপতি।
তোমার মাতুল কৈলে এতেক দুর্গতি ॥ ২৩৯
সেন বলে নাহি কিছু অগোচর তোমা।
পরিবার পক্ষে মামা নাহি দিল ক্ষমা ॥ ২৪০
রাজা বলে ক্ষম দোষ, হও অনুকূল।
আমার পাত্র তায়, তোমার মাতুল ॥ ২৪১
পরিতুষ্ট হও বাপু কুষ্ঠ কর দূর।
সেন বলে ভাল মেসো আছেন ঠাকুর ॥ ২৪২
ধর্ম্মপদে শক্তি সেন শরীর নির্ম্মল।
ঘুচালে পাত্রের কুষ্ঠ দিয়া পুষ্পজল ॥ ২৪৩
ধর্ম্মনিন্দা কারণ ধবল রহে মুখে।
লাউসেন বিদায় হয়ে চলিল কৌতুকে ॥ ২৪৪
রাজরাণী সহিত করিল হালাহোল।
কেহ করে দণ্ডবৎ কেহ দেন কোল ॥ ২৪৫
বিনয় বচন বলি তুষিল ভূপতি।
বিদায় হইয়া সেন চলে শীঘ্রগতি ॥ ২৪৬
ভৈরবী পেরুল সেন ভাবি ভগবান্।
শালঘাট শীতলপুর রাখি পিছে যান ॥ ২৪৭
কত নদী খাল বিল সরাই সহর।
একে একে রেখে পাইল ময়না নগর ॥ ২৪৮
সে হেন সোনার পুরী দেখে ছারখার।
কর্ণসেন রঞ্জাবতী করে হাহাকার ॥ ২৪৯
ময়নার যত প্রজা সবে এলো ধেয়ে।
মৃতপ্রায় ছিল যেন উঠে প্রাণ পেয়ে ॥ ২৫০
সন্তাপে সজল আঁখি মুখে নাই বোল।
হরিষে বিষাদ বাড়ে উঠে হালাগোল ॥ ২৫১
কোলে এলো চিত্রসেন কান্দিতে কান্দিতে।
তা দেখি ভূপতি প্রাণ না পারে ধরিতে ॥ ২৫২
মহল দাখিল হতে দুখ উঠে দুন।
প্রিয়া বিনা সংসার সকল দেখে শূন্য ॥ ২৫৩
বিশেষ নারীর শোক স্মরিয়া দ্বিগুণ।
পুরুষ জর্‌জর্‌ যেন কাঁচা বাঁশে ঘুণ ॥ ২৫৪
কলিঙ্গা রাণীর অঙ্গ ঘৃতে ছিল ভাজা।
সিন্দুক খুলিতে শোকে অচৈতন্য রাজা ॥ ২৫৫
ধুলায় লোটায়ে কান্দে চক্ষে বহে জল।
গোলোকে জানিল ধর্ম্ম ভকতবৎসল ॥ ২৫৬
পুনঃপুন কাঁদে কেন ময়না ভূপতি।
পরিপূর্ণ পরিপাটী হয়েছে বার্ম্মতি ॥ ২৫৭
লাউসেন আন হনু দেবতা-সমাজে।
হনু কন আগে আজ্ঞা কর ইন্দ্ররাজে ॥ ২৫৮
পাত্রের সঙ্গতি সেনা যদি প্রাণ পায়।
তবে সে বৈকুণ্ঠে এসে লাউসেন রায় ॥ ২৫৯
এত শুনি ইন্দ্ররাজে প্রভু দিল ত্বরা।
হইল অমৃতবৃষ্টি উঠে যত মরা ॥ ২৬০
মার্‌ মার্‌ ব'লে ডাকে যত সেনাগণ।
শাকাশুকা বীর উঠে কালুর নন্দন ॥ ২৬১
পাটরাণী কলিঙ্গা সেনের প্রিয়তমা।
সুধা পরশনে হলো সোনার প্রতিমা ॥ ২৬২
আনন্দে বিভোল যত ময়নার লোক।
সমাপন সবার সন্তাপ দুখ শোক ॥ ২৬৩
সেনাগণে গৌড়েতে বিদায় [illegible] রাজা।
ঘরে ঘরে বাড়িল ধর্ম্মের [illegible] ॥ ২৬৪
সবে বলে লাউসেন ঈশ্বরে [illegible]
বলিতে বিমান-ভরে এলে [illegible] ॥ ২৬৫
বীর বলে লাউসেন র[illegible] ভর।
সুরপুরী এস বাপু আপনার ঘর ॥ ২৬৬
রাম [illegible] নিড়া কর্পূর [illegible]।

পুরবাসী সকলে প্রবোধে জনে জনে ॥ ২৬৭
কশ্য -নন্দন বাপ তুমি মহামনি।
ধর্ম্মপূজা প্রকাশিতে এসেছ অবনী ॥ ২৬৮
পরিপূর্ণ পূজা হ'ল অবনীমণ্ডলে।
স্বর্গ চল বলিতে লাউসেন কিছু বলে ॥ ২৬৯
এতদিন দুখে শোকে তনু হ'লা শেষ।
কেবল সুখের দশা করেছে প্রবেশ ॥ ২৭০
পুণ্যভূমি ভারত ভুবনে ভাল মতে।
কতকাল করি রাজ্য বাসনা মনেতে ॥ ২৭১
বীর বলে বিশেষ বারতা আমি বলি।
পুণ্যভূমি বটে কিন্তু কোলে কাল কলি ॥ ২৭২
কলিকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রহ্মচিন্তা আর।
কিছু না রহিবে বাপু হবে একাকার ॥ ২৭৩
শুন বিবরিয়া বলি বলে হনুমান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ ২৭৪

চল চল স্বর্গ, দিনে দিনে দুখ,
পাপমার্গে হবে কলি।
লোকে ভাবিষ্যতি, যে সব দুর্গতি,
সম্প্রতি শুনহ বলি ॥ ২৭৫
দেব জগন্নাথ, সব অসাক্ষাত,
নিদ্রাগত গ্রামদেবা।
কলিতে গঙ্গাদেবা ছাড়িব পৃথিবী,
পাতকী তরাবে কেবা ॥ ২৭৬
কলিতে এক ভাগ, ধর্ম্ম অনুরাগ,
তিনভাগ হবে পাপ।
তপ জপ যজ্ঞ, বেদের বেদাঙ্গ,
ব্রাহ্মণে পাইবে তাপ ॥ ২৭৭
দুর্জ্জন কলিতে, এ ভব তরাতে,
কেবল হরির নাম।
জিহ্বার আলিসা, লাব...-লালিসা,
ইথে বিধি হবে বাম ॥ ২৭৮
বৈষ্ণবতা ধর্ম্ম. দেবারাধ্য কর্ম্ম,
ব্রহ্মপদে [illegible]তি লীন।
তাহে কত [illegible] হইবে পাষণ্ড,
[illegible] ন ॥ ২৭৯
শিব শক্তি [illegible] জাব সবে মুক্তি,
[illegible]ন পদে।
না বুঝিয়া [illegible] মজাইবে [illegible] পরদারে মত্ত,
কর [illegible] ॥ ২৮০
[illegible] মিছা দিবে রায়,
দ্বিজে নাহি ধর্ম্মলেশ।
কাণে দিয়া মন্ত্র, করে কত তন্ত্র,
কেবল কড়ির উদ্দেশ ॥ ২৮১
দেবতা ব্রাহ্মণ, নিন্দা অনুক্ষণ,
বৈষ্ণবে নিন্দিত ভাতি।
লঘু গুরু জ্ঞান, সবে সমাধান,
দুপর দিনে ডাকাতি ॥ ২৮২
অকাল মরণ, শোকে সন্তাপন,
অপালন শুকা হাজা।
করিয়া চাতুরী, চেসা দিয়া গারি,
লুটিবে কপট রাজা ॥ ২৮৩
যুগধর্ম্ম রায়, সাধু দুখ পায়,
দুষ্টের প্রভাবে বাড়া।
ব্রাহ্মণ সজ্জন করিয়া বর্জ্জন,
বসিবে শুঁড়ির পাড়া ॥ ২৮৪
বসিয়া বাজারে, যবন আচারে,
ব্রাহ্মণে বেচিবে স্থি।
দেখিয়া উত্তমা, কত নরাধমা,
হরিবেক বধূ ঝি ॥ ২৮৫
সুরাপানে বেশ্যা, গমন তপস্যা,
করিবেক কত নর।
যে যার সহিত, মজিবে পিরীতে,
হাতে হাতে হবে ঘর ॥ ২৮৬
ত্যজি নিজ পতি, সতী কুলবতী,
যুবতী অসৎ হবে।
মদন-আবেশে, পর পতি আশে,
পথ আগুলিয়া রবে ॥ ২৮৭
যতেক অবলা, সে হবে প্রবলা,
কথা হবে হাত নেড়ে।
স্বামীর বচন, করিবে লঙ্ঘন,
গঞ্জনায় দিবে তেড়ে ॥ ২৮৮
হইয়া বহুড়ি, হিংসিবে শাশুড়ী,
কোন্দলে মারিবে ঝাঁটা।
হেন ছার নারী, তার আজ্ঞাকারী,
হইবে কলির বেটা ॥ ২৮৯
আচারে বিহীন, বিচারে অধীন,
ব্রাহ্মণে বেচিবে কন্যা।
একাদশী অন্ন, খাইবে প্রসন্ন,
কি আর কহিব অন্য ॥ ২৯০
সতী কুলবতী, সে হবে অসতী,

সাধ্বী বলাবে কুলটা।
ধর্ম্ম হবে ক্ষীণ, অধর্ম্ম প্রবীণ.
সৎ পথে পড়িবে কাঁটা ॥ ২৯১
শুন মহাভাগ, নাছে নটে সাগ,
তুলনা হবে তুলসী।
বর্ণ অবিচার, হবে একাকার,
সবে হবে ধন-বশী ॥ ২৯২
সৎপথ কাটিয়া, বাপী পুরাইয়া,
ডহর করিবে ডাঙ্গা।
থাকুক অন্য জন, শুনহ রাজন,
ব্রাহ্মণের হবে সাঙ্গা ॥ ২৯৩
পুরাণ ভারত, দেব বিদ্যা যত,
শূদ্রমুখ গত-প্রায়।
এতেক উৎপাত শুনি কাণে হাত,
রাম রাম স্মরে রায় ॥ ২৯৪
কহে লাউসেন, মোর একক্ষণ,
গমনে নাহিক ব্যাজ।
কহ কৃপা করি, কেবা সুরপুরী,
পেলে পূজি ধর্ম্মরাজ ॥২৯৫
বীর বলে বলি, বিবরে সকলি,
একচিত্তে শুনে রায়।
গুরু-পদ-দ্বন্দ্ব, ভাবি সদানন্দ,
দ্বিজঘনরাম গায় ॥ ২৯৬

হনু বলে অসংখ্য ধর্ম্মের ভক্ত জন।
সম্প্রতি ধর্ম্মের ভকিতা বার জন। ২৯৭
একান্ত পূজিলে ধর্ম্ম কাটে কর্ম্মফাঁস।
ভবসিন্ধু তরিয়া বৈকুণ্ঠে করে বাস ॥ ২৯৮
প্রথমে সেবক ছিল ভোজ মহারাজা।
পরিপাটী পরিপূর্ণ দিল আদ্যপূজা ॥ ২৯৯
ধূপদত্ত দ্বিতীয়ে পূজিল সপ্রতুল।
মাণিক দ্বীপের মাঝে ধর্ম্মের দেউল ॥ ৩০০
তৃতীয় মথুর ঘোষ পূজে ধর্ম্মরাজে।
ধেনু ধান্য ধনধর্ম্মে ধরণী বিরাজে। ৩০১
চেরে পূজে মহীমুথ ব্রাহ্মণ শরীর।
পূজা প্রদক্ষিণে ফিরে ধর্ম্মের মন্দির। ৩০২
পঞ্চমে সেবক ছিল কালু ঘোষ নামে।
যে জন জন্মিল ধর্ম্ম-ললাটের ঘামে। ৩০৩
ষষ্ঠমে সেবক ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা।
নিজ পুত্র কাটি যে ধর্ম্মের দিল পূজা। ৩০৪
জ্যেষ্ঠ বেটা কাটিয়া ধর্ম্মের পূজা দিল।
সেই হইতে লুয়ের সৃষ্টি ভারতে হইল ॥ ৩০৫
সপ্তম সেবক সদা ডোমের নন্দন।
যার ঘরে হইল ধর্ম্ম অতিথি ব্রাহ্মণ ॥ ৩০৬
অ সাই চণ্ডাল আটে পূজিল প্রচুর।
সিজান ধান্যেতে যার জন্মিল অঙ্কুর। ৩০৭
নবমে সেবক ছিল দ্বিজ মহীপাল।
তপ জপ যাগ যজ্ঞ জপে সর্ব্বকাল ॥ ৩০৮
দশমে সেবক ছিল বারুই শিবদত্ত।
ধর্ম্মপূজা করিল যে অতি সুমহত্ত্ব। ৩০৯
একাদশে সেবক বাইতি হরিহর।
দেখিলে বৈকুণ্ঠে গেল শূলির উপর ॥ ৩১০
দ্বাদশে সেবক তুমি কর্ণ্ণপনন্দন।
অবনী এসেছ ধর্ম্ম-পূজার কারণ ॥ ৩১১
দেবকন্যা তোমার রমণী চারিজন।
অশ্বি র পাথর ঘোড়া সূর্য্যের নন্দন ॥ ৩১২
কলিকালে ধর্ম্মের বার্ত্তি দিলে পূজা।
পূর্ণ হল নিজ ঘরে চল মহারাজা ॥ ৩১৩
তোমার জননী রম্ভা ইন্দ্রের নাচনী।
অভয়ার অভিশাপে এসেছে অবনী ॥ ৩১৪
সকলি ধর্ম্মের মায়া শাপান্তর পর।
এসহ আপন পুরী রথে কর ভর। ৩১৫
কর্পূর বলেন দাদা এ কথা স্বরূপ।
শুনি প্রেমে পুলকিত ময়নার ভূপ। ৩১৬
সেন বলে রেখে যাব বৃদ্ধ পিতা মাতা।
সেনের বচন শুনি কন রথদাতা ॥ ৩১৭
মা বাপে জিজ্ঞাসে এস কি পাও উত্তর।
শুনিয়া প্রবেশে পুরী দুই সহোদর। ৩১৮
দুই ভাই যেয়ে বাপে দণ্ডবৎ করি।
লাউসেন বলে বাবা চল স্বর্গপুরী। ৩১৯
আপনি পাঠালে রথ অখিলের নাথ।
বৃদ্ধ রাজা বলে বাপু যেও গো পশ্চাৎ। ৩২০
শিশু তোর তনয় অধম রাজকার্য্য।
নফরে লুটাতে নারি ধন কড়ি রাজ্য।
সেন বলে রাজ্যভোগে স... ...বে ॥
পরিণামে প্রভু পরম পদ... ...র ৩২২
এত বল নত্ত হয়ে হইল ... ৩২৩
ঐরূপে মায়ের সন্তা... ...ভর ॥ ৩২৪
পুত্র ছাড়ে স সার ... ...মার ঘর ॥ ...
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা ... মহাপথ...।
রাণী বলে কি বুঝিলে ...